শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীমনোহর ভজন-দীপিকা

নবম সংস্করণ

পরমারাধ্যতম গুরুদেব অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমৎ মনোহরদাস বাবাজী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত

দীন নরোত্তম দাস (ছোট) কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু মন্দির, চাক্‌লেশ্বর, গোবর্দ্ধন (মথুরা)

গৌরাব্দ— ৫২৯ বঙ্গাব্দ— ১৪২১

চাক্‌লেশ্বর, গোবর্দ্ধন (মথুরা) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির হইতে

শ্রীসুধাসিন্ধু দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা—৫২৯ (ইং ২০১৪)

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীমনোহর ভজন-দীপিকা। (১ম খণ্ড)
২। শ্রীশ্রীমনোহর ভজন-দীপিকা। (২য় খণ্ড)
৩। শ্রীশ্রীমনোহর ভজন-দীপিকা। (৩য় খণ্ড)
৪। শ্রীশ্রীমনোহর ভজন-দীপিকা (ভক্তিরস-নিধি) (৪র্থ খণ্ড)
৫। শ্রীশ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ও কলঙ্কভঞ্জন।
৬। শ্রীশ্রীনাম-তত্ত্ব।
৭। শ্রীগোস্বামীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।
৮। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের জীবনী।
৯। শ্রীমনোহর জীবন-চরিত।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীমনোহর ভজন কুটির, সমাধি মন্দির,
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির।
চাক্‌লেশ্বর, পোঃ- গোবর্দ্ধন, জেঃ–– মথুরা (উঃ প্রঃ)

২। শ্রীশ্রীমা জাহ্নবামন্দির, শ্রীরাধাকুণ্ড।
পোঃ— রাধাকুণ্ড, জেলা— মথুরা (উঃ প্রঃ)

শ্রীশ্রীনিতাইগৌর কম্পূটর্স।
গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড, মথুরা। (উঃ প্রঃ)
মোঃ নং— ৮৪৪৫৯৭৭৫০৩, ০৯৫৫৭৪৩৫৯২৭

শ্রীগৌর করুণামূর্ত্তিং কৃপাপূর্ণ কলেবরম্।
গুরুং মনোহরং বন্দে গোবর্দ্ধন নিবাসিনম্।।

অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীপাদ মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ।

আবিঃ ১২৭৫ কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিরোঃ ১৩৯৬ আষাঢ় কৃষ্ণা নবমী।
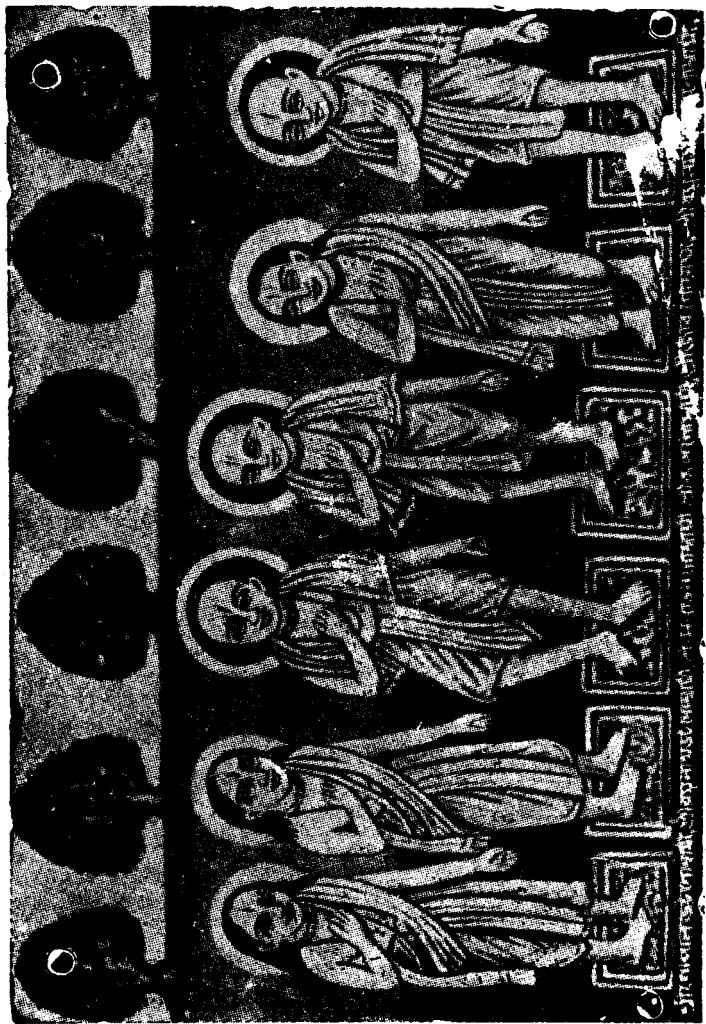
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

কলিযুগ পাবনাবতার
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ (শ্রীকৃষ্ণবলরাম)
সেবক শ্রী ১০৮ বাবা মনোহরদাসজী মহারাজ
চাক্‌লেশ্বর, গোবর্দ্ধন, মথুরা। উঃ প্রঃ।

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

যাঁহার অহৈতুকী কৃপাবর্ষণে অতি শৈশবে সাংসারিক বন্ধুজনের মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া দিশাহারা অবস্থায় সুদূর ব্রজধামে আসিয়া যাঁহার সুস্নিগ্ধ শ্রীচরণছায়ায় শান্তির শীতল আশ্রয় পাইয়াছি এবং যিনি অযাচিত ভাবে অপার করুণা পরবশ হইয়া মাদৃশ অনাদি বহির্ম্মুখ জীবাধমকে শ্রীগৌরগোবিন্দ-ভজন উপদেশ দানে কৃত-কৃতার্থ করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনতটস্থ মানসীগঙ্গাতীরে নিজস্ব মনোহর ভজন কুটিতে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের নাম-রূপ-গুণলীলা-মাধুর্য্যামৃত-সাগরে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিয়া সর্ব্বজীবের কল্যাণার্থে দীর্ঘায়ু লইয়া বিরাজমান রহিয়া এ দীনপামরকে সাক্ষাৎ সেবাধিকার দান করিয়াছেন—

সেই পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমৎ মনোহরদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীকরকমলে তাঁহারই সন্তোষার্থে তাঁহারই কৃপাস্ফুরিত ফল এই "শ্রীশ্রীমনোহর ভজন দীপিকা" সশ্রদ্ধায় সমর্পিত হইল।

শ্রীচরণাশ্রিত—

দীন ছোট নরোত্তম।

বৈষ্ণবাশীস্

গোবর্দ্ধন,চাক্‌লেশ্বরস্থ ভাগবতভবন নিবাসী সাধক চূড়ামণি ভাগবতাচার্য্য পণ্ডিত-প্রবর শ্রীলপ্রিয়াচরণদাসবাবাজী মহারাজের পূত আশীর্ব্বাদ বাণী—

"প্রিয় নরোত্তম! তোমার সংগ্রহীত 'শ্রীশ্রীমনোহর ভজন দীপিকা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। নিত্য-নৈমিত্তিক, বিধিমার্গ ও রাগমার্গীয় ভজন-সাধন বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অতীব চমৎকার। ইহা দ্বারা একাধারে গৃহী ও ত্যাগী বৈষ্ণবগণের ভজন-সাধনে প্রভূত আনুকূল্য হইবে। আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করি, দিন দিন শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-গোবিন্দ চরণে তোমার অচলা ভক্তি বর্দ্ধিত হউক।"

আশীর্ব্বাদক—

প্রিয়াচরণদাস বাবাজী

শ্রীগৌর পূর্ণিমা—১৩৯০,ভাগবত ভবন,
চাক্‌লেশ্বর, গোবর্দ্ধন।

গোবর্দ্ধন, চাক্‌লেশ্বরস্থিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরের মহান্ত মহারাজ পূজ্যপাদ আমার পারমার্থিক জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীমৎ সুবলদাস বাবাজী, ব্যাকরণতীর্থ মহারাজের স্নেহাশীষ —

"শ্রীমান্ নরোত্তম! তোমার সংগৃহীত **"শ্রীশ্রীমনোহর ভজন দীপিকা"** গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নামে এই যে নিত্যনৈমিত্তিক ভজন সাধন-সহায়ক বিষয়াবলী সঙ্কলিত হইয়াছে ইহা অতি অপূর্ব্ব উপযোগী। সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন।" আশীর্ব্বাদক—

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৯১ **সুবলদাস বাবাজী**

— ** —

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

গ্রন্থকারের দৈন্যাত্মক নিবেদন

গুরুদেব !

অতি কৃপা করি গোবর্দ্ধন ধামে
গঙ্গাতটে (*) দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে এই তটে বসি
হরিনাম কর গান।।
কিন্তু কবে প্রভো করুণা বর্ষিবে
এ দাসেরে কৃপা করি।
মন স্থির হবে সকল সহিব
একান্তে সেবিব হরি।।
শৈশব-যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্ম দোষে এ শরীর হ'ল
ভজনের প্রতিবন্ধ।।
বার্ধক্যে যখন শমনে ঘিরিবে
ভজিব কেমনে তব।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ও রাঙ্গা চরণে
সব দুঃখ নিবেদিব।।

(*) মানসী গঙ্গাতটে ।

দুটি কথা

"গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের শরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।।"

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতি কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

গ্রন্থ মাত্রেই ভূমিকা লিখনের মাধ্যমে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর এবং গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের প্রথা চিরাচরিত। বর্ত্তমান গ্রন্থ একখানি সঙ্কলন মাত্র। কাজেই ইহার কোন ভূমিকা লেখা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কোন অংশই সম্পাদক মহাশয়ের স্বরচিত বা কল্পিত নয়। গ্রন্থভুক্ত সাধকের ভজনানুকূল সকল বিষয়ই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদ ও শ্রীচরণানুচর গৌড়ীয় মহাজনগণের কৃপার দান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন ভাবে নিবেশিত আছে; কোন কোন বিষয় অধুনা দুষ্প্রাপ্যপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধক ভক্তগণের এই অভাব মরমে উপলব্ধি করিয়া ঐ সকল দুষ্প্রাপ্য ও বিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সম্পাদক মহাশয় একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন মাত্র। আমার মনে হয় সহৃদয় সম্পাদক মহোদয়ের এরূপ মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য তিনি সাধকজগতের সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থের নামকরণ— গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীমনোহর ভজন দীপিকা' রাখা হইয়াছে। আমার মনে হয়, গ্রন্থের নামকরন উপযুক্তই হইয়াছে। একথার সমর্থনে এরূপ বলা বোধ হয় অতিশয়োক্তি হইবে না— প্রথম কথা যে— **'ভজন দীপিকা'** আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ হইয়া অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সাধকগণকে-সর্ব্বকারণের-কারণ, অনাদির আদি সর্ব্ব মনোরম গুণৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সর্ব্ব-মনোহর রূপধারী শ্রীগোবিন্দচরণে অগ্রসর হওয়ার পথে দিশারীরূপে সহায়তা করে—যাঁহাকে পাইলে বা যাঁহার

কৃপা কণার লেশমাত্র পাইবার সৌভাগ্য হইলে জাগরিত সকল অনিত্য, আপাত মনোহর বস্তু সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধ হইবে তাহাই 'মনোহর ভজন দীপিকা'।

অথবা দ্বিতীয় কারণরূপে অন্যভাবে বলা যায়—এই গ্রন্থের মূল সঙ্কলক গোবর্দ্ধন, চাকলেশ্বরবাসী শ্রীমৎ মনোহরদাস বাবাজী মহারাজ সুদীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর ভজনানুশীলন করিয়া বর্ত্তমানে একশত বিশ বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধনে মানসীগঙ্গা তীরে নিজ ভজন-কুটিতে অবস্থান করিয়া নানাভাবে জীবের কল্যাণসাধন করিয়াছেন। এই মহাত্মা তাঁর সুদীর্ঘ ভজন-জীবনে ব্রজধামের বহু ভজনানন্দী বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত। তাঁহারই আদেশ ও উপদেশে এইগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মহাত্মার কৃপাশীর্ব্বাদ ও কৃপাদেশ ব্যতীত সম্পাদক মহাশয়ের অন্তরে এ গ্রন্থে সঙ্কলের অনুপ্রেরণা আসিত না। এদিক দিয়া বিচার করিলে এ গ্রন্থের নাম '**শ্রীশ্রীমনোহর ভজন দীপিকা**' রাখা সার্থক হইয়াছে মনে করি।

তৃতীয়তঃ বলা যায়, এই গ্রন্থে সঙ্কলিত সকল বিষয়বস্তুই মনোহর (মন হরণকারী)। যিনি এই ভজন দীপিকার আলোক রশ্মিতে উদ্দীপিক হইবেন— তাহার মনপ্রাণ হৃত হইয়া জগতের অনিত্য আপাত-মনোরম বস্তু হইতে নিত্য পরম মনোহর বস্তুতে নিবিষ্ট হইবে। তাই গ্রন্থের নাম 'মনোহর ভজন দীপিকা' রাখা উপযুক্তই হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না আশা করি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধকমণ্ডলীর প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় তথ্যাদি একত্র করিয়া সাধকগণের উপকারার্থে তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া দেওয়াই সম্পাদক মহাশয়ের একান্ত কামনা। বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করিয়া দেওয়াই সম্পাদক মহাশয়ের একান্ত কামনা। বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করিতে যাইয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় একটু অধিকই পড়িয়াছে। ইহাতে কেহ নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হইবেন না। কারণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অমূল্য ও অপ্রাপ্য বলিলে চলে। গ্রন্থ আস্বাদন করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ফলেন পরিচীয়তে'।

নিখিল বৈষ্ণব শাস্ত্রের নির্য্যাস শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অতুলনীয় দান 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' ও 'প্রার্থনা' এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এছাড়া মনঃশিক্ষা বিবিধ প্রার্থনা প্রভৃতি একসঙ্গে পাইয়া ভক্তগণ নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবেন। অষ্টকাদি অতীব মনোহর সামগ্রী। ইহা ভক্তি ও ভজনবর্দ্ধক। অগণিত অষ্টক আছে। সকল এক গ্রন্থে একত্রিত করা অসম্ভব। তবে যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক অষ্টক—যাহা একত্রে একগ্রন্থে পাওয়া যায় না—সংগৃহীত হইয়াছে এই দীপিকায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রাগের ভজনকে 'লোকবেদসার' রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। 'রাগের ভজনপথ, কহি এবে অভিমত, লোক-বেদ-সার এই বাণী। সখীর অনুগা হইয়া, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া, সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী।।" এই রাগমার্গীয় ভজনের সহায়ক বিষয়বস্তু বিশেষ করিয়া অষ্টকালীন স্মরণ-মননের সহায়ক তথ্য সচরাচর পাওয়া যায় না। সাধক ভক্তগণের সহায়তার জন্য তথ্য যুগপৎ নবদ্বীপ ও ব্রজের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের সহায়ক তথ্যও সংক্ষেপে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একবাক্যে স্বীকার করিতে হয়, সম্পাদক মহাশয়ের ইহা একটি অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা। যাহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। আশা করি এই গ্রন্থে সাধক ভক্তগণের অধিকাংশ চাহিদারই পূরণ হইবে। তাহা হইলেই সম্পাদকের সকল শ্রম সার্থক হইবে। এই গ্রন্থের যত বহুল প্রচার হইবে তত বেশী সাধকের উপকার সাধিত হইবে। তাই এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ গ্রন্থে থাকিলেও গ্রন্থসন্নিবিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রয়োজনের গুরুত্ব ও মূল্যায়নের দৃষ্টিতে সম্পাদক মহাশয় আমাদের সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অলমতি বিস্তরেণ।

নিতাই গৌর হরিবোল।

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী—
বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী
শ্রীগৌরবিনোদ অঙ্গন।
চাকীপাড়া,পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের
৩৭০ তম জয়ন্তী দিবস,১৩৯২
ইং ৯। ৫। ১৯৮৫

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ ।।

শ্রীনাম মহিমা (১)

নাম্মৈব পরমা মুক্তির্নাম্মৈব পরমা গতিঃ।
নাম্মৈব পরমারাধ্যো নাম্মৈব পরমো গুরুঃ।। আদিঃ পুঃ ।
নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ-নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।। বৃঃ বিঃ পুঃ
বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভুতং যৎ ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ।। লঘু ভাগঃ।
সর্ব্বপাপ-প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্।
সর্ব্বদুঃখ-ক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনং।। ব্রঃ বৈঃ পুঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।। নন্দি পুঃ।

"আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
প্রভু কহে, 'কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।' চৈঃ ভাঃ।
তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্।।— স্কন্দ পুঃ।
তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থাং নৃপ ! নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে।। — লঘু ভাঃ।

"কৃষ্ণনাম পরামুক্তিঃ কৃষ্ণনাম পরাগতিঃ।
কৃষ্ণনাম পরং পুণ্যং কৃষ্ণনাম পরং ফলম্।।
কৃষ্ণনাম পরোধন্যঃ কৃষ্ণনাম পরং তপঃ।
কৃষ্ণনাম পরাশক্তিঃ কৃষ্ণনাম পরাস্তুতিঃ।।
কৃষ্ণনাম পরাভক্তিঃ কৃষ্ণনাম পরাস্মৃতিঃ।
কৃষ্ণনাম পরং যজ্ঞং কৃষ্ণনাম পরমাতিঃ।।
কৃষ্ণনাম পরং জ্ঞানং কৃষ্ণনাম পরাস্থিতিঃ।
কৃষ্ণনাম পরং দানং কৃষ্ণনাম জগৎপ্রিয়ঃ।।
কৃষ্ণনাম পরং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং তর্পণঃ পরম্।
কৃষ্ণনাম পরাপ্রীতিঃ কৃষ্ণনাম পরঃ প্রভুঃ।।
কৃষ্ণনাম জগৎ সত্যং জন্তুনাং করণং পরম্।
জীবনং শরণং কৃষ্ণনামৈব বিপুলং ধনম্।।"

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার।।
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার।।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর।।
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।।"— চৈঃ চঃ ১। ৮

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত

বিষয়	পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ কিরণ
(পূজা-পদ্ধতির উপক্রমণিকা)

সপ্তম কিরণ
(অষ্টকালীয় পূজা-পদ্ধতি)

অষ্টম কিরণ
(অষ্টকালীয় স্মরণীয় সেবা)

নবম কিরণ
(অষ্টকাবলী)

দশম কিরণ
(স্তবঃ-কবচাবলী)

পঞ্চদশ কিরণ (পরিশিষ্ট)

* শ্রীগুরবে নমঃ *

।। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি ।।

শ্রীশ্রীমনোহর ভজন দীপিকা

প্রথম কিরণ

মঙ্গলাচরণম্

বন্দে গুরুনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্।।
বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁদের কৃপায় হয় তত্ত্বের স্ফুরণ।।

শ্রীশ্রীগুরুদেব-মহিমা

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম কলপতরু,
অদভূত যাঁকো প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান,
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ।।
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ,
যাচি দেওল হরিনাম।।
দুরমতি অগতি, অসত মতি যো জন,
নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল-ভজন-ধন,
তাহে করল উপদেশ।।
নিরমল গৌর, প্রেমরস সিঞ্চনে,
পূরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোওল,
রোওত বৈষ্ণব দাস।।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন।।
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি।।
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান।।

সত্যজ্ঞানে গুরু বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস।।
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন।।
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ।।
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে।।
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন।।
গুরু পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগত তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি।।
হেন গুরু-পাদ পদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা।।
গুরু-পাদ-পদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ।।
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস।।

ইতি— শ্রীল সনাতনদাস কৃত শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।।
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ।।
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস।।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ।।
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি।।
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস।।
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।।

ইতি— শ্রীল দেবকীনন্দন দাস-বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দে না জানিয়া। নিন্দিনু বৈষ্ণবগণে মানুষ বলিয়া।।
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু। মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু।।
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার। পরিণামে কেন মোরে না কৈল নিস্তার।।
নাটশালা হইতে যবে আইসেন ফিরিয়া। শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।।
সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে। নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ পদ্মেতে।।
পতিত-পাবন-অবতার নাম সে তোমার। জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার।।
তাহা হইতে কোটিগুণে অপরাধী আমি। অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী।।

প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হঞাছে তুমি তাঁর পড়হ চরণে।।
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাসের আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিণু।।

অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিল মোরে। পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে।।
বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি। বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি।।
প্রভু পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া। বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লাসিত হিয়া।।
বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ। নানাক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু ভ্রমণ।।
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে। যাঁর যাঁর পাদ পদ্ম দেখিনু নয়নে।।
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু। সর্ব্ব ভক্তের নামমালা গ্রন্থন করিনু।।
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা। ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা।।
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন। তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন।।
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে। দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর মানুষ আদি করি। ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি।।
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত। বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত।।
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে। আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে।।
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত। ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য।।

যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব। সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্ল্লভ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়। সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্ত জনাশ্রয়।।

আভীর রাগ

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেম ফাঁদ।। ধ্রু ।।

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে। নিবেদন করি গুরু-বৈষ্ণব-চরণে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে। যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে।।
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি। মুঞি কোন ছার হঙ শিশু অল্পমতি।।
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা। তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব বন্দনা।।
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে। ক্রম ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে।।
বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর।।
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য। চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।।
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য।।
বন্দোঁ লক্ষ্মীঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। গদাধরপণ্ডিত গোঁসাঞি বন্দনা করিয়া।।
বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত। যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত।।
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ। যাঁর হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ।।
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী। যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি।।
বীরভদ্র গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে। সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে।।
জাহ্নবার প্রিয় বন্দোঁ রামাই গোঁসাঞি। যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই।।
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। জাহ্নবামাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই।।
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে। অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে।।
গোঁসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে। জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহুগুণ ধরে।।
গোঁসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দোঁ একমনে। যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে।।
নিত্যানন্দ-সুতা বন্দোঁ গঙ্গাঠাকুরাণী। ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি।।
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ যতেক বৈষ্ণব। যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধামাধব।।

ভাটিয়ারী রাগ

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি চূড়ামণি। এমন সুন্দর নাম কভু নাহি শুনি।।
সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতারী।।
আচার্য্য গোঁসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর। যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর।।
সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা এক মন। অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাঁহার নন্দন।।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্ত চূড়ামণি। যাঁর নাম লঞা প্রভু কাঁন্দিলা আপনি।।
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত। নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত।।
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী। শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী।।
শ্রীরাম শ্রীপতি আর শ্রীনিধি তিন জন। ইঁহাদের পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ।।
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে। আলবাটি প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে।।
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ জগত প্রধান। দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ান হরিনাম।।
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগত বিখ্যাত। প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত।।
বন্দিব মুরারী গুপ্ত ভক্তি শক্তিমন্ত। পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত।।
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র সুশীতল। আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল।।
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার। গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার।।
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত। গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব।।
বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ ভাবে। উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে।।
বন্দোঁ মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর। পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।।
বন্দোঁ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ। বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন।।
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর। প্রভুর ভবিষ্য যিঁহ কহিলা সত্বর।।
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ। বন্দোঁ গুরু বিষ্ণুগঙ্গা দাস সুদর্শন।।
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি। বুদ্ধিমন্ত খান মনোহর প্রেমনিধি।।
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। প্রভু যাঁরে দিলা নিজ প্রেমভক্তি বর।।
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়। বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়।।
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর। প্রভু সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল।।

বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে। প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে।।
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর। বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর।।
বন্দিব ঈশান দাস করযোড় করি। শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান সঞ্জয়। গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়।।
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ। শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ।।
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি।যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী।।
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া। যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।।
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ। প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ।।
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন। তাঁ সবার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ।।

সুহই রাগ

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। এমন করুণানিধি কভু নাহি আর।।ধ্রু
গোঁসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে। লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে।।
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দিপনী মুনি। প্রভু যাঁরে ন্যাসী-গুরু করিলা আপনি।।
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ। প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ।।
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব স্বভাব। দামোদরপুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব।।
নরসিংহ তীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ। শ্রীগোবিন্দ পুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ।।
নৃসিংহ পুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী। বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতী।।
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন।।
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি। কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘব পুরী।।
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ। মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস।।
শ্রীকেশব পুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ। বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ।।
শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুই কর। যাঁরে বংশী-অবতার কৈলা গদাধর।।
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন। যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য চরণ।।
বন্দোঁ রূপ-সনাতন দুই মহাশয়। বৃন্দাবন ভূমি দোঁহে করিলা নির্ণয়।।
শ্রীজীবগোঁসাঞি বন্দোঁ সবার সম্মত। সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তিতত্ত্ব।।

রঘুনাথ দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী। রাঘব গোঁসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন বিলাসী।।
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে। সনাতন-রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে।।
রঘুনাথভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে। বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে।।
কাশীশ্বর গোঁসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি। মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি।।
শুদ্ধা সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি। প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি।।
প্রবোধানন্দ গোঁসাঞি বন্দিব যতনে। যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে।।
লোকনাথ গোঁসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর। দীন হীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর।।
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী। প্রভুর চরণে যাঁর সুদৃঢ় ভকতি।।
মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব। পানিহাটি গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব।।
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ।।
কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে। বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে।।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ। কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ।।
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী। প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞানকরি।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর। অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির।।
বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ। প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ।।
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস। বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ।।
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে। সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেম গুণে।।
প্রেমময় তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ। জাতি-প্রাণ-ধন যাঁর গোরা পদদ্বন্দ্ব।।
চৈতন্য দাস রাম দাস আর কর্ণপুর। শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর।।
বন্দিব মুকুন্দ দত্ত ভাবে শুদ্ধচিত্ত। ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত।।
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস। নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস।।
মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন। আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন মোহন।।
সকল মহান্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন। নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্য চন্দন।।
প্রেম সুখময় বন্দোঁ কানাই ঠাকুর। মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর।।
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেম সুধাময়। যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়।।
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ। গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র।।

আকাই হাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর।।
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে। যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে।।
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান। প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ স্বরদান।।
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে। গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে।।
ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে। যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি ধরে।।
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে। ফুটাল কদম্ব ফুল জম্বীরের গাছে।।
অভিরাম ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া যতন। যাঁহার অদ্ভুত ভাব না যায় কথন।।
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে।।
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম।।
সর্ব্ব-গুণহীন যে তাঁহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে।।
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ। ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ।।
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া। নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া।।
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ। যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ।।
যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে। অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে।।
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে। পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে।।
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল। মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর।।
কালাকৃষ্ণ দাস বন্দোঁ বড় ভক্তিকরি। দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণ-তেজোধারী।।
কমলাকর পিপ্‌লাই বন্দোঁ ভাব-বিলাসী। যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী।।
রত্নাকরসুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম নাম। নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম।।
উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল-সর্ব্বতীর্থ।।

গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী।।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য-গোসাঞির স্থান।।

বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমনে। মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়নে।।

রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য। শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য।।
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণ-শালী। যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী।।
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র। প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব।।
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি। প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্‌ভুজ আকৃতি।।
দ্বিজরঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস। অভিন্ন অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য শ্যামদাস।।
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস। যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস।।
কানাই খুঁটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর।।
বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়।।
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত পণ্ডিত। যাঁর গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত।।
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর। বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর।।
বন্দিব সুবুদ্ধিমিশ্র মিশ্র শ্রীনাথ। তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহিতী কাশীনাথ।।
শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ মাহিতী বলরাম। বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম।।
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে। যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে।।
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব পণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তিকরি।।
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র। সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু কবিচন্দ্র।।
বিলাসী-বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ডহাতে লয়।।
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আশ্চর্য্য লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ মন।।
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত সংসার। বসুধা-জাহ্নবা বন্দোঁ দুই কন্যা যাঁর।।
মুরারি চৈতন্য দাস বন্দোঁ সাবধানে। আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে।।
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ। কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ।।
শ্রীকংসারিসেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ। ভাস্করঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা অনুভব।।
সঙ্গীত রচক বন্দোঁ বলরাম দাস। নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।।
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী। জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্য-বিনোদী।।
নারায়ণী-সুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস। যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ।।
বড় গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস। প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস।।
পরমানন্দ অবধূত বন্দোঁ একমনে। সর্ব্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহ্য নাহি জানে।।

বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। জগন্নাথ মিশ্র বন্দোঁ মধুর চরিত।।
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ। শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ।।
বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ আশ্রমী উপেন্দ্র। বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ।।
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মল চরিত। বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত।।
বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম। প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম।।
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল। যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস। বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস।।
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস। বন্দোঁ দিব্য লোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস।।
শ্রীশঙ্কর বন্দোঁ বড় অকিঞ্চন রীতি। ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি।।
প্রেমানন্দময় বন্দোঁ আচার্য্য মাধব। ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ।।
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ। বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত।।
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব। কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব।।
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা। হেন জন নাহি যে কহিতে পারে সীমা।।
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি। বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি।।
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর। শ্রবণ-নয়ন-মন বচনের দূর।।
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব চরণে। সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব বন্দনে।।
বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন।।
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা। কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা।।
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে। দেবকী নন্দন দাস কহে এই লোভে।।

ইতি— শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

ভজ ভজ মন, শ্রীগুরুচরণ, সকল বেদের সার।
পতিত দুর্গতে, প্রেমধন দিতে, পরম করুণা যাঁর।।
বন্দোঁ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য, সীতানাথ সেই ঠামে।
যুগল চরণ, করিব বন্দন, গদাধর তাঁর বামে।।

নবদ্বীপ-পুরী, বৃন্দাবন ঘুরি, সুরধুনী-তীরে বাস।
সেইত নগরে, আনন্দে বিহরে, চৈতন্যের যত দাস।।
সবার চরণ, করিব বন্দন, নীলাচলবাসী যত।
সংক্ষেপে চরণ, করিব বন্দন, বিস্তারি বন্দিব কত।।
শ্রীরূপ-সনাতন, করিয়া বন্দন, জীব ভট্ট রঘুনাথ।
ভট্ট-গোপাল-চরণ, করিব বন্দন, দাস রঘুনাথ-সাথ।।
মিশ্র পুরন্দর, নবদ্বীপে ঘর, বন্দি তাঁহার চরণ।
স্বরূপ দামোদর, চরণ বন্দিব, করিয়া অতি যতন।।
শ্রীবাস মহাশয়, রামানন্দ রায়, বন্দনা করিব আগে।
যাঁহার নিকটে, যত দুঃখ থাকে, সিংহ-রবে করী ভাগে।।
শ্রীশচী-ঠাকুরাণী, চরণ দুখানি, বন্দনা করিব আমি।
শ্রীবাস-ঘরণী, অচ্যুত-জননী, দুঁহু-পদে পরণামি।।
গৌরাঙ্গ-চরণ, ভজে যেই জন, তাহার চরণ সেবি।
বৈষ্ণব-চরণ, করিব বন্দন, শ্রীগুরু-চরণ ভাবি।।
অনাথের বন্ধু, করুণার সিন্ধু, সর্ব্বজীবে করেন দয়া।
দীনহীন জনে, আপনার গুণে, প্রভু দেহ পদ-ছায়া।।
ঠাকুর গৌরীদাস, অম্বিকা নিবাস, বন্দনা করিব তাঁরে।
বন্দোঁ শ্রীরাম, অতি বলবান, বংশীকাষ্ঠ করে ধরে।।
বন্দোঁ সরস্বতী, অতি শুদ্ধমতি, চরণ বন্দিব তাঁর।
জাতি কুল ছাড়ি, ধিক্ ধিক্ করি, গৌরাঙ্গ করিল সার।।
বন্দোঁ নরহরি, লইয়া গাগরী, নগরে নগরে ফিরে।
দুঃখী-তাপী জনে, আপনার গুণে, বিতরিল-সকরুণে।।
শ্রীরঘুনন্দন, করিয়া কীর্ত্তন, বন্দিব তাঁহার পায়।
যাঁহার কীর্ত্তনে, বাহুর দোলনে, ভুলিলা গৌরাঙ্গরায়।।
বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, করি চরণ বন্দন।
কবিকর্ণপূর, ভকতের সুর, বন্দিব তাঁহার নন্দন।।

বন্দিব শ্রীধর, মাধব শঙ্কর, প্রভুর সহিত খেলা।
বন্দোঁ হরিদাস, মহিমা প্রকাশ, নামে বাঁধিল ভেলা।।
দ্বিজ হরিদাস, কাঞ্চন নগরে বাস, গৌর প্রেমেতে আনন্দ।
দুই পুত্র যাঁর, গুণের সাগর, শ্রীদাস গোকুলানন্দ।।
বন্দোঁ বাসুঘোষ, সদাই সন্তোষ, গোবিন্দ যাঁহার ভাই।
যাঁহার অঙ্গনে, বিনোদ-বন্ধনে, নাচে গৌরাঙ্গ-নিতাই।।
চক্রবর্ত্তিগণ, করিব বন্দন, আর কবিরাজ-গণ।
দ্বাদশ গোপাল, প্রেমে মাতোয়াল, বাঁধিল প্রভুর মন।।
চৌষট্টি মহান্ত, চরিত্র অনন্ত, সকলেই ব্রজের গোপী।
গিরি-পুরীগণ, করিব বন্দন, আদি কেশব ভারতী।।
বন্দোঁ দুই ভাই, জগাই মাধাই, হরিহরি বলি নাচে।
যাঁরে দিয়া নাম, গৌর গুণধাম, রাখিলা আপন কাছে।।
গয়া-গঙ্গা-কাশী, অযোধ্যাদি বাসি, গণের বন্দনা করি।
সবার চরণ, করিব বন্দন, যে থাকে মথুরাপুরী।।
নগর-ভিতরে, যেবা বাস করে, যত বা যমুনা তীরে।
তা সবার চরণ, করিব বন্দন, ধরি আমি শিরোপরে।।
ব্রজবাসী-ঘরে, যেবা বাস করে, জলের গাগরী বয়।
তা সবার চরণ, করিতে বন্দন, মনের উল্লাস হয়।।
বৃন্দাবন-পুরী, আনন্দ-লহরী, বাস করে যত জন।
তা সবার চরণ, করিব বন্দন, সানন্দিত হয়ে মন।।
যত কুঞ্জবাসী, ব্রজেতে নিবাসী, সবার বন্দনা করি।
সংক্ষেপে চরণ, করিব বন্দন, বিস্তারি বন্দিতে নারি।।
মধুবনে হয়, তালবনে রয়, কুমুদবনে যার ঘর।
বহুলা-নিবাসী, যত ব্রজবাসী, সবে মোরে দয়া কর।।
শ্রীকুণ্ড নিবাসী, শ্যামকুণ্ড-বাসী, গোবর্দ্ধন-বাসী যত।
একত্র করিয়া, করিব বন্দন, বিস্তারি বর্ণিব কত।।

দিঘী কাম্যবনে, থাকে যত জনে, সবার চরণ ধরি।
বৃষভানুপুরে, আর নন্দীশ্বরে, সকলের বন্দনা করি।।
যাবট নিকটে, কিশোরীর বটে, বাস করে যত জন।
কোকিলবন-বাসী, বৈঠল-নিবাসী, করি চরণ-বন্দন।।
পদচিহ্ন-স্থানে, রাসলীলা-স্থানে, দহি গ্রামে যত জন।
কোটবন-বাসী, শেষশায়ী-নিবাসী, করি চরণ-বন্দন।।
ব্রজ-বৃন্দাবনে, মণ্ডলী-বন্ধনে, তিনশত চৌষট্টি গ্রাম।
মুঞিও মূঢ়মতি, কি আছে শকতি, প্রত্যেকে লইতে নাম।।
রামঘাট-তটে, আর অক্ষয়-বটে, নন্দঘাটে যত জন।
ভদ্রবন-বাসী, ভাণ্ডীর নিবাসী, করি চরণ-বন্দন।।
বেলবনে ঘর, মান সরোবর, লৌহবনে যাঁর ঘর।
বলদেব-বাসী, যত ব্রজবাসী, সবে মোরে দয়া কর।।
রাওলে গোকুলে, যমুনার কূলে, বনে উপবনে যত।
সংক্ষেপে চরণ, করিব বন্দন, এই মোর অভিমত।।
নন্দীশ্বরে গিয়া, রাম-কৃষ্ণ দেখিয়া, আনন্দে হইনু ভোর।
খেলন-বনে গিয়া, যমুনা দেখিয়া, মন ফিরি গেল মোর।।
হেচড়ী খেচরী, পেটকা পিছুড়ী, মিলি গ্রামে যত জন।
দহেগা-পহেগা, ভহেগা-নিবাসী, করি চরণ-বন্দন।।
বৈষ্ণব-বন্দন, যে করে পঠন, যেবা করয়ে কীর্ত্তন।
অবিলম্বে তারে, অবশ্য মিলয়ে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরতন।।
দেবকীনন্দন, করিল বন্দন, আমা হতে নাহি হয়।
দন্তে তৃণ ধরি, নিবেদন করি, দ্বিজ হরিদাসে কয়।।
বৈষ্ণব-বন্দনা, প্রাতে যেই জনা, যেবা পড়য় শুনয়।
বৃন্দাবনে যায়, কুঞ্জ-সেবা পায়, নাহিক শমন-ভয়।।

ইতি— শ্রীল দ্বিজ হরিদাস বিরচিত সংক্ষিপ্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহাট-পত্তন

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার। হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার।।
কলিঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়। পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়।।
শচীগর্ভসিন্ধু-মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ। পাপ-তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ।।
ভকত চকোর তায় মধুপান কৈল। অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল।।
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধূত রায়। ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়।।
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন।।
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোঁসাঞি। নদী-নালা সব আসি হৈল এক ঠাঁই।।
পরিপূর্ণ হয়ে বহে প্রেমামৃতধারা। হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা।।
সঙ্কীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল।।
তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীর গণ। ফাঁফরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মন।।
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল। দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল।।

প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি, কেহ নৌকা ধরে লোভে।।

চৈতন্যের হাটে নৌকা চাপিল যখন। হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন।।
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল। পাষণ্ড-দলননাম নিশান গাড়িল।।
চারি দিকে চারি রস কুঠরী পূরিয়া। হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া।।
চৌকিদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন। হাট কর বেচ কিন যার যেই মন।।
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ। মুচ্ছুদ্দি হইলা তাহে মুরারি মুকুন্দ।।
ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর। অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরখাই দামোদর।।
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি। চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী।।
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে ফিরেন গর্জ্জিয়া।।
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া। হাট-মধ্যে বৈসে সব সদাগর হৈয়া।।
দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর। তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর।।
শ্রীনিবাস শিবানন্দ লিখে দুই জন। এই মত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন।।

সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল। রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল।।
পান করি মত্ত সবে হইল বিহ্বল। নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল।।
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে।।
এই মত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া। নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া।।

তাহা যাএগ কৈলা প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চুর।।

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি। রামানন্দ-সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী।।
হাট করি লেখা জোখা সুমার করিয়া। রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া।।
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা। ভাণ্ডার সঙরি রূপ মোহর করিলা।।
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন। প্রভু পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্দাবন।।
তাহা যাই কৈলা রূপ টাঁকশাল পত্তন। কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ।।
কারিকর লএগ রূপ অলঙ্কার কৈল। ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল।।
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া। গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া।।

পাঁজা করি শ্রীরূপ গোঁসাই যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোঁসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা।।

থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈলা। সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈলা।।
নরোত্তম ঠাকুর আর শ্রীশ্রীনিবাস। অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ।।
এই সব রস দেখ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লোক অনুসারে মিলে শ্রীরূপের কৃপায়।।
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা। সংক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথা।।

প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলা রঙ্গ।।

প্রেমের সাগরে হংস রূপগোঁসাঞি ভেল। নীর ক্ষীর রত্ন মণি পৃথক্ করিল।।
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার। কি জানি চৈতন্য-লীলা সমুদ্র-পাথার।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি।।
করুণাসাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ। দাস নরোত্তমে কহে হাটের প্রবন্ধ।।

ইতি— *শ্রীল নরোত্তম দাস বিরচিত শ্রীশ্রীহাটপত্তন সমাপ্ত।*

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর।।
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই।।
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিতপ্রবর।।
শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োত্তম।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ।।
সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাঁহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর।।
জয়জয় গুরু-গোঁসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার।।
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোঁসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই।।
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।।
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাৎ।।
জয় শ্রীগোপালদেব ভকত বৎসল।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল।।
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরীগোঁসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর।।

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সর্ব্বোত্তম।।
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল।।
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা।।
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলা স্থান।
তালবন খেজুরবন ভাণ্ডীরবন নাম।।
জয় জয় বেলবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা।।
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্যস্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম।।
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড।।
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম।।
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সংকেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান।।
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলী পাবন-সরোবর।।
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম।।
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম।।

জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন।।
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট।।
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণ প্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়।।
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া।।
জয় শ্রীসরলা-বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে-স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিনী।।
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্ব-সখীগণ।
যাঁ সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন।।
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈল অতি মনোরম।।
জয় জয় ব্রজগোপ শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপীমাঝ।।
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন।।
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ।।
শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ লীলা করহ ভাবনা।।
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ।।

আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস।।
ইতি— *শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সমাপ্ত।*

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চতুর্দ্দশ-স্বরাবলী

অ, অনন্ত বলদেব নিত্যানন্দ প্রকাশ।
আ, আনন্দে সদা বিভোর লীলা করিতে প্রকাশ।।
ই, ইন্দ্রাদির দুর্ল্লভ প্রেম করিতে দান।
ঈ, ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ নবদ্বীপধাম।।
উ, উদ্ধারিতে কলিহত জীবের লাগি।
ঊ, ঊনমত্ত হইলা প্রভু হরিহরি বলি।।
ঋ, ঋণী হইলা হরি রাধার নিকট।
ৠ, ঋণী শুধিতে হইলা গৌর প্রকট।।
ঌ, লীলা করিতে হরি মনে বিচারিল।
ঌ, লীলার সহায়কারী সব আগে অবতারিল।।
এ, এমন মধুর হরিনাম কলিজীবের লাগি।
ঐ, ঐকান্তিক ভক্তি সঙ্গে রস-আস্বাদন করি।।
ও, ওড্রদেশে যাত্রা সফল জগন্নাথ দর্শন।
ঔ, ঔদার্য্য গুণেতে সার্ব্বভৌমে দিলা দর্শন।।
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন।
অনায়াসে পাবে সেই গৌরাঙ্গ-চরণ।।
গৌরহরির চরণ হৃদে করি আশ।
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী গায় মনোহরদাস।।
ইতি— *শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চতুর্দ্দশ-স্বরাবলী সমাপ্ত।*

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চতুর্দ্দশ-স্বরাবলী

অ, অনন্ত (বল) দেব যিনি (প্রভু) নিত্যানন্দ নাম।
আ, আনন্দে অবতীর্ণ হইলা (প্রভু) একচাকা গ্রাম।।
ই, ইন্দ্রাদির দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
ঈ, ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ নবদ্বীপ ধাম।।
উ, উন্মত্ত হইলা নিতাই ভাই দরশনে।
ঊ, উদ্ধারিবে কলিজীব নামামৃত দানে।।
ঋ, ঋণী হইলা পূর্ব্বে নন্দের আগারে।
ঋৃ, রীতিমত শোধিল ঋৃণ এই অবতারে।।
ঌ, লীলা অবতার নহে প্রেম অবতার।
ঌ, লীলার সহায়কারী সঙ্গে নিল আর।।
এ, এমন অবতার কোন যুগে না হইল।
ঐ, ঐকান্তিক ভক্ত সঙ্গে রস আস্বাদিল।।
ও, ওড্রদেশে যাত্রা প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা।
ঔ, ঔদার্য্য প্রেমে শ্রীচৈতন্যেরে সান্ত্বনা করিলা।।
নিত্যানন্দ চতুর্দ্দশ-স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস মনোহর কহে পাবে নিতাই ধন।।

ইতি— *শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চতুর্দ্দশ-স্বরাবলী সমাপ্ত।*

শ্রীশ্রীচৌত্রিশ-পদাবলী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল।।
গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ত্তনে।
ঘ, ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে।।

ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ, চেতন করেন জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া।।
ছ, ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ, জগৎ পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে।।
ঝ, ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ, এমন কোথাও নাই দয়ার সাগর।।
ট, টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ, ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরিবোল।।
ড, ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটীর উপরে।
ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে।।
ণ, আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত, তান-মান-গান-রসে মজাইয়া মনে।।
থ, থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ, দীন হীন জনেরে ধরিয়া দেন কোল।।
ধ, ধেয়াইয়া পূরব পিরীত পরসঙ্গ।
ন, না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ।।
প, প্রেমরসে ভাসাইলা অখিল সংসার।
ফ, ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার।।
ব, ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভ, ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রবদন।।
ম, মত্ত-মাতঙ্গ গতি মধুর মন্দহাস।
য, যশোমতী মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ।।
র, রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম ।
ল, লীলালাবণ্য যাঁর অতি অনুপম।।
ব, বসুদেব সুত যেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন।।

ষ, ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স, সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়।।
হ, হরিহরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ।।
চৌত্রিশ-পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ।।
ইতি— শ্রীশ্রীচৌত্রিশ পদাবলী সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিত পাবন।।
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধমতারণ নাথ ভকত আশ্রয়।।
জীবের জীবন গোরা করুণা সাগর।
জগন্নাথমিশ্র-সুত গৌরাঙ্গসুন্দর।।
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌরগোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু।।
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দ দাতা।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী সর্ব্বচিত্ত জ্ঞাতা।।
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি।।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয়।।
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র।
অদ্বৈত আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র।।

বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ সুনাগর।
ভুবন বিজয়ী সর্ব্বজন মুগ্ধকর।।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিক সুঠাম।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম।।
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন।।
শ্রীজীব বৎসল প্রভু ভকত বৎসল।
ভট্ট গোঁসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের বল।।
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান ভক্তরূপ অনন্ত প্রকাশ।।
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথদাসের হৃদয়ের ধন।।
অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্ব-পাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনাম দাতা।।
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ বিমোচন।
জগাই-মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ।।
রসরাজ-মূর্ত্তি রামানন্দ বিমোহন।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ব বিনাশন।।
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জন দলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জা নিবারণ।।
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণব জীবন।
সুখদাতা সুখময় ভুবন ভাবন।।
বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ব-বিমোহন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্ত চিত্ত সুরঞ্জন।।
নয়নের অভিরাম ভাবুক রমণ।
ভক্তচিত্ত চোর ভক্তচিত্ত বিনোদন।।

নদীয়া বিহারী হরি রমণী মোহন।
দ্বিজকুলচন্দ্র দ্বিজকুল পূজ্যতম।।
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়ন রঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ।।
ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্বজীব নিস্তারক।
ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক।।
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ পূর্ণকারী।
স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী।।
সর্ব্ব-অবতার সার করুণা নিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ।।
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা।।
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর।।
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয়।।
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়।
ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয়।।
কর কর ওরে মন! নাম সংকীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।।
গৌরনাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর।।
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হলে কিসে হবে ত্রাণ।।

এই শত-অষ্টনাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ।।
শত-অষ্টনাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শ্রীশচী-নন্দন।।
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শত-অষ্টনাম গায় এ শচীনন্দন।।

ইতি— শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর।।
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।।
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে।।
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে।।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু।।
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে।।
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।।
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।।

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন। ১
যশোদা রাখিল নাম যাদুবাছাধন।।২
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল। ৩
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল।।৪
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। ৫
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল-রাজাভাই।। ৬
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। ৭
কালোসোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী।। ৮
কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি। ৯
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী।। ১০
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া। ১১
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।। ১২
কণ্বমুনি নাম রাখে দেব-চক্রপাণি। ১৩
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী।। ১৪
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন। ১৫
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ।। ১৬
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ। ১৭
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু।। ১৮
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ১৯
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন।। ২০
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর। ২১
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর।। ২২
যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর। ২৩
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গাল-ঈশ্বর।। ২৪
বাসুকি রাখিল নাম দেব-সৃষ্টি-স্থিতি। ২৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি।। ২৬

নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন। ২৭
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ।। ২৮
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি। ২৯
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি।। ৩০
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। ৩১
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার।। ৩২
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি। ৩৩
পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি।। ৩৪
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী। ৩৫
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ-মুরারি।। ৩৬
বশিষ্ঠ রাখিল নাম মুনি-মনোহর। ৩৭
বিশ্বাবসু নাম রাখে নব-জলধর।। ৩৮
সম্বর্ত্তক নাম রাখে গোবর্দ্ধনধারী। ৩৯
প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী।। ৪০
অদিতি রাখিল নাম অরাতি-সূদন। ৪১
গদাধর নাম রাখে যমল-অর্জুন।। ৪২
মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল। ৪৩
দয়ানিধি নাম রাখে দরিদ্র-সকল।। ৪৪
বৃন্দাবনচন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতী। ৪৫
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি।। ৪৬
বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি। ৪৭
লক্ষ্মীপতি নাম রাখে সুমন্ত্র-সারথি।। ৪৮
সান্দীপনি নাম রাখে দেব-অন্তর্য্যামী। ৪৯
পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী।। ৫০
পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি। ৫১
নট-নারায়ণ নাম রাখিল সম্বাদি।। ৫২

হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম। ৫৩
ললিতা রাখিল নাম দূর্বাদল-শ্যাম।। ৫৪
বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গমোহন। ৫৫
সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন।। ৫৬
আয়ান রাখিল নাম ক্রোধ-নিবারণ। ৫৭
চণ্ডকেশী নাম রাখে কৃতান্ত-শাসন।। ৫৮
জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমণি। ৫৯
গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম-ঘরণী।। ৬০
ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। ৬১
দুর্ব্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ।। ৬২
রামেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী। ৬৩
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী।। ৬৪
উদ্ধব রাখিল নাম মিত্র হিতকারী। ৬৫
অক্রূর রাখিল নাম ভব-ভয়হারী।। ৬৬
গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল-পীতবাস। ৬৭
সর্ব্ববেত্তা নাম রাখে দ্বৈপায়ন ব্যাস।। ৬৮
অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর। ৬৯
সুরলোকে নাম রাখে অখিলের সার।। ৭০
বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর। ৭১
স্বর্গবাসী নাম রাখে দেব-পরাৎপর।। ৭২
পুলোমা রাখে নাম অনাথের সখা। ৭৩
রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্রলেখা।। ৭৪
চিত্ররথ নামরাখে অরাতি-দমন। ৭৫
পুলস্ত্য রাখিল নাম নয়ন-রঞ্জন।। ৭৬

কশ্যপ রাখেন নাম রাস-রাসেশ্বর। ৭৭
ভাণ্ডারীক নাম রাখে পূর্ণশশধর।। ৭৮
সুমালী রাখিল নাম পুরুষ-প্রধান। ৭৯
পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ-প্রাণ।। ৮০
রজকিনী নাম রাখে নন্দের দুলাল। ৮১
আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের গোপাল।। ৮২
দেবকী রাখিল নাম নয়নের মণি। ৮৩
জ্যোতির্ম্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্যমুনি।। ৮৪
অত্রি মুনি নাম রাখে কোটি চন্দ্রেশ্বর। ৮৫
গৌতম রাখিল নাম দেব-বিশ্বম্ভর।। ৮৬
মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য-অচ্যুত। ৮৭
জ্ঞানাতীত নাম রাখে শৌনকাদি সূত।। ৮৮
রুদ্রগণ নাম রাখে দেব-মহাকাল। ৮৯
বসুগণ নাম রাখে ঠাকুরদয়াল।। ৯০
সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা-নাশন। ৯১
সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন।। ৯২
ভাগুরি রাখিল নাম অগতির গতি। ৯৩
মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি।। ৯৪
শুক্রাচার্য্য রাখে নাম অখিল-বান্ধব। ৯৫
বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেব শ্রীমাধব।। ৯৬
যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি। ৯৭
অশ্বিনীকুমার নাম রাখে সৃষ্টি-স্থিতি।। ৯৮
অর্য্যমা রাখিল নাম কাল-নিবারণ। ৯৯
সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান নাশন।। ১০০
পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমর ভ্রমরী। ১০১
ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী।। ১০২

বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী। ১০৩
মাধুরী রাখিল নাম গোপী-মনোহারী।। ১০৪
মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্টপূরণ। ১০৫
কুটিলা রাখিল নাম মদনমোহন।। ১০৬
মঞ্জরী রাখিল নাম কর্ম্মবন্ধনাশ। ১০৭
ব্রজবধূ নাম রাখে পূর্ণ অভিলাষ।। ১০৮
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ।।
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি।।
রসময় রসিক-নাগর অনুপম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম।।
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর।।
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিত পাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ।।
চিন্তামণি চতুর্ভূজ দেব-চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি।।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।।
শতভার-সুবর্ণ গো-কোটি-কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান।।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।।
শুন শুন ওরে ভাই নাম-সংকীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।।
শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীহরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে ধন বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায়।।
হিরণ্যকশিপুর উদর-বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেবনারায়ণ।।
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ।।
অষ্টোত্তর শতনাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ।।
বকাসুর বধ আদি কালিয়-দমন।
নরোত্তম কহে এই নাম সঙ্কীর্ত্তন।।

ইতি—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনাম

সূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন

পিতৃসত্য পালিবারে লক্ষ্মণের সনে।
শ্রীরাম যখন যান পঞ্চবটী বনে।।
জানকী রামের সহ করেন গমন।
একথা সকলে জানে বিদিত ভুবন।।

যেখানে কাননবাসে আছিলেন রাম।
জনস্থান বলি তার ছিল ডাক নাম।।
রাবণের অধিকৃত সেই স্থান হয়।
অসংখ্য রাবণ-চর সেই বনে রয়।।
সূর্পণখা থাকে তথা রাবণ-ভগিনী।
তাহার সমান নাহি দেখি মায়াবিনী।।
ছিলেন যেখানে বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাক্ষসী একদা তথা করে আগমন।।
দূর হৈতে রামরূপ দরশন করি।
মদনে উন্মত্ত হ'য়ে দুষ্টা নিশাচরী।।
মায়াতে মোহিনী-রূপ করিয়া ধারণ।
রামপাশে ধীরে ধীরে করে আগমন।।
হাসিতে হাসিতে গিয়া রামের সকাশে।
পিরীতি পূরিত বাক্যে তাঁহারে সন্তোষে।।
পত্নীত্বে বরণ তারে করুন শ্রীরাম।
এই ভিক্ষা মাগে দুষ্টা রঘুপতি-স্থান।।
রাম কহে— মোর ভার্য্যা আছে মোর সনে।
ইচ্ছা যদি হয় যাও লক্ষ্মণ-সদনে।।
এত শুনি মায়াবিনী ধীরে ধীরে যায়।।
লক্ষ্মণের কাছে গিয়া ক্রমেতে দাঁড়ায়।।
হাবভাব নানা ভঙ্গী কতরূপ করে।
প্রণয় প্রার্থনা পরে জানায় তাঁহারে।।
রোষে অন্ধ হ'য়ে সুধীর লক্ষ্মণ।
নাসা-কর্ণ রাক্ষসীর করেন ছেদন।।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্টা তখনি পলায়।
নিশাচরগণে গিয়া সকলি জানায়।।

খর-দূষণাদি রাক্ষস বধ ও রামের লঙ্কায় গমন

খর-দূষণাদি যত লঙ্কার আছিল।
রোষেতে তখনি সবে জ্বলিয়া উঠিল।।
সাজ সাজ বলি সবে করিল হুঙ্কার।
ঘন ঘন দিল সবে ধনুকে টঙ্কার।।
বিকট-আকার যত রাক্ষস আছিল।
অস্ত্রশস্ত্র হাতে করি সকলে ছুটিল।।
ছিলেন যেখানে বসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
উপনীত তথা আসি যত দুষ্টগণ।।
ক্রমে দুই দলে বাধে যুদ্ধ ঘোরতর।
পদভরে বসুমতী কাঁপে থরথর।।
একে একে যত সবে রাক্ষস মরিল।
সূর্পণখা লঙ্কাপুরে তখনি চলিল।।
বলিল সকল কথা রাবণ-গোচরে।
রাবণ রোষেতে জ্বলি উঠিল সত্বরে।।
মারীচ সহায় করি জনস্থানে গিয়া।
ছদ্মবেশে জানকীরে আনিল হরিয়া।।
সুগ্রীবে সহায় করি পরেতে শ্রীরাম।
বানর-সৈন্যের সহ লঙ্কাপুরে যান।।
সবংশে রাবণে বধি সীতারে লইয়া।
পুনশ্চ আসেন রাম স্বরাজ্যে ফিরিয়া।।

সূর্পণখার বৈরাগ্য ও তপস্যা

এদিকেতে সূর্পণখা অনেক ভাবিয়া।
গহন কাননে গেল তপস্যা লাগিয়া।।
মনে মনে এই চিন্তা তাহার তখন।
জন্মান্তরে রাম যেন হয় পতিধন।।
গহন কাননে বসি একান্ত অন্তরে।
হৃদিপদ্মে সদা ভাবে ব্রহ্ম পরাৎপরে।।
আর কোন চিন্তা নাই অন্তরে তাহার।
শুধু চিন্তা নিরঞ্জনে হৃদয় মাঝার।।

সূর্পণখার-পাশে নারদের আগমন এবং আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকার মন্ত্রদান ও নামমালা কথন—

রাক্ষসীর তপে তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি।
নারদেরে ডাকি কহে, শুনহ সুমতি।।
সূর্পণখা পাশে তুমি করিয়া গমন।
আদ্যাশক্তি-মন্ত্র তারে করহ অর্পণ।।
শতনাম্‌স্তোত্র তুমি কহিবে তাহারে।
সর্ব্বকার্য্য করে যেন সেই অনুসারে।।
পরজন্মে পাবে তাহে পতি রমাপতি।
পূরিবে বাসনা তার ওহে মহামতি।।
এতেক আদেশ শুনি নারদ তখন।
সূর্পণখা পাশে ত্বরা করিল গমন।।
কহিতে লাগিলা তারে মধুর বচনে।
আমি গো নারদ হেথা শুনহ ললনে।।
তপস্যা হয়েছে পূর্ণ এখন তোমার।
আদ্যাশক্তি-মন্ত্র তুমি কর এবে সার।।

সেই মন্ত্র-স্তোত্র আদি দিতেছি তোমারে।
ইহার প্রসাদে পতি পাবে শ্রীরামেরে।।
জন্মান্তরে পাবে তাঁরে ওগো রূপবতি।
তপস্যাতে আর কাজ নাহিক সম্প্রতি।।
এত বলি রাধামন্ত্র করিলা প্রদান।
শতনামস্তোত্র দিল নারদ-ধীমান্।।
সেই মন্ত্র-স্তোত্র ধরি হৃদয়-মাঝারে।
যোগবলে ত্যজি দেহ গেল ভবপারে।।
পরজন্মে কুব্জা নাম করিয়া ধারণ।
কৃষ্ণরূপী রামচন্দ্রে করিলা বরণ।।
রাধামন্ত্র রাধাস্তব করিয়া অন্তরে।
লভিলা পরম সিদ্ধি রাক্ষসী অচিরে।।
সেই স্তব ভক্তিভরে করহ শ্রবণ।
ঘুচিবে সঙ্কট আর ভবের বন্ধন।।
আদ্যাশক্তি রাধাসতী গোলোক-ঈশ্বরী।
তাঁর পদে সদা মতি রাখ ভক্তি করি।।

অষ্টোত্তর-শতনামমালা

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি ! রাধে ! বৃন্দাবনেশ্বরি!।
বৃষভানুসুতে ! দেবি ! ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে।।

আদ্যাশক্তি শ্রেষ্ঠ নাম জানিবে রাধার। ১
রাধা নামে রাশি রাশি পুণ্যের সঞ্চার।। ২
মনোহর মুখ তাই ইন্দুমুখী নাম। ৩
সনাতনী নাম তাঁর খ্যাত সর্ব্বস্থান।। ৪

শ্রীশোকনাশিনী নাম শোক দূর করে। ৫
অনুপমা দিব্য নাম ভবতাপ হরে।। ৬
অমলা নামেতে পাপ করয়ে হরণ। ৭
অংশুমুখী নাম হয় সুখের কারণ।। ৮
অবনী-ধারিণী নাম ধরাধামে ধরে। ৯
অবলা নামেতে দেহে বীরত্ব সঞ্চারে।। ১০
রাধার অপর নাম অচ্যুত-রমণী।। ১১
আর এক নাম ইষ্টভক্তিপ্রদায়িনী।। ১২
অপরাধ-প্রণাশিনী এক নাম তাঁর। ১৩
আপদুদ্ধারিণী নাম জগতে প্রচার।। ১৪
বড় প্রিয় নাম তাঁর কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী। ১৫
ভক্তের নিকটে তাঁর নাম কৃপাঙ্করী।। ১৬
গোকুল-ঈশ্বরী নাম গোকুলনগরে। ১৭
কুঞ্জনিবাসিনী নাম বৃন্দাবন পুরে।। ১৮
কামরূপা তাঁর নাম জানি কামাখ্যায়। ১৯
গোপগণ গোপেশ্বরী নামে গুণ গায়।। ২০
কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণী এক নাম তাঁর। ২১
কুঞ্জবিহারিণী নাম জগতে প্রচার।। ২২
রমণীর রম্যা নাম করেন ধারণ। ২৩
রাসেশ্বরী নাম হয় রাসেতে নর্ত্তন।। ২৪
পদ্মবনে নাম তাঁর কমল-বাসিনী। ২৫
পদ্মগন্ধ অঙ্গে বলি কমল-গন্ধিনী।। ২৬
দয়ার সাগর বলি দয়াময়ী নাম। ২৭
দ্রবময়ী নামে গঙ্গারূপে অধিষ্ঠান।। ২৮
আর এক নাম তাঁর কলুষনাশিনী। ২৯
মঙ্গল করেন বলি আখ্যান কল্যাণী।। ৩০

কন্দর্প-দমনা নামে খ্যাত তিনি হন।। ৩১
কৌমারী নামেতে তিনি বিদিত ভুবন।। ৩২
মুখে সদা হাসি তাই হাস্যমুখী নাম। ৩৩
শুভা নামে গৃহে গৃহে তাঁর অধিষ্ঠান।। ৩৪
আর এক নাম তাঁর চরাচরেশ্বরী। ৩৫
ঘোর নামে বিরাজেন শমন-নগরী।। ৩৬
সকলে তাঁহারে কহে প্রধানা প্রকৃতি। ৩৭
গোবৎস-ধারিণী নামে আছে তাঁর খ্যাতি।। ৩৮
গরবিনী নাম তাঁর আদরের হয়। ৩৯
গীর্ব্বাণী নামেতে ব্রহ্মপুরে পরিচয়।। ৪০
বৃষভানু-সুতা নাম গোপের আগারে। ৪১
যশোদাদুলালী নাম যশোদার ঘরে।। ৪২
কৈলাসে শ্রীশিবা নাম জানিবে তাঁহার।। ৪৩
ধরেন কালিকা নাম সংগ্রাম-মাঝার।। ৪৪
অলকা নামেতে রন অলকাপুরীতে। ৪৫
বৈজয়ন্তী তাঁর নাম বেদ-বিধিমতে।। ৪৬
অজরা নামেতে তাঁর জরা দূর হয়। ৪৭
প্রতাপিনী নামে হয় প্রতাপের ক্ষয়।। ৪৮
তত্ত্ব না পাইয়া তাই তত্ত্বাতীতা নাম। ৪৯
জগদ্ধাত্রী নাম তাঁর খ্যাত সর্ব্বস্থান।। ৫০
স্থিতিরূপা নাম তিনি করেন ধারণ। ৫১
শান্তা নামে সাধুগৃহে অধিষ্ঠিত হন।। ৫২
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলময়ী আর নাম তাঁর। ৫৩
যমুনা নামেতে স্থিতি নদীর মাঝার।। ৫৪
তেজস্বিনী নামে তেজ করেন ধারণ। ৫৫
যজ্ঞেশ্বরী নাম যজ্ঞকারীর সদন।। ৫৬

যোগগম্যা নাম তাঁর যোগশাস্ত্র মাঝে। ৫৭
সুগতিদায়িনী নাম পুণ্যশীল কাছে।। ৫৮
গুণের অতীত তাই নির্গুণা আখ্যান। ৫৯
বিশাল নিতম্ব তাই নিতম্বিনী নাম।। ৬০
নিরাময়ী এক নাম করেন ধারণ। ৬১
পূর্ণানন্দময়ী নাম খ্যাত ত্রিভুবন।। ৬২
কৃষ্ণ-অর্দ্ধাঙ্গিনী নামে তাঁহারেই জানি। ৬৩
শমন-দমন নামে তাঁহারেই মানি।। ৬৪
বাগ্দেবীরূপিণী নাম জানিবে তাঁহার। ৬৫
পরমার্থপ্রদা নাম খ্যাত ত্রিসংসার।। ৬৬
নলিনাক্ষী নামে তাঁরে ডাকে বহুজন। ৬৭
নিধুবন-নিবাসিনী নামে খ্যাত হন।। ৬৮
পরহস্তা নামে তিনি খ্যাত চরাচরে। ৬৯
ব্রজেশ্বরী নামে স্থিতি হয় ব্রজপুরে।। ৭০
বংশীবটবিহারিণী এক নাম তাঁর। ৭১
বিষ্ণুকান্তা নাম তাঁর সর্ব্বত্র প্রচার।। ৭২
বল্লভী নামেতে তিনি খ্যাত সর্ব্বস্থলে। ৭৩
শ্রীব্রতবৎসলা নাম অনেকেই বলে।। ৭৪
ব্রজবাসিপ্রিয়া নাম বিদিত ভুবন। ৭৫
প্রেমাঙ্গী নামেতে তিনি সুবিদিত হন।। ৭৬
বাক্যসিদ্ধা এক নাম জানিবে তাঁহার। ৭৭
ফুল্লেন্দুনিন্দিনয়না এক নাম তাঁর।। ৭৮
আর এক নাম মহামোহবিনাশিনী। ৭৯
তাঁর আর নাম কৃষ্ণ-মহোবিমোহিনী।। ৮০
মহাদেবী নামে তিনি বিদিত জগতে। ৮১
নারীগণ রামা নামে ডাকে একচিতে।। ৮২

এক নাম ধরে দেবী রাসবিলাসিনী। ৮৩
আর এক নাম রত্নালঙ্কারধারিণী।। ৮৪
রত্নামালাবিধায়িনী এক নাম তাঁর। ৮৫
রত্না নাম বিশ্বমাঝে সার হৈল তাঁর।। ৮৬
আর নাম ধরে রাধা হরিণ-নয়না। ৮৭
অন্য নাম আছে শাস্ত্রে সর্ব্ব মনোরমা।। ৮৮
শ্রীরসশেখরী নাম জানিবে তাঁহার। ৮৯
দমনী নামেতে হয় সন্তাপ সংহার।। ৯০
পূর্ণা নামে পুণ্যফল করেন প্রদান। ৯১
নারীশিরোমণি হয় আর এক নাম।। ৯২
শ্রীফলবক্ষোজা নামে তিনিই বিদিত। ৯৩
যুগ্মাঙ্গদবিধারিণী অন্য নামে খ্যাত।। ৯৪
আর এক নাম শ্যামসুন্দরমোহিনী। ৯৫
সুধামুখী নাম তাঁর সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।। ৯৬
সীমন্তিনী নাম তাঁর অনেকেই কয়। ৯৭
কৃষ্ণকুতূহলী তাঁর অন্য নাম হয়।। ৯৮
সিন্ধুকন্যা নাম তাঁর সর্ব্বত্রই শুনি। ৯৯
আর এক নাম ভবসাগরতরণী।। ১০০
ক্ষমাবতী নাম তিনি করেন ধারণ। ১০১
শ্রীহংসগামিনী নাম বিদিত ভুবন।। ১০২
সদারম্ভা নাম তাঁর শুনিবারে পাই। ১০৩
হেমরম্ভা নাম পুনঃ শুনি ঠাঁই ঠাঁই।। ১০৪
অনেকে ডাকেন তাঁরে নামেতে ভূ-মাতা। ১০৫
বরপ্রার্থিগণ তাঁরে কহেন বরদা।। ১০৬

ধাত্রী নামে অভিহিত হন বহু স্থানে। ১০৭
কান্তি নামে কেহ কেহ তাঁহারেই ভণে।। ১০৮
শ্রীরাধার নামমালা হৈল সমাপন।
জয় রাধা জয় রাধা কর উচ্চারণ।।

ফলশ্রুতি

রাধানাম-শতাষ্টক পড়িলে শুনিলে।
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার সেই পুণ্যফলে।।
মন্ত্রসিদ্ধি জপসিদ্ধি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সিদ্ধি সুনিশ্চয়।।
বাঞ্ছাসিদ্ধি হয় তার সেই পুণ্যফলে।
প্রেমপূর্ণ ভক্তি জন্মে শাস্ত্রে হেন বলে।।
তার গৃহে লক্ষ্মী সদা করে নিবসতি।
মুখে সদা বিরাজিত রহে সরস্বতী।।
যতেক পাতক তার হয় বিমোচন।
অন্তকালে যায় সেই গোলোক-ভবন।।

ইতি—শ্রীশ্রীরাধার অষ্টোত্তর-শতনাম সমাপ্ত।

শুকশারীর দ্বন্দ্ব

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের রাই আমাদের।।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ।।
(নৈলে শুধুই মদন)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল।।
(নৈলে পারবে কেন)

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা।
শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা।।
(ঐ যে যায়গো দেখা)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে।।
(চূড়া তাইতো হেলে)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন।।
(নৈলে শূন্য জীবন)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী।।
(সে তোমার কৃষ্ণে জানি)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম।।
(নৈলে মিছাই গান)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু।।
(নৈলে কে কার গুরু)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী।।
(প্রেমের ঢেউ কিশোরী)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে, আমার রাধা করে আনাগোনা।।
(নৈলে যেতনা জানা)

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের ভালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো।।
(নৈলে আঁধার কালো)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে, সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাঁশী।।
(নৈলে হ'তো কাশীবাসী)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগত জীবন।
শারী বলে, আমার রাধা মধুর পবন।।
(নৈলে কি থাকে জীবন)
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান।।
(নৈলে বাঁচে কি প্রাণ)
শুক-শারী উভয়ের দ্বন্দ্ব মিটে গেল।
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরিহরি বল।।
(শ্রীবৃন্দাবনে চল)

ইতি—শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধার বারমাসী-বিরহ

জয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধেগোবিন্দ।।
মাঘেতে কেশব করে মথুরা গমন।
কৃষ্ণ ছাড়া অন্ধকার সারা বৃন্দাবন।।
ফাল্গুনে ফাগের খেলা দোল-উৎসবেতে।
কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে খেলি কার সাথে।।
চৈত্রেতে চাতক ডাকে পিউ পিউ স্বরে।
কৃষ্ণ-হারা-চিত্ত মোর চিন্তা-বিষে জ্বরে।।

বৈশাখে রবির তেজ বিষম প্রবল।
কার অঙ্গ স্পর্শ করি হইব শীতল।।
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা গিয়ে করি জলকেলি।
অঞ্জলি ভরিয়া জল কার অঙ্গে ফেলি।।
আষাঢ়ে আসিবে প্রিয় ছিল এই মনে।
আনমনে চেয়ে থাকি যমুনার পানে।।
শ্রাবণে পূর্ণিমা-তিথি ঝুলন খেলিতে।
আসিবে গোকুলে কৃষ্ণ সাধ ছিল চিতে।।
ভাদ্রমাসে ভরা গাঙ অকূল-পাথার।
কেমনে আসিবে প্রিয় না জানে সাঁতার।।
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা সমগ্র ভুবনে।
বৃন্দাবন নিরানন্দ কেশব বিহনে।।
কার্ত্তিকে কাননে প্রিয় চরাইত ধেনু।
রাধা রাধা নামে তাঁর বাজাইত বেণু।।
অঘ্রাণে উদ্ধব আসে দানিতে সংবাদ।
গোকুলে আসিবে কৃষ্ণ দুই দিন বাদ।।
পৌষেতে ভীষণ শীত সহ্য নাহি হয়।
পিরীতি বিষমজ্বালা দ্বিগুণ বাড়য়।।
শ্রীরাধার বারমাসী হ'ল সমাপন।
প্রেমানন্দে হরিবল যেথায় যে জন।।
রাধার বারমাসী যেবা পড়ে-শুনে।
অন্তে স্থান পায় রাধাকৃষ্ণের চরণে।।

ইতি— শ্রীশ্রীরাধারাণীর বারমাসী-বিরহ সমাপ্ত।

প্রথম কিরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় কিরণ

উপদেশামৃতম্

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।১

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।। ২।।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসীদতি।। ৩।।

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্।। ৪।।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি স্তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।। ৫।।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষস্তু দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ্ফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ।। ৬।।

স্যাৎ কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।। ৭।।

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি সঙ্কীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসি নিযোজ্য।

তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েন্নিখিলমিত্যুপদেশসারঃ।। ৮।।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ?।।৯।।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া খ্যাতিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যতঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী?।।১০।।

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি।।১১।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং উপদেশামৃতং সমাপ্তম্।*

পদ্যানুবাদ—

বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ আর।
উদর-উপস্থ-জিহ্বা-বেগ সুদুর্ব্বার।।
এই ছয় বেগ যেবা করয়ে দমন।
সে পারে সকল পৃথ্বী করিতে শাসন।। ১।।

অত্যাহার, বৃথা শ্রম, বৃথা বহু-কথা।
ভজন-নিয়ম ত্যাগ, জনসঙ্গ তথা।।
বিষয় লালসা- এই ছয়ে ভক্তিনাশ।
এসব থাকিতে নহে ভজনে উল্লাস।। ২।।

ভজনে উৎসাহ, সুনিশ্চয়, ধৈর্য্য আর।
ভক্তিতে প্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ পরিহার।।
সাধুর আচার এই কর্ত্তব্য যে ছয়।
ইহাতে ভক্তির কৃপা শীঘ্র লাভ হয়।। ৩।।
দিবে,লবে, গুহ্যকথা কবে, জিজ্ঞাসিবে।
ভোজন করিবে আর ভোজন করাবে।।
এই ষড়্‌বিধ হয় পিরীতি লক্ষণ।
ইহা জানি আচরিতে করহ যতন।। ৪।।
কৃষ্ণনাম মাত্র শুন যাঁর রসনায় ।
মনে মনে সমাদর করিবে যে তাঁয়।।
দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণ ভজিবে যে নর।
প্রণতি পূর্বক তাঁর করিবে আদর।।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বিজ্ঞ যে মতিমান।
সেবা করি কর সদা তাঁহার সম্মান।।
অনন্য ভকতিনিষ্ঠা, নিন্দাশূন্য মন।
হেন সাধু সঙ্গ লাভে করিবে যতন।। ৫।।
স্বভাব শরীর দোষ দেখি ভক্তজনে।
প্রাকৃত বলিয়া কভু নাহি ভাব মনে।।
জলধর্ম্মে ফেন, পঙ্ক, বুদ্বুদ্ সে হয়।
তাহাতে গঙ্গার দ্রবব্রহ্মত্ব না যায়।। ৬।।
অবিদ্যা পিত্তিতে তপ্ত রসনা যাহার।
কৃষ্ণনাম চরিতাদি মিছ্‌রিতে তার।।
বিস্বাদ লাগয়ে আর রুচি না জন্মায়।
তথাপিহ নিশিদিন সেবিবেক তায়।।

নাম আদি সমাদরে করিলে সেবন।
রোগশূন্য হ'য়ে পায় রস আস্বাদন।। ৭।।
কৃষ্ণনাম-চরিতাদি কীর্ত্তন-স্মরণে।
নিযুক্ত করিয়া ক্রমে রসনা ও মনে।।
কৃষ্ণ অনুরাগীজনের হ'য়ে অনুগত।
ব্রজে বাস করি কাল কাটাবে নিয়ত।।
এই উপদেশ সার কহিনু তোমায়।
শ্রদ্ধা করি আচরণ কর অমায়ায়।। ৮।।
বাসুদেব জন্ম হেতু শ্রেষ্ঠ মধুপুরী।
রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন তদুপরি।।
শ্রীহস্তে ধারণ জন্য শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ যাতে প্রেমামৃত প্লাবন।।
গিরিতটে বিরাজিত সেই কুণ্ডবরে।
কে হেন বিবেকী? যেই সেবা নাহি করে।। ৯।।
শ্রীহরির প্রিয়রূপে কর্ম্মিগণ হ'তে।
জ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ ইহা বিদিত জগতে।।
জ্ঞানী হ'তে হয় শুদ্ধ ভকত উত্তম।
শুদ্ধ ভকত হ'তে শ্রেষ্ঠ প্রেমনিষ্ঠজন।।
তাহা হৈতে কৃষ্ণপ্রিয়া যত গোপরামা।
তা সবা হইতে রাধা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।।
রাধাসম রাধাকুণ্ড কৃষ্ণ প্রিয় হয়।
কৃতী সেই, যেবা লয় তাঁহার আশ্রয়।।১০।।
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী যত গোপিগণ।
সবা হ'তে রাধা তাঁর প্রেমের ভাজন।।

শ্রীকুণ্ড শ্রীরাধাসম কৃষ্ণ প্রিয়তম।
পুরাণে বর্ণিলা তাহা পূর্ব্বে মুনিগণ।।
কৃষ্ণপ্রিয়জনে যেই প্রেম সুদুর্ল্লভ।
সে মধুর প্রেম অন্য ভক্তে কি সুলভ ?।।
রাধাকুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
সে মধুর প্রেম, কুণ্ড তারে করে দান।।১১।।

ইতি-শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামিপাদকৃত শ্রীশ্রীউপদেশামৃতের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

(শ্রীমদ্দাস গোস্বামিনঃ)

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।। ১।।
ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতি-সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।। ২।।
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ।।৩
অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতি-সর্ব্বস্ব-হরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতি-রতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ।। ৪।।

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকট-পথপাতি-ব্যতিকরৈঃ।।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মনঃ! ইতঃ।। ৫।।
অরে চেতঃ! প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটীভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদ-প্রেম-বিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়।। ৬।।
প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা-শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ।। ৭।।
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ।। ৮।।
মদীশা-নাথত্বে ব্রজবিপিন-চন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্বে স্মর মনঃ।। ৯।।
রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্য-বলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলি-মুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ।। ১০।।

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবালভন-বিধয়ে তদ্গণযুজোঃ
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ।। ১১।।
মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল ভজনরত্নং স লভতে।। ১২।।

ইতি— *শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিতা শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীমদ্দাস-গোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষার অনুবাদ—

ওহে ভ্রাতর্মন! আমি তোমার পদধারণ পূর্ব্বক মিনতি সহকারে এই যাজ্ঞা করিতেছি যে তুমি দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবে, ব্রজধামে, ব্রজবাসিজনে, বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণে, স্বীয় দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীভগবন্নামে ও রক্ষক-স্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দে অত্যন্ত ভক্তি কর।।১।।

হে মন! তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্ম কিছুই করিও না। এই সংসারে থাকিয়া স্বীয় ব্রজবাস ভাবনা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের যথেষ্ট সেবা কর এবং শচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গকে নন্দনন্দন শ্রীহরি জ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয় জ্ঞানে সর্ব্বদা স্মরণ কর।। ২।।

হে মন! শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতিজন্ম অনুরাগে ব্রজবাস করিতে চাও এবং সত্বর শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি স্বরূপ, এবং গণসহ শ্রীরূপ ও তদীয়াগ্রজ

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তি সহকারে নিত্য সম্যক্‌রূপে স্মরণ ও নমস্কার কর।।৩।।

হে মন! তুমি অসৎসঙ্গরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর। মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রীর কথা শ্রবণ করিও না, উহা শ্রবণমাত্রেই মন হরণ করে এবং সর্ব্বাঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলে। অপি চ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি-কারিণী নারায়ণভক্তিও পরিহারপূর্ব্বক ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভজন কর, যেহেতু তাঁহারা স্বীয়প্রেমরূপ রত্ন প্রদান করিয়া থাকেন।।৪।।

অহে মন! কামাদি ও মাৎসর্য্যাদি কুপথপ্রাপক বাটপারগণ অসৎপ্রবৃত্তিরূপ কষ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহ দ্বারা দৃঢ়রূপে আমার গলে বন্ধন করিয়া বিনাশ করিতেছে। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ সমীপে এরূপ কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে ফুৎকার কর যেন তাঁহারা আসিয়া তোমাকে ঐ শত্রুগণ হইতে রক্ষা করেন।।৫।।

রে মন! তুমি কেন অন্যত্র আসক্তি রূপ গর্দ্দভের মূত্রে স্নান করিয়া আপনাকে ও আমাকে দগ্ধ করিতেছ? তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রেমভক্তিরূপ নির্ম্মল অমৃতসাগরে স্নান করিয়া আপনাকে ও আমাকে সুখী কর।।৬।।

অহে মন! প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডাল-রমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমি অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছি। পবিত্র প্রেম আমার হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে? অতএব তুমি ভক্তরূপ অনুপম রাজগণের সেবা কর। তাহা হইলে তাঁহারা তোমার হৃদয় হইতে প্রতিষ্ঠা চণ্ডালিনীকে দূর করিয়া দিয়া সুনির্ম্মল প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।।৭।।

হে মন! তুমি ঈদৃশ মিনতি সহকারে গোষ্ঠে সেই গিরিধারীর ভজনা কর যে তিনি যেন এই শঠের দুষ্টতা দূর করেন এবং দয়া করিয়া আমাকে প্রেমামৃত দান করতঃ শ্রীরাধিকার ভজনে নিযুক্ত করেন।। ৮।।

হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্রকে শ্রীরাধিকার নাথরূপে বৃন্দাবনেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ারূপে, ললিতাকে শ্রীরাধার অতুলনীয় সখীরূপে, বিশাখাকে শিক্ষাগুরুরূপে এবং রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনকে তদ্দর্শন রতি-দায়করূপে স্মরণ কর।।৯।।

যিনি সৌন্দর্য্যচ্ছটায় কামপত্নী রতিকে, শিবপত্নী গৌরীকে ও শক্তিরূপা লীলাকে সন্তাপ দিতেছেন, যিনি সৌভাগ্যের দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে পরাভব করিতেছেন এবং যিনি স্বীয় বশ্যতাদি গুণে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, হে মন! তুমি সেই হরিপ্রিয়া শ্রীরাধিকাকে সর্ব্বদা ভজন কর।।১০।।

হে মন! তুমি স্বীয় গুরু শ্রীরূপসহ ব্রজে কন্দর্প বিবশ শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরিপাটী-সহকারে প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক পূজা, নাম ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কার রূপ পঞ্চামৃত সেবনদ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজকে ভজনা কর।।১১।।

যে ব্যক্তি মনশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোক মধুর বাক্যদ্বারা প্রফুল্লচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করিবেন, তিনি শ্রীরূপের অনুগামী হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম ভজনরত্ন লাভ করিবেন।।১২।।

ইতি— শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত মনঃশিক্ষার অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীপ্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা

(১)

ওরে মন ! বৃথা কেন কর্ম্মেরে দোষাও।

উত্তম মনুষ্য-দেহ, ভারতবর্ষেতে সেহ,
ইহার অধিক কিবা চাও।।

বিচারিয়া দেখ তন্ত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণমন্ত্র,
উপাসনা হইয়াছে তাই।

তাতে কলিযুগ ধন্য, ধ্যান যজ্ঞাদিক অন্য,
কৃষ্ণনাম বিনা ধর্ম্ম নাই।।

কৃতকর্ম্ম কর ভোগ, বিধাতাকে অনুযোগ,
সে কবে অন্যায় কার করে।

পাপ পুণ্য পূর্ব্বার্জ্জিত, এ জন্মে তা পরিচিত,
এবে যা তা এখনি বা পরে।।

ভাবি দেখ কেবা কার, যে কর সে আপনার,
কারো কর্ম্ম কারো নাহি যায়।

সংসার বিষের লাড়ু, কি বুঝে খাইছ ভাঁড়ু,
দেখ জীর্ণ কৈল সর্ব্বকায়।।

কিসে বা নিশ্চিন্ত আছ, উলটি না দেখ পাছ,
কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়া।

যমদূত দণ্ড হাতে, সে দাণ্ডায়ে আছে পথে,
তারে বুঝি রয়েছ ভুলিয়া।।

যদি জীতে সাধ হয়, কৃষ্ণনাম সুধাময়,
সে অমৃত সদা পিও ভাই।

প্রেমানন্দ কহে তবে, সব বিষজ্বালা যাবে,
মৃত্যু জিনি শমন এড়াই।।

(২)

ওরে মন ! কত বা ভাঁড়াবে নিতি ।

এ মোর ও মোর করি, দিবস যে দিচ্ছ পাড়ি,
ঘুমেতে পড়িয়া কাট রাতি।,
আজি কালি করি আর, পক্ষ যে করিছ পার,
এ পক্ষ ও পক্ষ করি মাস।
এ মাস ও মাস করি, অয়নে ফেলিলে ঠেলি,
অয়নে অয়নে বার-মাস।।
এ বর্ষ ও বর্ষ করি, কহিছ জনম ভরি,
কবে তোর ঘুচিবে জঞ্জাল।
কবে অবসর হবে, কবে হরিনাম লবে,
যবে আসি দাণ্ডাইবে কাল।।
কফেতে করিবে বল, বাতিক হইবে কাল,
পিত্ত কোথা রহিবে লুকাই।
কণ্ঠ হবে অবরোধ, কোথায় থাকিবে বোধ,
হরিনাম ল'বে কে রে ভাই।।
এখন অভ্যাস কর, হরি হরি সদা স্ফুর,
জিহ্বাকে করিয়া লহ বশ।
আপনি নাচিবে তুণ্ড, ঘুচিবে যমের দণ্ড,
নহে কেন শরীর অবশ।।
প্রেমানন্দ কহে এই, মরিলে না মরে সেই,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা যাঁর মুখে।
কোথা তাঁর কর্ম্ম-বন্ধ, প্রেমে মত্ত সদানন্দ,
গতায়াত মাত্র নিজ-সুখে।। ২।।

(৩)

ওরে মন ! দেখি শুনি না বুঝ আপনা।
কেবা ভূমি কোথা হৈতে, জন্মিয়াছ জীয় কাতে,
কেবা মারে কাহার ঘটনা।।
গর্ভে ঘোর যন্ত্রণাতে, কে রক্ষা করিল তাতে,
কে ক্ষীর রাখিল মার স্তনে।
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান, স্তন ধরি দুগ্ধ-পান,
কোথা পেলি এসব সন্ধানে।।
একা মাত্র এলি হেথা, স্ত্রী পুত্র বা ছিল কোথা,
এবে কিসে বলহ আপনা।
'আমি' বল যেই দেহ, হেথায় পড়িবে সেহ,
কেবা আর হইবে আপনা।।
কার হ'য়ে কার বল, নিজ প্রভু কেন ভুল,
তিন-লোকে বন্ধু মাত্র সেই।
কহে প্রেমানন্দ মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
মায়া-বন্ধ ধাঁধা যাবে এই।। ৩।।

(৪)

ওরে মন! ধিক্ রে তোমায়।
পাইয়া মনুষ্য জন্ম, না চিন্তিলে কৃষ্ণ কর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গেলরে খেলায়।।
কতেক সুকৃতি ফলে, মানুষ উত্তম কুলে,
তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম।
ধন্য কলিযুগ তাতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে,
প্রকাশিলা 'নাম' মাত্র ধর্ম্ম।।
পায়ে ধরি ছাড় ভ্রম, কিছু নাই পরিশ্রম,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ অবিরাম।

কহ লক্ষ কথা আন, তাহে না আলিস জ্ঞান,
কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণনাম।।
এ যদি না শুন ভাই, তবে আর গতি নাই,
হেন জন্ম না হইবে আর।
কহে প্রেমানন্দ এবে, না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে,
কোটি কল্পে নাহিক নিস্তার।।

(৫)

ভাই রে ! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিতপাবন।।
হেন অবতারে যার, নহিল ভকতিলেশ,
বল তার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল,
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়।।
হেম জলদ কায়, প্রেমধারা বরিষয়,
করুণাময় অবতার।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন শীতল নৈল,
কি জানি কেমন মন তার।।
কলি ভবসাগরে, নিজ নাম ভেলা করি,
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে,
এ প্রেমানন্দের পরিহার।।

(৬)

এ মন ! তুমি সে অবোধ বড় ।
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া, করিতে না পার দঢ়।।

কে সার অসার, না কর বিচার, কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে, শরীর খোয়ালি, আপন-কাজেতে বাজ।।
এ ধন এ জন, আপনা ভাবিছ, সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়, বুঝ না আপন মূল।।
দেখ না জীবন, কেবল পবন, যাইতে কি তার বাধা।
কিসের কারণে, এতেক আরতি, খাটিয়া মরিছ গাধা।।
দিবস রজনী, তিলে না বিরাম, গণিছ পড়িছ কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন, তারে কি উত্তর দিবা।।
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে, আপনি দিবে সে ভঙ্গ।। ৬।।

(৭)

এ মন ! বল রে গোবিন্দনাম।
আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবে কাম।।
কালি সে করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা কর না ভাই !
আজি যা করিবা, তা কর এখনি, কি জানি কখন যাই।।
এ হেন কলিতে, মানুষ জনম, এমন আর বা কাতে।
হরিনাম দিয়া, জগত তারিলা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে।।
সে তিন-যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া, গৌরহরি বল, যুগের ধরম দেখ।।
রসনা বদন, বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া, নরকে যাইবে, কার বা এ অপচয়।।
শমন-কিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে, জান না কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে।। ৭।।

(৮)

এ মন ! তুমি সে কেবল ভূত।
কুসঙ্গ শ্মশানে, সতত বসিছ, পাইয়া পরম যুত।।

মলমূত্র যত, অসত পচাল, এ তোর ভক্ষণ সুখে।
রাম-কৃষ্ণ-হরি, গোপাল-গোবিন্দ, বলিতে নারিছ মুখে।।
যে কর তোমার, গোবিন্দ-পূজনে, তীর্থ ভ্রমিতে পায়।
সে দুই রাখিলে, চুরিয়ে দারীয়ে, তবে কি উল্টা নয়।।
যত না করিছ, সাধুর হেলন, সে তোর অনল মুখে।
দেখনা তাহাতে, আপনি দহিছ, এমতি গোঙাবি দুঃখে।।
কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে, সুখের বিশ্রাম ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব,তাঁহার পরশ, করিতে নারিছ তুমি।।
শ্রীহরি-চরণ, করহ শরণ, গয়া গঙ্গা সব তাতে।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে উদ্ধার, নহিলে বা হবে কাতে।।

(৯)

এ মন ! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হ'য়েছে, হেন প্রেম পরচার।।
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে।।
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম , জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইল নাচিয়া, বাজাইয়া করতালি।।
হাসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ।।
ডাকিয়া হাঁকিয়া, খোল করতালে, গাহিয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়া, কপাট হানিল দ্বারে।।
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল-সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর।।

(১০)

এ মন ! তোমারে বলিব কি ।
সংসার-বাসনা, শ্রম যে কেবল, ছাইতে ঢালিছ ঘি।।

দিবস রজনী, লিখিছ পড়িছ, ভাবিছ গণিছ তাই।
খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে, তিলেক বিরাম নাই।
চল্লিশ পঞ্চাশ, ষাটি বা সত্তর, নহে বা শতেক ওর।
ইহার ভিতরে, কখন কি হয়, তা না কি নিয়ম তোর।।
এখানে যেমন, সুখটি চাহিছ, দুঃখটি ভাবিছ ভয়।
মরিলে এ সুখ, কোথায় পাইবে, তা না কি ভাবিতে হয়।।
এ আয়ু শতেক, জানিবে কতেক, গরব করিছ কত।
হরি না বলিলে, শমন নরকে, মজাবে কলপ শত।।
চরণে ধরিয়ে, মিনতি যে করিয়ে, হরি হরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রসাদে, এ ভব তরিয়ে যাই।। ১০

(১১)

এ মন ! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি, কেমন মানুষ তবে।।
মানুষ আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ, শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ নাম।।
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, শারী-শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত।।
দিবস রজনী, আবোল তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন তুমি কি, গোবিন্দ বলিতে নার।।
ভজিব বলিয়া, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পেয়ে।
ডুবিলি আবার, সংসার কূপেতে, মজিবি নরকে গিয়ে।।
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত-দায়।।১

(১২)

ওরে মন ! হরি হরি বল ভাই।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখ না, নামের সমান নাই।।

সাগর লঙ্গিয়া, ফিরে হনুমান, লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর, আপনে তরিলা, পাথরে বান্ধিয়া রাম।।
দ্বারকা ভবনে, নারদ গোঁসাঞি, সাধিলা আপন কাজে।
হরিনাম তুলি, দেখালে মহিমা, এ তিন লোকের মাঝে।।
গঙ্গাস্নান করে, যে করে সে তরে, না করে না তরে পুনঃ।
আর এক তাঁর, নামের মহিমা, বিশ্বাস করিয়া শুন।।
শতেক যোজনে, বসিয়া যে জন, 'গঙ্গা-গঙ্গা' ইতি বলে।
সবাকার পাপ, হইয়া মোচন, বিষ্ণুর লোকেতে চলে।।
মরণ কালেতে, কোনখানে কেবা, গঙ্গায় পরশি রাখে।
তারণ কারণ, নাম বিনে আর, কে কার শ্রবণে ডাকে।।
সকল কালেই, নামের প্রকট, কখনো বিরাম নয়।
নামের সহিতে, রূপ-গুণ-লীলা, ভাবিয়া দেখিলে হয়।।
'কৃষ্ণ' দু' আঁখর, যাহার জিহ্বায়, ভুবন জিনিল সে।
কহে প্রেমানন্দ, কি মোর দুর্দ্দৈব, ভুলিয়া রহিনু যে।। ১২

(১৩)

এ মন! কি করে বরণ-কুল।
যেই কুলে কেন, জনম হউক না, কেবল ভকতি মূল।।
কপিকুলে ধন্য, বীর হনুমান, শ্রীরাম ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর সভার মাঝ।।
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে রাখিল যশ।
স্ফটিক-স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি, হইলা যাঁহার বশ।।
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিল, গুহক চণ্ডালবর।
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল যাহার ঘর।।
দেখনা কেমন, সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল,সে হরি; যে ভজে তারি।।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মুরখ ভাই।। ১৩।।

ইতি— শ্রীপ্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা (সংক্ষিপ্ত) সম্পূর্ণ।

শ্রীমনঃশিক্ষা (বিবিধ)

(১)

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে, তরহ এ ভব সিন্ধু রে।।
শীত আতপ, বাত বরিষণ, এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগি রে।।
এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীজন, আত্ম-নিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী রে।।

(২)

ভজ মন! নন্দ কুমার।
ভাবিয়া দেখ মন! গতি নাহি আর।।
ধন জন পুত্র কন্যা কেবা আপনার।
অতএব কর মন হরিপদ সার।।
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হৈয়া নাথ বলি ডাক।।
তাঁর নাম-লীলা গানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ।।
কহে আত্মারাম, মন! কি বলিব তোরে।
সংসার যাতনা আর নাহি দিও মোরে।।

(৩)

তেজ মন ! হরি-বিমুখন্‌কে সঙ্গ।
যাক সঙ্গহি কুমতি উপজতহি,
ভজনহিঁ পড়ত বিভঙ্গ।।
সতত অসত-পথ, লেই যো যায়ত
উপজত কামিনী-সঙ্গ।
শমন দূত পরমায়ু পরীখত
দূরহিঁ নেহারত রঙ্গ।।
অতয়ে সে হরিনাম- সার পরম মধু-
পান করহ ছাড়ি ঢঙ্গ।
কহ মাধো, হরি- চরণ-সরোরুহে
মাতিরহু জনু ভৃঙ্গ।।

(৪)

ভজ মন! সতত হইয়া নিরদ্বন্দ্ব।
'রাধা-কৃষ্ণ' পরম সুখ-দায়ক
রসময় পরমানন্দ।।
চঞ্চল বিষয়-বিষ সুখ মানি খাওসি
না জানসি ইহ মন্দ।
পরকালে বিকট মরণ-দুঃখ দেওব,
বুঝহ অবহিঁ করু অন্ধ।।
মোহে দুঃখ-ভাগী করণ নহে সমুচিত,
তো হাম জনমক বন্ধু।
নিজ দুঃখ জানি অবহিঁ শরণ করু
ও দুহুঁ করুণার সিন্ধু।।
ও পদ-পঙ্কজ- প্রেম-সুধা পিবি
দূর কর নিজ-দুঃখ-কন্দ।

এ রাধামোহন কহ তেজস মিছাই মোহ
যৈছে নহত নিজ-বন্ধ।।

(৫)

বদ বদ হরি, ছল না করিহ , বিপদে বেড়ল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল, শ্রবণ দশন কেশ।।
তার পাছে পাছে, লোচন বচন, তারা দুই দিল ভঙ্গ।
মোর মোর করি, রাত্রি দিনে মরি, যমদূতে দেখে রঙ্গ।।
সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস, বৎসর গণিছে, কোন দিনে দিবে হানা।।
এই পুত্র বধূ, যতন করিছ, সকলি নিমের তিতা।
মরণ সময়ে, হাতে গলে বান্ধি, মুখে জ্বালি দিবে চিতা।।
বদন ভরিয়া, ' হরি ' না বলিলা, শমন তরিবে কিসে।
দাস লোচন, কহিয়া ফারাক, মরিছ আপন দোষে।।

(৬)

বুঢ়া! তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভব সংসার, সাগর তরিতে, 'হরিনাম' সার কর।।
পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল, কাঁকালি হৈয়াছে বাঁকা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা।।
সন্ধ্যায় শয়ন, কাশ ঘনে ঘন, সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হৈয়াছে বেলা।।
শ্বাস যে রোদন, লঘ্বি ঘনে ঘন, সঘনে পিবহ পানি।
অতয়ে বদন, ভরি বল 'হরি' দাস বলরাম বাণী।।

(৭)

নর ! 'হরিনাম', অন্তরে অছু ভাবহ, হবে ভব সাগরে পার।
ধর রে শ্রবণে নর, 'হরিনাম' সাদরে, চিন্তামণি উহ সার।।

যদি কৃত পাপী, আদরে কভু মন্ত্রক, রাজ শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে, হয় তছু দুর্গম, পাপ তাপ সহ ত্রাণ।।
করহ গৌর-গুরু, বৈষ্ণব আশ্রয়, লহ নর ! হরিনাম-হার।
সংসারে নাম লই, সুকৃতি হইয়া তরে, আপামার দুরাচার।।
ইথে কৃত-বিষয়, তৃষ্ণ পহুঁ-নাম হার, যো ধারণে শ্রম ভার।
কুতৃষ্ণ জগদানন্দ, কৃত-কল্মষ, কুমতি রহল কারাগার।।

(৮)

আরে ভাই ! বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পুরি
তৈছে দেখ সকলি বিটাল।।
ভকতের ভেক ধরে সাধু-পথ নিন্দা করে
গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরুপদে যার মতি খাট করায় তার রতি
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ।।
প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহা দোষে অবিরত
করে দুষ্ট-কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কূপজল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সবার।।
যার মন নিরমল তারে করে টলমল
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ মৃদু মতি করে অঙ্গ
তার মুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড।।
কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাঢ়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে এ জনার ভাল নহে
এ রূপে বঞ্চিল বিহি তায়।।

(৯)

ভজ ভাই ! চৈতন্য নিত্যানন্দ।
ঘুচিবে সকল জ্বালা পাইবে আনন্দ।।
বদন ভরিয়া ভাই ! বল হরি বোল।
আপনে বৈষ্ণবগণ ধরি দিবে কোল।।
মিনতি করিয়া কহি, শুন সর্ব্বজনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা।।
এমন জনম ভাই ! না হইবে আর।
শ্যামানন্দ কহে কেহ নহে আপনার।।

(১০)

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি, মুখে বোল তাঁর নাম।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপী প্রাণধন, ভুবনমোহন শ্যাম।।
কখন মরিবে, কেমনে তরিবে, বিষম শমন ডাকে।
যাহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে, না জানি মর বিপাকে।।
কুল ধন পাইয়া, উনমত হইয়া, আপনাকে জানো বড়।
শমনের দূতে, ধরি পায়ে হাতে, বান্ধিয়া করিবে জড়।।
কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি, যেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, রৌরব নরকে মজে।।
দাসলোচন, ভাবে অনুক্ষণ, মিছাই জনম গেল।
হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু, হৃদয়ে রহল শেল।।

(১১)

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তার।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা, ত্রিভুবনে নাহি আর।।
এমন মাধব, না ভজি মানব, কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধমে, প্রহারিবে যমে, রৌরবে ক্রিমিতে খাবে।।

তার পর আর, পাপী নাহি ছার, সংসার জগত মাঝে।
কোনো কালে তার, গতি নাহি আর, মিছাই ভ্রমিছে কাজে।।
লোচনদাস, ভকতি আশ, হরিগুণ কহি লেখি।
হেন রস সার, মতি নাহি যার, তার মুখ নাহি দেখি।।

(১২)

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন, ‘ নিতাই গৌরচন্দ্র ’।
সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়ালু দাতা।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণগাথা।।
সংসারে মজিয়া, রহিলা পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন, কহয়ে লোচনদাস।।

(১৩)

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে মগন, এ তোর কেমন বুক।।
স্থাবরযোনিতে, ক্রমে যে জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জল জন্তু মাঝে, নবলক্ষ যার, জলেই বসতি ভক্ষ্য।।
একা দশলক্ষ, কৃমিতে জনম, দশলক্ষ যোনিপক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশ লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ।।
মানুষে আসিয়া, কুৎসিত দ্বি-লক্ষ, শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণ কুলেতে, পরে একবার, তা'সম নাহিক আর।।
কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ, এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া, পুন না ফেলাবে, আবার তোমারে বাপ।।
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, অসৎ ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর এ সব যাতনা এড়।।

(১৪)

ওরে মন ! শুন শুন তুই অতি বর্ব্বর।

শত-সন্ধি-জরজর, পেয়ে এই কলেবর,
কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর।
ত্রয়াত্মিকা ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত,
কি জানি কখন কেবা নাশে।।
এ 'আমি' 'আমার' বলি, নিজ-প্রভু পাশরিলি,
শমন-কিঙ্কর দেখি হাসে।।
যে দেহ আপন-জ্ঞানে, যত্ন কর রাত্রিদিনে,
বসন ভূষণ কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান, যবে হবে অন্তর্ধান,
ভস্ম, কীট, কৃমি অবশেষ।।
নিদ্রাতে পড়িলে মন, কোথা ঘর দ্বার ধন,
স্ত্রী পুত্র বান্ধব থাকে কথি।
ইহাতে না লাগে ধন্দ, তবু কার্য্য কর মন্দ,
না চিন্তিলে আপনার গতি।।
নিতি নিতি জীয় মর, ইথে না বিচার কর,
এমতি যাইবে একবার।
কহে দীন প্রেমানন্দ, ভজ কৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্ব,
মায়া-পাশ ঘুচিবে গলার।।

(১৫)

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা।। ১।।
জননী জঠরে, ছিলাম যখন, বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু!, দেখা দিয়া মোরে, বঞ্চিলে এ দীন দাসে।। ২।।

তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া, করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়াজালে, না হইল জ্ঞান লব।। ৩।।
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে, হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক জননী, স্নেহেতে ভুঁলিয়া, সংসার লাগিল ভাল।। ৪।।
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া, খেলিনু বালক সহ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল, পাঠ পড়ি অহরহ।। ৫।।
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে, ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি একমনে, ভুলিনু তোমারে হরি।। ৬।।
বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতি বিনোদ, কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল, এখন কি হবে গতি।।

(১৬)

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল, পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু, এখন শরণ তুমি।।
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল, জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল, সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি।।
জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা।।
সেই গাধা হয়ে, সংসারের বোঝা, বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে, কিছু নাহি লাগে ভাল।।
জীবন যাতনা, হইল এখন, সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম, সে বিদ্যা হইল শেল।।
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন, সংসারে না আছে আর।
ভকতি বিনোদ, জড় বিদ্যা ছাড়ি, তুয়া পদ করে সার।।

(১৭)

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জ্জনে, হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর, ধরিনু তখন আমি।।
সংসার পাতায়ে, তাহার সহিত, কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল, মরমে হইনু হত।।
সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে, অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্যে আসিয়া, ঘেরিল আমারে, অস্থির হইল মতি।।
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত, অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়, এখন হয়েছি ভীত।।
সংসার তটিনী, স্রোত নহে শেষ, মরণ নিকটে মোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়, এ আশা বিফল মোর।।
এবে শুন প্রভু, আমি গতিহীন, ভকতি বিনোদ কয়।
তবকৃপা বিনা, সকলি নিরাশা, দেহ মোরে পদাশ্রয়।।

শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিনঃ প্রার্থনা

শুদ্ধ-গাঙ্গেয়-গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গী-লঙ্গিমেক্ষণাম্।
জিত-কোটীন্দু-বিম্বাস্যামম্বুদাম্বর-সংরতাম্।। ১।।
নবীন-বল্লবী-বৃন্দ-ধম্মিলোৎফুল্ল-মল্লিকাম্।
দিব্য-রত্নালঙ্কার-সেব্যমান তনু-শ্রিয়ম্।। ২।।
বিদগ্ধা-মণ্ডল-গুরুংগুণ-গৌরব-মণ্ডিতাম্।
অতি-প্রেষ্ঠ-বয়স্যাভিরষ্টাভিরভিবেষ্টিতাম্।। ৩।।
চঞ্চলাপাঙ্গ-ভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃত-কেশবাম্।
গোষ্ঠেন্দ্র-সুত-জীবাতু-রম্য-বিম্বাধরামৃতাম্।। ৪।।
ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে।
কাকুভির্ব্যাকুল-স্বান্তো-জনো বৃন্দাবনেশ্বরি।।। ৫।।

কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি।
দাস্য-দান-প্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয়।। ৬।।
যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোঽয়মুপেক্ষিতুম্।
কৃপা-দ্যোত-দ্রবচ্চিত্ত-নবনীতাসি যৎসদা।। ৭।।

ইতি—শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতা শ্রীশ্রীপ্রার্থনা সমাপ্তা।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা

সুবল সখাধর-পল্লব-সমুদিত-মুগ্ধা-মাধুরী-লব্ধাম্।
রুচি-জিত-কাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে।। ১।।
বৃষরবিজাধর-বিম্বীফল রসপানোৎসুখমদ্ভুতং ভ্রমরম্।
ধৃত-শিখিপিঞ্ছক-চুলং পীত-দুকূলং চিরং নৌমি।। ২।।
জিতঃ শুধাংশুর্যশসা মমেতি গর্ব্বং মুধা মা বহ গোষ্ঠবীর!।
তবারি-নারী-নয়নাম্বুপালী জিগায় তাতং প্রসভং যতোঽস্য।। ৩।।
কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপ-বনিতা-বাহিনীভিঃ সমন্তাৎ
স্বৈরং কৃষ্ণঃ কুসুম-ধনুষো রাজ্যচর্চ্চাং করোতু।
এতৎ প্রার্থ্যংসখি ! মম যথা চিত্তহারী স ধূর্ত্তো
বদ্ধং চেতস্ত্যজতি কিমু বা প্রাণমোষং করোতি।। ৪।।

ইতি— শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা সমাপ্তা ।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

নিজপতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্র-ভাবং প্রপদ্য
প্রতিহত-মদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্র-গর্ব্ব।
অতুলপৃথুল-শৈলশ্রেণি-ভূপ প্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্।।১।।
প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-মস্মিন্নমন্দম্।

ইতি কিল কলনার্থং লগ্ন-কস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্।।২।।
অনুপম-মণিবেদী রত্ন-সিংহাসনোর্ব্বী
রুহ্-ঝর-দর-সানুদ্রোণি-সঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহবল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।। ৩।।
রসনিধি-নবযুনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে
দ্যুতি-পরিমল-বিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য।
রসিক-বর-কুলানাং মোদ-মাস্ফালয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।।৪।।
হরি-দয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।
নব-যুব-যুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্রহো মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।। ৫।।
স্থল-জল-তল শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদ-মনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।। ৬।।
সুরপতি-কৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব-নবগৃহ-রূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান-দ্রুতং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।। ৭।।
গিরিনৃপ-হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্র-চন্দ্রাৎ।
ব্রজনব তিলকত্বেক্লীপ্ত বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্।। ৮।।

নিজ-জনযুত-রাধাকৃষ্ণ মৈত্রীরসাক্ত
ব্রজনর-পশুপক্ষী-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ।
অগণিত-করুণত্বান্মাধুরীকৃত্য তান্তং
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।। ৯।।
নিরুপাধি করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি শঠেঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বম্।। ১০।।
রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর-কুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা
চ্ছুভদ-যুগল-সেবারত্ন-মাপ্নোতি তূর্ণম্।। ১১।।

ইতি— *দাসগোস্বামি-বিরচিত শ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকম্

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিক্কণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো,
রম্যাং রক্ত-সুচীন-পট্টবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্।
উদ্‌ঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠ-পিচ্ছ-বিলসদ্‌বেণীং মুকুন্দং মনাক্,
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে।। ১।।
যস্যাঃ কান্ত-তনূল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুরদ্-,
গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তৎ প্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ সতাম
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে।। ২।।
শ্রীমৎকুণ্ডতটী-কুড়ুঙ্গ-ভবনে ক্রীড়া কলানাং গুরুম্,
তল্পে মঞ্জুল-মল্লি-কোমলদলৈঃ ক্লীপ্তে মুহুর্মাধবম্।

জিত্বা মানিনমক্ষ-সঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈঃ,
যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে।।৩
রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণবিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাম্,
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিক-তরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীম্।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলন্মঞ্জীর-চূড়োচ্ছলদ্-,
ধরাণৈঃ-স্ফীত-সুগীত-মঞ্জু নিতরাং রাধাং কদাহং ভজে।।৪
উদ্দাম-স্মরকেলি-সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃ খলে,
কৃষ্ণেনাঙ্কিত-পীন পর্ব্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নখৈরস্ত্রকৈঃ।
তদ্দর্পেণ তথা মদোদ্ধরমহো ত্বং বিদ্ধমাকুর্ব্বতাম্,
দূরে স্বালি কুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে।। ৫
মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে,
শুল্কাদান-মিষেন বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাম্।
সার্দ্ধং স্মের-সখীভিরুদ্ধুর-গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা,
ভ্রূদর্পৈর্বিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে।। ৬।।
পারাবার-বিহার-কৌতুক-মনঃ পূরেণ কংসারিণা,
স্ফারে মান সজাহ্নবী-জলভরে তর্য্যা-সমুত্থাপিতাম্।
জীর্ণা নৌর্মম চেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা,
পারে খণ্ডিত-কঞ্চুলিং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে।।৭
উল্লাসৈর্জলকেলি-লোলুপ-মনঃ পুরে নিদাঘোদ্গমে,
ক্ষ্বেলী-লম্পট মানসাভিরভিতঃ সায়াং সখীভির্বৃতাম্।
গোবিন্দং সরসি প্রিয়েঽত্র সলিল-ক্রীড়া-বিদগ্ধং কণৈঃ,
সিঞ্চন্তীং জলযন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে।। ৮।।
বাসন্তী-কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য বিস্তারিণাম্
স্বেনালঙ্কৃতি সঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটম্।
সোৎকম্পং পুলকোদ্গমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈঃ,
মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে।।৯

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক-প্রিয়া মুররিপোর্যা হন্ত ! যস্যা অপি,
স্বীয় প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎ পাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জজ্বাল-কীর্ত্তিং হরেঃ,
প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোঽগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে।। ১০।।
উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নব্যেন দিব্যৈঃ স্বরৈঃ,
বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পট্টমহিষীং যঃ স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ।
তস্মৈ প্রাণসমা-গুণানুরসনাৎ সংজাত-হর্ষোৎসবৈঃ,
কৃষ্ণোঽনর্ঘমভীষ্ট রত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি।। ১১।।

ইতি— শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিতং উৎকণ্ঠাদশকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর।।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন।।
রূপ-রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

(২)

হরি হরি! কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পদ, না সেবিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।।

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদ-পদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
কিসে মোর পূরিবেক সাধ।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যে রচিল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা,
না ডুবিল তাহে মোর চিত।।
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ, তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ,
তাঁর সঙ্গে কেন নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

(৩)

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে।
দুঁহু অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে।।
হে কৃষ্ণ গোকুল-চন্দ্র, হে গোপী-প্রাণবল্লভ,
হে কৃষ্ণ প্রিয়া-শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী।।
অধম দুর্গতি জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।

অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পুরাও মন সাধে।।

(৪)

হরি ! হরি ! হেন দিন হইবে আমার ।
দোঁহা-অঙ্গ নিরখিব, দোঁহা-অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার।।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা-ফুলে।
কনক-সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব বদন-কমলে।।
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, সেই মোরে প্রাণধন,
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত-পাবন, দেহ মোর এই ধন,
তুয়া বিনে অন্য নাহি ভায়।।
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

(৫)

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।।
গোলকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেন তায়।

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচী-সুত হৈল সেই,
বলরাম হৈল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরি নামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।।
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানু সুতা-যুত,
করুণা করহ এই বার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার।।

(৬)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হঞা প্রেমাধীন।।
সুযন্ত্রে মিশায়ে গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ-গুণ-গান।।
রাধিকা গোবিন্দ বলি কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে।।
এইবার করুণা কর রূপ-সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব-জীবন।।
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা।।
সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

(৭)

তুয়া প্রিয় পদ-সেবা এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।

পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস
করি কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি।।
প্রাণেশ্বর ! নিবেদন চরণ কমলে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ-কন্দ
গোপীকুল-প্রিয় দেহ মোরে।।
দারুণ সংসার-গতি বিষয়েতে লুব্ধমতি
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে।।
মো বড় অধম জনে কর কৃপা নিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে।।

(৮)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ! দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগত সংসারে।।
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই।।
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

(৯)

গোবিন্দ গোপীনাথ! কৃপাকরি রাখ নিজপদে।

কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।।

হৈয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার শরণ গেল দূরে।

অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।।

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।

দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।।

পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।

তবে সে দেখিবে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে।।

(১০)

পতিত পাবন প্রভু মদনগোপাল !

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
কৃপা কর মো অধমেরে।

সংসার সাগর ঘোরে, পড়িয়াছি কারাগারে,
কৃপা ডোরে বাঁধি লহ মোরে।।

অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।

এ বড় ভরসা মনে, ফেল লয়ে বৃন্দাবনে,
বংশী-বট যেন দেখি সুখে।।

কৃপাকরি আগুসরি, লহ মোরে কেশে ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া।।
অনিত্য শরীর ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়।।

(১১)

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর।।
বৈষ্ণবের পদ-ধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তি-রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মননিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস।।

(১২)

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ভজ নিতাইর চরণ দুখানি।।
নিতাইর-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

(১৩)

ওরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।।
তাপত্রয় বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায় মনে লওরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিত-পাবন।।

গোরা দ্বিজ নটরাজে, বাঁধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাস কয়, গোরা সম কেহ নয়,
না ভজিতে দেন প্রেম-ধন।।

(১৪)

শ্রীগৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।।
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধা-মাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।

(১৫)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন।।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কাঁহা গেল গোরা নটরাজ।।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।।
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস।।

(১৬)

হরি হরি ! বড় দুঃখ রহিল মোর মনে।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
হেন জন্ম গেল অকারণে।।
শ্রীনন্দ নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হইল রতি,
তে কারণে করুণা নহিল।।
স্বরূপ সনাতন রূপ , রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল রতি-মতি।
দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
হেন স্থানে নহিল বসতি।।
ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমে দাসে কহে, জীবের উচিৎ নহে,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে।।

(১৭)

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।।
বৈষ্ণব চরণ রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ জল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।।
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছেন পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে সেইসব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ।।

(১৮)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি মুই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার।।
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বান্ধে।

না দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে।।
কাম ক্রোধ আদি যত, নিজ অভিমানে তত,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি মানে।।
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পদে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাসে কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
এবার তরায়ে লহ নিজপাশ।।

(১৯)

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ।।
যজ্ঞ-দান তীর্থ-স্নান, পূণ্য-কর্ম্ম জপ-জ্ঞান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে।।
সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন।।
শ্রুতি স্মৃতি সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লবিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিত্তে কর ও রূপ ভাবন।।

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা।।

(২০)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব-সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব।।
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়।।
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা,
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি।।
আর কবে এমন হব, শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
সখীর অনুগা হয়ে কুঞ্জসেবা লব চেয়ে
দোঁহে ডাকিবেন সখী আয়।।
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
রাধাকুণ্ডে করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
এ আশা করে নরোত্তম।।

(২১)

হরি হরি ! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা।।
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, ব্রজপুরে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব।।
যমুনার জল যেন, অমৃত-সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া।।
ভ্রমিব দ্বাদশবনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসীগণ-স্থানে,
কহ আর লীলাস্থান কাঁহা।।
ভোজনের স্থান কবে, নয়ন গোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল-চরণ।।

(২২)

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়।।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল-মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন।।
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহু' পর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কাঁদিয়া।।
দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি ! কাঁহা গিরিবরধারি !
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব।।
মাধবী কুঞ্জের 'পরি, সুখে বসি শুক-শারী,
গায় সদা রাধা-কৃষ্ণ রস।
তরুতলে বসি তাহা, শুনি পাসরিব দেহা,
কবে সুখে গোঙাব দিবস।।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদন মোহন সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে।।

(২৩)

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপ-রাশি।।
ত্যজিব শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ।।

ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী।।
পরিক্রমা করিয়া ফিরিব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনাপুলিনে।।
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে।।
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার।
হেন দশা কবে আর হইবে আমার।।

(২৪)

আর কি এমন দশা হব। ব্রজের ধূলা ভূষণ করিব।।
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে।।
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ।।
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জন করিব কুতূহলে।।
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস করে আশ।।

(২৫)

রাধা কৃষ্ণ ভজোঁ মঞি জীবনে-মরণে।
তাঁর স্থানে তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে।।
যে স্থানে যে লীলা করেন যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হয়ে তাহে হঙ ভোর।।
শ্রীরূপ মঞ্জরী দেবি ! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া।।
শ্রীরসমঞ্জরী দেবি! কর অবধান।
নিরবধি করি তুয়া পাদ-পদ্ম ধ্যান।।
বৃন্দাবনে হয় নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।।

(২৬)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে আর কেহ নাহি মোর।।
কালিন্দীর কুলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন।।
শ্যাম-গৌরী-অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ।।
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে।।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ।।

(২৭)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলি কৌতুক রঙ্গে, করিব সেবন।।
ললিতা-বিশাখা-সনে, আর যত সখীগণে,
মণ্ডলী করিয়া তছু মেলি।
রাইকানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতূহলী।।
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করাব শয়নে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবনে।।

(২৮)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবিব পরম রঙ্গে,
সুখময় রাতুল পদতলে।।
সুগন্ধি চন্দন গুঁড়ি, কনক কটোরা পূরি-
কবে দিব দুজনার গায়।
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।।
সুবর্ণের ঝারি করি রাধাকুণ্ডের জল পূরি
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী-বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে,
চামরের বাতাস করিব।।
দোঁহার অরুণ-আঁখি, পুলক হৈয়া দেখি,
দুঁহুপদ পরশিব করে।।
শ্রীচৈতন্যদাসের দাস, সদা করে অভিলাষ,
নরোত্তম মনে মনে স্ফুরে।।

(২৯)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব।।
যাবটে আমার কবে, এ-পাণি-গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব কবে তায়।।

তেঁহ কৃপাবান হৈয়া, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবিব সে কমল-চরণ।।
বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানাযন্ত্র লয়ে হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে।।
দোঁহা-চন্দ্রমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার আদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
কবে হেন হইবে আমার ।।
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুই পায়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়।।

(৩০)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হ'ব,
দুঁহ অঙ্গে চন্দন পরাব।।
টানিয়া বাঁন্ধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানাফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বূল দিব আর।।

দুঁহু-রূপ মনোহারী, দেখিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী,
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া।।
হেন রূপ-মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ-সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।।

(৩১)

হা হা প্রভু কর দয়া করুণা সাগর।
মিছে-মায়া-জালে তনু দহিছে আমার ।।
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে মালা গাঁথি দোঁহাকে পরাব।।
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহা-অঙ্গে দিব।।
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর-তিলক কবে দোঁহারে পরাব।।
বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে।।
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে।।

(৩২)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।

সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণ-প্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্র-বয়ান।।
হে সজনি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা পুলিন।।
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে সে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার।।
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার।।

(৩৩)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী।।
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ।।
মুখের ঘাম মোছাব খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া।।
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার।।
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পীরিতের ফাঁদ।।

(৩৪)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণবগোসাঁঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই।।
যাঁহার নিকট গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।।
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দরশনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।।
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।।
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ।।
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি।।

(৩৫)

হরি হরি ! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সাধু সঙ্গে নৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ।।
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর।।
যবে গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার।।

হরিদাস আদি মেলি, মহোৎসব-আদি কেলি,
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

(৩৬)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক উৎপল।।
তার মধ্যে হেম-পীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।।
ও রূপ-লাবণ্য রাশি, অমিয়া পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাসে কয়, নিত্য-লীলা সুখময়,
সেবা দিয়া রাখহ চরণে।।

(৩৭)

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর ভক্তি-ঋদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম।।

অনুকূল হবে বিধি, সে পদ-সম্পদ-নিধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
যে পদ মাধুরী রাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে।।
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

(৩৮)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
কৃপা করি সবে মিলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা।।
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর।।
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে।।
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ।।
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার।।

(৩৯)

হা হা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পদ-দ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।

মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তবে পূর্ণ হয় তৃষ্ণ।
এথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার।।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁঞি।।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাই রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে।।

(৪০)

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে।।
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে।।
সখিগণ-জ্যেষ্ঠা যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে।।
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ।।
শ্রীরূপমঞ্জরী সখি! কৃপাদৃষ্ট্যে চেয়ে।
তাপিত নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিয়ে।।

(৪১)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল চরণ।।
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূরণ করহ আমার।।

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়।।
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।।
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখিগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে।।

(৪২)

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে।।
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসি ! হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়।।
আনন্দিত হয়ে হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে।।
সেবার সামগ্রী রত্ন-থালাতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ ঝারিতে পূরিয়া।।
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি।।

(৪৩)

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা।।
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী।।
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি।।
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল।।

হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া।।

(৪৪)

হরি হরি ! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ।।
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে।।
এই আশা পূর্ণ কর যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।
বহুদিন বাঞ্ছাকরি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়।।
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী।।

(৪৫)

কি রূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া-পিশাচী।।
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায়।।
অদোষ দরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।

(৪৬)

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন ধন হেলায় হারাইনু।।
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু ।।
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস।।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন নহিনু।।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।।

(৪৭)

প্রাণেশ্বরি ! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি , অঞ্জলি মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে।।
প্রিয়সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
তুয়া প্রিয় ললিতা আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজসেবা, দয়া করি মোরে দিবা,
করি যেন মনের হরিষে।।
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে, অনঙ্গ খেলন রঙ্গে,
অঙ্গ-বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা-কাজে, নিজ পদ-পঙ্কজে;
প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে।।
সুগন্ধি চন্ধন, মণিময় আভরণ ,
কৌষিক বসন নানারঙ্গে।

এইসব সেবা যাঁর, দাসী যেন হঙ তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে।।
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়া পান।
এসব সাজায়া ডালা, লবঙ্গ-মালতী-মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম।।
সখীর ঈঙ্গিত হবে, এসব আনিব কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
দাণ্ডাইয়া রহোঁ সখীর পাছে।।

(৪৮)

অরুণ-কমল-দলে, শেজ বিছাইব,
বসাইব কিশোর-কিশোরী।
অলকা-আবৃত মুখ-, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত-শ্যাম হেম-গৌরী।।
প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনিব বচন দুহোঁর মিঠি।।
মৃগমদ-তিলক, সসিন্দূর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকর বৃন্দে।।
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে।।

নরোত্তম দাস, পদ-পঙ্কজ আশ,
সেবন-মাধুরী-পানে।
হোওব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিন,
দুঁহুজন হেরব নয়ানে।।

(৪৯)

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে।।
হরি হরি ! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে।।
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাওব বিচিত্র কবরী।।
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাওব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর।।
নীল পট্টাম্বর, যতনে পহিরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে।।

কুসুম কমল-দলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ঘরমিত দুঁহুক শরীরে।।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর-সুধারসে, তাম্বূল সুবাসে,
ভোখব অধিক যতনে।।
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখিগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান।।

(৫০)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন।।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পুরি,
যোগাইব দুঁহুক অধরে।।
প্রিয় সখিগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
দুঁহু অঙ্গ পুলক অঙ্কুরে।।
মল্লিকা মালতী যূথী, নানাফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।

সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায়।।
আর কবে এমন হব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ-শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে।।

(৫১)

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, বৃন্দাবন সকল,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী।।
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধি-খনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে।।
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখিগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়।।
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে।।
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখিগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে।।

হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু।।

(৫২)

হেদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ নখর মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়।।
শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পানে চেয়ে।।
চাই নবীন মেঘ পানে, তুয়া বঁধূ পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধূ গুণ গাই,
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।।
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ।।
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হয়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায়।।

নরোত্তম দাসে কয়, শুন ওহে দয়াময় ,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার পরাণ যাবে,
সেই দিন দিও পদছায়া।।

(৫৩)

আজি রসের বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী।।
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধাধার।
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ।।
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক।।
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার।।

(৫৪)

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা।
যুগল-চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই বড় মনের কামনা।।
নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণা সাগর।
দুহু বিনে নাহি জানোঁ, এইবড় ভাগ্য মানোঁ,
মুঞি বড় পতিত পামর।।
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাইয়া,
প্রিয়-সখী-সঙ্গে হর্ষ-মনে।
দুঁহু দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে।।

পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকলি সফল।।

(৫৫)

হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলব গো।।
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপীকার নূপুর,
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
তাদের চরণের ধূলা মাখব গো।।
রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী, হেরব দুটি নয়ন ভরি,
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইব গো।।
ব্রজবাসী ! তোমরা সবে, এই অভিলাষ পুরাও এবে,
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনব গো।
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধাগোবিন্দ বলে' ভাসব গো।।
কহে নরোত্তম দাস, না পুরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজবাস করব গো।।

ইতি—শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রার্থনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রার্থনা (বিবিধ)

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষাদ সঙ্গে অবতার।

গোলকের প্রেমধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার।।
আরে পামর মন ! বড় শেল রহিল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ কল্পতরু-ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল।।
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এইমত করি যদি মরণ না করে বিধি
পরাণ রহে কি সুখ লাগিয়া।।
এহেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস।।

(২)

প্রথম জননী-কোলে স্তন-পান কুতূহলে
অজ্ঞান আছিনু মতিহীন।
তবে ত বালক সঙ্গে খেলাইনু নানা রঙ্গে
এমতি গোঙাইনু কত দিন।।
দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়-জাল
পাপ পুণ্য কিছু নাহি ভায়।
ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যমরায়।।

তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরি-পদে না করিনু আশ।।
চারি কাল হৈল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এইবার রাখ দয়াময়
ভক্তি দান দেহ রাঙ্গা পায়।।

(৩)

ভাই রে ! সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈয়া ।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই-চৈতন্য-গুণ গাঞা।।
চৌরাশি লক্ষজন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভদেহ পাঞা।
মহতের দায় দিয়া ভক্তি পথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া।।
মালা-মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া।।
চন্দন-তরুর কাছে যত বৃক্ষ-লতা আছে
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধুসঙ্গ সার নাহি বলরাম ছার
ভব-কূপে রহিলাম পড়িয়া।।

(৪)

লীলা শুনইতে শিলা দরবই
গুণ শুনি মুনি-মন ভোর।
ও সুখ-সাগরে জগ-জন নিমগণ
শ্রবণে পরশ নহে মোর।।
হরি হরি ! কি শেল মোর চিতে।
না শুনিনু শ্রুতি ভরি নাগর নাগরী
দুহুঁজন-মধুর-চরিতে।।
সোই গোবর্দ্ধন সোই বৃন্দাবন
সো নব রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনা-জল- কেলি কুতূহল
হত চিত তাহে নাহি রঞ্জে।।
প্রিয় সহচরীগণ- সঙ্গে আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই বিফলে সে জীবই
ধিক্ ধিক্ বলরাম দাস।।

(৫)

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
তিন প্রভু এক তনু-মন।
ইথে ভেদ-বুদ্ধি যার সেই যাউ ছারখার
তার হয় নরকে গমন।।
অদ্বৈতের করুণায় জীবে প্রেমভক্তি পায়
গৌরাঙ্গের পাদ-পদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈত-চাঁদে পড়িয়া বিষম ফাঁদে
পাইয়া সে না ভজিনু হেলে।।

ধিক্ ধিক্ মুঞি দুরাচার।

করিনু অসৎ-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ

না ভজিনু হেন ভবতার।।

হাতে গলে বাঁধি যবে যমদূতে লৈয়া যাবে

তখন ডাকিব মুঞি কারে।

প্রেমদাস দুষ্টমতি না লইল কোন গতি

এমন দয়াল অবতারে।।

(৬)

গৌরাঙ্গ ! পাতকী উদ্ধার করুণায় ।

সাধু-মুখে শুনি আমি পতিত-পাবন তুমি

উদ্ধারিয়া লহ নিজ পায়।

ওক শোকময় হয় বিষম বিষয়-ভয়

পড়িয়া রহিনু মায়া-জালে।।

কে হেন করুণ জন তাঁরে করোঁ নিবেদন

উদ্ধার পাইব কত কালে।

শরীরের মাঝে যত সব হৈল বৈরী মত

কেহ কারো নিষেধ না মানে।।

যাতনা যমের ঘর শুনিয়া লাগয়ে ডর

হরিকথা না শুনিনু কাণে।।

সাধুসঙ্গ না করিনু আপনা আপনি খাইনু

সতত কুমতি সঙ্গ-দোষে।

দশনে ধরিয়া তৃণ করোঁ এই নিবদেন

অকিঞ্চন এ বল্লভ দাসে।।

(৭)

এই বার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই।

মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই।।

মুঞি অতি মূঢ় মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর।।
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা' সবা হৈতে বুঝি মোর পাপ ভারী।।
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
তা' সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুটি ভাই।।
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে।।

(৮)

দয়া কর প্রভু মোরে নবদ্বীপচন্দ্র।
প্রেম-সিন্ধু অবতার আনন্দ-কন্দ।।
অবতরি নিজ-প্রেম করি আস্বাদন।
সেই প্রেম দিয়া প্রভু তারিলা ভুবন।।
পতিত দুর্গত জনে বিলাইলা তাহা।
পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুঞি শুনি ইহা।।
এই ভরসায় পাপী করে নিবেদন।
এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণ।।

(৯)

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ।।
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল-চরণ পাইয়া শরণ লইনু।।
একুলে ওকুলে মুই দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি।।
বাসুদেব ঘোষে বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া।।

(১০)

হরি হরি ! বিধি মোরে হবে অনুকূল।
বিষয়-বাসনা-পাশ কবে বা হইবে নাশ
কবে পাব গৌরপদ-মূল।
যে মোরে করিত দয়া হারাইনু লাগ পাইয়া
পড়ি রৈনু অকূল পাথারে।।
না পাঙ করুণ-জন তারে করোঁ নিবেদন
কিসে মোর হইবে উদ্ধারে।
শরীরে করিয়া বাস সবে কৈল সর্ব্বনাশ
কেহ নাহি ছোঁয় অধম দেখিয়া।।
দাঁতে ঘাস উভরায় ডাকে পাপী করুণায়
এ বল্লভদাস অভাগিয়া।।

(১১)

গোরাচাঁদ ! ফিরি চাহ নয়ানের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে।।
তুমি প্রভু দয়া-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
সাধু-মুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমাদের দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা।।
মুই ছার দুষ্ট-মতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসৎ পথে ভোর।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর।।
তোমার কৃপালুতা-গুণে অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।

পুরাহ আমার যশ ফুকারে বৈষ্ণবদাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়।।

(১২)

পঁহু মোর গৌরাঙ্গ গোঁসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই।।
যে সে কুলে জন্ম হউ যে দেহ পাঞা।
তোমার ভক্ত-সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাঞা।।
চিরকালের আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণগানে যেন সদা হই ভোর।।
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত-সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে।।
অশ্রু-কম্প-পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভুমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান-জনু।।
যে কর সে কর প্রভু তুমি একমাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহু মতি।।

(১৩)

নাচিতে জানিনা তবু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি,
গাহিতে জানিনা তবু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি, গৌরাঙ্গ বলিয়ে ডাকি,
নিরন্তর এই মতি চাই।।
বসুধা জাহ্নবা সহ, নিতাই চাঁদেরে ডাকি,
সীতার সহিত সীতাপতি।।
নরহরি গদাধর, শ্রীবাসাদি সহচর,
ইহা সবার নামে যেন মাতি।।

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সবার নাম করি দীন প্রায় সদাফিরি
যেন হয় তাঁ সবার সাথ।।
মহান্ত সন্তান কিবা, মহান্তের জন যেবা,
ইহাঁ সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্‌গম কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে মুহুঁ ,
এ সাধে না পড়ে যেন বাধ।।
অন্তে শ্রীনিবাস-পদ, সেবাযুক্ত সে সম্পদ,
সে সম্পদের সম্পদি যে হয়।
তার ভুক্ত-গ্রাসশেষে, কিবা গৌড় ব্রজ-বাসে,
দন্তে তৃণ হরিদাসে কয়।।

(১৪)

তাতল সৈকত, বারিবিন্দু সম,
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিলুঁ,
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম, নিদে গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রঙ্গরসে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা।।
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়,
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক, নাথ কহায়সি,
ভব-তারণ ভার-তোহারা।।

(১৫)

মাধব ! বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিল,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়।
গণইতে দোষ, গুণলেশ নাহি পাওবি,
যব তহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।।
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী কিয়ে জনমিয়ে,
অথবা কীট-পতঙ্গ।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।

(১৬)

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু, মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত, করম সঙ্গে চলি যায়।।

এ হরি ! বন্দোঁ তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি, পার হব কোন উপায়।।
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পিয়লুঁ, সম্পদে বিপদিঁ ভেলি।।
ভণহুঁ বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি, কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁঝক বেরি, সেব কোই মাগই, হেরইতে তুয়া পায়ে লাজে।।

(১৭)

রাধানাথ ! করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন, কিছু না করিনু, ব্রজে বা না পাই তোমা।।
রাধানাথ ! এ লাগি আকুল চিত।
রহি রহি মোর, সংশয় হইছে, ভাবিতে হইনু ভীত।।
রাধানাথ ! সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে, নিচয় হইবে, কিছু না দেখিয়ে লেশ।।
রাধানাথ ! তোমায় সোঁপিত কায়।
রমণী যদি বা, কুপথে চলয়ে, পতি-নামে সে বিকায়।।
রাধানাথ ! লোকে বা হাসয়ে তোমা।
যে কেহ তোমার, তারে না তরাইলে, অযশ রবে ঘোষণা।।
রাধানাথ ! এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে যদি, রতি না থাকুক, সবে জানে তোমারি আমি।।
রাধানাথ ! এ কথার করিব কি।
পতিত-পাবন, তুয়া এক নাম, সাধু-মুখে শুনিয়াছি।।
রাধানাথ ! অতয়ে করেছি আশ।
ব্রজে তোমা দোঁহা-,পদে দাসী কর, কহে গৌরসুন্দর দাস।।

গোবর্দ্ধন বাস্তব্য শ্রীসিদ্ধবাবার পদ

(১)

কবে শ্রীরাধিকা সরসি সলিলে সিনান করিয়া সুখে।
তীরে উঠিয়া হাহা প্রাণেশ্বরি বলি ডাকিব কি উভ মুখে।।
শ্যামকুণ্ডের শোভা দেখি নয়নের তাপ সব যাবে দূরে।
মধ্যাহ্নের লীলা স্মরণ করিব বসিয়া মাধবী তলে।।
শৈলেন্দ্র-মুকুট-মণি গোবর্দ্ধন দেখিব নয়ন ভরি।
পরিক্রমা করি মানসী গঙ্গা তটেতে রহিব পড়ি।।
শ্রীযাবট নন্দীশ্বর বৃষভানুপুর শোভাবলী দেখি।
দ্বাদশ বিপিন ভ্রমণ করিব প্রেমানন্দে হয়ে সুখী।।
ব্রজবাসী ঘরে মাধুকরী করি উদর পুরিয়া খাব।
কিবা দিবসান্তে ফলমূল খাঞা আনন্দে বিহরিব।।
কালিন্দীর তীরে বসি হরিনাম গ্রহণ করিব কবে।
অকস্মাৎ তন্দ্রা আসিবে অদ্ভুত স্বপন দেখিব তবে।।
কিশোর কিশোরী বাহু ধরাধরি প্রিয় সখীগণ সঙ্গে।
শ্রীরাস-মণ্ডলে আনন্দের ভরে নাচিবে দেখিব রঙ্গে।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা মোচঙ্গ মঙ্গরী, কিঙ্কিণী কঙ্কণ ধ্বনি শুনি।
শ্রবণে নিদ্রাভঙ্গ হবে জাগিয়া বসিব আমি।।
নয়নের জলে, পৃথিবী পঙ্কিল করিব কতেক দিনে।
এ কৃষ্ণদাসের হেন দশা হবে ভাবে সদা মনে মনে।।

(২)

হা হা বৃন্দাবনেশ্বরি !

তোমার চরণ, নূপুরের ধ্বনি, শুনিব কি শ্রুতি ভরি।।
ছত্র কমল, বলয় কুণ্ডল, বেদী শঙ্খ চন্দ্রবল্লী।
যব শক্তি গদা, সৌভাগ্যাদি চিহ্ন দেখিব নয়ন ভরি।।

চরণ সৌগন্ধি, আঘ্রাণ করিয়া হইব কি উনমত্ত।
চরণ যুগল, হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াবে তাপিত চিত্ত।।
সুগন্ধি সলিলে, অরুণ চরণ, কমল ধোয়াব ধীরে।
সে চরণামৃত, পান করি কবে, ভাসিব আনন্দ নীরে।।
রাধে রাধে বলি, তুয়া নামাবলী, ডাকিব কি উচ্চৈঃস্বরে।
নামের সহিত, এ মোর জীবন, যাবে তুয়া পদতলে।।
শৈলেন্দ্র মুকুট, মণি গোবর্দ্ধন, তটেতে নিবাস করি।
দীন কৃষ্ণদাস, নিবেদন করে, পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী।।

বিবিধ কীৰ্ত্তন

(১)

যদি গৌর না হৈত, কেমন হইত, কেমনে ধরিত দে।
শ্রীরাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে।।
মধুর বৃন্দা-বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের আরতি, শকতি হইত কার।।
গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, নাহি দেখি কোন জন।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেলু গলিয়া, কেমনে সাধিব সিদ্ধি।
বাসুদেব হিয়া, পাষাণে মিশাঞা, গড়েছে কোন্ বা বিধি।।

(২)

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী।।
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকত সব দীন হীন ভাসে।।
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।।

আবান্ধবে সকরুণা নিতাই সুজন।
ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বিতরণ।।
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখখানে।।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া (৩)

পরম করুণ, পহু দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-কন্দ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।
পশুপাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যাঁর গুণ-গাথা।।
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস।।

শ্রীশ্রীমদদ্বৈত-করুণা (৪)

জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য দয়াময়।
যাঁ'র হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।
প্রেম-দাতা সীতানাথ করুণা সাগর।
যাঁ'র প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ সুন্দর।।
যাহারে করুণা করি' কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে-জন চৈতন্য-গুণ গায়।।
তাহার চরণে যেবা লইলা শরণ।
সেজন পাইলা গৌর-প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজমাথে বজর পাড়িলুঁ।।

(৫)

জয় জয় অদভুত, সোপহু অদ্বৈত , সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে।।
নিজ পহু মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কান্দে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প।।
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী তীরে, আইল নাগর রাজ।
তাহার পীরিতে, আইলা ত্বরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ।।
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি।।

(৬)

শান্তিপুরের বুড়ামালী, বৈকুণ্ঠের বাগান খালি,
করিয়া আনিল একচারা।।
নিতাই মালীরে পাইয়া, চারা তার হাতে দিয়া,
যতনে রোপিতে কৈল নাড়া।।
নদীয়া উত্তম স্থান, তাহাতে করি উদ্যান,
রোপিল চৈতন্যতরু মালী।
বাঢ়ে তরু দিনে দিনে, শাখাপত্র অগণনে,
গজাইল যত্নে জল ঢালি।।
পাইয়া ভকতি জল, নাম প্রেম দুই ফল,
প্রসবিল সে তরু সুন্দর ।
সেই দুই ফলের আশে, জীব পক্ষী নিত্য আসে,
কোলাহল করে নিরন্তর।।
আনন্দে নিতাই মালী, মাথায় লইয়া ফলের ডালি,
দুই ফল সবারে বিলায়।
নাহি জাতি ভেদাভেদ, সবার মিটিল খেদ,
ফলাস্বাদ সকলেই পায়।।

ধর ধর লও বলি, আনন্দে নিতাই মালী,
আচণ্ডালে ফল বিলাইল।
যে চায় সে পায়, যে না চায় সেও পায়,
যবনেও ফল আস্বাদিল।।
কি মোর করম ফেরে, না হেরিনু সে তরুরে,
না চিনিনু সে মালি দয়াল।
কৃষ্ণদাস দুরাশয়, দন্তে তৃণ ধরি কয়,
ধিক্‌ধিক্ এ পোড়া কপাল।।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা (৭)

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার।।
গদগদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তা'রে প্রেমে ধরি দেয় কোল।।
ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর।।
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাথি দিল জগজনে।।
পাপী পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীন হীন জনে কৈল প্রেম বিতরণ।।
'হা হা গৌরাঙ্গ' বলি' পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে।।
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল।।

(৮)

শেষশায়ী সর্ঙ্কষণ, অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ কলাতে গণন।

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,
সেই রাম রোহিণী নন্দন।।
যাঁরলীলা লাবণ্যধাম, আগমে নিগমে গান,
যাঁর রূপ ভুবন মোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন।।
ব্রজের বৈদগ্ধীসার, যতযত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধ হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ।।

(৯)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।।
অধম পতিত জীবের ঘরে ঘরে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া।।
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি।।
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলায় লোটায়।।
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল।।

(১০)

নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি।।
সংসার সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই।।

যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই বিমুখ জনার মুখ না হেরিব।।
গঙ্গা যাঁর পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে।।
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তার মাঝ মুখ পানে।।

শ্রীশ্রীগৌর মহিমা (১১)

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না ভজলি তাঁরে।
করি নীরে বাস, গেলে না পিয়াস, আপন করম ফেরে।।
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন), অমৃত ফলের আশে।
প্রেম-কল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে।।
সৌরভের আশে, পলাশ শুকিলি (মন), নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষু-দণ্ড' ভাবি, কাঠ যে চুষিলি (মন), কেমনে পাইবে মিঠ।।
হার বলিয়া, গলায় পরিলি (মন), শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুন পোহালি (মন), পাইলি বজর তাপ।।
সংসার ভজিলি, গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি (মন) খাইলি লোচন মাথা।।

আর শুনেছ ওলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোনের ভিতর কুলবধু কেন্দে আকুল তথা।।
হলুদ বাটিতে গোরী বসিলা যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ে গেল মনে।।
কিসের রাধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা।।
মনে প্রাণে মৈলধনী মনপ্রাণটানে।
ছনছনানি মনে লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে।।

উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোরেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে।।
লোচন বলে ওলো সই কি বলি আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার।।

(১২)

আমার গৌর সুন্দর কিবা।
ধবল পাটের জোড় পড়েছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,
চরণ উপর দুলি যাচ্ছে কোঁচা।।
বাঁকমল সোনার নূপুর, বাজিয়ে যাচ্ছে মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা।।
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায়ে দিয়েছে চাঁপাফুল,
কুন্দমালতীর মালা বেড়াঝুঁটা।।
চন্দন মাখা গোরাগায়, বাহু দোলাইয়া চলে যায়,
ললাট উপর ভুবন মোহন ফোটা।।
মধুর মধুর কয়গো কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হেলন দোলন দেখি, করীশুণ্ড কিসে লেখি,
নয়ান বয়ান যেন কুন্দে কুঁদা।।
এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে,
নয়ান ভরে দেখিব রূপ খানি।
লোচন দাস বলে কেনে, নয়ান দিলি উহার পানে,
কুল মজালি আপনা আপনি।।

(১৩)

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিল ধন্য,
পতিত পাবন যার বানা।

পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজরূপ ধরি কাচাসোনা।।
গৌরাঙ্গ পতিত পাবন অবতারী।
কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরিনামে জীব রাখি,
আপনে হইলা ধন্বন্তরি।।
গদাধর আদি যত, মহা মহাভাগবত,
তারা সব গোরাগুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলকে যাঁহার স্থিতি,
হরি বলি অবনী লোটায়।।
সোঙরি পূরবগুণ, মূর্চ্ছা হয় পুনঃ পুনঃ,
পরশে ধরণী উল্লসিত।
চরণ কমল কিবা, নখর উজর শোভা,
গোবিন্দ দাস তার কীট।।

(১৪)

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হইল অন্ধ,
কেহতো না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম।।
কতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
মুখে যেন হরিনাম লয়।।
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষনারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুখ।

সঙ্কীর্ত্তন প্রেমরসে, ভাসাইহ গৌড়দেশে,
পূর্ণকর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে,
কি করিবে বলরাম দাস।।

(১৫)

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা।।
সই কহনা গৌর কথা।
গৌর নাম অমিয়া ধাম পিরীতি মুরতি দাতা।।
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে, সে রূপ চাঁদেরে, নয়ানে নয়ানে থোব।।
গৌর বিহনে, না বাচি পরাণে, গৌর করিলাম সার।
গৌর বলিতে , জনম যাউক, কিছুনা চাহিয়ে আর।।
গৌর ভকতি, গৌর মুকতি, গৌর বেদের সার।
গৌর সাধহ, গৌর ভজহ, গৌর করিবেন পার।।
গৌর গমন, গৌর গঠন, গৌর মুখের হাসি।
গৌর বচন, অমিয়া সিঞ্চন, মরমে রহিল পশি।।
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা যার হিয়ায় জাগে।
কহে নরহরি, তাহার চরণে, সতত শরণ মাগে।।

(১৬)

দেখ দেখ আসি, যত নদেবাসী, আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বিহানে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া, ননী দে মা বলি কাঁদে।।
নহি আহিরিণী,কোথা পাব ননী, একি জ্বালা হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে, সেই সে আমার ঘরে।।
একি অদভুদ, অতি বিপরীত, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া, মধুর মুরলী বায়।।

আর একদিনে, খেলে শিশু সনে, নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর অঙ্গনে, বাসনা পুরল মোর।।

(১৭)

শ্রীগুরু শ্রীপাদ বৈষ্ণবগণ করুণা কর অকিঞ্চনে।
আমার ঘুচাও ভ্রান্তি, ত্রিতাপ অশান্তি, মাতাও গৌর কীর্ত্তনে।।
আমি সাধন সুকৃতি সঙ্গতিহীন, কলিহত জীব পাপেতে মলিন,
আমি কৃতকর্ম্ম ফল, ভুঞ্জিতে কেবল, পরিয়ে এভব বন্ধনে।।
আমার যতদিন যায়, অনর্থ বাড়য়, অশুদ্ধ এমন অসার চিন্তায়,
দিয়া গৌর সন্ধান, শুদ্ধকর প্রাণ, প্রেমভক্তিরস সিঞ্চনে।।
আমায় দাও প্রেমাস্বাদ ভকত সঙ্গে, ভাসাও গৌররস তরঙ্গে,
ভজিহরি নাম যজ্ঞে, প্রভু যজ্ঞেশ্বর, সুন্দর শচীনন্দনে।।
এ বিশ্বরূপ কয়, শুন দয়াময়, পুরাও বাসনা দাও পদাশ্রয়।
মাতি গৌর গৌরবে, গৌর বৈভবে, গৌর মহিমা কীর্ত্তনে।।

(১৮)

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে, তরহ এ ভব সিন্ধু রে।।
শীত আতপ, বাত বরিষণ, এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগি রে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীজন, আত্ম-নিবেদন,গোবিন্দদাস অভিলাষী রে।।

(১৯)

কলিঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন,
ধরম করম গেল দূর।

অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই গোরাগুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন,
বরনিয়া ওর নাহি পায়।।
চারি বেদ ষড়দর্শন, করিয়াও অধ্যয়ন,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন জন,
দরপণে কিবা তার কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই, কিছু নাহি জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ করে সার।
নয়নানন্দেতে ভণে, সেই সে সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তাঁর।।

(২০)

নিতাই কেবল পতিতজনার বন্ধু।
জীবে চির পুণ্যফলে বিধি আনি মিলাওল
রঙ্গমাঝে পিরীতের সিন্ধু।। ধ্রু।।
দিগ নেহারিয়া যায় ডাকে পহুঁ গোরারায়
ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।
প্রিয় সহচর মেলে নিতাই করিয়া কোলে
কান্দে পহুঁ চাঁদমুখ হেরিয়া।।
নব কঞ্জারুণ আঁখি প্রেমে ছল-ছল দেখি
সুমেরু বাহিয়া মন্দাকিনী।
মেঘ গম্ভীর স্বরে, 'ভাই ভাই' রব করে,
পদভরে কম্পিত মেদিনী।।

নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমাশ্রয়
হেন দয়া জগতে বিদিত।
নিজ-গুণে প্রেমদানে উদ্ধারিলে জগজনে
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত।।

(২১)

জয় মাধব, মদন মুরারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।
জয় কেশব, কলিমল হারী, রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
সুন্দর কুণ্ডল মধুর বিশালা, গলে সোহে বৈজয়ন্তীমালা।
যা ছবি কী বলিহারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
কবহুঁ লুঠলুঠ দধি খায়ো, কবহুঁ মধুবন রাস মচায়ো।
নৃত্যতি বিপিন-বিহারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
গোয়ালবাল-সঙ্গ,ধেনু চরাই, বন বন ভ্রমত ফিরে যদুরাই।
কাঁদে কাঁমর-কারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
চুরা চুরা নবনীত যো খায়ো, ব্রজ বনাতন্ পৈনাম ধরায়ো।
মাখন চোরা মুরারি, রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
একদিন মান ইন্দ্রকো মারো নখ উপর গোবর্দ্ধন ধরো।
নাম পড়ো গিরিধারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
দুর্য্যোধনকো ভোগ না খায়ো, রুখ-শাক বিদুর-ঘর খায়ো।
ঐছে প্রেম-পূজারী, রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।
করুণা কর দ্রোপদী পুকারী, পট্‌মে লিপটে গওয়ে বনমালী।
নিরখ রহ নর-নারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।।

(২২)

যমুনার জল করি ছল ছল, কাঁদিছে শ্যামের লাগিয়া।
চলে না গোপী যমুনার কূলে, উঠে না নূপুর বাজিয়া।।
শ্যাম হারা সেই কদম্বের মূলে, বাজে না বাঁশরী আর রাধা বলে।
কলঙ্কিণী রাই শ্যাম অভিসারে, চলে নাক আর ছুটিয়া।।

কুঞ্জে কুঞ্জে আর ফোটে নাক ফুল, ডাকে না তমালে কোকিলের কুল।
ময়ূর ময়ূরী নাচে নাকো আর, মধুর বাঁশুরী শুনিয়া।।
ধেনুগণ আর পুচ্ছ তুলিয়া, কানু বিনে গোঠে না যায় ছুটিয়া।
গেছে দশ দিশা বিষাদে ভরিয়া, মরমে রহিনু মরিয়া।।

(২৩)

হরে কৃষ্ণ হরে, রাম রাম হরে, জপরে রসনা জপ অবিরাম।
নাম মধুরে রসনা বসরে, পূর্ণানন্দঘন পাবি দরশন।।
হরে কৃষ্ণ রাম, নামের মহিমা, কে বর্ণিবে নামের নাহিক তুলনা।
নামের তুলনা জগতে মিলে না, প্রেমানন্দ ধামে হবেরে বিশ্রাম।।
কলি কবলিত জীব উদ্ধারিতে, সচ্চিদানন্দ মূরতি দেখাতে।
জীবের হৃদয়ে স্বরূপ জাগাতে, মহামন্ত্র এই হরে কৃষ্ণ নাম।।
কৃষ্ণ নামের মালা কণ্ঠে ধর যদি, ত্রিতাপ জ্বালা যাবে জুড়াইবে হৃদি।
প্রেম পাথারে ডুবে রবে নিরবধি, মহাদাবাগ্নি হবেরে নির্ব্বাণ।।
নামের মহিমা করিতে প্রচার, প্রেমময়ীর ভাব করিয়ে অঙ্গীকার।
শ্যামাঙ্গ ঢাকিয়ে হেমাঙ্গে রাধার, (উদয়) নদেপুরে গৌরগুণ ধাম।।

(২৪)

যমুনা, এই কি তুমি সেই যমুনা, প্রবাহিনী।
যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীল কান্তমণি।।
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হতে মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম, সুবল সুদাম,
কোথা সে সুনীল তনু , বেণু ধেনু, মা যশোদা রোহিণী।।
কোথায় নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
কোথা ধড়া চূড়াপরা কোথা বা সে ননীচোরা,
কোথা সে বসন চুরি ব্রজনারীর পূজিতা কাত্যায়নী।।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
(কোথা ললিতা সখী সুহাসনী)

কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী বামেতে রাই বিনোদিনী।।
কোথা সে নূপুর-ধ্বনি আর না বাজে কিঙ্কিণী।
মধুর হাসি, মধুর বাঁশী আর যে নাহি শুনি,
ও যার মোহন স্বরে উজান বইতে তুমি আপনি।।
তোমার তটে তটে, তোমার ঘাটে ঘাটে, তোমারি সন্নিকটে
কে সে ধনী যার মানের লাগি মোহন-চূড়া লুটাইল ধরণী।।
দেখাইয়া দাও আমারে যমুনা সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্‌মাঝারে রাখব পা দুখানি।
পরিব্রাজক বলে, চরণতলে, লুটাই শির দিন-যামিনী।।

ইতি— *শ্রীশ্রীবিবিধ কীর্ত্তন গীতি সমাপ্ত।*

শ্রীগৌরাঙ্গের-বাল্যলীলা কীর্ত্তন

বিভাস

দেখ দেখ আসি যত নদেবাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া
ননী দেমা বলিয়া কাঁদে।।
নহি গোয়ালিনী কোথা পাব ননী
একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে নন্দের ভবনে
সেই সে আমার ঘরে।।
একি অদভুত অতি বিপরীত
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা ত্রিভঙ্গ হইয়া
মধুর মুরলী বায়।

আর এক দিনে খেলে শিশুগণে,
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর অঙ্গনে,
বাসনা পূরল মোর।।

শ্রীকৃষ্ণের-বাল্যলীলা কীর্ত্তন

তস্য শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

একমুখে কি কহব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা।।
নালে মুখ ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর।।
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড় বাঘনখ গলে।।
সোণার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা।। ৪৭।।

বিভাস

বাল গোপাল রঙ্গে, সমবায় বেশ সঙ্গে,
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়।
তেজিয়া মাখন সরে, তুলিয়া কোমল করে,
মৃত্তিকা মনের সুখে খায়।।
বলরাম তা দেখিয়া, যশোদা নিকটে যাঞা,
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।
শুনি তবে যশোমতী, আইলা ত্বরিত গতি,
গোপাল খাইছে মাটি যথা।।
মায়ে দেখে মাটী ফেলে, না খাই না খাই বলে,
আধ আধ বদন ঢুলায়।

মুখ নিরখিয়া রাণী, ধরিয়া তাহার পানি,
মন দুঃখে করে হায় হায়।।
এ ক্ষীর নবনী সর, কিবা নাহি মোর ঘর,
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যাঁর ব্রজরাজ, কি তার এমন কাজ,
শুনিলে হইবে মন দুঃখে।।
এতেক বলিয়া রাণী, কোলে করি নীলমণি,
ছল ছল ভেল দু'নয়ন।
এ উদ্ধব দাস গীতে, যশোমতী হরষিতে,
অনিমিখে নেহারে বয়ান।।

যথারাগ

বদন মেলিয়া রাণী গোপাল পানে চায়।
মুখমাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়।।
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ।।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড গোলক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ।।
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ-যশোমতী আর মুখের ভিতরে।।
দেখি নন্দ-ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে।।
নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে।।
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান।।

এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজে শুদ্ধ-প্রেম।
কিছু নাহি সীমা যেন জাম্বুনদ হেম।।

বিভাস

কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সাগরে ডুবে পাসরে সব দুঃখ।।
মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভব সংসারে সব তাহাতে দেখিল।।
একি একি বলি রাণী হিয়ায় লইল।
স্বপন হেরিনু কিবা বুঝিতে নারিল।।
থুতু থুতু দেয় রাণী বসনের দশি।
দেখিয়া মায়ের রীত ও না মুখে হাসি।।
ঘনশ্যাম দাস আশা করে এই মনে।
কবে বা সেবিব আমি যশোদা চরণে।।

মায়ূর

দধি মন্থন ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ বয়ান।।
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গি মাধব
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়।।

নন্দ দুলাল নাচে ভালি।

ছাড়ি মন্থন দণ্ড উথলিল মহানন্দ

সঘনে দেয় করতালি।।

দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে বাণী

যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।

ঘনশাম দাস কয় রোহিণী আনন্দময়

দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর।।

পঠমঞ্জরী

নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর।

যত নাচ তত দিব ক্ষীর-ননী-সর।।

আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।

গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার।।

তা তা থৈয়া থৈ বলয়ে নন্দ-রাণী।

করতালি দিয়ে নাচে রাম যাদুমণি।।

রাম কানু ওরে মোর ওরে রাম কানু।

মণিময় ঝুরি মাথে ঝলমল তনু।।

সুহিনী

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু। মুখ মণ্ডল ঝলমল চান্দ জনু।।

শিরে কুঞ্চিত কুণ্ডল-বদ্ধ ঝুটা।

ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা।।

অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জনি। গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি।।

ভুজ-অন্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া। নখ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া।।

হিয়ে হার-রুরু-নখ রত্নে জড়া।

কটি কিঙ্কিণী-ঘাঁঘর তাহে মোড়া।।

পদ-নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে। থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে।।

ব্রজ বালক মাখন লেই করে। সবে খাওত দেওত শ্যাম করে।।
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে। পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে।।

ভাটিয়ারী

রঙ্গিম চরণে মঞ্জির ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহি রসাল।
স্থল-পঙ্কজ দল জিনিয়া চরণ তল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ চাঁদ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন লোভা।।
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাশায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা-মা-মা বলি চাঁদ-বদনে তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে।।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলা

পা খানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া
বসিয়া মায়ের কোলে।
ঈষৎ হাসিয়া মাখন তুলিয়া
আধ আধ বাণী বলে।।
কাঁচা মরকত নবীন জড়িত
মনোহর তনুখানি।
হাসিয়া হাসিয়া অমিয় সিঞ্চিয়া
বোলে আধ আধ বাণী।।
যাহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব
বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়।
দ্বিজ শ্যামদাসে বলে গোপাল কুতূহলে
নন্দগৃহে ধুলায় লোটায়।।

নিমাই সন্ন্যাস

বিভাস

শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
ঘুচাব এ সব বেশে।।
ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া
আইলা সুরধুনী তীরে।
দুইকর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিলা নীরে।।
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে।।
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সেহ শুনি গলি যায়।
পশুপাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়।।

সিন্ধুরা

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত।।
এ মোর প্রভুর সোণার নূপুর
গলার সোণার হার।

এস হে প্রিয়া মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর।।
আমি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পালাইয়া।।
কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এদাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইল দেখিবারে।।

বিভাস

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশা কালে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিলা শচীমাতা।
আয়ুদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।।
ত্বরিত জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া।।
শুনিয়া নদিয়ার লোক কান্দে উচ্চ স্বরে শোক
যারে তারে পুছেন বারতা।

একজন পথে যায় দশজন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যাইতে কোথা।।
সে বলে দেখেছি পথে কেহত নাহিক সাথে
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।
কহে বাসুঘোষ ভাষা শচীর হৈল মন্দদশা
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।।

শ্রীরাগ

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর।।
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তি কলেবর।।
নগরের লোক যায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি।।
কেহ বলে এ নাগর যে না দেশে ছিল।
সে দেশের পুরুষনারী কেমনে বাঁচিল।।
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
আসিয়াছে জননীর পরাণ বধিয়া।।
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি।
দেখিয়া তাহাকে প্রভু করিলা প্রণতি।।
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তিরব।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ল বজর।।

ধানশ্রী

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।

করি অতি উচ্চ রব কান্দে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে।।
হরি হরি কিনা হলো কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগর বাসী দিবসে হইল নিশি
প্রবেশিলা শোকের সায়রে।। ধ্রু।।
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চ রায়।
কি হৈল কি হৈল বলে ক্ষুর আর নাহি চলে
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়।।
মহা উচ্চ স্বর করি কান্দে কুলবতী নারী
সবাই সবার মুখ চইয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন যুগল নীরে
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া।।
দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ
কাঁন্দিছেন অবধূত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ সদা করে আনচান
ফাটিয়া বাহির হৈয়া যায়।।

পাহিড়া

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভকতগণ
উচ্চস্বরে করয়ে রোদন।।
অরুণ দুখানি কানি ভারতী দিলেন আনি
আর দিলেন এ ডোর কৌপিন।
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌরহরি
আপনাকে মানে অতি দীন।।

তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে।।
এত কহি গোরারায় ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
ভক্তজনার পাছে পাছে লোটাইঞা লোটাইঞা কাছে
বাসুঘোষ হা কান্দ কান্দনে।।

যথারাগ

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্কারি।
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌর-হরি।।
তিন দিন রাঢ় দেশে করিয়া ভ্রমণ।
কৃষ্ণনাম না শুনিয়ে করয়ে রোদন।।
গোপ বালকের মুখে শুনি হরিনাম।
প্রেমানন্দে তথায় প্রভু করিলা বিশ্রাম।।
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইলা নবদ্বীপে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আইলা গঙ্গার সমীপে।।
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা শান্তিপুরে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়া নগরে।।
সবাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস।
কান্দয়ে নদিয়ার লোক কান্দে প্রেমদাস।।

সুহই

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ প্রভু আইলা নদিয়া নগরে।।
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়।।

ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচীঠাকুরাণী আইলা বাহিরে।।
দাড়াঞা মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস।।
সন্ন্যাস করিয়া গৌর আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিল তোমা লইবারে।।
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদিয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী।।
কহয়ে মুরারী গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে।।

গান্ধার

নিতাই করিয়া আগে চলি গেলা অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুর।
মুড়ায়্যা চাঁচর-কেশ ধরেছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে।।
করযোড় করি আগে দাঁড়ায়ে মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিল চাঁদ মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া।।
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
একথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করে মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়।।
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।

জীবন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী।।
গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গোরাচাঁদের সন্ন্যাস
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা।।

সুহই

আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য।।
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত জীবন।।
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে।।
আচার্য্য গোঁসাই নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গোরা বনমালী।।
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের কাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে।।

দোঁহাবলী

সদ্‌গুরু পাবে, ভেদ বাতাবে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব কয়লাকী, ময়লা ছুটে, যব আঁগ করে পরবেশ।। ১
দুঃখ পাবে তো হরি ভজে, সুখমে ন ভজে কোই।
সুখমে অগর হরি ভজে তো দুঃখ কাঁহাসে হোই।। ২
কবির সুখ মাথে শিল পড়ু যো নাম হৃদয়তে যায়।
বলিহারি বা দুঃখ কী যো পল পল হরিনাম রটায়।। ৩
তুলসী যব্ জগমে আয়ো জগ হসে তোম্ রোয়্।
অ্যায়্‌সি করনি কর চলো তুম্ হসো জগ রোয়্। ৪

নিৎ নাহানেমে হরি মিলে তো জলজন্তু হোয়।
ফল খাঁকে হরি মিলে তো বাঁদুর বাঁদরাই ।।
তির্ন ভখন্‌কে হরি. মিলেতো বহুৎ মৃগী অজা।।
স্ত্রীছোড় কে হরি মিলে তো বহুৎ রহেই খোঁজা।।
দুধ পিবে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহি মিলে নন্দলালা।। ৫
লছমী কে সুত চার হ্যায়, ধর্ম্ম, অগ্নি, নৃপ, চোর।
ধর্ম্ম হেতু খরচ নহী, তিন করে ভড় ফোর ।। ৬
সব তিথি সুতিথিহৈ সব বার সুবার।
ওসকা লাগে কুদিন ভদ্রা যো বিছুরে নন্দকুমার।। ৭
ভক্তিবীজ পলটে নাহি যো যুগ যায় অনন্ত্‌।
উচ নীচ ঘর আ উতরে ফির সন্তকে সন্ত। ৮
রাম রাম সব কোই কহে ঠগ ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেম সে রীঝ ত নাহি তুলসী নন্দকিশোর।। ৯
বিজুবন মিলে ন লাক্‌ড়ী সায়র্‌ মিলে ন নীর।
পড়ে উপবাস কুবের ঘর, যব বিপক্ষ রঘুবীর।। ১০
তুলসী ইয়া সংসারমে পাঁচ রতন হৈ মার।
সাধুসঙ্গ হরি কথা দয়া দীন পরউপকার।। ১১
যাহাঁ কাম তাঁহা নাহি রাম যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।
দোনো এক নহি মিলে রবি-রজনী এক ঠাম।।১২
চৌদহ চার আঠার হো পড়ে শুনে ক্যা হোয়।
তুলসী অপনে রামকো যব্‌ লগ্‌ লখেনা কোয়।।১৩।
জাত পাঁত গণিয়ে বঁহা হো যায় বরণ বিচার।
তুলসী কহে হরিভজন বিনা চার জাত চামার।।১৪
চার জাত মিলে হরি ভজে এক বরণ হো যায়।
আঠো ধাতুমে পারশ লগায়ে এক মোলসে বিকায়।।১৫

আগম পন্থ হৈ প্রেমকো যাঁহা ঠাকুরায়ি নাহি।
গোপীন্‌কে পিছে ফিরে ত্রিভুবন পতি বনমাহি।।১৬
কাম ক্রোধ মদ্ লোভ কি যব্ তক্ মনমে খান।
তব্ তক্ পণ্ডিত মুরখ তুলসী এক সমান।।১৭
শোতে শোতে ক্যা কর ভাই উঠ ভজ মুরার্।
এই সে দিন আতে হৈ কি লম্বাপাব পসার।।১৮
ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু, চতুর্ নাম বপু এক।
ইন্‌কে পদরজ বন্দন কিয়ে নাশত বিঘ্ন অনেক।।১৯
শাকট্ শুকট্ কুকরা তিন কে মত এক। (পাষণ্ড,শূকর, কুক্কুট)
কোটি ভাতি সম্‌ঝাঁও তঁও ন ছোড়ে টেক্।।২০
হাথী চলে বাজার মে কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুন্ কে দুর্ভাব নাহি যো নিন্দে সংসার।।২১

।। ইতি দোঁহাবলী ।।

পাষণ্ডদলন (সংক্ষিপ্ত)

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্।।
বন্দিব শ্রীজগদ্-গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর কৃপায় কুক্কুর অবধি তরে, হয় ধন্য ।।

পাদ্মে— হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।১।
ব্রহ্মাশিব আদি যত আছে দেবগণ।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ না কর কখন।।
সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দসুতহরি।
কায় মনোবাক্যে তাঁরে ভজদৃঢ় করি।।

পাদ্মে — স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।। ২।।
সর্ব্বদা হরিকে ভাই করিবে স্মরণ।
বারেক নাহিক তাঁরে হবে বিস্মরণ।
শাস্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছয়।
সে সব উহার দাস জানিহ নিশ্চয়।।

গীতায়াম্— সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৩
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ করিয়া যতন।
ওহে সখা গুহ্য কথা করহ শ্রবণ।
আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম করি পরিহার।
অনন্য ভাবেতে লহ শরণ আমার।।
তাহা হৈল সর্ব্বপাপ হইতে মোচন।
করিব তোমার আমি কুন্তীর নন্দন।।
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম দূরে পরিহরি।
একনিষ্ঠ হঞা ভাই ভজ ভজ হরি।।

স্কান্দে — শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।৪।।
শূদ্র বা ধীবর কিম্বা চণ্ডাল অধম ।
যদ্যপি একান্তে ভজে গোবিন্দ চরণ।।
তাঁহারে সামান্য ভাবে কভু না হেরিবে।
কৃষ্ণভক্ত বলি তাঁরে বন্দনা করিবে।।
কৃষ্ণ ভক্তে নীচ জ্ঞানে যে করে দর্শন।
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে পতন।।

ইতিঃ সমুঃ— ন মে ভক্তাশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।। ৫।।

কৃষ্ণ কন চারিবেদী ব্রাহ্মণ কুমার।
যদ্যপি নাহিক হন ভকত আমার।।
তিনিও আমার প্রিয় হইতে না পারে।
সত্য সত্য সত্য ইহা কহি বারে বারে।।
চণ্ডাল যদ্যপি হয় আমার ভকত।
সেই মোর প্রিয় হয় জানিহ সতত।।
তাঁহারে করিবে দান লবে তাঁর ঠাঁই।
মোর তুল্য পূজ্য সেহ ভুবনে সদাই।।

দ্বারকা মাহাত্ম্যে— সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।।৬।।
গোবিন্দের প্রতি সদাভক্তি করে যাঁরা।
বরণ সঙ্কর হৈলে পূত হয় তাঁরা।।
আর যারা কৃষ্ণপদে ভক্তি না করয়।
কুলীন হলেও তারা ম্লেচ্ছ-তুল্য হয়।।

বৃহন্নারদীয়ে— বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি পরায়ণাঃ।। ৭।।
হরিভক্তিশূন্যজন চণ্ডাল নিশ্চয়।
হরিভক্ত চণ্ডাল সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।।

পাদ্মে— ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।। ৮।।
কৃষ্ণভক্তগণ ভাই শূদ্র কভু নন।
ভাগবত বলি হয় তাঁদের গণন।।
যারা কৃষ্ণপদে ভক্তি নাহি করে ভাই।
সকল বর্ণের মধ্যে শূদ্র তাহারাই।।

নারদীয়ে— শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ।। ৯।।

চণ্ডাল যদ্যপি ভাই কৃষ্ণভক্ত হয়।
ভক্তিহীন বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয়।।
যতি যদি হয় কৃষ্ণভক্তি বিরহিত।
চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ জানিহ নিশ্চিত।।

আদি পুরাণে— বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়! মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।।১০।।

এহেন বৈষ্ণবে ভাই করিতে ভজন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেবকীনন্দন।।
অন্য দেবতার পার্থ ছাড়িয়া পূজন।
সর্ব্বদা করহ তুমি বৈষ্ণব ভজন।।
বৈষ্ণব সকল সর্ব্ব দেবের সহিত।
করেন পবিত্র পৃথ্বী জানিহ নিশ্চিত।।

গারুড়ে— সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত-পারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্।।১১।।

সহস্র যাজ্ঞিক হৈতে জানিহ নিশ্চয়।
সকল বেদান্তবেত্তাজন শ্রেষ্ঠ হয়।।
সকলবেদান্তবেত্তাকোটিজন হৈতে।
এক বিষ্ণুভক্তশ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিতে।।
দশশত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব হইতে।
একান্ত বৈষ্ণব এক শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চিতে।।
যাঁহারা একান্তভক্ত তাঁহারা শোভন।
কৃষ্ণের পরমপদ প্রাপ্ত তিনি হন।।

স্কান্দে — স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্ব পাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত।।

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।।১২

ব্রহ্মা কহিলেন শুন কেশিনিসূদন।
তোমার একান্ত ভক্ত হন যেই জন।।
সকল ধর্ম্মের কর্ত্তা সেই মহাশয়।
তব সন্নিধানে ইহা কহিনু নিশ্চয়।।
হে অচ্যুত আর যেবা তোমার অভক্ত।
সে সর্ব্বপাপের কর্ত্তা জানি যে সতত।।
তব ভক্তগণ যদি করেন অধর্ম্ম।
তথাপি সে ধর্ম্ম হয় কহিলাম মর্ম্ম।।
তোমাতে অভক্ত যদি করে ধর্ম্মাচার।
অধর্ম্ম বলিয়া তাহা জানি অনিবার।।

নারসিংহে—
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশীকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।।১৩।।

কৃষ্ণেতে অনন্য-ভক্তি হঞাছে যাঁহার।
বাহ্যে দুরাচার কার্য্য যদি থাকে তাঁর।।
তথাপি অন্তরগত ভক্তির জ্যোতিতে।
সদা শোভা পান তিনি কহিনু নিশ্চিতে।।
যেমন যামিনী নাথ হৈয়া কলঙ্কিত।
তিমিরের কাছে নাহি হন পরাজিত।।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে— দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্।।১৪।।

দর্শন স্পর্শন সহবাস আলাপন ।
এই সকল দ্বারা কৃষ্ণভক্তগণ।।

ক্ষণকাল মধ্যে সাক্ষাৎ চণ্ডাল অধমে।
পবিত্র করেন ইহা জান মনে মনে।।

হঃ ভঃ সুধোদয়ে—

অক্ষ্ণোঃ ফলং তাদৃশ দর্শনং হি তন্বাঃ ফলং তাদৃশ গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং তাদৃশ কীর্ত্তনং হি সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।।১৫।।

নয়ন সফল হয় ভক্ত দরশনে।
দেহের সার্থক হয় ভক্ত পরশনে।।
রসনার ফলজানি ভক্তের কীর্ত্তন।
এহেতু সংসারে সুদুর্ল্লভ ভক্তগণ।।

ভাঃ—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।১৬

যতদিন গৃহাসক্ত মানব ভক্তিতে ।
নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ ধূলিতে।।
নিজাঙ্গের অভিষেক নাপারে করিতে।
ততদিন তাহাদের মন কোন মতে।।
কৃষ্ণের পদারবিন্দ স্পর্শিতে না পারে।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে।।
যখন মানব স্পর্শে কৃষ্ণের চরণ।
তখনি সংসার-জ্বালা হয় নিবারণ।।

পাদ্মে— বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ।।১৭।।

যমরাজ কহিলেন শুন দূতগণ।
বৈষ্ণব সেবিরে সদা করিবে বর্জ্জন।।
যাঁহাদের গৃহে করে বৈষ্ণব ভোজন।
যাঁহারা বৈষ্ণব সঙ্গ করে অনুক্ষণ।।

সেই সব নিষ্পাপীর উপর আমার।
নিশ্চয় জানিহ নাহি কোন অধিকার।।

পাদ্মে— অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।১৮

করিয়া গোবিন্দ পূজা তাঁর ভক্তজনে।
মনুষ্য জ্ঞানেতে কভু না করে পূজনে।।
সেজন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত কখন না হয়।
দাম্ভিক সেজন ইহা জানিহ নিশ্চয়।।

পাদ্মে — আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।১৯

সর্ব্বদেব-পূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্চ্চন।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের পূজন।।

স্কান্দে — হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।২০।।

যাহারা বৈষ্ণবগণে করয়ে প্রহার।
তাঁহাদের প্রতিদ্বেষ করে অনিবার।।
কভু নাহি করে তাঁহাদের সমাদর।
তাঁহাদের প্রতিক্রুদ্ধ হয় নিরন্তর।।
তাঁহাদের দেখি নাহি করয়ে আনন্দ।
নরকে পড়য়ে ভাই সেইসব মন্দ।।

দ্বারকা মাহাত্ম্যে— পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে।।২১।।

শতজন্ম করে যদি বিষ্ণুর পূজন।
বৈষ্ণব অনাদরে হরি প্রসন্ন না হন।।

দ্বিতীয় কিরণ সমাপ্ত ।

তৃতীয় কিরণ

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হতে ।।
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি ,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।।
চক্ষু-দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ।।
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ।।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয় ।

মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু-সঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ।।
জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রস কূপ,
যুগল উজ্জ্বলময়-তনু ।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সর্ব্ব শোক,
প্রকট কল্পতরু জনু ।।
প্রেমভক্তি-রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত,
লিখিয়াছে দুই মহাশয় ।
যাঁহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয়।।
যুগল-কিশোর-প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা।
জয় রূপ-সনাতন, দেহ মোরে এইধন,
সে রতন মোর গলে হারা ।।
ভাগবতশাস্ত্র-মর্ম্ম, নববিধ-ভক্তি-ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্য-দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই তত্ত্ব পরম ভজন।।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।। ১।।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদেনোক্তম্—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ।।
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার ।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার ।।
অসৎসঙ্গ কর ত্যাগ, ছাড় বিষয়ের অনুরাগ,
কর্ম্মী-জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে।।
যোগী-ন্যাসী-কর্ম্মী-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-দুঃখ-শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী।।
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করি, মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন।।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ।।
হৃষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
এইত অনন্যভক্তি-কথা।

আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা।।
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয়।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।।
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী-জনে,
লোভ সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিব স্মরণ।।
আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহ-রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন।।

না করিহ অসৎ চেষ্টা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ।।
অসৎসঙ্গ কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি।।
আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ।।

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ।।

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।
যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা,
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ।।
পৃথক আবাসযোগ, দুঃখময় বিষয়ভোগ,
ব্রজবাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-নাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজলোক সঙ্গে অনুক্ষণ।।
সদা সেবা-অভিলাষ, মনেতে করি বিশ্বাস,
সদাকাল হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাসে বোলে, পড়িনু অসৎ-ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয় ।। ২।।

তুমি'ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।।
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা।।
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি।।
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর।।
কামে মোর হতচিত, নাহি শুনে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা।।
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত-পাবন শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর।।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।

অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে।। ৩।।
আন কথা আন বার্ত্তা, নাহি যেন যাঙ তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি-মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে ।।
অন্যব্রত অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান,
অন্য-সেবা অন্যদেব-পূজা।
হা হা কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে মোর নহে যেন দুজা।।
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি-রস-সুখে।
যুগল সহিত যাঁরা, মোর প্রাণ গেল হারা
এই কথা রহু মোর বুকে।।
যুগল-চরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলই মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ, কাম-রতিগণ-ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কি রীতি।।
দশনেতে তৃণ ধরি, হাহা! কিশোর কিশোরি,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ কুমার শ্যাম বৃষভানু-কুমারী নাম,
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী।।
কনক-কেতকী-রাই, শ্যাম মরকত-কাঁহি,
দরপ-দরপ করু চুর।
নটবর শিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর।।

শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাব-ভূষণ করু শোভা ।
নীল-পীত-বাসধর, গৌরী-শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা ।।
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায় নরোত্তম কয়।
নিশি দিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে এই অভিলাষ হয়।। ৪।।
রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোকবেদসার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী।।
রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য-সখী করিয়ে গণন ।
ললিতা বিশাখা তথা সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন।।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা , এই অষ্টসখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
সেবাপরা সখীগণ অসংখ্য তাহার গণ
মুখ্য মুখ্য করিয়ে গণন।
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী ।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতূহলী।।

এ সবে অনুগা হৈঞা, প্রেমসেবা লব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী-মাঝে।।
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিয়া রহ সুখে ।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে।।
যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদায় ।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগ-পথের এই সে উপায় ।।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার ।
পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি, অপক্কে সাধনরীতি,
ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার।।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে-বাস।
সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পূরব অভিলাষ।। ৫।।

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবা-পরাং তত্তৎকৃপালঙ্কার-ভূষিতাম্।।
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।

যুগল-চরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি প্রেমা হউ পরবন্ধে।

কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে।।
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
যুগল-বিলাস স্মৃতিসার ।
সাধ্য-সাধন এই, ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার।।
জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাঁতি,
বৈদগধি-অবধি সুবেশ ।
পীত-বসন-ধর, আভরণ মণিবর ,
ময়ূর-চন্দ্রিকা করু কেশ।।
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম বিলেপন,
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ ।
নবীন-কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ ।।
ঈষৎ মধুর স্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূ-বৃন্দে ।
চরণ-কমল'পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি ঝলমল চন্দ্রে ।।
নূপুর-মুরলী-ধ্বনি, কুলবধূ-মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম যায় দূরে।।
গোবিন্দ-শরীর নিত্য, তাঁহার সেবক সত্য,
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময় ।
শীতল-কিরণ-কর, কল্পতরু-গুণধর,
তরুলতা ষড়-ঋতু রয়।।

গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা।
ব্রজপুর-বনিতার, চরণ-আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করি লোভা।।
ধন্য লীলারস-ধন রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ
ভাব মন এক-চিত্ত হয়ে।
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনিহ উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়ে ।।
পাপপুণ্যময় দেহী, সকল অনিত্য এহি,
ধনজন সব মিছা ধন্দ ।
মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ ।।
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয় ।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয় ।।
পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি ।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য-মুক্তি দুই ত্যাগ করি ।।
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি-প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায় ।।
অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান।

রাধাকৃষ্ণ-নামগান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ।।
কর্ম্মী-জ্ঞানী মিছা ভক্ত, না হইবে অনুরক্ত,
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হব অনুগত,
এই সে পরমতত্ত্ব ধন।।
প্রার্থনা করিবে সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
একান্ত করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থিপাপে হবে পরিচ্ছেদ।।
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, ভরসা করিয়া মন,
কমল বলিয়া হৃদে লও।
গাইয়া তাঁদের গুণ, হৃদে করি আন্দোলন,
পরম আনন্দ সুখ পাও।।
হেমগিরি-তনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করিয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে।।
সখীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম যে সেবাসুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে।। ৬।।
রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনা আর নাহি চাও।

যুগল-কিশোর-প্রেম, যেন লক্ষবান হেম,
আরতি-পিরীতি-রসে ধ্যাও ।।
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু সেইমত ভক্ত ।
চাতক-জলদ-গতি, এমতি প্রেমের রীতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত।।
মকরন্দ ভ্রমরা যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি ।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেমভক্তি-রীতি।।
বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সে না সুখ দুঃখ করি মান ।
গোবিন্দ-বিষয়-রস, সঙ্গ কর তাঁর দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান।।
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণহিঁ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে।।
অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত-মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা ।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগ মাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা।।
আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন প্রেম করি আশ ।

এক ব্রজরাজ-পুরে, গোবিন্দ রসিক-বরে,
করহ সদা অভিলাষ।।
নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছায় মোহে হৈনু ভোর,
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া।। ৭।।

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন লীলাস্থল,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ-ঘন ।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা-মৃত্যু-দুঃখ,
কৃষ্ণ-লীলা-রস অনুক্ষণ।।
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
যাঁহার হিল্লোল রস-সিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পিরীতি-সুখের দুঁহে বন্ধু।।
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামদিগে মনোহরা,
কনক-কেশর কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্তশাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে।।
করয়ে লোচন পান , রূপলীলা দুঁহু ধ্যান,
আনন্দে মগন সহচরী ।
বেদ-বিধি-অগোচর, রতন বেদীর'পর,
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী।।
দুর্ল্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।

ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ-দ্বন্দে।।
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
নন্দের নন্দন সুখসার ।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশা জনম-বিকার ।।
দেহে না করিহ আস্থা, মৈলে দেহে কি অবস্থা,
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্ম-গতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু-শাস্ত্র মত যজ,
যুগল-চরণে কর রতি।।
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার ভাবনে।।
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ।।
জগৎ-ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মূরতি লীলাকথা ।

এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম রসিক সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ।।
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাতে হও অতি তৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা।
রসিক-ভকত-সঙ্গে, রহিব পিরীতি-রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া।।
শ্রীগুরু ভকত-জন, তাঁহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা-অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাঁহার যূথ,
সদা বিহরিব ব্রজপুরে।।
লীলারস সদা গান, যুগল-কিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে ।
জীবনে মরণে ভাই , আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাসে।। ৮।।
আন কথা না শুনিব, আন কথা না কহিব,
সকলি কহিব পরমার্থ ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা সে ইষ্ট কথা,
ইহা বিনু সকলি অনর্থ ।।
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে ।
ব্রজপুর প্রেম নিত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
ভজ সদা অনুরাগ-মনে।।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, শত শত রস-কন্দ,
পরিবার গোপগোপী-সঙ্গে।

নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, গিরিধারী যাঁর নাম,
সখী-সঙ্গে তাঁরে ভজ রঙ্গে।।
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিলু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহর ।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি-সখী অনুচর।।
সার্থক ভজন-পথ, সাধু-সঙ্গ অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা ।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা।।
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নর-তনু ভজনের মূল ।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ।।
রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী ।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারী।।
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণ-সুখ-বিলাসের নিধি ।
হেন রাধা-গুণ-গান, না শুনিল মোর কান,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি।।
তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম।

ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
না শুনি যেন তার নাম।।
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র ।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য-কথা-দ্বন্দ্ব।।
অহঙ্কার অভিমান, অসৎ-সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরু-পাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরু-বাক্য পরম মহত্ত্ব।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি-মতি তাঁরে সেব,
প্রেম-কল্পতরুবর-দাতা ।
ব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ এই সব কথা ।।
নবদ্বীপে অবতরি, রাধাভাব অঙ্গীকরি,
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ ।
তিন-বাঞ্ছা-অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ ।।
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি লাগি কাঁদয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ।।
গোপতে সাধিব সিদ্ধি, সাধন নবধা-ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে মগন মন,
ইষ্ট-লাভ বিনু সব বাধা।।

এ সংসার-বাটোয়ারে, কাম-পাশে বাঁধি মারে,
ফুৎকারে করয়ে হরিদাস ।
করহ ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ,
তবে হয় বিপদ-বিনাশ।।
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরে যাবে শত শত,
আপনারে হও সাবধান ।
মুঞি সে বিষয় হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ।।
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনে সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুন, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য।।
আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা,
ইহাতে হইবে সাবধানে ।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ কেহ দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা বিনে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি।।
লোকনাথ প্রভুপদ হৃদে করি আশ।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস।।৯।।

ইতি— শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বিরচিত,
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা নামক

তৃতীয় কিরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ কিরণ

ধ্যান-প্রণাম ও বিজ্ঞপ্তি-মালা

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান ঃ—

(১)

ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিতে পদ্মে সহস্রদল-শোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানাং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরম্।।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্।।১।।

(২)

গুরুং গৌরং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজঞ্চ করুণেক্ষণম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্।।২।।

(৩)

কৃপামকরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্।।৩

(৪)

শ্বেতপদ্মে সমাসীনং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদম্।।৪।।

(৫)

শুদ্ধস্বর্ণরুচিং শুদ্ধভাবভূষা-কলেবরম্।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃতং বর্ষিণম্।।
শশাঙ্কাযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎকরম্।
শুক্লাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনম্।।
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধানং স্মিত-নিত্য-যুতাননম্।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবাদি-দাতারং দীনপালকম্।।
সমস্ত-মঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভুম্।
ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্নুতে।। ৫।।

(৬)

শ্রীগুরুং গৌরহৃদয়ং শান্তং করুণাশালিনম্।
বরাভয়করং ধ্যায়েৎ প্রণয়তিলকালকম্।। ৬।।

(৭)

গুরুং গৌরং দ্বিভুজঞ্চ বরদং করুণেক্ষণং
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জস্থং কল্পবৃক্ষপ্রমূলকম্।
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং বিশাখাদি-সমন্বিতং
ব্রজে রামাগণৈর্যুক্তং ভজে পতিতপাবনম্।। ৭।।

(৮)

প্রাতঃ শিরসি শুক্লেঽব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্।।৮।।

(৯)

হৃদম্বুজে কর্ণিকামধ্যস্থং সিংহাসনাধঃস্থিত-দিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্-গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং সম্বিৎসুখাবিষ্টবরপ্রদানম্।।৯

এই প্রকার শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিয়া তৎপর আত্মধ্যান কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।১।।

(২)

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।২।।

(৩)

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।

রাধাকুণ্ড গিরিবরমহং রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।৩।।

(৪)

নমস্তে গুরুদেবায় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে।
সর্ব্ব-মঙ্গল-রূপায় সর্ব্বানন্দ-বিধায়িনে।।৪।।

শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

পাদাব্জ-মহসা মহাকুমতি-মোহ-বিধ্বংসকং
ব্রজপ্রণয়-সুশ্রিয়ং প্রণত-তাপ-সংহারকম্।
ব্রজেন্দ্র-তনয়-প্রিয়ং মধুর-মূর্ত্তিমাহ্লাদকং
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্র-সন্তারকম্।।

শ্রীশ্রীপরাৎপরগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

রাধা-ব্রজেন্দ্রাত্মজ-ভাবমূর্ত্তয়ে বৃন্দাবন-প্রেমসুখামর দ্রবে।
কারুণ্যবারাং নিধয়ে মহাত্মনে পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমোঽস্তুতে।।

শ্রীশ্রীপরমেষ্ঠিগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

মহামহিম-বন্দিতং সকল-সত্ত্ব-ভদ্রাকরং
ব্রজেন্দ্রসুত-প্রণয়-সীধূ-বিশ্বম্ভরম্।
কৃপাময়-কলেবরং রসবিলাস-ভূষাধরং
নমামি পরমেষ্ঠিগুরুং সদা শঙ্করম্।।

শ্রীশ্রীগুরুচরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরু সংসার-বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ।।

হে শ্রীগুরো-জ্ঞানদ-দীনবন্ধো! স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো!
বৃন্দাবনাসীন হিতাবতার প্রসীদ রাধাপ্রণয়-প্রচার।।

আত্মধ্যান ঃ—

দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম-বর্ণ-সুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরু-পাদপদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ।।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধ্যান ঃ—

স্বর্ধূন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ-কূর্ম্মপৃষ্ঠাভ-গাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকণক মহাসদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতম্।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে।।

সযোগপীঠ-শ্রীনবদ্বীপ-ধ্যান ঃ—

ফুল্লশ্রীদ্রুম-বল্লী-তল্লজ-লসত্তীরা-তরঙ্গাবলী-
রম্যামন্দ-মরুন্মরাল-জলজ-শ্রেণীষু-ভৃঙ্গাস্পদম্।
সদ্রত্নাচিত-দিব্য-তীর্থ নিবহা-শ্রীগৌর-পাদাম্বুজ-
ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ-ভাব-নিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী।।১।।
তস্যাস্তীর সুরম্য-হেম-সুরসা মধ্যে লসচ্ছ্রীনব-
দ্বীপো ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দ-বন্যো মহান্।
নানা-পুষ্পফলাঢ্য-বৃক্ষলতিকা রম্যো মহৎ সেবিতো
নানাবর্ণ-বিহঙ্গমালি-নিনদৈর্হৃৎকর্ণহারী হি যঃ।।২।।
তন্মধ্যে দ্বিজ ভব্য-লোক-নিকরাগারালিরম্যাঙ্গন-
মারামোপবনালিমধ্যবিলসদ্বেদী বিহারাস্পদম্।
সদ্ভক্তি-প্রভয়া বিরাজিত মহদ্ভক্তালি নিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহদ্ভাতীহ যৎ পত্তনম্।।৩।।
তন্মধ্যে রবি-কান্তি-নিন্দি কনক-প্রাকার-সত্তোরণং
শ্রীনারায়ণ-গেহমগ্রবিলসৎ সংকীর্ত্তন-প্রাঙ্গণম্।

লক্ষ্ম্যন্তঃপুর পাক-ভোগ শয়ন-শ্রীচন্দ্রশালং পুরং
যদ্‌গৌরাঙ্গহরের্বিভাতি সুখদং স্বানন্দ-সবৃংহিতম্।।৪।।
তন্মধ্যে নবচূড়রত্ন-কলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তরা-
মুক্তাদাম-বিচিত্র-হেম-পটলং যদ্ভাতিরত্নাচিতম্।
দেবদ্বারসুদৃষ্ট-মৃষ্ট-মণিরুট্‌-শোভা-কবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি-যন্মন্দিরম্।।৫।।
তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণ-যন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখরশ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে।
কূর্ম্মাকার-মহিষ্ঠ-যোগ-মহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতপ-চন্দ্রপত্র-বিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনম্।।৬।।
পার্শ্বাধঃ-পদ্মপট্টি-ঘটিত হরিন্মণি-স্তম্ভ-বৈদূর্য্য-পৃষ্ঠং
চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবর-মণি-মহামৌক্তিককান্ত্যুজ্জ্বলম্।
তুলান্তশ্চীনচেলাসনমুড়ুপ-মৃদু-প্রান্তপৃষ্ঠোপাধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্র-মন্ত্রং বসু-হরি-চরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্।।৭।।
সিংহাসনস্য মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষে নিত্যানন্দরামং প্রেমানন্দ কলেবরম্।।
বামে-গদাধরং দেবমানন্দশক্তি-বিগ্রহম্।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্বপাবনম্।।
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকম্।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা।।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

নবীন-শ্রীভক্তিং নব-কনক-গৌরাকৃতি-পতিং
নবারণ্য-শ্রেণী-নব-সুরসরিদ্‌বাত-বলিতম্।
নবীন-শ্রীরাধাহরি-রসময়োৎকীর্ত্তন-বিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নব-করুণ-মাদ্যন্নব রুচিম্।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান ঃ—

(১)

শ্রীমন্মৌক্তিক-দাম-বদ্ধ চিকুরং সুস্মের চন্দ্রাননম্;
শ্রীখণ্ডাগুরু চারুচিত্র-বসনং স্রগ্ দিব্য ভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশ রসানুমোদ মধুরং কন্দর্প বেশোজ্জ্বলম্।
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে।।

(২)

অমল-কমল-বক্ত্রং গৌরমম্ভোজ-নেত্রং
মধুর মধুর-হাস্যং চারু-কন্দর্প-বেশম্।
সুর-নর-মুনি-বন্দ্যং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
দলিত-নটন-শক্তিং তং ভজে প্রেমমূর্ত্তিম্।।২।।

(৩)

দ্বিভুজং সুন্দরং সুস্থং বরাভয়করং বিভুম্।
সুহাস্যং পুণ্ডরীকাক্ষং দধানং পীতবাসসম্।।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি ভাষন্তং সুখদঃ সুমনোহরম্।
যতিবেশধরং সৌম্যং বনমালা-বিভূষিতম্।।
তারয়ন্তং জনান্ সর্ব্বান্ ভাবাম্ভোধের্দয়ানিধিম্।
গৌরাঙ্গসুন্দরং ভজে নবদ্বীপ-সুধাকরম্।।৩।।

(৪)

তরুণাদিত্য-সঙ্কাশং হরিনামকরং পরম্।
শ্বেতাম্বর-ধরং দিব্যং ভাবোন্মত্ত কলেবরম্।।
দ্বিভুজং যজ্ঞসূত্রাঢ্যং প্রসন্ন-বদনাম্বুজম্।
তুলসী-মালিকোরস্কমূর্দ্ধ-পুণ্ড্র-সুশোভিতম্।।
ভক্তাভীষ্টপ্রদং দেবং ভক্ত-সারঙ্গ-রঙ্গদম্।
ভজামি সততং গৌরং ভক্তরূপং হরিং স্বয়ম্।।৪।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।১।।

(২)

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যপ্রেমাভিধানপরমপুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।২।।

(৩)

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধি-চন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশু-হাসিনে।।৩।।

(৪)

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ।।৪।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি পদাবলম্বম্।।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান ঃ—

(১)

ইষদারুণ্য-স্বর্ণাভং নানালঙ্কার-ভূষিতং
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেমবর্ষিণম্।
আঘূর্ণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং প্রভুং
প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহম্।।১।।

(২)

শুদ্ধস্বর্ণ-বিড়ম্বি-সুন্দরতনুং রত্নাদি-ভূষাঞ্চিতং
প্রেমোন্মত্ত-গজেন্দ্র-বিক্রম-লসৎ-প্রেমাশ্রু-ধারাকুলম্।

শুক্লং সূক্ষ্ম নবাম্বরাদি দধতং সঙ্কীর্ত্তনৈক-প্রিয়ং
নিত্যানন্দমহং ভজে সকরুণং প্রেমার্ণবং সুন্দরম্।। ২।।

(৩)

বিদ্যুদ্দাম-মদাভিমর্দ্দন-রুচিং বিস্তীর্ণ-বক্ষঃস্থলম্।
প্রেমোদ্ঘূর্ণিত লোচনাঞ্চল-লসৎ-স্মেরাভিরম্যাননম্।।
নানা ভূষণ-ভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্ঘনাভাম্বরম্।
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবর-নিত্যানন্দ চন্দ্রং ভজে।। ৩।।

(৪)

মত্তেভেন্দ্র-বিনিন্দি-সুন্দরগতি-শ্রীপাদমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যাম-সদম্বরং তনুরুচা সান্ধ্যেন্দু-সম্মর্দ্দকম্।
প্রেমাঘূর্ণ-সুকঞ্জ খঞ্জন মদাজিন্নেত্র-হাস্যাননম্
নিত্যানন্দমহং স্মরামি সততং ভূষোজ্জ্বলাঙ্গশ্রিয়ম্।।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিত-মৌক্তিকম্।
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃত-ভূতলম্।। ১।।

(২)

নিত্যানন্দ নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মষ-নাশায় জাহ্নবাপতয়ে নমঃ।। ২।।

(৩)

ঔদার্য্যেণ সুকামধেনু-দিবিষদ্বৃক্ষেন্দু-চিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুম্।
বাৎসল্যেন সুমাতৃ-ধেনু-নিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং
নিত্যানন্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধি-সংবর্দ্ধিনম্।।৩।।

(৪)

নিরানন্দমিদং সর্ব্বং প্রেমানন্দাস্পদীকৃতম্।
যেন তং সততং বন্দে নিত্যানন্দং জগদ্গুরুম্।।৪।।

(৫)

শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং করুণাময়-বিগ্রহম্।
চৈতন্যাভিন্ন-দেহং তং বন্দে সর্ব্বজন-প্রিয়ম্।। ৫।।

(৬)

নিত্যানন্দমহং নৌমি সর্ব্বানন্দকরং পরম্।
হরিনাম প্রদং দেবমবধূত-শিরোমণিম্।। ৬।।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

হাড়াই-পণ্ডিত-তনুজ ! কৃপা-সমুদ্র পদ্মাবতী-তনয় তীর্থপদারবিন্দ।
ত্বং প্রেমকল্পতরোরার্ত্তিহরাবতার মাং পাহি পামরমনাথমনন্যমন্ধম্।।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান ঃ—

(১)

শুদ্ধস্বর্ণরুচিং দিব্যোপবীতং বনমালিনং
তিলতণ্ডুলকেশাভং সূক্ষ্ম-শ্বেতাম্বরং বিভুম্।
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্ত-কলেবরং
অদ্বৈতং গৌরচন্দ্রস্যাচার্য্যমীশং স্মরাম্যহম্।।১।।

(২)

সদ্ভক্তালি নিষেবিতাঙ্ঘ্রি কমলং কুন্দেন্দু শুক্লাম্বরম্
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্।
শ্রীচৈতন্য-দৃশং বরাভয়-করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিতম্
অদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুম্।।২।।

(৩)

ভজেঽদ্বৈতং মহেশং কনকগিরি-নিভং শ্বেতবস্ত্রং প্রশস্তম্।
রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং জগদঘ-হরণে সর্ব্বদোৎকণ্ঠিতং তম্।।

ভক্তাধীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্বিশ্বম্ভর-প্রেক্ষণম্।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং শুদ্ধভক্তিপ্রদং তম্।।৩।।

(৪)

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতমাচার্য্যং দ্বিজরূপিণম্।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভং প্রেমানন্দ স্মিতাননম্।।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরভক্তি-লম্পট-মানসম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং শান্তং ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদম্।।৪।।

(৫)

উদ্যদ্‌বিদ্যুজ্জিতাভং বিমলতরপটং চন্দনালিপ্তগাত্রম্।
সৎপুড্রোদ্দীপ্তভালং সহরিহরি-রব স্মের-সংযুত-বক্ত্রম্।।
নৃত্যন্তং প্রেমমত্তং সুনয়ন-সলিলৈঃ প্লাবিতোরস্থ-হারম্।
গৌরচন্দ্র পুরস্থং প্রভুমতিকরুণং চিন্তয়েহদ্বৈতচন্দ্রম্।।৫।।

(৬)

স্মরামি শ্রীমদদ্বৈতং শুদ্ধ-স্বর্ণ-রুচিং প্রভুম্।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌর-ভক্তি-লম্পট-মানসম্।।৬।।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজন-কৃপানিধে!
গৌর-প্রেম প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ।।১।।

(২)

যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃ প্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া
প্রেম্না যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধৌ প্লাবিতম্।
বিশ্বং বিশ্ববিকাশি কীর্ত্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈতং সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্ব্বার্থদম্।।২।।

(৩)

নিস্তারিতাশেষ-জনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্ন-চিত্তম্।
চৈতন্যদেবাদৃতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি।। ৩।।

(৪)

বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরম্।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোঽবতরেদ্ভুবি।। ৪।।

(৫)

অদ্বৈতায়-নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যস্য প্রসাদাচ্চৈতন্য-চরণে জায়তে রতিঃ।। ৫।।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

অদ্বৈত! তে করুণয়া প্রণয়াবলোকৈঃ
কে বাঽভবন্ন হি শচীতনয়স্য দাসাঃ।
প্রেমাম্বুধৌ চ সহসা বত কে ন মগ্নাঃ
আশাপি নো ভবতি মে বত কিং ব্রবীমি।।

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের ধ্যান ঃ—

(১)

বিদ্যুৎপুঞ্জ-বিড়ম্বি-সুন্দর-তনুং হেমাব্জ-দিব্যাননং
স্নিগ্ধাঙ্ঘ্রিং কর-পদ-হিঙ্গুল-রুচং শুক্লাম্বরং সুন্দরম্।
ভক্তানাং পরিপালনার্দ্র-হৃদয়ং শ্রীগৌর সব্যস্থিতং
মঞ্জু-শ্রীলগদাধরং প্রভুবরং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে।। ১।।

(২)

কারুণ্যৈক-মরন্দ পদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্র-দ্যুতিং
তাম্বূলার্পণ-ভঙ্গি দক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরম্।
প্রেমানন্দ-তনু সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্য-ভূষোজ্জ্বলম্।। ২।।

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

গদাধরমহং বন্দে মাধবাচার্য্য-নন্দনম্।
মহাভাব-স্বরূপং শ্রীচৈতন্যাভিন্নরূপিণম্।। ১।।

(২)

শ্রীহ্লাদিনী স্বরূপায় গৌরাঙ্গ সুহৃদায় চ।
ভক্তশক্তি-প্রদানায় গদাধর! নমোঽস্তু তে।। ২।।

(৩)

যৎ-পাদাব্জ-নখাগ্র-কান্তি-লবতো হ্যজ্ঞান-মোহ-ক্ষয়ং
যৎ-কারুণ্য-কটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরকৃষ্ণো বশম্।।
যাতীষদ্ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীল গদাধরং তমতুলানন্দৈক কল্পদ্রুমম্।।

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

হে গদাধর ! দয়া সরিতাং পতিস্ত্বং
প্রেম্না-বশীকৃত শচীতনয়ো বিভুশ্চ।
পদ্মাবতী-তনয় এব তথা বশস্তে
কিং তে ব্রবীমি ময়ি মূঢ়বরে কৃপায়ে।।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ধ্যান ঃ—

(১)

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং সদা।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কম্।।১।।

(২)

শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাপাত্রং পণ্ডিতাখ্যং সদাশুচিম্।
শুক্লাম্বরধরং দেবং সর্ব্ব-ভক্তজন-প্রিয়ম্।
সঙ্কীর্ত্তন-রসাবেশং সর্ব্ব-সৌভাগ্য-ভূষিতম্।
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রীবাসং শ্রীহরিপ্রিয়ম্।।

(৩)

শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাপাত্রং পণ্ডিতাখ্যং সদাশুচিম্।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তি- প্রদায়কম্।।
সংকীর্ত্তনে সদোন্মত্তং ধ্যায়েৎ শ্রীবাসসত্বমম্।।৩।।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রণাম ঃ—

(১)

প্রণমামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা।
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাপাত্রং কীর্ত্তনান্দ-মানসম্।।১।।

(২)

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয় পার্ষদম্।
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ।।২।।

(৩)

শ্রীবাস কীর্ত্তনানন্দ! ভক্তগোষ্ঠ্যেক-বল্লভ!।
ত্বাং নমামি মহাযোগিন্! ভক্তরূপোঽসি নারদঃ।।৩।।

শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের ধ্যান ঃ—

যে চৈতন্য-পদারবিন্দ-মধুপাঃ সৎপ্রেম-ভূষোজ্জলাঃ
শুদ্ধ-স্বর্ণরুচো দৃগম্বু-পুলক-স্বেদৈঃ সদঙ্গশ্রিয়ঃ।
সেবোপায়ন-পাণয়ঃ স্মিতমুখাঃ শুক্লাম্বরাঃ সদ্বরাঃ
শ্রীবাসাদি-মহাশয়ান্ সুখময়ান্ ধ্যায়েম তান্ পার্ষদান্।।

শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের প্রণাম ঃ—

যে তীর্থ-ভ্রমিতাঃ পুনন্তি জগতঃ সদ্বৈদ্যকল্পাঃ প্রতি-
কুর্ব্বন্তীন্দু-নিভাঃ কৃপামৃত-রুচোঽপ্যাপায়য়ন্তি স্বয়ম্।
সুস্নিগ্ধা হরিচন্দনানি কলয়ন্ত্যাভূষয়ন্ত্যাদ্ভুতা
রত্নানীব হি তান্ নমামি সততং শ্রীবাস-মুখ্যান্ মুহুঃ।।

শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

হে শ্রীবাসাদয় ! ইহ কৃপা-মূর্ত্তয়ো গৌরচন্দ্র-
প্রেমাম্বুধেঃ সুর-বিটপিনঃ শান্ত-সৌম্য-স্বভাবাঃ।
দীনোদ্ধারে প্রবল-নিয়মাঃ প্রেমদা যূয়মেব
তস্মাদজ্ঞং প্রপদ-রজসা পাপিনং মাং পুনীত।।

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।।

(২)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।
বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরম্।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোঽবতরেদ্ভুবি।।
গদাধরমহং বন্দে সহ শ্রীবাসপণ্ডিতং
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপাত্রৌ ভক্তশক্ত্যবতারকৌ।।২।।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।১।।

(২)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।২।।

শ্রীশ্রীরূপগোস্বাম্যাদির-প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপং সাগ্রজং বন্দে রঘুনাথং কৃপাময়ং
শ্রীজীবং ভট্টযুগ্মঞ্চ সজ্জন-সুখ-দায়কম্।
এষাং সহজ-স্নিগ্ধানাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ
সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশায় শিরসা ধারয়াম্যহম্।।

শ্রীশ্রীরূপগোস্বাম্যাদির চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

হে সনাতন প্রভো করুণাম্বুরাশে !
হে রূপ দুর্গতি-জনৈক দয়াবলোক !!
হে ভট্টযুগ্ম সুমতে রঘুনাথ দাস !
শ্রীজীব ! মে কুরুত মন্দমতেঃ কৃপান্দ্রাক্।।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান ঃ—

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
শুদ্ধস্বর্ণময়স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনম্।।
নানাপুষ্পবনং তত্র গন্ধেষু পরিপূরিতম্।
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং ধামং গোপগোপী-বিরাজিতম্।।১।।

(২)

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনা-বেষ্টিতং শুভং
শুদ্ধস্ফটিক-সংস্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভিতম্।
নানাবর্ণ-কুসুমানাং রেণুভিঃ পরিপূরিতং
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং নিত্যং গোবিন্দ-স্থানমব্যয়ম্।।২।।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

আনন্দবৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রম্।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ পরিনন্দিতং তদ্-
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি।।

সহযোগপীঠ-শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান ঃ—

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ-বর্দ্ধনম্।
সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমোপেতং পতত্রিগণ-নাদিতম্।।
ভ্রমদ্ ভ্রমর-ঝঙ্কার-মুখরীকৃত-দিঙ্‌মুখম্।
কালিন্দী-জল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুত-সেবিতম্।।
নানাপুষ্পলতাবদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কমলোৎপল-কহ্লার-ধূলি ধূসরিতান্তরম্।।
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ-সূর্য্যাযুত সমপ্রভম্।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষিণম্।।
মাণিক্য-শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতঃ সুবিরাজিতম্।।
নানারত্ন-লসচ্চিত্রং বিতানৈরুপ-শোভিতম্।
রত্ন-তোরণ-গোপুর-মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্।।
দিব্য-স্বর্ণ মুক্তা-ভার-তার-হার-বিরাজিতম্।
কোটিসূর্য্য-সমাভাসং বিমুক্তং ষট্‌তরঙ্গকৈঃ।।
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ।
তত্রস্থৌ রাধিকা-কৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদৌ।।

শ্রীশ্রীগুরুরূপাসখীর ধ্যান ঃ—

(১)

কৃপামরন্দ-সম্পূর্ণাং শুদ্ধস্বর্ণ লসদ্রুচিম্।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রেণীং কস্তুরী-তিলকান্বিতাম্।।
তুঙ্গস্তনীং বিধুমুখীং রত্নাভরণ-ভূষিতাম্।
শোণান্তরীয়-চিত্রেন্দু-জ্যোৎস্নাম্বর-বিধারিণীম্।।
হরিন্মণি-চিত-স্বর্ণচূড়িকাং মধুর-স্মিতাম্।
সীমন্তোপরি সদ্রত্নামলকালি লসন্মুখীম্।।

কিশোরীং গোপিকাং রম্যাং রাধিকা-প্রীতিভূষণাম্।
সুন্দরীং সুকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ।।১।।

(২)

চিদানন্দ রসময়ীং দ্রুতহেম-সমপ্রভাম্।
নীলবস্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।।
রাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নবযৌবনাম্।
গুরুরূপাং সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দ-প্রদায়িনীম্।। ২।।

শ্রীশ্রীগুরুরূপা সখীর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

রাধাসন্মুখ-সংসক্তিং সখিসঙ্গ নিবাসিনীম্।
ত্বামহং সততং বন্দে পরাং গুরুরূপাং সখীম্।।

শ্রীগুরুরূপাসখ্যনুগাত্ম ধ্যান ঃ—

(শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগা আত্মধ্যান)

শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজ - কৃপাসিক্ত - কলেবরাম্।
কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্।।
পৃথুতুঙ্গ- কুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টি কলান্বিতাম্।
রক্ত চিত্রান্তরীয়ামাবৃত শুক্লোত্তরীয়কাম্।।
স্বর্ণ চিত্রারুণপ্রান্ত - মুক্তা দাম - সুকাঞ্চুলীম্।
চন্দনাগুরু - কাশ্মীর - চর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাম্।।
সেবোপায়ন - নির্ম্মাণ - কুশলাং সেবনোৎসুখাম্।
বিনয়াদি - গুণোপেতাং শ্রীরাধা-করুণার্থিনীম্।।
রাধাকৃষ্ণ - সুখামোদ মাত্র-চেষ্টাং সুপদ্মিনীম্।
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দ - মোহিনীম্।।
নানারস-কলালাপ - শালিনীং দিব্যরূপিণীম্।
সঙ্গীতরস - সঞ্জাত - ভাবোল্লাস - ভরান্বিতাম্।।
তপ্তকাঞ্চন শুদ্ধাভাং স্বসৌখ্যগন্ধ - বর্জিতাম্।
দিবানিশিং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেম-ভরাকুলাম্।।
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ভক্তিমাশ্রিতঃ।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ঃ—

(১)

স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।।
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।।
মুক্তাহার-লসৎ-পীনোত্তুঙ্গ-স্তনভরানতাঃ।
স্রস্ত-ধর্ম্মিল্ল-বসনা মদ-স্খলিত-ভাষণাঃ।।
দন্ত-পঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভারগর্ব্বিতৈঃ।।১।।

(২)

ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দু বদনং বর্হাবতংস প্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার - কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতম্।।
গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।।২।।

(৩)

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত-বেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্।।৩।।

(৪)

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে গোপগোপীগবাবৃতং
নানালঙ্কার-সুভগং পীতাম্বর-যুগাবৃতম্।
সর্ব্ব-প্রিয়করং দেবং কিশোর-শ্যামবিগ্রহং
দোর্ভ্যাং বেণু-বাদয়ন্তং ভুবনৈকগুরুং পরম্।।৪।।

(৫)

পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্।
বর্হি-বর্হ-কৃতাপীড়ং শশীকোটি নিভাননম্।।
ঘূর্ণায়মান-নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা।।
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিম্।
তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ-কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।।
ঘর্ম্মাম্বু-কর্ণিকা-রজদ্দর্পণাভ-কপোলকম্।
প্রিয়া-মুখার্পিতাপাঙ্গ-লীলয়া চোন্নত-ভ্রুবম্।।
অগ্রভাগ ন্যস্তমুক্তা-স্ফুরদুচ্চ-সুনাসিকম্।
দশন জ্যোৎস্নয়া রাজৎ পক্কবিম্বফলাধরম্।।
কেয়ূরাঙ্গদ সদ্রত্ন-মুদ্রিকাভিলসৎ-করম্।
বিভ্রত-মুরলীং বামে পাণৌ পদ্মং তথোত্তরে।।
কাঞ্চীদাম-স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎ পদম্।
রতিকেলি-রসাবেশ-চপলং চপলেক্ষণম্।।
হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ।
ইত্থং কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি।
বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ।।৫।।

(৬)

নবীন-নীরদ-শ্যামং পদ্মপত্র-নিভেক্ষণম্।
মুক্তাদাম-লসৎকণ্ঠং কেয়ূরাঙ্গদভূষণম্।।
অনেকরত্ন সংবদ্ধ-স্ফুন্মকর-কুণ্ডলম্।
উদ্দাম কৌস্তুভোদ্ভাসি বক্ষঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনম্।।
বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং গোপগোপী-গবাবৃতম্।
শ্রীকৃষ্ণমীদৃশং ধ্যায়েৎ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে স্থিতম্।। ৬।।

(৭)

কস্তুরীতিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলীং
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ।।

(৮)

পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীক-নিভেক্ষণম্।
রক্তনেত্রাধরং রক্ত-পাণিপাদ-নখং শুভম্।।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্ন-বিভূষিতম্।
তদ্ধাম-বিলাসন্মুক্তাবদ্ধ-হারোপশোভিতম্।।
নানারত্ন-প্রভোদ্ভাসি মুকুটং দিব্যতেজসম্।
হার-কেয়ূর-কনক-কুণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতম্।।
শ্রীবৎস-বক্ষসং চারু-নূপুরাদ্যুপশোভিতম্।
নানারত্ন-বিচিত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।।
বর্হিপত্রকৃতাপীড়ং বনপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্।
সচন্দ্রতারকানন্দ-বিমলাম্বর-সন্নিভম্।।
বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতম্।।
সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভি শোভিতম্।
মোহনং সর্ব্ব গোপীনাং সাক্ষান্মন্মথ মন্মথম্।।
শ্রীমদ্বৃন্দারণ্যে রম্যে স্থিতং রত্নসিংহাসনে।
শ্রীরাধিকা-সুসংযুক্তং কৃষ্ণং ধ্যায়েদহর্নিশম্।। ৮।।

(৯)

কৈশোর-বয়সোপেতং মেঘপুঞ্জ-বপুঃপ্রভম্।
তড়িদ্বস্ত্র-যুগোপেতং কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিতম্।।
নটবেশ-সমাযুক্তং কৃষ্ণচন্দ্রমহং ভজে।।৯।।

(১০)

বংশীন্যস্তাস্যচন্দ্রং স্মিতযুতমতুলং পীতবস্ত্রং বরেণ্যং
কঞ্জাক্ষং সর্ব্বদক্ষং নবঘনবরণং বর্হচূড়ং শরণ্যম্।
ত্রিভঙ্গৈর্ভঙ্গিমাঙ্গং ব্রজযুবতীযুতং ধ্বংস-কেশ্যাদিশূরং
বন্দে শ্রীনন্দসূনুং মধুররস-তনুং ধুর্য্য-মাধুর্য্য-পুরম্।।১০।।

(১১)

অংসালম্বিত-বামকুণ্ডলধরং মন্দোন্নত-ভ্রূলতাং
কিঞ্চিৎ-কুঞ্চিত-কোমলাধরপুটং সাচি প্রসারেক্ষণম্।
আলোলাঙ্গুলি-পল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে-কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গ-ললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্।।১১।।

(১২)

সজল -জলদ-নীলং দর্শিতোদার-শীলং
করতল-ধৃতশৈলং বেণুবাদ্যে-বিশালম্।
ব্রজজন-কুলপালং কামিনীকেলি-লোলং
তরুণ-তুলসীমালং নৌমি-গোপালবালম্।।১২।।

(১৩)

ব্যত্যস্ত-পাদকমলং ললিত-ত্রিভঙ্গীং
সৌভাগ্যমংসবিরলীকৃত-কেশপাশম্।
পিঞ্ছাবতংসমুররীকৃত-বংশনাল-
মব্যাজমোহনমুপৈমি কৃপাবিশেষম্।।১৩।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১) নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

(২) নমো নলিন-নেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে।
রাধাধর সুধাপান-শালিনে বনমালিনে।।

(৩) হা কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে।
গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তুতে ।।

(৪) কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।৪।।

(৫) শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পীতম্বর-ধরং পরম্।
শ্রীনন্দ-নন্দনং নৌমি শ্রীগোপীজন-বল্লভম্।। ৫।।

(৬) কৃষ্ণায় কৃষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবন-বিহারিণে।
নমস্তে বল্লবীশায় রাধিকা-পতয়ে নমঃ।। ৬।।

(৭) কন্দর্প-কোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে।
জগন্মোহন-লীলায়ৈ নমো গোপেন্দ্র-সূনবে।। ৭।।

(৮) কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপ-কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। ৮।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে পশুপালেন্দ্রকুমার ! কাকুভিঃ।
ব্রজ-যৌবত-মৌলিমালিকা-করুণাপাত্রমিমং জনং কুরু।।

শ্রীশ্রীরাধিকার ধ্যান ঃ—

(১)

অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর-সম-বক্ত্রং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগ-গত মুক্তাদাম-দীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুত-কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহম্।।১।।

(২)

তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
নীলবস্ত্র-পরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্।।২।।

(৩)

সুচীন-নীলবসনাং দ্রুত-হেম-সম-প্রভাম্।
পট্টাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-সুস্মেরানন-পঙ্কজাম্।।
কান্ত-বক্ত্রে-ন্যস্ত-নেত্রাং চকোরী-চঞ্চলেক্ষণাম্।
অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজ প্রিয়মুখাম্বুজে।।
অর্পয়ন্তীং পূগফালীং পর্ণ-চূর্ণ সমন্বিতাম্।
মুক্তাহার স্ফুরচ্চারু-পীনোন্নত-পয়োধরাম্।।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রেণীং কিঙ্কিণীজাল-শোভিতাম্।
রত্ন-তাড়ঙ্ক-কেয়ূর-মুদ্রা-বলয়ধারিণীম্।।
রণৎ-কনক-মঞ্জীর-রত্ন-পদাঙ্গুরীয়কাম্।
লাবণ্যসার-সর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরীম্।।
আনন্দরস-সংমগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাম্।
স্মরেদ্দেবীং শ্রীরাধিকাং কৃষ্ণবাম-দেশস্থিতাম্।। ৩।।

(৪)

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং চিন্তামণি-কলাপিনীম্।
সিন্দুরবিন্দু-শোভাঢ্যাং কস্তুরীবরপত্রিকাম্।।
ইন্দীবর-বিশালাক্ষীং শ্রীযুক্ত-কমলাননাম্।
মধুর স্মের-সম্ভাষাং বিম্বাধর সুধাময়ীম্।।
নাসাগ্র-বিলসন্মুক্তাং কপোলালোল-কুণ্ডলাম্।।
যুগ্ম-শ্রীফল-বক্ষোজাং শঙ্খকঙ্কণ-ধারিণীম্।।
মল্লিকাহার-কেয়ূরাং নীল-পট্টাম্বরাবৃতাম্।
আলক্ত-পাদ-কমলাং কূজন্নূপুর-রঞ্জিনীম্।।
লীলালাবণ্য-কল্যাণীং লীলাগান-বিনোদিনীম্।
কৃষ্ণপার্শ্বগতাং দেবীং কৃষ্ণাহ্লাদ-বিধায়িনীম্।।
বিশাখা-ললিতা-প্রমুখৈরালিবৃন্দৈঃ সুসংবৃতাম্।
ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যাং পরমারাধ্য-রাধিকাম্।।৪।।

(৫)

তপ্তহেমপ্রভাং নীল কুন্তলাবদ্ধ-মল্লিকাম্।
শরচ্চন্দ্রমুখীং নিত্যাং চকোরী-চঞ্চলেক্ষণাম্।।
বিম্বাধরাং-স্মিত-জ্যোৎস্নাং জগজ্জীবন-দায়িকাম্।
চারু-পদ্ম-স্তনালম্বি-মুক্তাদাম-সুশোভিতাম্।।
নিতম্বি-নীলবসনাং কিঙ্কণীজাল-মণ্ডিতাম্।
নানারত্নাদি-সুভগাং সখিসঙ্ঘ সমাবৃতাম্।।
কৃষ্ণপার্শ্বে-স্থিতাং নিত্যং কৃষ্ণপ্রেমৈকবিগ্রহাম্।
আনন্দরস সংমগ্নাং কিশোরমাশ্রয়ে বনে।।৫।।

(৬)

স্মেরাং গোরোচনাভাং স্ফুরদরুণপটপ্রান্ত কঌপ্তাবগুণ্ঠাম্।
রম্যাং বেশেন বেণীকৃত-চিকুর-চূড়ালম্বি-পদ্মাং কিশোরীম্।।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যুক্তাং হরিমুখকমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লীম্।
পূর্ণাং কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকাং ভাবয়ামি।। ৬।।

(৭)

হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়করাং নীলাম্বরেণাবৃতাম্।
শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূরপুঞ্জোজ্জ্বলাম্।।
লোলাক্ষীং নবযৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং শ্রীরাধাম্।
নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাঙ্গভূষাং ভজে।।৭।।

শ্রীশ্রীরাধিকার প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১) তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি! রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে! দেবি! ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে।।১।।

(২) নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণিম্।।২।।

(৩) তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং রঙ্গিনীং প্রমদাকৃতিম্।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে বৃন্দাবন-বিলাসিনীম্।। ৩।।

(৪) নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্।
বৃষভানু-সুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূন্।।৪।।

(৫) রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দ-মোহিনীং পরাম্।
বৃষভানু-সুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরিপ্রিয়াম্।।৫।।

(৬) মহাভা-স্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সী।।
প্রেমভক্তি-প্রদে! দেবি! রাধিকে! ত্বাং নমাম্যহম্।। ৬।।

(৭) রাসোৎসব-বিলাসিনি! নমস্তে পরমেশ্বরি!
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে! পরমানন্দ-বিগ্রহে!।। ৭।।

শ্রীশ্রীরাধিকা চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ভবতীমভিবাদ্য-চাটুভির্বরমুর্জ্জেশ্বরী বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়াকৃপাং যথাময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ।।

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের-ধ্যান ঃ—

(১)

কনক-জলদ-গাত্রৌ নীলশোণাব্জনেত্রৌ
মৃগমদবর-ভালৌ মালতী-কুন্দ-মালৌ।
তরল-তরুণ-বেশৌ নীলপীতাম্বরেশৌ
স্মর-নিভৃত-নিকুঞ্জে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।।১।

(২)

হেমেন্দীবর-কান্তি-মঞ্জুলতরং-শ্রীমজ্জগন্মোহনং
নিত্যালীভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীল-পীতাম্বরম্।
নানাভূষণ-ভূষিতাঙ্গ-মধুরং কৈশোররূপং যুগং
গান্ধর্ব্বাজনমব্যয়ং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে।।২।।

(৩)

অঙ্গশ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং
জাড্যঞ্জাগুড়-রোচিষাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া।
বৃন্দারণ্য-নিবাসিনং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধাস্কন্ধ-নিবেশিতোজ্জ্বল-ভুজং ধ্যায়েম দামোদরম্।।৩।।

(৪)

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগার-সিংহাসহস্থৌ
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।৪।।

শ্রীশ্রীযুগল-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

বন্দে বৃন্দাবন-গুরুং কৃষ্ণং কমল-লোচনম্।
বল্লবী-বল্লবং দেবং রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্।।

শ্রীশ্রীবালগোপাল-ধ্যান ঃ—

(১)

অব্যাদ্ব্যাকোষ-নীলাম্বুজ-রুচিররুণাম্ভোজ নেত্রোঽম্বুজস্থো
বালো জঙ্ঘা-কটীরস্থল-কলিত-রণৎ-কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গো-গোপী-গোপ-বিতো রুরুনখ-বিলসৎ-কণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ।।১।।

(২)

পঞ্চবর্ষমতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতিচঞ্চলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈরঞ্জিতং-নমত-গোপবালকম্।। ২।।

(৩)

ভজেঽহং বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনং
শ্রীবৎস-বক্ষসং কৃষ্ণং নীলোৎপল-দলপ্রভম্।
মালয়া বৈজয়ন্ত্যা চ কৌস্তুভেন বিভূষিতং
মহাভুজং মহঃপূর্ণং রসামৃত-তনুং বিভুম্।। ৩।।

(৪)

নীলপদ্ম-সমানাক্ষং কৃষ্ণং গোপালরূপিণং
নানারত্ন সমাবদ্ধ-বিচিত্রাভরণান্বিতম্।
রক্তপদ্ম সমাসীনং দধ্যুত্থ-পায়সং বরং
দধতং করপদ্মাভ্যাং ভজেঽহং শিশুনাবৃতম্।।৪।।

(৫)

বৃন্দাবন-গতং ধ্যায়েৎ কল্পকোদ্যান-মধ্যগম্।
দোলায়মানং গোপীভিঃ সুবর্ণদোলিকাগতম্।।
সূর্য্যাযুত-সমাভাসং লসন্মকর-কুণ্ডলম্।
নানারত্ন পরিভ্রাজন্নানালঙ্কার-মণ্ডিতম্।।
পঞ্চবর্ষাবধিং বালং কুন্তলোল্লাসি-সম্মুখম্।
হসতোদারকান্ত্যা চ ভাসয়ন্তং দিগন্তরম্।। ৫।।

(৬)

কলায়কুসুম-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্।
নানালঙ্কার-সুভগং বালং তং পঞ্চহায়নম্।।
তারহারাবলীরম্যং গোপ-গোপীগবাবৃতম্।
দধ্যুত্থ-পায়সং স্ফীতং করাভ্যাং দধতং ভজে।। ৬।।

(৭)

নবীন-নীরদ-শ্যামং পক্কবিম্বাধরং বিভুম্।
নবনীতং পায়সঞ্চ ধারয়ন্তং করদ্বয়ে।
গোপ-গোপী-পরিবৃতং বালকং গোপালং ভজে।।৭।।

(৮)

ধ্যায়েদ্‌বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপশিশুগণাবৃতম্।
হস্তাভ্যাং বেণুশৃঙ্গঞ্চ শ্যামলং বিশ্বমোহনম্।।
বহুরত্ন-সমাবদ্ধ-কিঙ্কিণী-হার-নূপুরম্।। ৮।।

(৯)

সজল-জলদ-নীল-ন্যক্কৃত-শ্যামলাঙ্গং
করতল-ধৃত-শৈলং বেণুবাদ্যানুশীলম্।
মধুর মধুর-লীলং শ্রীল-গোপালমল্লং
ব্রজজন-কুলপালং ধীমহি ব্রহ্মমূলম্।। ৯।।

শ্রীশ্রীবালগোপাল-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১) নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্।
যশোদা-নন্দনং নৌমি কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণম্।। ১।।

(২) নীলোৎপলদল-শ্যামং যশোদা-নন্দ-নন্দনম্।
গোপিকা-নয়নানন্দং গোপাল-প্রণমাম্যহম্।। ২।।

সাধারণ-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

(২)

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্।।২।।

(৩)

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ।। ৩।।

শ্রীশ্রীললিতা দেবীর ধ্যান ঃ—

গোরোচনা-রুচি-মনোহর-কান্তি-দেহাং
ময়ূরপুচ্ছ-তুলিত-চ্ছবি-চারু-চেলাম্।

রাধে! তবপ্রিয়-সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বূল-ভঙ্গি-ললিতাং ললিতাং নমামি।।

শ্রীশ্রীবিশাখা দেবীর ধ্যান ঃ—

সৌদামিনী-নিচয়-চারু-রুচি-প্রতিকাং
তারাবলী ললিত-কান্তি-মনোজ্ঞ চেলাম্।
শ্রীরাধিকে! তব-চরিত্র-গুণানুরূপাং
সদ্গন্ধ চন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাম্।।

শ্রীশ্রীচিত্রা সখীর ধ্যান ঃ—

কাশ্মীর কান্তি কমনীয় কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধ কাচনিচয় প্রভা চারুচেলাম্।
শ্রীরাধিকে! তব মনোরম বস্ত্র দানে
চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে।।

শ্রীশ্রীইন্দুলেখা সখীর ধ্যান ঃ—

নৃত্যোৎসবাং হি হরিতাল সমুজ্জ্বলাভাং
সদ্দাড়িমী কুসুমকান্তি মনোজ্ঞ চেলাম্।
বন্দে মুদা রুচি বিনির্জ্জিত চন্দ্রলেখাং
শ্রীরাধিকে! তব সখীমিন্দুলেখাম্।।

শ্রীশ্রীচম্পকলতা সখীর ধ্যান ঃ—

সদ্রত্ন চামর করাং বর চম্পকাভাং
চাষাখ্য পক্ষ রুচিরচ্ছবি চারুচেলাম্।
সর্ব্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধেঽথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে।।

শ্রীশ্রীরঙ্গদেবী সখীর ধ্যান ঃ—

সৎ-পদ্ম-কেশর-মনোহর-কান্তি-দেহাং
প্রোদ্যজ্জবাকুসুম-দীধিতি-চারু-চেলাম্।

প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণ-সুশীলাং
রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীম্।।

শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখীর ধ্যান ঃ—

সচ্চন্দ্র-চন্দন-মনোরম-কুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবি-প্রচুর-কান্তি-বিলসদ্দুকূলাম্।
সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহতীং সমজ্ঞাং
রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাম্।।

শ্রীশ্রীসুদেবী সখীর ধ্যান ঃ—

প্রোত্তপ্ত-শুদ্ধ-কনক-চ্ছবি-চারুদেহাং
প্রোদ্যৎ-প্রবালনিচয়-প্রভা চারু-চেলাম্।
সর্ব্বানুজীবন-গুণোজ্জ্বল-ভক্তি-দক্ষাং
শ্রীরাধিকে ! তব সখীং কলয়ে সুদেবীম্।।

শ্রীশ্রীললিতাদি অষ্টসখীর-প্রণাম মন্ত্রঃ

কারুণ্য-কল্পলতিকে ললিতে ! নমস্তে।
রাধা-সমান-গুণচাতুরিকে বিশাখে !।।
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচৌরে !।
বন্দে বিচিত্র চরিত্রে সখি চিত্রলেখে! ।।
শ্রীরঙ্গদেবি! দয়িতে প্রণয়াঙ্গ - রঙ্গে !।
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে দয়িতে সুদেবি !
বিদ্যাবিনোদ সদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে !
পূর্ণেন্দু খণ্ড-নখরে-সুমুখীন্দুলেখে !

অষ্টপ্রধান মঞ্জরীর (সুহৃদ যূথেশ্বরিগণের) প্রণাম ঃ—

রাধানুজে মম নমোঽস্তু অনঙ্গদেবি!
তুভ্যং সদা মধুমতি প্রিয়তামরন্দে।।
সৌহার্দ্দ-সখ্য-বিমলে বিমলে! নমস্তে।
শ্রীশ্যামলে ! পরম-সৌহৃদ-পাত্রি রাধে!।।

হে পালিকে ! প্রণয়-পালিনি মে নমস্তে।
শ্রীমঙ্গলে! পরম-মঙ্গল-সীমারূপে!।।
ধন্যে! ব্রজেন্দ্রতনয়-প্রিয়তা-সুসম্পন্নে।
নৌমীশ-চন্দ্র-রুচিরে ননু তারকে ! ত্বাম্।।

শ্রীশ্রীললিতাদির চরণে বিজ্ঞপ্তি :—

শ্রীরাধিকা-প্রণয়-নির্ঝর-সিক্ত-চিত্ত-;
বৃত্তিপ্রসূনপরিমোদিতমাধবা হে !
প্রেমানুরাগ-গুরবো ললিতাদয়ো মাং,
স্বাঙ্ঘ্র্যব্জরেণুসদৃশীমপি ভাবয়ন্তু।।

শ্রীশ্রীরূপ-মঞ্জরীর ধ্যান :—

গোরোচনা-নিন্দি-নিজাঙ্গ-কান্তিং ময়ূর-পিঞ্ছাভ-সুচীনবস্ত্রাম্।
শ্রীরাধিকা-পাদ-সরোজ-দাসীংরূপাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেঽহম্।।

শ্রীশ্রীমঞ্জুলালী-মঞ্জরীর ধ্যান :—

প্রতপ্ত-হেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং শোণাম্বরাং চারু সুভূষণাঢ্যাম্।
শ্রীরাধিকা-পাদ-সরোজ-দাসীং তাং মঞ্জুলালীং নিরতং ভজামি।।

শ্রীশ্রীরস-মঞ্জরীর ধ্যান :—

হংস-পক্ষ-রুচিরেণ বাসসা সংযুতাং বিকচ চম্পকদ্যুতিম্।
চারু-রূপ-গুণ-সম্পদান্বিতাং সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে।।

শ্রীশ্রীরতি-মঞ্জরীর ধ্যান :—

তারাবলী বাসো যুগল-বসানাং তড়িৎসমানস্য তনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্।।

শ্রীশ্রীগুণ-মঞ্জরীর ধ্যান :—

জবা-নিভ-দুকূলাঢ্যং তড়িতদালি-তনুচ্ছবিম্।
কৃষ্ণামোদ-কৃতাপেক্ষাং ভজেঽহং গুণমঞ্জরীম্।।

শ্রীশ্রীবিলাস-মঞ্জরীর ধ্যান ঃ—

স্বর্ণ-কেতকী-বিনিন্দি-কায়কাং নিন্দিত-ভ্রমর-কান্তিকাম্বরাম্।
কৃষ্ণপাদ-কমলোপ সেবিনী-মর্চ্চয়ামি সুবিলাস-মঞ্জরীম্।।

শ্রীশ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরীর ধ্যান ঃ—

চপলাদ্যুতি-নিন্দিত-কায়কাং শুভতারাবলী-শোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজ-সুত-প্রমোদিনীং প্রভজেতাঞ্চ লবঙ্গ-মঞ্জরীম্।।

শ্রীশ্রীকস্তুরী মঞ্জরীর ধ্যান ঃ—

বিশুদ্ধ-হেমাব্জ-কলেবরাভাং কাচ-দ্যুতি চারু-মনোজ্ঞ-চেলাম্।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজাম্যহং কস্তুরী-মঞ্জরীং তাম্।।

শ্রীশ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদির প্রণাম মন্ত্র ঃ—

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্য-মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখিকুলাদপি-কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলি-ভূমিষু রূপমঞ্জরী-মুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে।।

শ্রীশ্রীরূপ-মঞ্জর্য্যাদির চরণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—

শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যা মধুর-রস-কথা-চাতুরী-চিত্রদক্ষাঃ,
সেবা-সন্তর্পিতেশাঃ স্বসুরত-বিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণ-করুণা-পূর্ণ-মাধ্বীক-সারাঃ;
নির্ম্মাল্যো রাধিকায়া ময়ি কুরুতঃ কৃপাং প্রেমসেবোত্তরা যাঃ।।

শ্রীশ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

রাধেশ-কেলি-প্রভূতা বিনোদ-বিন্যাস-বিজ্ঞাং ব্রজ-বন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাদ্যখিল-বিশ্ববন্দ্যং শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি।।

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

তবারণ্যে দেবি ! ধ্রুবমিহ মুরারির্ব্বিহরতি ;
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।

ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে ! চরণমভিবন্দে তব কৃপাম্ ;
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষ-বিটপী।।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ।
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিন্তাবদন্য-স্থলৈঃ।।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ।
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে।।

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদম্।
স্ফীতং যন্মকরন্দ-বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ।
প্রেম্নালিঙ্গাদিব-প্রিয়া-সর ইদং তন্নিত্যনিত্যং ভজে।।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

সপ্তাহমেবাচ্যুত - হস্তপঙ্কজে ভৃঙ্গায়মানং ফলমূলকন্দরৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি।।

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।১।।

(২)

মহা-প্রসাদ-জননী সর্ব্ব-সৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী।
আধি-ব্যাধি-হরেনিত্যং তুলসি! ত্বং নমোঽস্তুতে।। ২।।

(৩)

যাদৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী ;
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক-ত্রাসিনী।
প্রত্যাসক্তির্বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতাঃ
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি-ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।।

শ্রীশ্রীযমুনাদেবীর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিসেবিত-পাদ-পদ্মাং
গোলোক-সৌখ্য-রস-পুরমহিং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জনাং সুখাব্ধৌ
রাধা-মুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি।।

শ্রীগঙ্গাদেবীর প্রণাম মন্ত্র ঃ—

নবদ্বীপারাম-প্রকর-কুসুমমোদ-বলিতাং
স্ফুরদ্রত্ন-শ্রেণী-চিততট-সুতীর্থাবলি-যুতাম্।
হরের্গৌরাঙ্গস্যাতুল-চরণ-রেণুক্ষিত-তনুং
সমুদ্যৎ-প্রেমোর্ম্মি-তুমুল-হরি-সংকীর্ত্তন-রসৈঃ।।
প্রভু-ক্রীড়াপাত্রীমমৃতরস-গাত্রীমৃষিঘটা-
শিব-ব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িত-মহিত-মাহাত্ম্য-মুখরাম্।
লসৎ কিঞ্জল্কাম্ভোজনি-মধুপ-গর্ব্বোরু-করুণা-
মহং বন্দে গঙ্গামঘ-নিকর-ভঙ্গ-জলকণাম্।।

(২)

সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।। ২।।

শ্রীশ্রীগোপেশ্বর-শিব-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

বৃন্দাবনাবনি-পতে! জয় সোম! সোম-
মৌলে! সনন্দন-সনাতন নারদেভ্য!।
গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে!
প্রেম-প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে।।

শ্রীশ্রীব্রজবাসীবৃন্দ-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণ-নিকর গুল্মাদিষু পরম্।
সদা কাঙক্ষ্যন্ জন্মার্পিত-বিবিধ-কর্ম্মাণ্যনুদিনম্।।

ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভূবি বসন্তি প্রিয়-জনাঃ।
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরম-বিনয়াঃ পুণ্য-খচিতাঃ।।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

(১)

বাঞ্ছা-কল্প-তরুভ্যশ্চ কৃপা-সিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।১।।

(২)

চৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃত-শুদ্ধ-সিন্ধৌ
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্ম্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ।
যে বৈ জগন্নিজ-গুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তান্‌বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনামপরান্ নমামি।।২।।

শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেব-প্রণাম মন্ত্র ঃ—

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্‌বক্ষে সনাতনম্।।

স্নানকালে তীর্থ-আবাহন মন্ত্র ঃ—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি ! সরস্বতি !।
নর্ম্মদেসিন্ধোকাবেরি ! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থ্যান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ।।
পাবনাখ্যং সরঃ শ্রীমৎ তথা মানস-জাহ্নবী।
যমুনা শ্যামকুণ্ডঞ্চ রাধাকুণ্ডং তথৈব চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তীহ।।

শ্রীশ্রীগঙ্গা-স্নান মন্ত্র ঃ—

বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাম্।।

শ্রীশ্রীযমুনা-স্নান মন্ত্র ঃ—

কলিন্দতনয়ে ! দেবি পরমানন্দবর্দ্ধিনি।
স্নামি তে সলিলে সর্ব্বাপরাধান্মাং বিমোচয়।।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান মন্ত্র ঃ—

রাধিকাসম-সৌভাগ্যং সর্ব্বতীর্থ প্রবন্দিতম্।
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড! স্নামি তে সলিলে শুভে !।।

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড-স্নান মন্ত্র ঃ—

উদ্ভূতং কৃষ্ণপাদাব্জাদরিষ্ট-বধতশ্ছলাৎ।
পাহি মাং পামরং স্নামি শ্যামকুণ্ড ! জলে তব।।

শ্রীশ্রীগুরুচরণামৃত-ধারণ মন্ত্র ঃ—

অজ্ঞান তিমিরহরং সর্ব্ব-মঙ্গল-দায়কম্।
শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপ্রদং নিত্যং শ্রীগুরুচরণোদকম্।। ১।।
ত্রিতাপহরণং পূণ্যং সংসারব্যাধি ভেষজম্।
হরিভক্তিপ্রদং নিত্যং শ্রীগুরোচরণোদকম্।। ২।।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণামৃত-ধারণ মন্ত্র ঃ—

অন্তর্দ্ধান্ত-বিনাশনং সর্ব্ববিঘ্ন-প্রমোচনম্।
ত্রিতাপানি হরেন্নিত্যং বৈষ্ণব-চরণোদকম্।। ১।।
হরিভক্তিপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্।
ভক্তপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।। ২।।

শ্রীশ্রীভগবচ্চরণামৃত-ধারণ মন্ত্র ঃ—

অকালমৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণু-পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।।

শ্রীশ্রীগুরুপদরজঃ-সেবন মন্ত্র ঃ—

অবিদ্যা-হরণং পুণ্যং সর্ব্বক্লেশ-নিবারণম্।
গুরু-পদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি শুভপ্রদম্।।

শ্রীবৈষ্ণবপদরজঃ-সেবন মন্ত্র ঃ—

সর্ব্বানর্থহরং শুদ্ধং সর্ব্বাভীষ্ট প্রপূরকম্।
ভক্তপদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি সুভক্তিদম্।।

শ্রীব্রজরজঃ-সেবন মন্ত্র ঃ—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।

শ্রীশ্রীনামমালা-ধ্যান ঃ—

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমরূপং বেণুরন্ধ্র-করাঞ্চিতম্।
গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থং শোভিতং নন্দনন্দনম্।।

জপার্থে শ্রীনামমালা গ্রহণ মন্ত্র ঃ—

অবিঘ্নং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহিমালে! তু প্রার্থয়ে।।
নামচিন্তামণিরূপং নামৈব পরমাগতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে।।

মালাজপ সমর্পণ মন্ত্র ঃ—

নামযজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষনাশনম্।
কৃষ্ণচৈতন্য প্রীত্যর্থে নামযজ্ঞ সমর্পণম্।।

জপান্তে শ্রীনামমালা স্থাপন মন্ত্র ঃ—

পতিত-পাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমম্।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ।।
ত্বং মালে ! সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোহস্তুতে।।

জপ-সমর্পণ মন্ত্র ঃ—

গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বৎ-প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।।

আত্ম-সমর্পণ মন্ত্র ঃ—

(১)

অহং ভগবতোহংশোহস্মি সদা দাসোহস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ।।১।।

(২)

তবাস্মি রাধিকানাথ! কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে! তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম।।
যোহহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিৎ ইহলোকে পরত্র চ।
তৎসর্ব্বং ভবতোরদ্য চরণেষু সমর্পিতম্।।২।।

পূজান্তে বিজ্ঞপ্তি মন্ত্র ঃ—

দুষ্কর্ম্ম-কোটি-নিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-
দুর্ব্বাসনা-নিগড়-শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতি-কোটি-কদর্থিতস্য
গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ।।
কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টক-কোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র! যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।
মত্তুল্যো পাতকী নাস্তি নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম!।।
মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা তৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ! যথাযোগ্যং তথা কুরু।।
মৎসমো ঘোর পাপাত্মা নাস্তি কৃষ্ণ! ধরাতলে।
তৎসমো করুণা-সিন্ধুর্নাস্তি ত্বং হি গতির্মম।।
কদাহং যমুনাতীরে নামামি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্।।

পূজান্তে অপরাধ-ক্ষমার্পণ মন্ত্র ঃ—

(১)

অপরাধ-সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি।।
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ! ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্।।১।।

(২)

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষ-যুত-তনুঃ কামনা-ভোগ-লুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী শুভমতি-রহিতঃ সাধুসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক্ক ধ্যানং তে ক্ক পূজা ক্ক চ মনু-জপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষহর! শ্রীমুরারে! মুকুন্দ!।। ২।।

ইতি—ধ্যান-প্রণাম ও বিজ্ঞপ্তি-মালা নামক
চতুর্থ কিরণ সমাপ্ত ।

পঞ্চম কিরণ

সদাচার-কৃত্য

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষতে।।১।। (হঃ ভঃ বিঃ)

অর্থাৎ—সদাচার ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিরই কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। অতএব সকলেরই সকল বিশেষতঃ ধর্ম্মমূলক কার্য্যাদি পালনে সতত সদাচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।।১।।

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ 'সাধু'-বাচকঃ।

তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে।। ২।।—বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ— যাঁহার হৃদয়ে দোষাবলী ক্ষীণতম হইয়াছে, তিনিই 'সাধু' নামে কথিত হন। দোষাবলী বলিতে কি বুঝায়? প্রাকৃত অনিত্য বস্তুতে অর্থাৎ জড়ীয় কামনা-বাসনায় লিপ্ত থাকাই দোষ। যিনি কাম-ক্রোধাদি প্রশমিত-চিত্ত হইয়াছেন, যাঁহাতে বিষয়াসক্তির গন্ধমাত্র নাই, আর যিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি থেকে বিমুক্ত-চিত্ত— এই প্রকার গুণাবলী-যুক্ত ব্যক্তিই সাধু। এ হেন সাধুজনের আচরণ 'সদাচার' (সৎ-আচার) বলিয়া কথিত হয়।।২

আচারো ভূরি-জনক, আচারঃ কীর্ত্তি-বর্দ্ধনঃ।

আচারাদ্ বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণম্।।৩ - ভবিষ্যপুরাণ।

অর্থাৎ—সদাচার ঐশ্বর্য্যের জনক, সদাচারই সর্ব্বপ্রকার কীর্ত্তি-বর্দ্ধনের মূল, সদাচার হইতেই পরমায়ুও বর্দ্ধিত হয়, এবং সদাচারই সকল অমঙ্গল-লক্ষণ অর্থাৎ দরিদ্রতা, সুখ-নাশক তথা অপমৃত্যু আদি সবই নষ্ট করে।।৩।।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচার-পরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ।।
যজ্ঞ দান-তপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে।। ৪।।

— মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

অর্থাৎ— গৃহস্থব্যক্তি সদাচার কার্য্যাদি সম্যকরূপে পালন করা উচিত। আচারবিহীন ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে সুখ হয় না। যিনি সদাচার উল্লঙ্ঘন করেন অর্থাৎ সদাচার অবহেলা করেন, তাহাকে যজ্ঞ দান, তপস্যাদি কোন ধর্ম্মপালনই ফলদান করিতে পারে না।৪।।

নিত্য-কৃত্যাদি সদাচার

মলমূত্রাদি-ত্যাগকৃত্য

বিষ্ণুপুরাণ বচনানুসারে আত্ম-ছায়ায়, বৃক্ষ-ছায়ায় গো-সূর্য্য-অগ্নি-বায়ু-দেবতা গুরু-ব্রাহ্মণ-স্ত্রীলোক-দেবালয়-নৌকা প্রভৃতির সম্মুখীন হইয়া মল-মূত্রাদি ত্যাগ করা দোষাবহ। চাষকরা ভূমিতে, শস্যমধ্যে, গোচারণ-স্থানে, লোকালয়ে, পথে, পুকুরাদি জলাশয়ের ঘাটে, জলে, জলাশয়-তীরে, ও শ্মশানে কদাপি মলমূত্র ত্যাগ করিবেনা, করিলে পাপ সঞ্চার হয়।

মলমূত্র ত্যাগকালে কোনদিকে দৃষ্টি করিবেন না— অধোমুখে থাকিবেন। মস্তকাবৃত করিয়া বসিবেন—মৌন থাকিবেন, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশ-মণ্ডল দর্শন করিবেন না। ব্রাহ্মণপক্ষে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ-কর্ণে অর্পণ করতঃ দিবাভাগে ও সন্ধ্যায় উত্তর মুখে, রাত্রিতে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবেন। বল্মীকে অর্থাৎ উইয়ের ঢিবিতে, প্রাণীযুক্ত গর্ত্তে এবং দাঁড়াইয়া মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবেন না। কাছা না খুলিয়া কদাপি মল-মূত্র ত্যাগ করতে নাই— কাছাযুক্ত অবস্থায় যদি কাছার বামদিকে মল-মূত্র ত্যাগ করা হয় তবে তাহা নিজ পিতার মুখে এবং যদি দক্ষিণ দিকে করা হয় তবে দেবতার মুখে করা হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত। (গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এ সকলের শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধৃত হইল না) মল-মূত্র ত্যাগার্থে বসিবার কালে তিন তালি দিয়া নিম্ন উদ্ধৃত মন্ত্র উচ্চারণ কর্ত্তব্য। যথা—

গচ্ছধ্বমসুরাঃ সর্ব্বে ইতঃ স্থানাৎ সগুহ্যকাঃ।
পিশাচাঃ কিন্নরাশ্চৈব মল-মূত্রং ত্যজাম্যহম্।।

শৌচবিধি

মল-মূত্র ত্যাগান্তে মৃত্তিকা-শৌচ করিতে হয়। যে যে

স্থানের মৃত্তিকা শৌচে ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাহা শাস্ত্র-মতে লিখিত হইল—

যথা—উইমাটী, ইদুরের গর্ত্তের মাটী, জলের ভিতরের মাটী, কাহারও মৃত্তিকা-শৌচের অবশিষ্ট মাটী, লেপন করা মাটী, যে মাটীর মধ্যে কোন প্রাণী আছে তাহার মাটী, চাষ করা মাটী মৃত্তিকা শৌচে কদাপি ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে।

মলত্যাগান্তে—লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, দুই হাতে সাতবার, উভয়পদে তিন তিনবার মৃত্তিকা মাখিয়া ধৌত করতঃ হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিবেন। মূত্র ত্যাগান্তে লিঙ্গে এক বার ও বামহস্তে তিনবার মৃত্তিকা লেপনান্তে ধৌত করিবে। কাঁচা আমলকী-সদৃশ মৃত্তিকা প্রতিবারে ব্যবহার করিতে হয়। যথা— একা লিঙ্গে গুহ্যে তিস্রো দশ বামকরে তথা।

হস্তদ্বয়ে চ সপ্তন্যা মৃদা শৌচোপপাদিকাঃ।।

— বিষ্ণু-পুরাণ

মূত্রত্যাগে জল-পাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন। মলমূত্র-ত্যাগকালে লোমবস্ত্র ব্যবহার করাই উত্তম, কেননা তাহা সদা শুদ্ধ থাকে। কার্পাস বা সূতিবস্ত্র ঐ সময় ব্যবহারে অশুদ্ধ হয়। বস্ত্র ত্যাগান্তে যথাবিধি বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক আচমন অন্তে দুইবার মুখ মার্জ্জন, তৎপর বাহু, নাভি ও হৃদয়ে জল স্পর্শ কর্ত্তব্য।

দন্ত-ধাবন কৃত্য

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।

সর্ব্বকাল-কৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি।।—বরাহ-পুরাণ

অর্থাৎ—শ্রীভগবান বলিতেছেন, যে ব্যক্তি দন্তধাবন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে বা আমার উপাসনা করে, সে একমাত্র তাহার ঐ কার্য্য দ্বারা (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান্) সর্ব্বকালের

কৃতকর্ম্মের পুণ্য নষ্ট করিয়া ফেলে।

আয়ুর্ব্বলং যশোর্ব্বচঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো ধেহি বনস্পতে।।

অর্থাৎ— হে বনস্পতে! তুমি আমার আয়ু, বল, যশঃ, তেজ, সন্তান, গবাদি পশু, ধন, বেদজ্ঞান, মেধা প্রদান কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দন্ত-কাষ্ঠ ধারণ কর্ত্তব্য।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বমুখে দন্তধাবন করিবেন। সূর্য্যোদয়ের পরে হইলে উত্তর মুখে বসিয়া দন্তধাবন করিবেন। দন্তকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত ব্যবহার্য।

প্রতিপদ, অষ্টমী, নবমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শনি ও রবিবার দন্তধাবন বর্জনীয়।

স্নানকৃত্য

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্‌ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচেস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ।।
স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে।।১।। - পদ্মপুরাণ।।
প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ-গৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ।
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যু রশক্তৌ চোদকং বিনা।।২।।-দক্ষ।।
স্নানে মনঃপ্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখঃ সদা।
সৌভাগ্যশ্রীঃ সুখং পুষ্টিঃ পুণ্যং বিদ্যা যশো ধৃতিঃ।।
মহাপাপাণ্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতম্।
শোক-দুঃখাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ।। ৩।।

— অত্রিস্মৃতি।

অনুবাদ—স্নান না করিয়া যিনি ভোজন করেন, তাহার

সর্ব্বদা মল ভোজন করা হয়; যিনি স্নান করেন না, সেই অশুচি ব্যক্তির প্রতি দেবলোক ও পিতৃলোক বিমুখ হন। স্নানহীন ব্যক্তি পাপী ও সর্ব্বদা অপবিত্র; তিনি নরক ভোগ করিয়া পুক্কশাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন।। ২।।

অনুবাদ—বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ব্যক্তি প্রাতে ও মধ্যাহ্নে, যতি ত্রিসন্ধ্যায় এবং ব্রহ্মচারী প্রাতে একবারমাত্র স্নান করিবেন। অসমর্থ হইলে অথবা জলাভাবে সকলের পক্ষেই একবারমাত্র স্নানের বিধি।।২।।

স্নান করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, দেবতাগণ সর্ব্বদা সম্মুখে অবস্থান করেন এবং সৌভাগ্য, শ্রীসুখ, পুষ্টি, পুণ্য বিদ্যা, যশ ও ধৃতি লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নানে সমস্ত মহাপাতক, অলক্ষ্মী, পাপ দুশ্চিন্তা ও শোক দুঃখাদি দূরীভূত হয়।।৩।।

স্নান সপ্তপ্রকার

যথা— মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্।।

অর্থাৎ— মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস। মন্ত্র উচ্চারণে স্নানের নাম 'মান্ত্র'। মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া স্নানের নাম 'পার্থিব বা ভৌম'। ভষ্ম লেপন দ্বারা স্নান 'আগ্নেয়', গোষ্পদ-ধূলি দ্বারা স্নান 'বায়ব্য', রৌদ্র ও বৃষ্টি একসঙ্গে হইলে তাহাতে স্নান 'দিব্য'। নদ্যাদিতে স্নান 'বারুণ'। মানসে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ করিয়া অথবা মনে মনে তীর্থজলে স্নানের নাম মানস স্নান।

স্নানের নিমিত্ত নদীতে গিয়া স্রোতাভিমুখে এবং দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে পূর্ব্ব মুখে স্নান কর্ত্তব্য।

গঙ্গাদি তীর্থভিন্ন অন্য জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে

তীর্থদিকে আবাহন করিয়া প্রণাম অন্তে জলে নামা কর্ত্তব্য।

তীর্থ আহ্বান মন্ত্র

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি ! সরস্বতি !
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
কুরুক্ষেত্র গয়া-গঙ্গা প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পাবনাখ্য সরঃ শ্রীমৎ তথা মানস জাহ্নবি।।
যমুনা শ্যামকুণ্ডঞ্চ রাধাকুণ্ডং তথৈব চ।
তীর্থাণ্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ।।

তীর্থদেব সমীপে স্নানার্থে প্রার্থনা ঃ—

দেবদেব ! জগন্নাথ শঙ্খচক্র গদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তবতীর্থনিষেবণে।।

এই প্রার্থনামন্ত্রের পরে উপরের আবাহন-মন্ত্র স্নানীয় জলে তীর্থাদি কল্পনা করতঃ "হরে কৃষ্ণ............." মহামন্ত্র নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্নান করিবেন। স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনাদি সমাপন করিয়া আচমন ও জলদ্বারা তিলক করতঃ শ্রীইষ্টদেবকে ধ্যান-পূর্ব্বক করমালা দ্বারা মূলমন্ত্র ১০বার এবং কামগায়ত্রী ১০বার একাগ্র মনে জপ করিয়া—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বৎ-প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।।"

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ শ্রীহস্তে তিনবার জল অর্পণ করতঃ জপ সমর্পণ করিবেন। পরে শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্র স্মরণ সহকারে "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ"—মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলী দ্বারা তিনবার তর্পণ করিয়া পরে উক্তরূপে "শ্রীরাধিকাং তর্পয়ামি নমঃ", শ্রীশ্রীললিতাদি সখিগণং তর্পয়ামি নমঃ", "শ্রীরূপমঞ্জরীং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে এক এক অঞ্জলী জল দ্বারা

যথাক্রমে তর্পণ অন্তে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদান রূপ তর্পণ কর্ত্তব্য।

সূর্য্যোর্ঘ্য-মন্ত্র ঃ—

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।।

এষো অর্ঘ্যঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলী জল তর্পণ করতঃ তীর্থ-দেবতাকে প্রণাম ও অপরাধ-ক্ষমা প্রার্থনা করণীয়।

অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র ঃ—

গঙ্গে দেবি! জগন্মাতঃ! পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্নাক্ষন্তুমর্হসি।।
সাগরস্বননির্ঘোষি হন্ত হস্তু-সুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জগন্মর্দ্দিন নমামি ত্বাং সুরেশ্বরঃ।।

এই মন্ত্রে ক্ষমাপ্রর্থনা করিয়া শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কিম্বা স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন-পূর্ব্বক বিশুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিবেন।

বস্ত্রপরিধান কৃত্য

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ।
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন।।১।।

— *হরিভক্তি বিলাস-ধৃত অত্রি-বচন।*

অর্থাৎ—অধৌত, রজক কর্ত্তৃক ধৌত, অন্যদিনে ধৌত, রঞ্জিত বা মলিন, বস্ত্র হউক বা কৌপীন হউক পরিধান করিবেন না। আর্দ্র বা ভিজা বস্ত্রও কদাচিৎ পরিধান কর্ত্তব্য নহে।।১।।

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং।।২।। ঐ-গোভিল

অর্থাৎ—এক বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার ও দেবার্চ্চনা অনুচিত।। ২।।

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।।৩।।

ঐ-ত্রৈলোক্যসম্মোহন-পঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ— সর্ব্বদা শুক্ল বা সাদা বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং রঞ্জিত (রক্তাদি বর্ণের) বস্ত্র বর্জ্জন করিবেন।।৩।।

শৌচং সহস্ররোমাণাং বায়বগ্ন্যর্কেন্দু-রশ্মিভিঃ।
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দূষ্যতি।।৪।।ঐ-অঙ্গিরা।।

অর্থাৎ—যে বস্ত্র সহস্র রোমদ্বারা প্রস্তুত অর্থাৎ লোমবস্ত্র, তাহার শুদ্ধি বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্র-সূর্য্য কিরণ দ্বারাই হইয়া থাকে। মেষলোম নির্ম্মিত কম্বল ও আসনাদি রেতঃ বা শুক্র স্পর্শ বা শব স্পর্শ হইলেও দূষিত হয় না।।৪।।

রাঙ্কবং সর্ব্বদা শুদ্ধং কৌষেয়ং ভোজনবিধি।
কটি-মুক্তন্তু কার্পাসং পুনর্ধৌতেন শুধ্যতি।। ৫।।

অর্থাৎ—লোমজ কম্বল বা বস্ত্র সর্ব্বাবস্থাতেই শুদ্ধ, রেশম অর্থাৎ তসর, গরদ বা কাইটা বা কেটে কাপড়, ভোজন পর্য্যন্ত-শুদ্ধ অর্থাৎ উহা পরিয়া ভোজন করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা পরিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিলে অশুদ্ধ হইবে। কার্পাসবস্ত্র কটিদেশ হইতে ত্যাগ করিলেই অশুদ্ধ হইবে—পুনঃ তাহা ধুইলে শুদ্ধ হয়।। ৫।।

আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে।
শুক্র-মূত্র-রক্ত-লিপ্তং তথাপি পরমং শুচি।
অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।।৬।।

হরিভক্তিবিলাস-ধৃত-বচন।

অর্থাৎ— মেষলোমজাত বস্ত্র সর্ব্বদাই শুচি; পিতৃ-দেব বা মনুষ্যকর্ম্মে উহা প্রশস্ত। ঐ বস্ত্র ধৌত, অধৌত দগ্ধ, সন্ধিত (সেলাই করা), রজক গৃহ হইতে আনীত হউক, আর শুক্র বা মূত্র বা রক্ত লিপ্ত হউক তথাপি উহা পরম পবিত্র। অগ্নি, লোমবস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কুশ এই চারিটিকে ব্রহ্মা অপবিত্র করেন নাই।।৬।।

ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ

হরিভক্ত মাত্রেরই ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র বা তিলক ধারণ কর্ত্তব্য।

যজ্ঞোদানং তপোহোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।।১।।

হরিঃ ভঃ বিঃ-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অর্থাৎ—তিলক ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, বেদপাঠ, পিতৃ-তর্পণাদি যাহা কিছু ধর্ম্ম-কার্য্য করা যায়, সে সমস্তই বিফল হইয়া থাকে।।১।।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মুদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ।।২।।পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ—যাঁহার ললাটে মৃত্তিকা-রচিত মনোহর ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও তিনি শুদ্ধাত্মা অর্থাৎ তাঁহার দেহ পবিত্র এবং তিনি নিশ্চয় পূজনীয় ইহাতে সন্দেহ নাই।। ২।।

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্।।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।। ৩।।

ঐ-পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ—নাসিকা হইতে কেশপর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্যে ছিদ্রযুক্ত যে ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র সুশোভিত হয় তাহাকে হরিমন্দির বলিয়া

জানিবেন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণুদেব বাস করেন। অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবেন না।।৩।।

তিলক-রচনা

তিলক-ধারণে অঙ্গুলি ব্যবহার বিধির ফল—

> অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
> অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষ-সাধনী।।৪।।

ঐ- স্মৃতি-বচন।

তিলক-রচনায় অনামিকা ইষ্টদায়িনী, মধ্যমা দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি, বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পুষ্টিলাভ ও তর্জ্জনী দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।।৪।।

(আমাদের সম্প্রদায়ে অর্থাৎ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তর্জনী ও মধ্যমার ব্যবহার প্রচলিত)।

তিলক-রচনায় 'গোপীচন্দন'ই প্রশস্ত কিন্তু সর্ব্বধর্ম্ম-সনাতন জগদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবান প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র ব্রজে আরীট গ্রামে (অধুনা শ্রীরাধাকুণ্ড) গমন করিয়া তথাকার মৃত্তিকাদ্বারা তিলক-রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বতীর্থময়, তাহাই নহে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের পরমপ্রিয় কুণ্ড, যেখানে তাঁহাদের নিত্যলীলা হয়। অতএব যে রাধাকুণ্ড স্নানে মহাভাবময় প্রেম হয়, তাহার মৃত্তিকার পবিত্রতার অপরিসীমতা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষাদাতা-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ মৃত্তিকাদ্বারা তিলকরচনা করতঃ জীবকে ঐ মৃত্তিকার মহিমা সম্যক্‌রূপে জানাইলেন। সেই হইতে অদ্যাবধি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডের রজদ্বারা তিলক-রচনা প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। সর্বতীর্থময় শ্রীকুণ্ডরজ যখন তিলকরচনায় সর্ব্বোত্তম, তখন অন্যান্য হরিতীর্থাদি যথা দ্বারকা,

নীলাচল, নবদ্বীপ, প্রয়াগ, নরসিংহ-ক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, বরাহ্-ক্ষেত্রাদি যত হরিতীর্থাদির মৃত্তিকাদ্বারা তিলকরচনা পবিত্র ও পুণ্যজনক ইহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত তুলসী-মূলের মৃত্তিকাদ্বারা এবং যে স্থানে প্রত্যহ বিষ্ণুপাদোদক পতিত হয়, যে স্থলের মৃত্তিকাদ্বারা তিলকরচনায় হরিভক্তি উৎপন্ন করে এবং শ্রীহরি-পাদপদ্ম প্রাপ্তি হয়। সেই সেই স্থানের মৃত্তিকাও তিলক রচনায় প্রশস্ত। ইহা ব্যতীত পর্ব্বত, বিল্বমূল, জলাশয়, সমুদ্র-তীরের মৃত্তিকাও তিলক রচনায় শাস্ত্রবিহিত রহিয়াছে। ঐ সকল মৃত্তিকা শ্রীহরি-চরণামৃত সংযোগে তিলক রচনা করিলে তিলকের মহিমা আরও বর্দ্ধিত হয়।

তিলক-ধারণ মন্ত্র

শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক-রচনা করিতে হয়। ললাটে, উদরে, বক্ষে, কণ্ঠে, দুই বাহুতে, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে, স্কন্ধে, পৃষ্ঠে ও কটিতে তিলক ধারণ করিতে হয়। ললাটে, বক্ষঃস্থলে, দুই-বাহুতে দশাঙ্গল বা নবাঙ্গুল পরিমিত তিলক রচনা উত্তম। নিজ গুরু-পরিবারীয় তিলক ললাটে কেশ পর্য্যন্ত ও নাসিকার তিনভাগ পর্য্যন্ত তিলক বিস্তৃত হইবে তাহা দশাঙ্গুলি পরিমিত হইলেই উত্তম।

এখন—তিলকের যথাক্রমে মন্ত্র কথিত হইতেছে।

যথা—ললাটে — শ্রীকেশবায় নমঃ, উদরে— শ্রীনারায়ণায় নমঃ, বক্ষঃস্থলে— শ্রীমাধবায় নমঃ, কণ্ঠে— শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে— শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণবাহুতে— শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, দক্ষিণস্কন্ধে— শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামপার্শ্বে— শ্রীবামনায় নমঃ, বামবাহুতে— শ্রীধরায় নমঃ, বামস্কন্ধে— শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে— শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, কটিতে— শ্রীদামোদরায়

নমঃ। তৎপর 'বাসুদেবায় নমঃ' এই মন্ত্রে হস্ত-ধৌত জল মস্তকে প্রক্ষেপ বা সেচন করিবেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত তিলক-ধারণ বিধি

যথা— ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বাম পার্শ্বেকে।।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।
তৎপ্রক্ষালন-তোয়েন বাসুদেবেতি মূৰ্দ্ধনি।- পদ্ম-পুরাণ

নাম ও মুদ্রা ধারণ

আমাদের সাম্প্রদায়িক বিধিমতে নিজনিজ রুচি অনুসারে বা নিজ-ইষ্ট ভগবৎ স্বরূপের শ্রীনাম এবং শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন সমূহ-ললাটে, বাহুদ্বয়ে এবং বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে হয়। ইহাতে কেবল ভক্তি-পুষ্টিই নহে, পরন্তু পাপ-কলুষাদি নাশ হয়, হৃদয়শুদ্ধির সহায়ক হয়। চক্র-মুদ্রা দক্ষিণ বাহুমূলে এবং শঙ্খ-মুদ্রা বাম বাহুমূলে ধারণ করা কর্ত্তব্য, চরণচিহ্ন ললাটে তথা বক্ষঃস্থলে ধারণ করা কর্ত্তব্য, এই সকল ধারণ করিয়া শ্রীহরি পূজনে তাঁহার সন্তুষ্টি হয়।

কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ

'জীব মাত্রই নিত্য কৃষ্ণদাস' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের নিশ্চয়ই নিত্যপ্রভুর দাসত্বের চিহ্ন অঙ্গে থাকিবে। তাহা কি? তাহা দেহে তিলক ও কণ্ঠে তুলসীমালিকা। এই দুই চিহ্নই কৃষ্ণদাসত্বের চিহ্ন। লীলাময় ভগবান্ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌর তাঁহারা নিজেরাই নিজ নরলীলায় কণ্ঠে

তুলসী-মালা এবং দেহে তিলকাদি ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই সকল লীলাকারী ভগবৎ-স্বরূপ বা জীবের প্রভু যাহা ধারণ করিয়াছেন, তাহা কি জীবের ধারণীয় নহে? জীব তাহা ধারণ না করিলে ভগবৎ অসন্তোষের ভাজন হইবে যাহার ফলে তৎপ্রতি ভগবৎ কৃপা হইতে পারে না।

তুলসীরমালা ধারণের আরও অত্যাবশ্যকতা আছে—ইহা দেহকে পবিত্র রাখে। মনকেও পবিত্র করে, পাপাকার্য্য হইতে নিরস্ত করে। ইহাই ভগবৎ দাসত্বের ভাবকে চিত্তে জাগরূক রাখে। তুলসীমালা ধারণের মহিমা এবং তাহার ফল সম্বন্ধে কিছু শাস্ত্রবচন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

যথা—তুলসীকাষ্ঠ-মালাঞ্চ কণ্ঠস্থং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোহপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ।।১।।

— বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর-বচন।

অর্থাৎ—শ্রীভগবান বলিতেছেন যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত মালা কণ্ঠে বহন করেন, তিনি অপবিত্রই হউন বা আচারহীনই হউন, আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।।১।।

(এই বচনদ্বারা তুলসী-মালা শ্রীভগবানের কত প্রিয় তাহা স্পষ্টীকৃত হইল)।

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ।।২।।

— ঐ এবং গরুড়পুরাণ।

অর্থাৎ—যে সকল পাপমতি হেতুবাদী অর্থাৎ "মালা পরিলে কি হয় ইহা কুসংস্কার" এই সকল পাপাবুদ্ধিতে তর্কনিষ্ঠ হইয়া তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ করেনা, তাহারা শ্রীহরির

কোপানলে দগ্ধ হয় এবং তাহারা নরকগামী হয়, তাহাদের নরক-নিবৃত্তি হয় না।।২।।

তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবম্।।৩।।

—গরুড়পুরাণ-বচন।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করিয়া থাকেন দৈত্য-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দ্বারকা বাসের ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

তিলক-মালাদি ধারণের এই প্রকার বহুবহু শাস্ত্র-বচন রহিয়াছে গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়ে সেইসমস্ত উদ্ধৃত করা অসম্ভব। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে শ্রীভগবান্ এক অচিন্ত্যশক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিলক-মালা ধারণে অত্যন্ত পাষণ্ড পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও অল্পকালেই ভগবৎ-ভক্তে পরিণত হয়।

তুলসী পত্রের মহিমা

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়া তে ন পূজা,
স্নানং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতম্।
ভুক্তং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতম্,
পীতং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতম্।।১।।

অর্থাৎ—তুলসী-বিহীন (শ্রীহরি) পূজা পূজাই নহে। তুলসী বিহীন স্নান, স্নানই নহে। তুলসী-বিহীন ভোজন ভোজনই নহে। তুলসী-বিহীন জলাদি পানীয় পান, পানই নহে।।১।।

তুলসী-রহিতাং পূজাং ন গৃহ্নাতি কদা হরিঃ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র নো চেত্তন্নামতো যজেৎ।।২।।

হঃ ভঃ বিলাস-ধৃত বায়ুপুরাণ।

অর্থাৎ—তুলসী-বিহীন পূজা শ্রীহরি কদাপি গ্রহণ করেন

না। অতএব তুলসীর অভাব হইলে তদীয়কাষ্ঠ শ্রীহরির অঙ্গে স্পর্শ করাইবে; তাহারও অভাব হইলে তুলসীনাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণ-পূজা করিবেন।।২।।

নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রানি তে বসন্তি হরের্গৃহে।। ৩।।

অর্থাৎ— প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, সেবন বা পূজা ও সেচন করিয়া তুলসীর এই নয় প্রকারে ভজনা করিলে তিনি সহস্রকোটি-যুগ শ্রীহরিধামে বাস করেন।

তুলসীর স্তুতি ঃ—

মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব্বসৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধি-হরে নিত্যং তুলসীং ত্বং নমোঽস্তু তে।।

অর্থাৎ—হে তুলসি! আপনি শ্রীগোবিন্দের প্রসন্নতা সাধনকারিণী, সর্ব্ব-সৌভাগ্য-বর্দ্ধনকারিণী এবং নিত্য আধি-ব্যাধি হরণকারিণী। হে মাতঃ! আপনাকে নমস্কার। এই মন্ত্র পড়িয়া করযোড়ে স্তুতি করিবে।

তুলসীর প্রার্থনা ঃ—

শ্রিয়ং দেহি যশং দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্।
বলং পুষ্টিং তথা ভক্তিং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে।।

অর্থাৎ—হে তুলসি! আপনি আমাকে (কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল) শ্রী, যশঃ কীর্ত্তি, দীর্ঘায়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ভক্তি প্রদান করুন এবং মৎ প্রতি প্রসন্ন হউন।

তুলসী-মালা ধারণ মন্ত্র ঃ—

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতে মালে! কৃষ্ণজনপ্রিয়ে !
বিভর্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভম্।।

যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্।।
দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে।।

অর্থাৎ— হে মালে! তুমি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিতা। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণ তোমাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন; আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি; তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর। হে কৃষ্ণ-বল্লভে! যেরূপ তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তগণও তোমাকে যেরূপ নিরন্তর ভক্তি করেন, আমাকে সেইরূপ নিত্যকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রিয়পাত্র কর। লা-ধাতুর অর্থ দান করা, তুমি আমাকে সকল ভক্তকে দান কর অর্থাৎ আমি যেন নিখিল কৃষ্ণভক্তের কৃপাপাত্র হই। তবেই তোমার "মালা" এই নাম সার্থক।

ধারণের পূর্ব্বে তুলসীমালাকে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আটবার গায়ত্রী (শ্রীগৌর গায়ত্রী বা কামগায়ত্রী) জপ করিবেন তবে ধূপধূম্র দ্বারা পূজা করিয়া উপরোক্ত প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিয়া তুলসীমালা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ পূর্ব্বক সেই প্রসাদীমালা শ্রীগুরুদেবের কণ্ঠে ধারণ করাইয়া তৎপ্রসাদীমালা নিজকণ্ঠে ধারণ করিবেন।

পঞ্চমালা ধারণ মন্ত্র—

গুঞ্জা চ তুলসী ধাত্রী পট্টঃ শ্যামাঞ্জনী তথা।
এতাঃ পঞ্চবিধা মালা ধার্য্যাঃ সর্ব্বৈরভীষ্টদাঃ।।

অর্থাৎ—শ্বেতগুঞ্জা, তুলসী, আমলকী, পট্টডোরী ও শ্যামাঞ্জনী বা শ্যামকুণ্ড-মৃত্তিকা নির্ম্মিত মালাধারণে সর্ব্বাভীষ্ট দান করে।

শিখাবন্ধন মন্ত্র —

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্।।

— এই মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবেন।

শিখামোচন মন্ত্র —

গচ্ছন্তু সকলাদেবা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বমচলা লক্ষ্মী শিখামুক্তং করোম্যহম্।।

— এই মন্ত্র বলিয়া শিখা বন্ধন খুলিতে হইবে।

আচমন-বিধি

প্রথমতঃ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম- এই পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক ওষ্ঠদ্বয়, মুখ, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয় এই দ্বাদশস্থান স্পর্শ করিতে হইবে। তৎপরে পঞ্চপাত্রের জল মূলমন্ত্রে অষ্টবার মন্ত্রিত করিবেন।

তৎপরে— অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরো শুচিঃ।

— এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল মস্তকে ছিটা দিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিসকল একটু বক্র করিয়া করতলে সামান্য জলগ্রহণ পূর্ব্বক ঐ জল 'কেশবায় নমঃ' বলিয়া একবার 'নারায়ণায় নমঃ' বলিয়া একবার ও 'মাধবায় নমঃ' বলিয়া একবার পান করিতে হইবে। পরে গোবিন্দায় নমঃ', 'বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া দুই হস্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে।

আচমনকালে হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর মিলিত থাকিবে কেবল অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি মুক্ত থাকিবে। নখস্পর্শ হইলে সেই জলে আচমন অনুচিত ।

যে কোন ভগবৎ-কার্য্যকালে আচমন করিতে হইবে। শরীর অপবিত্র হইলে, অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগ করিলে—কোথাও ভ্রমণান্তরে, কাশ দিলে বা থুথু ফেলিলে, শাস্ত্র পাঠারম্ভকালে, মুখস্পর্শ করিলে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে ও জল-পানান্তে আচমন করিতে হইবে।

ইতি— সদাচারকৃত্য নামক পঞ্চম কিরণ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ কিরণ

পূজা-পদ্ধতির উপক্রমণিকা

দণ্ডাত্মিকা অষ্টকাল বিভাগ

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌ কালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।
চত্বারোহহ্নি প্রাতরাদ্যা এষাং শেষা নিশা স্মৃতা।
ঋতুদণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাস-দণ্ডকৌ।।

১। নিশান্ত—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ২ঘঃ ২৪মিঃ হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। (৬দণ্ড)

২। প্রাতঃ—সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী ২ঘঃ ২৪কিঃ কাল। (৬দণ্ড)

৩। পূর্ব্বাহ্ন—তৎপর ৬ দণ্ড (২ঘঃ ২৪মিঃকাল) অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর ৭ম দণ্ড হইতে ১২শ দণ্ড পর্য্যন্ত। (৬ দণ্ড)

৪। মধ্যাহ্ন—পূর্ব্বাহ্নের পর ১২ দণ্ড (৪ঘঃ ৪৮ মিঃ কাল)।

৫। অপরাহ্ন—মধ্যাহ্নের পর ৬ দণ্ড (২ঘঃ ২৪মিঃ কাল)।

৬। সায়াহ্ন— অপরাহ্নের পর ৬ দণ্ড (২ঘঃ ২৪মিঃ কাল)।

৭। প্রদোষ—সায়াহ্নের পর ৬ দণ্ড (২ঘঃ ২৪ মিঃ কাল)।

৮। নিশা বা নক্ত —প্রদোষের পর ১২ দণ্ড (৪ঘঃ ৪৮মিঃ কাল)।
(১ দণ্ড— ২৪ মিঃ, ২৪ ঘণ্টা— ৬০ দণ্ড বা অহোরাত্র।)

পূজার উপকরণ

(১) পূজায় ষোড়শোপচার যথা—

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্,
মধুপর্কা-চমনস্নান-বসনা-ভরণানি চ।
সুগন্ধঃ সুমনো ধূপো দীপো নৈবেদ্য বন্দনে;
ইতি যজেদর্চ্চনায়ামুপচারস্তু ষোড়শঃ।। ১।।

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যতাম্বূল ও স্তুতিপাঠ এই সমস্ত ষোড়শোপচার।। ১।।

(২) দশোপচার যথা—

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনং মুধুপর্কাচমন্যপি।
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচার দশ ক্রমাৎ।। ২।।

যথা— পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এই সমস্ত দশোপচার।। ২।।

(৩) পঞ্চোপচার ঃ—

গন্ধাদিভিঃ নৈবেদ্যান্তৈঃ পূজাপঞ্চোপচারিকী।
সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ।। ৩।।

যথা—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এই সমস্ত পঞ্চোপচার। পূজা-বিষয়ে এই তিনপ্রকার উপচার কথিত হইয়াছে। সামর্থ্যানুসারে যে কোন এক প্রকার গ্রহণীয়। ৩।।

(সাধারণতঃ দশোপচারে ও উৎসবাদি-উপলক্ষ্যে ষোড়শোপচারে পূজা করা হইয়া থাকে)।

পূজা পদ্ধতি

ঘন্টা পূজা

সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টা বাদন্তু কারয়েৎ।।
আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পে নৈবেদ্য স্নানয়ে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাম্।।

শঙ্খপূজা ঃ—

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্থাপন মন্ত্র ঃ—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ! সপার্ষদ জগৎপতে।
তয়া চোত্থীয়মানেন চোত্থীতং ভুবনত্রয়ম্।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোত্থাপন মন্ত্র ঃ—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ! উত্তিষ্ঠ গরুড়ধ্বজে!।
উত্তিষ্ঠ রাধিকাকান্ত ত্রৈলোক্যং মঙ্গলং কুরু।।
গো-গোপ গোকুলানন্দ! যশোদা-নন্দ-নন্দন!।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে!।।

স্বাগতম্ ঃ—

আগচ্ছ ভগবান্ দেব স্বস্থানাৎ পরমেশ্বর।
অহং পূজাং করিষ্যামি সদা ত্বং সম্মুখং ভব।।

আসনম্ ঃ—

সিংহদন্তং স্বর্ণ পীঠং নানারত্নোপশোভিতম্।
অনন্তস্য ফণাপৃষ্ঠে উপবিশ্যাসনে প্রভো।।

পাদ্যম্ ঃ—

পাদ্যার্থং স্বচ্ছতোয়ানি পুষ্প-গন্ধযুতানি চ।
পাদ্যং গৃহাণ দেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক।।

অর্ঘ্যম্ ঃ—

শঙ্খতোয়-সমাযুক্তং গন্ধপুষ্পাদি বাসিতম্।
অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ প্রীত্যর্থং মে সদা প্রভো।।

দন্ত ধাবনম্ ঃ—

কোমলেনাম্র পত্রেণ মার্জ্জিতা বদনং হরে।
সুবর্ণ জিহ্বা শোধন্যা রসনং মার্জ্জনং কুরু।।

আচমনম্ ঃ—

গঙ্গাতোয়সমানীতং সুবর্ণকলসে ধৃতম্ ।
আচমনঞ্চ দেবেশ প্রীত্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

মধুপর্কম্ ঃ—

দধি সর্পি মধুযুক্তং মধুপর্কমহং প্রভো ।
সমর্পয়ামি দেবেশ পূজার্থে প্রতিগৃহ্যতাম্।।

স্নানম্ ঃ—

গঙ্গা সরস্বতী তাপী পয়োষ্ণীনর্ম্মদার্কজা।
তজ্জলৈঃ স্নাপিতো দেবো তেন শান্তিং কুরুষ্ব মে।।

বস্ত্রম্ ঃ—

শীত বাতোষ্ণ সংত্রাণং পরলজ্জা নিবারণম্।
সুবেশধারণং যস্মাৎ বস্ত্রোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

যজ্ঞোপবীতম্ ঃ—

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং সূত্রং বিষ্ণুগ্রন্থিসমন্বিতম্।
যজ্ঞোপবীতং পরমং গৃহ্যতাং হি জনার্দ্দন।।

চন্দনম্ ঃ—

মলয়াচল সম্ভূতং শীতমানন্দবর্দ্ধনম্।
কাশ্মীরঘনসারাঢ্যং চন্দনং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

পুষ্পম্ ঃ—

নানাবিধানি পুষ্পানি ঋতুকালোদ্ভবানি চ।
ময়ার্পিতানি সর্ব্বাণি পূজার্থে প্রতিগৃহ্যতাম্।।

তুলসী পত্রম্ ঃ—

তুলস্যাভিন্ন-পত্রাণি হরিন্মঞ্জর্য্যুতামিতি।
ভূবিদারণ-সম্ভূতাং তুলসীং হরয়েঽর্পয়েৎ।।

ধূপঃ ঃ—

বনস্পতিরসোৎপন্নং সুগন্ধাঢ্যং মনোহরম্।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ংপ্রতিগৃহ্যতাম্।।

দীপঃ ঃ—

সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোঽয়ংপ্রতিগৃহ্যতাম্।।
ঘৃতবর্ত্তি সমাযুক্তং তথা কর্পূর বাসিতম্।
দীপং গৃহাণ দেবেশ ত্রৈলোক্যতিমিরাপহম্ ।।

নৈবেদ্যম্ ঃ—

অন্নং চতুর্ব্বিধং রম্যং রসষড়্ভিঃ সমন্বিতম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং সমাযুক্তং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো।।

তাম্বূলম্ ঃ—

নাগবল্লীদলং দিব্যং পূগং কর্পূর-বাসিতম্।
বক্ত্রং সৌরভ্য-কৃত স্বাদু তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

আরত্রিকম্ (দীপ আরতি) ঃ—

সুদীপ্ত ঘৃত-কর্পূর পূরিতং সপ্তবর্ত্তিকম্।
আরত্রিক দেবদেব স্বীকরু সমর্পয়িতুম্।।
মঙ্গলার্থমহারাজনীরাজনং ততো হরে।
সংগৃহাণ জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র নমোঽস্তুতে।।

শঙ্খ-আরতি ঃ—

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবান্ মস্তকোপরি।
ভ্রাময়িত্বা চ কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং হরে।।

পুষ্পাঞ্জলিম্ ঃ—

নির্বৃন্তং মৃদুপুষ্পাণি ঘনসারসুসংযুতাম্।
অর্পয়াম্যঞ্জলিমহং কৃপয়স্ব কৃপানিধে।।

প্রদক্ষিণম্ ঃ—

উপচারৈঃ সমস্তৈস্তু যা যা পূজা ময়া কৃতা।
তৎ সর্ব্বং পূর্ণতাং যাস্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।।
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা শতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণং পদে পদে।।

পূজান্তে বন্দনম্ ঃ—

ত্রাহিমাং পাপিনং ঘোর ধর্ম্মাচার-বিবর্জ্জিতাম্।
নমস্কারেন দেবেশ দুস্তরাৎ ভব-সাগরাৎ।।

পূজান্তে প্রার্থনা ঃ—

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর।
পূজিতোঽসি ময়াদেব পরিপূর্ণং তবাস্তু মে।।

শয়নম্ ঃ—

আয়তাভ্যাং বিশালাভ্যাং শীতলাভ্যাং কৃপানিধে।
করুণাপূর্ণ-নেত্রাভ্যাং নিদ্রাং কুরু জগৎপতে।।

পূজান্তে অপরাধ ক্ষমা ঃ—

আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনম্।
পূজাঞ্চৈব ন জানামি ত্বং গতি পরমেশ্বর।।

পঞ্চামৃত স্নানীয়ম্ ঃ—

১। পয়ঃ স্নানীয়ম্

সুরভীস্তন সম্ভূতং দেবর্ষিণা বিনিসৃতম্।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর।।

২। দধি স্নানীয়ম্

চন্দ্রমণ্ডল সঙ্কাশং সর্ব্বদেবপ্রিয়ং দধি।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর।।

৩। ঘৃতস্নানীয়ম্

আজ্যং সুরানামাহারমাজ্যং যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতম্।
আজ্যং পবিত্রং পরমং স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

৪। মধু স্নানীয়ম্

সর্ব্বৌষধি সমুৎপন্নং পীযূষং মধুরং মধু।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর।।

৫। শর্করা স্নানীয়ম্

ইক্ষুদণ্ডাৎ সমুৎপন্নং শর্করা মধুগব্যভিঃ।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর।।

৬। বারুণস্নানীয়ম্

গঙ্গা গোদাবরী রেবা কাবেরী অর্কজৈর্জলৈঃ।
স্নাপিতোঽসি ময়া দেব তথা শান্তিং কুরুষ্ব মে।।

জলপাত্র শুদ্ধি ঃ—

জলেষ্বনি স্থলেষ্বনি অনিস্তু বায়ু-মণ্ডলে।
ত্রিভিরনি প্রসাদেন জল-পাত্রস্তু শোধয়েৎ।।

জলবীজ মন্ত্র ঃ—

ওঁ জং জং ওঁ বং বং ওঁ লং লং বরুণদেবায় নমঃ।

জলগায়ত্রী মন্ত্র ঃ—

ওঁ জলবিম্বায় বিদ্মহে নীলপুরুষায় ধীমহি তন্নোদেবঃ প্রচোদয়াৎ।।

শ্রীমূর্ত্তি-পূজন

শ্রীভগবৎ পূজা প্রতিমায়, চিত্রপটে বা মানসে হইয়া থাকে।

অষ্টবিধা মূর্ত্তি ঃ—

শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, চ সৈকতী।
মনোময়ী, মণিময়ী, প্রতিমাষ্টবিধা মতা।
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব মন্দিরম্।।

পাষাণময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই অষ্ট প্রকার মূর্ত্তিতে শ্রীভগবান্ পূজিত হন। প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠাদি বিধিদ্বারা শ্রীভগবান্ প্রতিষ্ঠিত থাকেন। স্থিরা প্রতিমাতে বিসর্জ্জন নাই এবং আবাহন নাই।

পূজাকার্য্যে সাধারণ নিয়ম

শ্রীভগবৎ-পূজা-বিষয়ক যে কিছু কার্য্য সমস্তই পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন পূর্ব্বক যুগ্ম-বস্ত্রে ও দক্ষিণহস্ত সহ বামহস্ত যোগে করিতে হয়।

পাদ্যাদি-অর্পণের নিয়ম—

শ্রীমূর্ত্তৌতু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ।
মুখে চাচমনীয়ং ত্রির্মধুপর্কঞ্চ তত্র হি।। (স্মৃত্যর্থসার)

শ্রীবিগ্রহের মস্তকে অর্ঘ্য ও চরণদ্বয়ে পাদ্য অর্পণ করিতে হয়। আচমনীয় ও মধুপর্ক শ্রীমুখে প্রদান করিতে হয়। আচমনীয় তিন বার দিতে হয়। শ্রীমূর্ত্তিভিন্ন শালগ্রামাদির পূজায় মস্তক, চরণ, বদন প্রভৃতি চিন্তা করিয়া অর্ঘ্যাদি অর্পণ করিতে হয়।

অঙ্গুলি সকলের নাম—

প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলি (বুড়ো আঙ্গুল) তাহার পর তর্জ্জনী, তারপর মধ্যমা, তৎপরে অনামিকা, সর্বশেষে কনিষ্ঠা (কড়ে আঙ্গুল)।

পূজনে কতিপয় আবশ্যকীয় মুদ্রা—

অঙ্কুশমুদ্রা—মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণহস্ত হইতে মধ্যমাঙ্গুলী জলস্পর্শার্থে সরলভাবে বাহির করিয়া এবং তর্জ্জনীকেও বাহির করিয়া ঐ মধ্যমায় বক্রভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেই অঙ্কুশ মুদ্রা হইবে।

ধেনুমুদ্রা— প্রথমতঃ হাতজোড় করিয়া সমস্তঅঙ্গুলী ফাঁক করিয়া দক্ষিণ তর্জ্জনীকে উপরে রাখিয়া অঙ্গুলীগুলি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তৎপরে দক্ষিণ-তর্জ্জনী বাম-মধ্যমাতে ও বাম-তর্জ্জনী দক্ষিণ-মধ্যমাতে এবং বাম-কনিষ্ঠা দক্ষিণ-অনামিকাতে ও দক্ষিণ-কনিষ্ঠা বাম-অনামিকাতে সংযুক্ত করিয়া দিলেই ধেনুমুদ্রা হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকিবে।

মৎস্যমুদ্রা—দক্ষিণহস্ত অধোমুখে অর্থাৎ উপুড় করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামকরতল অধোমুখে স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গষ্ঠদ্বয় উভয় দিকে যথাসাধ্য বিস্তার করিলেই মৎস্যমুদ্রা হইবে। অন্য অঙ্গুলিগুলিও পরস্পর উপর্য্যুপরি স্থাপন-পূর্ব্বক একটু ফাঁক করিয়া রাখিতে হইবে।

চক্রমুদ্রা—প্রত্যেক হস্তে কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সংযোগ পূর্ব্বক উভয়হস্ত মিলিত করতঃ অন্য অঙ্গুলিগুলিকে ঈষৎ বক্র করিয়া অগ্রভাগ পরস্পর চক্রাকারে মিলিত করিলেই চক্রমুদ্রা হইবে।

গ্রাসমুদ্রা—বামহস্ত চিৎকরিয়া অঙ্গুলিসকল মিলিত করতঃ ঈষৎ বক্রভাবে রাখিলেই অর্থাৎ করতল ঈষৎ খোল করিলেই গ্রাসমুদ্রা হইবে।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা— বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক অধোমুখে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ উপুড় করিয়া তর্জ্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিয়া দিলেই **অবগুণ্ঠনমুদ্রা** হইবে।

প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা—যে কোনও হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি-দ্বয়কে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ-স্পর্শ করিয়া রাখিলে প্রাণমুদ্রা হয়। মধ্যমা ও তর্জ্জনী ঐরূপে অঙ্গুষ্ঠে স্পৃষ্ট রাখিলে অপানমুদ্রা হয়। অনামিকা ও মধ্যমা ঐরূপে অঙ্গুষ্ঠে স্পৃষ্ট রাখিলে ব্যানমুদ্রা হয়। অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী ঐরূপে অঙ্গুষ্ঠে স্পৃষ্ট রাখিলে উদানমুদ্রা হয়। কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী ঐরূপে অঙ্গুষ্ঠে স্পৃষ্ট রাখিলে সমানমুদ্রা হয়।

কবচমুদ্রা—প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুলিসকল পরস্পর মিলিত ও সরলভাবে বিস্তৃত করিয়া উভয়-করতল অধোমুখে অর্থাৎ উপুড় করিয়া পাশাপাশি সংলগ্ন করতঃ মধ্যস্থল নিম্নদিকে ঈষৎ বক্র করিলে কবচমুদ্রা হইবে।

শঙ্খমুদ্রা— দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করতঃ উত্তান অর্থাৎ চিৎ-করিয়া তদ্দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেন;অনন্তর বামহস্তের অন্য অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ-অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে যোজনা করিলেই শঙ্খমুদ্রা হইবে।

পত্র-পুষ্পাদি-অর্পণের সাধারণ নিয়ম

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নৈষ্টমধোমুখম্।
দুঃখদা তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্।।—জ্ঞানমালা।

পত্র, পুষ্প কিম্বা ফল অধোমুখ করিয়া শ্রীভগবানকে অর্পণ করিতে নাই, যেহেতু উহা তাঁহার প্রীতিকর নহে; উহা দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত পত্র-পুষ্পাদি স্বভাবতঃ যেভাবে উৎপন্ন হয়, সেইভাবেই অর্পণ করা কর্ত্তব্য। গন্ধ, চন্দন, তুলসী ও পুষ্প তিনবারের কমে অর্পণ করিতে নাই।

তুলসী-অর্পণের বিধি—

তুলসীপত্র ভালরূপে ধৌত করিয়া জল-শূন্য করতঃ চন্দন মিশ্রিত করিতে হয়। ডানহস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা

(অঙ্গুষ্ঠের) তুলসী পত্রের পৃষ্ঠভাগ (নিম্নভাগ) নিম্নদিকে রাখিয়া শ্রীপাদপদ্মে এক একটি করিয়া অর্পণ করিতে হয়। তুলসী-পত্র কমপক্ষে তিনবার অর্পণ বিধেয়। আট বার অর্পণ করাই প্রশস্ত।

পুষ্পার্পণের বিধি —

বিহিত ও সুসংস্কৃত সবৃন্ত পুষ্পসকল গন্ধ বা চন্দনলিপ্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি-দ্বারা বৃন্তের দিকে ধারণ পূর্ব্বক, অর্পণ করিতে হয়। পুষ্প জলমধ্যে ফেলিয়া ধৌত করিতে নাই, পুষ্প-শুদ্ধিকালে জলের ছিটা দিলেই চলে।

গন্ধার্পণের বিধি—

বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি-সংযোগে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিতে হয়।

পুষ্পচয়ন-বিধি—

রাত্রিবাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পবিত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া অথবা প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে হয়। মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে নাই, যথা-শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

মধ্যাহ্নে স্নানমাচার্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্ বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি।।

অর্থাৎ— মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া যে পুষ্পচয়ন করা হয় তদ্দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, যেহেতু তাহাও নিষিদ্ধপুষ্প মধ্যে পরিগণিত।

তুলসী-চয়নবিধি—

সূর্য্যোদয় হইলে তুলসীচয়ন করিতে হয়, স্নান করিয়া তুলসী চয়ন করিবে।

তুলসী-চয়ন মন্ত্র ঃ—

"তুলস্যামৃত জন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভবশোভনে!।।

ত্বদঙ্গ-সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মল বিনাশিনি!।।
চয়নোদ্ভব দুঃখন্তে যদ্দেবি! হৃদি বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি! ত্বং নমাম্যহম্।।”

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীতুলসীদেবীকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণহস্তে ধীরে ধীরে সবৃন্ত এক একটি পত্র অথবা দ্বিদল সহ মঞ্জরীচয়ন করতঃ পবিত্রপাত্রে স্থাপন করিবেন। কীট-দুষ্ট বা ছিন্নপত্র গ্রহণ করিবেন না—অখণ্ড পত্রই প্রশস্ত। উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা তুলসীচয়ন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজা করিলে, লক্ষকোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে, যথোক্ত ঃ—

মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাৎ গৃহীত্বা তুলসী-দলম্।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটি-ফলং লভেৎ।।

—শ্রীহরিভক্তি বিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

অর্থাৎ—এই মন্ত্রে তুলসীচয়ন করিয়া শ্রীভগবানের পূজায় লক্ষকোটিগুণ ফললাভ হয়। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে তুলসীচয়নে বিষ্ণুর মস্তকচ্ছেদন-তুল্য অপরাধ হয়। বৈষ্ণবগণ কেবল রাত্রি ও দ্বাদশী ব্যতিরেকে অন্যান্য তিথিতে তুলসী চয়ন করেন।

চন্দন ঘর্ষণের নিয়ম —

শ্বেতচন্দনই শ্রীভগবদ্বিষয়ে ব্যবহার্য্য। চন্দন-কাষ্ঠ উভয়-হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জনী-স্পর্শ না করিয়া দুইহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ঘর্ষণ করিতে হয়।

দিগবন্ধন —

“ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুঁ ফট্ নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া দিগ-বন্ধন করিতে হয়।

পুষ্প-শুদ্ধি —

পুষ্পগুলি ধারণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র ঃ—

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।।

এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক পুষ্পোপরি জল প্রোক্ষণ দ্বারা শোধন করতঃ চন্দন ও অন্য গন্ধ-দ্রব্য নিক্ষেপ কর্তব্য।

পূজার্থে জলগ্রহণ কাল —

ন নক্তোদক-পুষ্পাদ্যৈরর্চ্চনং স্নানমর্হতি।।১।।

—শ্রীহরিঃ ভঃ বিঃ ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা-বচন।

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।।২।। ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

রাত্রিকালে যে জল বা পুষ্পাদি আহরণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা শ্রীহরির স্নান বা পূজা করা কর্ত্তব্য নহে।।১।।

রাত্রিকালে সংগৃহীত জলদ্বারা দৈবকার্য্য করিবে না।।২।।

(গঙ্গা-যমুনা-রাধাকুণ্ডাদি-তীর্থজল ভিন্ন অন্য জল পূর্ব্বদিন আনিয়া রাখিলে পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি হয়; এই বাসিজলে ভগবৎ-কার্য্য করা বিধেয় নহে; অতএব যে দিনের কার্য্য, সেই দিনেই জল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। গঙ্গা-যমুনা-রাধাকুণ্ডাদি তীর্থজল কদাচ বাসি হয় না।)

তর্পণ-বিধি —

নাভি-পরিমিত জলে (অসমর্থ পক্ষে স্থলে) পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তর্পণ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুই কর-সংলগ্ন অঞ্জলি-বদ্ধ অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাব দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করণীয়।

" ওঁ ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ দেবাং তর্পয়ামি।।
ভূর্দ্দেবাং তর্পয়ামি।। ভুবো দেবাং তর্পয়ামি।।

স্বর্দেবাং তর্পয়ামি।। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্দেবাং তর্পয়ামি।।"

পরে দক্ষিণাভিমুখে—

"ওঁ মরিচ্যাদয়ো যে ঋষয়স্তান্ ঋষীং তর্পয়ামি।।

ওঁ অগ্নিষ্বত্তাদয়ো যে পিতরস্তান্ পিতৃন তর্পয়ামি।।"

পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে—

"ওঁ গুরুং তর্পয়ামি।। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি।।

ওঁ পরাৎপরগুরুং তর্পয়ামি।। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি।।

ওঁ নারদোদ্ধবাদয়ো যে ভক্তাস্তান্ ভক্তাং তর্পয়ামি।।"

অনন্তর, "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। তৎপরে করযোড়ে—

"ওঁ কৃতেঽস্মিন্ তর্পণ-কর্ম্মাণি যদ্বৈগুণ্যং জাতম্।

তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণমহং করিষ্যে।।"

এই বলিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ করিবেন।

শ্রীচরণামৃতে তর্পণ —

পূজান্তে পূজার আসনে বসিয়াই দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ চরণামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিম্নে বাম হস্ত সংযোগ করতঃ—

"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ।।

অতীত-কুল-কোটয়ঃ সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনঃ।

ময়াদত্তেন চরণামৃতেনানেন তৃপ্যন্তু ভুবনানি চ।।

এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন। শ্রীচরণামৃত ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে নাই, কোন একটি পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়।

সন্ধ্যাবিধি ঃ—

বৈদিক ও তান্ত্রিক-ভেদে সন্ধ্যা দুই প্রকার। ব্রাহ্মণের উভয়বিধ সন্ধ্যা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের জাতি কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। স্নানের পর বিশুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয়

ধারণ পূর্ব্বক পবিত্রস্থানে উপবেশন করতঃ সন্ধ্যা কার্য্য কর্ত্তব্য।

গুর্ব্বাদি প্রণতি ঃ—

"কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণে—গাং গণেশায় নমঃ, সম্মুখে—দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, পশ্চাদ্দিকে—ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, মধ্যে—ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবেন।

ভূত-শুদ্ধি ঃ—

ভগবৎ পূজায় পঞ্চভূত-নির্ম্মিত এই দেহের কোনপ্রকার শোধন প্রণালী থাকা আবশ্যক। সেইজন্য শাস্ত্রে ভূত-শুদ্ধির প্রকার দেখান হইয়াছে। পাঞ্চভৌতিক দেহে অক্ষয় ব্রহ্ম-স্বরূপের অংশ-স্বরূপ যে জীবাত্মা অছেন—তাঁহার সহিত পঞ্চভূতের সম্বন্ধ চিন্তা করিলে ভূতশুদ্ধি হয়। ভূতশুদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা ব্যতীত জপ-হোমাদি পূজার ক্রিয়া সফল হয় না। এখন ভূতশুদ্ধির বিধি বলা হইতেছে—

প্রথমতঃ করকচ্ছপিকা মুদ্রা (নাভির নিম্নে বামহস্ত চিৎভাবে রাখিয়া, তাহার নিম্নে দক্ষিণহস্ত সংযোগ করিলেই করকচ্ছপিকা মুদ্রা হইবে) রচনা করিয়া প্রদীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে "সোহহং" এই মন্ত্রে মস্তকস্থ সহস্রদল-পদ্মস্থিত পরমাত্মায় চিত্ত সংযোজিত করিবে ও তাহাতে দেহের উপাদান-স্বরূপ পঞ্চভূত লীন হইয়াছে চিন্তা করিবেন। এইরূপ মিলনে আমি নিত্যশুদ্ধ-বদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ হইয়াছি—এইরূপ মনে করিবেন।

এরূপভাবে ভূতশুদ্ধি করা সকলের বোধগম্য নহে সাধ্যও নহে। বিশেষতঃ ইহা গুরুসমীপে শিক্ষালাভ চাই। আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে যে ভূতশুদ্ধি আছে তাহা সহজ এবং ভজন অনুকূল এবং মাধুর্য্যপূর্ণ, শুদ্ধ-ভক্তগণের সুখকর। তাহা হইল—

নবদ্বীপ লীলার সেবানুকূল সাধক বা পার্ষদদেহ এবং বৃন্দাবন লীলার সেবানুকূল গোপী বা মঞ্জরীদেহ চিন্তা করিয়া যথাবস্থিত দেহে সেবা করিবেন। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূতশুদ্ধি।

অথাঙ্গন্যাসঃ

ন্যাসান্ বিনা জপং প্রাহু-রাসুরং বিফলং বুধাঃ।
অতো যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাৎ যথাবিধিঃ।।

—হঃ ভঃ বিলাস।

অর্থাৎ— ন্যাস না করিয়া জপ করিলে আসুর জপ হয় ও তাহা দ্বারা কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব প্রথমতঃ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে যথাবিধি ন্যাস করিবে।

শ্রীভগবানের কোন কোন মূর্ত্তি ও মন্ত্রাদি স্মরণ-পূর্ব্বক শরীরের স্থানে স্থানে হস্ত স্পর্শ করার নাম "ন্যাস"। যথাবিধি ন্যাসের দ্বারা চিত্ত-সংযম ও দেহ-শুদ্ধি হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ বীজম্। শ্রীঁ হ্রীঁ শক্তিঃ। শ্রীবৃন্দাবন নিবাসঃ কীলকম্। শ্রীরাধাপ্রিয়ং পরং ব্রহ্মেতি মন্ত্রঃ। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধার্থে জপে বিনিযোগঃ।

ঋষ্যাদি ন্যাসঃ—

শিরসি—ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে— শ্রীগোপালদেবতায়ৈ নমঃ। নাভৌ—ক্লীঁ কীলকায় নমঃ। গুহ্যে—হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। পাদয়োঃ— শ্রীঁ কীলকায় নমঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, ইতি মূল মন্ত্র।

করন্যাস—ওঁ ক্লাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীঁ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লূঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লৈঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অঙ্গন্যাস— ওঁ ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লুঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লৈঁ কবচায় হূং। ওঁ ক্লৌঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্।

মূল মন্ত্রন্যাস— ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। গোপীজন অনামিকাভ্যাং নমঃ। বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। স্বাহা করতলকর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

হৃদয়াদিন্যাস—ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হূম। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

প্রাণায়াম ঃ—

কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসা টিপিয়া দুইবার মূলমন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষর) জপ করিতে করিতে বায়ুরেচন ত্যাগ করিবেন। অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা দক্ষিণনাসা টিপিয়া চারিবার জপ করিতে করিতে বায়ুপূরণ করিবেন। অনন্তর অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা দুই নাসা টিপিয়া বায়ু কুম্ভক করিয়া ছয়বার মন্ত্রজপ করিবেন। এইরূপে "বামে রেচন, দক্ষিণে পূরণ, উভয়ে কুম্ভক" এবং পুনঃ "দক্ষিণে-রেচন, বামে-পূরণ, উভয়ে-কুম্ভক" এই তিনবার প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়ামকালে ব্রজপরিকরের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবেন। শ্রীদশাক্ষর মন্ত্রে কামবীজ একবার জপে রেচন, সাতবার জপে পূরণ, বিংশতিবার জপে কুম্ভক করিবেন। এইরূপ প্রাণায়ামে অসমর্থ হইলে, রেচক-পূরক-কুম্ভকে ষোড়শ, দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃষষ্টি-বার কামবীজ জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবেন।

অথ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহিমামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।।

শ্রীভগবান বলিতেছেন— বাহুদ্বয়-দ্বারা মদীয় পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া "হে ঈশ ! আমি মৃত্যুর আক্রমণ হইতে ভীত, আপনার আশ্রিত আমাকে রক্ষা করুন " এই বলিয়া প্রণাম করনীয়।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি-শঙ্করৌ।
প্রণামশ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিস্ফলং ভবেৎ।।

ভগবানকে বামে, শিব-দুর্গাকে দক্ষিণে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম না করিলে নিস্ফল হয়।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম— দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।।

বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি মন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম করাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম— জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ।।

জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

একহস্ত প্রণামশ্চ একাচৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।।

একহস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ এবং অকালে অর্থাৎ ভোজনাদি সময়ে ভগবদ্দর্শন করিলে পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয়।

বস্ত্র প্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
শ্বিত্র স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মনি ভামিনি।।

যে ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত দেহে স্বাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে সে সপ্তজন্ম পর্যন্ত ধবল-কুষ্ঠরোগী ও মূর্খ হয়।

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়-সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু-নমস্কারো-হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।।

সভায়, যজ্ঞস্থানে, দেবমন্দিরে, পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে, পাঠাদি স্থানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে পূর্ব্বপুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়।

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপহোম নমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে।।

ভগবৎ মন্দিরে, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাদ্ভাগে, বামভাগে, নিকটে ও মন্দিরাভ্যন্তরে জপ, হোম ও নমস্কার কর্ত্তব্য।

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্র দদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণম্।। ৮ বিঃ ৩৯৪

দুর্গাকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, ভগবানকে চারবার ও মহাদেবকে অর্দ্ধবার (স্নাত জলের ধারা লঙ্ঘন অনুচিত) প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য।

যস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণামকম্।
দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ।। ৮বিঃ ৩৯৩

যিনি স্বাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন তিনি দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবেন।

ইতি—পূজা পদ্ধতির উপক্রমণিকা নামক
ষষ্ঠ কিরণ সমাপ্ত।

সপ্তম কিরণ

শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয় পূজা-পদ্ধতি

(শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী পরমারাধ্যপাদ শ্রীল সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয়ের পদ্ধতি অনুসারে লিখিত।)

নিশান্ত-কৃত্য

(সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৬ দণ্ডকাল অর্থাৎ ২ঘঃ ২৪মিঃ)

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে) জাগরিত হইয়া, নিম্নলিখিত শ্রীনাম-মালা কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিবেন। তৎপর আসনে বসিয়া সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম বন্দনা করিবেন।

অথ শ্রীনাম-মালা

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে।।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাম্ ।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাম্।।

তৎপর—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ।।
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।

ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

অতি সংক্ষেপে প্রণাম বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তিশক্তিকম্।।

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্ রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।
বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

তৎপর যথাক্রমেঃ— শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, পরম গুরুভ্যো নমঃ, পরাৎপর গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ, সমস্ত গুরুপাদগণেভ্যো নমঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীগদাধরায় নমঃ, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীবৃন্দাবনধাম্নে নমঃ, শ্রীবৃন্দাদেব্যৈ নমঃ, শ্রীযমুনাদেব্যৈ নমঃ, শ্রীগঙ্গাদেব্যৈ নমঃ, শ্রীরাধাকুণ্ডশ্যামকুণ্ডাভ্যাং নমঃ, শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনায় নমঃ, সমস্ত শ্রীব্রজবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীব্রজবাসি বৈষ্ণববৃন্দেভ্যো নমঃ।

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ।।

অনন্তর পদযোগে ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পৃথিবীকে নমস্কার পূর্ব্বক তৎসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।

সমুদ্র-মেখলে দেবি! পর্ব্বত-স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি! নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে।।

তৎপর—শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, মল-মূত্র-ত্যাগ শৌচাদি যথাবিধি সমাধান করতঃ শুদ্ধজল দ্বারা হস্ত-পদ-মুখ ধৌত করিয়া দন্ত-ধাবন করিবেন। তৎপর স্নানার্থে গঙ্গা-যমুনাদি তীর্থে তদভাবে পুষ্করিণী নলকূপাদিতে স্নান করিতে হইলে, তীর্থ আবাহন করিবেন। স্নানান্তে অঙ্গ-মার্জ্জনাদি করতঃ জলদ্বারাই দ্বাদশ-অঙ্গে জলতিলক ধারণ করিবেন। পরে আচমন করিয়া আপন ইষ্টদেবকে ধ্যান পূর্ব্বক কর-মালা দ্বারা মূলমন্ত্র দশবার, কামগায়ত্রী দশবার, একাগ্রমনে জপ করিয়া সকলের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করিবেন। তৎপর তীর্থদেবতাকে প্রণাম করিয়া বন্দনা অষ্টক স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করতঃ শুদ্ধ-কম্বলাদি আসনে উত্তর কিম্বা পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করতঃ পূর্ব্বোক্ত মতে আচমন, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক-ধারণ, নামমুদ্রা, পঞ্চমালা, নামাবলী, ধারণ করিবেন। তৎপর—গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক গুরুদত্ত-মন্ত্র সকল ক্রমপূর্ব্বক জপ করিবেন। শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সংখ্যা-পূর্ব্বক জপ করিবেন। মন্ত্রসকল একশত আটবারের কম জপ করিতে নাই, আর গায়ত্রী দশবার জপ করিবেন। মন্ত্রস্মরণ সঙ্গে সঙ্গে নিশান্ত লীলা স্মরণ ও মানসিক পূজা-সেবা করিবেন।

জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বৎ-প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মন্ত্র দেবতার দক্ষিণ শ্রীহস্তে তিনবার জল-সমর্পণ দ্বারা জপ-সমর্পণ করিবেন। মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ (স্মরণ) সময়ে স্ব-স্ব মন্ত্র-দেবতার শ্রীমূর্ত্তি একাগ্র-চিত্তে ধ্যান-পূর্ব্বক মন্ত্রার্থ স্মরণ-সহ জপ করা বিধেয়।

তৎপর—বাহ্য পূজার নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন। শ্রীগুরুদেব লৌকিক-ব্যবহারে অনুপস্থিত থাকিলে বা অপ্রকট হইলে মনে মনে আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন।

যথা— শ্রীগুরো! পরমানন্দ! প্রেমানন্দ ফলপ্রদঃ।
নবদ্বীপ-পরানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।।
শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফল-প্রদ।
ব্রজানন্দ পরানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।।

তৎপর—গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে আগমন পূর্ব্বক বারত্রয় করতালি সহকারে দ্বারোদ্‌ঘাটন করতঃ ঘন্টাবাদন করিতে করিতে নিম্নলিখিত বোধন-বাক্য পাঠ করিবেন।

যথা— উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ! সপার্ষদ জগৎপতে।
তয়া চোত্থীয়মানেন উত্থিতং ভুবনত্রয়ম্।।
গো-গোপ গোকুলানন্দ যশোদা-নন্দ-নন্দনঃ।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতেঃ।।

পরে দীপ জ্বালিয়া সিংহাসনের সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রভুর শয়ন-শোভা দর্শন করতঃ তৎপর ধীরে-ধীরে শ্রীচরণ-স্পর্শানন্তর সযত্নে শ্রীমূর্ত্তি উত্থাপন করতঃ প্রার্থনা করিবেন—

যথা— দেব প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রসাদং কুরু কেশবঃ।
অবলোকন-দানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুতঃ।।

তৎপর— শ্রীমুখ প্রক্ষালনার্থে আচমন-পাত্রে জল-গণ্ডুষ

প্রদান কর্ত্তব্য। পরে মূল-মন্ত্রের দ্বারা দন্ত-ধাবন-কাষ্ঠ বা তুলসী মঞ্জরী সমর্পণ করতঃ পুনরাচমন দিয়া শ্রীমুখ-কর-চরণাদি মার্জ্জন করা উচিত। তৎপরে নির্ম্মাল্য অপসারণ করতঃ শ্রীচরণে তুলসী-মঞ্জরী অর্পণ কর্ত্তব্য। তদনন্তর সুবাসিত জল ও মোহনভোগ, কচুরি লড্ডুকাদি নিবেদন করিয়া আচমন দিবেন ও তাম্বূলাদি সমর্পণ করতঃ শঙ্খ-ঘন্টাদি বাদন পূর্ব্বক মঙ্গল-আরতি অন্তে প্রণাম করতঃ নিশান্ত-লীলার পদ কীর্ত্তন করা উচিত। কীর্ত্তনান্তে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জন ও পূজার সামগ্রী আদি ধৌত করতঃ যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া পুষ্পচয়ন কর্ত্তব্য। (নিশান্ত-কৃত্য সমস্তই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিতে হয়) ইতি।

সূর্য্যোদয় হইলে প্রথমতঃ তুলসী চয়ন করিবেন।

চয়নমন্ত্র যথা— তুলস্যামৃত-জন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভবশোভনে।।
তদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মল বিনাশিনি!।।

এই মন্ত্রে তুলসী চয়ন করিবেন।

অথ মানসী যোগপীঠ পূজা ঃ—

শ্রীনবদ্বীপের যোগপীঠ পূজা—

প্রথমতঃ শ্রীনবদ্বীপস্থ যোগপীঠে রত্নসিংহাসনোপরি ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরচন্দ্র, গুর্ব্বাদি ক্রমে ধ্যান করতঃ পূজা করিবেন। তার মধ্যে প্রথমতঃ সুরধুনী-বেষ্টিত শ্রীনবদ্বীপ যোগপীঠের ধ্যান করিবেন।

অষ্টদলাকৃতি যোগপীঠে রত্নসিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে, তদ্দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে, বামে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে ও সম্মুখে কর্ণিকাতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, অদ্বৈত প্রভুর

দক্ষিণে শ্বেত-চামরধারী শ্রীবাস পণ্ডিতকে এবং অষ্টদলে অষ্ট মহান্তকে, অষ্ট-উপদলে অষ্টকবিরাজকে ও কেশরে অষ্টগোস্বামীকে যথাক্রমে ধ্যান করিতে হইবে।

তৎপর সিংহাসনের নিম্নভাগে বামপার্শ্বে সুখাসনে উপবিষ্ট ব্যাখ্যা-মুদ্রাধারী নিজ দীক্ষা-গুরুদেবকে ধ্যান করিবেন।

তদনন্তর শ্রীগুরুদেবের বামভাগে অবস্থিত সেবাভিলাষী নিজের সেবোপযোগী স্বরূপের ধ্যান করিবেন।

এইরূপ একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতঃ বাহ্য-পূজার বর্ণিত উপচার দ্বারা যথাক্রমে মনে মনে মানসী-পূজা করিবেন—

মানসী-পূজা যথা ঃ—

প্রথমে সাধকদাস গন্ধ, চন্দন, পুষ্পাদি দুইটি সুবর্ণ-পাত্রে সজ্জিত করিয়া একটি শ্রীগুরুদেবকে প্রদান করিবেন।

তখন শ্রীগুরুদেব, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভুকে যথাক্রমে পূজা করিবেন, তখন সাধকদাস আরতি সজ্জিত করিয়া অর্পণ করিবেন, পূজা আরতি, ইত্যাদি শেষ করিয়া শ্রীগুরুদেব আসিয়া আপন সুখাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন সাধকদাস সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী-পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া তিন প্রভুর ধ্যান ও পূজা— পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পরিধেয়, গন্ধ, পুষ্প ও তুলস্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করতঃ প্রসাদী-গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি অষ্ট মহান্ত, (শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর প্রসাদী, শ্রীশ্রীনিবাসচার্য্যের প্রসাদী করিয়া অষ্ট কবিরাজগণকে দিবেন) অষ্ট কবিরাজ ও অষ্ট গোস্বামিবর্গকে যথা—ক্রমে পূজান্তে আরতি ও ফলমূলাদি ভোগ অর্পণ পূর্ব্বক স্তব প্রণামাদি করিবেন। তৎপর শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে স্থিত হইয়া যোগপীঠের শোভাদর্শন কর্ত্তব্য।

নবদ্বীপে প্রাতে মহাপ্রভুর পুরস্থ যোগপীঠ মিলন, মধ্যাহ্নে শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে মাধবীমণ্ডপে ও রাত্রে শ্রীবাস অঙ্গনের যোগপীঠে মিলন ও সেবা হয়ে থাকে।

শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ পূজা

প্রথমতঃ একাগ্রচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিয়া পরে তত্রস্থ অষ্টদল কমলাকৃতি যোগপীঠোপরি শ্রীরাধাগোবিন্দকে এবং অষ্টদলে অষ্টসখী, অষ্ট-উপদলে অনঙ্গমঞ্জর্য্যাদি অষ্টমঞ্জরীকে, কেশরে শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি অষ্টমঞ্জরীগণকে যথাক্রমে ধ্যান করা উচিত। তদনন্তর সিংহাসনের নিম্নে বামভাগে আপন শ্রীগুরুরূপা মঞ্জরীকে শ্রীগুরু-প্রণালীকার স্বরূপানুসারে ধ্যান কর্ত্তব্য।

তৎপর শ্রীগুরুপ্রদত্ত আপন-মঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-পূজার জন্য তৎসমীপে আজ্ঞা লইয়া যথাক্রমে মানসিক পূজা করিবেন।

প্রথমে সাধকমঞ্জরী, গন্ধ, চন্দন, পুষ্পাদি দুইটি সুবর্ণ-পাত্রে সজ্জিত করিয়া একটি গুরুদেবীকে প্রদান করিবেন। শ্রীগুরুদেবী যথাবিধি ক্রমপূর্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা শেষ করিলে, সাধক মঞ্জরী আরতি সজ্জিত করিয়া অর্পণ করিবেন, পূজা-আরতি ইত্যাদি শেষ করিয়া শ্রীগুরুদেবী আসিবেন, তখন সাধকমঞ্জরী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদী-গন্ধ-পুষ্প দ্বারা সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুমঞ্জরী (আদি গুরু) গণকে যথাক্রমে পূজা শেষ করিয়া শ্রীগুরুদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দজীউকে যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও তুলসী পত্রাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী গন্ধ-পুষ্প ও মাল্যাদিতে শ্রীরাধারাণী আদি সখীগণকে যথাক্রমে পূজা করতঃ আত্মেশ্বরীর প্রসাদী নির্ম্মাল্যে অনঙ্গমঞ্জরী আদি শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণকে অর্পণ করিয়া পূজা করতঃ আরতি নির্ম্মঞ্ছন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে ফল-

মূলাদি অর্পণ করিয়া তৎপ্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীরাধিকাদি সখীগণকে অর্পণ করিয়া শ্রীরাধারাণীর প্রসাদী শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি গুরুমঞ্জরী ও দাসীগণকে যথাক্রমে অর্পণ করিয়া মানসিক-পূজা শেষ করণানন্তর শ্রীগুরুমঞ্জরীর পিছে স্থিত হইয়া যোগপীঠের শোভা দর্শন করিবেন। তৎপর বাহ্যপূজা করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে প্রাতে গুপ্তকুণ্ডস্থ যোগপীঠে, মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমদনসুখদাকুঞ্জে ও রাত্রে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দস্থলী মণিমন্দিরস্থ মহাযোগপীঠে সেবা হয়ে থাকে।

মানসিক পূজা প্রার্থনা —

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।।
স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যদর্থং পরিভাষিতম্।।

ইতি—যোগপীঠ-পূজা সমাপ্ত।

অথ বাহ্য প্রাতঃকৃত্য পূজা ঃ—

(প্রাতঃকাল —৬দণ্ড অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর ২ঘঃ ২৪মিঃ)

বাহ্য প্রাতঃকৃত্য সেবার্থে শ্রীগুরুর নিকট আজ্ঞা লইয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে গমন করতঃ করতালি বা ঘন্টা-বাদন সহকারে দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ,
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদম্,
মাধ্ব্যা গিরোপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ।।
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত।।

এই প্রবোধন-স্তুতি পাঠ অন্তে সেবার নিমিত্ত পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে অথবা যথাযোগ্য ভাবে শ্রীমূর্ত্তিকে বামভাগে রাখিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ পূর্ব্ববৎ আচমন করিবেন, তারপর শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে দক্ষিণ দিকে স্নানপাত্র ও জল; বামদিকে নিকটে আচমন পাত্র এবং নিজের দক্ষিণ দিকে সম্মুখে তুলসী, পুষ্প ও চন্দনাদি পাত্র এবং বাম দিকে আধারের উপরে শঙ্খ, ঘন্টা ও পঞ্চপাত্র স্থাপন কর্ত্তব্য। প্রসাদীহস্ত প্রক্ষালনার্থে পঞ্চপাত্র কিংবা ভিজা গামছা রাখা উচিত্, অন্যান্য দ্রব্য যথাযোগ্য-স্থানে রাখিতে হইবে। হস্ত-ধৌত পাত্র নিজ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রাখিতে হবে। প্রথমে আসন পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" তৎপর আসন স্পর্শ করিয়া—"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।।"

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু।।

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আসন অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তদুপরি পূর্ব্ব বা উত্তরাভিমুখে উপবেশন করা উচিত।

পঞ্চপাত্র স্থাপন-বিধি ঃ—

সম্মুখে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া কোণত্রয়ে যথাক্রমে "আধারশক্তয়ে নমঃ, অনন্তায় নমঃ, কুর্ম্মায় নমঃ" বলিয়া এবং মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে জলদ্বারা পূজা করিয়া তদুপরি পঞ্চপাত্র স্থাপন করিতে হইবে। তৎপর পঞ্চপাত্রের জলে "মং

বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া জলদ্বারা পূজা করিতে হইবে। জল-শুদ্ধি-করণম্ অঙ্কুশমুদ্রা যোগে জল আলোড়ন চিন্তা করিয়া—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি ! সরস্বতি ।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

এই মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবেন। তৎপর পঞ্চপাত্রোপরি ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা পঞ্চপাত্র আচ্ছাদন করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে।

শঙ্খ স্থাপন-বিধি ঃ—

সর্ব্বপ্রথম জল দ্বারা ভূমিতে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া। "ওঁ সুদর্শনাস্ত্রায় ফট্", "ওঁ সোম মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শঙ্খে জলপূরণ করিয়া ত্রিপদীর উপর স্থাপন করিতে হইবে। তৎপর শঙ্খের উপর আটবার কামবীজ জপ করিয়া তুলসীপত্র অর্পণ কর্ত্তব্য, পরে আটবার গায়ত্রী জপ অন্তে পুষ্পপ্রদান পরে শঙ্খ পূজা করণীয়। ধেনু এবং অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া সুগন্ধাদি অর্পণ করিবেন, চক্রমুদ্রা-দ্বারা রক্ষা করিয়া মৎস্যমুদ্রা-দ্বারা আচ্ছাদন কর্ত্তব্য। তৎপর শঙ্খ স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ অন্তে শঙ্খের জল লইয়া সমস্ত পূজার দ্রব্যের উপর ছিটা দিয়া নিজের শরীরে তিনবার ছিটাইতে হইবে। অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধজলে শঙ্খ পূর্ণ করতঃ ত্রিপদীর উপর স্থাপন করিতে হবে।

"ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য! নমোঽস্তু তে।।"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া পরে ঘন্টা স্থাপন করিতে হবে।

ঘন্টা-স্থাপন-বিধি :—

কামবীজ উচ্চারণ সহকারে নিজের বামপার্শ্বে পিতলের ছোঠথালির উপর ঘন্টা রাখিয়া "ওঁ জগদ্ধনিত ভো মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, "এতে গন্ধ পুষ্পে ঘন্টায়ৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা ঘন্টাপূজা করিয়া পরে বামহস্ত দ্বারা ঘন্টা বাদন করিতে করিতে নিম্নমন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। যথা—

সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টাবাদন্ত কারয়েৎ।।

দেবতার আবাহন কার্য্যে, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, পুষ্প ও নৈবেদ্য অর্পণে এবং স্নানের সময় ঘন্টা বাদন করিতে হয়।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবীকে পূজা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহাসনের নীচে বামপার্শ্বে বিরাজমান এবং শ্রীগুরুদেবী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সিংহাসনের নীচে বামে বিরাজমান, এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা আরম্ভ করা উচিত।

পূজা বিধি :—

এতৎ পাদ্যং (জল) শ্রীগুরবে নমঃ, ইদমাচমনীয়ং (জল) শ্রীগুরবে নমঃ এতৎ প্রোঞ্ছনবস্ত্রং (মুছাইবার গামছা) শ্রীগুরবে নমঃ, এতৎ স্নানীয়-জলং (জল) শ্রীগুরবে নমঃ, ইদং গাত্রপ্রোঞ্ছন-বস্ত্রং (গামছা) শ্রীগুরবে নমঃ, ইদং পরিধেয় বস্ত্রং (বস্ত্র) শ্রীগুরবে নমঃ, ইদম্ উত্তরীয়ং (উত্তরীয়) শ্রীগুরবে নমঃ, ইদমাসনং (আসন) শ্রীগুরবে নমঃ, এই প্রকার শ্রীগুরুদেবীকেও পূজা করিবেন।

যথা—এতৎ পাদ্যং (জল) শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।

প্রথম ক্রমানুসারে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবীকে পূজা করিতে হইবে। তৎপর শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবীর নিকট পূর্ব্ব প্রকার শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবার্থে প্রার্থনা করিতে

হইবে। পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুসারে শ্রীবিগ্রহকে জাগরিত করিতে হইবে। তদনন্তর নিম্ন প্রকারে পূজা আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথমবার যথা—

এতৎপাদ্যং—(শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া জল) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ,
এতৎ পাদ্যং—(" " ") শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ,
এতৎ পাদ্যং—(" " ") শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ,
এতৎ পাদ্যং—(" " ") শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ,

(এই প্রকারে নিম্নলিখিত দ্রব্যদ্বারা চার শ্রীমূর্ত্তিকে পূজা করিবেন।)

ইদমাচমনীয়ং—(জল)—চারি শ্রীমূর্ত্তিকে অর্পণ করিবেন।) নমঃ,
এতৎপ্রোঞ্ছনবস্ত্রং—(সাফী)—" " " ") নমঃ,
এতৎ দন্তকাষ্ঠং—(মাজন)—" " " ") নমঃ,
ইদং পুনরাচমনীয়ং—(জল)—" " " ") নমঃ,
এতৎ গাত্রপ্রোঞ্ছন বস্ত্রং-(সাফী)—" " " ") নমঃ,

দ্বিতীয়বার যথা—

দ্বিতীয়বার শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীবৃন্দকে পূজা করিতে হইবে।

এতৎপাদ্যং—(জল, শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া) শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতৎপাদ্যং—(জল, শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া) শ্রীরাধিকা, ললিতাদি সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এই প্রকার আচমনাদি প্রত্যেক সেবনীয় দ্রব্য উপযুক্ত অনুসারে প্রদান করিবেন।

তৃতীয়বার—শ্রীরূপগোস্বামী আদি, শ্রীগুরুবর্গাদি এবং শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি আর শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যাদিকে উপযুক্ত প্রকারে পূজা করিতে হইবে। যথা—

এতৎপাদ্যং (জল) শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎপাদ্যং (জল) শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎপাদ্যং (জল) শ্রীরূপাদি মঞ্জরীভ্যো নমঃ।
এতৎপাদ্যং (জল) শ্রীগুরু মঞ্জরীভ্যো নমঃ।

এই প্রকার আচমনাদি প্রত্যেক সেবার দ্রব্যদ্বারা পূজা করা উচিত। দ্বাদশীতে শ্রীবিগ্রহকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করানো বিধেয়।

তৎপর স্নান-পাত্রে চন্দন দ্বারা পদ্ম-কর্ণিকা রচনা করিয়া তদুপরি "ক্লীং" বীজ লিখিয়া চারি প্রভুর জন্য চারিপত্র তুলসী এবং পুষ্প প্রদান করিবেন। তদুপরি শ্রীমূর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়া শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি-তৈল এবং শ্রীচরণে তুলসী অর্পণ বিধি। তৎপর ঘন্টাবাদন করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহ, শালগ্রাম, গোপাল, গিরিধারী, গোমতীচক্র এবং নাম-ব্রহ্মকে স্নান করাইয়া এবং চিত্রপটাদি আহ্বান করতঃ স্মরণে পাত্রমধ্যে কল্পনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খজল-দ্বারা স্নান করাইতে হয়। স্নানমন্ত্র যথা—

উদকং চন্দনং চক্রং শঙ্খঞ্চ তুলসীদলম্।
ঘণ্টা, ঋচা, শিলা, তাম্র নবভিশ্চরণোদকম্।।

(শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিথিতে; অশৌচাদি হইলে এবং শ্রীমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষেক-স্নান করানো বিধেয়।)

পঞ্চামৃত স্নান— পয়ো-দধির্ঘৃতৈশ্চৈব মধু চ শর্করা যুতম্।
পঞ্চামৃতং ময়ানীতং স্নানার্থং পরিগৃহ্যতাম্।।

পঞ্চামৃত শোধন—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা একত্রে মিলাইয়া তুলসীপত্রে কামগায়ত্রী মন্ত্রে শোধন হইবে। তৎপর পঞ্চামৃত শঙ্খের মধ্যে নিয়ে অভিষেক স্নান করাইতে হইবে।

বস্ত্র-পরিধান নিয়ম— রবিবারে ও একাদশীতে লাল, পূর্ণিমা ও সোমবারে সাদা, মঙ্গলবারে গোলাপী, বুধবারে সবুজ, বৃহস্পতিবারে পীত বা বাসন্তী, শুক্রবারে বিচিত্র, শনিবারে ও অমাবস্যায় নীল বা কাল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। কোথায় কোথায় ভক্তের ইচ্ছানুসারে পোষাক পরিধান করানো হইয়া থাকে।

প্রথমবার যথা—

এতৎ স্নানীয়ং (সুবাসিত জল)— শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।
এতৎ " " শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।
এতৎ " " শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ।
এতৎ " " শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

দ্বিতীয়বার—

এতৎ স্নানীয়কং (সুবাসিত জল) শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতৎ স্নানীয়কং (সুবাসিত জল) শ্রীরাধিকা-ললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতৎ স্নানীয়ং (সুবাসিত জল) শ্রীরূপাদিগোস্বামিবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎ স্নানীয়ং (সুবাসিত জল) শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎ স্নানীয়ং (সুবাসিত জল) শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
ইদং গাত্রপ্রোঞ্ছন বস্ত্রং—শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা ক্রমানুসারে সকলের গাত্রপ্রোঞ্ছন করিবেন।
ইদং পরিধেয় বস্ত্রং—(বস্ত্র) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ইদম্ উত্তরীয়ং—(চাদর বা পট্টিকা) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

এতৎ যজ্ঞোপবীতং—(উপবীত) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ইদম্ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং—(তিলক) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

এতৎ আভরণং—(আভূষণ) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

সর্ব্বপ্রথমঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা করিবেন।

যথা—এষো গন্ধ-চন্দন—(চন্দন) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।

এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং (আটদল শ্রীচরণে দিবেন) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।

এতে গন্ধে-পুষ্পে—(শ্রীচরণে দিবেন) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

ইদং পুষ্পমাল্যং—(ফুলমালা) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।

শ্রীমহাপ্রভুর পূজার ন্যায় সবদ্রব্য দ্বারা এই প্রকারে—শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন।

তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রসাদী দ্রব্যদ্বারা শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যদ্বারা শ্রীরাধারাণী, ললিতাদি সখীবৃন্দকে পূজা করিবেন।

যথা—এষঃ শ্রীগৌর-প্রসাদী—গন্ধ চন্দনঃ শ্রীগদাধর
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতে-শ্রীগৌর-প্রসাদী-গন্ধে পুষ্পে " " " ।

এতৎ শ্রীগৌর-প্রসাদী তুলসীপত্রং (শ্রীহস্তে দিবেন) " " ।

ইদং শ্রীগৌর-প্রসাদী পুষ্পমাল্যং-(শ্রীগলে দিবেন) " " ।

এষঃ-শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী গন্ধঃ (চন্দন) শ্রীরাধিকা-ললিতাদি সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতে-শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী গন্ধে পুষ্পে " " " " ।

এতৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী তুলসীপত্রং (তুলসী শ্রীহস্তে দিবেন) " " ।

ইদং-শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী পুষ্পমালাং (শ্রীগলে দিবেন) " " " ।

শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে শ্রীরূপগোস্বামী আদিকে গৌর-প্রসাদীদ্রব্য দ্বারা এবং তাঁহাদের প্রসাদীদ্রব্য দ্বারা শ্রীগুরুবর্গকে পূজা করিবেন। শ্রীরাধিকার প্রসাদীদ্রব্য দ্বারা শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবর্গকে এবং তাঁহাদের প্রসাদীদ্রব্য দ্বারা গুরুমঞ্জরীর পূজা করা উচিত। যথা—

এতৎ শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রসাদী তুলসীপত্রং-শ্রীরূপগোস্বামিবর্গেভ্যো-রূপমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ, শ্রীগুরু-শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ এই প্রকার অন্য দ্রব্য সব অর্পণ করিবেন।

শ্রীগুরুবর্গের প্রসাদীদ্রব্য দ্বারা শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গের প্রসাদীদ্রব্য দ্বারা শ্রীগুরুমঞ্জরীদেবীর পূজা কর্ত্তব্য।

যথা— এতৎ-প্রসাদী তুলসীপত্রং শ্রীগুরবে নমঃ।

" " " " শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।

এই প্রকার সকল দ্রব্য দ্বারা পূজা বিধেয়।

পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যে, শুক, সুত, ব্যাস, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, হনুমান, বিভীষণ, অক্রুর, উদ্ধব, মার্কণ্ডেয়, যুধিষ্ঠির, অশ্বত্থামা, ধ্রুব, ভীষ্ম, কৃপ, বলি ও সনকাদি সর্ব্ব বৈষ্ণববৃন্দকে পূজা করিবেন।

তৎপর—ধূপ, পিতল পাত্রের উপর রাখিয়া, এষো ধূপো নমঃ, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তুলসীপত্র প্রদান করিয়া জল দ্বারা

উৎসর্গ, অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া—

বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘন্টা বাদন করিতে করিতে ধূপ প্রদান করিবেন।

যথা—ইদং ধূপং............... শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ ইত্যাদি।
" " ....শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।
" " ....শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ।
" " ....শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

তৎপর— ইদং প্রসাদী ধূপং শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

ইদং প্রসাদী ধূপং......... শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ।
....শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গেভ্যো নমঃ।
....শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
.... শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
.... শ্রীগুরু মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ— নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেস্বপ্যজা
মহিষী ক্ষীরং পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ।।

ছাগল দুধ, মহিষী-দুধ, পঞ্চনখ জন্তু, মৎস্য, অস্বাদু দ্রব্য, কেশকীট সমন্বিত, মুষিক, লাঙ্গুল (একপ্রকার জন্তু,বানর) কর্তৃক উচ্ছিষ্ট, অবজ্ঞায় দত্ত, যাহার উপর হাঁচি হইয়াছে,কপিত্থ (কদবেল),জামির, ডুমুর, পাকের পর কীটের সহ, কেশ বা নখসহ, যে দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দেওয়া হইয়াছে বা নিজে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এবং অন্য দেবতার প্রসাদ এই সকল নিষিদ্ধ। ভগবৎ প্রসাদ, সকল দেবতাকে দেওয়া যাইবে। অভক্ষ্য

দ্রব্য নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই। (হঃ ভঃ বিঃ ৮/১৫২,১৫৬-৫৭)

অভক্ষ্য দ্রব্য— (হঃ ভঃ বিঃ ৮/১৫৮-১৬৪) জালিশাক, কুসুম্ভ শাক, অশ্মন্তক শাক, পলাণ্ডু (পেয়াঁজ), রসুন, কাঞ্জিক, নির্যাস, গৃঞ্জন (গাজর), কিংশুক, কুকুণ্ড, উডুম্বর, পিন্যাক, বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, বৃহতি, দগ্ধ অন্ন, অলাবু, কলম্বি শাক, মদ্য, মাংস, মুলক। **বিশেষ—** মাঘে— মুলক, কার্ত্তিকে— বার্তাকু, ভাদ্রে— অলাবু, শ্রীহরি শয়নে— কলম্বী শাক।

প্রাণ্যঙ্গ চূর্ণ, মৌক্তিক শুক্তি চূর্ণ, চামড়ার জল, জম্ভীর লেবু, দগ্ধান্ন, মসুর আমিষ মধ্যে গণ্য। (ব্রঃ বৈঃ পুঃ ব্রহ্মখণ্ডে ২৭ / ২২)

অথ ভোগ নিবেদন বিধি :—

শ্রীনবদ্বীপধামে তিন প্রভুর জন্য তিন থালি, আর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এক থালি ভোগ প্রস্তুত কর্ত্তব্য। শ্রীবিগ্রহের সামনে জল দিয়া চতুষ্কোণ রচনা করিয়া চার আসন স্থাপিত করিয়া আসনের সামনে পানীয় জলপূর্ণ পাত্র এবং নৈবেদ্যের থালি স্থাপিত করিতে হয় পরে শঙ্খের জল ভোগের উপর ছিটা দিয়া "যং"—এই বায়ুবীজ দশবার জপ করিয়া। ভোগ অমৃতময় করিবার জন্য "রং"—এই বহ্নিবীজ দশবার জপ অন্তে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া তুলসীপত্র অর্পণ করিয়া ভোগ নিবেদন করা উচিত ।

যথা—"এতৎ তুলসীপত্রং নৈবেদ্যায় নমঃ।"— এই মন্ত্রোচ্চারণ অন্তে আচমন দিয়া মুখ মোছাইবার জন্য বস্ত্র দিবেন। অবগুন্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া ভোগ আবরণ দিবেন এবং চক্রমুদ্রা দেখাইয়া ভোগরক্ষণ করিবেন। যে প্রভুর ভোগ লাগাইবেন সেই প্রভুর মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া ভোগ বা নৈবেদ্য নিবেদন করিবেন।

যথা—এতৎ নৈবেদ্যং — শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।
” ” — শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।
” ” — শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ।
” ” — শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

“অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলগণ্ডুষ অর্পণ তৎপরে গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া প্রাণায়-স্বাহা, আপনায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সামানায় স্বাহা, মন্ত্র বলিয়া পরে ভোজনের জন্য প্রার্থনা করিয়া দ্বার বন্ধ করা উচিত। তিনপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিতেছেন এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শ্রীহরিনাম জপ এবং কামগায়ত্রী দশবার জপ করিবেন। কিছুক্ষণ পর—

ভোজন সমাপ্তি হইয়াছে এই প্রকার ভাবনা করিয়া হস্তে করতল ধ্বনি করিতে করিতে মন্দিরের দ্বার খুলিতে হবে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া “অমৃতপিধানমসি স্বাহা” মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গাদিকে আচমন জল অর্পণ করিতে হবে।

যথা—এতৎ আচমনীয়-জলং— শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।
” ” ” — শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।
” ” ” — শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ।
” ” ” — শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

তৎপর মুখ মুছিবার জন্য সূক্ষ্মবস্ত্র অর্পণ করিয়া তাম্বূলাদি অর্পণ বিধেয়।

যথা—এতৎ তাম্বূলং (মুখবাস)— শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।
” ” ” — শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।
” ” ” — শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ।
” ” ” — শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীগৌর-প্রসাদী নৈবেদ্য, শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে অর্পণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীরাধারাণী ও ললিতাদি সখীবৃন্দকে অর্পণ করিবেন।

যথা—এতৎ গৌরপ্রসাদী নৈবেদ্যং শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী নৈবেদ্যং শ্রীরাধারাণী-ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ।

তৎপরে আচমনাদি দিয়া প্রসাদী তাম্বূল অর্পণ করিবেন।

যথা—এতৎ গৌর-প্রসাদী তাম্বূলং শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী তাম্বূলং শ্রীরাধারাণী-ললিতাদি সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

এতৎ গৌরপ্রসাদী নৈবেদ্যং, শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গ এবং গুরুবর্গ আদিকে অর্পণ করিবেন।

শ্রীরাধিকা-প্রসাদি, শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবর্গ এবং গুরুমঞ্জরীবর্গ আদিকে অর্পণ করিবেন।

যথা—

এতৎ গৌর-প্রসাদী নৈবেদ্যং—শ্রীরূপাদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " " —শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎ শ্রীরাধিকা প্রসাদী নৈবেদ্যং শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " " শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।

তৎপরে আচমনাদি দিয়া প্রসাদী তাম্বূল অর্পণ করিবেন।

তদনন্তর আরতি করিবেন আরতি নিয়ম—যথা—

আদৌ চতুষ্পাদতলৈক দেশে দ্বিনাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকম্।
সর্ব্বেষুচাঙ্গেষু চ সপ্তবারান্ আরত্রিকং ভক্তজনৈক কুর্য্যাৎ।।

ততশ্চ সজল-শঙ্খ ভগবান্-মস্তকোপরি।
অষ্টধা ভ্রাময়িত্বাথ কুর্য্যান্নীরাজনং পুনঃ।।

এক তিন, পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি সংখ্যক গোঘৃত-কর্পূরযুক্ত বর্ত্তিকা দ্বারা আরতি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তুলসীপত্র অর্পণ করিয়া "এষ দীপো নমঃ" বলিয়া কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিতে হবে। উপরোক্ত অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া—

সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ সর্ব্বস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতি র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

— এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নিবেদন করিতে হয়।

যথা—ইদং দীপং — শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।
" " — শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।
" " — শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ।
" " — শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

তৎপরে দণ্ডায়মান হইয়া একপদ আসনে ও একপদ ভূমিতে রাখিয়া অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে প্রথমতঃ শ্রীভগবানের নয়ন পর্য্যন্ত ঐ দীপাবলী উঠাইয়া ঘন্টাবাদন করিতে করিতে শ্রীমূর্ত্তির চরণ লক্ষ্য করিয়া চারিবার, নাভিদেশে-দুইবার, মুখমণ্ডলে-একবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সাতবার দীপ ঘুরাইয়া পরে তুলসীদেবীকে একবার এবং দর্শকবৃন্দকে একবার দেখাইতে হয়। তৎপরে সজল-শঙ্খ শ্রীমূর্ত্তির মস্তক লক্ষ্য করিয়া আটবার ঘুরাইবেন ও বস্ত্র আটবার ঘুরাইবেন। গ্রীষ্মকালে চামর বা পাখা দ্বারা বাতাস করিবেন পরে শ্রীচরণে তুলসীদল বা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবেন। যথা ঃ—

এতৎ পুষ্পাঞ্জলিং (তুলসী বা পুষ্প) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ,
" " " " —শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ,
" " " " —শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ,

এতৎ পুষ্পাঞ্জলিং (তুলসী বা পুষ্প)—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

তৎপরে কিঞ্চিৎ শঙ্খজল গরুড় মূর্ত্তি, তুলসী এবং দর্শকবৃন্দের মস্তকোপরি অর্পণ করিবেন।

অথ শ্রীশ্রীতুলসী পূজা —

স্নানের পর শ্রীমন্দির লেপন সময় শ্রীতুলসীবেদী লেপন করিয়া শ্রীতুলসীদেবীর স্নান করাইতে হয়।

তুলসী মূলদেশ লেপন—

" ত্বন্মূলে সর্ব্ব তীর্থাণি ত্বৎপত্রে সর্ব্ব-দেবতাঃ।
ত্বদঙ্গে সর্ব্বপুণ্যানি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী।।"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তুলসীদেবীর মূলদেশ লেপন করিবেন।

তুলসীদেবীর স্নান—

"গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীম্।।"

এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া পরে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

তুলসীদেবীর অর্ঘ্য-প্রদান মন্ত্র ঃ—

" শ্রিয়ঃশ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর-সৎকৃতে।
ভক্ত্যাদত্তং ময়া দেবী অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে।।"

তৎপর পূজা করিবেন—

পূজা মন্ত্র ঃ—

"নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তু তে।।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক "এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ শ্রীতুলসীদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া গন্ধ ও পুষ্প প্রদান করিবেন। পরে শ্রীভগবৎ প্রসাদী-নৈবেদ্য-ইদং শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদনৈবেদ্যং ওঁ শ্রীতুলসী দেব্যৈ

নমঃ” বলিয়া অর্পণ করিবেন।

পরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিবেন। যথা—

“ মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব্ব-সৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী।
আধি-ব্যাধি-হরে নিত্যং তুলসি! ত্বং নমোঽস্তু তে।।”

পরে প্রার্থনা করিবেন যথা ঃ—

প্রার্থনা মন্ত্র ঃ—

“ ন পূজা ন জপো যজ্ঞস্ত্বয়া বিনা ভবেচ্চ ন।
প্রসন্না ভব দেবেশি! কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনি।।”

পরে প্রদক্ষিণ করিবনে যথা —

তুলসী-প্রদক্ষিণ মন্ত্র—

“ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরে কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণঃ পদে পদে।।”

তৎপরে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। যথা ঃ—

তুলসী প্রণাম —

যথা ঃ— বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

তৎপরে অতি সংক্ষেপে সকলের উদ্দেশে প্রণাম—

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্‌ভক্তায় নমো নমঃ।।

অথ পূর্ব্বাহ্নকৃত্য ঃ—

(প্রাতঃকালের পর ৬দণ্ড অর্থাৎ ২ঘঃ ২৪মিঃ কাল)

এই সময় সাধকদাস, স্তব ও প্রার্থনাদি পাঠ, নিয়মিত শ্রীহরিনাম জপ ও শ্রীবিগ্রহের ভোগার্থে রন্ধনাদি করিবেন।

ভোগ-রন্ধনার্থ শ্রীরাধারাণীর নিকট প্রার্থনা—

আগচ্ছাগচ্ছ লক্ষ্মীশে ! রাধে ! বৃন্দাবনেশ্বরি !
কৃষ্ণার্থং ক্রিয়তাং পাকং সুস্বাদ্বন্নং চতুর্ব্বিধম্।

ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি ! তদন্নং দেবদুর্ল্লভম্।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুষ্করং পরম্।।

তৎপরে— তৎকালোচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ করিবেন।

ইতি— পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপ্ত।

অথ মধ্যাহ্নকৃত্য ঃ—

(পূর্ব্বাহ্নের পর ৬ দণ্ড অর্থাৎ ২ঘঃ ২৪মিঃ কাল)

মধ্যাহ্নে সাধকদাস প্রাতঃকৃত্যের বাল্যভোগ নিবেদন বিধি অনুসারে রাজভোগাদি নিবেদন করিবেন। অতঃপর ভোগারতি কীর্ত্তনপদ গান করিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে শয়ন করাইবেন।

শ্রীমহাপ্রভুর শয়ন মন্ত্র ঃ—

যথা ঃ— আয়তাভ্যাং বিশালাভ্যাং শীতলাভ্যাং কৃপানিধে!।
করুণাপূর্ণ-নেত্রাভ্যাং নিদ্রাং কুরু জগৎপতে!।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়ন মন্ত্র ঃ—

যথা ঃ— শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দ যোগনিদ্রাং বিতন্বতাম্।
রাধয়া পুষ্প-শয্যায়াং দাসিগণ-নিষেবিতঃ।।

এই মন্ত্রে প্রভুকে শয়নার্থে প্রার্থনা করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিবেন। তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে মহাপ্রসাদ অর্পণ করিবেন। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তদীয় সেবান্তে শ্রীবৈষ্ণব ও অতিথিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া পরে নিজে মহাপ্রসাদ ভোজন করা কর্ত্তব্য। তৎপর বিশ্রামান্তে সংখ্যা-পূর্ব্বক মহামন্ত্র জপ ও মধ্যাহ্ন কালোচিত লীলা স্মরণ করিবেন।

ইতি—মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপ্ত।

অথ অপরাহ্ন কৃত্য ঃ— (মধ্যাহ্নের পর ৬দণ্ড অপরাহ্ন কাল) এই সময় সাধকদাস স্নান ও তিলক আচমনাদি করতঃ শ্রীমূর্ত্তি

উত্থাপন করাইয়া আচমন দিবেন। পরে ধূপ সুগন্ধ-আতরাদি প্রদান করতঃ কালোচিত ফল-মূল ও মিষ্টান্নাদি ভোগ লাগাইবেন। পূর্ব্ববৎ আচমন ও তাম্বূলাদি দিবেন। পরে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে অপরাহ্ন কালোচিত লীলাস্মরণ করিবেন ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করিবেন।

ইতি— অপরাহ্নকৃত্য সমাপ্ত।

অথ সায়াহ্নকৃত্য ঃ— (অপরাহ্ন পর ৬দণ্ড পর্য্যন্ত)

এই সময় সাধকদাস হস্তপদাদি ধৌত করতঃ শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও আচমনাদি করিয়া সংখ্যা পূর্ব্বক হরিনাম করিতে করিতে সায়াহ্ন কালোচিত লীলাস্মরণ করতঃ সন্ধ্যা-আরতি করিবেন। অনন্তর শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও তুলসীদেবীর পরিক্রমা দণ্ডবৎ এবং শ্রীগুর্ব্বাদির দণ্ডবৎ করতঃ বন্দনা, অষ্টক, সন্ধ্যা আরতি পদ ও প্রার্থনা-পদাদি কীর্ত্তন করিবেন।

ইতি— সায়াহ্নকৃত্য সমাপ্ত।

অথ প্রদোষকৃত্য ঃ— (সায়াহ্নের পর ৬দণ্ড কাল পর্য্যন্ত)

এই সময় সাধকদাস শ্রীহরিনাম করিতে করিতে প্রদোষ কালোচিত লীলাস্মরণ করিবেন। তৎপরে পূর্ব্ববৎ তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন দুগ্ধ ও সুবাসিত জল ভোগ লাগাইবেন ও আচমন দিয়া তাম্বূল দিবেন। তিন প্রভুর প্রসাদী শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, শ্রীগোস্বামিগণ ও গুরুবর্গকে অর্পণ করিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণ শ্রীরূপমঞ্জরী আদি এবং শ্রীগুরুমঞ্জরী আদিকে অর্পণ করিয়া আচমনাদি দিবেন। তৎপরে শয়ন আরতি করিয়া শ্রীমূর্ত্তি শয়ন করাইবেন। শয়ন মন্ত্র যথা ঃ—

গোবিন্দ পরমানন্দ যোগনিদ্রাং বিতন্বতাম্।
রাধয়া পুষ্প-শয্যায়াং দাসিগণ-নিষেবিতঃ।।
শ্রীরাধিকা সহিত কুসুমশয্যোপরি।
পরমানন্দময় নিদ্রাং ভজহ শ্রীহরি।।
বন্দিতং কৃষ্ণচন্দ্রস্য বামে রাধা সমন্বিতাম্।
নমস্য রাধিকানাথ নিদ্রাং কুরু জনার্দ্দনঃ।।

তারপর শ্রীমন্দিরদ্বার বন্ধ করতঃ বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিবেন। অনন্তর শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ও ক্ষণদাগীত পাঠ করিয়া বিহাগড়া কীর্ত্তনাদি করিবেন।

ইতি— প্রদোষকৃত্য সমাপ্ত।

অথ নক্তকৃত্য ঃ— (প্রদোষের পর ১২ দণ্ড কাল পর্য্যন্ত)

এই সময় সাধকদাস শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নক্ত-কালোচিত লীলাস্মরণ করিবেন, পরে অভিসার, মিলন এবং রাসাদিপদ সকল পাঠ করিবেন। পরে নক্তলীলা শেষ করিয়া সাধকদাস প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিবেন।

ইতি— নক্তকৃত্য সমাপ্ত।

ইতি— শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয় পূজা-পদ্ধতি সমাপ্ত।

আহ্নিক কীর্ত্তন ঃ—

(ভজন, পাঠের আদিতে)

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ,
(নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ)।।
জয় জয় যশোদা-নন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।।

জয় জয় মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।।
জয় জয় পঞ্চপুত্র-সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
জয় জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।।
জয় জয় হরিদাস বক্রেশ্বর বসু রামানন্দ।
জয় জয় সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্র গোপীনাথাচার্য্য।।
জয় জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু শ্যামানন্দ।
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি যত ভক্তবৃন্দ।।
তোমরা সবে মিলি কর কৃপা আমি অতি মন্দ।
সবে কৃপা করি দেহ গৌর-চরণারবৃন্দ।।

আহ্নিক কীর্ত্তনঃ—

(ভজন, পাঠের অন্তে)

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ।।

জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।।
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।।

জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা-বৃন্দ।
তোমরা কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবৃন্দ।।

মন্ত্র ও গায়ত্রী পদ্ধতি

শ্রীধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত—

শ্রীগুরুমন্ত্র যথা— "শ্রীং গুং ভগবদ্ গুরবে স্বাহা।"

শ্রীগুরুগায়ত্রী যথা পাদ্মে—"শ্রীগুরুদেবায় বিদ্মহে গৌরপ্রিয়ায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু-মন্ত্র যথা—" ক্লীং গৌরাঙ্গায় নমঃ"।

গৌরাঙ্গ-গায়ত্রী— ক্লীং গৌরাঙ্গায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোর্মন্ত্রো যথা— "ক্লীং জাহ্নবাবল্লভায় স্বাহা"।

নিত্যানন্দ-গায়ত্রী— "ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে অবধূতায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ"।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভোর্মন্ত্রো যথা— " ক্লীং অদ্বৈতায় স্বাহা"।

অদ্বৈত-গায়ত্রী— ক্লীং অদ্বৈতায় বিদ্মহে মহাবিষ্ণবে ধীমহি তন্নোঽদ্বৈত প্রচোদয়াৎ।

শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্য মন্ত্রো যথা— "শ্রীঁ গদাধরায় স্বাহা"।

গদাধর গায়ত্রী— শ্রীঁ গদাধরায় বিদ্মহে রাধারূপায় ধীমহি তন্নো গদাধর প্রচোদয়াৎ।

শ্রীবাস-পণ্ডিতস্য মন্ত্রো যথা— " শ্রীং শ্রীবাসায় স্বাহা"।

শ্রীবাস-গায়ত্রী— শ্রীং শ্রীবাসায় বিদ্মহে নারদরূপায় ধীমহি তন্নোঃ শ্রীবাস প্রচোদয়াৎ।।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র— ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণ-গায়ত্রী— ক্লী ঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীরাধা-মন্ত্র— " শ্রী ঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা।"

শ্রীরাধা-গায়ত্রী— শ্রী ঁ রাধায়ৈ বিদ্মহে কৃষ্ণ-বল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নোরাধা প্রচোদয়াৎ।

ললিতাদি অষ্ট সখীর মন্ত্র এবং গায়ত্রী—

(১) শ্রীললিতার মন্ত্র— শ্রীং ললিতায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং ললিতায়ৈ বিদ্মহে অনুরাধায়ৈ ধীমহি তন্নো ললিতা প্রচোদয়াৎ।

(২) শ্রীবিশাখার মন্ত্র— শ্রীং বিশাখায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং বিশাখায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপয়ৈ ধীমহি তন্নো বিশাখা প্রচোদয়াৎ।

(৩) শ্রীচিত্রার মন্ত্র— শ্রীং চিত্রায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং চিত্রায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো চিত্রা প্রচোদয়াৎ।

(৪) শ্রীইন্দুলেখার মন্ত্র— শ্রীং ইন্দুলেখায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং ইন্দুলেখায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো ইন্দুলেখা প্রচোদয়াৎ।

(৫) শ্রীচম্পকলতার মন্ত্র— শ্রীং চম্পকলতায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং চম্পকলতায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো চম্পকলতা প্রচোদয়াৎ।

(৬) শ্রীরঙ্গদেবীর মন্ত্র— শ্রীং রঙ্গদেব্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং রঙ্গদেব্যৈ প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো রঙ্গদেবী প্রচোদয়াৎ।

(৭) শ্রীতুঙ্গবিদ্যার মন্ত্র— শ্রীং তুঙ্গবিদ্যায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং তুঙ্গবিদ্যায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো তুঙ্গ বিদ্যা প্রচোদয়াৎ।

(৮) **শ্রীসুদেবীর মন্ত্র**— শ্রীং সুদেব্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং সুদেব্যৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো সুদেবী প্রচোদয়াৎ।

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জর্য্যাদি অষ্ট মঞ্জরীর মন্ত্র এবং গায়ত্রী—

(১) **শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং অনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং অনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে অনঙ্গমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽনঙ্গমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(১) **শ্রীরূপমঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং রূপমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং রূপমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে রূপমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নো রূপমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(২) **শ্রীমঞ্জুলালী-মন্ত্র**— শ্রীং মঞ্জুলালীমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং মঞ্জুলালীমঞ্জুর্য্যৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো মঞ্জুলালীমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(৩) **শ্রীরসমঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং রসমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং রসমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে রসমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নো রস-মঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।।

(৪) **শ্রীরতিমঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং রতিমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং রতিমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে রতিমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নো রতিমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(৫) **শ্রীগুণমঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং গুণমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং গুণমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে গুণমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নো গুণমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(৬) **শ্রীবিলাসমঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং বিলাসমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং বিলাসমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে বিলাসমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নো বিলাসমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(৭) **শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে প্রেমমাধুর্য্যৈ ধীমহি তন্নো লবঙ্গমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।

(৮) **শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী-মন্ত্র**— শ্রীং কস্তুরীমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং কস্তুরীমঞ্জুর্য্যৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো কস্তুরীমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ।।

(৯) **শ্রীবৃন্দাদেবী-মন্ত্র**— শ্রীং বৃন্দাদেব্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী— শ্রীং বৃন্দাদেব্যৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো বৃন্দাদেবী প্রচোদয়াৎ।

(১০) **শ্রীতুলসীদেবী-মন্ত্র**— "শ্রীং তুলসীদেব্যৈ স্বাহা।"

গায়ত্রী— শ্রীং তুলসীদেব্যৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো তুলসীদেবী প্রচোদয়াৎ।

(১১) **শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী-মন্ত্র**— "শ্রীং হ্রীং পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা।"

গায়ত্রী— "শ্রীং হ্রীং পৌর্ণমাস্যৈ বিদ্মহে যোগমায়ায়ৈ ধীমহি তন্নো পৌর্ণমাসী প্রচোদয়াৎ।"

(১২) ওঁ হ্রীং শ্রীং কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন ধীশ্বরী নন্দগোপসুতং দেবী ! পতিং মে করুতে নমঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র ১০৮ বার ও গায়ত্রী ১০ বার জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং" পৃষ্ঠা নং ২৫৩, ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবেন।

সন্ন্যাস মন্ত্র ঃ— ওঁ ক্লীং গোপীভাবাশ্রয় স্বাহা।

গায়ত্রী ঃ— হ্রিং শ্রীং ক্লীং সন্ন্যাসায় বিদ্মহে বিশ্বরূপায় ধীমহি তন্নো ভেকঃ প্রচোদয়াৎ।।

ভেকের মন্ত্র ঃ— ওঁ সোহং হংস পরমহংস পরমাত্মাদেবতা।
চিন্ময়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপং সোহং ধর্ম্ম।।

শ্রীশ্রীসিদ্ধমঞ্জরী প্রণালী ঃ—

১। নবদ্বীপ নাম— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ২। বৃন্দাবন নাম— শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী। ৩। বর্ণ— ইন্দ্রনীলমণি, তপ্তকাঞ্চন। ৪। বস্ত্র — পীতাম্বর, নীলাম্বর। ৫। অলঙ্কার — সর্ব্বপ্রকার, ঐ। ৬। স্বভাব— ধীরললিত, বামা। ৭। জন্মস্থান— নন্দীশ্বর, বৃষভানুপুর। ৮। বাসস্থান— নন্দীশ্বর, যাবট। ৯। কুঞ্জ — মদনানন্দ, ঐ। ১০। সেবা— উজ্জ্বলকৃষ্ণপ্রেম, ঐ। ১১। বয়স— ১৫/৯।৭দিন, ১৪/২/১৫দিন।

শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক এই সিদ্ধস্বরূপ প্রদান করা হয়। আপন-আপন দীক্ষাগুরু এই ভাবনাময় সিদ্ধস্বরূপ দান করেন।

ইতি— শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয় পূজা-পদ্ধতি নামক সপ্তম কিরণ সমাপ্ত।।

অষ্টম কিরণ

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ অষ্টকালীন স্মরণীয় লীলা ও সেবা

(সংক্ষিপ্ত সূত্র-রূপে লিখিত)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসূত্র

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে করি গাত্রোত্থান। সুবাসিত জলে কৈল মুখ প্রক্ষালন।।
তৈলাদি মর্দ্দন করি গঙ্গাস্নান কৈল। শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চনা করি ভোজন করিল।।
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে ভক্ত মন্দিরে গমন। কৃষ্ণ-কথা রসানন্দ কভু ত কীর্ত্তন।।
মধ্যাহ্নে পরমানন্দ সুরধুনী কূলে। নবদ্বীপ ভ্রমণ অপরাহ্নে কুতূহলে।।
সায়াহ্নে গমন করেন আপনার পুরে। প্রদোষেগণের সহ শ্রীবাস মন্দিরে।।
নিশাতে করেন তথা নাম সংকীর্ত্তন। নিশার্দ্ধে মাধবী মণ্ডপে করেন শয়ন।।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাসূত্র

নিশাশেষে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশিলা।
প্রাতে গোদোহন ভোজনাদি ক্রিয়া কৈলা।।
পূর্ব্বাহ্নেতে গোচারণ করি সখা সঙ্গে। মধ্যাহ্ন কালেতে বনে বিলসয়ে রঙ্গে।।
অপরাহ্নে পুনঃগোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া। সন্ধ্যাকালে সব সুহৃজ্জনে সুখ দিয়া।।
রাত্র্যারম্ভে প্রিয় সঙ্গে করিয়া ভোজন। রজনীতে কুঞ্জে রাধাসঙ্গে বিহরণ।।
অষ্টকালে এইরূপে যাঁর লীলা সদা। হেন কৃষ্ণ মোরে রক্ষা করুন সর্ব্বদা।।

এই নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের লীলাস্মরণে ও নিজ সিদ্ধ-স্বরূপের সেবায় সাধকগণ নবদ্বীপে শ্রীগৌর-পরিবার অন্তর্ভূক্ত শ্রীগুরুদেবের অনুগত সাধকরূপে অর্থাৎ নবদ্বীপে বা গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া উক্ত নিজ শ্রীগুরুদেবের অনুগত সেবকরূপে তাঁহারই ইঙ্গিত বা আদেশে শ্রীগৌরসুন্দরের যোগপীঠে সেবা করিতেছেন এরূপভাবে স্মরণ-তৎপর হইবেন। আবার, শ্রীবৃন্দাবনে বা ব্রজমণ্ডলে আহীরী বা গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরপরিবারের ব্রজলীলা-যূথেরই গোপ-কন্যারূপে (মঞ্জরীরূপে) স্বীয় শ্রীগুরুদেবের ব্রজস্বরূপের অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপা মঞ্জরীর অনুগতা সেবিকারূপে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-সুন্দরের যুগলসেবায় স্মরণ-তৎপর হইবেন। এই যুগলসেবার জন্য সিদ্ধ-স্বরূপ শ্রীগুরুদেব হইতে সাধক প্রাপ্ত হইবেন। নিজ কল্পিত কোন সিদ্ধ স্বরূপে কখনও সেবাপ্রাপ্তি ঘটিবে না এবং সেই স্বরূপে স্মরণ ব্যর্থ--স্মরণ মাত্র হইবে। মনে রাখিতে হইবে এই গৌর-গোবিন্দ সেবা আনুগত্যের সেবা। স্বাধীন সেবা নহে। নবদ্বীপে শ্রীগুরুদেবের ও বৃন্দাবনে শ্রীগুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যে তাঁহারই ইঙ্গিতে সেবা করিতে হইবে। এই অষ্টকালে সেবার সময়েই গৌর এবং যুগলের নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের লীলাদিও সাধক স্মরণ করিতে

থাকিবেন। সেই-সেই যোগপীঠে লীলা-স্মরণ এবং সময়োপযোগী সেবা-স্মরণে করিবেন, যাহাতে ক্রমে-ক্রমে ভজন সিদ্ধি হইবে।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিশান্ত-লীলাস্মরণ

(ছয় দণ্ড কাল)

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের অদূরে বহুবিধ কুসুমের উপবন বিরাজিত আছে। সেই উপবনে তিনটি অষ্টচালার চৌরী পুষ্পমণ্ডপ আছে। মধ্যস্থ স্বর্ণবর্ণ মণ্ডপে মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র, দক্ষিণদিকে শ্যামলবর্ণ মণ্ডপে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, উত্তরদিকে শ্বেতবর্ণ মণ্ডপে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং নিজ নিজ পারিষদবর্গও তাঁহাদের নিজ-নিজ আলয়ে এভাবে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণপালঙ্কে সুকোমল কুসুমশয্যায় শয়নে আছেন। মণ্ডপের চারিদিক কল্পবৃক্ষলতায় সুশোভিত। শ্রীগৌরসুন্দরের সুবর্ণবর্ণ মণ্ডপের চারি পাশে স্বর্ণবর্ণ পারিজাত কল্পবৃক্ষগণ তাহাতে সুন্দর মাধবীলতা বেষ্টনে অপূর্ব্ব-শোভা বিদ্যমান। সেইসব বৃক্ষলতায় ময়ূর, কপোত, শুক, কোকিলাদি পক্ষিগণ আছেন। ভ্রমরাদিরও নিবাস লতাপুঞ্জে। নিশার অবসানে পক্ষীগণের কূজনে নানা পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত। মন্দ-মন্দ মলয় পবন বহিতেছে। পক্ষিগণ কলরব এবং ভ্রমরকুল গুঞ্জন করিয়া উঠিলে শ্রীগৌরসুন্দর জাগিয়া নিজ শয্যাতে উঠিয়া বসিলেন। ভাব-বারিধি মহাপ্রভু-ব্রজে নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীযুগলকিশোর শয়নে রহিয়াছেন—সেই শয়ন-শোভা যেন দর্শন করিতেছেন এবং তৎভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। অঙ্গে ভাবাবলী বিকশিত হইল। গদ্‌গদ ভাষণে ভাবাবেগ প্রকাশিত হইতেছে। সেই কলরব গুঞ্জনাদিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সকলেই জাগরিত হইয়া বসিলেন।

সাধকদাস শয্যাত্যাগ করতঃ প্রথমে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুবর্গের ক্রম-পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালনাদি সেবা করিলেন।

তৎপর নিশান্ত সেবার দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া প্রভুর শয়ন মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত দুই প্রভু এবং সকল ভক্তবৃন্দও মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। প্রভুর সেই ব্রজ-নিকুঞ্জের ভাবাবেশ দর্শনে তদনুকূলে শ্রীস্বরূপ দামোদরাদি নিশান্ত-লীলার পদ গান করিতে লাগিলেন। সেই গান শ্রবণে সকলে নিজ-নিজ ভাবে নিশান্ত নিকুঞ্জ-লীলায় আবেশিত হইলেন। সাধক দাসও তৎসঙ্গে সিদ্ধ-দেহে লীলায় আবিষ্ট হইলেন। কিরূপ সেই লীলা?

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্ত-লীলাস্মরণ

শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জের যোগপীঠে মণিমন্দিরের পশ্চিমদিকে 'হেমাম্বুজ' নামে যে কুঞ্জ আছে, তাহাতে শ্রীযুগলকিশোর সুখনিন্দ্রায় আছেন। তাহার অষ্টদিকে অষ্টসখী ও অষ্টমঞ্জরীবৃন্দ ও বৃন্দাদি অন্যান্য সখীগণ শয়ন করিয়া আছেন। সাধিকা-দাসী (মঞ্জরী) ও শ্রীগুরুমঞ্জরীর শ্রীচরণতলে শায়িতা আছেন। নিশি-শেষ দেখিয়া ময়ূর, কোকিল, কপোতাদি পক্ষিগণ কলরব শব্দ করিয়া উঠিল। সাধিকাদাসী জাগিয়া নিজ মুখ প্রক্ষালনাদি করতঃ শ্রীগুরুদেবীকে পাদ সম্বাহনাদি দ্বারা জাগাইয়া মুখ প্রক্ষালনাদি সেবা করিলেন। পরে শ্রীগুরুদেবীসহ গুরুদেবীবর্গের কুঞ্জে গিয়া ক্রমে তাঁহাদেরও সেবা করিলেন। তৎপর শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গ শ্রীললিতাদি সখিগণ ও শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি মঞ্জরীগণ সঙ্গে যুগলের কুঞ্জাভিমুখে চলিলেন। সাধকদাসী পুষ্পমাল্য, সুবর্ণ পাত্রে সুবাসিত জল, মুছাইবার অর্দ্ধশুষ্ক সূক্ষ্মবস্ত্র বা গামছা, আরতির জন্য ধূপ, ঘৃতযুক্ত দীপাবলী, কর্পূর চামরাদি সব সেবার দ্রব্য সুবর্ণ চৌকিতে সজ্জিত করিয়া শ্রীগুরুমঞ্জরীর পিছে পিছে চলিলেন। শ্রীযুগলের কুঞ্জে আসিয়া তাঁহাদের শয়ন-শোভা ও রূপমাধুরী সকলে দেখিতে লাগিলেন। সাধক-দাসীও শ্রীগুরুদেবীর

বামে কুঞ্জের গবাক্ষ বা রন্ধ্র-পথে দেখিতেছেন। শ্রীবৃন্দাসখীর ইঙ্গিতে শুকশারি নানা পদ্য-ছন্দের সম্বোধনে শ্রীযুগল-কিশোরকে জাগাইল। শ্রীযুগলসুন্দর বসনাদি সংবিন্যাস করিয়া শয্যা ত্যাগ করতঃ রত্নসিংহাসনে গিয়া বসিলে নানা হাস-পরিহাস হইল। মুখ-প্রক্ষালনাদি সেবা হইলে শ্রীললিতা প্রেমানন্দে আরত্রিক বা নীরাজন করিলেন। অন্য সখীগণ চামর, পুষ্প-বর্ষণ,সুগন্ধবারি সিঞ্চনাদি সুখকর সেবা করিলেন। সাধিকা-দাসী শ্রীগুরুদেবীর করে তাম্বুল দিলেন। ক্রমে তাহা শ্রীললিতার হস্তে পৌঁছিলে তাঁহার সেবা হইল। ইত্যবসরে দূরে জটিলার আগমন হইতেছে দেখিয়া শ্রীবৃন্দার ইঙ্গিতে কক্খটী বানরী যুগলকে সম্বোধন করিয়া বার্ত্তা দিল। অমনি জটিলার ভয়ে কিশোর-কিশোরী ও সখীবৃন্দ সব বস্ত্র-ভূষণ সহ কুঞ্জত্যাগ করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় দ্রুত কদম্বখণ্ডি আসিয়া শ্রীরাধাশ্যামের বিচ্ছেদ হইল। শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে এবং শ্রীরাধিকা সখী-মঞ্জরীবর্গসহ বর্ষাণে বা যাবটে নিজালয়ে আসিয়া শয়ন করিলেন। সাধিকাদাসী শ্রীগুরুদেবী ও সখীগণ নিজনিজ স্থানে গেলেন।

এই সকল লীলার পদাবলী গান হইবার কারণে এবং যুগলকিশোর নিজালয়ে গিয়া শয়ন করাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং ভক্তবৃন্দের ও সাধকদাসের শ্রীগুরুবর্গের ব্রজভাব-আবিষ্টতা দূর হইয়া সকলে বাহ্যদশায় স্থিত হইলেন। তৎপরে মহাপ্রভু নিজ মণ্ডপের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় রত্নবেদীতে দুই প্রভু সহ আসিয়া বসিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে সাধকদাস শ্রীগুরু ইঙ্গিতে সুবাসিত জলের সুবর্ণ পাত্র দিলেন। তিনি তিন প্রভুর মুখ ধোয়াইলেন। তৎপর সাধকদাস আরত্রিকের সব সামগ্রী শ্রীগুরুদেবের হস্তে দিলেন। তিনি স্বরূপদামোদরকে দিলেন। তিনি আরতি সম্পন্ন করিয়া ব্রজযুগলের যমুনাদর্শনানন্দের গান

করিলেন। মহাপ্রভুর ভাব নিরসন হইলে দুই প্রভু ও ভক্তগণ সহ নিজ গৃহে আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত দুইপ্রভু মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণসহ সকলে নিজনিজ গৃহে গমন করিলেন। শয়নের পূর্ব্বে সাধকদাস শ্রীগুরু ইঙ্গিতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল প্রক্ষালন করিয়া মুছাইয়া দিলেন এবং শয়ন করিলে শ্রীগুরু আদেশে মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর আলয়েও তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিয়া এবং পরে শ্রীগুরুদেবের পাদ ধৌত করিয়া মুছাইলেন, শয়ন করিলে তাঁহার পাদ-সম্বাহন করতঃ তিনি নিদ্রাগত হইলে সাধকদাস তৎ-পদতলে শয়ন করিলেন।

ইতি— শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের নিশান্ত-লীলা স্মরণ সমাপ্ত।

শ্রীনবদ্বীপ-প্রাতঃলীলাস্মরণ (ছয় দণ্ডকাল)

(প্রভুর পুরে পুষ্পোদ্যান-স্থিত যোগপীঠে)

সাধকদাস প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিলেন। গঙ্গাস্নানান্তে নিজ স্বরূপ (তিলকাদি বেশ) করতঃ তুলসীতে জল-দান, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য কোমল আম্রপত্র, দন্তসংস্কারচূর্ণ, সোনার দন্ত-শোধনী, স্বর্ণপাত্রে জল, সূক্ষ্ম-গামছা, কর্পূরযুক্ত গঙ্গার ছানা পলি-মাটী ইত্যাদি ও বস্ত্রাদি যথাস্থানে রাখিয়া শ্রীগুরুসুন্দরের পদ-সেবা করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। তিনি শৌচাদি, স্নান ও প্রাতঃকৃত্য করিলেন। সাধকদাস সেইকালে যথোচিত সেবা করিলেন। অনন্তর শ্রীগুরুবর্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দুইজনের সেবা করিয়া সকলের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের শয়ন-মন্দিরে আসিলেন। গৌরপরিকর ভক্তবৃন্দও আসিলেন। সকলে মহাপ্রভুর শয়ন-শোভা দর্শন করিতেছেন। ইত্যবসরে প্রভুর জননী শ্রীশচীদেবী জাগিয়া নিজ প্রাণপ্রিয় শ্রীনিমাই মণিকে

জাগাইবার নিমিত্ত তথায় আসিলেন। মাতা—"জাগ, উঠ বাপ নিমাই, তোমার সকল প্রাণপ্রিয়গণ আসিয়াছে, তাদের সঙ্গে তোমার প্রাতঃকৃত্য ও গঙ্গাস্নান-পূজনাদি সমাপন কর। তোমার ভোজন প্রস্তুত। বিলম্ব করিও না।" প্রভু নিমাইচাঁদ জাগিয়া মাতৃদেবীর শ্রীচরণে প্রণতি করিলেন। নিত্যানন্দাদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুবর্গের পশ্চাতে সাধক দাসও প্রণাম করিলেন। মাতা বাছাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করতঃ মস্তকাদিতে হাত ফিরাইয়া আদর করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দর-শ্রীনিতাই-অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া রত্নবেদীতে আসিয়া বসিলেন। শ্রীগুরু আদেশে সাধকদাস সুবাসিত জলে মহাপ্রভুর মুখ ধোয়াইয়া সূক্ষ্ম-বস্ত্রে মুছাইয়া দিলেন। প্রভুর তখন ব্রজের প্রাতঃলীলাবেশ হইল। প্রভুর ভাবানুকূল ও ভাব-পুষ্টি-বিধায়ক যাবটে শ্রীমতী রাধিকার জাগরণপদ গান করিলেন শ্রীস্বরূপ দামোদর।

গান সমাপ্ত হইলে প্রভুর ভাব নিরসন হইল। তবে মহাপ্রভু বাহ্যকৃত্য ও দন্ত-ধাবন, রসনা-শোধনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীঅঙ্গে ও কেশে সুগন্ধি তৈলাদি মাখিয়া দুই প্রভু ও ভক্তবৃন্দসহ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। সাধকদাস শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে যথোচিত সেবাদি করিলেন এবং প্রভুগণের পরিধেয় বস্ত্রাদি, গামছা গঙ্গাপূজনের দ্রব্যাদি লইয়া শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে চলিলেন। প্রভুসহ সকলে গঙ্গাকে প্রণাম করতঃ জলে নামিলেন। আনন্দভরে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে নানারঙ্গে 'কয়া কয়া' ও জল সিঞ্চনাদি নানা জলক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলেন। শ্রীগুরু ইঙ্গিতে সাধকদাস প্রভুদের শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া যথাক্রমে তাঁহাদের অরুণ, নীল ও শ্বেত পরিধেয় এবং উত্তরীয়াদি পরাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু গঙ্গার পূজন করিয়া স্তবাদি

পাঠ করিতে করিতে গৃহে আসিয়া রত্নবেদীতে বসিলেন। সাধকদাস মহাপ্রভুর ও প্রভুদ্বয়ের কেশ-সংস্কার, তিলক রচনা এবং নানা ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত করিলেন। দর্পণে প্রভু নিজ মাধুরী দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। শচীমাতার আদেশে শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনারায়ণের ভোগ ও শৃঙ্গার আরতি করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পুর বর্ণন

উত্তর দ্বার

দাসীগণালয়	রত্নভাণ্ডার
লক্ষ্মীপ্রিয়ার-শয়নালয়	লক্ষ্মীপ্রিয়ার-বৈঠক

তিনপ্রভুর দন্তধাবন-স্নানালয়	ঈশানদাস-আলয়	কূপচক ○ পুষ্পোদ্যান
তিনপ্রভুর-শিঙ্গারালয়	শচীমাতার-শয়ন-আলয়	জগন্নাথ-মিশ্রের-শয়নালয়

পশ্চিমদ্বার॥ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গভবন- -৩০ চক॥ পূর্ব্বসিংহদ্বার

কূপ, তড়াগ, বেদী মণ্ডপ, পুষ্পোদ্যান, যুক্ত-চক।	শচীমাতা, সীতা ও মালিনী আদির-ভোজনালয়।
বিষ্ণুপ্রিয়ার-শয়নালয়।	লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ার-ভোজনালয়।
দাসীগণালয়	বিষ্ণুপ্রিয়ার বৈঠক
রত্ন-ভাণ্ডার	রন্ধনালয়

মহাপ্রভুর-শয়নালয়	যোগপীঠ পুষ্পোদ্যান	খলিচক
মহাপ্রভুর ভোজনালয়	রাত্রে বন্ধু-বৈঠক	অভ্যাগত আলয়
শ্রীনারায়ণ-মন্দির	নৃত্যাঙ্গন	দাসগণালয়
নারায়ণের-ভাণ্ডার	চন্দ্র শালা	কূপচক্র ○ পুষ্পোদ্যান

দক্ষিণ দ্বার

নানাবাদ্য নৃত্যগীত হইল। তৎপর শ্রীশচীমাতা তিন প্রভু ও ভক্তবৃন্দকে গৃহে বসাইয়া নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য রসালা ও পায়সাদি প্রসাদ ভোজন করাইলেন। অতঃপর গৃহ-বারান্দায় সকলে বসিয়া শ্রীগদাধর মুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিলেন। শচীমাতা, জাহ্নবাঠাকুরাণী, সীতাঠাকুরাণী, মালিনীদেবী এবং লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তথা দাস-দাসীগণও প্রসাদী ভোজন করিলেন। সাধকদাস বাসনাদি-মার্জ্জন, প্রসাদী-স্থল সংস্কার করিয়া মহাপ্রভু-সকাশে শ্রীগুরু সন্নিধানে আসিলেন। পাঠ শ্রবণান্তর মহাপ্রভু দুই প্রভু সহ যোগপীঠে (পুষ্পোদ্যানে) আসিয়া অষ্টমণি নির্ম্মিত কল্পবৃক্ষ মূলে পদ্মাকৃতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সাধকদাস তিন প্রভুর পূজন করতঃ সুমাল্য চন্দনে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের আরতি করিলেন। প্রসাদী মাল্যাদি গদাধরাদি ভক্তবৃন্দকে এবং সেই প্রসাদী মাল্য শ্রীগুরুবর্গকে ক্রমানুসার অর্পণ করিলেন। তখন বেদী'পরে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাবনিধি শ্রীগৌরগুণমণি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাতঃলীলায় অর্থাৎ শ্রীমতীর প্রাতঃকৃত্য, স্নান, বেশাদি রচনা, নানাবিধ শিঙ্গার, নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য রসুই প্রস্তুত করণার্থে গমন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্য, গোদোহন, স্নান, বেশভূষাদি ধারণ, ভোজন, আরতি ইত্যাদি ব্রজভাবে আবিষ্ট হইলেন। ভাববিজ্ঞ গৌরপ্রিয় রসিকপার্ষদ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর ভাব-মরম উপলব্ধি করতঃ গান করিতেছেন।

ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাতঃলীলা স্মরণ

(ছয় দণ্ডকাল)

প্রেমময়ী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী যাবটে (কখনও পিতৃগৃহে বর্ষাণে) অন্তঃপুরে নিজালয়ে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে জাগিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সাধিকাদাসী নিজ যূথের শ্রীগুরুমঞ্জরী তথা গুরুমঞ্জরীবর্গের যথাক্রম প্রাতঃকৃত্য, স্নান, বেশভূষাদি সেবা

করিয়া শ্রীমতীর প্রাতঃকৃত্য সামগ্রী সাজাইয়া তাঁহাদের অনুগমন করতঃ শ্রীরাধারাণীর সন্নিধানে আসিলেন। সকল সখী-মঞ্জরীগণও আপন আপন আলয় হইতে স্নান-বেশভূষাদি করিয়া আসিয়াছেন। সখীগণের সহিত হাস-পরিহাস রসালাপ হইল। এই সময় শ্রীমুখরাজী আসিয়া রাইধনির অঙ্গে পীতবাস দেখিয়া বাহ্য-ভর্ৎসনা করতঃ সূর্য্যপূজার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া গেলেন। তখন রাইকিশোরী উঠিয়া সাধকদাসীর আনীত সুবাসিত জলাদি দ্বারা মুখ প্রক্ষালন দন্তধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়া রত্ন-চৌকীতে বসিলে শ্যামাসখীর সহিত রজনীতে শ্যামসুন্দরের সহিত বিলাসের রসোদ্‌গার পরিহাস কথোপকথনাদি হইল। পরে মধুরাঙ্গী (মধুরিকা) সখী পৌর্ণমাসীর নন্দালয়ে গমন, শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ, উত্থাপন, মুখ-প্রক্ষালন, বলরাম ও সখাগণের আগমন, মাখন-মিশ্রী আহার, সখাগণ ও মধুমঙ্গলের সহিত নানা হাস-পরিহাস কথন, পরে গো-দোহনে গমনাদি কথা শ্রীমতীকে শ্রবণ করাইলেন। শ্রীমতী শ্রবণ করিয়া নন্দালয়ে যাইবার জন্য তদীয় প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। অতঃপর রজক-কন্যা মঞ্জিষ্ঠা শ্রীমতীকে স্নানযোগ্য বস্ত্র পরাইল। উদ্বর্ত্তন-সুদক্ষা নাপিত কন্যা সুগন্ধা ও নলিনী সুগন্ধি আমলা এবং নারায়ণ তৈলাদি দ্বারা কেশাদির উদ্বর্ত্তন করিলেন—এই ভাবে স্নানবেদীতে আসিয়া রাইকিশোরী স্নান সমাপন করিলেন। তৎপরে ঘাঘরা, শ্যামবর্ণ ওড়নী আদি বেশ, কেশ-সংস্কার নীবী-বেণী বন্ধন, সিন্দুর, কাজল, তিলকাদি রচনা, চরণে অলক্তক ইত্যাদি ষোড়শ শৃঙ্গার এবং পরে দ্বাদশ ভূষণে শ্রীমতীকে নানাসখী নানাভাবে মনোমোহিনী রূপে ভূষিতা করিলেন। দর্পণে নিজ-মাধুরী দর্শন করিয়া প্রাণনাথের চিত্ত সুখকর হইবে কিনা ভাবে বিভোরা হইলেন। প্রিয়াজীর রূপ-মাধুরী দর্শনে সখী-মঞ্জরীগণ আত্মহারা হইলেন।

ইত্যবসরে তথায় নন্দালয় হইতে হিরণ্যাঙ্গী (হিরণ্যাক্ষি) সখী আসিলেন। শ্রীপ্রিয়াজী সমুৎসুক হইয়া নন্দালয়ের বার্ত্তা জানিতে চাহিলে সখী বলিতেছেন—সখি রাধে! দাসগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে স্নানবেদীতে বসাইলে নাপিত পুত্রদ্বয় সুবন্ধ ও সুগন্ধ চিত্তহারী সুগন্ধি তৈল চর্চ্চিত করিয়া দিলে সুবাসিত শীতল জলে রক্তক স্নান করাইল, পত্রক দাস মুছাইয়া নীল-পীত বস্ত্র পরিধান করাইল। তারপর শৃঙ্গার বেদীতে বসাইয়া কত মনোহর শৃঙ্গার বেশ-ভূষণে তাঁহাদিগকে ভূষিত করিল। বলরামের দাসগণ তাঁহাকে শৃঙ্গার করিল। ভাগুরী মুনি ধান-দুর্ব্বা মস্তকে দিয়া রাম-কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যশোদা মাতা তাঁহাকে গাভীবৎস স্বর্ণরৌপ্যে ভূষিত করিয়া দান করিলেন। পরে মধুমঙ্গল সখা নারায়ণের পূজন করতঃ আরতি করিলে মাতা যশোমতি রামকৃষ্ণ ও সখাগণকে বসাইয়া নানা লাড্ডু-মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইলেন। রাধে! মাতা তোমার জন্য প্রসাদ দিয়াছেন তাহা তোমার ভোজন-গৃহে রক্ষিত আছে। তাহা ভোজন কর বলিয়া হিরণ্যাঙ্গী চলিয়া গেলেন। কিশোরীমণি আনন্দভরে তখন সখীগণ সঙ্গে প্রসাদ আস্বাদন করিলেন এবং আচমন করতঃ সুবর্ণ চৌকিতে আসিয়া বসিলেন। সাধিকাদাসী গুরুদেবী প্রদত্ত শ্রীমতীর অধরামৃত পাইলেন এবং অন্যান্য দাসিগণও পাইলেন। পরে সাধিকা-দাসী মৃদুমন্দ চামর ব্যজনে তৎপরা হইলেন।

কিশোরীমণি নন্দালয় হইতে কুন্দলতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুন্দলতা, আসিয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধন করিতে লইয়া যাইবার জন্য জটিলার প্রতি যশোমতি মায়ের অনুরোধ জানাইল। তখন জটিলা রাধিকাকে বলিলেন—"যাও রাই নন্দালয়ে গিয়া নন্দরাণীর ইচ্ছানুসারে রন্ধন কর।" অতঃপর জটিলার আদেশে নিজ পক্কিত মিষ্টান্নাদি দাসীগণের

হাতে দিয়া কুন্দলতার সঙ্গে সখীবৃন্দসহ নন্দালয়ে আসিলেন। সখী ধনিষ্ঠা আসিয়া নন্দীশ্বর ও নন্দপুরের শোভা দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন গো-দোহন করিতেছেন। সেই সময় তাঁহার সহিত রাধিকার ক্ষণিক নয়নে নয়নে মিলন হইল। অতঃপর রাই দ্রুত অন্তঃপুরে রন্ধনার্থে গমন করিলেন।

শ্রীযাবটপুর বর্ণন

দুর্মদের-শয়নালয়	আয়ানের-শয়নালয়	বন্ধু বৈঠক	পূর্বসিংহদ্বার	শ্যামাসখীর-আলয়	চন্দ্রশালা
জটিলার-শয়নালয়-	আয়ানের-বৈঠক	ভোজনালয়		দাসীগণালয়	সখীগণালয়
গোলগোপ-শয়নালয়	ভাণ্ডারালয়	রন্ধনালয়		শ্রীরাধার-ভোজনালয়	শ্রীরাধার বৈঠর

উত্তরদ্বার ॥ শ্রীশ্রীযাবটপুর- -২৬ চক ॥ দক্ষিণদ্বার

শ্রীরাধাও অনঙ্গ-মঞ্জরীর-দন্তধাবনালয়	শ্রীরাধা-অনঙ্গ-মঞ্জরীর-স্নানালয়		শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরীর শিঙ্গার-আলয়	শ্রীরাধার-শয়নালয়	অনঙ্গমঞ্জরী শয়নালয় গুপ্তপথ
চিড়িয়াখানা	ঘৃত ভাণ্ডার	পশ্চিমদ্বার	দুগ্ধভাণ্ডার	রত্নভাণ্ডার	পাকামিষ্টান্ন ভাণ্ডার রন্ধনালয়

যাইয়া মাতা যশোদা ও রোহিণীকে প্রণাম করিলেন। সখীগণও প্রণাম করিলেন। দাসীগণও মিষ্টান্নাদি অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন। যশোমতি রাই ও সখীগণকে স্নেহে উঠাইয়া শিরঃঘ্রাণ লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মাতা রোহিণীসহ রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। আর সখীগণকে রন্ধনের সামগ্রীসমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া গেলেন। সখীগণ নিপুণা। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে উনুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া সামগ্রী সরবরাহ করিতেছেন। স্বর্ণ-চৌকিতে উপবিষ্টা হইয়া রাই-কিশোরী নানা প্রকার সুখাদ্য সুস্বাদু পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি শীঘ্রই রন্ধন করতঃ স্বর্ণ-রৌপ্য থালিতে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। লীলাশক্তি যোগমায়া এ সকলে অলক্ষিতে সহায়কারিণী। তাই ত্বরিতে সব রন্ধন হইতেছে। সাধিকাদাসী শ্রীগুরুমঞ্জরীর আদেশে পশ্চাতে থাকিয়া প্রেমভরে কিশোরীমণিকে ব্যজন করিতেছেন। সখীগণও নানাপ্রকার রসালা ও মুখরোচক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলেন। মাতা রোহিণীও চন্দ্রাকৃতি লুচি, ক্ষীরসর, পীঠা-পানা, শিখরিণী করিয়াছেন। অমৃতকেলী, পীযূষ-গ্রন্থি, রসাবলী, কর্পূরকেলী, অনঙ্গ-গুটিকা, ছানার বহুবিধ মিষ্টদ্রব্য, বহুবিধ লড্ডুক করা হইয়াছে। অনেক চন্দ্রাকৃতি ঘৃতযুক্ত রুটি, লুচি, পুরী, কচুরী কতই না মধুর সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। মধুর সুগন্ধিযুক্ত ঘৃতান্ন, বহুবিধ ব্যঞ্জন, দধি, পনীর, মাঠা, ঘোল, দধি, বড়ি, নানা আচার ইত্যাদি অসংখ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইল। সব রজত পাত্রে ধরিয়া রাখা হইল। তখন রোহিণী মাতা সব যশোদা মাতাকে দেখাইলে তিনি দেখিয়া খুব তৃপ্তা হইলেন। রাধা এবং সখীগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। এত অল্পসময়ে এত দ্রব্য প্রস্তুত হওয়াতে মা যশোদা আনন্দিতা এবং বিস্মিতাও হইলেন। তখন মাতার আদেশে মধুমঙ্গল আসিয়া শ্রীনারায়ণের ভোগ লাগাইয়া যথাসময়ে

আরতি করিলেন। সখীগণসহ শ্রীরাম-কৃষ্ণ আরতি দেখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। বিগ্রহের শয়নান্তে মা যশোদা ভোজনের জন্য সকল সখাগণকে সারি-সারি বামে দক্ষিণে বসাইয়া মধ্যে রাম-কৃষ্ণকে বসাইলেন। মাতা রোহিণী পরিবেশন করিতেছেন। শ্রীরাধা ললিতা আনিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতেছেন। মাতা সকলের রুচিমত ভোজন করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও সখাগণের মধ্যে কতই আনন্দ হাস-পরিহাস ও সোল্লাস বচন বিনিময় হইল। এইরূপে সকলের প্রাতঃভোজন পর্ব্ব শেষ হইল। আচমনান্তে শ্রীরাম-কৃষ্ণ পালঙ্কে বসিয়া কর্পূর, এলাচী, রসবাস ও সুগন্ধি দ্রব্যাদিযুক্ত তাম্বুল সেবা করিয়া বিশ্রাম করিলেন। দাসগণ চামর ব্যজন করিলেন। তারপরে যশোদামাতা সখীগণসহ রাই কিশোরীকে ভোজন করাইলেন। ধনিষ্ঠা আসিয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত দিলেন। আনন্দভরে ভোজন সমাপিয়া রাইমণি পালংকে বিশ্রাম করিতেছেন। দাসীগণ সুগন্ধি তাম্বূল ও শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূলশেষ দিলে রাইধনি পরমসুখে পাইলেন। তাঁহারা ব্যজন করিতেছেন। সাধিকা-দাসীও কিছুক্ষণ ব্যজন করিয়া শেষপ্রসাদ থালিতে রাখিয়া বাসনাদি মার্জ্জন ও ভোজনস্থল সংস্কার করিয়া গুরুদেবীর আজ্ঞায় তদীয় ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পাইলেন।

এদিকে শ্রীরাধা সখীগণসহ নন্দীশ্বরের পশ্চিমে পুষ্পোদ্যানস্থ গুপ্তকুণ্ডে আসিয়া ষড়ঋতু পুষ্পবনের শোভা দেখিয়া অশোকানন্দদকুঞ্জে (অন্যমতে মদন-কুহলী কুঞ্জে) আসিয়া শ্যামময়ী শ্যামভাবে মগ্না হইয়া বেদীতে বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণও রাই সঙ্গে মিলনের জন গুপ্তে গুপ্তকুণ্ডে আসিয়া উক্ত কুঞ্জে রাই সঙ্গে মিলিলেন। উভয়ের গুপ্ত মিলনে সখীমঞ্জরীগণের আনন্দের অন্ত নাই। অষ্টমণির কল্পবৃক্ষমূলে কেশরের পদ্মাকৃতি

সিংহাসনে কিশোর কিশোরী বিরাজ করিতেছেন। এই সময় সাধিকাদাসী শ্রীগুরুমঞ্জরীর আজ্ঞায় যুগল কিশোরকে সুপুষ্প মালাতে ভূষিত করিলেন। প্রসাদীমাল্য ক্রম-বন্ধে সখী-মঞ্জরীগণকে গুরুরূপা মঞ্জরীবর্গকে ও বনদেবীকে অর্পণ করিলেন (যোগপীঠে এখানে কেহ কেহ অর্চ্চনা করেন) পরে শ্রীযুগলকিশোরের আরতি করিয়া তাম্বুল সেবা করতঃ ব্যজন করিলেন।

শ্রীবৃষভানুপুর বর্ণন

চিড়িয়াখানা
চন্দ্রশালা
দুর্ম্মদের আলয়
আয়ানের আলয়
ধাত্রী-দাসী-ভৃত্যাদিরালয়
বৃষভানুবাবার বৈঠক
শ্রীদামের-বৈঠক
কীর্ত্তিদামাতার শয়নালয়
বৃষভানুবাবার শয়নালয়
শ্রীদামের-শয়নালয়
শ্রীরাধাও অনঙ্গ-মঞ্জরীর-দন্তধাবন স্নান-আলয়
যূথেশ্বরীগণের-আলয়
ভাণ্ডারালয়
বৃষভানুবাবার ভোজনালয়
বন্ধু বৈঠক
রন্ধনালয়
সূর্য্যনারায়ণ মন্দির
পূর্ব্ব-সিংহদ্বার
পশ্চিমদ্বার॥ শ্রীশ্রীবৃষভানু পুর- ৩০ চক॥
নন্দ-বাবার-আলয়
শ্রীরাধাও অনঙ্গমঞ্জরী শিঙ্গার-আলয়
অনঙ্গমঞ্জরীর-শয়নালয়
শ্রীরাধার-ভোজন-আলয়
শ্রীকৃষ্ণের-আলয়
শ্রীবলরামের আলয়
দাসীগণালয়
সখীগণালয়
রত্নকোষাগার
শ্রীরাধার শয়নালয়
শ্রীরাধার-বৈঠক
যশোদামাতার আলয়
রোহিনীমাতার আলয়
পাঁকীমিষ্টান্ন-ভাণ্ডার-রন্ধনালয়
দুগ্ধ-ভাণ্ডার

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরকিশোর পুষ্পোদ্যানস্থ যোগপীঠে সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্রজের প্রাতঃলীলায় আবিষ্ট আছেন। এমন সময় ভোগ প্রস্তুত হইলে শচীমাতার আজ্ঞা হইল ভোগ নিবেদনার্থে। পণ্ডিত গদাধর শ্রীনারায়ণের ভোগ সমাপন করিয়া আরতি করিলেন। সকলে আরতি দর্শন করিলেন। প্রসাদী-মাল্য তিন প্রভুকে দিয়া ভক্তবৃন্দকে দিলেন। মহাপ্রভু নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের ভাবে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী রামকৃষ্ণের ভোজন-লীলার পদ গান করিলেন। সকলে সেই ভাবে মগ্ন হইলেন। সাধকদাস মৃদুমন্দ চামর ব্যজন করিলেন। ইত্যবসরে শচীমাতা প্রাণ নিমাই প্রভুদ্বয় ও ভক্তবৃন্দকে প্রাতঃ ভোজনের জন্য দাস ঈশান দ্বারা আহ্বান করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। সকলে তখন ভোজনালয়ে আসিয়া মহাপ্রভুকে মধ্যে করিয়া বসিলেন। লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্ত ভোজন্য দ্রব্য আনিয়া শচীমাতার হাতে দিতেছেন। তিনি ক্রমানুসার পরিবেশন করিতেছেন। নানা হাস্যরসে সকলে ভোজন করিতেছেন। ভোজন করিতে করিতে মহাপ্রভু নন্দভবনে রাধাভাবে কৃষ্ণ-অধরামৃত ভোজনের ভাবে মগ্ন হইলেন। ভোজন অবসানে মহাপ্রভু পুনঃ পুষ্পোদ্যানে যোগপীঠে আসিয়া ভাবাবেশে রহিয়াছেন। পরে স্বরূপ-গোস্বামী প্রভুর ভাব জানিয়া নন্দীশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমনকালে সখাগণ সঙ্গে সম্মিলন, ধেনুবৎসগণের সজ্জা, শ্রীকৃষ্ণের বংশী, শিখিপুচ্ছযুত মোহনচূড়া, ধড়াদি দিয়া নটবরবেশে ভূষিত করিবার পদ গান করিলেন। প্রভু গোচারণ লীলার ভাবাবেশে যোগপীঠ মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া—যেন যশোমাতা সাজাইয়াছেন—এবার তিনি ত্রিভঙ্গ ঠামে বংশী বাজাইতেছেন। নিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুদ্বয়ও তদ্ভাবাঢ্যে শিঙ্গা ও বেনু বাজাইতে লাগিলেন এইরূপে

গোচারণ লীলার ভাবে তিন প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে সুরধুনীর পুলিনে আসিলেন। পুলিনে গো-বৎসাদি দর্শনে গৌর ভাবনিধি ব্রজের ভাবে নেত্রজলে সিঞ্চিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণের গোচারণ লীলা-খেলাদি গান করিতে লাগিলেন। সেই গান শুনিতে শুনিতে প্রভু বারে বারে মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

নন্দীশ্বর পুর বর্ণন

			পূর্ব			
চন্দ্রাবলীর আলয়	দাসীগণ আলয়	শ্রীদামচন্দ্র আলয়	সিংহদ্বার চন্দ্রশালা	মঙ্গলার-আলয়	পালীর আলয়	মধুমতীর আলয়
ভদ্রাশৈব্যার আলয়	কুন্দলতার আলয়	বৃষভানুবাবার-আলয়	বন্ধুবৈঠক	শ্যামাসখীর আলয়	বিমলার-আলয়	দাসীগণ আলয়
দাসীগণ আলয়	ধনিষ্ঠার-আলয়	কীর্তিদামাতার আলয়		নন্দবাবার-শয়নালয়	শ্রীনৃসিংহ দেবালয়	রক্তক-পত্রক দাসালয়
রঙ্গণ-টঙ্কণ-স্বর্ণকারালয়	সুভদ্রাদি-ধাত্রীমার আলয়	রোহিণীমাতার আলয়	নন্দবাবার-বৈঠক	যশোদা-মাতার-শয়নালয়	অম্বাকিলিম্বা-ধাত্রীমাতা আলয়	শ্রীকৃষ্ণের-বৈঠক
উত্তরদ্বার॥ শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর পুর-			শ্রীনারায়ণ-মন্দির	মধুমঙ্গল		-৪৭ চক॥ দক্ষিণদ্বার
শ্রীবলরামের বৈঠক	বলরামের-দন্তধাবন-স্নান-শৃঙ্গার-আলয়	চন্দ্রশালা বলরামের-শয়নালয়	শ্রীরামকৃষ্ণ ভোজনালয়	শ্রীকৃষ্ণের-শয়নালয় চন্দ্রশালা	শ্রীকৃষ্ণের-দন্তধাবন-স্নান-শিঙ্গার-আলয়	রত্ন কোষাগার
অন্ন-ভাণ্ডার	রত্ন-ভাণ্ডার	আচার-ভাণ্ডার	কাঁচি ভাণ্ডার রন্ধনালয়	শ্রীরাধার-বৈঠক	শ্রীরাধার শয়নালয়	সখীবৃন্দের আলয়
ঘৃত-ভাণ্ডার	দধি-ভাণ্ডার	দুগ্ধ-ভাণ্ডার	নন্দবাবা ও যশোমাতার ভোজনালয়	শ্রীরাধার-রন্ধনালয়	শ্রীরাধার-ভোজনালয়	মঞ্জর্য্যাদি-দাসীগণ আলয়
			পশ্চিমদ্বার			

ভক্তবৃন্দের গান সমাপ্তি হইলে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। তখন তিনপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া শ্রীবাস ভবনে আসিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত ভক্তগণসহ তিন প্রভুকে ফল-মূল ও মিষ্টান্নাদি সেবা করাইলেন। সাধকদাস মৃদুমন্দ ব্যজন সেবানন্দে মগ্ন হইলেন। দাসগণ তাম্বূল-বীড়া সেবা করাইলেন।

এদিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণসুন্দর নন্দীশ্বরের গুপ্তকুঞ্জ হইতে আসিলে মাতা যশোমতি রাইকিশোরীকে ধনিষ্ঠা ও সখীগণের দ্বারা নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা নববধূরূপে অপরূপভাবে সাজাইলেন এবং সেই নববধূর রূপ দেখিয়া মাতা আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কৃষ্ণকে রন্ধন করিয়া সুখ দেওয়ায় মাতা কিশোরীমণিকে এভাবে সাজাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতঃপর, মা নন্দরাণী শ্রীকৃষ্ণকে এবং মা রোহিণী বলরামকে নটবররূপে গোষ্ঠের বেশে সাজাইলেন। নীল-পীত ধড়া, ময়ূর-পুচ্ছ চূড়া, বনমালা, চন্দন চর্চ্চিত করিয়া বেণু, শিঙ্গা, বেত্র দুই জনের হস্তে দিলেন তারপর গোচারণের ফোঁটা দিয়া নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। সখিগণ সহ রাইধনি চন্দ্রশালার উপরে বসিয়া মাতার বেশ রচনাদি গোষ্ঠের প্রস্তুতি সব দেখিয়া আনন্দমগ্না হইলেন। সখাগণ ইতি মধ্যে হৈ-হৈ রবে আনন্দে আসিয়া রাম-কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া সুখভরে ভাই রাম-কানাইর রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ইতি— শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রাতঃলীলা সম্পূর্ণ।

পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা স্মরণ (ছয় দণ্ড কাল)

সুখময় ধাম শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনদীয়াবিনোদ ভক্তগণসহ ব্রজের পূর্ব্বাহ্ণ লীলায় আবিষ্ট আছেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠসজ্জা, গোচারণে গমন পদ গান করিলেন। সেই ভাবে ভাবিত হইয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবে মুরলীনাদ করিতেছেন। আবার রাধাভাবে

গাভীগণ চরিতেছে কৃষ্ণকে তন্মধ্যে চাহিয়া ফিরিতেছেন—না পাইয়া অচেতন হইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুকে সেবা করিতেছেন। কিছু পরে চেতন পাইলে শ্রীস্বরূপ গোষ্ঠে ক্রীড়া কৌতুক শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ, ফুলশয্যা, সখাগণের মাল্যদান, বৃন্দাবন হইতে গোবৰ্দ্ধন গমনাদি লীলার পদসমূহ ক্রম করিয়া গাহিলেন। প্রভু ও ভক্তগণ তদ্ভাবাবলীতে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। অঙ্গে নানা বিকার প্রকাশ পাইল।

এদিকে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গোগণ লইয়া বনে চলিলেন। সখাগণসহ শ্রীবলরাম সব ধেনু-বৎসগণকে অগ্রে অগ্রে চালাইতেছেন। গো-ধূলিতে সব দিক আচ্ছন্ন হইল। আমাদের প্রেমময়ী কিশোরী কদলীবন হইতে সেই বনগমন দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনী করিতে করিতে পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি নয়ন কটাক্ষে শ্রীকুণ্ডে মিলনের জন্য প্রাণপ্রিয়াকে ইঙ্গিত করিলেন। মাতা যশোদা পিতা নন্দ মহারাজ ও ব্রজজন সবাই পিছে পিছে চলিয়াছেন। নয়নমণি শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কার জন্য তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল। প্রাণের গোপাল তখন মাতাপিতাকে অনেক সান্ত্বনা ও প্রবোধ বচনে ও অনিষ্টের কোন চিন্তা নাই বলিয়া আশ্বাস দিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলেন। দাদা বলরামের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে, এরূপ তাঁহাকে বলিয়া গোপালের অঙ্গন্যাস মন্ত্রাদি পড়িয়া দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করতঃ যশোমতি তাঁহার নীলমণির কপালে গোময়ের ফোঁটা দিয়া বিদায় দিলেন।

গৃহে আসিয়া মা যশোদা ভানু-নন্দিনীকে কোলে নিয়া চুম্বন করতঃ কুন্দলতাকে দিয়া যাবটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রাইধনি নিজালয়ে আসিয়া জটিলাকে প্রণাম করিলেন। তিনি নন্দরাণীর প্রদত্ত বহুমূল্য বেশভূষাদি দেখিয়া

সুখী হইলেন। তখন তিনি বধূকে সূর্য্যপূজার জন্য আদেশ করিলেন এবং এ কার্য্যের জন্য কুন্দলতার হস্তে বধূকে সঁপিয়া দিলেন, পূজা করাইয়া আনিবার জন্য। এই সময় বৃন্দাসখীর আদেশে মদনিকা বা (মালতী সখী) বৃন্দাবন হইতে পুষ্পডালি লইয়া আসিয়াছেন। কিশোরীজী বৃন্দাবনের অর্থাৎ নিজ প্রাণনাথের বার্ত্তা শুনিতে চাহিলেন। মদনিকা বলিলেন—"হে সুবদনি! বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ কতই লীলাবিহার করিলেন। তৎপর বংশীধ্বনি করিয়া সকল গোগণকে একত্র করতঃ শ্রীকৃষ্ণ দাদা ও সখাগণসহ বেণু শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে তোমার সঙ্গের আশায় গোবর্দ্ধন অভিমুখে গেলেন। তোমার সঙ্গের জন্য তিনি বড়ই অধৈর্য্য ও ব্যাকুল।" সখীমুখে এই কথা শুনিয়া রাই বিধুমুখী আনন্দিতা হইলেন এবং শ্যামসুন্দরের সঙ্গে মিলনের জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গেল। পরে সেই আনীত পুষ্পের দ্বারা ত্বরিতে বনমালা রচনা করিয়া তাম্বূল সহ কিশোরীজী তুলসী সখীকে শ্রীকৃষ্ণকে মিলনের সঙ্কেত বলিবার জন্য গোবর্দ্ধনে পাঠাইয়া দিলেন। তবে রাই ঝটিতি মিষ্টান্নাদি প্রাণবঁধূর জন্য প্রস্তুত করতঃ পেটারী পূর্ণ করিয়া লইলেন। সখিগণ সূর্য্য পূজনের জন্য মালা, রক্তচন্দন জবা পুষ্পাদি সজ্জিত করিয়া লইলেন। তৎপর তাঁহারা রাই কমলিনীকে নানা বেশ-ভূষায় অভিসারোচিত করিয়া শৃঙ্গার করিলেন। ইত্যবসরে সখী তুলসী সঙ্কেত কার্য্যাদি সারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগরেন্দ্রের দেওয়া মিলন সঙ্কেতরূপ পুষ্পমাল্য আনিয়া রাই গলে দিলেন, এবং কর্ণে চম্পক-কলি দিয়া রাই প্রতি কহিলেন— "শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনে সখাগণ সঙ্গে নানা বিহার রঙ্গ করিয়া তাহাদের লইয়া মানস-গঙ্গাতে আনন্দভরে জলক্রীড়া করিলেন। এমন সময়ে নন্দীশ্বর হইতে ধনিষ্ঠা দাসগণের মাথায় বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি

লইয়া আসিলেন। সখাগণসহ হাস-কৌতুকে ভোজন সমাপন হইলে সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের বনশোভা দেখিতে কুসুম সরোবরে আগমন করিয়াছেন। এই সময় আমি তোমার দেওয়া মাল্য-তাম্বূল দিলাম। পরে নন্দনন্দন বৃন্দাদেবীর সহিত কথোপকথন করিলেন। ইত্যবসরে সেখানে শৈব্যাসখী চন্দ্রাবলীর সহিত মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সংকেত দিল। তৎপূর্ব্বে নন্দনন্দন তোমার নিমিত্ত পুষ্পমাল্য আমাকে দিয়াছেন। তোমার সহিত নন্দ-নন্দনের মিলনের জন্য উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। এমন সময় ধনিষ্ঠা গোবর্দ্ধনে ভোজনাদি করাইয়া রাই নিকটে আসিয়া কৃষ্ণের রূপ গুণ ও ভোজন রঙ্গের কথা বলিয়া এবং কুশলবার্ত্তা দিয়া শ্রীরাধা ও সখীবৃন্দকে আনন্দিত করিলেন।

ইতি— পূর্ব্বাহ্নলীলা সমাপ্ত।

মধ্যাহ্ন-লীলা স্মরণ (১২ দণ্ডকাল)

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে ষড়্ঋতু সন্মিলিত বনে বহু সুন্দর শোভাময় মাধবীকুসুম যুক্ত লতাপুঞ্জে বেষ্টিত মণ্ডপে দুই প্রভু ও ভক্তবৃন্দ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও গোবর্দ্ধনের লীলায় মগ্ন আছেন। ভাব সম্বরণ অন্তে তথা হইতে সকলকে লইয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে মাধবীমণ্ডপে বেদীতে আসিয়া বিরাজ করিতেছেন। মাল্য তাম্বূলাদির সেবা হইলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ক্রমপূর্ব্বক শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শন ও মিলনে উৎকণ্ঠা তৎপর সূর্য্যপূজার ছলে মিলনে অভিসার, শ্রীরাধাকুণ্ডে রাধাকৃষ্ণের মিলন, পুষ্পচয়ন, পথরুদ্ধে কলহ, পঞ্চদেব, নবগ্রহ, দিকপাল গণের পূজন, অঙ্গদান, বংশীহরণ, নানাবিধ লীলাবিহার, রাধাঙ্গ বর্ণন, বংশী প্রাপ্তিতে যোগপীঠে মিলনাদি বিহার গান করিলেন। ক্রমে প্রভুসহ সকলে সেই সকল ব্রজভাবের কীর্ত্তন সঙ্গে আবিষ্ট হইতেছেন।

এদিকে ব্রজে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে মধ্যাহ্ন মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন এবং ধনিষ্ঠা, বৃন্দা, তুলসী আদি সখীগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ধনিষ্ঠা গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামাদিকে মধ্যাহ্ন ভোজন করাইয়া দাসীগণকে নন্দালয়ে পাঠাইয়া নারায়ণের ফুল চয়নছলে কুসুম সরোবরে আসিলেন। অপর-দিকে ভোজন সারিয়া শ্রীকৃষ্ণ দাদাকে বলিলেন—"দাদা, আমি সুবল ও মধুমঙ্গলসহ কুসুম সরোবরে বনশোভা সরোবর-শোভাদি দেখিতে যাই, আপনি সখাদি সকলকে লইয়া বিশ্রাম করুন। আবার, সখাগণকে বলিলেন, "তোমরা সাবধান! দাদাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না। অসুরের ভয় সর্ব্বদাই আছে।" কুসুম সরোবরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধনিষ্ঠার সহিত মিলিয়া প্রিয়াকে আনিয়া সত্তর মিলাইবার জন্য পরম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। সেই সময় শ্রীরাধার নিকট হইতে বৃন্দাসখী আসিয়া রাধা প্রদত্ত চম্পকমালা গলে দিয়া ও চম্পক-কলিকা কর্ণে পরাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ আরও ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন "শীঘ্র প্রিয়াকে আনিয়া মিলাও নচেৎ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিনা।" সেই সময় তুলসীও আসিলে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন— শ্রীমতী নিশ্চয়ই আসিয়াছে। কেননা তুলসী সর্ব্বদা শ্রীরাধার নিকটে থাকে। তুলসীদত্ত মালা মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের গলে দিয়া তাম্বূল সেবা করিলেন। তুলসীকেও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন— "বল তুলসি! কোথায় প্রিয়া বল।"—তুলসী বলিল—"অধৈর্য্য হইওনা—কিছু পরেই শ্রীমতী আসিতেছেন। জান'ত আসতে কত বিঘ্ন। সূর্য্যপূজার ছলে কুন্দলতাকে লইয়া সখিগণসহ আসিতেছেন। তুলসী, ধনিষ্ঠাদি তৎপর শ্রীরাধার নিকট আসিয়া শ্রীরাধার মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহা উৎকণ্ঠার কথা জানাইলেন। ঐদিকে শৈব্যা আসিয়া কুসুম সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ

সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে নিজকুঞ্জে নিতে চাহিলে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ নানাছল-বাক্যে এই এখনি আসিতেছি, কিছু বিলম্ব হইবে বলিয়া গোধনের দিকে চলিয়া গেলেন। এদিকে জটিলা আসিয়া শ্রীরাধাকে শীঘ্র সূর্য্য পূজার্থে যাইতে আদেশ করিলেন। তখন কুন্দলতা রাইকমলিণীকে লইয়া চলিলেন। অগ্রে ধনিষ্ঠা, তুলসী, দক্ষিণে ললিতা ও বামে বিশাখা। সেবার দ্রব্যাদি মঞ্জরীগণ লইলে সাধিকাদাসী সেই পেটারী নিজ মস্তকে লইয়া পিছে পিছে চলিলেন। শ্রীমতী পথে বনে যেন চারিদিকে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণময় দেখিতেছেন। এইরূপে সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যমন্দিরে আসিলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ পাইয়া শ্রীমতী পাগলিনী হইলেন। পূজার সামগ্রী সব দাসীর নিকট অর্পণ করিয়া রাইবিনোদিনী সখিগণ সঙ্গে দ্রুত শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হইল। উভয়ের দর্শনে উভয়ে ঊনবিংশতি ভাবের ভূষণে বিভূষিত হইলেন।

মিলনে নানা পরিহাস বিলাসের পর শ্রীরাধা পুষ্পচয়নের জন্য পুষ্পোদ্যানে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন—"এই বনে পুষ্পচয়ন নিষিদ্ধ। ইহা'ত আমার বন। পরস্পর সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে কলহ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ রাইকে স্পর্শ করিতে চাহিলে কুন্দলতা বাধা দিয়া কহিলেন—সাবধান লম্পট ! রাইকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ ও দশদিকপালের পূজা কর।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— কোন দিকপাল নাম কর তবে'ত পূজা করি। কুন্দলতা কহিতেছেন—ঈশানে—বিশাখা দেবী—শঙ্কর মূর্ত্তি, পূর্ব্বে—ললিতা দেবী—ইন্দ্রের মূর্ত্তি, অগ্নিকোণে—সুদেবী—অগ্নিমূর্ত্তি, দক্ষিণে—তুঙ্গবিদ্যা—যমমূর্ত্তি, নৈঋত কোণে—চিত্রাদেবী—নিশাচর মূর্ত্তি, পশ্চিমে—রঙ্গদেবী—বরুণের মূর্ত্তি,

বায়ুকোণে—ইন্দুলেখা—পবন মূর্ত্তি, উত্তরে চম্পকলতা—কুবের মূর্ত্তি, আকাশে—রূপমঞ্জরী—ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পাতালে—অনঙ্গ মঞ্জরী—অনন্ত মূর্ত্তি এই দশ দিকপালের পূজা কর। কৃষ্ণ তখন যাহাদের নাম করা হইল সেই সকল রাধিকার সখিবৃন্দকে আলিঙ্গন করতঃ পূজা করিয়া কুন্দপুষ্পের স্তবক রাই নীবীতে গ্রথিত করিয়া পূজা করিয়া রাইকে বাহুবেষ্টনীতে বদ্ধ করিয়া স্পর্শ করিতে গেলে অনুরাধারূপা ললিতা কৃষ্ণকে তর্জ্জন করিয়া তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণ ইহাতে স্তম্ভিত হওয়ায় হাতের বংশী অজ্ঞাতসারে ভূমিতে পড়িয়া গেল। ক্ষিপ্র হস্তে রাইকিশোরী বংশী লইয়া সখিগণ মধ্যে আসিলেন। শ্রীরাধা বলিলেন—"হে শঠ! লম্পট পরবধূকে ধৃষ্টের মত চুম্বন করিতে চাও। তুমিত সদা তোমার প্রিয় বংশীকে চুম্বন কর—তাহাই কর না কেন?" এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশীর কথা মনে পড়িল। পর পর সখীগণের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা অলক্ষিতে তুলসীকে, সে ললিতাকে দিয়া এভাবে সখিগণ বংশী লুকাইতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও বংশী অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। কাহাকেও তথা হইতে যাইতে দিতেছেন না। পথ অবরোধ করেন ও ধরিয়া চুম্বন করেন ও বংশী দিতে বলেন বা কোথায় কাহার নিকট আছে জানিতে চাহেন। বংশী পুনঃ গোপনে রাই এর হস্তে আসিলে—তিনি তাহা লইয়া গুপ্তে কুঞ্জে লুকাইলেন। তখন কুন্দলতার ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ রাই এর কুঞ্জে গেলেন। সেই মিলনে নানা লীলাবিলাস হইল। শ্রীকৃষ্ণ সখিগণের মুখে প্রিয়ার প্রতি অঙ্গের মাধুরী বর্ণনা শুনিতে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রাই-মাধুরী শ্রবণের উৎকণ্ঠা দেখিয়া এক-এক সখী এর এক এক অঙ্গের লাবণ্য-মাধুর্য্য রূপক কথায় বর্ণন করিতে লাগিলেন। এক কথায় তাঁহাদের বর্ণনে রাই

বিনোদিনীর প্রতি অঙ্গের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অতুলনীয়। যার কোন উপমা নাই। সখীগণের মুখে প্রিয়ার রূপ-গুণের অনুপম লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ সুখে প্রিয়াকে দৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ চুম্বন করিলেন। এই সময় বৃন্দাদেবী কিছু বলিবার জন্য যখন ত্বরিত পদে আসিতেছেন, তখন পবনের অভিমুখ হওয়ায় বংশী বাজিয়া উঠিল। কুন্দলতা বংশী অপহরণকারিণী বলিয়া বৃন্দার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। পরে কুন্দলতা বৃন্দার হস্ত হইতে বংশী আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বিমুগ্ধ করার মানসে বংশী ধ্বনিত করিলেন। সেই ধ্বনিতে স্থাবর-জঙ্গমাদি বিপরীত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইল সচল অচল হইল, অচল সচল হইল। যমুনা উজান বহিতে লাগিল, বৃক্ষবল্লী নবনব পত্র ফুল ফলে পূর্ণ হইল। ব্রজরামাগণের সকল ধৈর্য্য হরণ করিল। বৃন্দাবনের বনেবনে ষড়ঋতুর আবির্ভাব হইল। সুবল মধুমঙ্গল সেই সব বনে শ্রীকৃষ্ণকে বিহার করাইতে চাহিলেন। বংশীধ্বনি করতঃ যুগলকিশোর আসিয়া রাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীবিশাখানন্দদ—মদনসুখদা কুঞ্জে রত্নবেদীতে সখীবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া যোগপীঠে বিরাজিত আছেন। যোগপীঠের অষ্টদলে অষ্টসখী, অষ্ট উপদলে শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী আদি যূথেশ্বরী অষ্ট মঞ্জরী,—অষ্ট কেশরে শ্রীরূপাদি প্রিয় নর্ম্ম অষ্টমঞ্জরী দাঁড়াইলেন। তথায় শ্রীগুরুদেবী শ্রীকৃষ্ণকে গন্ধ, পুষ্প, মাল্যাদি দ্বারা পূজন করিয়া সেই প্রসাদী মাল্য পুষ্পাদি নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীরাধা ও সখীবৃন্দকে যথাক্রমে পূজা করিলেন। তৎপর শ্রীগুরুদেবীর আজ্ঞায় সাধকদাসী শ্রীগুরুদেবীর মত করিয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করতঃ তৎপ্রসাদী দ্বারা শ্রীরাধা এবং ক্রমপূর্ব্বক সখী-মঞ্জরীগণের পূজন করতঃ (মাল্যাদি নির্ম্মাল্য

অর্পণ) শ্রীগুরুদেবীর পূজনের অবশিষ্ট ও নিজ পূজনের অবশিষ্ট দ্বারা শ্রীগুরুদেবী এবং শ্রীগুরুদেবীগণকে অর্পণ করতঃ পূজা করিয়া যথাক্রমে প্রণামাদি করতঃ প্রেমাপ্লুত হইয়া শ্রীগুরুদেবীর নিকট বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস-পুষ্পোপবনে মাধবী-মণ্ডপে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ডের লীলায় ভাবাবিষ্ট আছেন। শ্রীস্বরূপ ভাবানুসারে গান করিয়া তিন প্রভু ও ভক্তবৃন্দকে তদ্ভাবাঢ্য করিয়া সুখ দিলেন। ভাব নিরসন হইলে শ্রীমহাপ্রভু যোগপীঠে রত্নবেদীতে বসিলেন। দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে শ্রীগদাধর, সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত, পশ্চাতে ছত্র হস্তে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, অষ্টদলে অষ্ট মহান্ত, অষ্ট উপদলে অষ্ট কবিরাজগণ ও অষ্ট কেশরে শ্রীরূপাদি অষ্ট গোস্বামিগণ দাঁড়াইলেন। তখন সাধক দাসের দত্ত মাল্য, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, চতুঃসম (দুই ভাগ কস্তুরী, চারি ভাগ চন্দন, তিন ভাগ কুঙ্কুম ও একভাগ কর্পূরের মিশ্রণ) ও তুলসী দ্বারা শ্রীগুরুদেব তিন প্রভুর পূজা করিয়া আরতি করিলেন। সাধকদাস প্রসাদী-মাল্য-পুষ্পাদি নির্ম্মাল্যে গুরুদেব ও গুরুবর্গকে যথাবিধি দিয়া শ্রীগুরু আজ্ঞায় শ্রীগুরুদেবের মত করিয়া তিন প্রভুর পূজা করতঃ প্রসাদী গন্ধ, পুষ্পাদি শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি অষ্ট মহান্তকে, অষ্ট কবিরাজ ও গোস্বামিগণকে অর্পণ করিলেন ও প্রণাম করিলেন। তৎপর তিন স্বর্ণপাত্রে তিন প্রভুকে ফল-মিষ্টদ্রব্যাদি ও তাম্বূল অর্পণ করতঃ যথাবিধি মহান্ত কবিরাজ ও গোস্বামিগণকে অর্পণ করিয়া পূজনান্তে প্রেমভরে শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে আসিয়া সাধকদাস দাঁড়াইলেন।

তৎপর শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে লইয়া পুনঃ মাধবী মণ্ডপস্থ বেদীতে বসিলেন। তখন শ্রীস্বরূপ শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের শোভা বর্ণন, মধুর-ভাবে গান করিলেন। কুণ্ডদ্বয়ের মাধুরী

বর্ণনাতীত। চতুর্দ্দিকে মণিময় সোপানাবলী। মণিমুক্তাযুক্ত ঘাট। ঘাটের উপরে রক্তাঙ্গনযুক্ত মণ্ডল রত্নমণ্ডপ। প্রতি ঘাটের দুই পার্শ্বে মণির কুট্টিমা (বেদিকা) তৎপার্শ্বে বৃক্ষের শাখাদিতে মিলিত আমূল পুষ্প বিকশিত। বৃক্ষের শাখায় রত্নময় হিন্দোলা সুন্দর রেশমী ডোরীতে আবদ্ধ আছে। উত্তরের ঘাটে বকুল, পূর্ব্বের ঘাটে কদম্ব, দক্ষিণের ঘাটে চম্পক ও পশ্চিমে আম্র বৃক্ষের শাখায় হিন্দোলা বিরাজিত। তীরের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষসমূহের মূলদেশে গলাসম, নাভিসম, জানুসম চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ, গোলাকার নানাবর্ণের কুট্টিমা সমূহে কতই মনোহর। এই সব কুট্টিমা গ্রীষ্মে শীতল ও শীতে উষ্ণ মণিতে নির্ম্মিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ এই সব বেদিকায় উপবিষ্ট হইয়া কত মধুর বিহার রঙ্গ ও আলাপন করেন। প্রতিবৃক্ষ ফল পুষ্পে আনত, সুশোভিত। কুণ্ডের চারিকোণে চারি বাসন্তী চতুঃশালা ও কুঞ্জ। রাধাকুণ্ডের চারিদিকে অষ্টসখীর অষ্টকুঞ্জ যথা ঃ— (১) মেঘবর্ণ বিশাখানন্দদকুঞ্জ, (২) বিদ্যুৎবর্ণ সহস্রপদ্মদলাকৃতি ললিতানন্দদকুঞ্জ, (৩) হরিৎবর্ণ সুদেবী সুখদকুঞ্জ, (৪) অরুণবর্ণ তুঙ্গবিদ্যানন্দদকুঞ্জ, (৫) শ্যামবর্ণ রঙ্গদেবী সুখদানন্দদকুঞ্জ, (৬) হেমবর্ণ চম্পকলতানন্দদকুঞ্জ, (৭) পূর্ণেন্দুবর্ণ ইন্দুরেখানন্দদকুঞ্জ, (৮) বিচিত্রবর্ণ চিত্রানন্দদকুঞ্জ। সেই সকল বৃক্ষগণকে বেষ্টন করিয়া নানা জাতির, নানাবর্ণের ও নানা সৌরভের পুষ্পময়লতা শোভিত। ঐ সকল কুঞ্জের মধ্যে কুসুমকুঞ্জ বিরাজিত। ইহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে মনোহর কদলী কানন। ইহার বাহিরে পুষ্পবৃক্ষের বন—তাহার বাহিরে চারিদিকে ফলবন বেষ্টিত, তাহার বাহিরে ষড়ঋতু ও যুগ্মঋতুর দশটি বন সুশোভিত। তাহার বাহিরে ফলপুষ্পাদি বৃক্ষ পরিপূর্ণ ঘনারণ্য বিদ্যমান। কুণ্ডের মধ্যে জলের উপর দিব্য সেতুযুক্ত মন্দির বিদ্যমান।

সেবার সামগ্রী রাখার প্রকোষ্ঠাদি রহিয়াছে। বৃন্দাদেবী বনদেবিগণ সেবার দ্রব্যাদি তথায় রাখেন। সেবাতে শতশত কুঞ্জদাসী আছেন। বৃন্দাদেবী কুঞ্জ-ভবন সমূহ ও পথসমূহ মনোহর সুগন্ধ জলে সিঞ্চিত করেন। লীলাকুঞ্জাদিতে নিবৃন্ত সুগন্ধ কোমল ফুলে শয্যা রচিত থাকে। নানা কোমল উপাদান, তাম্বূল পাত্রাদি তাহাতে আছে। কুণ্ডের জলে কত মনোহর কমল কহ্লার (সুগন্ধ পদ্ম), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), রক্তপদ্ম, ইন্দীবর (নীলপদ্ম), কৈরব (শ্বেত বা পীত পদ্ম) ও পঙ্কেরুহ (পদ্ম) জলকে সুশোভিত ও সুরভিত করিয়া বিদ্যমান। আবার কুণ্ডমধ্যে চক্রবাক, হংস, সারস, মদগু, ডাহুকাদি জলচর পক্ষিকুল বিচরণ করিয়া কত মধুর শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছে। বৃক্ষডালে শুক-শারী যুগল-কিশোরের রসগাথা গান করিতেছে। সর্ব্বত্র ময়ূর-ময়ূরী বিচরণ করিতেছে—কেকারব করিতেছে। যুগল দেখিলে নৃত্য করে পারাবত, চকোর, চাতকাদি বিহঙ্গগণ বিরাজ করিতেছে। যুগল-কিশোরকে দেখিলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া থাকে।

এরূপ তীর-নীর পরিশোভিত রাধাকুণ্ডের তীরে-নীরে যুগলকিশোর বিহার-রঙ্গ করেন। রাধাকুণ্ডের অষ্ট সখীর প্রতি কুঞ্জের মধ্যে যে সকল কুসুম-কুঞ্জ, মণ্ডপ, কুট্টিম আগারাদি আছেন, সখিগণ স্বহস্তে সেইসব বিলাসস্থল সুপরিষ্কৃত ও সংস্কার করিয়া থাকেন। কুঞ্জপথ ও পথিপার্শ্বে উদ্যানাদি অনুপম শোভাতে শোভায়মান। সেই সকল কেলিকুঞ্জের বর্ণনা কে করিতে পারে। রাধাকুণ্ডের **পূর্ব্বদিকে** সখী চিত্রার চিত্রানন্দদ কুঞ্জের বৃক্ষলতাদি, পক্ষী, শুক, পিক, ভ্রমর, কুঞ্জ, ফুল, ফল, মণ্ডপ, কুট্টিম, হিন্দোলাদি যত কিছু সবই চিত্র-বিচিত্র। গৃহপ্রাঙ্গণাদি নানা বিচিত্র বর্ণের মণিরত্ন-নির্ম্মিত, যেন সবই বিচিত্রের আলয়। শ্রীকুণ্ডের **অগ্নিকোণে** শ্রীইন্দুরেখার 'সুখদপূর্ণেন্দু' কুঞ্জ।

এই কুঞ্জের বৃক্ষ-লতা, ফুল-ফল, শুক-পিকাদি পক্ষিগণ সমস্ত কিছুই শুভ্রবর্ণ। গৃহ-মণ্ডপ, হিন্দোলা, কুট্টিম, পালঙ্ক, চন্দ্রকান্ত ও স্ফটিক মণিতে নির্ম্মিত। শয্যাও শুভ্র। যুগলকিশোরও শুভ্রবেশে বিহার করেন। শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে সখী চম্পকলতার হেমবর্ণ, 'চম্পকলতানন্দদ' কুঞ্জ। এই কুঞ্জের যাবতীয় বস্তু স্বর্ণবর্ণ। শ্রীযুগলকিশোরও এই কুঞ্জে হেমবর্ণ বস্ত্র ভূষণে লীলা-বিলাস করেন। এই কুঞ্জে রন্ধনালয় এবং ভোজনার্থে স্বর্ণবর্ণ বেদী বিদ্যমান আছে।

শ্রীকুণ্ডের **নৈঋতকোণে** রঙ্গদেবী সখীর শ্যামবর্ণ 'রঙ্গ-দেবীসুখদ' কুঞ্জ। ইহার সমস্ত বস্তুই শ্যামবর্ণ। গৃহ-চত্বর-প্রাঙ্গণবেদী ভিতর-বাহির সবই শ্যামবর্ণ, আর অন্য বর্ণের কিছু নাই।

শ্রীকুণ্ডের **পশ্চিমে** অরুণবর্ণ সখী তুঙ্গবিদ্যার 'তুঙ্গ বিদ্যানন্দদ' কুঞ্জ। ইহার বৃক্ষ, লতা, পত্র, ফুল-ফল, পক্ষী, ভ্রমরাদি যাবতীয় দৃশ্যবস্তু রক্তবর্ণ। গৃহ-চত্বর-প্রাঙ্গণ-বেদী আদি রক্তবর্ণ। কুঞ্জের অভ্যন্তর এবং বাহির ভাগ কেবল অরুণবর্ণ।

শ্রীকুণ্ডের **বায়ুকোণে** সখী সুদেবীর 'সুদেবী-সুখদ' কুঞ্জ। ইহার যাবতীয় বস্তু হরিৎবর্ণ (তৃণবর্ণ)। মরকত মণিতে গৃহাদি নির্ম্মিত, এই কুঞ্জ শ্রীযুগলকিশোরের পাশাখেলার স্থল।

শ্রীকুণ্ডের **উত্তরে** 'অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ' নামক প্রধানা সখী শ্রীললিতার কুঞ্জ। এই কুঞ্জ অষ্টদলযুক্ত পদ্ম-সদৃশ। প্রতি দলে এক এক কুঞ্জ আছে। মধ্যস্থলে সহস্র পদ্মদলাকৃতির স্বর্ণ-নির্ম্মিত বেদিকা আছে। লীলাকালে ইহা ছোট বড় (প্রয়োজনানুসারে) হইতে পারে। এই কুঞ্জ সর্ব্বকেলিরসের মূল সকল শোভা ও রসানন্দের উৎস-স্থলও বটে, কেন্দ্রস্থলও বটে। পদ্মের সুবর্ণ কর্ণিকায় মাণিক্য কেশর। ইহার বাহিরে সাত পত্র-মণ্ডল আছে যাহাতে মোট সহস্র পত্র বিদ্যমান। প্রতি মণ্ডলে সমান পত্রদল।

প্রতি মণ্ডলে মণ্ডপ আছে। প্রথম হইতে পঞ্চম মণ্ডলে যথাক্রমে স্বর্ণের, প্রবালের, পদ্মরাগের, স্ফটিকের ও নীলমণির পঞ্চ-পঞ্চ মণ্ডপ বিদ্যমান। ৬ষ্ঠ ও ৭ম মণ্ডলে মণ্ডপ নাই। অষ্টদলাকৃতি কুঞ্জের বায়ুকোণের দলে 'বসন্ত সুখদানন্দদ' কুঞ্জ, যাহাতে মধ্যাহ্নে মধুপান লীলা হয়। নৈঋত কোণের দলে তিনতলার পদ্ম-মন্দির আছে যাহাতে প্রতি তলায় বহু প্রকোষ্ঠ ও উপপ্রকোষ্ঠ আছে। ত্রিতলের ছাদে রত্নবেদী বা পালঙ্কে বসিয়া শ্রীযুগলকিশোর সকল সখিমণ্ডলীসহ সমস্ত শ্রীকুণ্ডের ও বন উপবনের মনোরম শোভাবলী দর্শন করেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কিছু উচ্চ মনোরম প্রাচীর আছে, যাহাতে সব কুট্টিমা বিরাজিত। তারপর অগ্নিকোণের দলে মদনান্দোলন পদ্মাকৃতি হিন্দোল ও কুট্টিম আছে। এই মদনান্দোলন হিন্দোলের অষ্টদলে অষ্টসখী বিরাজ করেন। মধ্যে হিন্দোলায় শ্রীযুগলকিশোর বসিলে দাসীগণ সুস্বরে গান করিতে করিতে ঝুলান। তারপর শ্রীকুণ্ডের ঈশানকোণে প্রিয়সখী বিশাখাদেবীর 'মদনসুখদানন্দদ কুঞ্জ বিদ্যমান। ইহা মেঘবর্ণ এবং ষোলদল পদ্মাকৃতি। কুঞ্জের চারিদিকে চারি দ্বার আছে। কতক ভ্রমর-রূপ সৈন্য চারি দ্বারের দ্বারী। ইহারা নিজজনকে জানে। অন্য কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না, এইরূপে দ্বার রক্ষা করে। কুঞ্জের চারিকোণে পীত, অরুণ শ্যাম ও হরিৎ (নবপত্রবর্ণ) বর্ণের চারি চম্পক কুসুমের সুন্দর বৃক্ষ বিকশিত মাধবী লতার বেষ্টনীতে পরম সুশোভিত। আবার সেই অরুণ পীত, নীল ও হরিৎ বর্ণের শুক, পিক ও ভ্রমর সমূহের মধুর রবে কুঞ্জ মুখরিত। পুষ্প সমূহের সৌরভে মন-প্রাণ প্রমত্ত করে। দিব্য মণি-রত্নময় বেদীসমূহ আছে। রত্নময় দিব্য পালঙ্কে পুষ্প-রচিত শয্যা। তদুপরি স্বর্ণ ঝালর যুক্ত নানাবর্ণের দিব্য চন্দ্রাতপ যাহাতে শ্রীযুগলকিশোর সুখে বিহার করেন।

গন্ধর্বানন্দদ-কুঞ্জ-ইন্দুরেখা
বিদগ্ধানন্দদ-কুঞ্জ-চম্পকলতা
পূর্ব
কুঞ্জ-রঙ্গদেবী
অর্জুনানন্দদ-কুঞ্জ-চিত্রা
শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড
কোকিলানন্দদ-কুঞ্জ-তুঙ্গবিদ্যা
উজ্জ্বলানন্দদ কুঞ্জ-বিশাখা
বসন্তানন্দদ-কুঞ্জ
মধুমঙ্গলানন্দদ-কুঞ্জ-ললিতা
দক্ষানন্দদ-কুঞ্জ-সুদেবী
সঙ্গম
সুবলানন্দদ কুঞ্জ শ্রীরাধা
সনন্দানন্দদ-কুঞ্জ-অনঙ্গমঞ্জরী
বিচিত্রবর্ণ চিত্রানন্দদ-কুঞ্জ
মেঘবর্ণ-বিশাখানন্দদ-কুঞ্জ
পূর্ণেন্দুবর্ণ-ইন্দুরেখানন্দদ-কুঞ্জ
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড
বিদ্যুদ্বর্ণ-সহস্রপত্রদলাকৃতি ললিতানন্দদ-কুঞ্জ
অনঙ্গ-মঞ্জর্য্যানন্দদ-কুঞ্জ
হেমবর্ণ-চম্পকলতানন্দদ-কুঞ্জ
পশ্চিম
হরিদ্বর্ণ সুদেবী সুখদ-কুঞ্জ
অরুণবর্ণ-তুঙ্গবিদ্যানন্দদ-কুঞ্জ.
শ্যামবর্ণ-রঙ্গদেবী সুখদ-কুঞ্জ।

শ্রীকুণ্ডের মধ্যস্থলে জলের উপর সখী অনঙ্গমঞ্জরীর (ইনি শ্রীরাধারাণীর অনুজা) পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্ত মণি-নির্ম্মিত অনুপম সৌন্দর্য্য-পরিশোভিত 'অনঙ্গমঞ্জর্য্যানন্দদ' সুখদকুঞ্জ বিদ্যমান আছে। উত্তর দিকে ঘাট হইতে তীরে যাতায়াতের সেতু আছে। মন্দিরের অভ্যন্তর মরকত মণিতে নির্ম্মিত। মন্দিরের বেদিকা ষোলদল পত্রাকৃতি বিশিষ্ট। সেই মরকত ভিতে পদ্ম, নানা কুসুম, ময়ূর, হংস ও ভ্রমর যেরূপে তাহারা জলের বা বৃক্ষের বা স্থলের উপর থাকে, যথোচিত মণি-রত্নে তাহাদের নানা ভঙ্গীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। পদ্মের সদৃশ সমগ্র কুঞ্জ জলের উপর ভাসিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

শ্রীরাধাকুণ্ডের মতই শ্রীশ্যামকুণ্ডেরও চতুর্দ্দিকে শ্যামসুন্দরের প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের নির্ম্মিত দশটী কুঞ্জ বিদ্যমান। যথা— সুবল, মধুমঙ্গল, উজ্জ্বল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বিদগ্ধ, ভৃঙ্গ, কোকিল, দক্ষ ও সনন্দ এই দশ প্রিয় নর্ম্ম সখা। কুণ্ডের বায়ুকোণে— সুবল সখার হেমবর্ণ 'সুবলানন্দদ' কুঞ্জ, কুণ্ডের উত্তরে—বিদ্যুৎ বর্ণ 'মধুমঙ্গলানন্দদ' নামে সখা মধুমঙ্গলের কুঞ্জ; কুণ্ডের উত্তর ঈশানে সখা উজ্জ্বলের অরুণবর্ণ 'উজ্জ্বলানন্দদ' কুঞ্জ; কুণ্ডের পূর্ব্বে—অর্জ্জুন (ব্রজসখা, পাণ্ডব অর্জ্জুন সখা নহে) সখার নীলবর্ণ 'অর্জ্জুনানন্দদ' কুঞ্জ; কুণ্ডের পূর্ব্ব-অগ্নিকোণে—গন্ধর্ব্ব সখার সুচিত্রবর্ণ 'গন্ধর্ব্বানন্দদ' কুঞ্জ; কুণ্ডের দক্ষিণে— বিদগ্ধ সখার সবুজবর্ণ 'বিদগ্ধানন্দদ' কুঞ্জ; কুণ্ডের দক্ষিণ-নৈঋতে— পীতবর্ণ ভৃঙ্গ সখার 'ভৃঙ্গানন্দদ' কুঞ্জ; কুণ্ডের নৈঋত কোণে— কোকিল সখার স্বর্ণবর্ণ 'কোকিলানন্দদ' কুঞ্জ; কুণ্ডের পশ্চিমে— দক্ষ সখার হরিৎবর্ণ 'দক্ষানন্দদ' কুঞ্জ; পশ্চিম-নৈঋতে সনন্দ সখার হরিৎবর্ণ 'সনন্দানন্দদ' কুঞ্জ; আর কুণ্ডের মধ্যস্থলে বসন্ত সখার 'বসন্তানন্দদ' কুঞ্জ। এইরূপে একাদশ সখার একাদশ কুঞ্জ শ্রীকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে।

সখাগণ এই সব নিজ নিজ কুঞ্জ—সখিগণকে সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং সখিগণই এই সমস্ত কুঞ্জ সমূহের অধিশ্বরী।

কুঞ্জ সমূহের ক্রমানুসারে এই অধিশ্বরিগণের নাম লিখিত হইতেছে যথা—(১) সুবলানন্দদ কুঞ্জের অধিশ্বরী শ্রীরাধারাণী নিজে, (২) মধুমঙ্গলানন্দদের শ্রীললিতা, (৩) উজ্জ্বলানন্দদের শ্রীবিশাখা, (৪) অর্জ্জুনানন্দদের শ্রীচিত্রা, (৫) গন্ধর্ব্বানন্দদের শ্রীইন্দুরেখা, (৬) বিদগ্ধানন্দদের শ্রীচম্পকলতা, (৭) ভৃঙ্গানন্দদের শ্রীরঙ্গদেবী, (৮) কোকিলানন্দদের শ্রীতুঙ্গবিদ্যা, (৯) দক্ষানন্দদের শ্রীসুদেবী, (১০) সনন্দানন্দদের শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী ও (১১) বসন্তানন্দদের শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী এই একাদশ সখার কুঞ্জ শ্রীরাধা ও দশ সখী অঙ্গীকার করতঃ কুঞ্জের ইহারা অধিশ্বরী। সখিগণের মতই এই একাদশ প্রিয়নর্ম্ম সখাগণও যুগলকিশোরগত প্রাণ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখকর নির্ম্মল সেবা করিয়া ইহারা সুখী। উভয়কুঞ্জের বাহিরে চতুর্দ্দিকে কদলী বন, তাহার বাহিরে পুষ্পবন, তাহার বাহিরে ফলারণ্য, তারপরে ষড়্ঋতু বনাদি ঋতুযোগ্য ফুল-ফলাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে 'মানস-পাবন' নামে মণিমুক্তা নির্ম্মিত ঘাট আছে। এই ঘাটে শ্রীরাধা সখিবৃন্দ-সহ প্রতিদিন নিয়মিত স্নান করেন। এই ঘাট হইতেই মধ্যস্থলের বসন্তানন্দদ কুঞ্জে যাইবার সেতু বিরচিত আছেন। এই তীরস্থিত কুঞ্জাদিতে এবং জলে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের নব নব বিলাসরঙ্গের ও মধুর জলকেলি বিহারের অন্ত নাই। প্রতিদিনের সেই সব নব নব লীলাবিলাসের কথা সহস্রমুখেও বর্ণনার সাধ্য নাই।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের উপবনে মাধবী-মণ্ডপস্থ বেদীতে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীস্বরূপ যখন শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডের শোভা বর্ণন—গান করিলেন, ভক্তবৃন্দসহ

প্রভু সেই শোভা দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। ইহার পর শ্রীযুগলকিশোরের ষড়ঋতু বনসমূহে লীলাবিহার গান করা হইলে—মহাপ্রভু সেই ব্রজভাবে আবিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু উঠিয়া স্বগণ সহিত ষড়ঋতু বনে আসিয়া মাধবী-মণ্ডপে ভাবাবিষ্ট আছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ডে কল্পবৃক্ষমূলে যোগপীঠে মণিময় পদ্মাকৃতি সিংহাসনোপরি যুগলকিশোর বিরাজ করিতেছেন। তখন শ্রীবৃন্দাদেবী ষোড়শ উপচারে তাঁহাদের যথারীতি পূজা করিলেন। পরে বৃন্দাদেবী যুগলসুন্দরকে ষড়ঋতুর বন-দর্শনে লইয়া গেলেন। প্রথমে বসন্তঋতুবনে আসিলেন। সেই বন মুকুলিত আম্রবৃক্ষে নানা বর্ণের কোকিলের মধুর ধ্বনিতে মুখরিতা ভৃঙ্গকুল মধুর গুঞ্জন করিতেছে। নানাবিধ কুসুম বিকশিত। তাহাদের সুগন্ধে চতুর্দ্দিকে আমোদিত। মৃগের পরিত্যক্ত মৃগমদের সুগন্ধেও চিত্তে মত্ততা আনিতেছে। এইরূপে বনশোভা দর্শন-করিয়া মাধবীমণ্ডপে রত্নবেদীতে আসিয়া যুগলকিশোর বসিলেন। তখন বৃন্দা বাসন্তী ক্রীড়ার কথা বলিলেন। হোলিকেলির দ্রব্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে। আবির সূক্ষ্ম রংধুলী, গুলাল, বিবিধ রং জল ও বহু পিচকারীর আয়োজন হইয়াছে। ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সখিগণ কেহ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে, কেহ শ্রীরাধাসঙ্গে মাল্য বিভূষিত হইয়া পরস্পর হোলি ক্রীড়াতে মহামত্ত হইলেন। বৃক্ষলতা, প্রাঙ্গণ-চত্বর, সব নানাবর্ণের আবির গুলালে পরিপূর্ণ হইল। শ্রীরাধার সুতীব্র পিচকারীর ধারার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ পলায়নপর হইলে মহা হাসির রোল উঠিল। এভাবে আনন্দ কোলাহলে ক্রীড়া শেষ হইল। জলকেলির পর পুনঃ নব নব বসন ভূষণে সকলে বিভূষিত হইলেন। সাধকদাসী গুরুদেবিগণকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইলেন, এবং পরে যুগলকিশোরকে ব্যজন নির্ম্মঞ্ছন করিয়া

ফল-মিষ্টদ্রব্যাদি ও তাম্বূলের সেবা করান হইল।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ষড়ঋতুবনের পূর্ব্বদিকে গঙ্গাপথের দক্ষিণভাগে বসন্তঋতুবনে আসিয়া নানা ফুল-ফলে পরিপূর্ণ, কুসুমপরিমলে চারিদিক আমোদিত, পক্ষিকুলের নানা রবে ও কোকিলের মধুর কুহু ধ্বনিতে মুখরিত বনের শোভা দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে আসিয়া মাধবী-মণ্ডপে দুই প্রভুসহ বেদীতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর শ্রীঅঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত করিয়া মাল্য বিভূষিত করিয়া তাম্বূল সেবা করাইলেন। তৎপর ভাবরস-বিজ্ঞ শ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীরাধাকৃষ্ণের বসন্তঋতু-বন ভ্রমণ এবং হোলি-লীলা বর্ণিত পদগান করিলে ভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ নিজ ভাবে আবিষ্ট হইলেন। সাধকদাসও সেই ভাব-তরঙ্গে ভাসিলেন, ডুবিলেন। সেই রাধাভাবে মহাপ্রভুও হোলি ক্রীড়া করিতে দাঁড়াইলেন। ভক্তগণ ফাগু, রংজল আয়োজন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর, নরহরি আদির সহিত প্রভু খেলিতেছেন। ভক্তগণও মত্ত। পরস্পর ফাগু ও রংজল গুলাল নিক্ষেপ করিতেছেন। কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ হো হো করিয়া আনন্দ উল্লাসে বিভোর। বক্রেশ্বরাদি নাচিতেছেন—মৃদঙ্গ করতাল বাদ্যে সকলেই উন্মত্ত। শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদিও প্রেমে মাতোয়ারা। গভীর জয়জয় শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত। এভাবে আনন্দ-হর্ষ উল্লাসে হোলিরঙ্গ বিহার শেষ হইলে গঙ্গাস্নান জলকেলি হইল। বেশাদি পরিধান করিলে প্রভু মাধমী-মণ্ডপে আসিয়া বেদীতে বসিলেন। মাল্য চন্দন-অম্বূল সেবা হইল।

ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডে যুগলকিশোর হোলি ক্রীড়ার পরে রত্নবেদীতে বিরাজিছেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাদেবী ও সখা মধুমঙ্গল শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরকে শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে নানা পুষ্পসৌরভে আমোদিত, বহু ফল-বৃক্ষে সুশোভিত, বহুবিধ পক্ষীর ধ্বনি

মুখরিত, কোকিল কুহরিত, ভ্রমর গুঞ্জরিত গ্রীষ্মঋতু বনের শোভা-মাধুরী দর্শন-আস্বাদন করাইলেন। তৎপর সখিগণ সহ আসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ সুগন্ধ-পুষ্প বিভূষিত বাংলায় উপবেশন করিলেন। বৃন্দাদেবী বনদেবিগণ দ্বারা যুগল সুন্দরকে মাল্যভূষিত করিলেন। কেহ চামর কেহ বীজন দ্বারা ব্যজন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে শীতলাঙ্গ করিবার পর নানা শীতল পানীয় সেবা করান হইল। তৎপরে আম্র, পনস কদলী, নারঙ্গী, নারিকেল, পিয়াল, পিলু, আনার, বিল্বাদি কত প্রকার কালোচিত ফল ভোজন করান হইল। তৎপর সখিগণ অধরামৃত পাইলেন। পরে মঞ্জরী ও গুরুমঞ্জরীগণ পাইলেন। শেষামৃত দাসিগণ ও সাধকদাসী পাইলেন। তৎপর তাম্বূলসেবা করাইয়া ব্যজন ও পুষ্পারতি করা হইল।

এদিকে **নবদ্বীপে** মহাপ্রভু হোলিখেলার পর বেশ ভূষা আদি করিয়াছেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে তখন গঙ্গাপথের বামভাগে মহাপ্রভুর গৃহের অগ্নিকোণে গ্রীষ্মঋতুবনে আসিয়া বনের শোভা-মাধুরী দর্শন করাইলেন। প্রভু শ্যামকুণ্ডে গ্রীষ্মঋতুবনের মাধুরীর ভাবে ভাবাবিষ্ট আছেন। পরে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগৌরকিশোর আসিয়া ফুল-বাংলায় উপবেশন করতঃ বিশ্রাম করিতেছেন। বাংলায় ফুলের অপূর্ব্ব সজ্জা করিয়াছেন শ্রীমুকুন্দ। সুগন্ধি শীতল জলের সিঞ্চনে চতুর্দ্দিক সৌরভে আমোদিত। পুষ্পময় সিংহাসন, তদুপরি মনোহর চন্দ্রাতপ বিরাজিত। প্রভু ব্রজভাবে আবিষ্ট। তখন শ্রীস্বরূপ শ্রীযুগলকিশোরের গ্রীষ্মঋতু-বনবিহার পদ গান করিলেন। সেই বিহার রঙ্গের ভাবে প্রভু হস্ত-পদাদি সঞ্চালিত করিতেছেন। অঙ্গে নানা ভাববিকার প্রকটিত হইল। গান শেষে আবেশের ভাব চলিয়া গেলে শ্রীবাস পণ্ডিত কালোচিত বহুবিধ ফল ও শীতল পানীয় তিন প্রভুকে সেবা করাইলেন। সাধকদাস ও দাসগণ ব্যজন সেবা করিতেছেন।

তৎপর শ্রীস্বরূপ পুষ্পের আরতি করিলেন। পরে তিন প্রভু তাম্বূল-বীটিকা সেবা করিলেন। প্রভুর অধরামৃত ভক্তগণ ও গুরুবর্গ পাইলেন। অবশেষ দাসগণ ও সাধকদাস পাইলেন।

ব্রজে রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নে যুগলকিশোর গ্রীষ্মঋতু বনবিহার করিয়া বেশভূষা করতঃ সখিগণ সহ কালোচিত ফল ও পানীয় গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ বেদীতে বিশ্রামান্তে প্রিয়নর্ম্ম সখা সুবল, গন্ধর্ব্ব ও বিদগ্ধ সখার কুঞ্জের পূর্ব্বভাগে (শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বে) বর্ষাঋতু-বনবিহারার্থে যুগলকিশোরকে সখিগণ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। মাধবী, কামিনী, মালতী, যূথী, টগর, চাঁপা বিবিধ করবী আদি বর্ষার ফুলের সৌরভে বন আমোদিত। যুগলকিশোরকে দেখিয়া কপোত কপোতী, ময়ূর-ময়ূরী, পিক-পিকালী, চাতক-চাতকী, ডাহুকী আদি পক্ষিগণ যুগল হইয়া নিজ নিজ স্বরে নানা আলাপ ও সংলাপ করিতে লাগিল। শুক-শারী যুগল-সুন্দরের গুণগাথা গাহিতে লাগিল। এইরূপে বর্ষার ফুল ফলে পরিশোভিত পক্ষিগণের মধুর কলভাষণ দর্শন শ্রবণ করিতে করিতে রাধাকুণ্ডতটে বকুল ও কদম্ব বৃক্ষদ্বয়ে আবদ্ধ যূঁই কুন্দ পুষ্পে শোভিত হিন্দোলিকায় উঠিয়া শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর উপবেশন করিলেন। দুই পাশে মল্লার রাগে গান করিতে করিতে ললিতা বিশাখা হিন্দোলা ঝুলাইতেছেন। সখিগণ করতালি দিয়া আনন্দে জয়গান করিতেছেন। ঝুলিবার কালে রাইকিশোরী পড়িবার আশঙ্কায় শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরেন। ঝুলন বিহার শেষ হইলে হিন্দোলা হইতে নামিয়া রত্ন কুট্টিমাতে যুগল-কিশোর বসিলেন। সেবাপরা দাসিগণ ও সাধকদাসী বীজন ও চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগকে তাম্বূলবীটিকা সেবা করান হইল। এভাবে বর্ষাঋতু বনশোভা দেখিয়া হিন্দোলা-বিহার হইল।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ফুল বাংলায় বিশ্রাম করিতেছেন।

শ্রীস্বরূপের পূর্ব্ব লীলার গানও সমাপ্ত হইয়াছে। তৎপর ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দক্ষিণ গঙ্গাপথের বামে গ্রীষ্ম-ঋতুবনের পশ্চিমে বর্ষাঋতুবনে বিহারার্থে লইয়া আসিলেন। ফল পুষ্পে সুশোভিত এবং সৌরভে আমোদিত, নানাবিধ বিহঙ্গকুলের মধুর কাকলীতে মুখরিত বর্ষাঋতু-বনের মধুর শোভা ভক্তগণসহ মহাপ্রভু দর্শন করিলেন। বর্ষাহর্ষ বন দেখিয়া প্রভু মনোহর মালতীতলে মণ্ডপে মনোহর বেদীতে দুই প্রভুসহ উপবেশন করিলেন। তখন ব্রজভাবে মুকুন্দ-মাধব, বাসুঘোষাদি মল্লার রাগে গান করিলেন। পরে শ্রীস্বরূপ তাহাদের লইয়া শ্যামকুণ্ডে বর্ষাঋতুবনে যুগলকিশোরের বিহার এবং তাঁহাদের মনোহর ঝুলন-লীলার পদ মধুর প্রেমস্বরে গান করিলেন। প্রভু তদ্ভাবে বিভাবিত হইলেন। শ্রীঅঙ্গে কত ভাবাবলী বিকাশ পাইল। গান সমাপ্তির পর শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়া যূঁই, কুন্দ, মালতী আদি পুষ্প দ্বারা মনোহর ভাবে সজ্জিত হিন্দোলাতে প্রিয় গদাধরকে বামে লইয়া বসিলেন। গৌরীদাস হরিদাস দুই পাশে থাকিয়া শ্রীগৌর-কিশোরকে ঝুলাইতেছেন। ভক্তগণ গৌর-জয় দিয়া গান করিতেছেন। এইভাবে মহানন্দে ঝুলন সমাপ্তির পর প্রভু আসিয়া রত্নবেদীতে উপবেশন করিলে মাল্য-চন্দন, চামর ব্যজন ও তাম্বূল সেবা করা হইল। সাধকদাসও সেই সেবানন্দে বিভোর।

ব্রজে শ্রীযুগলকিশোর বর্ষাঋতু বনে বিহার রঙ্গ করিবার পর কুন্দলতা সখী তাঁহাদিগকে শ্যামকুণ্ডের অগ্নিকোণে শরৎ ঋতুবনে লইয়া আসিলেন। ফুল ফলে পরিপূর্ণ—নানাবিধ পক্ষিগণের ধ্বনিতে মুখরিত সেই বনের শোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীনন্দলাল গমন করিতেছেন। পথে নির্বৃন্ত পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন বনদেবিগণ। সেই কুসুমাস্তীর্ণ পথে কুসুমে পদক্ষেপ করতঃ চলিতে চলিতে

কিশোর-কিশোরী আসিয়া মালতী মণ্ডপে রত্নবেদীতে বসিলেন। তখন শ্রীবৃন্দার আদেশে শুক-শারিগণ এক এক যুগল করিয়া পরস্পর যুগলকিশোরের রসগাথা বলিয়া দ্বন্ধ করিতে লাগিল। সেই রসামৃত বচনে সকলে আনন্দরসে নিমগ্ন হইলেন; তাহাদের রস কথনের পরে দাসিগণ শ্রীললিতার আদেশে শারিগণকে দ্রাক্ষা ও শুকগণকে দাড়িম্ববীজ ভক্ষণ করাইলেন। এই ভাবে মহানন্দে এই বন-বিহার শেষ হইল।

এদিকে **নবদ্বীপে** শ্রীগৌরবিনোদ ঝুলন-লীলা সমাপনান্তে যূঁই-মণ্ডপে বিশ্রাম করিবার পর ভক্তগণ তাঁহাকে মহাপ্রভুর পুরের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ গঙ্গাপথের দক্ষিণভাগে শরৎ ঋতুবনে লইয়া বসিলেন। যূঁই, মালতী, শেফালিকা, মাধবী, করবী, টগর, চাঁপা আদির সৌরভে বন আমোদিত। নানাবিধ ফলবৃক্ষে বন সুশোভিত। পক্ক অপক্ক ফলভারে বৃক্ষগণ আনত। শুক, পিক, দোয়েল, কপোত ময়ূরাদি কত বিহঙ্গকুলের মধুর রবে বন মুখরিত। পুষ্পলতায় বেষ্টিত সরোবরে কত পদ্মফুল বিকশিত হইয়াছে। মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ শ্রবণ দর্শন করিতে করিতে ব্রজবনের শোভায় আবিষ্ট চিত্তে আসিয়া বিস্তৃত মালতী মণ্ডপে রত্ন-বেদীতে বসিলেন। মালতীর ডালে বসিয়া শুক-শারী 'গৌর-জয়' দিয়া আলাপ করিতেছে। তখন শ্রীস্বরূপ শ্যামকুণ্ডে শরৎ ঋতুবনের শোভা বর্ণন করতঃ শুক-শারীর দ্বন্ধ-বর্ণিত পদ গান করিলেন। শ্রীগৌর রসরাজ সেই কলহ-রসামৃত অন্তর্দ্দশায় আস্বাদন করিলেন।

ব্রজে শ্রীশ্যামকুণ্ডে দক্ষ ও সনন্দ সখার কুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বা শ্যামকুণ্ডের দক্ষিণে হেমন্ত ঋতুর বন বিদ্যমান। কালোচিত ফুল-ফলে বৃক্ষলতায় বন পরিপূর্ণ। সুসজ্জিত সারি সারি সেই সব বৃক্ষলতার বন-মাধুরী দেখিতে দেখিতে আনন্দ

মনে সখিগণ সঙ্গে আসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ কামিনী ও ঝিন্টিপুষ্পে বেষ্টিত মণ্ডপে যাইয়া বেদীর উপর বসিলেন। তখন শ্রীবৃন্দাদেবী বনদেবীর দ্বারা প্রস্তুত মাল্যভূষণে তাঁহাদ্দিগকে ভূষিত করিলেন। তৎপরে উভয়কে মধুর তাম্বূলাদি অর্পণ করিয়া কর্পূর ও পুষ্প দ্বারা আরতি করিলেন। সাধিকাদাসী প্রসাদী মাল্য মঞ্জরীগণ ও গুরুমঞ্জরীকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে **নবদ্বীপে** শরৎঋতু বনে মালতী-মণ্ডপে শ্রীনদীয়াবিনোদ শুক-শারীর রসময় দ্বন্দ্ব-কথা শ্রবণে ভাবাবেশে আছেন। প্রভুর বাহ্য হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে মহাপ্রভুর পুরের নৈঋত কোণে পশ্চিম গঙ্গাঘাটের বামভাগে হেমন্ত-ঋতুর বনে লইয়া গেলেন। বহুবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষলতায় পরিশোভিত বনের মাধুরী ভ্রমণ করিতে করিতে দর্শন করতঃ আসিয়া কামিনী-মণ্ডপে বেদীতে বসিলেন। শ্রীস্বরূপ তখন শ্রীযুগলকিশোরের হেমন্ত-বনলীলা গান করিলে ভক্তগণসহ শ্রীগৌরসুন্দর সেই লীলাতে আবিষ্ট হইলেন।

সেই লীলার ভাবাবেশ ছুটিয়া বাহ্য হইলে শ্রীগৌরসুন্দর তখন ভক্তগণ সঙ্গে পশ্চিমে গঙ্গাঘাটের দক্ষিণ ভাগে **শিশির ঋতুবনে** পদার্পণ করিলেন। শ্রীবৃন্দার ভাবে শ্রীমুকুন্দ শীত ঋতুবনের শোভা মাধুর্য্য দেখাইতেছেন। সেই মাধুরী দেখিতে দেখিতে মহাপ্রভু ব্রজ ভাবাবেশে কুন্দ-মণ্ডপে বেদীতে বসিলেন। প্রভুর ভাব বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীযুগল-সুন্দরের ও সখিগণের গুণ বর্ণন করিয়া পদগান করিলে প্রভুর অঙ্গে নানা ভাব বিকার প্রকটিত হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত তিন প্রভুকে কিছু শীত বস্ত্র গায়ে দিলেন এবং চন্দন কাষ্ঠ গুঁড়া প্রজ্জ্বলিত আগুনপাত্র সন্নিকটে রাখিলেন।

ব্রজে হেমন্তবনের শোভা দর্শনের পরে বৃন্দাজী

যুগলকিশোরকে শ্যামকুণ্ডের নৈঋত কোণে শীতঋতুবনে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা ফুল ফলে পরিশোভিত ও সুগন্ধে আমোদিত শিশির বনের মাধুরী দেখিতে দেখিতে নানা রসালাপ করিতে করিতে যুগলসুন্দর সখিবৃন্দের সঙ্গে আসিয়া কুন্দকুসুম-মণ্ডপে পুষ্প-শয্যাতে বিরাজ করিতেছেন। দাসীগণ শ্রীচরণকমল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। নিকটে চন্দন গুঁড়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপাত্র ধরিলেন। তৎপর বনদেবীর দ্বারা রচিত মনোহর কুন্দমালা বৃন্দাজী ললিতাজীর হস্তে দিলে তিনি শ্রীরাধার হস্তে দিলেন। রাইকিশোরী শ্যামসুন্দরের গলে দিলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে প্রিয়ার গলে পরাইলেন। তৎপর ঘৃত ও কর্পূরের প্রদীপে আরতি অন্তে তাম্বূল বীটিকা অর্পণ করা হইল। সাধকদাসী মৃদুমন্দ চামর ব্যজন করিয়া আনন্দে বিভোর।

এদিকে **নবদ্বীপে** শিশির বনে শ্রীগৌর-রসরাজ কুন্দ-মণ্ডপে ভাবাবেশে আছেন। তৎপর ভক্তগণ উত্তর গঙ্গাপথের বামে অর্থাৎ বায়ুকোণে শরৎ-হেমন্ত যুগ্ম-ঋতুর বনে শ্রীগৌরসুন্দরকে ও প্রভুদ্বয়কে লইয়া আসিলেন। সেই যুগ্মঋতুর বন মাধুরী দর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভু আসিয়া যথোপযুক্ত মণ্ডপে (জাতীমালত্যাদি মণ্ডপে) উপবিষ্ট হইলেন। প্রভুর ভাবাবেশ বুঝিয়া ভাবরসজ্ঞ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য ভাবরসের পদ গান করিলেন। তৎশ্রবণে শ্রীগৌরমণি এবং ভক্তগণ সেই রসভাবে নিমগ্ন হইলেন।

ব্রজে শিশির ঋতু বনবিহার করিবার পর শ্রীযুগলকিশোর কুন্দ পুষ্প মণ্ডপে পুষ্প-শয্যায় বিরাজিত হইলেন। যথোচিত সেবা হইবার পর বৃন্দাজী তাঁহাদিগকে রাধাকুণ্ডের নৈঋত কোণে শরৎ-হেমন্ত যুগ্মঋতুর বনমাধুরী দর্শনার্থে লইয়া আসিলেন। সেই বনবিহার অন্তে যুগলসুন্দর আসিয়া জাতীমালত্যাদি— কুসুম

মণ্ডপে বেদী'পরে বসিলেন। তখন শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আলয় শ্রীমুখকমল ও তৎসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া এক ভ্রমর মদমত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই ভ্রমরকে তাড়াইতে প্রভুত চেষ্টা হইল। কিন্তু ভ্রমর গেল না। তখন শ্রীমতী প্রিয়ের উত্তরীয়তে মুখ ঢাকিলে ভ্রমর চলিয়া গেল। তখন ললিতাজী মুখ আচ্ছাদনের সুযোগে বলিলেন—দেখ কমলিনী! তোমাকে অবহেলা করিয়া শঠ কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চলিয়া গেল। যদিও শ্যামসুন্দর পার্শ্বেই উপবিষ্ট আছেন কিন্তু মহাভাবময়ীর প্রেমের এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মে কিশোরীজী সেই কথার সত্যতা মানিয়া নিলেন। ইহা রাইপ্রেমের অতি সুন্দর প্রেম বৈচিত্ত্য ভাব। (যে প্রেমে কান্ত নিকটে বা পার্শ্বে আছেন কিন্তু কান্তার চিত্ত বিচিত্ত হইয়া ভাবিতেছে কান্ত নাই, সেই প্রেমের ভাবকে প্রেমবৈচিত্ত্য ভাব বলে) তখন কিশোরীমণির মানের আবির্ভাব হইল। কান্তকে যথেষ্ট প্রেম ওলাহন দিলেন। ভাব দেখিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্যামকান্ত মধুর মধুর হাসিতেছেন ও কান্তার ভাব আস্বাদন করিতেছেন। সখিগণ রাইয়ের ঐ ভাবকে পুষ্ট করিবার জন্য শ্যাম সঙ্গে প্রেম প্রীতির জন্য রাইকে নানা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাইধনী শ্যামহারা হইয়া জলহারা মীনের মত হইলেন। শ্যামসঙ্গে পুনঃ আনিয়া মিলন করাইতে সখিগণকে কাতর বচনে বলিতেছেন। তখন হঠাৎ সম্মুখে কান্তকে দর্শন করিয়া যেইমাত্র তদীয় নীলকান্তমণির অঙ্গে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিলেন, রাইকিশোরী কোন নায়িকা শ্যাম অঙ্গে বিজড়িত এরূপ ভাবে পুনঃ বক্রভাব ধারণ করিলেন এবং ক্রোধ ঈর্ষায় লজ্জায় তাঁহার অঙ্গ স্তম্ভিত হইল। সেই দর্শন ভ্রান্তি ললিতাজী রাইকর্ণে কহিলে তিনি পরম লজ্জিতা হইয়া অধোবদনা হইলেন। পরে কান্তকে কত সুখে যেন হারাধন পাইয়াছেন বলিয়া আলিঙ্গন

করিলেন। তৎমিলনে সখিগণ জয়রাধে জয়কৃষ্ণ বলিয়া জয়গান করিয়া বন মুখরিত করিলেন ও যুগল উপরে পুষ্প বরিষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর চামেলী-মালত্যাদি মণ্ডপে ব্রজ ভাবাবেশে আছেন। ভাব প্রশান্তির পর শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণ তাঁহাকে পুরের উত্তরে গঙ্গাপথের বামে শীত-বসন্ত যুগ্ম-ঋতু বনে লইয়া আসিলেন। বনের মনোহর শোভা দর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভু যুগলকিশোরের মিলনভাবে ভাবান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করতঃ কুন্দ-মাধবী-মণ্ডপে বেদীতে বসিলেন। সেই সময় স্বরূপ গোস্বামিপাদ শীত-বসন্ত-ঋতুবনে শ্রীরাধিকা রসময়ী নির্হেতুমান পদগান করিলেন। মহাপ্রভু এবং ভক্তগণ সেই ভাবে বিভাবিত হইয়াছেন—

ব্রজে বৃন্দাজী শ্রীযুগলকিশোরকে শরৎ-হেমন্ত ঋতুবন বিহারান্তে রাধাকুণ্ডে তুঙ্গবিদ্যা সখীর কুঞ্জের পশ্চিমোত্তর ভাগে শীত-বসন্ত যুগ্ম-ঋতুবনের শোভা দর্শন করাইতে লইয়া আসিলেন। বহুবিধ ফল পুষ্পে সুশোভিত, পক্ষিগণের ধ্বনিতে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত বনের সুন্দর শোভা দর্শন করিতে করিতে কুন্দ-মাধবীবেষ্টিত মণ্ডপে আসিয়া শ্রীকিশোর-কিশোরী উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাধারাণী সখী সঙ্গে শীত ঋতু বন হইতে এবং শ্রীকৃষ্ণ বসন্তঋতু বন হইতে মাল্য গ্রন্থনার্থে পুষ্পচয়ন করিয়া আসিলেন। শ্রীমতী আসিয়াই শ্যামবক্ষে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঈর্ষা ক্রোধ বশে হস্তস্থ পুষ্পরাশি কান্তের সম্মুখে নিক্ষেপ করতঃ অধোমুখে বসিয়া অঙ্গুলিতে ভূমি অঙ্কন করিতে লাগিলেন। এইরূপ অকারণে ভ্রান্তি বশতঃ মান করিলে বৃন্দাজী দুঃখিতা হইয়া শ্রীমতীকে মৃদু ওলাহন দিলেন। পরে শ্যামবক্ষে নিজ প্রতিবিম্বের কথা বলিয়া ভ্রান্তির কথা সখী বলিলে শ্রীমতী শান্তভাবা হইলেন।

তখন উভয়ের মিলন আলিঙ্গন হইল। সখিগণ সকলে জয় জয় করিয়া উঠিলেন ও পুষ্প বর্ষণ করিলেন।

এদিকে **নবদ্বীপে** শ্রীগৌর প্রেমসিন্ধু কুন্দ-মাধবী মণ্ডপে শ্রীস্বরূপের গানে ভাবাবেশে আছেন। গান সমাপ্ত হইলে প্রভু সহ সকলের ভাবের আবেশ গেল। তৎপর মহাপ্রভু নিজ পুরের উত্তরে গঙ্গাপথের দক্ষিণভাগে গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতু বনে পদার্পণ করিয়া অসংখ্য ফুল ফলের বৃক্ষ লতায় সুশোভিত, সৌরভে পুরিত, বিহঙ্গ ভ্রমরের কলধ্বনি ও গুঞ্জনে মুখরিত বনের মধুর মাধুরী দর্শন করিতে করিতে সুখভরে আসিয়া স্বর্ণযূথী মণ্ডপে বসিলে ভাব বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লুকালুকী, মধুপান, রতিক্রীড়াদি বিহারের পদ গান করিলেন। তৎশ্রবণে সেই সব ব্রজভাবে সকলে আবিষ্ট হইলেন।

ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডে সুদেবীর কুঞ্জের পশ্চিমোত্তরে কুণ্ডের বায়ুকোণে গ্রীষ্ম-বর্ষা যুগ্মঋতু বনে আসিয়া বনশোভা দর্শন করিয়া কত কত কুসুম সমূহের মন মাতান সৌরভ-মাধুরী আস্বাদন এবং বহুবিধ পক্ষিকূলের আনন্দ কাকলী ধ্বনি, মৃগ-মৃগী, ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য (যুগলকে দেখিয়া পশু পক্ষিগণের পরমানন্দ) ইত্যাদি দর্শন-শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দ-চিত্তে আসিয়া স্বর্ণযূথী-মণ্ডপে রত্ন বেদীতে উপবেশন করিলেন। বনে বৃক্ষলতার সমাবেশ ও মাধুর্য্য দেখিয়া কৌতুকী রসরাজ ও রসময়ীর লুকোচুরী-ক্রীড়া করার বাঞ্ছা হইল। যিনি আগে আসিয়া সখী ললিতাকে স্পর্শ করিবেন তিনি জয়ী হইবেন। চতুরতায় কেহ ঊন নহেন। শ্রীমতীর চক্ষু আচ্ছাদন করিলে শ্রীমান লুকাইলেন। সুচতুরা রাই তমালের আড়ালে শ্যামকে যাইয়া ধরিলেন। আবার শ্রীমানের চক্ষু আচ্ছাদনে শ্রীমতী লুকাইলেন। শ্যাম যাইয়া শ্রীমতীকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। জয় কাহারও হইল না। সখিগণ

জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ মগ্না হইলেন।

এইরূপে সকল বনবিহারান্তে যুগলসুন্দর ললিতানন্দদ কুঞ্জের বায়ুকোণে 'মাধবী-মণ্ডপে' আসিয়া বসিলেন। তখন লীলা পুষ্টিবিধায়িকা চতুরা বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ-ভাণ্ড আনিয়া দিলে যুগলকিশোর পরস্পর পান করিয়া মদমত্ত হইলেন। সখিগণও পান করতঃ সেইরূপ হইয়া নিজ নিজ কুঞ্জে গিয়া শয়ন করিলে শ্যামসুন্দর প্রতিকুঞ্জে এক এক স্বরূপে শ্রীরাধা ও সখিগণ সঙ্গে নানা বিহার করিলেন। এরূপে মধুপান লীলাবিহার অন্তে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে আসিয়া বেদীতে বসিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের পুষ্পবনে শ্রীগৌরসুন্দর বেদিকাতে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীযুগলকিশোরের মধুপান গান শুনিয়া সেই রসাবিষ্টতায় আছেন। গান সমাপ্ত হইলে ভাব শান্ত হইল। তখন তিনি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে প্রিয় আলাপন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিলে যমুনা উদ্দীপনে পুনঃ ভাবাবিষ্ট হইলেন। শ্রীস্বরূপ তখন রাধাকুণ্ডে যুগলের জলকেলি বিলাসের পদ গান করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু গঙ্গায় নামিয়া প্রিয় গদাধর সঙ্গে, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে পরস্পর সজোরে জল ছিটাছিটি করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও পরস্পর মাতিয়াছেন। আবার 'কয়া-কয়া' করিয়া জলবাদ্যও করিতেছেন। এই ভাবে জলকেলির পর বেশাদি পরিয়া পুনঃ পুষ্পবনে আসিলেন। রাধাকুণ্ডে জলবিহার লীলায় প্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন।

ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থিত মনোহর সুচিত্রিত রত্ন বেদীতে উপবিষ্ট আছেন শ্রীযুগলকিশোর। চতুর্ব্বিধ বিকশিত পদ্ম তথা পদ্ম কলিতে পূর্ণ, হংস চক্রবাক্ সারসাদি বিচরিত, তীরে পুষ্প বৃক্ষ লতাগণ পরিশোভিত শ্রীরাধাকুণ্ডের মনোহর শোভা দর্শন করিতেছেন। তখন জলকেলি করিবার সকলের

ইচ্ছা হইল। বনদেবিগণ জলক্রীড়ার বেশ পরাইলেন। আরম্ভ হইল মধুর জলবিহার। প্রথমতঃ জানুমগ্ন জলে পরে নাভিজলে পরস্পর জলবর্ষণ হইল। শ্রীকৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক গভীর জলে নিলে শ্রীমতী ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া সন্তরণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে সখিগণ বেষ্টিত হইয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নীল কমল বনে সখিগণ ও শ্রীরাধা স্বর্ণ-কমলবনে লুকাইয়া ফিরিতেছেন। আবার নাভিজলে মাঝে শ্রীকৃষ্ণ ও চারিদিকে সখিগণ দাঁড়াইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন শত হাতে ঘন ঘন জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সখিবৃন্দ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নেত্র, কর্ণ পরে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বদনসরোজ নত করিলেন। পরে পরস্পর হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ইত্যাদি রূপে জল-যুদ্ধ হইতে লাগিল। তীরে চাহিয়া বৃন্দা, ধনিষ্ঠা, মঞ্জরী ও দাসিগণ আর মধুমঙ্গল সখা পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। সেই মনোহর জলক্রীড়া ও প্রেমক্রীড়ার কথা বর্ণন-সাধ্য নহে। আর এই প্রকার মধুর লীলা কেবল প্রেমিক রসিক ভক্তগণেরই আস্বাদ্য। এইরূপে জলকেলি অন্তে বেশ পরিধানান্তর কতই না বেশ-ভূষার শৃঙ্গার হইল। বৃন্দাদেবী শৃঙ্গারবেদীতে পুষ্প দ্বারা যুগলের নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। সকলেই মণিদর্পণে নিজ শৃঙ্গার-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া তথা পরস্পরের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়া সুখে-বিভোর হইতেছেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রসময় গঙ্গায় জলকেলির পর আসিয়া শ্রীবাস পুষ্প-উপবনে বেদীতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীস্বরূপ পুষ্পারতি করিয়া নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। পরে প্রভুর ভাবাবেশ জানিয়া রাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন লীলা গান করিলে সকলে সেই ভাবে মগ্ন হইলেন।

ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে ললিতানন্দদ কুঞ্জের দক্ষিণে

অরুণাম্বুজ নামক শাখাকুঞ্জে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য পূজায় আসিবার কালে নিজ হস্তে প্রস্তুত করা যে সমস্ত পক্কান্ন ও রসালা মিষ্ট দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, সেইসমস্ত চর্ব্ব্য, লেহ্য, পেয় ভক্ষ্য দ্রব্যাদি এবং শ্রীকুণ্ডতীরস্থ ফলবনাদি হইতে সংগৃহীত বহু প্রকার সুসংস্কৃত ফলাদি নিজে পরিবেশন করতঃ সঙ্গে সখা মধুমঙ্গল ও সুবলকে মহানন্দে ভোজন করাইলেন। শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে নিজে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইবার এরূপ সুযোগ আর কোথাও পান না। তাই তাঁহার চিত্তে অপরিসীম আনন্দ। ভোজনান্তে সাধিকাদাসী আচমন করাইলেন। তৎপরে পদ্মমন্দিরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প-শয্যায় শয়ন করিলেন। সুবাসিত তাম্বূল বীটিকা প্রদান করা হইল। সখীগণ কেহ ব্যজন, কেহ পাদসেবা করিতেছেন। মন্দিরের দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে সুবল ও মধুমঙ্গল শয়ন করিলেন। তৎপর প্রেমময়ী রাই প্রাণনাথের অধরামৃত আস্বাদন করিয়া প্রাণকান্তের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সখিগণ ও চতুর্দ্দিকে বসিলেন। কান্তের চর্ব্বিত তাম্বূল শ্রীমতী পাইলেন। পরে বৃন্দাদেবী, শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণ, তুলসী ও গুরুদেবিগণ যুগলের শেষ অধরামৃত পাইলেন। যুগলকে শয়ন করাইয়া মন্দিরের পূর্ব্বের প্রকোষ্ঠাদিতে তাঁহারা শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। শ্রীরূপমঞ্জরী যুগলের ব্যজন সেবা করিতেছেন। সাধকদাসী তৎপর শ্রীগুরুদেবীর ইঙ্গিতে শেষ অধরামৃত পাইলেন। তৎপর ভোজন-স্থলাদি সংস্কার করতঃ আসিয়া শ্রীরাধারাণীর মনোহর শ্রীচরণ চিহ্নাদি দেখিতে দেখিতে প্রাণের আনন্দে তাঁহার চরণ সেবায় রত হইলেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরগুণমণি সেই উপবনে শ্রীযুগলকিশোরের ভোজন-লীলারস অন্তর্ভাবে আস্বাদন করিতেছেন। গান শেষে প্রভুর ভাব নিরসন হইলে, গদাধরাদিকে প্রভু আলিঙ্গ

ন করিলেন। তৎপর মাধবী মণ্ডপের দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে তিন প্রভু ভক্তবৃন্দসহ বহুবিধ রসালা মিষ্ট সামগ্রী ও ফলাদি ব্রজ ভাবাবেশে ভোজন করিয়া বিশ্রাম-মন্দিরে আসিয়া মহাপ্রভু পালঙ্কে বসিলেন। ভক্তগণ কেহ তাম্বূল দিলেন, কেহ ব্যজন ও কেহ পদসেবাদিতে মগ্ন হইলেন। সাধকদাসও শ্রীগুরু আজ্ঞায় চামরব্যজন করিতেছেন। পরে ভক্তগণ মহানন্দে তিন প্রভুর অধরামৃত পাইলেন। তৎপরে সাধকদাস পাইয়া সংস্কারাদি সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পরে মহাপ্রভু শয্যাত্যাগ করিলেন। মুখ প্রক্ষালনান্তে বেদীতে বসিলে শ্রীবাসের আজ্ঞায় শুকপক্ষী সপরিকর মহাপ্রভুর জয় দিয়া যথারূপে প্রণাম করতঃ মহাপ্রভুর তথা নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণ ও করকমলের সকল চিহ্নাদির মাধুর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও হস্ত পদের মাধুরী বর্ণন করিলে মহাপ্রভু পরমসুখ পাইলেন। তৎপরে গৌরসুন্দরের ভাবাবেশ জানিয়া শ্রীস্বরূপ-আজ্ঞায় শুক ও শারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণাখ্যান করিতে লাগিলেন। সকলে সেই ব্রজভাবে নিমগ্ন হইলেন। শুক বর্ণিত মহাপ্রভুর হস্ত পদের চিহ্নাদি যথা—

দক্ষিণ চরণতলে—(১) অঙ্গুষ্ঠের মূলে যব চিহ্ন (২) যবের তলে ছত্র, (৩) তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য হইতে চরণের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, (৪) তর্জ্জনীর মূলে দণ্ড, (৫) মধ্যমার তলে কমল, (৬) কমলের তলে পর্ব্বত, (৭) পর্ব্বতের নিম্নে রথ, (৮) রথের দক্ষিণে গদা, (৯) রথের বামে শক্তি, (১০) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তলে অঙ্কুশ, (১১) অঙ্কুশের নিম্নে বজ্র, (১২) বজ্রের নিম্নে বেদী, (১৩) বেদীর নীচে কুণ্ডল, (১৪) এই সকল চিহ্নের তলে —অষ্টকোণ, (১৫) অষ্টকোণের চারিকোণে—চার স্বস্তিক, (১৬) অন্য চারিকোণে—চার জম্বুফল। এই ষোড়শ চিহ্ন সমূহ দক্ষিণ পদতলের মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে।
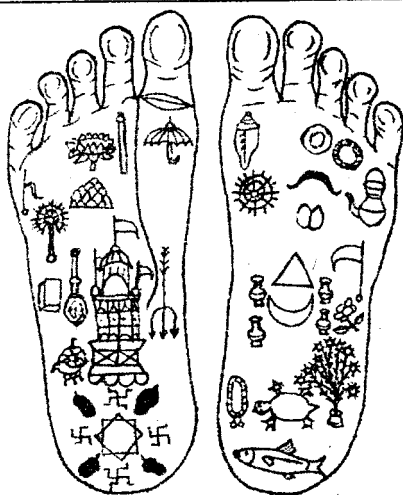
শ্রীমহাপ্রভুর চরণচিহ্ন
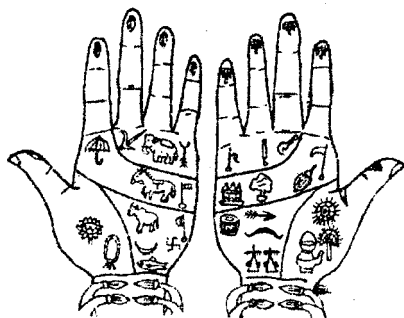
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হস্ত চিহ্ন

বাম চরণতলে— (১) অঙ্গুষ্ঠের মূলে—শঙ্খ, (২) শঙ্খের তলে—চক্র, (৩) মধ্যমার তলে—আকাশ, (৪) অম্বর তলে গুণ (জ্যা) রহিত—ধনু, (৫) অনামিকার তলে—বলয়, (৬) কনিষ্ঠার তলে—কমণ্ডলু, (৭) ধনুর নীচে—গোষ্পদ, (৮)

গোষ্পদের দক্ষিণে—ধ্বজা, (৯) ধ্বজার নীচে—পুষ্প, (১০) পুষ্পের তলে— লতা, (১১) গোষ্পদের নীচে—ত্রিকোণ, (১২) এই সকলের নীচে —চারিটি কুম্ভ, (১৩) কুম্ভগণের মধ্যে—অর্দ্ধচন্দ্র, (১৪) অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে—কূর্ম্ম, (১৫) কূর্ম্মের দক্ষিণে—পুষ্পমালা, (১৬) কূর্ম্মের তলে—মৎস্য। এই ষোড়শ চিহ্নসমূহ বাম পদতলে সুশোভিত হইয়া মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে। এই উভয় পদতলের চিহ্নসমূহ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবানের অনুপম বৈশিষ্ট্য, যাহা আর কোন ভগবৎ-স্বরূপেও নাই। জীবে ত দূরের কথা। অতএব, এই পদচিহ্ন ভগবৎ পরিচয় দান করে। এই সকল পদ-চিহ্ন ভক্ত মাত্রের একান্ত ধ্যানের বস্তু।

দক্ষিণ করতলে—(১) পরমায়ু রেখা, (২) সৌভাগ্য রেখা, (৩) ভোগ রেখা, (৪) ধ্বজা, (৫) খড়গ, (৬) দণ্ড, (৭) অঙ্কুশ, (৮) প্রাসাদ, (৯) অশ্বত্থ বৃক্ষ, (১০) চামর, (১১) বাণ, (১২) ধনু, (১৩) দুন্দুভী, (১৪) যুগল শকট, (১৫) চক্র, (১৬) বজ্র, (১৭) কমণ্ডলু, (১৮) নন্দাবর্ত্ত, এই অষ্টাদশ চিহ্নাবলী দক্ষিণ হস্তের পরম মাধুর্য্য।

বাম করতলে— (১)পরমায়ু, (২) সৌভাগ্য, (৩) ভোগরেখা, (৪) হল, (৫) হস্তী, (৬) তোমর (সাবল), (৭) ছত্র, (৮) অশ্ব, (৯) যুপ-পদ (যজ্ঞীয় পশু-বন্ধন স্তম্ভ), (১০) পুষ্পমালা, (১১) বৃষ, (১২) বীজন, (১৩) স্বস্তিক, (১৪) অর্দ্ধচন্দ্র, (১৫) মৎস্য, (১৬) শঙ্খ, (১৭) কমল।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রস্য পদাঙ্কানি—

দক্ষিণ পদতলে—যবমঙ্গুষ্ঠমূলে চ তত্তলে চাতপত্রকম্। অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী—সন্ধিভাগস্থামূর্দ্ধরেখিকাম্।। সুকুঞ্চিতাং সূক্ষ্ম রূপাং স্মর রে মে মনঃ! সদা। তর্জ্জন্যাস্তু তলে দণ্ডং বারিজং মধ্যমা-তলে।। তত্তলে পর্ব্বতাকারং তত্তলে চ রথং স্মর। রথস্য দক্ষিণে

পার্শ্বে গদাং বামে চ শক্তিকাম্।। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং তত্তলে কুলিশং স্মর। বেদিকাং তত্তলে ব্যাপ্তাং তত্তলে কুণ্ডলং ততঃ।। এতচ্চিহ্নতলে দীপ্তং স্তস্তিকানাং চতুষ্টয়ম্। এষাং অষ্টকোণ সমাযুক্তং সন্ধৌ জম্বুচতুষ্টয়ম্।। অসব্যাঙ্ঘ্রৌ মহালক্ষ্মী স্মর গৌরহরের্ম্মনঃ।।

অথ বাম পদতলে—বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খং তলে পবিম্। মধ্যমাতলে আকাশং তদ্দ্বয়াধো ধনুঃ স্মর।। গুণেন রহিতং চাপং বলয়াং মণিমূলকে। কনিষ্ঠায়াস্তলে চৈকং সুশোভন-কমণ্ডলুম্।। তস্য তলে গোষ্পদাখ্যং সৎপতাকাং ধ্বজাং পুনঃ। চিন্তয় তত্তলে পুষ্পং বল্লীং তস্য তলে স্মর।। গোষ্পদস্য তলেঽপ্যেকং ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডলম্। চিন্তয় তত্তলে কুম্ভান্ চতুরঃ সুমনোরমান্।। তেষাং মধ্যে চার্দ্ধচন্দ্রং তলে কূর্ম্মং সুশোভনম্। শফরীং তত্তলে রম্যাং তস্যাপি দক্ষিণে পুনঃ।। কূর্ম্মস্য তুল্যভাগে তু নিম্নে ঘটতলেঽপি চ। মনোরমাং পুষ্পমালাং স্মর বামাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে।। ইতি দ্বাত্রিংশচ্চিহ্নানি গৌরাঙ্গস্যপদাব্জয়োঃ।

অথ শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ করযুগলস্য ধ্যানময়ম্—

ক্রমো যথা— **দক্ষিণ কর**—তর্জ্জনী-মধ্যমাঙ্গুলী মধ্যতঃ। আকর-ভাবধেরায়ুরেখাং গৌরো বিভর্ত্তি চ।। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিতঃ সৌভাগ্যরেখিকাং তথা। সুমণিবন্ধমারভ্য বক্রগত্যোত্থিতাস্ত হ।। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ সন্ধৌ সৌভাগ্যরেখয়া সহ। ভক্তভোগ-প্রদানায় ভোগরেখাং বিভর্ত্তি সঃ।। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ পদ্মানি ধরতি প্রভুঃ। অঙ্গুষ্ঠস্য তলে যবং চক্রং ধরতি তত্তলে।। ভক্তদুঃখাদ্রিনাশায় ধত্তে বজ্রঞ্চ তত্তলে। বজ্রস্যাধঃ কমণ্ডলুং তর্জ্জন্যাশ্চ তলে ধ্বজং।। তত্তলে চামরং ধত্তেঽপ্যসিঞ্চ মধ্যমাতলে। অনামিকাধঃ পরিঘং শ্রীবৃক্ষঞ্চ ততঃ পরম্।। স্বভক্তারি-বিনাশায় বাণং ধরতি তত্তলে। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং

প্রাসাদং তত্তলে শুভম্।। ভক্তজয়-ঘোষণায় দুন্দুভিং ধত্তে তত্তলে। মনিবন্ধোপরি প্রভুর্দ্বৌশকটৌ দধাতি চ।। তদূর্দ্ধে ধনুষং ধত্তে ভক্তজনারি-নাশনম্। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোরিতি দক্ষকরং স্মর।।

বাম করে— ত্রিরেখিকাং পূর্ব্ববচ্চ সদা স্মর। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ শঙ্খান্ ধত্তে মনোহরান্।। অঙ্গুষ্ঠস্যতলে পদ্মং তত্তলে মালিকাং স্মর। ছত্রঞ্চ তর্জ্জনীতলে মধ্যমায়াস্তলে হলম্।। তথা চানামিকাতলে দধাতি কুঞ্জরং প্রভুঃ। কনিষ্ঠাধশ্চ তোমরং তত্তলে যূপকং স্মর।। ব্যজনং তত্তলে জ্ঞেয়ং তত্তলে স্বস্তিকং শুভম্। পরমায়ুস্তলেঽশ্বঞ্চ সৌভাগ্যস্য তলে বৃষম্।। মণিবন্ধে ঝষং ধত্তে তদূর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রকম্। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোর্বামকরমিতি স্মর।।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কর-পদ চিহ্নাবলী

দক্ষিণ পদ-চিহ্নসমূহ—প্রভুর দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, বজ্র, যব, জম্বুফল, কমল, শঙ্খ, চক্র, হল, চতুর্ব্বাণ, বেদী, গুণ-বিহীন ধনু, অর্দ্ধচন্দ্র এই দ্বাদশ চিহ্ন বিরাজিত আছে।

বাম চরণচিহ্ন-সমূহ— বেদী, ছত্র, শক্তি, আকাশ, গোষ্পদ, চারি কুম্ভ, মৎস্য, পদ্ম, অঙ্কুশ, মূষল, পুষ্প ও লতা এই দ্বাদশ চিহ্ন বিরাজিত আছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিখিল সুখদায়ক শ্রীচরণযুগলের চিত্র এই প্রেমরেখা-সমূহ স্মরণ করি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভোঃ চরণযুগল-চিহ্নানি—

যথা— ধ্বজ-পবি-যব-জম্বুন্যম্বুজং শঙ্খচক্রে
হল-বিশিখ-চতুষ্কং বেদি-চাপার্দ্ধচন্দ্রান্।
নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য দক্ষে,
পদতল ইতি চিত্রাঃ প্রেমরেখাঃ স্মরামি।।১।।
মূষল-গগন-ছত্রাব্জাঙ্কুশং, বেদী-শক্তি,
ঝষ-কলসচতুষ্কং গোষ্পদং পুষ্পবল্লীম্।

নিখিল সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য সব্যে,
পদতল ইতি চিত্রাঃ প্রেমরেখা-স্মরামি।।২।।
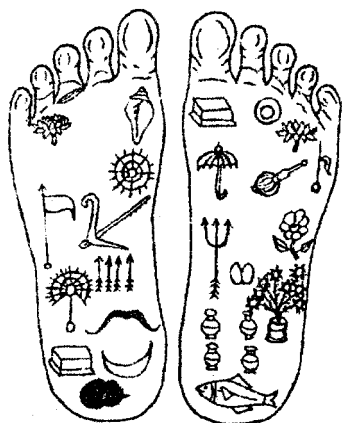
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ চিহ্ন
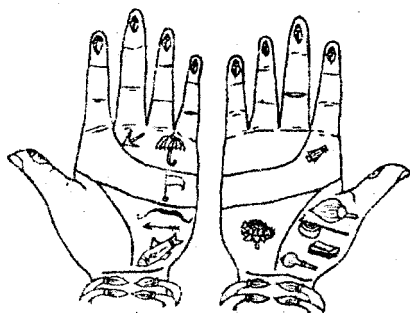
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হস্তচিহ্ন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ করযুগল চিহ্নানি—

দক্ষকরে চতুর্দ্দশ চিহ্নানি ধরতি প্রভুঃ! দক্ষকরস্য তর্জ্জনী-মধ্যমা-সন্ধিতঃ প্রভুঃ পরমায়ু সুরেখিকামাকরভাৎ বিভর্ত্তি চ।। তথা করভপর্য্যন্তং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিতঃ। দিব্যসৌভাগ্যরেখিকাং

নিত্যানন্দো দধাতি চ।। মণিবন্ধং সমারভ্য বক্রভাবোত্থিতাং তু হ। সৌভাগ্যরেখিকাং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োস্তলে স্মর।। ভোগরেখাং দধাতি চ স্বজনভোগ-হেতবে। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ দরানি ধরতি প্রভুঃ।। মাজ্জনীং তর্জ্জনীতল অঙ্গুষ্ঠাধশ্চ চামরম্। তস্যাধো ব্যজনং জ্ঞেয়ং বেদীঞ্চ তত্তলে শুভাম্।। তত্তলে চ গদাং ধত্তে স্বভক্তারি প্রঘাতিকাম্। মণিবন্ধোর্দ্ধভাগে চ কমলং করভাতলে।।

বামকরে চতুর্দ্দশ চিহ্নানি ধরতি প্রভুঃ! অয়ং করে চ পূর্ব্ববৎ সৌভাগ্যাদি সুরেখিকাম্। তথাঙ্গুল্যগ্রতঃ পঞ্চ শঙ্খানতিমনোহরান্।। মধ্যমায়াস্তলে হলমনামিকা-কনিষ্ঠয়োঃ। সন্ধিতলে চ বৈ ছত্রং তস্যাধোঽধঃ ক্রমাত্তথা।। আমণিবন্ধাবধি শ্রীনিত্যানন্দো বিভর্ত্তি চ। ধ্বজং ধনুর্ব্বাণং ঝষং সব্যকরমিতি স্মর।।

শ্রীশ্রীলাদ্বৈতপ্রভোঃ চরণযুগল চিহ্নানি—

দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠের মূলে যব চিহ্ন, তাহার তলে চক্রচিহ্ন, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সন্ধিস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে পদের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, কনিষ্ঠা ও অনামিকার সন্ধি হইতে পদার্দ্ধ পর্য্যন্ত রজ্জুবৎ রেখা সুশোভিত।

বামপদাঙ্গুষ্ঠের তলে বিদ্যাময় শঙ্খ, মধ্যমার তলে ত্রিকোণ, কনিষ্ঠার তলে গোষ্পদ, পদমূলে মৎস্য।

যথা—দক্ষিণচরণাঙ্গুষ্ঠমূলেঽদ্বৈতপ্রভুর্হরিঃ। সর্ব্বসম্পন্ময়ং ধত্তে যবং স্বভক্ত-পোষণম্।। ভক্তপাপাদ্রিনাশনং চক্রং ধত্তে চ তত্তলে। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-সন্ধিতো যাবৎ পাদার্দ্ধমিত্যুত।। বক্রগত্যোত্থিতা প্তোর্ধ্বরেখামসৌ দধাতি হ। কনিষ্ঠানামিকাসন্ধিমারভ্যার্দ্ধপদাবধঃ। স্বভক্তচিত্তবন্ধায় রজ্জুরেখাং ধরত্যসৌ।।

তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠতলে বিদ্যাময়ং দরম্। ত্রিকোণং মধ্যমাতলে ভক্তচিত্ত-প্রমোদকম্।। কনিষ্ঠায়াস্তলে তদ্বদ্ গোষ্পদঞ্চ সুশোভনম্।

পার্ষ্ণৌ মৎস্যং বিদধাতি সর্ব্বমঙ্গলরূপকম্।। শ্রীলাদ্বৈতপ্রভোরস্য পাদযুগ্মমিতি স্মর।

শ্রীশ্রীলাদ্বৈতপ্রাভোঃ করযুগল-চিহ্নানি—

দক্ষিণ হস্তে—সৌভাগ্য, আয়ু ও ভোগরেখাত্রয় বিদ্যমান। পঞ্চ অঙ্গুলী সকলের পুরোভাগে—পাঁচশঙ্খ বিরাজিত, তর্জ্জনীর তলে সকল অনর্থজয়ী—ধ্বজা, কনিষ্ঠার নীচে ত্রিকোণ পরিশোভিত।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণ চিহ্ন
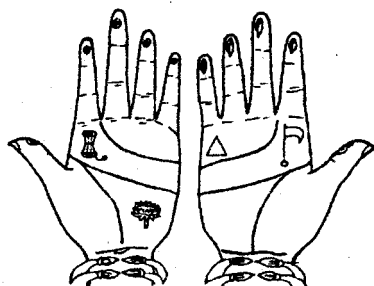
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হস্ত চিহ্ন

বাম হস্তে— দক্ষিণ হস্তের মত আয়ু-সৌভাগ্য ও ভোগরেখাত্রয় বিদ্যমান। অঙ্গুলিগণের পুরোভাগে নন্দ্যাবর্ত্ত, তর্জ্জনীর তলে ডমরু, করভা-তলে পদ্ম বিদ্যমান।

যথা—সুরম্যে দক্ষিণে হস্তে চায়ুরাদি ত্রিরেখিকাম্। ভক্তচিত্ত বিনোদায় শ্রীলাদ্বৈতো বিভর্ত্তি চ।। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চদরাণি ধরতি প্রভুঃ। তর্জ্জন্যাশ্চ তলে ভাতি সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজঃ।। কনিষ্ঠাধস্ত্রিকোণকং ধ্যেয়ং দক্ষ-করে ক্রমাৎ।

বাম-করে চ পূর্ব্ববায়ুরাদি-ত্রিরেখিকাম্। অঙ্গুলীনাং মুখে পঞ্চ নন্দ্যাবর্ত্তান্ দধাতি সঃ।। ডমরুং তর্জ্জনীতলে কমলং করভাতলে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের করপদ চিহ্নাবলী—

যথা— চক্রার্দ্ধেন্দুযবাষ্টকোন-কলসৈশ্ছত্রত্রিকোনাম্বরৈ-শ্চাপ-স্বস্তিক বজ্র গোষ্পদ-দরৈর্মীনোর্ধ্বরেখাঙ্কুশৈঃ। অম্ভোজ-ধ্বজ-পকজাম্ববফলৈঃ শল্লক্ষণৈরঙ্কিতং জীয়াচ্ছ্রীপুরুষোত্তমত্ব-গমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ম্।। (গোঃ লীঃ)

দক্ষিণ পদতলে— (১) অঙ্গুষ্ঠের নীচে—যব, (২) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য হইতে চরণের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত—ঊর্দ্ধরেখা। (৩) যবের নীচে—চক্র, (৪) তাহার নীচে—ছত্র, (৫) মধ্যাঙ্গুলীর নীচে—পদ্ম, (৬) তাহার তলে—ধ্বজা, (৭) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তলে—অঙ্কুশ, (৮) তাহার নীচে—বজ্র, (৯) এই সকলের তলে—অষ্টকোণ, (১০) অষ্টকোণের চারিকোণে—চারি জম্বুফল, (১১) অন্যচারি কোণে—চারি স্বস্তিক। এই একাদশ-চিহ্ন দক্ষিণ চরণের মাধুর্য্য।

বাম পদতলে— (১) অঙ্গুষ্ঠের নীচে—শঙ্খ, (২) মধ্যমার নীচে আকাশ, (৩) তাহার তলে—গুণ (জ্যা) বিহীন ধনু, (৪) তাহার তলে—গোষ্পদ, (৫) তাহার তলে—চারি কুম্ভ, (৬) চারি কুম্ভের মধ্যে—ত্রিকোণ, (৭) তাহার নীচে—অর্দ্ধচন্দ্র,

(৮) তাহার নীচে—মৎস্য, এই অষ্টচিহ্ন বাম চরণের মাধুর্য্য।

দক্ষিণ করতলে— (১) শঙ্খ, (২) চক্র, (৩) গদা, (৪) ধ্বজা, (৫) খড়গ, (৬) দণ্ড, (৭) অঙ্কুশ, (৮) পরমায়ু রেখা, (৯) সৌভাগ্যরেখা, (১০) ভোগরেখা, (১১) অশ্বত্থ বৃক্ষ, (১২) বাণ, এই দ্বাদশ রেখাবলী দক্ষিণ করের মাধুর্য্য।
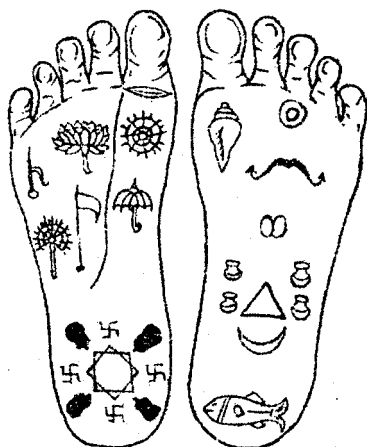
শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন
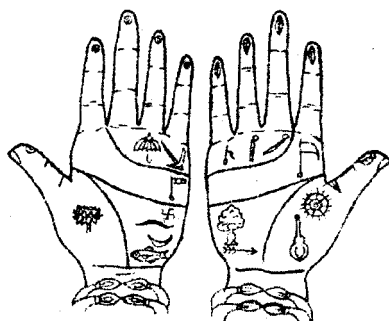
শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চিহ্ন

বাম করতলে— (১) নন্দাবর্ত্ত, (২) পদ, (৩) ছত্র, (৪) হল, (৫) পরমায়ু, (৬) সৌভাগ্য, (৭) ভোগরেখা, (৮) শক্তি, (৯) ধনু, (১০) স্বস্তিক, (১১) অর্দ্ধচন্দ্র, (১২) মৎস্য, এই দ্বাদশ চিহ্নাবলী বাম করতলের মাধুর্য্য। যথা— শঙ্খার্দ্ধেন্দুযবাঙ্কুশৈররিগদাচ্ছত্রধ্বজস্বস্তিকৈর্যূপাব্জাসিহলৈর্ধনুঃ পরিঘকৈঃ শ্রীবৃক্ষমীনেষুভিঃ। নন্দ্যাবর্ত্তচয়ৈস্তথাঙ্গুলিগতৈরেতৈর্নিজৈর্লক্ষণৈর্ভাতঃ শ্রীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ পাণী হরেরঙ্কিতৌ।। (গোঃ লীঃ)

শ্রীশ্রীরাধিকার কর-চরণ চিহ্নাবলী—

দক্ষিণপদের (১) অঙ্গুষ্ঠের নীচে শঙ্খ, (২) মধ্যমার নীচে—পর্ব্বত, (৩) কনিষ্ঠা ও অনামিকার নীচে বেদী, (৪) তাহার নীচে—কুণ্ডল, (৫) পর্ব্বতের নীচে—রথ, (৬) তাহার দক্ষিণে—গদা, (৭) রথের বামে—শক্তি, (৮) রথের নীচে—মৎস্য এই অষ্ট চিহ্ন দক্ষিণপদে সুশোভিত।

বামপদের (১) অঙ্গুষ্ঠের নীচে যব, (২) তাহার নীচে চক্র, (৩) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধি হইতে চরণের মধ্য পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, (৪) চক্রের তলে—ছত্র, (৫) মধ্যমার তলে—কমল, (৬) তাহার তলে—সপতাকা ধ্বজা, (৭) কনিষ্ঠার তলে—অঙ্কুশ, (৮) ধ্বজার নীচে—পুষ্প, (৯) তাহার দক্ষিণে—বলয়, (১০) তাহার নীচে—বল্লী (লতা), (১১) তাহার নীচে—অর্দ্ধচন্দ্র এই একাদশ চিহ্ন বামপদে বিরাজিত। যথা—'আনন্দচন্দ্রিকায়াম্' দক্ষিণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে—শঙ্খঃ,কনিষ্ঠাতলে—বেদী,তত্তলে—কুণ্ডলং, তর্জ্জনী-মধ্যমায়োস্তলে—পর্ব্বতঃ, পার্ষ্ণৌ—মৎস্যঃ, মৎস্যোপরি—রথঃ,রথস্যপার্শ্বদ্বয়ে—শক্তিগদেত্যষ্টৌ। অথ বামচরণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ তত্তলে চক্রং,তত্তলে ছত্রং,তত্তলে বলয়ং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিমারভ্য বক্রগত্যা যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে কমলং, কমলতলে ধ্বজঃ সপতাকঃ, কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ, পার্ষ্ণৌ অর্দ্ধচন্দ্রঃ, তদুপরি বল্লীপুষ্পঞ্চ ইত্যেকাদশ।

করদ্বয়ের রেখার বর্ণন—

বামকরের পঞ্চাঙ্গুলীতে নন্দাবর্ত্ত, পরমায়ু-রেখা, সৌভাগ্যরেখা, ভোগরেখা, হস্তী, অঙ্কুশ, বীজন, অশ্ব, বিল্বফল, বৃষ, যূপ, বাণ, তোমর, পুষ্পমালা এই চৌদ্দ চিহ্ন সুশোভিত।

দক্ষিণকরের পঞ্চাঙ্গুলীতে শঙ্খ, পরমায়ু-রেখা, সৌভাগ্যরেখা ভোগরেখা, চামর, অঙ্কুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভী, ধনু, খড়্গ, বজ্র, শকটযুগল, এই দ্বাদশ চিহ্ন সুশোভিত।

শ্রীরাধারাণীর চরণ চিহ্ন
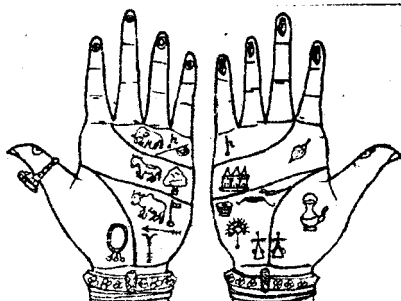
শ্রীরাধারাণীর হস্ত চিহ্ন

যথা—বামকর—পঙ্কজে অঙ্গুলিপুটা ভান্তি নন্দ্যাবর্ত্তক পঞ্চভিঃ।। অধোঽঙ্কুশঃ কনিষ্ঠায়াস্তত্তলে ব্যজনং স্মৃতম্। শ্রীবৃক্ষস্তত্তলে ভাতি ততো যূপং স্মরেৎ সদা। বাণশ্চ তত্তলে শোভী তোমরশ্চ ততঃ পরম্।। রাজতে তত্তলে মালাঽনামিকাতশ্চ কুঞ্জরঃ! পরমায়ুস্তলে চাশ্বঃ সৌভাগ্যাধো বৃষঃ স্মৃতঃ।।

দক্ষিণকরে চ রাজন্তে তাঃ পরমায়ুরাদয়ঃ। পঞ্চাঙ্গুলীষু শঙ্খাস্তু স্মর্ত্তব্যা হি সুখার্থিনা।। অঙ্গুষ্ঠাধশ্চ ভৃঙ্গারশ্চামরস্তজ্জনীতলে। অঙ্কুশশ্চ কনিষ্ঠায়াঃ প্রাসাদস্তত্তলে স্মৃতঃ।। তদধো দুন্দুভিঃ খ্যাতস্ততো বজ্রং স্মৃতং শুভম্। উর্দ্ধঞ্চ মণিবন্ধস্য শকটৌ কথিতৌ শুভৌ।। তদূর্দ্ধঞ্চ ধনুশ্চিহ্নমসিচিহ্নং ততঃ পরম্।।

এইরূপে শুক মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ও শ্রীযুগলকিশোরের কর-পদ চিহ্নাদি ও গুণাখ্যান শ্রবণ করিয়া ভাববিভোর হইয়া বেদীতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীস্বরূপ ভাব জানিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয্যাত্যাগ ও পাশাক্রীড়া পদ গান করিলেন।

ব্রজে শ্রীশ্রীযুগলকিশোর পদ্মমন্দিরে শয়নে আছেন। দাসিগণ পদসেবা করিয়া জাগাইয়া ব্যজন করিলেন। শ্রীরূপমঞ্জরী তাম্বূল অর্পণ করিলেন। সখিগণ, সুবল, মধুমঙ্গলও আসিলেন। তৎপর শুকশারী মুখে যুগলকিশোর নিজ গুণামৃত আস্বাদন করিলেন। পরে যুগলসুন্দর পাশা খেলিবার ইচ্ছায় সুদেবীর হরিৎকুঞ্জে আসিয়া মনোহর আসনে বসিলেন। এক দিকে সুবল মধুমঙ্গলসহ শ্রীকৃষ্ণ; অপরদিকে সখিগণসহ শ্রীরাধা খেলিতে বসিয়াছেন। প্রথমে সুরঙ্গ ও রঙ্গিণী নামে হরিণ হরিণীকে পণ রাখা হইল। খেলায় শ্রীকৃষ্ণের জয়। হরিণীকে বন্ধন করা হইল। দ্বিতীয় খেলাতে মুরলী ও পাবিকাকে পণ রাখা হইল। শ্রীরাধার জয়ে ললিতা শ্যামসুন্দরের হাত হইতে মুরলী কাড়িয়া লইলেন। তৃতীয় খেলাতে দুইজনের মণিহার পন রাখা হইল। নানা চতুরতায় জয় মীমাংসা হইল না। কৌতুক কলহ হইল।

পরে সখা-সখী খেলেন। তাহাতেও পরস্পর কলহ— হাতাহাতি হইল। তৎপর অঙ্গ অঙ্গ পণে খেলা হইল। এইবার পণ লইয়া কুন্দলতা ও ললিতার মধ্যে কলহ হইল। তাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার বাম গণ্ডে চুম্বন করিলে প্রিয়া বক্রনেত্রে কটাক্ষ করিয়া ক্রোধ, রোদনাদি বাম্য ভাবে ভর্ৎসন করিলেন। এইরূপ রসলীলায় যখন মগ্ন, তখন শুক-শারীর বচনে জটিলার আগমনের বার্ত্তা পাইবামাত্র শ্রীকিশোরমণি এবং সকলে শঙ্কিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জমধ্যে লুকাইয়া কুন্দলতা শ্রীরাধাকে লইয়া ত্বরিতে সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যমন্দিরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে **নবদ্বীপে** শ্রীগৌরকিশোর মাধবী-মণ্ডপে যুগল-কিশোরের পাশাক্রীড়ার ভাবে শ্রীগদাধর সঙ্গে পাশাখেলায় বসিয়া নানা কৌতুকরসে মগ্ন হইলেন।

ব্রজে জটিলা সূর্য্যমন্দিরে আসিয়া সূর্য্যপূজায় বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সুচতুরা কুন্দলতা "পুরোহিত না পাওয়াতে বিলম্ব হইতেছে" জানাইলেন। তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন এক বিশ্বশর্ম্মা নামে মাথুর ব্রাহ্মণকে পাওয়া গিয়াছে তিনি সর্ব্বতীর্থময় অরিষ্ট সরোবরে অবগাহনে গিয়াছেন। কিন্তু মধুমঙ্গল বটু তাঁহাকে মানা করিয়াছে। তখন জটিলা অবিলম্বে তাঁহাকে মধুমঙ্গল সহ সন্তুষ্ট করিয়া আনিতে বলিলে কুন্দলতা ও ধনিষ্ঠা গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণ বেশে মধুকে সহ লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের পর পুরোহিত রূপে বরণ করা হইল। তৎপর শ্রীরাধাকে এতৎ পাদ্যম্, ইদমর্ঘ্যম্, ইদমাচমনীয়ম্ .... ইত্যাদি মন্ত্রে ওঁসূর্য্যদেবায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া "হে সূর্য্যদেব আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি। তোমাকে প্রণাম করতঃ আমি পূজা করিতেছি, আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর বলিয়া প্রণাম করাইয়া পূজা করাইলেন। পূজান্তে মধু স্বস্তি বেদমন্ত্র পাঠ করিলেন। জটিলা শ্রীরাধার হস্ত

হইতে রত্নাঙ্গুরী দক্ষিণা দিতে চাহিলে পুরোহিত বলিলেন—“এইসব দক্ষিণার আমার প্রয়োজন নাই। তোমরা ব্রজবাসীর প্রীতিতেই আমি সর্ব্বথা প্রীত।” তৎপর সূর্য্যদেবের প্রসাদ দিতে চাহিলেও পুরোহিত “আমি গর্গশিষ্য বৈষ্ণববিপ্র ও জ্যোতিষবিশারদ। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য বর্ণের বা দেবতার শেষ আমি গ্রহণ করিনা।” তখন কুন্দলতা জটিলার ইচ্ছায় বধূ রাধার হাত দেখিতে বিপ্রকে বলিলে তিনি হস্ত দূর হইতে প্রসারণ করিয়া দেখাইতে বলিলেন। দেখিয়া বিপ্র মহা বিস্মিত ও পুলক পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন “এমন বধূ জগতে হয় না, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী। এরূপ শুভ-চিহ্ন জগতে কাহারও হাতে হয় না। এরূপ বধূ যে ঘরে থাকে সেই ঘর সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণ হয়। আর এই বধূর জন্য তোমার পুত্রেরও কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল হইবে না, সকলই মঙ্গল হইবে। জটিলা মহা-প্রসন্না হইয়া রত্নাঙ্গুরীয় বধূর হাত হইতে ধরিলেন বিপ্র অগ্রে। দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ বা পূজা পূর্ণ হয় না। তাই গ্রহণ করিলেন। “এইভাবে কৃপা করিয়া আমার বধূকে প্রতিদিন সূর্য্যপূজন করাইবেন।” বিপ্র নিকটে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা করিয়া জটিলা বৃদ্ধা সূর্য্যকে ও বিপ্রকে প্রণাম করতঃ বধূকে লইয়া যাবটে গৃহে আসিলেন। রাইকিশোরী কান্তের সুচাতুর্য্যে যদিও পরমানন্দিতা হইয়াছেন, কিন্তু পরে কান্ত বিরহে কাতরা হইয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন। সাধিকাদাসী শ্রীগুরুদেবীর আজ্ঞায় রাই প্রাণপুতলীর চরণকমল ধৌত করিয়া দিলেন। তিনি পালঙ্কে শয়ন করিলে সাধিকাদাসী পদ-সেবা দ্বারা শ্রান্তিতে সুখ দিতে লাগিলেন ও দাসীগণ ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীবাসের উপবনে মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। ভাব শান্ত হইলে সময় ও ভাব বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী রাধাকুণ্ডে শ্রীযুগলকিশোরের পাশাখেলা, সূর্য্যমন্দিরে

গমন ও সূর্য্য পূজান্তে যাবটে গৃহে গমনাদি পদ গান সমাপ্ত করিলেন। সাধকদাস ভাবাবিষ্ট প্রভুকে মৃদু ব্যজন করিতেছেন।

ইতি—ব্রজ নদীয়ার মধ্যাহ্ন-লীলা সম্পূর্ণ।

অপরাহ্ন-লীলা স্মরণ (ছয় দণ্ড কাল)

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর অপরাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ উত্তরগোষ্ঠে আগমন করিতেছেন এই ভাবোদ্দীপন দেখিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তদ্ভাবের গান করিলেন। সেই কৃষ্ণভাবাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকর নগর হইয়া শ্রীবাস-ভবনে আসিলেন। তথা হইতে নিজ ভক্তগণের গৃহ হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আপন আলয়ে আসিলেন। তখন জননী শচীদেবীকে প্রণাম করিলে তিনি কতই আদর করিয়া স্নেহ-চুম্বন করিলেন। সকলে মাতাকে প্রণাম করিলে তাঁহাদিগকে তিনি আদর-লালন করিলেন। তখন ভক্তবৃন্দ সহ মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলে বেশ-ভূষাদিতে তাঁহাকে শৃঙ্গার করা হইল। শ্রীগদাধর শ্রীনারায়ণের জাগরণ ও শীতল ভোগাদি সেবাতে গেলেন। শ্রীস্বরূপ তখন যাবটে শ্রীরাধার স্নান, বেশ ও শৃঙ্গারলীলা পদ গান গাইলে প্রভু রাধাভাবে সেই লীলাতে আবিষ্ট হইয়াছেন। সাধকদাস ব্যজন-সেবা করিতে লাগিলেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সুবল ও মধুমঙ্গল সহ সূর্য্যকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধনে আসিয়া সখাগণের সঙ্গে মিলিত হইলে সখাগণ আনন্দে নানাবিধ অভিনয় বিলাস ও হাস পরিহাসে রামকৃষ্ণকে হাসাইয়া নিজেরাও হাঁসিতেছেন। পরে মধুমঙ্গলের সঙ্গে সখাগণ নানা কৌতুকবিলাস করিলেন। মধুমঙ্গল কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও তর্জ্জন-গর্জ্জন, কখনও ফুৎকার, কখনও শাপান্ত করিতেছেন। এই সকল কৌতুকের পরে শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করিলে সমস্ত গাভী, বৎস ও মহিষগণ ঊর্দ্ধ কর্ণে ঊর্ধ্ব পুচ্ছে হাম্বা রবে ছুটিয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া রূপ-লাবণ্য

সুধা তাহারা পান করিতে লাগিল। নন্দদুলালও তাহাদের কত আদর কত গাত্র কণ্ডুয়ন, আলিঙ্গন করিলে তাহারা যেন কতই সুখ পাইল কতই আনন্দিত হইল। তৎপরে সখাগণ মধ্যে দক্ষিণে গাভীগণ ও বামে মহিষগণকে সারিবদ্ধ করিয়া নন্দীশ্বর অভিমুখে চলিলেন। যেন গঙ্গা-যমুনার প্রবাহ চলিয়াছে। পিছে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুনাদ করিতে করিতে চলিয়াছেন। শ্রীবলরামও শিঙ্গাধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন। অন্তরীক্ষে দেব, মুনি, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সেই মাধুরী দর্শন করিতেছেন। এদিকে নন্দবাবা পরম উৎকণ্ঠায় গিয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। মাতা যশোদাও সকলকে লইয়া ব্যাকুল-প্রাণে পথের পানে চাহিয়া আছেন। ব্রজবাসীগণ পথের ধারে উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি দিয়া আছেন।

এদিকে **যাবটে** প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা শয্যা ত্যাগ করিলে নন্দীশ্বর হইতে চন্দ্রকলা সখী আসিয়া যশোদা মাতার মিষ্টান্নাদি গোপালের জন্য প্রস্তুত করিয়া নিতে আদেশ জানাইয়া গেলেন। তখন শ্রীরাধা রন্ধন শালায় যাইয়া বহুবিধ রসালা মিষ্টান্ন ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত করিলেন। এই সময় হিরণ্যাক্ষী (বা হিরণ্যাঙ্গী) সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনে সখাগণের সঙ্গে মিলন ও উত্তর গোষ্ঠের কথা যাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সব সংবাদ পরিবেশন করিলেন। তখন দাসিগণের দ্বারা কুন্দলতাকে দিয়া সব ভক্ষ্য-সামগ্রী শ্রীমতী নন্দালয়ে পাঠাইলেন এবং ব্যাকুল প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন-শোভা মাধুরী দর্শনের জন্য চন্দ্রশালায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এদিকে **নবদ্বীপে** শ্রীমন্মহাপ্রভুর উত্তর গোষ্ঠের ভাবাবেশ বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর গোবর্দ্ধনে সখাগণের সঙ্গে মিলন ও কৌতুক, ধেনুগণকে বেণুনাদে আহ্বান, গৃহাভিমুখে গমনশোভা, চন্দ্রশালা হইতে শ্রীরাধার উত্তরগোষ্ঠ শোভাদর্শন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন,সঙ্কেত,শ্রীরামকৃষ্ণের পুরীতে প্রবেশ, যশোদামাতার

প্রাণাধিকগোপালের শিরঃঘ্রাণ, চুম্বন, লালন, আরতি, নির্ম্মঞ্ছন, স্নান, শৃঙ্গার, শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীনারায়ণের আরতি দর্শন ইত্যাদি ক্রমানুসারে গান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু, দুইপ্রভু ও ভক্তবৃন্দকে শ্রবণ করাইলেন। তাঁহারা সেই ভাবাবেশে বিরাজ করিতেছেন।

ব্রজে কুন্দলতাকে মিষ্টান্ন সমর্পণ ও ধনিষ্ঠাকে সঙ্কেত মালা পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমতী বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ অট্টালিকায় উঠিয়া গোষ্ঠ-শোভা দেখিয়া মহা উৎকণ্ঠিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা সখিগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে বেণুধ্বনি করতঃ আগমন করিতেছেন। ব্রজরাজ পুরদ্বারে গোচারণ হইতে কুশলে ফিরিলে শান্ত-চিত্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে আনন্দে আলিঙ্গন, চুম্বন, অঙ্কে ধারণ করিলেন। পরে যশোদা মাতা ও মাতা রোহিণীও তেমনি কত সুখভরে আনন্দাশ্রুভরে স্তন্য দ্বারা সিক্ত করিয়া ঘন ঘন চুম্বন, লালনাদি করিয়া কত প্রেমানন্দ প্রকাশ করিতেছেন। বস্ত্রাঞ্চলে বদনাঙ্গের ধূলি মুছাইয়া রামকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া আসিলেন। শ্রীরাধাও গৃহে আসিয়া ব্যাকুল প্রাণে শয়ন করিলেন। মালতী সখী সঙ্কেতমালা লইয়া আসিলেন।

এদিকে **নবদ্বীপে** শ্রীমন্মহাপ্রভু নারায়ণের আরতি দেখিয়া ভক্তগণের নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত প্রসাদ শচীমাতা নিমাই ও সকলকে তাহা গ্রহণ করাইলেন। তারপর তাম্বূল সেবার পরে ব্যজন সেবা হইতে লাগিল।

ইতি—ব্রজ নদীয়ার অপরাহ্ন লীলা সম্পূর্ণ।

সায়াহ্ন-লীলা স্মরণ (ছয় দণ্ড কাল)

এদিকে **নবদ্বীপে** শ্রীগৌরকিশোর সায়ংকালে নিজ গৃহের শ্রীনারায়ণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল অদ্বৈত প্রভু এবং ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ গৃহের মন্দিরের সায়ং কৃত্যাদি সমাপন করিয়া বা পূজারীকে সমর্পণ করিয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আসিলেন। শচীমাতা, সীতাদেবী এবং লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী রন্ধনে নিযুক্ত হইলেন। দাসগণ গৃহে মন্দিরে প্রদীপ, লণ্ঠন, ঝাড়াদি জ্বালিয়া দিলেন। পরে মহাপ্রভু সকলকে লইয়া চন্দ্রশালায় অট্টালিকার উপরে আসিয়া বসিলে শ্রীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ফল মিষ্টান্ন লড্ডু আদি ভোজন ও ভোজনান্তে বিশ্রাম ও পরে গো-দোহন পদ ক্রমে গান করিলেন। মহাপ্রভু ও সকলে সেই ব্রজভাবে আবিষ্ট হইলেন। সাধকদাস সময় বুঝিয়া শ্রীগুরু আজ্ঞায় মৃদু মৃদু ব্যজন সেবায় মগ্ন হইলেন।

ব্রজে সায়াহ্নকালে শ্রীরাধা যাবটে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতরা। সেই সময় ধনিষ্ঠা আসিলে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি করিতেছেন জানিতে চাহিলেন শ্রীমতী। তখন ধনিষ্ঠা বলিতে লাগিলেন—"নন্দনন্দন গৃহে আসিলে পাদ-প্রক্ষালন এবং ব্যজনাদি সেবার পর ব্রজেশ্বরী তখন কর্পূরের দীপাবলী দ্বারা আরতি নির্ম্মঞ্ছন করিবার পর সুগন্ধি শীতল জলে দাসগণ স্নান এবং সুন্দর বেশভূষাতে শৃঙ্গার করাইলেন। মাতা তখন গোপালের রুচিকর তোমার রন্ধিত মিষ্টান্নাদি লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। সেইকালে বৃন্দাবন হইতে দেবী পৌর্ণমাসী এবং বৃন্দাদেবী গোবিন্দানন্দদকুঞ্জে (নিকুঞ্জ যোগপীঠে) মিলন সঙ্কেত দিয়া মালতী সখীকে দিয়া সঙ্কেত মালা পাঠাইয়াছেন। শুনিয়া শ্রীমতী আনন্দিতা হইয়া ধনিষ্ঠার হস্তে মিষ্টান্নাদির পেটারী দিলেন। তৎপর ললিতা রাধারাণীকে কর্পূর-দীপাবলী দ্বারা আরতি করিলেন। নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন হইলে গুণমালা সখী শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত লইয়া শ্রীমতীকে দিতে আসিলেন এবং রামকৃষ্ণের ভোজন ও শয়ন-কথা শুনাইলেন। তারপর মা নন্দরাণী তোমার জন্য মিষ্টান্নাদি দিয়া আমাকে পাঠাইলেন, ধনিষ্ঠা তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-অধরামৃতও দিয়াছেন। তখন রাধারাণী ভোজন-

গৃহে গিয়া সেই আধরামৃতাদি ভোজন করতঃ চন্দ্রশালায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহন দর্শনের জন্য বসিলেন। সাধিকা দাসী চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠে আসিয়া পিতা নন্দরাজকে প্রণাম করতঃ গাভীদোহনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপগণও প্রচুর দুগ্ধ দোহন করিলে সমস্ত দুগ্ধভাণ্ড ভারে ভারে আনিয়া দুগ্ধশালায় রাখা হইল। দাসগণ গোশালায় সুগন্ধ ধূপার্চ্চন করিলেন। এভাবে গাভীদোহন শেষ হইলে রাধারাণী চন্দ্রশালা অট্টালিকা হইতে নামিয়া রত্ন-পালঙ্কে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সাধিকা দাসী চরণ-সেবায় প্রবৃত্তা হইলেন। লবঙ্গমঞ্জরী (বা অনঙ্গ মঞ্জরী) দাসীগণকে বাদ্যাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীস্বরূপ সকলকে চন্দ্রশালায় শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহনাদি গান করিয়া শুনাইলে—শ্রীগৌরসুন্দর তদ্ভাবে আছেন। গান সমাপ্ত হইলে মহাপ্রভু আসিয়া শ্রীনারায়ণের সায়াহ্ন আরতি ভক্তবৃন্দসহ দর্শন করিলেন। শ্রীগদাধর আরতি করিয়া প্রসাদী আরতি ও মাল্যাদি আনিয়া তিন প্রভু ও ভক্তবৃন্দকে সমর্পণ করিলেন। প্রণাম অন্তে প্রভু আসিয়া বৈঠকে বসিলেন। তখন পুরবাসী প্রভুর দর্শনে আসিয়া প্রসাদী মাল্যাদি পরাইয়া প্রণাম করতঃ চলিয়া গেলে শ্রীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভোজন, রাজ সভায় গমন, দুগ্ধ পান ও শয়ন যাবটে জটিলার শ্রীমতীকে ভোজনের আদেশ, শ্রীমতীর ভোজন ও শয়ন ইত্যাদি ক্রম পূর্ব্বক গান করিলেন। প্রভু সহ সকলে সেই সব ব্রজভাবে নিমজ্জিত হইলেন।

ব্রজে শ্রীরাধারাণী গো-দোহন দর্শন করিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, তখন বৃদ্ধা জটিলা আসিয়া শ্রীরাধাকে কুটিলা সহ ভোজন করিতে বলিলেন। কুটিলার ভোজনের পরে রাইমণি তখন সখিবৃন্দ সঙ্গে ভোজন করিতে বসিলেন। শ্রীমতী

তুলসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের সায়াহ্ন ভোজনলীলা শুনিতে চাহিলেন। তুলসী গুণমালার নিকট যাহা শুনিয়াছেন বলিতে লাগিলেন—"নারায়ণের আরতি ও শয়নের পর ব্রজেশ্বরী নন্দমহারাজ সহ সকলকে ও রামকৃষ্ণাদি সখাগণকে ভোজনের তরে ডাকিয়া পাঠাইলে সকলে ভোজনালয়ে আসিলেন। নন্দমহারাজ মধ্যে দক্ষিণে উপানন্দ, অভিনন্দ বামে সুনন্দ ও নন্দন—সম্মুখে রামকৃষ্ণ বামে বটু সুবলাদি, দক্ষিণে আর সখাগণ এভাবে ক্রম পূর্ব্বক বসিলেন। মাতা রোহিণী ও সুভদ্র জননী তুঙ্গী পরিবেশন করিলেন। কত অন্ন-ব্যঞ্জন, দধি-দুগ্ধ (সকদলী), পায়স মিষ্টান্নাদি বহু প্রকার চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সব ক্রমে পরিবেশন করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল। প্রাতঃকালের ভোজন অপেক্ষা সায়ংকালের এই ভোজন-পিতৃগণ সহ হওয়ায় যেমন রামকৃষ্ণে সুখ হইল, তেমনি মাতা-পিতারও শতগুণ সুখ হইল। ভোজনান্তে তাম্বূল সেবার পর রামকৃষ্ণ বিশ্রাম করিতেছেন, তখন রাজসভায় মুনিগণ, পুরবাসীগণ ব্রজবাসী অনেকে তৃষিত চাতকের মত শ্রীরামকৃষ্ণের লাবণ্যামৃত পানে আসিলে রামকৃষ্ণ মোহন রাজবেশ পরিয়া সুবর্ণ দণ্ড হাতে রাজসভায় আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। পিতৃগণও যথাক্রমে বসিলেন। বিবিধ সঙ্গীত, বাদ্য, বেদধ্বনি, অভিনয়, বিরুদাবলী, নৃত্যাদি দ্বারা রামকৃষ্ণকে সকলে সুখ দিলেন। নন্দ মহারাজ কৃষ্ণ হস্ত দ্বারা সকলকে যথাযোগ্য ধন-রত্ন দান করাইলেন। এইভাবে রাজসভায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া সকলের আশা রামকৃষ্ণ পূর্ণ করিলেন। পরে মাতৃ আজ্ঞায় রামকৃষ্ণ গৃহে আসিলে যথারূপ বেশ পরাইয়া মাতা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া নিজ নিজ শয্যায় তাঁহাদিগকে শয়ন করাইলেন। পিতৃগণও নিজ নিজ শয্যাগারে শয়ন করিলেন। তখন মাতা তোমার জন্য এই প্রসাদ পাঠাইলেন।

ধনিষ্ঠা গোপনে কৃষ্ণাধরামৃত তাহাতে মিলাইয়া দিয়াছেন। তখন সুবল গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে মিলন সঙ্কেত মালা ও তাম্বূল দিলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভিসারের অপেক্ষা করিতেছেন।"

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপের গান সমাপ্তির পর পূরবাসীগণকে যথাসম্মান বিদায় দিয়া ভক্তবৃন্দসহ শ্রীনারায়ণ মন্দিরে আসিলেন। পণ্ডিত গদাধর ভোগ সমাপন করিয়া আরতি করতঃ প্রসাদী আরতি ও মাল্যাদি প্রভুগণ ও ভক্তবৃন্দকে সমর্পণ করিবার পর প্রণাম করিয়া শচীমাতার আহ্বানে ভোজন মন্দিরে সকলে আসিলেন। শচীমাতার পরিবেশনে মহাপ্রভু সহ সকলে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন, রসালা সামগ্রী, পায়স, সকদলী ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ,দধি, ক্ষীর, সরাদি তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। দাসগণ ও সাধকদাস পশ্চাতে ও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতেছেন। ভোজনান্তে প্রভু তাম্বূল সেবা করিলেন।

ব্রজে শ্রীরাধারাণী তুলসীর মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সায়াহ্ন লীলামৃত পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃতাদি সখীবৃন্দ সহ ভাবাবেশে ভোজন সমাপন করিলেন। সাধিকাদাসী শ্রীগুরুদেবীর ইঙ্গিতে পশ্চাতে থাকিয়া ব্যজন-সেবা করিলেন। ভোজনান্তে রাইকিশোরী বেদীতে বসিলে শ্রীরূপমঞ্জরী তাম্বূল অর্পণ করিলেন। তারপর শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণ ও গুরুদেবিগণ তথা সাধিকাদাসী যথাক্রমে শেষ অধরামৃত পাইলেন। তৎপর ভোজনালয় এবং পাত্রাদি সংস্কার করতঃ সাধিকাদাসী স্বামিনীর ব্যজন সম্বাহনাদি সেবানন্দে মগ্ন হইলেন। পরে কিশোরীমণি নিজ রত্ন পালঙ্কে শয়ন করিলে সখিগণও নিজনিজ শয্যায় বিশ্রাম করিতে গেলেন।

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভোজনান্তে দুই প্রভু সহ আসিয়া বেদীতে বসিয়াছেন। নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের ও যাবটে শ্রীরাধিকার শয়ন ভাবাবেশে প্রভু আছেন। সাধকদাস তাম্বূল অর্পণ

করিলেন। পরে গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, গুরুদেবগণ ও সাধকদাস যথাক্রমে শেষ অধরামৃত পাইলেন। গৃহ পাত্রাদি সংস্কার করিয়া সাধকদাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল পাশে আসিলেন। মহাপ্রভু তখন শয়ন মন্দিরে আসিয়া শয়ন করিলেন। সাধকদাস চরণ-সেবায় রত হইলেন।

ইতি—ব্রজ নদীয়ার সায়াহ্নলীলা সম্পূর্ণ।

প্রদোষ-লীলা স্মরণ (ছয় দণ্ড কাল)

নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর নিজ গৃহপুরে শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করিতেছেন। স্বপ্নে নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে গমনের নিমিত্ত পরমোৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা দেখিতেই প্রভু জাগিয়া উঠিয়া রাধাভাবে আছেন। অভিসারে যাইবেন। শ্রীস্বরূপ, রামানন্দাদি ভক্তগণ এবং প্রভু দুইজন সকলে আসিলেন। তখন প্রভু যেন বংশীধ্বনি শুনিলেন এইভাবে এস্ত-ব্যস্ত হইয়া ভক্তগণ সহ পূর্ব্ব সিংহদ্বার দিয়া অভিসারে শ্রীগৌর-রাধারাণী, স্বরূপ-রামানন্দ, ললিতা বিশাখার স্কন্ধে হস্তাবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। প্রেমে অঙ্গ স্থির নহে। পুরের বাহির হইয়াই প্রভু ভীত চকিত হইয়া চলিয়াছেন, যেন কেহ দেখিতে না পায়। ধীরে কখনও দ্রুত চলিয়া শ্রীবাস (রাসস্থলীর) অঙ্গনে আসিয়া বেদীতে প্রভু বসিয়া পড়িলেন। তখন ভাব জানিয়া ভাববিজ্ঞ শ্রীস্বরূপ অভিসার গাহিয়া বংশীবটে শ্রীরাধাশ্যামের মিলনপদ গান করিলেন। সেই মিলন ভাবাবেশ প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ, মাধব, বাসুদেব, গোবিন্দ, শ্রীবাসাদি "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।" "গোপাল কৃষ্ণ মুরারী মুকুন্দ বনমালী" ইত্যাদি কৃষ্ণনামের পদ গান করিতে লাগিলেন। রাধাভাবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনে সুখভরে নৃত্য করিতেছেন। অঙ্গে পুলক কম্পাশ্রুর অন্ত নাই। ভক্তবৃন্দও সেই ভাবে

বিভাবিত হইয়া লীলা আস্বাদন করিতেছেন।

ব্রজে যশোদা মা প্রাণের গোপালকে শয়ন করাইয়া নিজ শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। দাসগণকে তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিজ স্থানে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাদের যাইবার পর বহির্দ্বারে অর্গল দিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করতঃ খিড়কীর দ্বার হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আসিলে পদ্মাকৃতি ব্রজধাম সঙ্কুচিত হইয়া অল্পক্ষণেই বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় যাইতে যাইতে নিকুঞ্জে উপনীত করাইলেন।

এদিকে যাবটে প্রেমময়ী কিশোরীমণিও ব্যাকুল প্রাণে বিশ্রাম শয্যা হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন সখী মঞ্জরীগণও সকলে আসিয়া মিলিলেন। তাঁহারা কিশোরীমণিকে অভিসারোচিত বেষ ভূষণে সাজাইলেন (শুক্লপক্ষে সাদা ও পীতবর্ণ বেশভূষাতে এবং কৃষ্ণপক্ষে নীলবর্ণ বসন ও আভরণাদিতে বিভূষিত করেন)। পুরের দক্ষিণ দিকের গুপ্ত পথ হইয়া তখন প্রেমময়ী সখিবৃন্দ সঙ্গে নিকুঞ্জ অভিমুখে অভিসারে চলিলেন। পিছে দাসিগণ মিষ্টান্নের পেটারীসমূহ স্বর্ণ-ঝারি ও ভৃঙ্গারাদি লইয়া চলিতেছেন। পদ্মাকৃতি ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পৌঁছিয়াছেন সেই রূপেই তাহা সঙ্কুচিত হইয়া অল্প সময়ে গম্যস্থলে যমুনাতটে পৌঁছাইয়া দিলেন। বংশীবটে আসিয়া সঙ্কেত স্থানে সখিগণ সহ উপনীতা হইলেন। প্রেমময়ীর চিত্তহর অঙ্গগন্ধে ভ্রমরকুল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া প্রতীক্ষ্যমান শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জ মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। বৃন্দাদেবীও বনদেবী সহকারে কুঞ্জে লীলার উপযোগী সামগ্রীতে সজ্জিত করিয়া কিশোরীমণির আগমন প্রতি দৃষ্টি দিয়া আছেন। রাই কিশোরী আসিলে বৃন্দা মাল্য গলে দিয়া এবং হস্তে কর-পদ্ম দিয়া নিকুঞ্জ বনের শোভা দেখাইতে দেখাইতে মন্দিরে আনিয়া রত্নবেদীতে বসাইলেন। উৎকণ্ঠা-

ব্যাকুলিতা শ্রীরাধা মিলনের অপেক্ষায় আছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের আগমনে অঙ্গগন্ধে ও নূপুর ধ্বনিতে আরও ব্যাকুলিতা হইলেন। সখিগণ শ্রীরাধাকে লুকাইলেন।

সখিগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর। কিছুক্ষণ নানা নর্ম্ম কথোপকথন হইল। পরে বৃন্দার ইঙ্গিতে শ্রীগোবিন্দ কুঞ্জে আসিয়া প্রিয়তমাকে দেখিলেন। উভয়ের দর্শনে উভয়ের অঙ্গে নানা ভাবাবলী বিকশিত হইল। কৃষ্ণকান্তি ও হেমকান্তিতে মরকত-মণির আভা হইল। শ্রীকৃষ্ণ মিলিতে চাহিলে শ্রীরাধার বাম্যভাব উপস্থিত হইল। ধাবিতা হইয়া শ্রীরাধা বাহিরে আসিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে রসের হিল্লোল উঠিল। তিনিও বাহিরে আসিলে রাইমণি সখিগণ মধ্যে লুকাইলেন। তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে রসরাজ গোবিন্দ সখিগণকে আলিঙ্গন চুম্বন করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে কুটিল নেত্রে তাড়ন ভর্ৎসন করিতেছেন। এইরূপ রঙ্গ বিলাসান্তে অন্বেষণ করতঃ প্রিয়তমার সঙ্গে গোবিন্দের মিলন হইল। মিলনের আনন্দ অবর্ণনীয়। বৃন্দাদেবী তখন কান্ত কান্তাকে আনিয়া রত্নবেদীতে বসাইয়া মাল্যভূষণে ভূষিত করিলেন। সখিগণকেও সেইভাবে সাজাইলেন। দাসীগণ চামর ব্যজনে নিযুক্তা হইলেন।

ইতি—প্রদোষকালীন লীলা-স্মরণ সমাপ্ত।

নক্তকালীন লীলা-স্মরণ (১২ দণ্ড কাল)

নবদ্বীপে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীগৌরকিশোর প্রদোষে শ্রীবাস প্রাঙ্গণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসার ও নিকুঞ্জে মিলন গান কালে ও শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনানন্দে ভাবে বিভোর আছেন। মণ্ডলী বন্ধনে ভক্তগণ সহ নৃত্য করিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে প্রভুর বাহ্য হইল। তিনি তখন ভক্তগণ সঙ্গে অর্দ্ধবাহ্য দশায় ভাবাবেশে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। পরে যোগপীঠে আসিয়া

সিংহাসনে বসিলেন, দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে শ্রীগদাধর, সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত, তাহার দক্ষিণে শ্রীবাস বিরাজ করিতেছেন। অষ্ট দলে অষ্ট মহান্ত, অষ্ট উপদলে অষ্ট কবিরাজ এবং কেশরে অষ্ট গোস্বামী সকলে নিজ নিজ ব্রজ স্বরূপের ভাবে দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিকে আর সব ভক্তবৃন্দ। (গুরুবর্গ ও সাধকদাস যথাক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চতুঃসম, পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা যোগপীঠে পূজন করিলেন)। তারপর মহাপ্রভু নিকুঞ্জের ভাবে বংশীধর ত্রিভঙ্গ-ঠামে দাঁড়াইলে শ্রীস্বরূপ তখন শ্রীকৃষ্ণের যোগপীঠে মিলন, বংশীধ্বনি, বনবিহার পদ ক্রমে গান করিলেন। সেই ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে গৌরসুন্দরের অঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্যাদি ভাব-বিকার প্রকটিত হইল।

বৃন্দাবনে নিকুঞ্জে মিলনের পর শ্রীযুগলকিশোর রত্নবেদীতে বসিয়া পরে যোগপীঠে গিয়া মুরলী ধরিয়া ত্রিভঙ্গে মধুর ঠামে দাঁড়াইলেন। বামে কান্তশিরোমণি শ্রীরাধিকা বিরাজিত। অষ্ট দলে—অষ্ট প্রধানা সখী, উপদলে—অনঙ্গমঞ্জরী আদি অষ্ট প্রধানা মঞ্জরী, কেশরে—শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি অষ্ট প্রিয়নর্ম্ম মঞ্জরীগণ বিরাজিত। তখন বৃন্দাদেবী কিশোর-কিশোরীকে মনোহর গন্ধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন (এই সময় শ্রীগুরুমঞ্জরীও গন্ধ, পুষ্প, মাল্যাদি দ্বারা যুগল-সুন্দরকে পূজা করিয়া তৎপ্রসাদী দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে সখীমঞ্জরীগণকে পূজা করিলেন এবং শ্রীগুরুদেবীর ইঙ্গিতে সাধিকাদাসীও তেমনি শ্রীকৃষ্ণসুন্দরকে পূজা করিয়া তৎপ্রসাদী দ্বারা যথাক্রমে শ্রীরাধা, সখিবৃন্দ এবং গুরুমঞ্জরীবর্গকে পূজা করিয়া স্তব প্রণামাদি করিলেন)। পরে যোগপীঠ হইতে যুগল সুন্দর বাহিরে আসিয়া বনভ্রমণ করিতে চলিলেন। ষড়্ঋতু বনাদি সকল বনের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চন্দ্রকিরণ আভা ও সকল গৌরাঙ্গিগণের অঙ্গ আভায় দীপ্তিবন্ত প্রফুল্লিত কুসুমাবলীও

পক্কাপক্ক ফলভারে আনত নীপ-সমূহের মনোরম শোভা, সপরিকর যুগল দর্শনে আনন্দিত ময়ূর ময়ূরী, মৃগ-মৃগী আদি পশুবৃন্দের আনন্দ নৃত্য, বিহঙ্গকুলের কলধ্বনি ও ভ্রমরগণের হৃদ্-কর্ণ সুখকর গুঞ্জন ইত্যাদি শুনিতে শুনিতে মহানন্দে বনবিহার করতঃ যুগল সুন্দর আসিয়া বংশীবটে বেদীতে বসিয়া যমুনার শোভা দেখিতেছেন। যমুনা আনন্দে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা, আসিয়া যুগল চরণে নতা হইলেন। বৃন্দাদেবী পুনঃ এস্থলে যুগলসুন্দরকে পুষ্প-মাল্যাদিতে ভূষিত করিয়া পুষ্পারতি করিলেন।

নবদ্বীপে নদীয়াবিনোদ শ্রীগৌর শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে যোগপীঠ বিহার করতঃ শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার ভাবে ভক্তবৃন্দসহ উপবনে ভ্রমণে চলিলেন। সকল বনাদির শোভা দর্শনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গার পুলিনে আসিলেন। গঙ্গার শোভা দেখিয়া যমুনা উদ্দীপনে প্রভু ভাববিভোর হইলেন। বনশোভা দর্শন, বংশীবট ও তৎমূলের বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ-বিহারাদির ও যমুনা পুলিনের বর্ণন পদ শ্রীস্বরূপ গাহিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীগদাধরকে বামে লইয়া শ্রীগৌরগোবিন্দ ললিত ত্রিভঙ্গে দাঁড়াইলেন। শ্রীস্বরূপ তখন রাসলীলার পদ গান আরম্ভ করিলে মধ্যে গৌরগদাধর নৃত্য করিতেছেন আর চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোবিন্দাদি মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। এই ভাবে গৌরকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন রাসবিহার করিতেছেন। ব্রজরাসের ভাবে প্রভুও যত পরিকর তত স্বরূপে দুই দুই পরিকর মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু ও ভক্তগণের ভাব-বিকারের অন্ত নাই। সম্মুখে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত নাচিতেছেন। শ্রীসীতানাথের হুঙ্কার গর্জ্জনের অন্ত নাই। সেই হুঙ্কারে ভক্তগণ-সহ শ্রীগৌর-গোবিন্দকে আরও প্রমত্ত করিয়া দিতেছে।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ তখন পুলিন-বিহার করিয়া সুবিস্তৃত পুলিনে আসিলেন। সেস্থলে চক্র ভ্রমণে নৃত্য করিবার জন্য চক্রে উঠিয়া মধ্যে যুগলকিশোর আর ত্রিধাপে ত্রিমণ্ডলীতে সখিগণ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রটি অর্দ্ধ হস্ত প্রমাণ কীলকের উপর স্থিত। তখন পরস্পর নৃত্য করিতে লাগিলেন। চক্র ভ্রমিতে লাগিল, কখনও ধীর গতি কখনও দ্রুত গতিতে। শ্রীকৃষ্ণ তখন বহু হইয়া সকল গোপীসঙ্গে নৃত্য করিতে বাঞ্ছা করিলেন। তাহাই লীলাশক্তি করিলেন। প্রতিগোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যে রত হইলেন।

আলাতচক্রের মত শ্রীকৃষ্ণ গোপীসঙ্গে নৃত্যবিহার করিয়া পরে উঠানামা নৃত্য করিলেন। অর্থাৎ চক্র হইতে নামিয়াই পুনঃ চক্রের সেই স্থলে উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গোপীগণও তাহাই করিতেছেন। এইরূপে কতরূপে নৃত্য বিহার করিয়া চক্র হইতে অবরোহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ সকল কান্তাগণ সহ "অনঙ্গ উল্লাস" নামক বিস্তৃত পুলিনে আসিয়া পুষ্পবেদীতে বসিয়া বিশ্রাম ও হাস্য-লাস্যাদি করিলেন। বৃন্দাজী পুনঃ রাসোচিত মাল্যাদি ও বেশ ধারণ করাইলেন। কান্তাগণও তদ্রূপ বেশে সজ্জিতা হইলেন। মন্দমন্দ সমীরণে, আনন্দময় চন্দ্র কিরণে, মনোহর কুসুম সৌরভে আমোদিত পুলিনে পুনঃ রাসবিহার আরম্ভ হইল। মণ্ডলীবন্ধনে সকলে দাঁড়াইলেন। মধ্যে প্রিয়াকে বামে লইয়া ত্রিভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মুরলীবাদন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কতকত বাদ্য বাজিতেছে তাহা কে বর্ণিবে। হস্ততালি, পদতালি বাদ্য-নিনাদে মিলিয়াছে। ভুজ চালন, পদ চালন, অঙ্গ চালন, বাদ্য সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ ভাবে ঐক্য-তানে চলিয়াছে। এইভাবে নৃত্য চলিবার পর শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে সকল কান্তাগণ সঙ্গে নৃত্য বিহার এক এক স্বরূপে করিতেছেন। সকলে মনে

করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমারই সঙ্গে নৃত্যবিহার করিতেছেন। দুই দুই কান্তা মধ্যে উভয় কান্তার স্কন্ধে ভূজার্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কত ভাবে কত নৃত্য করিতেছেন যাহার বর্ণনা অসম্ভব। আবার পরস্পর করবদ্ধ হইয়া ঘূর্ণিত নৃত্য করিতেছেন। নটরাজ ও নটিনীর শিরোমণি কান্তাগণের সেই নটন কুশলতার মাধুর্য্য কথা সহস্র মুখেও বর্ণনা হয় না। বাদ্য নৃত্য ও গীতে কি অপরূপ কি মোহিনী শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির সহিত অঙ্গনাকুলের বলয়, কাঞ্চী ও নূপুরের শব্দ-পুঞ্জের মিলিত তান নৃত্যের পদতালের তরঙ্গের অনুগমনে বিশ্ব-বিমোহন মাধুর্য্য বিস্তারিত হইয়াছে। গীতে বাদ্যে কত কত যে রাগরাগিনীর প্রকাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীরাধা অলাবনী যন্ত্র, ললিতা—ব্রহ্মবীণা, বিশাখা—কচ্ছপী বীণা, চিত্রা—রুদ্রবীণা, চম্পকলতা—বিপঞ্চী, রঙ্গদেবী—কবিলাস, সুদেবী—সারঙ্গী, তুঙ্গ বিদ্যা—কিন্নরী ও ইন্দুলেখা—স্বরমণ্ডলীকা বাজাইতেছেন। সকল ধ্বনির ঐক্যতানে, আবার পরস্পর বিবিধ তানে নিখিল শ্রুতি-মানসে মহারসামৃত বর্ষণ করিতেছে। আবার নৃত্যকলার মাধুর্য্য কি অভিনব, কি অপূর্ব্ব, কি অপরূপ এইসকল নটিনিগণ না জানি কোন্ দেশে কাহার নিকট এই সব কলা শিক্ষা করিয়াছিল! শত সহস্র এইসকল ব্রজ নটিণিগণ নিজে নাচিয়া এক নটরাজকে শত সহস্র নটরাজের মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়া সেই সেই শ্রীমূর্ত্তিতে তেমনি কলা বিকাশ করাইতেছেন। আবার, নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া তাল ভঙ্গীতে ললিত পদাম্বুজ-যুগল ও হস্ত যুগলকে সঞ্চালিত করতঃ মনোহর স্বরাবলী পিক-বিনিন্দিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া প্রেয়সিগণকে আনন্দ-প্রমত্তা করিতেছেন। আবার শ্রীমতী রাধাও কান্তের মতই শতবান হেমবর্ণ হস্ত-পদ-কমল কত মধুর ভঙ্গীতে সঞ্চালিত ও

ভ্রূ-নেত্রের ভঙ্গী করিতে করিতে স্বরাবলী উচ্চারণ করিতেছেন, এভাবে উত্তম হইতেও উত্তম রাগ-সমূহ প্রকাশের প্রতিযোগিতা চলিল। সহস্র প্রকার স্বরালাপ এবং সহস্র প্রকার গীত সঙ্গে বিমোহন বাদ্য করিতে লাগিলেন। আর নৃত্যকালে গান, হস্তাভিনয়ে অর্থ-প্রকাশ, পদে তাল, গ্রীবা কটির ভঙ্গিমা, ভ্রূ-নেত্রে-তারকার নর্ত্তন-কটাক্ষ ও ডানে-বামে মধুর গতি-বিগতি এই সমস্তের সুমাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবান নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহাতে গোবিন্দ আরও মদমত্ত হইতেছেন। এইরূপে নৃত্য, গীত, বাদ্যের রসামৃতে নিমগ্ন হইয়া শৃঙ্গার-রসামৃত-মুরতি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মহানৃত্য করিতেছেন। কান্ত-কান্তা পরস্পর নাচিয়া নাচাইতেছেন। কান্তার নৃত্য গীতের মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ যেন তৎউপযুক্ত উপহার দিতে না পারিয়া আলিঙ্গন করিয়া নিজেকেই দান করিতেছেন। তাহাতে কান্তাগণেরও আনন্দের সীমা নাই। এই মহারাসের মহা-মাধুর্য্যে স্থাবর-জঙ্গম, পশু-পাখী, বৃক্ষ-বল্লী সকলই মহা বিমোহিত। তাহাদেরও উল্লাসের অন্ত নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে এই মহারাসের সুখ ও আনন্দসিন্ধুতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিগণ কত রজনীকাল নিমগ্ন ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? সেই নৃত্যগীত একটা রজনীর নিশার অংশ বিশেষ নহে। লীলাশক্তি এইবার সেই আনন্দ প্রবাহের গতিরোধ করিতে চাহিলেন। অমনি শ্রীযুগলকিশোর প্রেয়সী গোপীগণের দেহে শ্রান্তির বিকাশ হইল, স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কাহারও বস্ত্রাঞ্চলে নিজ স্বেদজল মুছিতেছেন। আবার কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের নীল উত্তরীয়ের অঞ্চলে নিজ স্বেদ মুছিতেছেন। তখন পরস্পর পরস্পরের বিশ্রাম বাঞ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রত্ন-বেদীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দাসীগণ ময়ুর-পুচ্ছের পঙ্খ

ও চামর দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মধুপান— কিছু বিশ্রাম হইলে বৃন্দাদেবী নানা পুষ্পাদি হইতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ, সুগন্ধ ও স্বাদযুক্ত মধু সুবর্ণ ভাণ্ডে ধরিয়া যুগলকিশোরকে দিলেন। নানা কাকোবাক্যের পর শ্রীমতীকে বৃন্দা মধুপান করাইলেন। তৎপর শ্রীরাধা প্রাণনাথের বদনে মধুপাত্র ধরিলে তিনি পান করিলেন। মধুর মত্ততা উভয়কে উন্মত্ত করিল। বৃন্দা তখন অবশিষ্টে আরও প্রচুর মধুমিশ্রিত করিয়া অন্য সবসখিগণে পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে দিলে শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপ ধরিয়া সব সখিগণ সঙ্গেও নানা রঙ্গে মধুপান করিলেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া নানা কন্দর্প-ক্রীড়া করিলেন। লীলাশক্তির ইচ্ছায় অন্য সব সখীর কুঞ্জে গিয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক স্বরূপে বিহার করিলেন। তৎপর বাহিরে আসিয়া রত্নবেদীতে কিশোর-যুগল বসিলে নানা নর্ম্ম পরিহাস হইতে লাগিল।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গার পুলিনে ব্রজরাসের ভাবে নিজেও তেমনি ভাবে স্বীয় ভক্তবৃন্দ লইয়া সংকীর্ত্তন রাসনৃত্য বিহার করিলেন। তৎপর প্রভু পুনঃ পুষ্পোদ্যানে আসিয়াছেন। আসিয়া পুষ্প মধুক্ষরণ বেদীতে গিয়া বসিলে যুগলকিশোরের তথা সখীবৃন্দের মধুপান ও কুঞ্জে অনঙ্গমোহনের অনঙ্গ রঙ্গে ক্রীড়াবিলাসের পদ গান করিলেন। সেই কুঞ্জ-বিলাসের পদ গানের পর যমুনার জলবিহার রঙ্গ পদ গাহিলে মহাপ্রভু সেই ভাবাবেশে ভক্তবৃন্দকে লইয়া পুনঃ গঙ্গায় আসিয়া গদাধর সঙ্গে জলকেলি রঙ্গ করিলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে জল-যুদ্ধ বাঁধিল। ভক্তগণও পরস্পর সেই ভাবে জলকেলি করিতে লাগিলেন। গঙ্গার আনন্দ উথলিল। গঙ্গার তরঙ্গের সঙ্গে মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দের আনন্দ হিল্লোল মিলিত হইল। পরস্পর জল-বাদ্য

করিলেন। এইরূপে জলবিহার করিয়া বেশ পরিধান করনান্তর সকলকে লইয়া মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে আসিয়া রত্নবেদীতে বসিলেন। শ্রীবাস তখন তিন প্রভুকে মাল্য-বিভূষিত করিলেন। ভক্তবৃন্দও বেশাদি পরিয়া প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তখন প্রভুর ভাব বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ যুগলকিশোরের যমুনায় জলবিহার পদ গান করিলে সকলে সেই ভাবাবিষ্ট হইলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীযুগলসুন্দর কুঞ্জবিহার করিয়া যমুনার তীরে আসিয়া বেদীতে বসিলেন। জ্যোৎস্নাবতী রজনী। যমুনার শোভা দেখিয়া যুগলের জলকেলির বাসনা জাগিল। বৃন্দাদেবী তখন তদুপযোগী বেশ পরাইলেন। সখিগণ সহ রাধা-শ্যামসুন্দর জলে নামিয়া জলকেলি আরম্ভ করিলেন। মঞ্জরীগণ, নান্দীমুখী ও বৃন্দা তীরে রহিয়া জলরঙ্গ দেখিতেছেন। কখনও অল্পজলে, কখনও নাভিজলে কখনও শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তিরূপে সকল গোপীসঙ্গে, কখনও পাঁচ সাত সঙ্গে একা, কখনও মণ্ডলী রচনা করিয়া মধ্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ জল সিঞ্চন করিতেছেন। কখনও বস্ত্র আকর্ষণ, কখনও ডুব দিয়া পদ আকর্ষণ, কখনও আলিঙ্গন চুম্বন, কখনও গভীর জলে আকর্ষণ এইভাবে হুড়াহুড়ি, অট্টহাস্য, হাতাহাতি, জল-যুদ্ধ, কখনও পদ্ম পশ্চাতে বা তৎ পত্রতলে লুকাচুরি এইভাবে বহুক্ষণ বিহার-রঙ্গ করিয়া তীরে উঠিলে দাসিগণ বস্ত্রালঙ্কারাদি পরাইলেন। পরে কুঞ্জে আসিয়া রত্নমন্দিরে রত্নবেদীতে বসিলেন তৎপর যোগপীঠে দক্ষিণে 'অরুণাম্বুজ' কুঞ্জে আনিয়া বৃন্দাদেবী যুগল কিশোরকে নানা ফল মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইলেন। পরে "হেমাম্বুজ" কুঞ্জে আসিয়া যুগলকিশোর রত্নপালঙ্কে বসিলে শ্রীরূপমঞ্জরী তাম্বূল সেবা করিলেন নানা অগুরু ধূপের গন্ধ ও কস্তুরী আতরাদি প্রক্ষিপ্ত করিয়া কুঞ্জকে চিত্তহারী সৌরভে পূর্ণ করিলেন। রত্নপালঙ্কে মনোরম শয্যা ও উপাধানাদি সজ্জিত

রহিয়াছে। তাহাতে যুগলকিশোর শয়ন করিলেন। মঞ্জরীগণ চরণ-সেবায় মগ্ন হইলেন। সখিগণ কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ কল্পলতা কুঞ্জে আসিয়া শয়ন করিলেন। সাধিকা দাসী সখিগণের চরণসেবা করিয়া গুরুদেবীর চরণ-সেবা করতঃ তৎ পদতলে লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে শয়ন করিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীস্বরূপ যমুনায় জলবিহারপদ গান করিবার পর যুগলকিশোরের ভোজনান্তে শয়নপদ গান করিলে মহাপ্রভু তৎভাবে ভাবাবিষ্ট হইলেন। অঙ্গে নানা ভাববিকার প্রকট হইল এবং প্রবল অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। গান সমাপ্তির পর প্রভুর আবেশ গেল। তৎপর শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতাগণ সহ তিন প্রভুকে ও সকল ভক্তবৃন্দকে নানা ফলমূল তথা পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি পরিবেশন করতঃ ভোজন করাইলেন। রাধাভাবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন করিতেছেন, সেই ভাববিভোর হইয়া ভোজন সমাপন করিলেন। তৎপর মহাপ্রভু দুই প্রভু সহ শয়ন মন্দিরে যাইয়া রত্ন-পালঙ্কে বসিলেন। শ্রীরূপ তাম্বূল দিলেন।

তৎপর শ্রীগৌরসুন্দর নিকুঞ্জে শয়নবিহার ভাবাবেশে শয়ন করিলেন। শ্রীনিতাইসুন্দর দক্ষিণদিকের মণ্ডপে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যাইয়া উত্তরদিগের নিজ মণ্ডপে শয়ন করিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীরূপগোস্বাম্যাদি ভক্তবৃন্দ ও ভ্রাতৃবৃন্দ সহ শেষ অধরামৃত ভোজন করিলেন। পরে গুরুবর্গ, সিদ্ধ দাসগণ ও সাধকদাস যথাক্রমে শেষ প্রসাদ পাইলেন ও নিজ নিজ শয়নস্থলে শয়ন করিলেন। সাধকদাস ও দাসগণ ভোজন স্থল ও পাত্রাদি সংস্কার করিয়া গুরুদেবের সেবা করতঃ তৎপাদতলে শয়ন করিলেন।

নক্তলীলা স্মরণ সমাপ্ত।

ইতি—*সংক্ষিপ্ত অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ সম্পূর্ণ।*

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ যোগপীঠ

এই সহস্র-দল পদ্মাকৃতি যোগপীঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের পুষ্প-উপবনে রত্ন মন্দিরে অবস্থিত। মধ্যে প্রথমতঃ ষড়্দল, তাহার বাহিরে প্রধান অষ্ট দল, তাহার বাহিরে আবার অষ্ট উপদল তাহার বাহিরে ক্রমান্বয়ে উপদল রহিয়াছে।
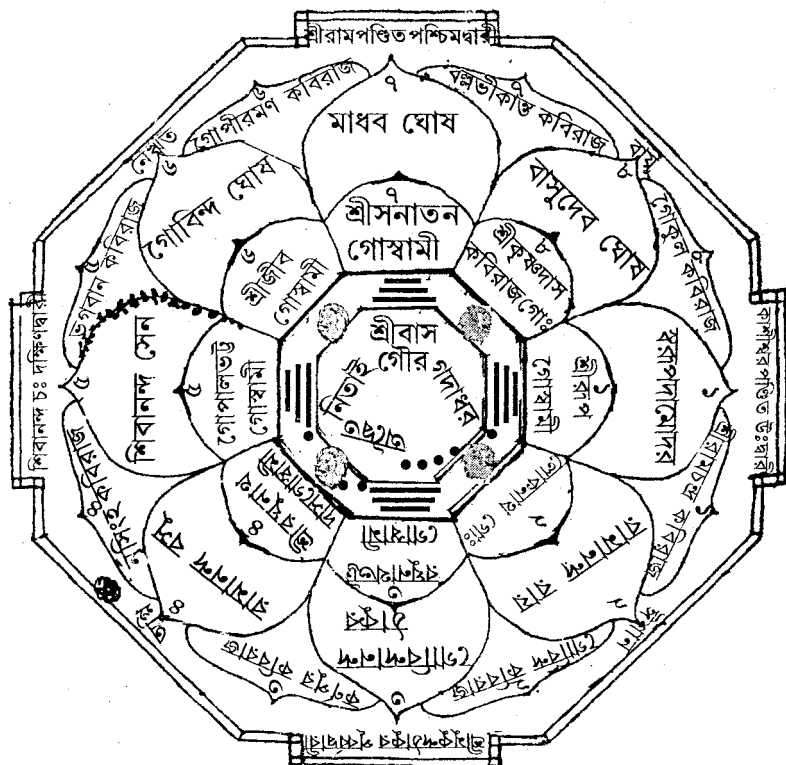
নবদ্বীপ যোগপীঠ বর্ণন

প্রথম মধ্যস্থ ষড়দলের মধ্যস্থলে রত্ন সিংহাসনে নবদ্বীপেশ্বর শ্রীশচীনন্দন উপবেশন করিয়াছেন। বামে—তাম্বূল বা চামর হস্তে শ্রীগদাধর, সম্মুখে দক্ষিণে—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, তৎ সম্মুখে—দক্ষিণে শ্রীমদ্ অদ্বৈত, পিছে (বা দক্ষিণে) ছত্র হস্তে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত।

তৎপরে কেশরের অষ্টদলের উত্তরে—শ্রীরূপগোস্বামী, ঈশানে—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, পূর্ব্বে—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, অগ্নিকোণে—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, দক্ষিণে— শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, নৈঋতকোণে—শ্রীজীব গোস্বামী, পশ্চিমে—শ্রীসনাতন গোস্বামী, বায়ুকোণে—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই অষ্ট গোস্বামিগণের স্থিতি।

তৎপরে অষ্ট প্রধান দল পদ্মের উত্তরে—শ্রীস্বরূপ দামোদর, ঈশান কোণে—শ্রীরামানন্দ রায়, পূর্ব্বে—শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, অগ্নিকোণে—শ্রীরামানন্দ বসু, দক্ষিণে—শ্রীশিবানন্দ সেন, নৈঋতকোণে—শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, পশ্চিম—শ্রীমাধবঘোষ, (মতান্তরে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত), বায়ুকোণে—শ্রীবাসুদেব ঘোষ এই অষ্ট মহান্তের স্থিতি।

তৎপরে অষ্ট উপদল পদ্মের—উত্তরে—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, ঈশান কোণে—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, পূর্ব্বে—শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ, অগ্নিকোণে—শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ, দক্ষিণে—শ্রীভগবান দাস কবিরাজ, নৈঋতকোণে—শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ, পশ্চিমে—শ্রীবল্লভী কান্ত কবিরাজ ও বায়ুকোণে—শ্রীগোকুল কবিরাজ এই অষ্ট কবিরাজের স্থিতি।

এই যোগপীঠ রত্নমন্দিরের চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার আছে। চারি দ্বারে চারিজন দ্বারী আছেন যথা—পূর্ব্বদ্বারে—শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, উত্তর দ্বারে—শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত মতান্তরে শ্রীজগন্নাথ

চক্রবর্ত্তী, পশ্চিম দ্বারে—শ্রীরাম পণ্ডিত মতান্তরে শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণ দ্বারে—শ্রীশিবানন্দ।

নবদ্বীপ যোগপীঠ পদামৃত

নবদ্বীপ রম্যস্থল অভিন্ন শ্রীব্রজমণ্ডল
শ্রীধাম ত্রিজগত অনুপম।
নামস্মরণে যাঁর হয় প্রেম ভক্তি-সার
হৃদয়ের নাশে তাপ তমঃ।।
বেষ্টিত জাহ্নবী নীরে মলয়-মন্দ-সমীরে
উঠে তীরে তরঙ্গাবলী।
চতুর্ব্বিধ কমলে গুঞ্জনরত অলিকুলে
তীরে নীরে দ্বিজ করে কেলি।।
ফল পুষ্পে সুশোভিত সুরম্য আরামাবৃত
মধ্যে দিব্য রতন (কনক) মন্দির।
রবি জিনি প্রভা অতি অভক্ত অসুর প্রতি
সোমজ্যোতি প্রতি ভক্তাদির।।
তার মধ্যে সুবিস্তার কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ আকার
হেমপীঠে রত্ন সিংহাসন।
মন্ত্রবর্ণ যন্ত্রান্বিত ষট্‌কোণ মনোরমিত
তদুপরি দিব্য পুষ্পাসন।।
মধ্যে গৌর কৃষ্ণেশ্বর দক্ষিণে নিতাই হলধর
বামে গদাধর রাধারূপ।
উল্লসিত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সন্মুখে স্থিত
(পাছে) ছত্র হস্তে শ্রীবাস ভক্তভূপ।।
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ- ময় গৌরভক্তবৃন্দ
সানন্দদাতা সিংহাসন পাশে।
কি মোর অসৎমতি চরণে না হৈল রতি
ধিক্ রহু এ মোহন দাসে।।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ বর্ণন

যোগপীঠ সহস্রদল কমলাকৃতি মধ্যস্থলে রত্ন সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা বিরাজ করেন। ইহার কেশরে অষ্ট মঞ্জরী বা প্রিয়নর্ম্ম সখী যথা—

১। **উত্তরে—শ্রীরূপ মঞ্জরী**— ইনি গোরচনা বর্ণা, বস্ত্র ময়ূর পুচ্ছ বর্ণ, সেবা—তাম্বূল, (শ্রীরাধিকার কাকা) পিতা-বিভানু, মাতা সুলবতী, পতি গোবর্দ্ধন, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩-৬মাস। নবদ্বীপ লীলায়, শ্রীরূপ গোস্বামী।

২) **ঈশানে শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী**— তপ্ত হেমবর্ণা, বস্ত্র-জবা পুষ্পবর্ণ, বস্ত্রসেবা, পিতা-কেতব, মাতা-সুচরিতা, পতি-গোভট্ট, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩।৬।৭দিন। নবদ্বীপ লীলায়-শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

৩) **পূর্ব্বে শ্রীরসমঞ্জরী**— চম্পক বর্ণা, বস্ত্র-হংসপক্ষ বর্ণ চিত্রসেবা, (শ্রীরাধিকার কনিষ্ঠা মামা) পিতা-মহাকীর্ত্তি, মাতা-সোনা, পতি-লবঙ্গ, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩।১মাস। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী।

৪) **অগ্নিতে—শ্রীরতিমঞ্জরী**— (নামান্তর তুলসী ও ভানুমতী মঞ্জরী) তড়িৎবর্ণা, তারাবলী বসন, পাদপদ্ম সেবা, পিতা-অঙ্গভদ্র, মাতা-সুমেধা, পতি-বাণমাক্ষ, গ্রাম-যাবট, বয়স ১৩।২মাস। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

৫) **দক্ষিণে—শ্রীগুণ মঞ্জরী**— বিদ্যুৎ বর্ণা, জবাপুষ্পবসন, জলসেবা, (শ্রীরাধার মামা) পিতা-ভদ্রকীর্ত্তি, মাতা-মেনকা, পতি-মণ্ডলীভদ্র, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩।১।২৭দিন। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

৬) **নৈঋতে—শ্রীবিলাস মঞ্জরী**— স্বর্ণকেতকী বর্ণা, ভ্রমরকান্তি বসন, রাগজ অঞ্জন সেবা (শ্রীরাধিকার মামা) পিতা-

চন্দ্রকীর্ত্তি, মাতা-ষষ্ঠু, পতি-বিলাস, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩।২৬দিন। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীজীব গোস্বামী।
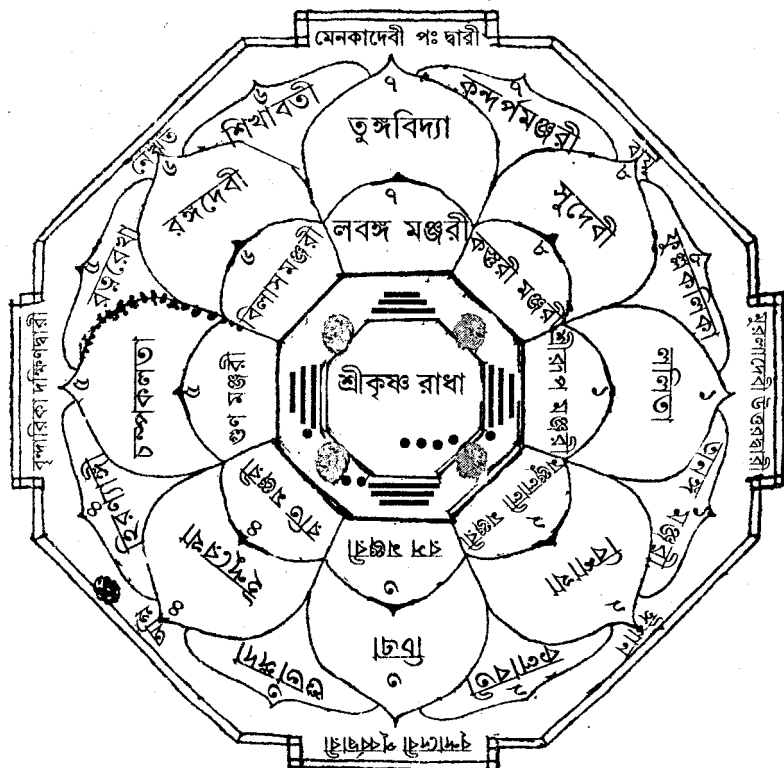
বৃন্দাবন যোগপীঠ বর্ণন

৭) **পশ্চিমে—শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী**— বিদ্যুৎবর্ণা, তারাবলী-বস্ত্র, লবঙ্গ মালা সেবা, (শ্রীরাধিকার কাকা) পিতা-চন্দ্রভানু, মাতা যমুনা, পতি-সুমেধা, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩।৬মাস। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামী।

৮) **বায়ুতে—শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী**— হেমবর্ণা, কাচাম্বর বসন, চন্দন সেবা, (শ্রীরাধিকার কাকা) পিতা-সুভানু, মাতা-ঘোযনা, পতি-বিটঙ্ক, গ্রাম-যাবট, বয়স-১৩ বৎসর। নবদ্বীপ লীলায়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোর বয়স ১৫।৯।৭দিন।

শ্রীরাধিকার নিত্য কৈশোর বয়স ১৪।২।১৫দিন।

প্রধান অষ্টদলপদ্মে অষ্টপ্রধানা সখী যথা—

(শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে)

১। **উত্তরে—শ্রীললিতাদেবী**—গোরচনা বর্ণ, ময়ূর-পুচ্ছা বসন, তাম্বূল সেবা, খণ্ডিতাভাব, সহস্রদল পদ্মাকৃতি বিদ্যুৎবর্ণ ললিতানন্দদ কুঞ্জ, পিতা-বিশোক, মাতা-শারদী, পতি-ভৈরব গোপ, গ্রাম-করেলা, শ্রাবণ শুক্লা একাদশীতে জন্ম, বয়স-১৪।৩।১২ দিন। শ্রীরাধারাণী থেকে ২৭ দিনের বড়। ইহার যূথের প্রধানা শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী।

২। **ঈশানকোণে—শ্রীবিশাখাদেবী**— বিদ্যুৎবর্ণ, তারাবলী বস্ত্র, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ভাব, মেঘবর্ণ বিশাখানন্দদ কুঞ্জ, কর্পূরাদি চন্দন সেবা, শ্রীরাধারাণীর জন্মদিনে ইহার জন্ম, মুখরার ভগ্নীপুত্র, পিতা-পারল, জটিলার ভগ্নীর কন্যা, মাতা-দক্ষিণা, পতি-বাহিক, গ্রাম-কামাই, ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে জন্ম, বয়স-১৪।২।১৫দিন। শ্রীরাধারাণীর সমান বয়স। ইহার যূথের প্রধানা শ্রীসম্পূর্ণা মঞ্জরী।

৩। **পূর্ব্বে—শ্রীচিত্রাদেবী**— কাশ্মীর বর্ণ, কাঁচবর্ণ বস্ত্র, বস্ত্রালঙ্কার সেবা, (লবঙ্গমালা) দিবাভিসারিকা ভাব, কিঞ্জল্কবর্ণ, চিত্রানন্দদ কুঞ্জ, (বৃষভানু রাজার পিতৃব্য পুত্র) পিতা-চতুর, মাতা-চার্ব্বিকা, পতি-পিঠর, গ্রাম-চিক্‌শুলী, আশ্বিন শুক্লা চতুর্থীতে জন্ম, বয়স-১৪।১।১৯ দিন। শ্রীরাধারাণী থেকে ২৬ দিনের ছোট। ইহার যূথের প্রধানা শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী।

৪। অগ্নিকোণে—**শ্রীইন্দুরেখাদেবী**— হরিতাল বর্ণ, দাড়িম্ব পুষ্প বর্ণ বস্ত্র, নৃত্য সেবা, প্রেষিত ভর্ত্তৃকা ভাব, স্বর্ণবর্ণ ইন্দুরেখানন্দদ কুঞ্জ, পিতা-সাগর, মাতা-বেলা, পতি-দুর্ব্বল, গ্রাম-আজনক, ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে জন্ম, বয়স-১৪।২।১২দিন। শ্রীরাধারাণীর ৩দিনের ছোট। ইহার যূথের প্রধানা শ্রীবিলাস মঞ্জরী।

৫। দক্ষিণে—**শ্রীচম্পকলতাদেবী**— চম্পক পুষ্পবর্ণ, চাষ পক্ষীবর্ণ বস্ত্র, (রত্নমালা) চামর ব্যজন সেবা, বাসক-সজ্জা ভাব, তপ্তহেমবর্ণ, চম্পকলতানন্দদ কুঞ্জ, পিতা-আরাম, মাতা-বাটিকা, পতি-চণ্ডাক্ষ, গ্রাম-সোনেরা, ভাদ্র শুক্লা নবমীতে জন্ম, বয়স-১৪।২।১৪দিন। শ্রীরাধারাণী থেকে ১দিনের ছোট। ইঁহার যূথের প্রধানা শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী।

৬। নৈঋতকোণে— **শ্রীরঙ্গদেবী**— পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণ, জবাপুষ্প বর্ণ বস্ত্র, যাবক (অলক্তক) সেবা, মতান্তরে চন্দন সেবা, উৎকণ্ঠিতা ভাব, শ্যামবর্ণ "রঙ্গদেবী সুখদকুঞ্জ" পিতা-রঙ্গসার, মাতা-করুণা, পতি-বক্রেক্ষণ (ললিতার পতি ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) গ্রাম-ভাজেরা, ভাদ্র শুক্লা পূর্ণিমাতে জন্ম, বয়স ১৪।২।৮দিন। শ্রীরাধারাণী থেকে৭দিনের ছোট। ইঁহার যূথের প্রধানা শ্রীরসমঞ্জরী।

৭। পশ্চিমে—**শ্রীতুঙ্গবিদ্যাদেবী**— চন্দন কুঙ্কুম বর্ণ, পাণ্ডু-বর্ণ বস্ত্র, গীতবাদ্য, মতান্তরে নৃত্য সেবা, বিপ্রলব্ধা ভাব, অরুণ বর্ণ তুঙ্গবিদ্যানন্দদ কুঞ্জ, পিতা-পুষ্কর, মাতা-মেধা, পতি-বালিশ, গ্রাম-ডাভারো, ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়াতেজন্ম, বয়স-১৪।২।১০দিন। শ্রীরাধারাণী থেকে ৫দিনের ছোট। ইঁহার যূথের প্রধানা শ্রীগুণদাম মঞ্জরী।

৮। বায়ুকোণে—**শ্রীসুদেবী**— সুবর্ণ রঙ্গদেবীর যমজ ভগ্নী, পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ, জবাপুষ্প বস্ত্র, জলসেবা, কলহান্তরিতা ভাব, হরিৎবর্ণ "সুদেবী সুখদকুঞ্জ", পিতা-রঙ্গসার, মাতা করুণা, পতি-রক্তেক্ষণ (বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) গ্রাম-ভাঁজেরা, জন্ম-ভাদ্র শুক্লা পূর্ণিমাতে, বয়স-১৪।২।৮ দিন। শ্রীরাধারাণী থেকে ৭দিনের ছোট। ইঁহার যূথের প্রধানা

শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী।

অষ্ট উপদলে অষ্ট প্রধানা যূথেশ্বরী মঞ্জরী বিরাজ করেন

যথা—১। **উত্তরে— অনঙ্গ মঞ্জরী**—বসন্ত কেতকীপুষ্প বর্ণ, নীলপদ্ম বর্ণ বস্ত্র, তাম্বূল সেবা, (বেশ রচনা) পদ্মরাগ বর্ণ অনঙ্গমঞ্জর্য্যানন্দদ কুঞ্জ, পিতা-শ্রীবৃষভানু, মাতা-কীর্ত্তিদা, পতি-দুর্ম্মদ, গ্রাম-যাবট, বয়স ১২ বৎসর। ইনি শ্রীরাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী।

২) **ঈশানকোণে— শ্রীকলাবতী মঞ্জরী**— হরিচন্দনবর্ণ, শুকপক্ষবর্ণ বস্ত্র, পক্কান্ন সেবা, পিতা- কলাঙ্কুর, (ইনি বৃষভানু রাজার মাতুল হন) মাতা- সিন্ধুমতী, পতি- কপোত, গ্রাম- যাবট, বয়স- ১২ বৎসর। ইনি শ্রীবিশাখা সখীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

৩) **পূর্ব্বে— শ্রীশুভাঙ্গদা মঞ্জরী**— তড়িৎবর্ণ, পীতাম্বর বস্ত্র, পুষ্পচয়ন সেবা, পিতা- পারল, মাতা- দক্ষিণা, পতি- পতলত্রি, গ্রাম- যাবট, বয়স- ১২ বৎসর।

৪। **অগ্নিকোণে— শ্রীহিরণ্যাঙ্গী মঞ্জরী**— স্বর্ণবর্ণ, অপরাজিতা পুষ্পবর্ণ বস্ত্র, মাল্যরচনা সেবা, পিতা- মহাবসু, মাতা- সুরঙ্গী, পতি- জরদ্গব, গ্রাম- যাবট, বয়স- ১২বৎসর। ইনার হরিণির গর্ভে জন্ম।

৫। **দক্ষিণে— শ্রীরত্নরেখা মঞ্জরী**— মনঃশিলা বর্ণ, ভ্রমর বর্ণ বস্ত্র, শৃঙ্গার সেবা, পিতা- পয়োধি, মাতা- কুঠারিকা, পতি- ইক্ডাব, গ্রাম- যাবট, বয়স- ১২বৎসর।

৬। **নৈঋতকোণে— শ্রীশিখাবতী মঞ্জরী**— (ইনি কুন্দলতার কনিষ্ঠা ভগ্নী) কর্ণিকাপুষ্পবর্ণ, বিচিত্র বর্ণ বস্ত্র, তাম্বূলসেবা, পিতা- ধেনুধন্যা, মাতা - সুশিখা, পতি- গরুড়জ্ঞ, গ্রাম- যাবট, বয়স- ১২বৎসর। ইনি শ্রীকুন্দলতার কনিষ্ঠা ভগিনী।

৭। **পশ্চিমে— শ্রীকন্দর্প মঞ্জরী**— অশোকবর্ণ, চিত্রবর্ণ বস্ত্র, চরণসেবা, পিতা- পুষ্পাকর, মাতা- কুরুবিন্দা গ্রাম- যাবট, বয়স-১২বৎসর।

৮। **বায়ুকোণে— শ্রীফুল্লকলিকা মঞ্জরী**— (শ্রীফুল্লমল্লিকা)

শ্যামবর্ণ, ইন্দ্রধনুবর্ণ বস্ত্র, কুঞ্জ সংস্কার সেবা, পিতা- মল্লাথ, মাতা- কমলিনী, পতি- বিদুবী, গ্রাম- যাবট, বয়স- ১২ বৎসর।

শ্রীললিতাদি অষ্টপ্রধানা যূথেশ্বরী-সখীর প্রত্যেকের যূথে আটজন করিয়া সখী রহিয়াছেন।

১। **শ্রীললিতার যূথে**— রত্নপ্রভা, রত্নকলা, (রতিকলা) সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, (চন্দ্ররেখিকা) সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিণী।

২। **শ্রীবিশাখার যূথে**— মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, গুর্জ্জরী, (কুঞ্জরী) হরিণী, চপলা, সুরভী ও শুভাননা।

৩। **শ্রীসুচিত্রার যূথে**— রসালিকা, তিলকিশী, শৌরসেণী, সুগন্ধিকা, রমিলা, (কামিলা) কামনাগরী, নাগরী ও নাগবেলিকা,

৪। **শ্রীইন্দুলেখার যূথে**— তুঙ্গভদ্রা, (তুঙ্গবিদ্যা), রসতুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদনী ও মদনালসা।

৫। **শ্রীচম্পকলতার যূথে**—কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা,চন্দ্রিকা, চন্দ্রতিলকা, (চন্দ্রলতিকা) পদ্মাক্ষী ও সুমন্দিরা।

৬। **শ্রীরঙ্গদেবীর যূথে**— কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধরী, ইন্দিরা, কন্দর্পসুন্দরী, কামলতিকা ও প্রেমমঞ্জরী।

৭। **শ্রীতুঙ্গবিদ্যার যূথে**— মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধূৎপন্না, গুণচূড়া ও বরাঙ্গদা।

৮। **শ্রীসুদেবীর যূথে**— কাবেরী, চারুকবরী, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠি এবং মনোহরা।

(মতান্তরে) উপদলের মঞ্জরীগণের নাম—

(১) শ্রীমধুমতীর—গীতসেবা, (২) শ্রীবিমলার পদসেবা, (৩) শ্রীশ্যামলার চন্দন সেবা, (৪) শ্রীপালিকার কুসুম শয্যা রচনা, (৫) শ্রীমঙ্গলার মাল্য গ্রন্থন সেবা, (৬) শ্রীধন্যার রত্নালঙ্কার সেবা, (৭) শ্রীশশিরেখার দর্পণ সেবা।

উপদলের অষ্ট যূথেশ্বরী প্রধানা মঞ্জরীগণের অনুগতা আরও অষ্ট মঞ্জরীগণের নাম যথা—

(১) শ্রীভদ্রামঞ্জরী, (২) শ্রীলীলামঞ্জরী, (৩) শ্রীকেলীমঞ্জরী, (৪) শ্রীকুন্দমঞ্জরী, (৫) শ্রীমদনিকামঞ্জরী, (৬)শ্রীঅশোকমঞ্জরী, (৭) শ্রীসুধামুখীমঞ্জরী, (৮) ও শ্রীপদ্মামঞ্জরী।

বৃন্দাবন-যোগপীঠ -রত্নমন্দিরের চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার আছে। চারি দ্বারে চারিজন দ্বারী আছেন যথা—পূর্ব্বদ্বারে—বৃন্দাদেবী, উত্তর দ্বারে—মুরলাদেবী, পশ্চিমে দ্বারে— মেনকাদেবী, দক্ষিণ দ্বারে—বৃন্দারিকাদেবী।

ইতি — *বৃন্দাবন যোগপীঠ বর্ণন সমাপ্ত।*

শ্রীবৃন্দাবনে প্রাতে গুপ্তকুণ্ডস্থ যোগপীঠে, মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমদনসুখদাকুঞ্জে ও রাত্রে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দস্থলী মণিমন্দিরস্থ মহাযোগপীঠে সেবা হয়ে থাকে।

স্মরণী সেবা প্রাতঃকাল

১। তাম্বূল, জলপাত্রাদি এবং বস্ত্রালঙ্কার সংস্ক্রিয়া। ২। চন্দন ঘর্ষণ ৩। কুঙ্কুমপেষণ। ৪। শ্রীরাধারাণীর নিদ্রা ভঙ্গের পর মুখ প্রক্ষালন জল ও দন্তকাষ্ঠাদি অর্পণ। ৫। উদ্বর্ত্তনাদি অর্থাৎ গোপুচ্ছ ও আমলকীপঙ্ক প্রস্তুতকরণ। ৬। চতুঃসমাঞ্জনাদি অর্থাৎ কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূর ও চন্দন পঙ্ক নির্ম্মাণ। ৭। বর্ণক অর্থাৎ হিঙ্গ ুল হরিতালাদি নির্ম্মাণ। ৮। শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে সুগন্ধী তৈলাভ্যঞ্জন। ৯। আমলকী কল্কাদি দ্বারা কেশ সংস্কার। ১০। গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীতকালে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা শ্রীরাধারাণীকে স্নান করান। ১১। চীন বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ হইতে জলাপসারণ এবং চিকু র রাশির জলাপনোদন। ১১। কৃষ্ণরাগোদ্দীপক মনোরম স্বর্ণ খচিত নীল বসন পরিধাপন। ১৩। অগুরু ধূপদ্বারা কেশরাজির শুষ্কত্ব এবং সুগন্ধিত্ব সম্পাদন। ১৪। বেশ রচনাদি। ১৫। লাক্ষারস দ্বারা

শ্রীচরণ যুগলে যাবক রঞ্জন। ১৬। সূর্য্য পূজার সজ্জনির্ম্মাণ। ১৭। নিকুঞ্জতল্পে শ্রীরাধারাণীর বিস্মৃতিবশতঃ রক্ষিত মুক্তামালাদি আনয়ন। ১৮। শ্রীরাধারাণী পাকার্থ নন্দীশ্বর গমন করিলে তাম্বূল পাত্রাদি গ্রহণ করতঃ সঙ্গে গমন। ১৯। পাক রচনাতে স্বানুরূপ কার্য্য আচরণ। ২০। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ ভোজনাদি দর্শন। ২২। পরিবেশনান্তে শ্রীরাধারাণীকে বীজনাদি সেবা।২২। ধনিষ্ঠার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণাবশেষ আনয়ন করিয়া শ্রীরাধারাণীর সেবন।২৩। পাটলাদিবাসিত শীতলোদক সমর্পণ। ২৪। আচমনার্থ পাত্রাদি সমর্পণ। ২৫। সংস্কৃত তাম্বূলার্পণ। ২৬। পরিবর্ত্তিত পীতাম্বরাদি সুবল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ।

স্মরণীসেবা পূর্ব্বাহ্ণ

১। গোচারণার্থে শ্রীকৃষ্ণ বিপিনোদ্দেশে বিজয় করিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিতা শ্রীরাধারাণীর সমভিব্যাহারে পুনরায় যাবট অথবা বর্ষাণে প্রত্যাগমন। ২। শ্রীরাধাগোবিন্দকে পরস্পরের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া উভয়ের আনন্দ বিধান। ৩। শ্রীভগবতী পৌর্ণমাসীর সাহায্যে সূর্য্যপূজা ব্যপদেশে অথবা বন শোভাদি দর্শনচ্ছলে শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকুণ্ডের তটদেশে অভিসার করণ।

স্মরণীসেবা মধ্যাহ্ন

১। উভয়ের শ্রীকুণ্ডে মিলন। ২। কুঞ্জোপস্কার। ৩। পুষ্পমণ্ডপাদি নির্ম্মাণ। ৪। পাদ প্রক্ষালন। ৫। নিজ কেশ দ্বারা শ্রীচরণ যুগল প্রোঞ্ছন।৬। বীজন। ৭। মাধ্বি সংস্কার। ৮। মাধ্বি পূর্ণ চসক অগ্রে রক্ষা। ৯। মাধ্বি পান দর্শন। ১০। কর্পূরাদি সংস্কৃত তাম্বূলার্পণ। ১১। কৃপা প্রাপ্ত চর্ব্বিত তাম্বূলাস্বাদন। ১২। শ্রীযুগলের সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপন দর্শনে মন্দির হইতে নিষ্ক্রামণ। ১৩। বিলাসাবলোকন। ১৪। পরিমলাবঘ্রাণ। ১৫। মঞ্জীর কল শিঞ্জিত শ্রবণ। ১৬। বিলাসাবসানে কেলিমন্দিরে পুনঃ প্রবেশ। ১৭। পাদ সম্বাহনাদি।

১৮। বীজনাদি দ্বারা কেলিশ্রমাপনোদন। ১৯। পাটলাদি (গোলাপ) বাসিত শীতলোদক সমর্পণ। ২০। বিলাসে লুপ্ত, শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ স্থ চিত্র পুনর্নির্ম্মাণ। ২১। চতুঃসমাদিচর্চ্চা। ২২। হার গ্রন্থন। ২৩। পুষ্প চয়ন। ২৪। বৈজয়ন্তী প্রভৃতি মাল্য গ্রন্থন। ২৫। হারাদি পুষ্প মাল্য গ্রন্থন। ২৬। কৌতুক পূর্ব্বক উভয়ের হস্তে মুক্তাদি এবং পুষ্পাদি নিধান। ২৭। হার ও মাল্যাদি পরিধাপন। ২৮। কঙ্কতিকা (চিরুণী) দ্বারা শ্রীরাধারাণীর কেশ সংস্কার। ২৯। কেশ প্রসাধন। ৩০। নেত্রাঞ্জন। ৩১। অধর রঞ্জন। ৩২। চিবুকে কস্তুরী বিন্দু নির্ম্মাণ। ৩৩। সীধুবিলাসাদি অনঙ্গ গুটিকা সমর্পণ। ৩৪। মধুর ফলাবচয়। ৩৫। ফলের সংস্কার। ৩৬। ফল সমর্পণ। ৩৭। পাকক্রিয়া। ৩৮ উভয়ের মর্ম্ম কথা শ্রবণ। ৩৯। বনবিহার, বসন্তলীলা, হিন্দোললীলা প্রভৃতি সময়োচিত ক্রীড়াবলোকন। ৪০। বন বিহারে মহতী বীণাদি ধারণ পূর্ব্বক যথোচিত সময়ে সমর্পণ। ৪১। নিজের কেশ রাশি দ্বারা উভয়ের চরণধূলি সম্মার্জন। ৪২। সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা যন্ত্রাদি অর্থাৎ পিচকারী প্রভৃতি পূরণ করিয়া শ্রীরাধারাণী এবং সখীদিগের হস্তে সমর্পণ। ৪৩। পুষ্পোৎসবে পুষ্প সংগ্রহার্থ পুষ্পকরণ্ডকাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধারাণী এবং সখীদিগকে সমর্পণ। ৪৪। হিন্দোললীলায় সঙ্গীত সহকারে আন্দোলন। ৪৫। শ্রীরাধারাণী ও সখীবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দর্শন এবং জলবিহার, বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অবস্থিতি ও জলকেলি অন্তে বেশ নির্ম্মাণ। ৪৬। দ্যুতক্রীড়ায় জয়শালিনী শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞানুসারে পণকৃত সুরঙ্গ মুরলী ইত্যাদি বল পূর্ব্বক আনয়ন ও নর্ম্ম প্রয়োগ। ৪৭। যুগলের ভোজন দর্শন এবং ভোজন সম্পাদনে স্বানুরূপকার্য্য করণ। ৪৮। স্নান করান। ৪৯। বেশ রচনাদি। ৫০। সূর্য্য পূজায় স্বানুরূপকার্য্যকারণ। ৫১। সুবল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে তাম্বূলবীটিকা ও পুষ্পমালা সমর্পণ এবং সঙ্কেতকুঞ্জ কথন।

স্মরণী সেবা অপরাহ্ন

১। শ্রীরাধারাণী স্নান করিতে যাইবার কালে বসন ভূষণাদি সঙ্গে তৎ পশ্চাৎ গমন। ২। শ্রীকৃষ্ণ-ভোজনার্থ শ্রীরাধারাণী মোদক লড্ডুকাদি প্রস্তুত সময়ে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন। ৩। শ্রীরাধারাণীর অট্টালিকায় আরোহণ ও সখিগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যাবট পথে নন্দালয়ে গমন দর্শন সময়ে আনন্দানুভব। ৪। শ্রীরাধিকার নিজালয়ে প্রবেশ, বিরহ জন্য উৎকণ্ঠা এবং মোদক লড্ডুকাদি সহ তুলসী মঞ্জরীকে নন্দালয়ে প্রেরণকালে তথায় থাকিয়া আজ্ঞাপালন। ৫। সখিগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার আরতি।

স্মরণীসেবা সায়াহ্ন

১। পাবন সরোবর তীরস্থ অট্টালিকা উপরি শ্রীরাধিকার আরোহণ, শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন দর্শন। ২। অনন্তর নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ। ৩। সখিগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধারাণীর বিরহ উৎকণ্ঠা সান্ত্বনা।
৪। প্রকাশ্যে সখীগণের নিজালয়ে প্রস্থান।
৫। কিঙ্করীগণ দ্বারা শ্রীরাধিকার পুরদ্বার রোধ।

অষ্টসখীর বেশরচনা পদ

১। ললিতা উল্লাস প্রাণী, সুবর্ণের চিরুণি আনি,
মনসাধে আঁচরিল চুল

২। বিশাখা কবরী বাঁধে, করি মনোহর ছাঁদে,
সারি সারি দিল নানা ফুল।।

৩। সুচিত্রা সময় জানি, সুবর্ণের সিঁতি আনি,
যতনে দেওল সিঁতি মূলে।

৪। চম্পকলতিকা ধনি, অপূর্ব্ব সিন্দুর আনি,
যতনে পরাওল ভালে।।

৫। রঙ্গদেবী কর্ণমূলে, নানারত্ন পরাইলে;
শোভা অতি কহনে না যায়।

৬। সুদেবী হরিষ হৈয়া, গজমতি হার লৈয়া,
গলে দিয়া নিরখিয়া রয়।।
৭। তুঙ্গবিদ্যা পরাইল, বাকী আভরণ ছিল,
ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
৮। গোবিন্দ দাস অভিলাষী, হইতে রাধার দাসী,
তবহি মনোরথ পূর।।

স্মরণীসেবা প্রদোষ

১। শ্রীনন্দালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষাদি আনয়ন এবং উহা শ্রীরাধারাণী ও সখিগণে পরিবেশন। ২। পাটলাদি বাসিত শীতলোদক সমর্পণ। ৩। আচমনার্থ পাত্রাদি সমর্পণ। ৪। কর্পূরাদি সংস্কৃত তাম্বূলাদি অর্পণ। ৫। শ্রীরাধারাণীর অবশেষামৃত আস্বাদন।

স্মরণীসেবা নিশা

১। সময়ানুরূপ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীরাধারাণীর বেশাদি নির্ম্মাণ। ২। অভিসার করণাদি ৩। নিকুঞ্জে উভয়ের মিলনাদি দর্শন। ৪। রাসলাস্যাদি মাধুরী অবলোকন। ৫। শ্রীরাধারাণীর নূপুর কলধ্বনি এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশী কলমাধুরী শ্রবণ। ৬। উভয়ের গীত সঙ্গীত শ্রবণ। ৭। নৃত্যাদি বিলোকন। ৮। ললিতাদি সখিবৃন্দের নৃত্যবিলোকন এবং গীত শ্রবণ। ৯। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগ্মনৃত্য দর্শন। ১০। নৃত্যগীত শ্রমে কালিন্দী পুলিনে উপবিষ্ট যুগলকে বীজনাদি দ্বারা সেবন এবং তাম্বূলাদি সমর্পণ। ১১। জলকেলি দর্শন। ১২। জলকেলি অন্তে বস্ত্রাদি পরিধাপন। ১৩। উভয়ের বেশাদি করণ। ১৪। যুগলের এবং সখিদিগের আর্দ্র বসনাদি নিকুঞ্জ মন্দিরে আনয়ন। ১৫। সখিবৃন্দ সহ যুগলের সঙ্গে মাধবী মণ্ডপে আগমন। ১৬। ফলাদি ভোজন দর্শন। ১৭। মধু পরিবেশন। ১৮। মধুপানমত্ত যুগলের ও প্রমত্তা সখিবৃন্দের মাধুরী বিলোকন এবং মধূন্মত্তা শ্রীরাধারাণী ও সখিবৃন্দের সহ

শ্রীকৃষ্ণের প্রমত্তস্মর বিলাস দর্শন। ১৯। উভয়ের মধুপান হেতু মদন সমাগম দর্শন। ২০। উভয়ের কেলিনিকুঞ্জে প্রবেশ দর্শন। ২১। জালরন্ধ্র-সম্প্রয়োগে বৈপরীত্য মাধুরী দর্শন করিয়া পরম অন্তরঙ্গাসখিগণের আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের নয়ন সুখ সম্পাদন। ২২। যুগলের স্মরসঙ্গ নিবন্ধন শ্রমোপনোদন জন্য কেলি-মন্দিরের বহির্দেশ হইতে ব্যজনযন্ত্র-ডোরী চালন। ২৩। প্রেমবৈচিত্ত্য দর্শন। ২৪। পরস্পরের জিগীষা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উভয়ের উৎকট স্মরসঙ্গ দর্শন। ২৫। অতি শ্রান্তিতে উভয়ের শয়ন দর্শন। ২৬। নিজ সখী সঙ্গে ঝটিতি শয়ন মন্দিরে প্রবেশ। ২৭। চামর ব্যজনাদি এবং মৃদু মৃদু উভয়ের পাদসম্বাহন। ২৮। যুগলের চরণসরোজে চুম্বন এবং হস্ত দ্বারা পরিরম্ভণ। ২৯। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রাগত হইলে নিজসখী সঙ্গে যুগলের চরণতলে দিব্যাস্তরণ সমন্বিত ভূমিতে শয়ন।

শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা

দিবা লীলা ঃ—

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনাদি ক্রিয়া করিলা আপনি।।
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইলা স্নান।
তবে বেশ-ভূষা করাইলা পরিধান।।
এই কার্য্যে শ্রীমতীর একদণ্ড যায়।
উৎকণ্ঠিত-চিত্ত কৃষ্ণ-দর্শন-আশায়।। ১।।
তবে শ্রীকৃষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে।
নন্দীশ্বর যাইতে যায় এক দণ্ড পথে।। ২।।
তথা পাঁচ দণ্ড যায় বিবিধ রন্ধনে। ৭।
এক দণ্ড যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে।। ৮।।
নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ-সেবন।
অবশেষ পাইল তবে সর্ব্ব সখিগণ।।
নয় দণ্ড পরে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন।

দেখিয়া শ্রীরাধা গৃহে করে আগমন।।
ইথে এক দণ্ড যায় এক দণ্ড আর।
আয়োজন করে সূর্য্য-পূজার সম্ভার।। ১১।।
অতঃপর সূর্য্য-পূজার কারণে যাইতে।
পথে তিন দণ্ড যায় গমন করিতে।।
সূর্য্যালয়ে গিয়া সূর্য্য প্রণাম করিয়া।
পূজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া।।
ফুল তুলিবার ছলে নিজ সখী লঞা।
রাধাকুণ্ডে যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া।।
দুই দণ্ডে যান রাই নিজ কুণ্ড-তীরে।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কৈল নিকুঞ্জ-কুটীরে।।১৬।।
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি চন্দন মালা দিলা।
দুঁহু প্রেমে গদগদ আলিঙ্গন কৈলা।।
তবে নানা কৌতুক করিলা দুই জনে।
হিন্দোলা ঝুলিলা দোঁহে আনন্দিত-মনে।।
সখিগণ সহ মিলি কৈলা জলকেলি।
তবে কুঞ্জবিহার কৈল দোঁহে পাশা খেলি।।
খেলায় হারিলা কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে।
কৃষ্ণ বলে বিকাইনু তোমার চরণে।।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কৃষ্ণে ভোজন করাইলা।
সখিগণ লঞা রাই অবশেষ পাইলা।।
তবে দোঁহে প্রবেশিলা শ্রীমণিমন্দিরে।
রসের বিলাস কৈলা প্রফুল্ল অন্তরে।।
এরূপ বিলাস-রসে যায় ছয় দণ্ড।
অতঃপর শ্রীরাধিকা যান সূর্য্য কুণ্ড।। ২২।।
সূর্য্যালয়ে যেতে রাধার দুই দণ্ড যায়।
এক দণ্ড গত হয় সূর্য্যের পূজায়।। ২৫।।
পূজা অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাইতে।
চারি দণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে।। ২৯।।

অনন্তর শ্রীরাধিকা স্নান সমাপিয়া।
সূর্য্যের প্রসাদ পান সখিগণ লঞা।।
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় এক দণ্ড।
লুচি পুরি মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড।। ৩০।।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু কৃষ্ণের লাগিয়া।
তুলসীর হাতে তাহা দেন পাঠাইয়া।।
অতঃপর শ্রীরাধিকা বিরলে বসিয়া।
কৃষ্ণ লাগি মালা গাঁথে হরষিত হঞা।।
পান বীড়া বান্ধিতে চন্দন ঘরষণে।
দুই দণ্ড গেল, দিবা হৈল অবসানে।। ৩২।।
এই ত বত্রিশ দণ্ড হৈল দিবা লীলা।
এইমত রাধাকৃষ্ণের ব্রজে নিত্য খেলা।।

রাত্রি লীলা :—

সন্ধ্যার উত্তরে রাই শয়ন করিলা।
পথশ্রমে দুই দণ্ড রাই নিদ্রা গেলা।। ২।।
দুই দণ্ড পরে রাই রন্ধনে বসিলা।
আর দুই দণ্ডে রাই রন্ধন সারিলা।।
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ণ-প্রসাদ আসিল।
সখী সঙ্গে এক দণ্ড ভোজন করিল।। ৭।।
ভোজনান্তে তিন দণ্ড করিলা শয়ন।
উঠি দশ দণ্ডে অভিসার আয়োজন।। ১০।।
যাইতে সঙ্কেত-স্থানে দুই দণ্ড যায়।
বার দণ্ড পরে কৃষ্ণ-দরশন পায়।। ১২।।
এক দণ্ড মালা পান চন্দন সেবন।
তাহে কত রসালাপ প্রেম-সম্ভাষণ।। ১৩।।
রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়।
সখিগণ মিলি রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায়।। ১৭।।
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ নিকুঞ্জ-বিহার।
নানা পুষ্পবেশ হয় নানা অলঙ্কার।। ১৮।।

কুসুম-যুদ্ধেতে পরে এক দণ্ড যায়।
পুষ্পশয্যা' পরে দুহে শয়ন করয়।। ১৯।।
বিংশ দণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন-বিলাস।
তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনের উল্লাস।। ২০।।
বিশ দণ্ড পরে হয় দোঁহার বিলাস।
চারি দণ্ড রতি রসে দোঁহার উল্লাস।। ২৪।।
অতঃপর রাধাকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যান।
দুই দণ্ড নিদ্রা করি করে গাত্রোত্থান।। ২৬।।
কুঞ্জভঙ্গে কাতর দুহু বিরহ ভাবিতে।
দুই দণ্ড যায় দুঃখে বিদায় লইতে।। ২৮।।
এইরূপে দুই দণ্ড যাইতে যাইতে।
কুঞ্জ ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে।।
দুই দণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা। ৩০।
দুই দণ্ড রাত্রিশেষে তবে নিদ্রা গেলা।। ৩২।।
এই ত বত্রিশ দণ্ড হৈল নিশালীলা।
এইমত রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা-খেলা।।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত কহনে না যায়।
সংক্ষেপে কহিল কিছু সেবার নির্ণয়।।
রাগানুগা হঞা কর সাধ্য সাধন।
এই নিত্য লীলা কর মানসে সেবন।।
সাধক যে জন সেবা-নির্ণয় বুঝিয়া।
যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া।।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস।।

ইতি— শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা সমাপ্ত।

ইতি— শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ অষ্টকালীন স্মরণীয় লীলা-সেবা নামক

অষ্টম কিরণ সমাপ্ত।

নবম কিরণ

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।১।।

অনুবাদ— সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোক-সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত যিনি মেঘরূপে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, সেই কল্যাণময় গুণনিধি করুণাঘন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ১।।

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।২।।

অনুবাদ— শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্কীর্ত্তনের নৃত্য-গীত-বাদ্যে যিনি উন্মত্ত এবং রসাস্বাদ হেতু যাঁহার দেহে পুলক-কম্পাদি ও নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ২

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৩

অনুবাদ— যিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, নানাবিধ বেশরচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা-কার্য্যে স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং ভক্তগণকেও নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ৩।।

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৪।।

অনুবাদ— যিনি সর্ব্বদা ভক্তগণকে সুস্বাদু-অন্নব্যঞ্জন সমন্বিত চতুর্ব্বিধ (চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়) শ্রীভগবৎ-মহাপ্রসাদ

পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ৪।।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৫।।

অনুবাদ— যিনি শ্রীরাধামাধবের অপার মাধুর্য্যময় লীলা, রূপ, গুণ ও নাম সকলের আস্বাদনে সর্ব্বদা লালায়িত, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ৫।।

নিকুঞ্জ-যূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৬

অনুবাদ— নিকুঞ্জ-বিহারী যুবক-যুবতী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে যিনি বিশেষ দক্ষতা প্রযুক্ত এবং তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ৬।।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৭।।

অনুবাদ— নিখিল-শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সেই রূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, পরন্তু যিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র মাত্র, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ৭।।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৮

অনুবাদ— যিনি প্রসন্ন হইলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হন, যিনি অপ্রসন্ন হইলে আর কোনপ্রকারেও নিস্তার নাই, ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের যশোরাশি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্তুতি পূর্ব্বক শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।। ৮।।

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে-মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব।। ৯।।

ইতি— শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পরম-যত্নে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগুরুদেবের এই অষ্টক পাঠ করেন, তিনি দেহান্তে শ্রীবৃন্দাবন নাথের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়েন।। ৯।।

ইতি— শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীল নরোত্তমঠক্কুরাষ্টকম্

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষি-বক্ত্র-চন্দ্রপ্রভা-ধ্বস্ত-তমোভরায়।
গৌরাঙ্গ-দেবানুচরায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ১।।
সঙ্কীর্ত্তনানন্দজ- মন্দহাস্য-দন্তদ্যুতি -দ্যোতিত-দিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারা- স্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ২।।
মৃদঙ্গ-নাদ- শ্রুতিমাত্র চঞ্চৎ-পদাম্বুজামন্দ-মনোহরায়।
সদ্যঃ সমুদ্যৎ-পুলকায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৩।।
গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব ক্ষপণ- স্বলাস্য-বিস্মাপিতাশেষ-কৃতি - ব্রজায়।
স্বসৃষ্ট-গান-প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৪।।
আনন্দমূর্চ্ছাবনিপাত ভাত- ধূলী- ভরালঙ্কৃত- বিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্য - ভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৫।।
স্থলে স্থলে যস্য কৃপা প্রপাভিঃ কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জন সংহতীনাম্।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৬।।
যদ্ভক্তি নিষ্ঠোপল - রেখিকেব স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্‌যদীয়ং তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৭।।
মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে ।
সম্ভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৮

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বিলাস-সিন্ধৌ নিমজ্জতঃ শ্রীল নরোত্তমস্য।
পঠেদ্ য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈরসৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি।। ৯।।

কারুণ্যদৃষ্টি-শমিতাশ্রিত-মন্তুকোটি -
রম্যাধরোদ্যদতি-সুন্দর-দন্তকান্তি।
শ্রীমন্নরোত্তম -মুখাম্বুজ- মন্দহাস্যং লাস্যং
তনোতু হৃদি মে বিতরৎ স্বদাস্যম্।।১০

রাজন্মৃদঙ্গ -করতাল -কলাভিরামং
গৌরাঙ্গ-গানমধু-পান- ভরাভিরামম্।
শ্রীমন্নরোত্তম পদাম্বুজ-মঞ্জু-নৃত্যং ভৃত্যং
কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্।।১১

ইতি- শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠকুর বিরচিতং স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীল নরোত্তম ঠকুরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টকম্

শরদিন্দুনিন্দি সুকমল বদনমতি, সুন্দর শরীর বিদ্যুৎ বরণম্।
গতি অতি মন্থর গজপতি নিন্দ্যং, তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।১
নাসাগ্রে নূপুরাকৃতি তিলকশোভাং, কণ্ঠে বিলম্বিত শ্রীতুলসী মালিকাম্।
প্রেমে ঢুলু-ঢুলু নয়ন যুগ সান্দ্রং, তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।২।।
কাম-কার্ম্মুক নিন্দি ভ্রূযুগ সুন্দরং, বিম্বারুণ বিড়ম্বিত চারু অধরম্।
ভালে কৃপা প্রাপ্ত উজ্জ্বল বিন্দুচন্দ্রং, তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।৩
উদ্দণ্ড নৃত্য সুবাহুযুগ-বলিতং, স্ফুরদঙ্গ পুলক কদম্ব পুষ্পিতম্।
নয়ন-কমল-যুগে অশ্রুগলিতং, তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।৪।।
হৃদয়-চৈতন্যদেব কৃপাভূষিতং, শ্রীজীব গোস্বামিনঃ কৃপাশোভিতম্।
সাক্ষাৎশ্রীরাধায়াঃ কৃপাতিরেক প্রাপ্তং, তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্।।৫
করযুগ পঙ্কজ কোমললিলিতং, ললিত দশনখ-চন্দ্র জিনিরাজিতম্।
কনক অম্বরে শোভিত কটিতটং, তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।৬।।

শ্রীসীতানাথাদ্বৈতাবেশাবতারকং, শ্রীনিবাস নরোত্তম সম প্রাণকম্।
গৌড়ে নিখিল-সদ্ভক্তি-প্রচারবন্তং, তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।৭।।
দীনজন-পাবন পতিতোদ্ধারকম্, আচণ্ডাল জীবচয় গতি-দায়কম্।
অখিল-লোকপাবন-চরনারবিন্দং তং প্রণমামি চ শ্রীলশ্যামানন্দম্।।৮।।

প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেন্নিত্যং শ্যামানন্দাষ্টকম্।
কৃষ্ণভক্তির্ভবেত্তস্য লভেদ্ব্রজেবাসঃ সদা।।

ইতি- *শ্রীলরসিকানন্দ দেব বিরচিতং শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাষ্টকম্

শুদ্ধ-স্বর্ণকান্তি জিনি সর্ব্বভাব ভূষণম্,
যজ্ঞসূত্র দিব্যমাল্য চন্দনাদি লেপনম্।
ভক্তিরাস্য মন্দহাস্য দীব্যতি সুধাকরম্,
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্।।১।।

শোভনঞ্চ কপোলঞ্চ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র উজ্জ্বলম্,
তিলপুষ্প তিরষ্কারী শ্রীনাসিকা সুন্দরম্।
পদ্মনেত্র সুবিশাল প্রেমবারি আকরম্
শ্রীনিবাস - পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্।।২।।

সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কম্বুকণ্ঠ উজ্জ্বলম্,
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনাদি সুস্বরম্।
অহর্নিশি ভাবনঞ্চ গৌরচন্দ্র সুন্দরম্
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্ ।।৩।।

শ্রুতং শ্রিতং শ্রৌতং কৃষ্ণনাম মঙ্গলম্,
ইন্দু কুন্দ-নিন্দিরূপ রঞ্জিতঞ্চ উজ্জ্বলম্।
গণ্ডযুগ সুদৃশ্যঞ্চ দীব্যতি বিম্বাধরম্,
শ্রীনিবাস- পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্।।৪।।

ভুজদণ্ড করিশুণ্ড নিন্দিসম্যগুজ্জ্বলম্,
শ্রীবক্ষোপরি সুবেশ কৃষ্ণনাম ভূষণম্।
নাভিপদ্ম গম্ভীরঞ্চ কটিসূত্রে অম্বরম্
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্ ।। ৫।।
ভক্তকামপূর্ণ নিত্য প্রতিপাদ্য মণ্ডিতম্,
অকিঞ্চনে ভক্তিদান তারণঞ্চ পামরম্।
ভক্তিগ্রন্থ শাস্ত্র আদি বিচারে সুপণ্ডিতম্
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্ ।। ৬।।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দাদি সংহতি,
ভক্তিগ্রন্থ বিচারাদি কৃষ্ণনাম পদ্ধতি।
অহোরাত্র নৃত্যগীত প্রেমবারি বাদরম্
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্ ।। ৭।।
শ্রীরূপ সনাতন শ্রীগোপাল ভট্টকম্,
ইতি উচ্চ মহোৎসব সর্ব্বলোক পালকম্।
যাজিগ্রাম নাম ধাম বিহরঞ্চ সুন্দরম্
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্।। ৮।।
শ্রীনিবাস-গুণান্বেষণমষ্টকং যো জপনম্
যে পঠন্তি যে স্মরন্তি প্রাপ্তি কৃষ্ণ নির্ম্মলম্।
শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে ভক্তিনিষ্ঠা উজ্জ্বলম্
শ্রীনিবাস-পাদপদ্মং ভজে নিত্য সাদরম্ ।। ৯।।

ইতি- শ্রীমদ্রামচন্দ্র কবিরাজোক্তং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগোপালভট্টাষ্টকম্

দ্বিজ কুবরকুলচন্দ্রো ভট্টবংশ প্রদীপ
সুভগ সুনস দীর্ঘো দিব্য চন্দ্রাস্য হাসঃ।

অবিরত গলধারং নেত্রযুগ্মং বহন্ যঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ১।।
জিত করিগতিভঙ্গি-নাট্য সঙ্গীত-রঙ্গী
তনুভৃতজন চিত্তানন্দবৰ্দ্ধী সুধীরঃ।
হরি-চরিত বিলাসশ্চিত্ত চাতুর্য্যভাষঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ২।।
ব্রজভুবি যুবরাজ প্রেমপীযূষ-বাপী
তনুরুহ ব্রণসঙ্ঘৈঃ কণ্টকাকার দেহঃ।
গি-গি গিরিধারিন্ গদ্গদৈর্ব্বাগ্নিরোধঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ ।। ৩।।
বরতনুগুণশালী শ্যামধামা সুবেশঃ
প্রচলিত চলচিল্লী চারু নেত্রারবিন্দঃ।
ভুজযুগ ফণিরাজঃ কক্ষবক্ষঃ প্রভো যঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ৪।।
গণয়তি গুণনাম্নো রাধিকা মাধবস্য
স্মরতি মধুর বেশং গৌর গোপালস্য।
ভজতি মধুর লীলা বীথি পূর্ব্বাপরং যঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ৫।।
সকল গুণ গভীরঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ ধীরো
দ্রবিড়পুর নিবাসী পণ্ডিতো বাবদূকঃ।
বিপুল পুলক ভাবৈর্বেষ্টিতো দিব্য দেহঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ৬।।
সুমধুর বেশঃ প্রেমদাত্রৈক শেষঃ
সুজন জন সমূহে স্ব স্বভাবঃ প্রকাশঃ।
গরিম মহিম সঙ্ঘাদগ্রগণ্যো মহান্ যঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ৭।।

যুগরঘুবররূপঃ সাগ্রজ শ্রীলরূপো
যদুপরি সমভাবঃ স শ্রীগোপালভট্টঃ।
সরযুগ তটকান্তে শ্রীল রাধৈক বন্ধোঃ
পরম পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ।। ৮।।
যঃ পঠেৎ শ্রাবয়েদ্বাপি ভট্টাষ্টকমহর্নিশম্।
স লভেৎ পরাংপ্রীতিং রাধা-মাধবয়োঃ পদে।। ৯।।
গোস্বামিনাং স্তোত্রং-পাঠাদ্ গোস্বামি-পদভাগ্ ভবেৎ।
এষাং প্রসাদান্মূঢ়ানাং গৌরাঙ্গে সুরতির্ভবেৎ।। ১০।।

ইতি— শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামিকৃত শ্রীশ্রীভট্টাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীজীবগোস্বাম্যষ্টকম্

রাধাকৃষ্ণচরিতমমলং নৈত্যিকং বেদসারং
গূঢ়-মূঢ়কৃতিহৃদয়ে দুর্বিভাব্যং মনোজ্ঞম্।
শ্রীমদ্রূপ-প্রবলকৃপয়া যস্তু তৎসন্ততান্,
শ্রীমজ্জীবং ভজ ভব-ভয়াত্তারকং তং মনো মে।।১।।
গুপ্তানর্থানতিনিরমলানাকলয্য প্রকাশ্য
হস্তন্যস্তামলকমিব যঃ শ্রীশুকোক্তং চকার।
শ্রীমদ্রূপাগ্রজকরুণয়া জীব জীবাতুরূপং
শ্রীমজ্জীবং ভজ ভব-ভয়াত্তারকং তং মনো মে।।২।।
স্নিগ্ধং মুগ্ধপ্রণয়িজনতাস্নেহবন্তং মহান্তং
প্রেষ্ঠদ্বন্দ্বপ্রণয়পুটিতং সুন্দরং শান্তমূর্তিম্।
শ্রীমদ্রূপানুজবরসুতং দাক্ষিণাত্যদ্বিজেন্দ্রং
শ্রীমজ্জীবং ভজ ভব-ভয়াত্তারকং তং মনো মে।।৩।।
শ্রীমদ্-বৃন্দাবনরসময়-স্থানমাত্রৈকবাসং
তত্তন্নিত্যাধিপতি যুগলঙ্ঘ্র্যব্জমাত্রাভিলাষম্।

তত্তন্নিত্যপ্রিয়পরিজন-স্তোমসন্তোষ শীলং
শ্রীমজ্জীবং ভজ ভব-ভয়াত্তারকং তং মনো মে।।৪।।

শ্রীচৈতন্যামলতরপদদ্বন্দ্বপদ্মৈক-সদ্ম-
স্বান্তালীন্দ্রং নিজপরিজনামোদসন্দোহদোহম্।
নিত্যানন্দ প্রভুদয়িততা ভক্ততা ভৃত্যতৈকং
শ্রীমজ্জীবং ভজ ভব-ভয়াত্তারকং তং মনো মে।।৫।।

দীনানাথাতিপাপিপ্রচুরতরজনান্ শুদ্ধবুদ্ধাংশ্চকার
কারুণ্যেনামলেন প্রিয়যুগচরিতাশ্চর্য পীযুষবৃষ্ট্যা।
স্নিগ্ধৈর্মুগ্ধৈঃ সুসেব্যং তদনুগনিকরৈঃ সেব্যমানং গুণীন্দ্রং
শ্রীমজ্জীবং কৃপাব্ধিং ভজ ভব-গহণে সর্ব্বদা হে মনো মে।।৬।।

অজ্ঞানান্ধান্ ব্রজপতিসুতপ্রেমশূন্যাং-স্তদোঘান্
তুচ্ছীকৃত্য প্রচুরবদতাং বাদিনাং বাদমাত্রম্।
দূরীকৃত্যামলতরপর-প্রেমতত্ত্বং জগাদ
শ্রীমজ্জীবং ভজ ভব-ভয়াত্তারকং তং মনো মে।।৭।।

প্রেম্নি শ্রীরূপরূপৈর্বুধগণগণনে বাক্পতেরগ্রগণ্যং
গাম্ভীর্য্যৈসিন্ধুবন্দ্যং সুরতরুসদৃশং প্রেমপীযুষ-দানে।
ধৈর্য্যং বিশ্বম্ভরেমং নিজজনদমনে চাপি বিশ্বম্ভরেমং
শ্রীমজ্জীবং কৃপাব্ধিং ভজ ভব-গহনে সন্ততং মনো মে।। ৮।।

শ্রীমজ্জীব-গুণৈক-সূচকমিদং পদ্যাষ্টকং যঃ পঠেৎ
তৎপাদাব্জ-নিরীক্ষণৈকরসিকো ধীরো গভীরঃ কৃতী।
তস্মৈ যচ্ছতু বাঞ্ছিতং প্রভুবরঃ কারুণ্যবারাংনিধি-
র্ভক্ত্যানতকন্ধরায় নিতরাং শ্রীজীবনামা বিধিঃ।।৯।।

ইতি-শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বিরচিতং শ্রীজীবগোস্বাম্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীলোকনাথ প্রভুবরাষ্টকম্

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপৈকবিত্ত-স্তৎপ্রেম-হেমাভরণাঢ্য-চিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ১।।
যো লব্ধ-বৃন্দাবন-নিত্যবাসঃ পরিস্ফুরৎ-কৃষ্ণ-বিলাস-রাসঃ।
স্বাচার চর্য্যা-সততাবিরামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ২।।
সদোল্লসদ্ভাগবতানুরক্ত্যা যঃ কৃষ্ণরাধা-শ্রবণাদি-ভক্ত্যা।
অযাতযামীকৃত সর্ব্বযামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৩।।
বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জসেবাস্বাদেহনুমজ্জন্তি ন হন্ত ! কে বা ।
যস্তেম্বপি শ্লাঘ্যতমোঽভিরামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৪।।
যঃ কৃষ্ণ-লীলারস এব লোকান্ অনুন্মুখান্ বীক্ষ্য বিভর্ত্তি শোকান্।
স্বয়ং তদাস্বাদন-মাত্র-কামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৫।।
কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চিৎ নরোত্তমোনাম মহান্ বিপশ্চিৎ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৬।।
রাগানুগাবর্ত্মনি যৎপ্রসাদাদ্ বিশন্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্বিষাদাঃ।
জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৭।।
যদ্দাস-দাসানুগ-দাস-দাসাঃ বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ।
যদীয়তায়াং সহসা বিশামস্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৮।।
শ্রীলোকনাথাষ্টকমত্যুদারং ভক্ত্যা পঠেদ্ যঃ পুরুষার্থ সারম্।
স মঞ্জুলালী-পদবীং প্রপদ্য শ্রীরাধিকাং সেবত এব সদ্যঃ।। ৯।।
সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরুকৃপা-রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্যন্-
উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতমতমঃ কূপতো দীপিতাভিঃ।
দৃগ্‌ভিঃ স্বপ্রেমবীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-
রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল গোবর্দ্ধনং স্মঃ।। ১০।।

ইতি— শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতং-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী;
ধীরাধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবিভুবো ভারাবহন্তারকৌ;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।১।।
নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ;
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনেমান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।২।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ্যন্বিতৌ;
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক - নিপুণৌ কৈবল্য নিস্তারকৌ;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।৩।।
ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ;
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।৪।।
কূজৎকোকিল-হংসসারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে;
নানারত্ন-নিবদ্ধমূল-বিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।৫।।
সংখ্যাপূর্ব্বক নামগান নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ;
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতে-র্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ;
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।।৬।।

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দ-তনয়া তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ বশাদশেষ দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।।৭।।
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন কল্পপাদপ তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।।৮।।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুবিরচিতং শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (১)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং;
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ১।।
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ২।।
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৩।।
রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।

হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৪।।
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো-নাম-গণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৫।।
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৬।।
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৭।।
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-স্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র- পুলকৈঃ
পরিতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৮।।
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী।। ৯।।

ইতি - *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের অনুবাদ —

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ নর-দেহ ধারণ করিয়া

প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহার উপাসনা করেন এবং যিনি স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণকে স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?।। ১।।

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদের লক্ষ্যস্থান, যিনি মুনিগণের ঐহিক-পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি ব্রজবনিতাদিগের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব?।। ২।।

যিনি ইহলোকে স্বরূপ নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃতধারায় প্লাবিত করিয়াছেন, যিনি অদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি দীনহীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন ও যিনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃতবর্ষণে উৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন?।। ৩।।

ভক্তিরসাস্বাদনে যিনি উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি-কোটি কন্দর্পের ন্যায় মধুর ও উজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসীদিগের শিরোমণি, প্রভাতকালের সূর্য্যকিরণের ন্যায় যাঁহার অরুণবর্ণ বসন এবং যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণ-রাশির অত্যুজ্জ্বল মনোহর শোভাকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথে পতিত হইবেন?।। ৪।।

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত 'হরেকৃষ্ণ' নাম যাঁহার রসনায় নৃত্য করিতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার জন্য গ্রন্থীকৃত কটি সূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি

পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব?।। ৫।।

সমুদ্রতীরে উপবনসমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতু যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন?।। ৬।।

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নামসংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি আবার আমি দেখিতে পাইব ?।। ৭।।

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশরের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সর্ব্বশরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?।। ৮।।

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, পরমানন্দময় তদীয় সুবিমল পাদপদ্মে তাঁহার সুবিশাল প্রেমলহরী উচ্ছ্বসিত হউক।।৯

ইতি— শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের (১) অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ১।।

চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদন-পদং
জয়োদ্‌ঘোষৈঃ সম্যগ্‌বিরচিত-শচী-শোকাহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ড-দ্যুতিহর-দুকূলাঞ্চিত-কটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ২।।
অপারং কস্যাপি প্রণয়ি-জন-বৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ৩।।
অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুর-ভাব-প্রণয়িণাং
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ৪।।
গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালঙ্কুর্ব্বন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসশ্রম-পদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ৫।।
মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃত-রসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘন-বাষ্পাম্বু-মিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমল্লাসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ৬।।
তনুমাবিষ্কুর্ব্বন্ নব-পুরট-ভাসং কটি-লসৎ-
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণ-গজরাজাঞ্চিত-গতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজ-নির্ম্মাল্য-রুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ৭।।
স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশল-পটলীং পল্লবয়তি।

পদালম্ভঃ কম্বা প্রণয়তি নহি প্রেম-নিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।। ৮।।
শচীসূনোঃ কীর্ত্তি-স্তবক-নবসৌরভ্য-নিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদম্।
স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সরোজে প্রণয়িতাং
দধানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং সুখয়তু।। ৯।।

ইতি— শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং (২) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীতনয়ায় নমঃ

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং; বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবন কৃপয়া লেশং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।১
গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং; দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিলাসম্।।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।২
অরুণাম্বরধর-চারু-কপোলং; ইন্দুবিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগুণ-নাম বিনোদং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৩
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং; ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারম্।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৪
চঞ্চল-চারুচরণ-গতিরুচিরং; মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল -বদনং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৫
ধৃত-কোটি-ডোর-কমণ্ডলুদণ্ডং; দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মুণ্ডম্।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৬
ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং; কম্পিতবিম্বাধর-বর-রুচিরম্।
মলয়জবিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৭
নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং; আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৮

ইতি— শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশচীসুতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীসুতায় নমঃ

উপাসিত-পদাম্বুজস্ত্বমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্যে পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ।
সমস্ত-নতমণ্ডলী-স্ফুরদভীষ্ট-কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।।১।।
নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।।২।।
ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্‌গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে ! তদিহ ভক্তি-রত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।।৩।।
নিজ-প্রণয়-বিস্ফুরন্নটন-রঙ্গ-বিস্মাপিত-
ত্রিনেত্র! নতমণ্ডল-প্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতি-কলঙ্কিতোদ্ধত-জনাদি-দুর্ব্বোধ! হে
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।।৪।।
ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত দুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।।৫।।
মুখাম্বুজ-পরিস্খলন্মৃদুল-বাঙ্মধূলীরস-
প্রসঙ্গ-জনিতাখিল-প্রণতভৃঙ্গ-রঙ্গোৎকর।।

সমস্ত-জন-মঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে!
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।। ৬।।
মৃগাঙ্ক-মধুরানন ! স্ফুরদনিদ্র-পদ্মেক্ষণ !
স্মিত-স্তবক সুন্দরাধর! বিশঙ্কটোরস্তট।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গম-প্রভো! মনোজ-কোটি-দ্যুতে !
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।। ৭।।
অহং কনক-কেতকী-কুসুম-গৌর! দুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষ-লব-দর্শিতা বিবিধ-দোষ-পূর্ণেঽপি তে।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপন-বৎসল! ত্বাং ভজে
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্।। ৮।।
ইদং ধরণী-মণ্ডলোৎসব! ভবৎ-পদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট-মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্।
শচীহৃদয়-নন্দন! প্রকট-কীর্ত্তিচন্দ্র! প্রভো!
নিজ-প্রণয়-নির্ভরং বিতর দেব! তেভ্যঃ শুভম্।। ৯।।

ইতি— *শ্রীশ্রীমদ্‌রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীসূনবে নমঃ

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর-গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধা-প্রিয়তর-সখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপর-গৌরৈকতনু-ভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ১।।
পুরীদেবস্যান্তঃ-প্রণয়-মধুনা স্নান-মধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্‌বিশদ-পরিচর্য্যার্চ্চিত-পদঃ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিত-মুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ২।।

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিত-তনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজ-মধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ৩।।
অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি-মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বল-রসফলাং ভক্তি-লতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ৪।।
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ৫।।
পুরঃ পশ্যন্ নীলাচল-পতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজ-দীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নং শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ৬।।
মুদা দন্তৈর্দৃষ্ট্বা দ্যুতি-বিজিত-বন্ধুকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্নাগণিত-পুলকো নৃত্য-কুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ৭।।
সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারা-বিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ।। ৮।।
শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতি-বিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।

প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতি-কৃপাবেশ-বিবশঃ
পৃথুঃ-প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিত-রসদে মজ্জয়তি তম্।। ৯।।

ইতি- শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভোরষ্টকম্ (স্বরূপচরিতামৃতম্)

স্বরূপ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিতস্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকি-গাত্রমুল্লাসয়ন্।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ১।।

স্বরূপ ! মম হৃদ্ব্রণং বত ! বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালপত্রেঽক্ষরম্।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ২।।

স্বরূপ ! পরকীয়-সৎ-প্রবর-বস্তু-নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো ন বেতীক্ষয়ন্।
সনাতনমুদিত্য বস্মিত-মুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৩।।

স্বরূপ ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশক্যমিমং শিবানন্দজম্।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরদ্ যঃ কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৪।।

স্বরূপ ! রসরীতিরম্বুজ-দৃশাং ব্রজে ভণ্যতাং
বন-প্রণয়-মানজা শ্রুতি-যুগং মমোৎকণ্ঠতে।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৫।।

স্বরূপ ! রসমন্দিরং ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তসে।
ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিতং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৬।।
স্বরূপ ! কিমপীক্ষিতং ক্ব নু বিভো ! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো ! কথয় কিন্নু তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ।
ব্যধাৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৭।।
স্বরূপ ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণ হ্সন্-
ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত ! দদাতি হা ! কিং সখে !।
ইতি স্খলিত ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৮।।
স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্।। ৯।।

ইতি— শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতং স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোরষ্টকম্ (স্বরূপ-চরিতামৃতম্) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীনন্দনায় নমঃ

গোপীনাং কুচ-কুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্যারুণং
নিন্দৎ-কাঞ্চনকান্তি-রাসরসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়-করাভিবন্ধন-রসাল্লোমোদ্‌গমো দৃশ্যতে
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পট-গুরোঃ সন্ন্যাসি-বেশং ক্ষিতৌ।।১।।

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরী-রতিরসৈরুত্থাপিতঃ প্রত্যহং
কালিন্দী-পুলিনে ননর্ত্ত রভসাৎ শ্রীরাসগোষ্ঠ্যাং বিভুঃ।
সোঽয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোক-নিহিত-প্রেমানুরাগঃ কলৌ
প্রেম্না নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি জগদ্ভূদেব-চূড়ামণিঃ।।২।।
বেদান্তাগম-বেদ-শাস্ত্র-পটলী-দুর্গম্য-পাদাম্বুজঃ
শ্রীশ্রীনন্দকিশোর-লাস্য-লহরী-বিদ্যোতকানুগ্রহঃ।
তৎকাল-স্মৃতিমাত্র-তৎক্ষণ-বলৎ-প্রেম-প্রবাহাম্বুধি-
র্ভূদেবাঙ্গন-মঙ্গলো বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ।।৩।।
মোহোন্মাদ-রসেন গোপ-বনিতা-সিক্তেন বৃন্দাবনাৎ
যঃ পূর্ব্বং জগদেক-মঙ্গলমলং চক্রে ঘনশ্যামলঃ।
সোঽয়ং গৌরহরিঃ সমস্ত-জগতীং প্রেম্না সমুল্লাসয়ন্
কারুণ্যৈক্য-নিকেতনং বিজয়তে গৌড়াবনী-মণ্ডলে।।৪।।
নৃত্যাবেশ-মহোল্লসৎ-সুমধুর-প্রত্যঙ্গ-বেশোজ্জ্বলং
শ্রীখণ্ডাগুরু-কুঙ্কুমাদি-সহিতং শ্রীমদ্‌বৃহদ্‌বক্ষসা।
কর্পূরোদ্ভট-পূগপুঞ্জ-বিলসৎ-প্রারক্ত-বিম্বাধরং
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্বিজয়তে লাবণ্যসারং বপুঃ।।৫।।
প্রতপ্ত-কনক-প্রভং বিমল-পূর্ণচন্দ্রাননং
গলন্নয়ন-বারিভিঃ সপদি সিক্ত-ভূমিতলম্।
স গদগদ-গিরৎ মুদা সকলদেব-চূড়ামণিং
শচীসুতমহং ভজে করুণা-সাগরং নাগরম্।।৬।।
কদম্ব-কুসুমোল্লসৎ-পুলক-পুঞ্জ-পুঞ্জোজ্জ্বলং
ঝলৎ-ঝলদিতি-স্খলন্নয়ন-বারিভির্নির্ঝরম্।
বয়ং দমদমায়িতে হৃদি দর স্ফুরন্মাধুরী
মধূন্মদ-মহানটং কিমপি ধাম বন্দামহে।।৭।।
উচ্চৈর্লোল-ভুজদ্বয়েন পরিতঃ স্বর্লোকমাহ্লাদয়ন্
প্রেম্না পূরিতকণ্ঠ-গদ্‌গদ-হরিধ্বানৈর্ভুবং মোহয়ন্।

চঞ্চৎ-পাদ-বিহারি-নুপূর-রবৈর্নাগান্মুদা মীলয়ন্-
নিত্যানন্দমহাপ্রভুর্বিজয়তে শ্রীমল্লবেশোজ্জ্বলঃ।।৮।।
কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগ-ভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তং সমজনি কৃপাসিন্ধু-চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভজতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ব্যাহরেৎ কিং মৃদঙ্গঃ।।৯।।

ইতি—মন্নরহরি-সরকার-ঠকুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশচীনন্দন বিজয়াষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীনন্দনায় নমঃ

গদাধর! যদা পরঃ স কিল কশ্চনালোকিতো
ময়াশ্রিত-গয়াধ্বনা মধুর-মূর্ত্তিরেকস্তদা।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
র্লুঠন ভুবি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।১।।

অনুবাদ ঃ— একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয়গদাধর সহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, হে গদাধর! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। জলদ্গম্ভীর-স্বরে এই কথা বলিবামাত্র যাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া বাক্শক্তি রহিত হইয়াছিলেন সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।।১।।

অলক্ষিতচরীং হরীত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
মসাবতি-বুধাগ্রণীরতুল-কম্প-সম্পাদিকাম্।
ব্রজন্নহহ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেষ্বিতি
স্বশিষ্যগণ-বেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।২।।

অনুবাদ ঃ— অধ্যয়ন ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে "হরি"

এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিবামাত্র যিনি অনুপম কম্পাদি যুক্ত কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়-দশা প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ আনন্দ উপভোগ করিতেন, শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।।২।।

হহা! কিমিদমুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু-
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা! ধাতবঃ।
প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ সংঘটিত-সম্যগাম্নায়কঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।৩।।

অনুবাদ ঃ— ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, হায়! হায়! বৎসগণ! তোমরা কি বলিতেছ? বারম্বার "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বল। হে বুধগণ! ধাতুসকল "কৃষ্ণ" বিনা কিরূপে শুদ্ধি-লাভ করিবে? এমন কি, যিনি ক, খ, ইত্যাদি বর্ণমালা দ্বারাও কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।৩।।

নবাম্বুজ-দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদম্।
স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতিপ্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।৪।।

অনুবাদ ঃ— যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব বিকসিত-কমল-দল-সদৃশ, সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরির পদ সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই পদ সাধনা কর, এইরূপে যিনি হাস্যমুখে বিস্ময়াপন্ন শিষ্যদিগকে পাঠ করাইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন।।৪।।

ক্ব যানি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখে! কথয় কঃ প্রপদ্যেত মাম্।

ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সমচ্চর্য়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।৫।।

অনুবাদ ঃ— হে সখে! কোথায় যাইব? কি করিব? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে? এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে, যিনি কখনও ভূমি লুণ্ঠিত হইতেন, কখনও বা শোক-ভরে ভক্তগণের কণ্ঠধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দ গৌরহরি জয়যুক্ত হউন।।৫।।

স্মরার্ব্বুদ-দুরাপয়া তনুরুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন্।
নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিষদাং মুখৈস্তারয়ন্
লসম্নধিধরঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।৬।।

অনুবাদ ঃ— কোটী কোটী কন্দর্পেরও সুদুর্ল্লভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন, এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জ্বল বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন।।৬।।

অয়ং কনক ভূধরঃ প্রণয়-রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
কৃপাতুরতয়া ব্রজন্নবদত্র বিশ্বম্ভরঃ।
যদক্ষি-পথ-সঞ্চরৎ-সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদার্দ্রয়ন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ।। ৭।।

অনুবাদ ঃ— এই যে সোনার-পর্ব্বত শ্রীগৌরাঙ্গ অসীম-করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্ব্বসাধারণকে প্রেমরত্ন বিতরণ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম বিশ্বম্ভর এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গা-প্রবাহ-দ্বারা আপনাকে ও অপরকে এমন কি সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত

করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।।৭।।

গতোঽস্মি মথুরাং মম প্রিয়তমা বিশাখা সখী
গতা নু বত। কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাম্।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয়-রস-চর্ব্বণাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ।।৮।।

অনুবাদ ঃ— আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল-বল আমার প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে! আহা, তাহা আমি কি প্রকারে জানিতে পারিব? এইরূপে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছায় বিশাখা বিষয়ক রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।।৮।।

ইদং পঠতি যোঽষ্টকং গুণনিধে। শচীনন্দন!
প্রভো। তব পদাম্বুজ স্ফুরদমন্দ-বিশ্রম্ভবান্।
তমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণয়রূপ-বর্গানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুরীকুরুষ্ব স্বয়ম্।।৯।।

ইতি— শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ ঃ—হে গুণনিধে! হে প্রভো! হে শচীনন্দন! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ়-শ্রদ্ধা সহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জ্বলচেতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম-পরিকরের অনুচর করিয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও।।৯।।

ইতি— শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ (১)

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিম্,
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখম্।

সদা-ঘূর্ণন্নেত্রং করকলিত-বেত্রং কলিভিদম্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।১।।
রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলম্,
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধাজাহ্নবাপতিম্।
সদা-প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাম্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি।।২।।
শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ম্;
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণম্।
হরেরাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতি হরম্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি।। ৩।।
অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা;
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি।।৪।।
যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ কুরু হরিহরিধ্বানমনিশম্;
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণদায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহুস্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহম্;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি।।৫।।
বলাৎ সংসারাম্ভোনিধিহরণ কুম্ভোদ্ভবমহো;
সতাং শ্রেয়ঃ সিন্ধূন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতম্।
খলশ্রেণী স্ফূর্জ্জত্তিমির হর-সূর্য্য প্রভমহম্;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি।।৬।।
নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি;
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।৭।।

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজং কোমলতরম্,
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ ! মদয়ন্তং পুরজনান্;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি।।৮।।
রসানামাধারং রসিকবর সদ্বৈষ্ণবধনম্;
রসাগারং সারং পতিততিতারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে।।৯।।

ইতি-শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাসঠক্কুরবিরচিতং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং (১) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ (২)

প্রেমে ঘূর্ণিত, নয়ন পূর্ণিত, চঞ্চল মৃদুগতি নিন্দিতম্;
বদন-মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, বচন অমৃত-খণ্ডিতম্।।
অসীম গুণগণে, তারিলে জগজনে, মোহে কাহেকুরু বঞ্চিতম্;
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।। ১।।
মিহির-মণ্ডল, শ্রবণে-কুণ্ডল, গণ্ডমণ্ডলে দোলিতম্;
কিয়ে নিরূপম, মালতীর দাম, অঙ্গে অনুপম শোভিতম্।
মধুর মধু মদে, মত্ত মধুকর, চারু চৌদিকে চুম্বিতম্
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।২।।
আজানুলম্বিত, বাহু-সুবলিত, মত্ত করিবর নিন্দিতম্;
ভায়্যা ভায়্যা বলি, গভীর ডাকই, করু দশদিক ভেদিতম্।
অমর কিন্নর, নাগ-নরলোক, সর্ব্বচিত্ত সুদর্শিতম্;
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।৩।।
ক্ষণে হুহুঙ্কৃত, লম্ফঝম্ফ কৃত, মেঘ নিন্দিত-গর্জ্জিতম্;
সিংহ-ডমরু, ক্ষীণ কটিতট, নীলপট্টবাস-শোভিতম্।

সোপঁহু ধুনীতীরে, সঘনে ধাবই, চরণভরে মহীকম্পিতম্;
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।৪।।
অবনী-মণ্ডল, প্রেমে বাদল, করল অবধৌত ধাবিতম্;
তাপী দীনহীন, তার্কিক দুর্জ্জন, কেহ না ভেল বঞ্চিতম্।
শ্রীপদপল্লব, মধুর-মাধুরী, ভকতভ্রমর সুখপীতম্;
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।৫।।
ও মণি-মঞ্জীর, চারু তরলিত, মধুর মধুর সুনাদিতম্;
অতুল-রাতুল, যুগল পদতল, অমল-কমল সুরাজিতম্।
তেজিয়া অমর, অবনী হিমকর, নিতাই-পদনখ শোভিতম্,
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।। ৬।।
যাঁহার ভয়ে, কলিভুজগ, ভাগল ভেল সবে হর্ষিতম্;
তপন কিরণে জনু, তিমির নাশই, তৈছে কমল-সুরাজিতম্।
দুরিত ভয়ে ক্ষিতি, অবহি আতুর, ভার তার করু নাশিতম্,
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।। ৭।।
ঈষত হসইতে, ঝলকে দামিনী, কামিনীগণ-মন মোহিতম্;
সো পঁহুধুনী-তীরে, না জানি কারভাবে, অবনী উপরে গিরিতম্।
বচন বলইতে, অধর কম্পই, বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতম্;
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকম্।। ৮।।

ইতি— শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ (২) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ

হুহুঙ্কার গর্জ্জনাদি অহোরাত্র সদ্‌গুণম্ ;
হা কৃষ্ণ রাধিকানাথ! প্রার্থনাদি ভাবনম্।
ধূপদীপকস্তুরী চ চন্দনাদি লেপনম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ।। ১।।

গঙ্গাবারি মনোহারী তুলস্যাদি-মঞ্জরী ;
কৃষ্ণগান সদাধ্যান, প্রেমবারি ঝর্ঝরী।
কৃপাব্ধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।। ২।।
মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গায়তম্ ;
অহে নাথ জগত্রাতঃ মম দৃষ্টি-গোচরম্।
দ্বিভুজ করুণানাথ দীয়তাং সুদর্শনম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।। ৩।।
শ্রীঅদ্বৈত-প্রার্থনার্থ-জগন্নাথ-আলয়ম্ ;
শচীমাতু গর্ভজাত চৈতন্যকরুণাময়ম্।
শ্রীঅদ্বৈতসঙ্গরঙ্গ-কীর্ত্তন-বিলাসনম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।। ৪।।
শ্রীঅদ্বৈতপাদপদ্ম-জ্ঞানধ্যান-ভাবনম্;
নিত্যাদ্বৈতপাদপদ্মরেণুরাশি-ধারণম্।
দেহিভক্তিং জগন্নাথ রক্ষ মামভাজনম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।।৫।।
সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ- প্রাণেশ্বর-সদ্গুণম্ ;
যে জপন্তি সীতানাথ-পাদপদ্ম-কেবলম্।
দীয়তাং করুণানাথ ভক্তিযোগঃ তৎক্ষণম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।। ৬।।
শ্রীচৈতন্য-জয়াদ্বৈত-নিত্যানন্দ-করুণাময়ম্ ;
একঅঙ্গ ত্রিধামূর্ত্তি-কৈশোরাদি-সদাবরম্।
জীবত্রাণ-ভক্তিজ্ঞান-হুঙ্কারাদি গর্জ্জনম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।। ৭।।
দীনহীন-নিন্দকাদি-প্রেমভক্তি-দায়কম্ ;
সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ শান্তিপুরনায়কম্।

রাগ-রঙ্গ-সঙ্গ-দোষ-কর্ম্মযোগ-মোক্ষণম্ ;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্।। ৮।।

ইতি— শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতং শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগদাধরাষ্টকম্

স্বভক্তি-যোগ-লাসিনং সদা ব্রজেবিহারিণম্ ;
হরিপ্রিয়া-গণাগ্রগং শচীসুত-প্রিয়েশ্বরম্ ।
সরাধাকৃষ্ণ-সেবন-প্রকাশকং মহাশয়ম্,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।১।।
নবোজ্জ্বলাদিভাবনা-বিধান-কর্ম্ম-পারগম্ ;
বিচিত্র-গৌর-ভক্তি-সিন্ধু-রঙ্গভঙ্গ-লাসিনম্।
সুরাগ-মার্গ-দর্শকং ব্রজাদি-বাস-দায়কম্;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।২।।
শচীসুতাঙ্ঘ্রিসার-ভক্তবৃন্দবন্দ্য-গৌরবম্ ;
গৌরভাব-চিত্তপদ্ম-মধ্য-কৃষ্ণ সুবল্লভম্।
মুকুন্দ-গৌররূপিণং স্বভাবধর্ম্মদায়কম্ ;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।৩।।
নিকুঞ্জ-সেবনাদিক প্রকাশনৈক-কারণম্ ;
সদাসখী-রতিপ্রদং মহারস-স্বরূপকম্।
সদাশ্রিতাঙ্ঘ্রি-পুণ্ডরীকপ্রদং সদ্‌গুরুং বরম্ ;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।৪।।
মহাপ্রভোর্মহারস-প্রকাশনাঙ্কুরং প্রিয়ম্ ;
সদামহারসাঙ্কুর-প্রকাশনাদি-বাসনম্।
মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদি-ভাবমোদকারকম্ ;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।৫।।

দ্বিজেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদযুগ্ম-ভক্তিবর্দ্ধকম্ ;
নিজেষু রাধিকাত্মতা-বপুঃ-প্রকাশনাগ্রহম্।
অশেষভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষয়োজ্জ্বলামৃতপ্রদম্ ;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।৬।।
মুদানিজ-প্রিয়াদিক-স্বপাদপদ্মসীধুভি-
র্মহারসার্ণবামৃত-প্রদেষ্ট-গৌরভক্তিদম্।
সদাষ্ট-সাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্ট-ভক্তিদায়কম্,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।৭।।
যদীয়রীতিরাগ-রঙ্গ-ভঙ্গদিগ্ধ-মানসো-
নরোঽপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাবভাজনম্।
তমুজ্জ্বলাক্ত-চিত্তমেতু-চিত্তমত্ত-ষট্পদো ;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্।।৮।।
মহারসামৃত-প্রদং সদাগদাধরাষ্টকম্ ;
পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনাগণোৎসবম্।
শচীতনুজ-পাদপদ্ম-ভক্তিরত্ন-যোগ্যতাম্ ;
লভেত রাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রি-পদ্ম সেবয়া।। ৯।।

ইতি— *শ্রীল স্বরূপগোস্বামি বিরচিতং শ্রীগদাধরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীবাসাষ্টকম্

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তিপ্রদায়কম্।।১।।
শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপ-লীলা-কীর্ত্তন সম্পদি।
যঃ প্রধানতয়াখ্যাতঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম।।২।।
শ্রীগৌরকীর্ত্তনানন্দে পুত্রশোকোঽপি নাস্পৃশৎ।
যং শ্রীবাসং ভক্তরাজং তং নমামি পুনঃপুনঃ।।৩।।

আদৌ বাসস্তু শ্রীহট্টে ভাগীরথ্যাস্তটে ততঃ।
কুমারহট্টে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতির্গতিঃ।।৪।।
শ্রীরামঃ শ্রীপতিশ্চৈব শ্রীনিধিশ্চেতি সত্তমাঃ।
শ্রীবাসভ্রাতরো জ্ঞেয়াঃ শ্রীবাসং নৌমি তদ্বরম্।।৫।।
পুরা নারদরূপেণ হরিনাম-সুধাঝরৈঃ।
যো জগৎপ্লাবয়ামাস স শ্রীবাসোঽধুনাগতিঃ।।৬।।
যৎপত্নীমালিনীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গমতোষয়ৎ।
স্বহস্ত-পক্ক ভক্তাদ্যৈঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম।।৭।।
পতিবদ্‌গৌরাঙ্গগতির্মালিনী গৌড়বিশ্রুতা।
তৎপাদপদ্ম-সবিধেপ্রণতির্ম্মে সহস্রশঃ।।৮।।
শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমং বন্দে শ্রীবাস পণ্ডিতম্।
যৎকারুণ্য কটাক্ষেণ শ্রীগৌরাঙ্গে রতির্ভবেৎ।।৯।।

ইতি — শ্রীশ্রীবাসাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-যুগলাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাভ্যাং নমঃ

ক্ষিতৌ লুঠদ্গৌর-কলেবরাভ্যাং সদা মহাপ্রেম-বিলাসকাভ্যাম্।
সমুদ্র-তীরে নট-নাগরাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।১।।
হা হা ক্ব রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাম্।
আনন্দ-লীলারস-রঞ্জিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।২।।
অদ্বৈত-চিন্তাহর-সম্ভবাভ্যাং মনোভবানন্দ-মনোহরাভ্যাম্।
অচিন্ত্য-লীলা-পরিপূরিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।৩।।
জীবৈক-নিস্তার-ধৃতব্রতাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণ-নাম্না-জন-তারকাভ্যাম্।
হরে কৃষ্ণ মুখাম্বুজাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।৪।।
অশেষ-দুঃখাময়-ভেষজাভ্যাং কিরীট-কেয়ূর-বিভূষিতাভ্যাম্।
গ্রৈবেয়-মালা-মণি-রঞ্জিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।৫।।

শ্রীবৎস-রোমাবলি-রঞ্জিতাভ্যাং বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-ভূষিতাভ্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-সুন্দরাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।৬
স্ফুরচ্চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলাভ্যাং সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাম্।
স্বেদাশ্রু কম্পাদি-বিভূষিতাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।৭
শ্রীমচ্ছিবানন্দ-মনোরথাভ্যাং সদা সুখানন্দ-রস-স্ফুরাভ্যাম্।
মদীয়-সর্ব্বস্ব-পদাম্বুজাভ্যাং নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্।।৮।।
পঠন্তি যে গৌর-গদাধরাষ্টকং পদ্যং লভন্তে ব্রজযুগ্ম-পাদম্।
অদ্বৈত-পুত্রেণ ময়োক্তমেত-ন্নাম্নাচ্যুতানন্দ-জনেন ধীমতা।।৯।।

ইতি—শ্রীমদদ্বৈত-তনয় শ্রীমদচ্যুতানন্দ-গোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-যুগলাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাভ্যাং নমঃ

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়া-স্তীরেঽতিরম্যে পুরপূণ্যমষ্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।১।।
যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।২।।
যঃ সর্ব্বদিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সুপবনৈঃ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার-পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৩।।
শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারভূমিঃ সুবর্ণ - সোপান - নিবদ্ধ - তীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌর-বগাহরূপৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।। ৪।।
মহান্ত্যনন্তানি গুহানি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।। ৫।।
বিদ্যা - দয়া - ক্ষান্তি- মুখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষিদেব - সিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।। ৬।।

যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য সানন্দ-সাম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।। ৭।।
গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন - প্রেম - ভরেণ সর্ব্বম্।
নিমজ্জয়ত্যুল্লসদুন্মদাব্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।। ৮।।
এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন-পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেম সমাপ্নুয়াৎ সঃ।।৯।।

ইতি— শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীনবদ্বীপাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি! সুরেশ্বরি ! ভগবতি ! গঙ্গে !
ত্রিভুবনতারিণি! তরল -তরঙ্গে !
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি! বিমলে!
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।।১।।
ভাগীরথি! সুখদায়িনি! মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি ! মামজ্ঞানম্ ।। ২।।
হরি-পাদপদ্ম-বিহারিণি ! গঙ্গে !
হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে !!
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতি-ভারং
কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারম্।। ৩।।
তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ! ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।। ৪।।

পতিতোদ্ধারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে!
খণ্ডিত গিরিবর-মণ্ডিত ভঙ্গে !।
ভীষ্মজননি! খলু মুনিবরকন্যে !
পতিতোদ্ধারিণি ত্রিভুবনধন্যে !।। ৫।।
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার- বিহারিণি মাত র্গঙ্গে !
বিমুখ-বনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে !।। ৬।।
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে !
কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে !।। ৭।।
পরিসরদঙ্গে! পুণ্যতরঙ্গে !
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে !।
ইন্দ্র-মুকুটমণি-রাজিত-চরণে !
সুখদে শুভদে সেবক-শরণে।। ৮।।
রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্ !।
ত্রিভুবনসারে ! বসুধাহারে !
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে।। ৯।।
অলকানন্দে ! পরমানন্দে !
কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।। ১০।।
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।

অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীন-
স্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ।।১১।।
ভো ভুবনেশ্বরি! পুণ্যে! ধন্যে!
দেবি! দ্রবময়ি! মুনিবরকন্যে !!
গঙ্গাস্তবমি-দমমলং নিত্যং
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্।।১২।।
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-
স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুর-মনোহর-পজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ।।১৩।।
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
বাঞ্ছিত-ফলদং বিগলিতভারম্।
শঙ্কর-সেবক শঙ্কর-রচিতং
পঠতি চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্।।১৪।।

ইতি— *শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশ্রীগঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।*

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্ক-বিদ্যুদংশু-দিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চ্চিতেন্দু-পীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদাস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।।১।।
গণ্ড-তাণ্ডবাতি-পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডল-
শ্চন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব্ব-খণ্ডনাস্য-মণ্ডলঃ।
বল্লীবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদাস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।।২।।

নিত্যনব্য-রূপ-বেশ-হার্দ্দ-কেলি-চেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশুনির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদাস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।। ৩।।
প্রেমহেম মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণীলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ।
নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদাস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।। ৪।।
লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট ভক্তচাতকঃ।
বীর্য্যশীল-লীলয়াত্ম-ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদাস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।। ৫।।
কুঞ্জ-রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি-তোষণ-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম্ম-তত্তদালি-পোষণঃ।
প্রেম-শীল-কেলি-কীর্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদাস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ।। ৬।।
রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয় চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ।
গোপিকাসু-নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ;
স্বাঙ্ঘ্রি-দাস্যদাস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।। ৭।।
পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ।
রাধিকোরসীহ-লেপ এষ হরিচন্দনঃ,
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদাস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ।। ৮।।
অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসু-বল্লভম্,
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্লভম্।

তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে;
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে।। ৯।।

ইতি—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীনন্দ-নন্দনায় নমঃ

সুচারু-বক্ত্র মণ্ডলং সুশ্রুতি-রত্নকুণ্ডলম্।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ-চন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্।।১।।
সুদীর্ঘ-নেত্রপঙ্কজং শিখি-শিখণ্ড-মূর্দ্ধজম্।
অনঙ্গকোটী মোহনং নমামি-নন্দনন্দনম্।।২।।
সুনাসিকাগ্র-মৌক্তিকং স্বচ্ছন্দ-দন্ত-পঙ্‌ক্তিকম্।
নবাম্বুদাঙ্গ-চিক্বণং নমামি-নন্দনন্দনম্।।৩।।
করেণ বেণুরঞ্জিতং গতি-করীন্দ্র-গঞ্জিতম্।
দুকূল-পীত-শোভনং নমামি-নন্দনন্দনম্।।৪।।
ত্রিভঙ্গ-দেহ-সুন্দরং নখদ্যুতি-সুধাকরম্।
অমূল্য-রত্ন-ভূষণং নমামি-নন্দনন্দনম্।।৫।।
সুগন্ধ-অঙ্গসৌরভং উরোবিরাজ-কৌস্তুভম্।
স্ফুরচ্ছ্রীবৎস-লাঞ্ছনং নমামি-নন্দনন্দনম্।।৬।।
বৃন্দাবন-সুনাগরং বিলাসানুগ-বাসসম্।
সুরেন্দ্রগর্ব্ব-মোচনং নমামি-নন্দনন্দনম্।।৭।।
ব্রজাঙ্গনা-সুনায়কং সদা সুখ-প্রদায়কম্।
জগন্মনঃ-প্রলোভনং নমামি-নন্দনন্দনম্।।৮।।
শ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টকং পঠেদ্ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তরেদ্ভবাব্ধিং দুস্তরং লভেত্তদঙ্ঘ্রি-যুগ্মকম্।।৯।।

ইতি— শ্রীশ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতায় নমঃ

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরম্, রসসাগর-নাগরভূপ-বরম্।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।১।।
ভ্রূ-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম- শক্রধনুম্, মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুম্।
মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।২।।
সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরম্, ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্।
ভৃশ-লাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশম্, ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।৩।।
অলকাবলি-মণ্ডিত - ভালতটম্, শ্রুতি-দোলিত- মকরকুণ্ডলকম্।
কটিবেষ্টিত পীতপটং সুধটম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।৪।।
কল-নূপুর-রাজিত-চারু- পদম্, মণি- রঞ্জিত- গঞ্জিত- ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজ- বজ্র- ঝষাঙ্কিত-পাদযুগম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।৫
ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু তনুম্, মণি-কৌস্তুভ গর্হিত-ভানুতনুম্।
ব্রজবাল-শিরোমণি-রূপধৃতম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।৬।।
সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিম্, সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুম্।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।৭।।
বৃষভানুসুতা-বর-কেলি পরম্, রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরম্, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।।৮।।

ইতি—শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগোপালদেবায় নমঃ

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈক-বিত্তঃ
স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্ত-শোভা-বিশেষঃ।
বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্ব্বকালং
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।।১।।

নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্ব্ব-মাধুর্য্য-ভূপঃ
শ্রিত-তনুরুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-স্তুতাস্যঃ।
অমৃত-বিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্চিল্লি-লাস্যঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।।২।।
ধৃত-নব-পরভাগঃ সব্য-হস্ত-স্থিতাগঃ
প্রকটিত-নিজকক্ষঃ প্রাপ্ত-লাবণ্যলক্ষঃ।
কৃত নিজজন-রক্ষঃ প্রেম-বিস্তার-দক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।।৩।।
ক্রম-বলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গ-ভাগ-
ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞান বিজ্ঞাপি-হাসঃ।
স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।।৪।।
মধুরিম-ভর মগ্নে ভাত্যসব্যেঽবলগ্নে
ত্রিবলিরলসবত্ত্বাৎ যস্য পুষ্টানতত্বাৎ।
ইতরত ইহ তস্যা মার-রেখেব রস্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৫।।
বহতি বলিত-হর্ষং বাহয়ংশ্চানুবর্ষং
ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোঽর্পয়ন্ স্বম্।
গিরি মুকুটমণিং শ্রীদামবন্মিত্রতা-শ্রীঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৬।।
অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-
স্তদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্।
প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৭।।
প্রতিদিনমধুনাপি প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বদাপি
প্রণয় সুরস-চর্য্যা যস্য বর্য্যা সপর্য্যা।

গণয়তু কতি ভোগান্ কঃ কৃতী তৎপ্রয়োগান্
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৮।।
গিরিধর-বরদেবস্যাষ্ট-কেনেমমেব
স্মরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা।
অকুটিল-হৃদয়স্য প্রেমদত্বেন তস্য
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ।। ৯।।

ইতি — *শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবায় নমঃ

জাম্বুনদোষ্ণীষ-বিরাজি-মুক্তা-মালা-মণি-দ্যোতি-শিখণ্ডকস্য।
ভঙ্গ্যা নৃণাং লোলুপয়ন্ দৃশঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।।১।।
কপোলয়োঃ কুণ্ডল-লাস্য-হাস্য-চ্ছবিচ্ছটা-চুম্বিতয়োর্যুগেন।
সংমোহয়ন্ সংভজতাং ধিয়ঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।।২।।
স্বপ্রেয়সীলোচনকোণ-শীধুপ্রাপ্ত্যৈ পুরোবর্ত্তি-জনেক্ষণেন।
ভাবং কমপ্যুদ্গময়ন্ বুধানাং শ্রীগোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।।৩।।
বাম প্রগণ্ডার্পিত-গণ্ড-ভাস্বৎ-তাটঙ্ক লোলক-কান্তি-সিক্তৈঃ।
ভ্রূ বল্গনৈরুন্ম-দয়ন্ কুলস্ত্রী-র্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।।৪।।
দূরে স্থিতাস্তা মুরলী-নিনাদৈঃ স্বসৌরভৈ-র্মুদ্রিত-কর্ণপালীঃ।
নাসারুধো হৃদ্গত এব কর্ষন্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৫।।
নবীন-লাবণ্য-ভরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রীরূপানুরাগাম্বুধি-প্রকাশৈঃ।
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।।৬।।
কল্পদ্রুমাধো-মণিমন্দিরান্তঃ শ্রীযোগপীঠা - স্বুরুহাস্যয়া স্বম্।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রৈ—র্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৭।।

মহাভিষেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽ-লঙ্কৃত্যনঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাসাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৮।।
গোবিন্দদেবাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ পঠেত্তদীয়াঙ্ঘ্রি-নিবিষ্টধীর্য্যঃ।
তং মজ্জয়ন্নেব কৃপা-প্রবাহে-র্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৯।।

ইতি—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবায় নমঃ

আস্যে হাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্ বংশী তস্যাং নাদ-পীযূষ-সিন্ধুঃ।
তদ্বীচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।১।।
শোণোষ্ণীষ-ভ্রাজি-মুক্তা-স্রজোদ্যৎ-পিঞ্ছোত্তংস স্পন্দনেনাপি নূনম্।
হৃন্নেত্রালী-বৃত্তিরত্নানি মুষ্ণন্ গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।২।।
বিভ্রদ্বাসঃ পীতমূর্ব্বরু-কান্ত্যাশ্লিষ্টং ভাস্বৎ-কিঙ্কিণীকং নিতম্বে।
সব্যাভীরী-চুম্বিত-প্রান্তবাহু-র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৩।।
গুঞ্জা-মুক্তা-রত্ন-গাঙ্গেয়-হারৈর্মাল্যৈঃ কণ্ঠে লম্বমানৈঃ ক্রমেণ।
পীতোদঞ্চৎ-কঞ্চুকেনাঞ্চিতঃ শ্রীগোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৪।।
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেত-সুশ্লোক-ধৌতঃ সুশ্বেত-স্রক্ দ্বিত্রশঃ শ্বেতভূষঃ।
চুম্বন্ শর্য্যা-মঙ্গলারাত্রিকে হৃদ্ গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৫।।
শ্রীবৎস-শ্রী-কৌস্তুভোদ্ভিন্নরোম্নাং বর্ণৈঃ শ্রীমান্ যশ্চতুর্ভিঃ সদেষ্টঃ।
দৃষ্টঃ প্রেম্নৈবেষ ধন্যৈরনন্যৈ-র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৬।।
তাপিঞ্ছঃ-কিং হেমবল্লী-যুগান্তঃ পার্শ্বদ্বন্দ্বোদ্দ্যোতি-বিদ্যুদ্ঘনঃ কিম্।
কিংবা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৭।।
শ্রীজাহ্নব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্য-ফেলা-সুধাভি-র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৮।।

গোপীনাথস্যাষ্টকং তুষ্টচেতা-স্তৎপাদাব্জ-প্রেম-পুষ্ণীভবিষ্ণুঃ।
যোঽধীতে তন্মস্তকোটীরপশ্যন্-গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।।৯।।

ইতি—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবায় নমঃ

মৃদু-তলারুণ্য-জিত-রুচির-দরদ-প্রভং
কুলিশ-কঞ্জারি-দর-কলস-ঝষচিহ্নিতম্।
হৃদি-মমাধায় নিজ-চরণ-সরসীরুহং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।১।।

মুখর-মঞ্জীর-নখ-শিশিরকিরণাবলী-
বিমল-মালাভিরনুপদমুদিত-কান্তিভিঃ।
শ্রবণ-নেত্র-শ্বসনপথ-সুখদ! নাথ ! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।২।।

মণিময়োষ্ণীষ-দর-কুটিলিমণি লোচনো-
চ্চলন চাতুর্য্য-চিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ।
কনক-তাটঙ্গ-রুচি-মধুরিমণি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৩।।

অধর-শোণিম্নি দর হসিত-সিতিমার্চ্চিতে
বিজিত্য-মাণিক্য-রদ-কিরণগণ-মণ্ডিতে।
নিহিত-বংশীক! জন-দুরবগম-লীল! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৪।।

পদক-হারালি-পদকটক-নটকিঙ্কিণী-
বলয়-তাটঙ্ক-মুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ।
কলিত-নব্যাভ! নিজ-তনুরুচি-ভূষিতৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৫।।

উড়ুপ-কোটী-কদন-বদনরুচি-পল্লবৈ-
র্মদনকোটী-মথন নখর-করকন্দলৈঃ।
দ্যুতরুকোটী-সদন-সদয়-নয়নেক্ষণৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৬।।
কৃত-নরাকার-ভবমুখ-বিবুধ সেবিত!
দ্যুতি-সুধা-সার! পুরু-করুণ! কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৭।।
তরণিজা-তীরভুবি তরণি-কর-বারক-
প্রিয়ক-ষণ্ডস্থ-মণিসদন-মহিত-স্থিতে।।
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদ-রমিত! রাধয়া
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৮।।
মদনগোপাল! তব সরসমিদমষ্টকং
পঠতি যঃ সায়মতি-সরল মতিরাশু তম্।
স্বচরণাম্ভোজ-রতিরস-তরসি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্।।৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প-চূড়া-বলন্মঞ্জুল-নব্য-পিঞ্ছম্।
গোরোচনা-চারু-তমালপত্রং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।১।।
ভ্রূ-বল্লনোন্মাদিত-গোপনারী-কটাক্ষ-বাণাবলি-বিদ্ধনেত্রম্।
নাসাগ্র-রাজন্মণি-চারু-মুক্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।২।।
আলোল-বক্রালক-কান্তি-চুম্বি-গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারুহাস্যম্।
বাম-প্রগণ্ডোচ্চল কুণ্ডলান্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৩।।

বন্ধূক-বিম্বদ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চৎ-প্রান্তাধর-ভ্রাজিত-বেণুবক্তম্।
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৪।।
অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ-খেলৎ-স্বরালি-শ্রুতি-রাগ-রাজিম্।
বক্ষঃ-স্ফুরৎকৌস্তুভমুন্নতাংসং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।। ৫।।
আজানুরাজদ্‌বলয়াঙ্গদাঞ্চি স্মরার্গলাকার-সুবৃত্তবাহুম্।
অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্প-মালং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।। ৬।।
শ্বাসৈজদশ্বত্থ-দলাভ-তুন্দ-মধ্যস্থ-রোমাবলি রম্যরেখম্।
পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কিণীকং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।। ৭।।
ব্যত্যস্ত-পাদং মণিনূপুরাঢ্যং শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুরশাখি-মূলে।
শ্রীরাধয়া সার্দ্ধমুদারলীলং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।। ৮।।
শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবমেতৎ-পদ্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য।
প্রেমা ভবেদ্‌যেন তদঙ্ঘ্রি সাক্ষাৎসেবামৃতেনৈব নিমজ্জনং স্যাৎ।।৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতং-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীনবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর-প্রাণাধিক-প্রেয়সীং
স্বীয়-প্রাণ-পরার্দ্ধ-পুষ্প-পটলী-নির্ম্মঞ্ছ্য-তৎপদ্ধতিম্।
প্রেম্না প্রাণ-বয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।।১।।
স্বীয়-প্রেষ্ঠ-সরোবরান্তিক-বলৎ-কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ-
ফুল্লৎ-পুষ্প-মরন্দ-লুব্ধ-মধুপ-শ্রেণী-ধ্বনি-ভ্রাজিতে।
মাদ্যন্মন্মথ-রাজ্য-কার্য্যমসকৃৎ সম্ভালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য-শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ২।।

কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গ-তুঙ্গিততরানঙ্গাসু-রঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিম-সঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ
ফুল্লৎ-স্মের-সখী-নিকায়-নিহিত-স্বাশীঃ-সুধাস্বাদন-
লব্ধোন্মাদ-ধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৩।।
জিত্বা পাশক-কেলি-সঙ্গরতরে নির্ব্বাদ-বিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দ-গর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষচ্ছোণ-দৃগন্ত-কোণমুদয়দ্রোমাঞ্চ-কম্প-স্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৪।।
অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নব-কানন-শ্রিয়মিমামুদ্যদ্‌বসন্তোদ্ভবাম্।
প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণং প্রিয়-
শ্রোত্রে দ্রাগ্দধতীং মুদা ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৫।।
মিথ্যা-স্বাপমনল্প-পুষ্প-শয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রের্গুহা-
মধ্যে প্রাগ্দধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বা হরন্তীং স্রজম্।
স্মিত্বা তেন গৃহীত-কণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিত-স্তনীং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৬।।
তূর্ণং গাঃ পুরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদ্‌যৌবত-কাঙ্ক্ষিতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্।
শ্যামং শ্যাম-দৃগন্ত-বিভ্রম-ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মা-ম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৭।।
প্রোদ্যৎ-কান্তি-ভরেণ-বল্লব-বধুতারাঃ পরার্দ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বল-রসে রাসে লসন্তীরপি।
গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৮।।
প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্কা গদ্‌গদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্ যঃ কৃতী।

ঘূর্ণন্মত্ত-মুকুন্দ-ভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেকরসেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি।।৯।।

ইতি—শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস-গোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীনবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারিণে নমঃ

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্ল-নীপ-কুসুমাঞ্চিত-কর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী।।১।।

অনুবাদ ঃ— যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতীব মনোহর, যাঁহার কর্ণযুগল বিকসিতা-কদম্ব-কুসুম দ্বারা সুশোভিত ও যাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই পরম সুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।।১।।

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ব্ববল্লববধূ-ধৃতি-চৌরঃ।
চর্চ্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারী-চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী।।২।।

অনুবাদ ঃ— যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর স্বরূপ, যিনি সমস্ত ব্রজ-রমণীগণের ধৈর্য্য লোপ করিয়া থাকেন ও যিনি চর্চ্চরী-তালে মনোহর নৃত্যভঙ্গী বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।।২।।

সর্ব্বতঃ প্রথিত-কৌলিক-পর্ব্ব ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ।
গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী।।৩।।

অনুবাদ ঃ— যিনি ব্রজগোপদিগের কুলক্রমাগত সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রপূজা-রূপ উৎসবের ধ্বংস হেতু ক্রোধান্বিত দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ এবং ব্রজমণ্ডল রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির জয় হউক।। ৩।।

রাগ-মণ্ডল-বিভূষিত-বংশী-বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী।
স্তূয়মান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী।।৪।।

অনুবাদ ঃ— নিখিল-রাগরাগিণী-সমন্বিত-বংশীর মধুর-স্বরে যিনি প্রেয়সীবর্গের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী রব-বিমোহিত শুকশারীগণ যাঁহার চরিত্রের গুণগান করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।। ৪।।

শাতকুম্ভ-রুচিহারি-দুকূলঃ কেকি-চন্দ্রক-বিরাজিত-চূলঃ।
নব্য-যৌবন লসদ্ ব্রজনারী-রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী।।৫

অনুবাদ ঃ—যাঁহার উজ্জ্বল-বসন সুবর্ণের কান্তিকেও পরাভব করিতেছে, যাঁহার চূড়া ময়ুরপুচ্ছে সুশোভিত এবং যিনি নবযৌবন-সম্পন্না সুন্দরী-ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।।৫।।

স্থাসকী-কৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ।
রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারী-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী।।৬।।

অনুবাদ ঃ— যাঁহার অঙ্গ সুগন্ধি-চন্দনে চর্চ্চিত, স্বর্ণময় চন্দ্রহার যাঁহার কটিদেশে সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত পয়োধররূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলের কুঞ্জর স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।।৬।।

গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেলি-চঞ্চলিত-চম্পকমালঃ।
অদ্রি-কন্দর-গৃহেষ্বভিসারী সুভ্রূবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী।।৭।।

অনুবাদ ঃ— যাঁহার ললাটদেশ গৈরিক-ধাতু-রচিত তিলকে সমুজ্জ্বল, বিলাস বশতঃ যাঁহার বক্ষঃস্থলে চম্পকমালা দোদুল্যমান্ হইতেছে এবং যিনি গোপবালাগণের পর্ব্বতগুহাস্থিত-সঙ্কেতাঙ্গনে অভিসার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির জয় হউক।।৭।।

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-ক্ষিপ্ত-গোপ-ললনাখিল-কৃত্যঃ।
প্রেম-মত্ত-বৃষভানুকুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৮।।

অনুবাদ ঃ— যিনি কন্দর্পবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষ-পাত দ্বারা

গোপাঙ্গনাগণের নিখিল গৃহকার্য্য স্থগিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক-নাগর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির জয় হউক।।৮।।

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রযাতি বিলসৎ-পরভাগং তস্য পাদ-কমলার্চ্চন-রাগম্।।৯

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

অনুবাদ ঃ— যিনি মধুর-কৃষ্ণলীলাময় অতি মনোহর এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবনে প্রবল অনুরাগ লাভ করিয়া থাকেন।।৯।।

ইতি— *শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।*

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।১।।
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।২।।
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৩।।
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৪।।
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৫।।
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৬।।
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরম্।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৭।।

গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৮।।

ইতি - শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (১)

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।১।।
কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্র-পট্টশাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্লপুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।২।।
সৌকুমার্য্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু - সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কামতাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৩।।
বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নবযৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৪।।
রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্গুণালি-মণ্ডিতা
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৫।।

নিত্য-নব্যরূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৬।।
স্বেদ-কম্প-কন্টকাশ্রু-গদ্‌গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বাম্যতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৭।।
যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু-রাধিকা।।৮।।
অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাম্।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্।।৯।।

ইতি—শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিবিরচিতং শ্রীরাধিকাষ্টকং (১) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (২)

সুষমা-মুখ-মণ্ডলাং শ্রুতি-কান্তি-মনোহরাম্।
বরাঙ্গ-রত্ন-ভূষিতাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাম্।। ১।।
সৌদামিনী-বিনিন্দ্যাঙ্গীং নবীন-নীরদাম্বারাম্।
গোবিন্দ-মনোমোহিনীং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাম্।।২।।
সুদীর্ঘনেত্র-নলিনীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
কৃষ্ণমনঃ প্রলোভিনীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাম্।। ৩।।

নাসিকারত্ন-উজ্জ্বলাং কুন্দবদ্দন্ত-পঙ্ক্তিকাম্।
সুস্মিত-চারুবদনাং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাম্।। ৪।।
করেণ-লীলা-পঙ্কজাং আলিভিঃ পরিবেষ্টিতাম্।
চিকুর-বেণী-মণ্ডিতাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাম্।। ৫।।
হরি-বিনিন্দিত-কটিং বিশাল-নিতম্বতটীম্।
উরসি রত্নহারিকাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাম্।। ৬।।
সুগন্ধ-অঙ্গ-অনিলাং গতি-হংসিনী-গঞ্জিতাম্।
গুণৈঃ সর্ব্ববরীয়সীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাম্।। ৭।।
স্মিত-কান্তি-নখশ্রেণীং প্রগল্ভিকাং সুভাষিণীম্।
কৃষ্ণচন্দ্র-চকোরিণীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাম্।। ৮।।
এতচ্ছ্রীরাধিকাষ্টকং পঠেৎ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
প্রাপ্য তদঙ্ঘ্রিযুগ্মকং ভবাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্।। ৯।।

ইতি— শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (২) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (৩)

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।১।।
স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি-বরকাঞ্চি- লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচ-কলস-বিলাস- স্ফীত মুক্তাসর শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।২।।
সরসিজ-বর-গর্বখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ-
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর সীধুঃ।

দর-বিকশিত হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রাঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৩।।
অতি-চটুলতরং তং কাননান্তমিলন্তং
ব্রজনৃপতি- কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর মৃদু-বচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৪।।
ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ ।
সুললিত- ললিতান্তঃ-স্নেহ ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৫।।
নিরবধি সবিশাখা শাখীযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী-বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘ-বিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৬।।
প্রকটিত-নিজবাসং স্নিগ্ধ-বেণু প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি-হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণ-কুহর কণ্ডূং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৭।।
অমল-কমল-রাজি-স্পর্শি-বাত প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীম্।
পরিজন-গণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৮।।
পঠতি বিমল-চেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।

পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজন-গণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি।।৯।।

ইতি- শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতং শ্রীরাধিকাষ্টকং (৩) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্ (১)

রাধিকা শরদ-ইন্দু-নিন্দি-মুখমণ্ডলী
কুন্তলে-বিচিত্রবেণী-চম্পকপুষ্প-শোভনী।
নীলপট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ ওড়নী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।।১।।
তরুণ অরুণ জিনি সিন্দূরের মণ্ডলী,
যৈছে অলি মত্তভরে মলয়জ-গন্ধিনী।
ভুরূর ভঙ্গিম কোটি কোটি কাম-গঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।।২।।
খঞ্জন-গঞ্জন-দিঠি বঙ্কিম-সুচাহনী,
অঞ্জন-রঞ্জিত তাহে কামশর সন্ধিনী।
তিলপুষ্প জিনি নাসা বেসর-সুদোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।। ৩।।
পক্কবিম্বফল জিনি অধর সুরঙ্গিনী,
দশন দাড়িম্ব-বীজ জিনি অতি-শোভনী
বসন্ত-কোকিল জিনি সুমধুর-বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।। ৪।।
কনক-মুকুর জিনি গণ্ডযুগ শোভনী
রতন-মঞ্জীর পায়ে বঙ্করাজ দোলনী।
কেশর মুকুতা-হার উর পর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।। ৫।।

কনক-কলস জিনি কুচযুগ শোভনী,
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ দোলনী
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।। ৬।।
গজ-অরি জিনি মাজা গুরুয়া নিতম্বিনী
তা পর শোভিত-ভাল কনকের কিঙ্কিণী
কনক উলট রম্ভা জানুযুগ শোভনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।। ৭।।
হংসরাজ-গতি জিনি সুমন্থর-চলনী,
রাতুলচরণে রাজে কনয়া সুপঞ্জিনী।
যুগলচরণে শোভে যাবক সুরঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী।। ৮।।

ইতি— *শ্রীল সনাতনগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্ (১) সমাপ্তম্।*

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্ (২)

জানাতি কিঞ্চিদপি সা হৃদি মে বিভাতি
রাধা বশীকরণ-মন্ত্রমবশ্যমেব।
নো চেৎ কথং সুর-মুনীন্দ্র-নুতং শরণ্যং
দাসাভিমানমনয়ৎ ব্রজ-মুগ্ধ-চন্দ্রম্।।১।।
রাধাস্তি যত্র নব-সিদ্ধি-সুধাস্তি তত্র
নাগাধিলোক-বিবুধা মদনো রতিশ্চ।
সর্ব্বাবতার-মহিষী-সুখমস্তি তত্র
যস্যাঃ পদং ক্ষণমহো ন জহানি কৃষ্ণঃ।।২।।
নাদ্যাপি কো বদতি নৈব পুরাণশাস্ত্রং
রাধা যথান্যমহিষী গৃহকর্ম্ম-মুগ্ধা।
কৃষ্ণাধিকাথ সদৃশী প্রণয়ার্দ্ধদেহা

কিম্বা রসামৃতময়ী ত্রিজগৎ ব্রবীতি।।৩।।
রাধা প্রযাতি বিপিনং বিপিনং প্রযাতি
রাধা নিকুঞ্জ-সদনে স চ তত্র নিত্যম্।
রাধা-সুখে সুখমুপৈত্য দুঃখে চ দুঃখী
কৃষ্ণঃ কদাপি খলু তিষ্ঠতি ন স্বতন্ত্রঃ।।৪।।
যত্রাস্তি নির্গুণময়ী কুপিতাপি রাধা
তত্রাস্তি কৃষ্ণ ইতি নিশ্চিতমেব সর্ব্বৈঃ।
কৃষ্ণোঽস্তি যত্র তত্র ধৃতিঃ কদাপি
রাধাস্তি যত্র তনু-নেত্র-মনাংসি তস্য।।৫।।
ভক্তিং ন কৃষ্ণ-চরণে ন করোমি চার্ত্তিং
রাধা-পদাম্বুজ-রজঃকণ-সাহসেন।
তস্যা দৃগঞ্চল-নিপাত-বিশেষবেত্তা
দৈবাদয়ং ময়ি করিষ্যতি দাস-বুদ্ধিম্।।৬।।
রাধা-পদাম্বুজ-যুগং প্রণিধায় মূর্দ্ধি্ন
কৃষ্ণং হৃদি স্থিতমিবানুভবামি নিত্যম্।
অস্যা মহত্ত্বমনুমানয় সর্ব্ব এব
কেয়ং সুধারসময়ী জগদিষ্ট-দাত্রী।।৭।।
কৃষ্ণং বিনা জগদিদং নহি বেত্তি রাধা
রাধাং বিনা জগদিদং নহি বেত্তি কৃষ্ণঃ।
এতেন সর্ব্বমনুগচ্ছতি সর্ব্ব এব
কৃষ্ণ-প্রকাশ-বসতিঃ খলু রাধিকৈব।।৮।।
রাধাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
প্রেমালয়ং নব-নবামৃত-পূর্ণভাণ্ডম্।
ধন্যঃ স এব চতুরঃ সুখ-ভাজনং স্যাৎ
কুত্রাপি তস্য ন ভয়ং ক চ নাস্তি দুঃখম্।।৯।।

ইতি—শ্রীমন্নরহরি-সরকার-ঠকুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধাষ্টকং (২) সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে
মত্ত-দ্বিপ-প্রবর-কৌতুক-বিভ্রমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ-
দ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি! কৃপাং প্রসীদ।।১।।

অনুবাদ ঃ— হে দেবি ! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্য বিহার করিতেছ; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তোমাদের উভয়ের মুখারবিন্দ সন্দর্শন করাও।।১।।

হা দেবি ! কাকুভর-গদ্‌গদয়াদ্য-বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে! নিজগণে গণনাং বিধেহি।।২।।

অনুবাদ ঃ—হে দেবি! হে গান্ধর্ব্বিকে! আমি অত্যন্ত মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুতি সহকারে গদ্‌গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে তোমার নিজ পরিকর মধ্যে গণনা কর।।২।।

শ্যামে! রমারমণ-সুন্দরতা-বরিষ্ঠ-
সৌন্দর্য্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্য।
শ্যামস্য বামভুজ-বদ্ধতনুং কদাহং
ত্বামিন্দিরা-বিরল-রূপভরাং ভজামি।।৩।।

অনুবাদ ঃ— হে শ্রীমতি রাধিকে! যিনি নারায়ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক-সৌন্দর্য্য দ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত

করেন সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে তদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমধিক-রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ। এতাদৃশ তোমাকে আমি ভজনা করিব?।।৩।।

ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীর-মুক্ত-চরণাঞ্চ বিধায় দেবি।।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্র-তনয়েন বিরাজমানে
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে।।৪।।

অনুবাদ ঃ— হে দেবি! কবে আমি তোমার সখী হইয়া তোমাকে নবীন মেঘের ন্যায় নীলবসন পরিধান করাইয়া ও তোমার চরণ-যুগল হইতে নূপুর উন্মোচন করতঃ যথোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিকালে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অভিসার করাইব?।।৪।।

কুঞ্জে প্রসূনকুল-কল্পিত-কেলি-তল্পে
সংবিষ্টয়োর্মধুর-নর্ম্ম-বিলাস-ভাজোঃ।
লোক-ত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ম্।।৫।।

অনুবাদ ঃ— হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে বিবিধ কুসুম-রচিত শয্যায় শয়ন করিয়া মধুর কেলি-বিলাস করিবে, আর আমি তোমাদের চরণ-সেবা করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে?।।৫।।

ত্বৎকুণ্ড-রোধসি বিলাস-পরিশ্রমেণ
স্বেদাম্বু-চুম্বি-বদনাম্বুরুহ-শ্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দাবনেশ্বরি! কদা তরুমূল-ভাজৌ
সম্বীজয়ামি চমরীচয়-চামরেণ।। ৬।।

অনুবাদ ঃ— হে বৃন্দাবনেশ্বরি! কন্দর্পকেলি-শ্রম বশতঃ

তোমাদিগের বদন-কমল ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয়-কুণ্ডতীরবর্ত্তী তরুমূলে তোমার উপবেশন করিবে। ঈদৃশাবস্থায় আমি কবে তোমাদিগকে চামর ব্যজন করিব?।। ৬।।

লীনাং নিকুঞ্জকুহরে ভবতীং মুকুন্দে।
চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষি! নাহম্।
ভুগ্নাং ভ্রুবং ন রচয়েতি মৃষা-রুষাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্র-তনয়স্য কদা নু নেষ্যে।। ৭।।

অনুবাদ ঃ— হে সুন্দরি! তুমি নিকুঞ্জের কোন গুপ্ত-স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিবেন ও তুমি তখন সন্দেহ-বশে আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিবে যে, আমি এস্থানে আছি তাহা তুমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছ; তখন আমি বলিব "না না আমি না, চিত্রা সখী বলিয়া দিয়াছে, অতএব আমার উপর বৃথা ভ্রুকুটি ও কোপ করিও না।" আমি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এই প্রকার বাক্যে কবে তোমাকে অনুনয়-বিনয় করিব? ।।৭।।

বাগ্‌যুদ্ধ-কেলি-কুতুকে ব্রজরাজ-সূনুং
জিত্বোন্মদামধিক-দর্প-বিকাসি-জল্পাম্।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণ-
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে।। ৮।।

অনুবাদ ঃ— তুমি যখন বাক্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে সমধিক-দর্প-সূচক বাগ্‌জাল বিস্তার করিবে এবং তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া "রাধার জয়, রাধার জয়" বলিয়া তোমার স্তব করিবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব?।। ৮।।

যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানু-কুমারিকায়াঃ
সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।

সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃত্য-প্রমোদা
তত্র প্রসাদ-লহরীমুররীকরোতি।। ৯।।

ইতি— শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাসংপ্রার্থনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ ঃ— যে ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা সানন্দে শ্রীকৃষ্ণসহ অচিরাৎ তৎসমীপে আগমন করিয়া তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন।। ৯।।

ইতি— শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলীঃ

নবগোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্।।১
উপমান-ঘটামান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দু-নিন্দি-ভালোদ্যৎকস্তুরী-তিলকশ্রিয়ম্।।২।।
ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোল-নীলালকাবলীম্।
কজ্জ্বলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরী চারুলোচনাম্।।৩।।
তিলপুষ্পাভ-নাসাগ্র-বিরাজদ্-বর-মৌক্তিকাম্।
অধরোদ্ধূত-বন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্।।৪।।
সরত্নস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকা-কৃত-কর্ণিকাম্।
কস্তুরীবিন্দু-চিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্।।৫।।
দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজ-মৃণালিকাম্।
বলারি-রত্নবলয়-কলালম্বি-কলাবিকাম্।।৬।।
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি বরাঙ্গুলী করাম্বুজাম্।
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচকুট্মলাম্।।৭।।
রোমালি-ভুজগী-মূর্দ্ধরত্নাভ-তরলাঞ্চিতাম্।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুর-মধ্যমাম্।।৮।।

মণি-সারসনাধার-বিস্ফার-শ্রোণিরোধসম্।
হেমরম্ভা-মদারম্ভ-স্তম্ভনোরু-যুগাকৃতিম্।। ৯।।
জানুদ্যুতিজিতফুল্ল-পীতরত্নসমুদ্গকাম্।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য-মঞ্জীরবিরণৎপদাম্।।১০।।
রাকেন্দু-কোটিসৌন্দর্য্য-জৈত্রপাদনখদ্যুতিম্।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত-বিগ্রহাম্।।১১।।
মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্মিত-রঙ্গিতাম্।
ত্বামারব্ধশ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরীম্।।১২।।
অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাব-মাধুরী-বিহ্বলান্তরে!
অশেষ-নায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুত-চেষ্টিতে।।১৩।।
সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্ছোলী-নির্ম্মঞ্ছিত-পদাম্বুজে।
ইন্দিরা-মৃগ্য-সৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রি নখাঞ্চলে।।১৪।।
গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ-সীমন্তোত্তংস-মঞ্জরী!
ললিতাদি-সখীযুথ-জীবাতু-স্মিত-কোরকে।।১৫।।
চটুলাপাঙ্গ-মাধুর্য্য-বিন্দূন্মাদিত-মাধবে !
তাতপাদ-যশঃস্তোম কৈরবানন্দ-চন্দ্রিকে।।১৬।।
অপার-করুণাপূর-পূরিতান্তর্-মনোহ্রদে !
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি! নিজদাস্য-স্পৃহাজুষি।।১৭।।
ক্কচিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমান-চলাপাঙ্গ-প্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া।।১৮।।
ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা?।।১৯।।
কেলি-বিস্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি !
সংস্কারায় কদা দেবি! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি।। ২০।।
কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে।। ২১।।

ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুল-সীমন্তমণি! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা-পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ।।২২
করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি!
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ স চাটুপ্রার্থনাভাজনং জনঃ।।২৩
ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যা কৃপাস্পদম্।।২৪।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলীঃ সমাপ্তঃ।*

শ্রীশ্রীভাষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলী

নব-গোরোচনা-দ্যুতি, শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি,
নীল পট্টশাড়ী শোভে তায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী, ফণি-বিরাজিত মণি,
রত্নগুচ্ছ অতি শোভা পায়।।১।।
জিনি উপমার গণ, তুলনা নাহিক সম,
শোভে যার ও মুখমণ্ডল।
চৌরস কপাল ছান্দ, নিন্দিয়া নবীন চান্দ,
কস্তুরী-তিলক ঝলমল।।২।।
কন্দর্প-কোদণ্ড জিনি, ভুরূযুগ সুবলনি,
অলকা তিলক তছু'পরি।
উজ্জ্বল কজ্জল জিনি, নেত্রশোভা চকোরিণী,
কটাক্ষ-সন্ধান মনোহারী।। ৩।।
নাসা তিলফুল-আভা, গজমুক্তা করে শোভা,
বেসর সহিতে মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলিফুল, অধরের দুটি কূল,
যার শোভা কাম-অগোচর।। ৪।।

কুন্দপুষ্প-সম পাঁতি, জিনিয়া দন্তের দ্যুতি,
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাহে রক্তরেখাগণ, চিত্র-শোভা মনোরম,
যাতে কৃষ্ণের উনমত চিত।। ৫।।
কর্ণে স্বর্ণ-ঢেড়ি সাজে, নানা রত্ন তার মাঝে,
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু, মুখে যার শোভে ইন্দু,
যার শোভা কাম-অগোচর।।৬।।
পদ্মের মৃণাল জিনি, বাহুযুগ সুবলনি,
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায়।
নীলমণি-চূড়ী হাতে, নানা রত্ন সাজে তাতে,
কৃষ্ণমন-হংস বদ্ধ তায়।।৭।।
করাম্বুজে বরাঙ্গুলী, তাহে নানা রত্নাঙ্গুরী,
উল্লসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে, তাহে নানা রত্ন মিলে,
পয়োধর বেড়ি যার শোভা।।৮।।
নাভি হইতে রোমাবলি, ঊর্দ্ধে যার শোভে ভালি,
শিরে-মণি যেন ভুজঙ্গিনী।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি, ত্রিবলি-বন্ধন তথি,
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি।। ৯।।
বিস্তার নিতম্ব মাঝে, ক্ষুদ্র-ঘণ্টী তাহে বাজে,
মণিতে খচিত মনোহর।
স্বর্ণ-কদলিকা জিনি, ঊরুযুগ সুবলনি,
যার শোভা কাম অগোচর।। ১০।।
পীতবর্ণ রত্ন-ঘটা, জিনিয়া জানুর ছটা,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।

শরতের পদ্ম জিনি, শ্রীচরণ দুইখানি,
নূপুরের ধ্বনি যার গান।।১১।।
কোটি পূর্ণিমার চান্দ, জিনিয়া নখের ছান্দ,
ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ, আকুল তাহার মন,
তাতে হয় বিগ্রহ যাহার।।১২।।
যাঁর কটাক্ষ-কামশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,
মনাব্ধির তরঙ্গ বাড়ায়।
হেন বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে বন্দোঁ কর-যুড়ি,
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণানন্দ তায়।।১৩।।
মহাভাব-মাধুরী, যাঁহাতে উদয় করি,
বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকার গুণ, তাঁতে হয় প্রকটন,
অপরূপ চরিত্র আশয়।।১৪।।
সকল মাধুরী যাঁর, পদাম্বুজে পরচার,
নিছনি লইল সবিশেষে।
নারায়ণের প্রিয়তমা, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সীমা,
স্ফুরে যাঁর পদনখ পাশে।।১৫।।
গোকুল-নগরে কত, ইন্দুমুখী শতশত,
সীমন্ত-মঞ্জরী করি মানে।
ললিতাদি সখীগণ, সাক্ষাৎ যাঁর জীবন,
মানে যারে পরাণের পরাণে।।১৬।।
চঞ্চল-কটাক্ষ-শরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,
যাঁহার মাধুর্য্য একবিন্দু।
পিতামাতা গুরুজন, যাঁর যশে সুপ্রসন্ন ,
কুমুদ-সহিতে যৈছে ইন্দু।।১৭।।

অপার সাগর, করুণার পূর ,
পূরিত অন্তর যাঁর।
হে দেবি রাধিকে, এই যে দাসীকে,
করি লেহ আপনার।। ১৮।।
নন্দের নন্দনে, বিনয়-বচনে,
কত না সাধিবে তোরে।
তুঁহু সে মানিনী , প্রিয়-বাণী শুনি,
প্রসন্ন হইবি তাঁরে।।১৯।।
এ সব তোমার, প্রেমের পসার,
তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব, সেসঙ্গে রহিব,
সে লীলা হেরিব আর।। ২০ ।।
মাধবীর ফুলে, করি পুটাঞ্জলে,
তোমারে সাধিব কান।
কাম-কলানিধি, রসের অবধি,
বিধি কৈল নিরমাণ।। ২১।।
তুঁহু কমলিনী, তাহে স্বেদ জানি,
চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর, হইবে আমার,
এ কৃপা করিবে মোরে।। ২২।।
নানা-লীলা ভরে, রসের আবেশে,
কেশ-বেশ হব দূরে।
কবে হেন হব, সে বেশ করিব,
এ কৃপা করিবে মোরে।। ২৩।।
তব মুখাম্বুজে, তাম্বূল এই যে,
কবে বা যোগাব আমি।
নন্দসুত তাহা, কাড়িয়া খাইবে,
এমন করিবে তুমি।। ২৪।।

নন্দের নন্দন, তার প্রিয়জন,
সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি, কি বলিব আমি,
প্রসন্ন হইবে মোরে ।। ২৫।।
পরিবারগণ, আছে যত জন,
তোমার প্রেমের দাসী।
তা সবা মাঝারে, দাসীপদ মোরে,
দেহ তবে ভালবাসি।। ২৬।।
বারে বারে বলি, তুয়া পদ ধরি,
বৃন্দাবন-বিহারিণি।
যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর,
রাখ মোর এই বাণী।। ২৭।।
কেশিরিপুজন, প্রার্থনা-ভাজন,
তুয়া প্রেম-পরসাদে।
যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর,
নিবেদিয়ে দেবি রাধে !।।২৮।।
শ্রীমদ্রূপ-ইত, গোস্বামি-বিরচিত,
শ্রীমুখ-গলিত ধার।
রাধাঙ্গ বর্ণন, করিল রচন,
অর্থ করি পরচার।। ২৯।।
চাটু পুষ্পাঞ্জলী, এই স্তবাবলি,
যেজন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে কৃপা করি,
দাসীপদ দেন দান।। ৩০।।

ইতি—শ্রীল-যদুনন্দন-দাস-বিরচিত-শ্রীশ্রীভাষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরাষ্টকম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

নবজলধর-বিদ্যুদ্দ্যোত-বর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদন-নয়ন-পদ্মৌ চারু-চন্দ্রাবতংসৌ।
অলক-তিলক-ভালৌ কেশবেশ-প্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।।১।।

বসন-হরিত-নীলৌ চন্দনা-লেপনাঙ্গৌ
মণি-মরকত-দীপ্তৌ স্বর্ণমালা-প্রযুক্তৌ।
কনক-বলয়-হস্তৌ রাসনাট্য-প্রসক্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।। ২।।

অতি-মনোহর-বেশৌ রঙ্গ-ভঙ্গী-ত্রিভঙ্গৌ
মধুর-মৃদুল-হাস্যৌ কুণ্ডলাকীর্ণ-কর্ণৌ।
নটবর-বর-রম্যৌ নৃত্যগীতানুরক্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।। ৩।।

বিবিধ-গুণ-বিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময়-মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ।
স্মিত-নমিত কটাক্ষৌ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রদত্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।। ৪।।

কনক-মুকুট-চূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকল-বন-নিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দ পুঞ্জৌ।
চরণ-কমল-দিব্যৌ দেব-দেবাদি-সেব্যৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।।৫।।

অতি-সুবলিত গাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ।
মুনি-সুর-গণ-ভাব্যৌ বেদশাস্ত্রাদি-বিজ্ঞৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।। ৬।।

অতি সমধুর-মূর্ত্তৌ দুষ্ট-দর্প প্রশান্তৌ।
সুরবর-বরদৌ দ্বৌ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদানৌ।
অতিরস-বশ মগ্নৌ গীত-বাদ্য-বিতানৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।। ৭।।
আগম-নিগম-সারৌ সৃষ্টি-সংহার-করৌ
বয়সি নব-কিশোরী নিত্য-বৃন্দাবনস্থৌ।
শমনভয়-বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।। ৮।।
ইদং মনোহরং স্তোত্রং শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ চ সিদ্ধিদৌ নাত্র সংশয়ঃ।।৯।।

ইতি—শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীযুগলকিশোরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলাষ্টকম্

কৃষ্ণ-প্রেমময়ী রাধা রাধা প্রেমময়ো হরিঃ।
জীবনে মরণে বাপি রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মমঃ।।
বৃন্দাবন বিহারাঢ্যৌ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহৌ।
মণি-মণ্ডপ মধ্যস্থৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।।১।।
নীল-পীত-পটৌ শান্তৌ শ্যাম-গৌর কলেবরৌ।
সদা রাস-রতৌ সত্যৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ২।।
যমুনোপবনে রাঢ্যৌ কদম্ববন মন্দিরৌ।
কল্পদ্রুম বন শ্রীশৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ৩।।
যমুনা-স্নান শুভগৌ গোবর্দ্ধন বিলাসিনৌ।
দিব্য-মন্দার মালাঢ্যৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ৪।।
ভাবাবিষ্টৌ সদারম্যৌ রসচাতুর্য্য পণ্ডিতৌ।
মুরলী-গান তত্ত্বজ্ঞৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ৫।।

মঞ্জীর-রঞ্জিত পদৌ নাসাগ্র-গজমৌক্তিকৌ।
মধুর-স্মের সুমুখৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ৬।।
অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণৌঃ।
মোহনৌ সর্ব্ব-লোকানাং রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ৭।।
পরস্পর রসাবিষ্টৌ পরস্পর গুণ প্রিয়ৌ।
রসসাগর সংমগ্নৌ রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।। ৮।।

ইতি— *শ্রীশ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-রচিতং যুগলাষ্টকম্।*

শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্

শ্রীশ্রীনবযুবাভ্যাং নমঃ

স্ফুরদমল-মধূলী-পূর্ণ—রাজীবরাজ-
ন্নব-মৃগমদ-গন্ধ-দ্রোহি-দিব্যাঙ্গ-গন্ধম্।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণদ্-
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।।১।।
কনক-গিরিখলোদ্যৎ-কেতকীপুষ্প-দিব্য-
ন্নব-জলধর-মালা-দ্বেষি দিব্যোরু-কান্ত্যা।
শবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বং মিথস্তদ্-
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।।২।।
নিরুপম-নবগৌরী-নব্য-কন্দর্প-কোটি
প্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্।
নব-নব-রুচি-রাগৈর্হৃষ্টমিষ্টৈর্মিথস্তদ্-
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।। ৩।।
মদনরস-বিঘূর্ণন্নেত্র-পদ্মান্ত-নৃত্যৈঃ
পরিকলিত-মুখেন্দু-হ্রী-বিনম্রং মিথোহশ্লৈঃ।
অপিচ মধুর-বাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।। ৪।।

স্মরসমর-বিলাসোদ্গারমঙ্গেষু রঙ্গে-
স্তিমিত-নব-সখীষু প্রেক্ষমাণাষু ভঙ্গ্যা।
স্মিত-মধুর-দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্তুং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।। ৫।।
মদন-সমর-চর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ-পুণ্য-
প্রসর-নব-বধূভিঃ প্রার্থ্যঃ-পাদানুচর্য্যম্।
সমর-রসিকমেক-প্রাণমন্যোন্য-ভূষং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।। ৬।।
তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ
প্রচুর-জলবিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাম্।
উপহৃত-মধু রঙ্গৈঃ পায়য়ন্তন্মিথস্তে-
র্ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।। ৭।।
কুসুম-শর রসৌঘ গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না
মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াদ্ধা নিবদ্ধম্।
অখিল-জগতি রাধা-মাধবাখ্যা-প্রসিদ্ধং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে।। ৮।।
প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্য-যূনোর্দিদৃক্ষা-
ষ্টকমিদমতিযত্নাদ্ যঃ পঠেৎ স্ফার-দৈন্যৈঃ
স খলু পরম-শোভা-পুঞ্জ-মঞ্জু প্রকামং
যুগলমতুলমক্ষ্ণোঃ সেব্যমারাৎ করোতি।।৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্ রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিতং*
শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকমং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীযুগলস্তোত্রম্

হে সৌন্দর্যনিদানরূপগরিমন্! মাধুর্য্যলীলাস্ফুরিন্!
হে আশ্চর্য্যবিলাসভূষিতবপুবংশীবিলাসিন্ বিভো

হে বৃন্দাবনবাসি-মুগ্ধমনসাং লীলাকলা কৌমুদি ।
হে রাধে ! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র ! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্।।১।।
হে কৃষ্ণ! প্রণয়াবলোকনবিভো ! হে রাধিকে শ্রীমতি
হে শ্রীমল্ললিতাবিশাখিকসখৌ, হে শ্যামলাপ্রেমদৌ !
হে লীলাললনার্তিলালস লসদৃগ্‌ভঙ্গিম প্রিয়সি!
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্ ।। ২।।
হে পীতাম্বরশোভ শোভনকর ! নীলাম্বরালংকৃতে !
হে বংশীবট-কেলিকৌতুকবিভো ! হে হে নিকুঞ্জেশ্বরি !
হে হে রাসবিলাসলম্পটপটো ! হে প্রেমিকে রঙ্গিণি !
হে রাধে ! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র ! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্ ।।৩।।
হে জাম্বুনদকান্তিদীপিতবপো হে শ্রীঘনশ্যামল !
হে হে পঙ্কজপত্রনেত্রযুগলে ! হে খঞ্জনীলোচনে !
হে হে শারদপূর্ণচন্দ্রবদনে ! হে বেণী-বিলাসিনি !
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্ ।।৪।।
হে চূড়াবিনিবদ্ধচামরকচে ! হে স্বর্ণপদ্মাননে !
হে শ্রীবৎসবিলাঞ্ছিতোন্নতদৃঢ় প্রেমাদ্রিবক্ষঃ প্রভো !
হে বিম্বাধরচারু-চিত্রচিবুকে ! হে সাঙ্গভঙ্গিত্রয় !
হে রাধে ! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র ! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্ ।।৫।।
হে হে দেব যশোমতীসুত বিভো গোপেশ গোপপ্রিয়
হে হে শারদচন্দ্রনিন্দিবদন প্রাণাবঘাতিস্মিত !
হে হে প্রেয়সিকান্ত কোমলমুখ ! স্মেরাব্জদৃঙ্ নাথ হে
হে রাধে ! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র ! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্ ।।৬।।
হে হে সৌহৃদবদ্ধমুগ্ধহৃদয়ে ! লাবণ্য-লীলামৃতে !
হে প্রেমামৃতসিন্ধো ধূর্ত্তরসিক ! স্মেরানন ! শ্রীশ হে
হে রাসেশ্বর ! হে অপার করুণ ! প্রোদ্ভিন্নলীলা তনো
হে রাধে ! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র ! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্ ।।৭।।

হে গোপীজনবল্লভ স্মরমনোহঙ্কার হারিন্ প্রিয় !
হে গৌরি-গুরু-গৌরবে-গুরুতরে-গোপাঙ্গনাবেষ্টিতে !
হে শ্যামে ! সুকুমার-দিব্য-করণে ! হে গোপচিত্ত-প্রিয় !
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র ! চরণে যাচে শরণ্যাং গতিম্।।৮।।

ইতি - শ্রীগৌরসুন্দর-শ্রীমুখোদগীর্ণং শ্রীযুগলস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যৈ নমঃ

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্‌বিনিন্দি-রোচি-প্রবাহ-স্নপিতাত্মবৃন্দে।।
বন্ধূক-রন্ধু-দ্যুতি-দিব্যবাসো বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।১।।
বিম্বাধরোদিত্বর-মন্দহাস্য-নাসাগ্র-মুক্তাদ্যুতি-দীপিতাস্যে।।
বিচিত্র-রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে ! বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।২।।
সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ-শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি।
দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।৩।।
ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।৪।।
ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-রত্যুৎকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ।
ত্বৎসৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্-বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।৫।।
রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ-সেবা।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।৬।।
ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাত্বত-তন্ত্রবিদ্ভি-র্লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণশক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।৭।।
ভক্ত্যা-বিহীনা অপরাধ-লক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গমধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।৮।।

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্বা বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-ভৃঙ্গঃ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং তৎপ্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ।।৯।।

ইতি- শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতং স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীললিতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীললিতায়ৈ নমঃ

রাধামুকুন্দ-পদ-সম্ভব-ঘর্ম্মবিন্দু-
নির্মঞ্ছনোপকরণীকৃত-দেহলক্ষ্মাম্।
উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষ-বশাৎ প্রগল্ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।১।।

রাকাসুধা-কিরণ-মণ্ডল-কান্তি-দণ্ডি-
বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত-চারু-চমূরু-নেত্রাম্।
রাধা- প্রসাধন-বিধান-কলা-প্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।২।।

লাস্যোল্লসদ্ভুজগ-শত্রু-পতত্র-চিত্র-
পট্টাংশুকাভরণ-কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্।
গোরোচনা-রুচি-বিগর্হণ-গৌরিমাণং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।৩।।

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্র-তনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি ! লাঘবায়।
রাধে ! গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।৪।।

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্।

বাগ্ ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।৫।।
বাৎসল্য-বৃন্দ বসতিং পশুপাল-রাজ্ঞ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণ-কলাসু গুরুং সখীনাম্।
রাধা-বলাবরজ-জীবিত-নির্ব্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।৬।।
যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবীমনুরুধ্যমানাম্।
সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।৭।।
রাধা-ব্রজেন্দ্রসুত-সঙ্গম-রঙ্গচর্য্যাং
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ।
তাং গোকুল-প্রিয়সখী-নিকুরম্ব-মুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।।৮।।
নন্দন্নমূনি ললিতা-গুণ-লালিতানি
পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মলদৃষ্টিরষ্টৌ।
প্রীত্যা বিকর্ষতি-জনং নিজবৃন্দ-মধ্যে
তং কীর্ত্তিদাপতি-কুলোজ্জ্বল-কল্পবল্লী।। ৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং-শ্রীশ্রীললিতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জর্য্যষ্টকম্

শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ নমঃ

রাধা-ব্রজেন্দ্রাত্মজ-পাদপঙ্কজচ্ছটা-মরালীকৃত-চিদ্বৃতিকাম্।
সমস্ত-গোপীজন-রাগমঞ্জরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।১।।
বসন্তকালোদ্ভব-কেতকীততি-প্রভা-বিড়ম্ব্যুদ্ভট-কান্তি-ডম্বরাম্।
বিলাস-সন্ধান-নিদান-চাতুরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।২।।

সুধাকর-ব্রাত-রসাকরাননাং সুরঙ্গ-বিম্বারুণ-সুন্দরাধরাম্।
মুকুন্দ-সঙ্গোৎসব-রস-গগরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।৩।।
বলিত্রয়ী-বল্লরী-বদ্ধ-মধ্যমাং বৃহন্নিতম্বার্পিত-রত্ন-মেখলাম্।
পদদ্বয়ালম্বিত চারু চর্চ্চরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।৪।।
শ্রীরাধিকা-প্রাণসমা-কনীয়সীং বিশাখয়া শিক্ষিত-সখ্য-সৌষ্ঠবাম্।
লীলামৃত-প্রজ্বলিতাঙ্গ-মাধুরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।৫।।
বিনিন্দিতেন্দীবর-ভাস্বরাম্বরামনঙ্গ-রক্তারুণ-কঞ্চুকাঞ্চিতাম্।
সদা স্ফুরদ্দ্বাদশবর্ষ-মাধুরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।৬।।
অনঙ্গানন্দাম্বুজ-কুঞ্জ-সংস্থিতিং বিশোক-কন্যেক্ষিত দৌত্য-পদ্ধতিম্।
স্বনাথসেবাদি-কৃতাবধীশ্বরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।৭।।
স্তনদ্বয়-নিন্দিত-দাড়িমীফলাং কপোল-লোলারুণ-রত্নকুণ্ডলাম্।
প্রতপ্ত-চামীকর-রোচীর্বল্লরীমনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।৮।।
পঠত্যনঙ্গাদিকমঞ্জরী-গুণ-প্রকাশকং যোঽষ্টকমেতদীক্ষিতম্।
সমীহিতং শ্রীবৃষভানু-পুত্রিকা দদাতি তস্মৈ স্বপদাব্জ-সেবনম্।।৯।।

ইতি- শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জর্য্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডায় নমঃ

বৃষভ-দনুজ-নাশানন্তরং যৎ স্বগোষ্ঠী-
ময়সি বৃষভশত্রো মা স্পৃশ ত্বং বদন্ত্যাম্।
ইতি বৃষরবিপুত্র্যাং কৃষ্ণপার্ষ্ণি প্রখ্যাতং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।১।।
ত্রিজগতি নিবসদ্ যৎ তীর্থবৃন্দং তমোঘ্নং
ব্রজনৃপতি-কুমারেণাহৃতং তৎ সমগ্রম্।
স্বয়মিদমবগাঢ়ং যন্মহিম্নঃ প্রকাশং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।২।।

যদতি-বিমল- নীরে তীর্থরূপে প্রশস্তে
ত্বমপি কুরু কৃশাঙ্গি! স্নানমত্রৈব রাধে!
ইতি বিনয়-বচোভিঃ প্রার্থনাকৃৎ স কৃষ্ণ-
স্তদতি বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।৩।।
বৃষভদনুজ-নাশাদুত্থ-পাপং সমাপ্তং
দ্যুমণি-সখ-জয়োচ্চৈ র্বর্জ্জয়িত্বেতি তীর্থম্!
নিজমখিল-সখীভিঃ কুণ্ডমেব প্রকাশ্যং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।৪।।
যদিতি-সকল-তীর্থৈস্ত্যক্তবাক্যৈঃ প্রভীতৈঃ
সবিনয়মভিযুক্তৈঃ কৃষ্ণচন্দ্রে নিবেদ্য।
অগতিকগতি-রাধা বর্জ্জনান্নো গতিঃ কা
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।৫।।
যদতিবিকলতীর্থং কৃষ্ণচন্দ্রং প্রসুহ্নং
অতি-লঘু-নতি-বাক্যৈঃ সুপ্রসন্নেতি রাধা।
বিবিধ-চটুল-বাক্যৈঃ প্রার্থনাঢ্যা ভবন্তী
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।৬।।
যদতি-ললিত-পাদৈস্তাং প্রসাদ্যাপ্তৈতৈর্থ্যৈ-
স্তদতিশয়-কৃপার্দ্রৈঃ সঙ্গমেন প্রবিষ্টৈঃ।
ব্রজনবযুব-রাধাকুণ্ডমেব প্রপন্নং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।৭।।
যদতি-নিকটতীরে ক্লিপ্ত-কুঞ্জং সুরম্যং
সুবল-বটু-মুখেভ্যো রাধিকাদ্যৈঃ প্রদত্তম্।
বিবিধ-কুসুম-বল্লী-কল্পবৃক্ষাদি-রাজং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে।।৮।।
পরিপঠতি সুমেধাঃ শ্যামকুণ্ডাষ্টকং যো
নবজলধর-রূপে স্বর্ণকান্ত্যাঞ্চ রাগাৎ।

ব্রজনরপতি-পুত্রস্তস্য লভ্যঃ সুশীঘ্রং
সহসগণ-সখিভি রাধয়া স্যাৎ সুভজ্যঃ।।৯।।
ইতি — *শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

বৃষভ-দনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ
র্নিখিল-নিজ-সখিভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞা প্রমোদৈ
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।।১।।
ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেম-কল্পদ্রুমং তম্
জনয়তি হৃদি-ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।।২।।
অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরকৃত কটাক্ষ-প্রাপ্তি কামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈ-
স্তদতি-সুরভি-রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে।।৩।।
ব্রজ-ভুবন-সুধাংশু প্রেম-ভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতি-সুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।।৪।।
অপি-জন ইহ কশ্চিৎ যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র সূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।।৫।।

তটমধুর নিকুঞ্জাঃ ক্লিপ্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজপরিজন-বর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা
স্তদতি-সুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৬।।
তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি হৃদ্যাং
মধুর মধুর বার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি-মিথ-ঈশা প্রাণ-সখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।।৭।।
অনুদিনমতি রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি সংঘৈ-
র্বর-সরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি-প্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি-সুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৮।।
অবিকলমতি দেব্যাশ্চারুকুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসী দাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতি মোদৈঃ শ্লিষ্যমানাং প্রিয়াং তাম্।।৯।।

ইতি—শ্রীমদ্রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতং শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীযমুনাষ্টকম্

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতি পাপিনোঽপি পাপসিন্ধুতারিণী।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী।।১।।
হারি বারি-ধারয়াভিমণ্ডিতোরু খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্যদণ্ডজালি-তাণ্ডবা।
স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপ-সম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।২।।

শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী
নন্দ-নন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূর বর্দ্ধিনী।
তীর-সঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।৩।।
দ্বীপ-চক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
শ্রীমুকুন্দ-নির্ম্মিতোরু-দিব্য-কেলি-বেদিনী।
কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীল-বৃন্দ নিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।৪।।
মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ব-বর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মি-দোর্বিলাস পদ্মনাভ-পাদ-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।৫।।
রম্যতীর-রম্ভমাণ-গোকদম্ব-ভূষিতা
দিব্য-গন্ধভাক্কদম্বপুষ্প-রাজি-রূষিতা।
নন্দসূনু-ভক্তসঙ্ঘ-সঙ্গমাভি-নন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।৬।।
ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ দেবসিদ্ধ কিন্নরালি-পূজিতা।
তীর-গন্ধবাহ-গন্ধ-জন্মবন্ধুরন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।৭।।
চিদ্বিলাস-বারিপূর ভূর্ভুবঃ স্বরাপিণী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরু-পাপ-মর্ম্মতাপিনী।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গ-রাগভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী।।৮।।

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মি-চেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি ! সর্ব্বদেব-বেষ্টিতাম্।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপমোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি! পুণ্ডরীকলোচনে!।। ৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং স্তবমালায়াং শ্রীশ্রীযমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

গোবিন্দস্যোত্তংসিত-বংশী-ক্বণিতোদ্য-
ল্লাস্যোৎকণ্ঠা-মত্ত-ময়ূর-ব্রজবীত!।
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গ-তরঙ্গাঙ্কুরিতাঙ্গ!
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।।১।।
যস্যোৎকর্ষাদ্বিস্মিতধীভির্ব্রজদেবী-
বৃন্দৈর্বর্য্যং বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্যম্।
চিত্রৈর্যুঞ্জন্ স দ্যুতি-পুঞ্জৈরখিলাশাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ২।।
বিন্দদ্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দর-বৃন্দৈঃ
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্।
বৈদূর্য্যাভৈর্নির্ঝর-তোয়ৈরপি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ৩।।
শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতি-মেধ্যৈঃ
প্রেম্না ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত-সানো!।
নিত্যাক্রন্দৎ-কন্দর-বেণুধ্বনি-হর্ষাৎ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ৪।।
প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং
কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিত-মধ্যা।

সোঽয়ং বন্ধুর্বন্ধুর-ধর্ম্মা সুরভীণাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ৫।।
নিধুর্ন্বানঃ সংহৃতিহেতুং ঘনবৃন্দং
জিত্বা জম্ভারাতিমসম্ভাবিত-বাধম্।
স্বানাং বৈরং যঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ৬।।
বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজদণ্ডোপরি ভর্ত্তু
শ্ছত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষীৎ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং যস্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ৭।।
গান্ধর্ব্বায়াঃ কেলিকলা-বান্ধব! কুঞ্জে
ক্ষুণ্ণৈস্তস্যাঃ কঙ্কণ-হারৈঃ প্রযতাঙ্গ!।
রাসক্রীড়া-মণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য!
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।। ৮।।
অদ্রি-শ্রেণী-শেখর! পদ্যাষ্টকমেতৎ
কৃষ্ণাম্ভোদপ্রেষ্ঠ! পঠেদ্-যস্তব দেহী।
প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্রমমন্দং
তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ।। ৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং-শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্

মুকুন্দ-মুরলী-রব-শ্রবণ-ফুল্লহৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দগিরি-নন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী।। ১।।

বৈকুণ্ঠপুর সংশ্রয়াদ্‌বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীম্।
চতুর্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তার্ণদেহোদ্ভবা
জগদ্‌গুরুভিরগ্রিমৈঃ-শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।২।।
অনারত-বিকস্বর-ব্রততি-পুঞ্জ-পুষ্পাবলী-
বিসারিবর সৌরভোদ্দাম-রমা-চমৎকারিণী।
অমন্দ মকরন্দভৃদ্‌বিটপি-বৃন্দ-বন্দীকৃত-
দ্বিরেফকুল-বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।৩।।
ক্ষণদ্যুতি-ঘনশ্রিয়োর্ব্রজ-নবীনযূনোঃ পদৈঃ
সুবল্‌গুভিরলঙ্কৃতাললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ।
তয়োর্নখর-মণ্ডলী-শিখর-কেলি-চর্য্যোচিতৈ-
র্বৃতা কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।৪।।
ব্রজেন্দ্র-সখ-নন্দিনী-শুভতরাধিকার-ক্রিয়া-
প্রভাবজ-সুখোৎসব-স্ফুরিত-জঙ্গম-স্থাবরা।
প্রলম্ব-দমনানুজ-ধ্বনিত বংশিকা কাকলী-
রসজ্ঞ-মৃগ-মণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।৫।।
অমন্দ-মুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরী-মেদুর-
ব্রজেন্দ্র-সুত-বীক্ষণোন্নটিত-নীলকণ্ঠোৎকরা।
দিনেশ সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লাস-
ল্লতা-খগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।৬।।
অগণ্য-গুণ-নাগরীগণ-গরিষ্ঠ গান্ধর্ব্বিকা-
মনোজ-রণ-চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জ-পুঞ্জোজ্জ্বলা।
জগত্রয়-কলা-গুরোর্ললিত-লাস্য বল্‌গৎ-পদ-
প্রয়োগ-বিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।৭।।

বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদ-সমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনা
মধূদ্বহ-বধূ-চমৎকৃতি-নিবাস-রাসস্থলা।
অগূঢ়-গহন-শ্রিয়ো মধুরিম ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।৮।।
ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলি-বরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণ-স্মরণকারী যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্-ব্যসন-মুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশী রতিমবাপ্য বিক্রীড়তি।। ৯।।

ইতি—শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ

বলভিদুপল-কান্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
ঘুসৃণরস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজ্যে
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।।১।।
উদিত-বিধু-পরার্দ্ধ-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-বক্ত্রো।
নবতরুণিম-রজ্যদ্বাল্যশেষাতি-রম্যঃ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ২।।
কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি-পীতং নিতম্বে
তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।
প্রিয়মিব-কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৩।।

সুরভি-কুসুম-বৃন্দৈর্বাসিতাম্ভঃ সমৃদ্ধে
প্রিয় সরসি নিদাঘে সায়মালী-পরীতাম্।
মদন-জনক—সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৪।।
পরিমলমিহ লব্ধা-হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ
পুলকিত-তনুরুচ্চৈরুন্মাদস্তৎক্ষণেন।
নিখিল-বিপিনদেশান্ বাসিতানেব জিঘ্রন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৫।।
প্রণিহিত-ভুজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গ্যাঃ
স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্ত্তিদা-কন্যকায়াঃ।
মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৬।।
প্রমদ-দনুজ-গোষ্ঠ্যাঃ কোঽপি সম্বর্ত্তবহ্নি-
র্ব্রজভুবি কিল পিত্রোর্মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ
প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৭।।
স্বকদন-কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং-বিশাখাং
কৃতচটু-ললিতাস্ত প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাম্।
প্রণয়-বিধুর-রাধা-মান-নির্ব্বাসনায়
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৮।।
পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ
সকল-বিষয়-সঙ্গাৎ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়াণি।
ব্রজ-নবযুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং
স্বজন-গণন-মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি।। ৯।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং-শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

শ্রীশ্রীদামোদরায় নমঃ

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা।।১।।
রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্।।২।।
ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে।।৩।।
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ।।৪
ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্ত-নীলৈর্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধবক্রৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ।।৫।।
নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো! প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ।।৬।।
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ; ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ; ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ।।৭
নমস্তেঽস্তুদাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে; ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্যধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্।।৮।।

সত্যব্রতদ্বিজস্তোত্রং শ্রুত্বা দামোদরোহরিঃ।
বিদ্যুল্লীলাচমৎকারো হৃদয়ে শনকৈরভূৎ।।
দামোদরাষ্টকং নাম-স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্।।

ইতি— *শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে দামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবায় নমঃ

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ১।।
ভুজেঽসব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতি-লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ২।।
মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ৩।।
কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণী-রুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ৪।।
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ৫।।
পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।

রসানন্দী রাধা-সরস বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ গামী ভবতু মে।।৬।।
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বৈভবং
ন যাচেহ্হং রম্যাং সকল-জন-কাম্যং বরবধূম্ ।
সদা কালে-কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৭।।
হর ত্বং সংসারং দ্রূততরম সারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।।
অহো দীনেহ্নাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ৮।।
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচি।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।। ৯।।

ইতি—শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতিং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

নিখিল-শ্রুতি-মৌলিরত্ন-মালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম ! সংশ্রয়ামি।।১।।
জয়-নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়! জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি।।২।।
যদাভাসোহপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে!
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।।৩।।
যদ্-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতি নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।৪।।
অঘদমন-যশোদানন্দনো নন্দসূনো!
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।।

প্রণত-করুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেক স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়! ।।৫।।
বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম ! স্বরূপ দ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত ! করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।।৬।।
সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে রম্য চিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।।
নাম! গোকুল-মহোৎসবায় তে কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ।।৭।।
নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি-নির্যাস-মাধুরীপূরঃ ।।
ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা।।৮।।
ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিত-শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।১।।
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরনে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব-কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।২।।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।৩।।
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। ৪।।

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব-পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।। ৫।।
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।। ৬।।
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।। ৭।।
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।৮।।

ইতি— শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণং শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের অনুবাদ —

যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জন করে অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনা ধ্বংস করিয়া তাহাকে সুবিমল ও সমুজ্জ্বল করে যাহা ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ করে অর্থাৎ নিখিল পাপ-তাপ বিনাশ করিয়া জীবের ভব-বন্ধন মোচন করে, যাহা কল্যাণরূপ কুমুদে জ্যোৎস্না বিতরণ করে অর্থাৎ জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান করে, যাহা বিদ্যারূপ বধুর জীবন স্বরূপ অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, যাহা আনন্দ-সমুদ্র বর্দ্ধন করে, যাহা পদে পদে সমস্ত রস আস্বাদন করাইয়া পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ প্রদান করে এবং যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোপরি বিজয়লাভ করিতেছেন, জয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়।।১।।

হে ভগবন্! ভিন্ন-ভিন্ন লোকের ভিন্ন-ভিন্ন রুচি বশতঃ তুমি স্বীয় অসংখ্য নামের প্রচার করিয়াছ। সেই নাম সমূহে নিজের সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম গ্রহণ করিবার পক্ষে স্থানাস্থান কালাকাল কোনও নিয়ম কর নাই অর্থাৎ যে কোনও স্থানে এবং যে কোনও সময়ে সেই নাম গ্রহণ করিতে

পারা যায়, তাহাতে কোনও বিধি বা নিষেধ নাই। হে প্রভো! তোমার এত দয়া, কিন্তু আমার ঈদৃশ দুর্দ্দৈব যে তোমার ঐ কোনও নামে আমার রুচি জন্মিল না।।২।।

তৃণ হইতেও নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া এবং সর্ব্বজীবে সম্মান দিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তৃণের উপর দিয়া কেহ মাড়াইয়া গেলেও তৃণ তাহাকে কিছু বলে না বটে, কিন্তু সেই ব্যক্তি চলিয়া যাইবা মাত্র তৃণ আবার ঘাড় উঁচু করিয়া উঠে; পরন্তু সেইরূপ হইলে চলিবে না, কেহ দুর্ব্বাক্য বলিলে বা এমন কি প্রহার করিলেও তাহাকে কিছু বলা যাইবে না, উহা অবাধে সহ্য করিতে হইবে এবং তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার অসাক্ষাতেও তাঁহার কোনরূপ নিন্দা করা চলিবে না; এইরূপ নিজে উত্তম হইয়াও সর্ব্বদা নীচ থাকিতে হইবে। বৃক্ষকে কাটিলেও যেমন কাহাকে কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও যেমন কাহারও নিকট জল চাহে না, অথচ আনন্দে সকলকে ফুলফল প্রদান করে, সেইরূপ কেহ তাড়ন, ভর্ৎসন, প্রহারাদি যে কোনও প্রকার অত্যাচার করুক না কেন, অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিতে হইবে। তাহাকে একটি কথাও বলা যাইবে না, পরন্তু হাস্যমুখে তাহার মঙ্গল কামনা করিতে হইবে। কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা চাওয়া যাইবে না, অযাচিত-ভাবে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। স্বয়ং উত্তম হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে অভিমান-শূন্য হইতে হইবে এবং সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন জানিয়া জীবমাত্রকেই সম্মান করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বদা শ্রীহরির নামগ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ দেবদুর্ল্লভ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে।। ৩।।

হে জগদীশ্বর! আমি সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি বৈভব চাহি না, দাস-দাসী প্রভৃতি পরিজনবর্গ চাহি না, মনোহর-কবিতা-রচনা-শক্তি চাহি না; আমি কিছুই চাহি না, কেবলমাত্র এই ভিক্ষা করি যেন জন্মে-জন্মে তোমাতে আমার নিষ্কাম-ভক্তি লাভ হয়।।৪।।

হে শ্রীনন্দনন্দন! তোমার নিত্যদাস আমি তোমাকে ভুলিয়া ঘোর মায়া-শৃঙ্খলে-বদ্ধ হইয়া বিষম সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া এ কিঙ্করকে তোমার শ্রীচরণের ধুলি সদৃশ জ্ঞান কর অর্থাৎ কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণের সেবক করিয়া লও, আমি যেন পরমানন্দে তোমার সেবা করিতে থাকি।। ৫।।

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণ করিতে কবে আমার নয়নের দর-দর বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদগদভাবে কবে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পরমানন্দ-ভরে কবে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে।।৬।।

হে সখি! কৃষ্ণ-বিরহে আমার এ কি দশা হইল? নিমেষ-পরিমিত সময় আমার নিকট যেন যুগের-ন্যায় প্রতীয়মান্ হইতেছে, আমার চক্ষে যেন অবিরল বর্ষার বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শূন্যময় বোধ হইতেছে।।৭।।

হে সখি! শ্রীগোবিন্দ আমাকে পরম-সমাদরে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করুন। কিংবা সেই লম্পট আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর সহিত বিহারাদি করুন,—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহই নহেন।।৮।।

ইতি— শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি— অষ্টকাবলী নামক নবম কিরণ সমাপ্ত।

দশম কিরণ

স্তব-কবচাবলী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র-স্তবরাজঃ

কনক-রুচির-গৌরঃ সর্ব্ব-চিত্তৈক-চৌরঃ
প্রকৃতি-মধুর-দেহঃ পূর্ণ-লাবণ্য-গেহঃ।
কলিত-ললিত-রূপঃ ক্ষুব্ধ-কন্দর্প-ভূপঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।।১।।
বহুল—চিকুর-বন্ধঃ স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-প্রবন্ধঃ
প্রসর-পুর-পুরন্ধ্রী-চিত্ত-সন্ধান-মন্ত্রী।
বিহিত-বিবিধ-বেশ-দ্যোতিতাশেষ দেশঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ২।।
বিকশিত শতপত্র-দ্যোতি বিস্ফার-নেত্রঃ
প্রিয়-মৃদুল-পবিত্র-স্নিগ্ধদৃক্-প্রেমপাত্রঃ।
অতি-মধুর-চরিত্রঃ প্রোল্লসচ্চারু-গাত্রঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৩।।
মলয়জ-করবীরশ্চিদ্বিলাসাতি-ধীরঃ
সুবিমল-স্মিতবক্ত্রঃ প্রান্তবস্ত্রানুরক্তঃ।
রভসময়-বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৪।।
সকল রস-বিদগ্ধঃ সর্ব্বভাব-প্রশুদ্ধঃ
সকল সুখ-বিনোদঃ খ্যাত-নৃত্য-প্রমোদঃ।
সকল-সুখদ-নামা ধন্য-তারুণ্য-ধামা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৫।।

অবিরত-গলদশ্রুঃ প্রেমধারা-সহস্র-
স্নপিত-সকল-দেশঃ খ্যাত-নামোপদেশঃ।
ভুবন-বিদিত-সর্ব্ব-প্রাণি-নিস্তার-গর্ব্বঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৬।।
ঘন-পুলক-কদম্বঃ স্থূল-মুক্তা-সমাম্ভঃ-
স্নপিততর-হৃদোরঃ প্রেম-হুঙ্কার-ঘোরঃ।
সদয়-মধুর-মূর্ত্তির্বিশ্ব-বিখ্যাত-কীর্ত্তিঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৭।।
অখিল-ভুবন-ভর্ত্তা দুর্গতি-ত্রাণ-কর্ত্তা
কলি-কলুষ-নিহন্তা দীন-দুঃখৈক-শাস্তা।
নিরবধি-নিজগাথা-কীর্ত্তনানন্দ-দাতা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৮।।
সুর-মুনিগণ-বন্ধুঃ প্রেমভক্ত্যেক-সিন্ধুঃ
প্রকট-সুরভি-নন্দ-শ্রীলপাদারবিন্দঃ।
নটন-মধুর-মন্দঃ সুপ্রগাঢ়-প্রবন্ধঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ৯।।
সকল-নিগম-সারঃ প্রেম-পূর্ণাবতারঃ
প্রচুর-গুণ-গভীরঃ সর্ব্ব-সন্ধান-ধীরঃ।
অধম-পতিত-বন্ধুঃ পূর্ণ-কারুণ্য-সিন্ধুঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ১০।।
মধুরিমণি মনোজ্ঞস্তাণ্ডবাদ্যন্ত-বিজ্ঞ-
স্তরুণিমণি বিচিত্রঃ প্রেম-নিস্তার-পাত্রঃ।
মহিমনি নিজনাম-গ্রাহি-সম্পূর্ণ-কামঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রঃ।। ১১।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-নটেন্দ্রস্য স্তুতিমেতামভীষ্টদাম্।
যঃ পঠেৎ পরম-প্রীতঃ স প্রেমসুখভাগ্‌ভবেৎ।।১২।।

ইতি—শ্রীমদ্‌রঘুনন্দন-ঠকুর-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনাখ্য স্তবরাজঃ

অথ স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি প্রত্যঙ্গ-বর্ণনং প্রভোঃ।
ত্রিকাল-পঠনাদেব প্রেমভক্তিং লভেন্নরঃ।।১।।
কশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্মরণাকুল-মানসঃ।
পুলকাচিত-সর্ব্বাঙ্গঃ সকম্পাশ্রু-বিলোচনঃ।।২।।
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য প্রণম্য গুরুমাদরাৎ।
স্তোতুমারব্ধবান্ ভক্ত্যা দ্বিজচন্দ্রং মহাপ্রভুম্।।৩।।
তপ্তহেমদ্যুতিং বন্দে কলিকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
চারু-দীর্ঘ-তনুং শ্রীমচ্ছচী-হৃদয়-নন্দনম্।।৪।।
লসন্মুক্তালতা-নদ্ধ-চারু-কুঞ্চিত-কুন্তলম্।
শিখণ্ডাঙ্কিত-গন্ধাঢ্যং পুষ্প-গুচ্ছাবতংসকম্।।৫।।
অর্দ্ধচন্দ্রোল্লসদ্ভাল-কস্তুরী-তিলকাঙ্কিতম্।
ভঙ্গুর-ভ্রূলতা-কেলি-জিত-কামশরাসনম্।।৬।।
প্রেমপ্রবাহ-মধুর-রক্তোৎপল-বিলোচনম্।
তিল-প্রসূন সুস্নিগ্ধ নূতনায়ত-নাসিকম্।।৭।।
শ্রীগণ্ডমণ্ডলোল্লাসি-রত্নকুণ্ডল-মণ্ডিতম্।
সব্যকর্ণ-সুবিন্যস্ত-স্ফুরচ্চারু-শিখণ্ডকম্।।৮।।
মধুর-স্নেহ-সুস্নিগ্ধ-প্রারক্তাধর-পল্লবম্।
ঈষদ্দন্তুরিত-স্নিগ্ধ-স্ফুরন্মুক্তা-রদোজ্জ্বলম্।।৯।।
সপ্রেম-মধুরালাপ-বশীকৃত-জগজ্জনম্।
ত্রিকোণ-চিবুকং কোটি-শরদেন্দু-প্রভাননম্।।১০।।
সিংহগ্রীবং মহামত্ত-দ্বিরদোল্লাসি-কন্ধরম্।
আরক্ত রেখাত্রয়যুক্ কম্বুকণ্ঠ-মনোহরম্।।১১।।
মুক্তা-প্রবাল-কলিত-হারোজ্জ্বলিত-বক্ষসম্।
কঙ্কণাঙ্গদ-বিদ্যোতি-জানুলম্বি-ভুজদ্বয়ম্।।১২।।

যব-চক্রাঙ্কিতারক্ত-শ্রীমৎপাণিতলোজ্জ্বলম্।
স্বর্ণমুদ্রা-লসচ্ছ্রীমতদ্দ্বি মধ্যাঙ্গুলি-পল্লবম্।।১৩।।
চন্দনাগুরু-সুস্নিগ্ধং পুলকাবলী-চর্চ্চিতম্।
চারু-নাভি-লসন্মধ্যং সিংহ-মধ্য-কৃশোদরম্।।১৪।।
বিচিত্র-চিত্র-বসন-মধ্য-বদ্ধোল্লসৎ-কটিম্।
সুচারু-নূপুরোল্লাসি-কূজচ্চরণ-পল্লবম্।।১৫।।
শরচন্দ্র-প্রতীকাশ-নখ-রাজৎ-পদাঙ্গুলিম্।
অঙ্কুশ-ধ্বজ-বজ্রাব্জ-বিলসচ্চরণাম্বুজম্।।১৬।।
কোটিসূর্য্য-প্রতীকাশ-কোটীন্দু-ললিত-দ্যুতিম্।
কোটি-কন্দর্প-লাবণ্য-কেলি-লীলা-মনোরমম্।।১৭।।
সাক্ষাল্লীলাতনুং কেলিতনুং শৃঙ্গার-বিগ্রহম্।
ক্বচিদ্ভাব-কলা--মূর্ত্তি-প্রস্ফুরৎ-প্রেমবিগ্রহম্।
নামাত্মকং নামতনুং পরমানন্দ-বিগ্রহম্।
ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিতনুং ভক্ত্যাচার-বিহারিণম্।।১৯।।
অশেষ-কেলি-লাবণ্য-লীলা-তাণ্ডব-পণ্ডিতম্।
শচী-জঠর-রত্নাব্ধি-সমুদ্ভূত সুধানিধিম্।।২০।।
অশেষ-জগদানন্দ-কন্দমদ্ভুত-মঙ্গলম্।
স্ফুরদ্রাস-রসাবেশ-মদালস-বিলোচনম্।।২১।।
ক্বচিদ্ভক্তজনৈর্দিব্য-মাল্য-গন্ধানুলেপনৈঃ।
বেষ্টিতং রস-সঙ্গীতং গায়দ্ভী-রসলালসম্।।২২।।
ক্বচিদ্বাল্য-রসাবেশ-গঙ্গাতীর-বিহারিণম্।
ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ন্তং নৃত্যন্তং কর-শব্দিতৈঃ।।২৩।।
বদন্তং শব্দমত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তং সিংহ-বিক্রমম্।
ক্বচিদাস্ফোট-হুঙ্কার-কম্পিতাশেষ-ভূতলম্।।২৪।।
সুগুপ্ত-গোপিকাভাব-প্রকাশিত-জগত্রয়ম্।
প্রাপিতাশেষ-পুরুষ-স্ত্রী-স্বভাবমনাকুলম্।।২৫।।

নিজভাব-রসাস্বাদ-বিবশৈকাদশেন্দ্রিয়ম্।
বিদগ্ধ-নাগরী-ভাব-কলা-কেলি-মনোরমম্।।২৬।।
গদাধর-প্রেমভাব-কলাক্রান্ত-মনোরমম্।
নরহরি-প্রেমরসাস্বাদ-বিহ্বল-মানসম্।।২৭।।
সর্ব্ব-ভাগবতাহূত-কান্তাভাব-প্রকাশকম্।
প্রেম-প্রদান-ললিত-দ্বিভুজং ভক্তবৎসলম্।।২৮।।
প্রেমারাধ্য-পদদ্বন্দ্বং শ্রীপ্রেমভক্তি-মন্দিরম্।
নিজ-ভাবরসোল্লাস-মুগ্ধীকৃত-জগত্রয়ম্।।২৯।।
স্বনাম-জপ-সংখ্যাভির্বৈষ্ণবীকৃত-ভূতলম্।
নবদ্বীপ-জনানন্দং ভূদেব-জন-মঙ্গলম্।।৩০।।
অশেষ-জীব-সদ্ভাগ্য-ক্রম-সম্ভূত-সৎফলম্।
ভয়ানুরাগ-সুস্নেহ-ভক্তিগম্য-পদাম্বুজম্।।৩১।।
নটরাজ-শিরোরত্নং শ্রীনাগর-শিরোমণিম্।
অশেষ-রসিক-স্ফূর্য্যন্মৌলি-ভূষণ-ভূষণম্।।৩২।।
রসিকানুগত-স্নিগ্ধ-বদনাব্জ-মধুব্রতম্।
শ্রীমদ্দ্বিজ-কুলোত্তংসং নবদ্বীপ-বিভূষণম্।।৩৩।।
প্রেমভক্তি-রসোন্মত্তাদ্বৈত-সেব্য-পদাম্বুজম্।
নিত্যানন্দ প্রিয়তমং সর্ব্বভক্ত-মনোরথম্।।৩৪।।
ভক্তারাধ্যং ভক্তিসাধ্যং ভক্তরূপিণমীশ্বরম্।
শ্রীনিবাসাদি-ভক্তাগ্রৈঃ স্তূয়মানং মুহুর্মুহুঃ।
সার্ব্বভৌমাদিভির্বেদশাস্ত্রাগম-বিশারদৈঃ।।৩৫।।
য এব চিন্তয়েদ্দেবদেবেশং প্রযতোঽহনিশম্।
সংস্তৌতি ভক্তিভাবেন ত্রিসন্ধ্যং নিত্যমেব চ।।৩৬।।
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং শ্রীভাগবতমুত্তমম্।
অর্থার্থী লভতে চার্থং কৃষ্ণ-সেবা-বিধৌ রতিম্।।৩৭।।

কামার্থী লভতে কামং প্রেমভক্তি-বিধানতঃ।
সংসার-বাসনা-মুক্তিং মোক্ষার্থী বিগত-স্পৃহঃ।।৩৮।।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামসংসারকৃন্তনীম্।
কাব্যার্থী কবিতা-শক্তিং কৃষ্ণবর্ণনশালিনীম্।।৩৯।।
অপুত্রো বৈষ্ণবপুত্রং লভতে লোকবন্ধুতাম্।
আশ্রয়ার্থী লভেচ্ছান্তং শ্রীমদ্ভাগবতং গুরুম্।।৪০।।
শ্রীমচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদাম্বুজ-যুগে ভৃশম্।
প্রেমানুরাগ-ললিতাং প্রেমভক্তিং লভেন্নরঃ।।৪১।।

ইতি— শ্রীলাবধূতাভিন্ন-শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গবর্ণনাখ্য-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তোত্রম্

নমস্তে গৌরচন্দ্রায় প্রেমানন্দ প্রদায়িনে।
নমঃ শচীসুতায় চ নবদ্বীপ-বিহারিণে।।
নমস্তে রসরূপায় নিখিলরসমূর্ত্তয়ে।
চিদানন্দ স্বরূপায় সর্ব্বাবতারতারিণে।।
মহাযোগেশ্বরেশ্বরো দেবদেব মহীপতে।
নমো বিশ্বম্ভরায় চ নমস্তে বিশ্বরূপিণে।।
নমো রাসরাসেশ্বর রাসরসবিহারিণে।
নাগরীজনবল্লভ পীতকৌষেয়বাসসে।।
নমঃ পরাৎপরো-দেব বেদাতীত নিরঞ্জন।
গোলোকেশ রাধাকান্ত নমস্তে বেণুধারিণে।।
বরদায় প্রশান্তায় নমস্তে পরমাত্মনে।
নমস্তে জগতাং কর্ত্রে ভক্তাশীর্ব্বাদকারিণে।।
ত্রিমূর্ত্তীনামধীশায় বিধীনাং বিধয়ে নমঃ।
জগন্নাথসুতায় হি গৌরাঙ্গায় নমোনমঃ।।

পদ্মপলাশনেত্রায় রত্নকুণ্ডলধারিণে।
পক্কবিম্বাধরায় চ নমস্তে স্মিতহাসিনে।।
হেমকান্তিবরায় চ নমস্তে বিশালোরসে।
সর্ব্বতঃ ক্ষেমদায়িনে বিজয়মালধারিণে।।
ভাবময় ভয়াপহ মহাভাব-সমাশ্রয়।
হা হা বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ নমস্তুভ্যং নমোনমঃ।।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্তোত্রম্

নমো বিষ্ণুপ্রিয়ে দেবি! কোটীচন্দ্র-নিভাননে।
আনন্দোজ্জ্বলমূর্ত্তয়ে নমস্তুভ্যং নমোনমঃ।।
হ্লাদিনীশক্তিরূপিণ্যৈ প্রেমরস প্রদায়িনি।
নমঃ শ্রীগৌরকান্তায়ৈ নমস্তুভ্যং নমোনমঃ।।
হেমকান্তিবরাং শুভাং সুরেশ্বর-প্রপূজিতাম্।
নবদ্বীপময়ীং দেবীং পূর্ণপ্রেমস্বরূপিণীম্।।
গৌরবক্ষোবিলাসিনীং প্রেমানন্দবিবর্দ্ধিনীম্।
ত্রিলোকবন্দিনীং গৌরীং নমামি স্মিতহাসিনীম্।।
ফুল্লেন্দীবর সংস্থিতাং ফুল্লারবিন্দবেষ্টিতাম্।
গৌরদেহসমাশ্রয়াং নমামি ত্বাং সুশোভনাম্।।
পীতোজ্জ্বলতনুং ত্বাং হি সুন্দরীং চ সুভাষিণীম্।
পীতবাস-সুশোভিতাং পুষ্পাভরণভূষিতাম্।।
স্নিগ্ধজ্যোতি-সমাকীর্ণাং সর্ব্বলোকমনোহরাম্।
মালতীমালমণ্ডিতাং নমামি ভক্তিরূপিণীম্।।
কাঞ্চনামিত-প্রভাদিসর্ব্বসখী-পরিবৃতাম্।
সুধেন্দুবদনীং নৌমি নাগরীকুলবেষ্টিতাম্।।
নদীয়া কিশোরীং গৌরীং পুরুষার্থ-প্রদায়িনীম্।
চিদানন্দময়ীং দেবীং নমামি বিশ্বরূপিণীম্।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্।। ১।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ! আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্।। ২।।

ইতি— শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণধৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগোপাল স্তবরাজঃ

শ্রীশ্রীগোপালদেবায় নমঃ

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্।। ১।।
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীল-কুঞ্চিত-মুর্দ্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালা-বিভূষিতম্।। ২।।
গণ্ড-মণ্ডল-সংসর্গি চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলম্।
স্থূল-মুক্তাফলোদার-হারদ্যোতিত-বক্ষসম্।। ৩।।
হেমাঙ্গদ-তুলাকোটি-কিরীটোজ্জ্বল-বিগ্রহম্।
মন্দ-মারুতঃ-সংক্ষোভ-চলিতাম্বর-সঞ্চয়ম্।। ৪।।
রুচিরৌষ্ঠপুট-ন্যস্ত বংশী মধুর নিস্বনৈঃ।
লসদ্‌গোপালিকা-চেতো মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।। ৫।।
বল্লবী বদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতম্।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সুস্মেরাপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ।। ৬।।

যৌবনোদ্ভিন্ন-দেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রাম্বর-ভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্।। ৭।।
প্রভিন্নাঞ্জন-কালিন্দী-জলকেলি-কলোৎসুকম্।
যোধয়ন্তং ক্বচিদ্‌গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্।। ৮।।
কালিন্দী-জল সংসর্গি শীতলানিল সেবিতে।
কদম্ব-পাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ।। ৯।।
রত্ন-ভূধর-সলগ্ন-রত্নাসন-পরিগ্রহম্।
কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেম-মণ্ডপিকাগতম্।।১০।।
বসন্ত-কুসুমামোদ-সুরভীকৃত-দিঙ্মুখে।
গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্।।১১।।
সব্য-হস্ততল-ন্যস্ত-গিরিবর্য্যাতপত্রকম্।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্ত-মুক্তাসার-ঘনাঘনম্।।১২।।
বেণুবাদ্য-মহোল্লাস-কৃত-হুঙ্কার-নিস্বনৈঃ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্‌গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্।।১৩।।
কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টা-বশবর্ত্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্যত-করৈর্গোপালৈরূপশোভিতম্।।১৪।।
নারদাদ্যৈর্মুনি-শ্রেষ্ঠৈর্বেদ-বেদাঙ্গ-পারগৈঃ।
প্রীতি-সুস্নিগ্ধয়া-বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্।।১৫।।
য এব চিন্তদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যাং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্।।১৬।।
রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজন-প্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্।।১৭।।

ইতি— *শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীশ্রীগোপাল-স্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ।*

শ্রীশ্রীমধুসূদন স্তোত্রম্

ওমিত্যুচ্চারতো মোহনিদ্রা দূরং পলায়তে ।
তয়া গ্রস্তং জগন্নাথ ! ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ।।১।।

ন গতির্বিদ্যতে নাথ ! ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।২।।
মোহিতোঽজ্ঞান-তমসা পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৩।।
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো!।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৪।।
গতাগতেন, শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৫।।
বহবো হি ময়াদৃষ্টা যোনিদ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাস-মহাদুঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৬।।
তেন দেব ! প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থস্ত্বৎপরায়ণঃ।
দুঃখার্ণব-নিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৭।।
বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতম্ ।
তৎপাপাব্ধি-নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৮।।
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণব মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।৯।।
দেহান্তর-সহস্রেষু প্রাপিতং ভ্রমতা ময়া।
তির্য্যক্ত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।১০।।
বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলাপয়ামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণ-ভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।১১।।
যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মধুসূদন !।।১২।।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
কদাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষর-চিন্তকাঃ।।১৩।।
সন্তি স্তোত্রাণি বহবো বাঞ্ছিতার্থ প্রদানি বৈ।
দ্বাদশার্ণাৎ পরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতম্ ।।১৪।।

দ্বাদশার্ণং মহাস্তোত্রং সর্ব্বকাম ফলপ্রদম্।
গর্ভবাস-নিরাসায় শুকেন পরিভাষিতম্।।১৫।।
দ্বাদশার্ণং নিরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং ধাম যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ।।১৬।।

ইতি - *শ্রীল-শুকদেবগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুসূদন-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা স্তোত্রম্

তিষ্ঠন্ বৃন্দাটবী-কুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ।
বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপণো-জনঃ।। ১।।
নবেন্দীবর- সন্দোহ-সৌন্দর্য্যাস্কন্দন-প্রভম্।
চারু-গোরোচনা-গর্ব্ব-গৌরব-গ্রাসি-গৌরভাম্।। ২।।
শাতকুম্ভ-কদম্বশ্রী-বিড়ম্বি-স্ফুরদম্বরম্।
হরতা কিংশুকস্যাংশূনং শুকেন বিরাজিতাম্।। ৩।।
সর্ব্বকৈশোরবদ্‌বৃন্দ-চূড়ারূঢ়-হরিন্মণিম্।
গোষ্ঠাশেষ-কিশোরীণাং ধর্ম্মিল্লোত্তংস-মল্লিকাম্।। ৪।।
শ্রীশমুখ্যাত্মরূপাণাং রূপাতিশয়ি-বিগ্রহম্।
রমোজ্জ্বল-ব্রজবধূ-ব্রজ-বিস্মাপি-সৌষ্ঠবাম্।।৫।।
সৌরভ্যাহৃত-গন্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিত-মাধবাম্।
রাধারোধন-বংশীকং মহতীমোহিতাচ্যুতাম্।।৬।।
রাধা-ধৃতি-ধন-স্তেন-লোচনাঞ্চল-চাপলম্।
দৃগঞ্চল-কলা-ভৃঙ্গী-দষ্ট-কৃষ্ণ-হৃদম্বুজাম্।।৭।।
রাধা-গূঢ়-পরিহাস-প্রৌঢ়ি -নির্ব্বচনীকৃতম্।
ব্রজেন্দ্রসুত-নর্ম্মোক্তি রোমাঞ্চিত-তনুলতাম্।।৮।।
দিব্য-সদ্‌গুণ-মাণিক্য-শ্রেণী-রোহণ-পর্ব্বতম্।
উমাদি-রমণীব্যূহ-স্পৃহণীয়-গুণোৎকরাম্।।৯।।

ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ! তাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি!
কাকুভির্বন্দমানোহয়ং মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ।।১০।।
যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপালাভায় যদ্যপি।
মহাকৃপালু-মৌলিত্বাত্তথাপি কুরুতং কৃপাম্।।১১।।
অযোগ্য সাপরাধেহপি দৃশ্যন্তে কৃপয়াকুলাঃ।
মহাকৃপালবো হন্ত! লোকে লোকেশবন্দিতৌ।।১২।।
ভক্তের্বাং করুণাহেতোর্লেশাভাসোহপি নাস্তি মে।
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতম্।।১৩।।
জনে দুষ্টেহপ্যভক্তেহপি প্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ।
মহালীলা মহেশাশ্চ হে নাথৌ বহবো ভুবি।।১৪।।
অধমোহপ্যুত্তমং মত্বা সমজ্ঞোহপি মনীষিণম্।
শিষ্টং দুষ্টোহপ্যয়ং জন্তুর্মন্তুং ব্যধিতো যদ্যপি।।১৫।।
তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্ বামধীশৌ নামজল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দ-নিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্।।১৬।।
যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সকৃদ্ভক্তিলবাদপি।
তদাগঃ ক্বাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ।।১৭।।
হন্ত! ক্লীবোহপি জীবোহয়ং নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাম্।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ প্রসাদঃ কোহপ্যুদঞ্চতু।।১৮।।
এষ পাপী রুদন্নুচ্চৈরাদায় রদনৈস্তৃণম্।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতম্।।১৯।।
হাহা রাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ।
এতাং মে শৃণুতং কাকুং কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ।।২০।।
যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হাহা কাকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদতমযোগ্যহপি জনেহস্মিন্ করুণার্ণবৌ।।২১।।

ক্রোশত্যার্ত্তস্বরৈরাস্যে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরুতং কুরুতং নাথৌ করুণা কণিকামপি।।২২।।
বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুণস্বান্তৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটামপি।।২৩।।
মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্রচেতসঃ।
তেভ্যোঽপি প্রেমমধুরং প্রসাদীকুরুতং নিজম্।।২৪।।
সেবামেবাদ্য বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরম্।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত ! ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি।।২৫।।
নাথিতং পরমেবেদমনাথজনবৎসলৌ ।
স্বং সাক্ষাৎদাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে।।২৬।।
অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য দীনোঽয়ং ভিক্ষতে জনঃ।
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাম্।।২৭।।
অমলো বাং পরিমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে?
অনর্ঘ্যেণ প্রমোদেন ঘ্রাণং মে ঘূর্ণয়িষ্যতি ? ২৮।।
রঞ্জয়িষ্যতিকর্ণৌ মে হংসগুঞ্জিত-গঞ্জনম্।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীর-কলশিঞ্জিতম্? ২৯।।
সৌভাগ্যাঙ্করথাঙ্গাদি-লক্ষিতানি পদানি বাম্।
কদা বৃন্দাবনে পশ্যন্নুন্মদিষ্যত্যয়ং জনঃ? ৩০।।
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মর্য্যাদানীরাজ্য-পদনীরজৌ।
কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মমাক্ষ্ণোর্বিধাস্যথঃ ? ৩১।।
সুচিরাশা-ফলাভোগ-পদাম্ভোজ-বিলোকনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতামিহ কিং ভবে ? ৩২।।
কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে সুরতৌ নাতি-দূরতঃ ? ৩৩।।

গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোন্যবীক্ষণৌ।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা ? ৩৪।।
গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকম্।। ৩৫।।
পণীকৃতমিথোহার-লুণ্ঠনব্যগ্রহস্তয়োঃ।
কলিং দ্যূতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ ? ৩৬।।
কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ?
পাদসম্বাহনং হন্ত জনোহয়ং রচয়িষ্যতি ।। ৩৭।।
কন্দর্পকলহোদঘট্টত্রুটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ ? ৩৮।।
কেলিকল্লোলবিস্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি বর্হিপতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্ ? ৩৯।।
কন্দর্পকেলি-পাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্পয়োরহম্।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্ ? ৪০।।
দেবোরস্তে বনস্রগ্‌ভির্দৃশৌ তে দেবি! কজ্জ্বলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ? ৪১।।
জাম্বুনদাভ-তাম্বূলিপর্ণাণ্যবদলষ্য বাম্।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা ? ৪২।।
ক্বাসৌ দুষ্কৃতকর্ম্মাহং ক্ব বামভ্যর্থনেদৃশী।
কিম্বা কম্বা ন যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী ? ৪৩।।
যয়া বৃন্দাবনে জন্তরনর্হোঽপ্যেষ বাস্যতে ।
তয়ৈব কৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতম্।। ৪৪।।
কার্পণ্যপঙ্গিকামেতাং সদা বৃন্দা-টবীনটৌ।
গিরৈব জল্পতোঽপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতম্।।৪৫।।

ইতি— শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামি-কৃত-কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ স্তোত্রম্

মুনীন্দ্রবৃন্দবন্দিতে ত্রিলোকশোকহারিণি
প্রসন্নবক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জভূবিলাসিনি ।
ব্রজেন্দ্রভানুনন্দিনি ব্রজেন্দ্রসূনুসঙ্গতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ?।।১।।
অশোকবৃক্ষবল্লরী-বিতান-মণ্ডপস্থিতে
প্রবাল-বাল-পল্লব প্রভারুণাঙ্ঘ্রি কোমলে।
বরাভয়স্ফুরৎকরে প্রভূত-সম্পদালয়ে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।২।।
অনঙ্গরঙ্গমঙ্গল প্রসঙ্গ-ভঙ্গুরভ্রুবাম্
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমং দৃগন্তবাণপাতনৈঃ।
নিরন্তরং বশীকৃত প্রতীতনন্দনন্দনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।। ৩।।
তড়িৎ- সুবর্ণচম্পক প্রদীপ্তগৌরবিগ্রহে
মুখপ্রভাপরাস্তকোটিশারদেন্দু মণ্ডলে।
বিচিত্রচিত্রসঞ্চরচ্চকোরশাবলোচনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।। ৪।।
মদোন্মদাতিযৌবনে প্রমোদ মানমণ্ডিতে
প্রিয়ানুরাগরঞ্জিতে কলাবিলাস-পণ্ডিতে ।
অনন্যধন্যকুঞ্জরাজ-কামকেলিকোবিদে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।৫।।
অশেষহাবভাব-ধীরহীর-হারভূষিতে
প্রভূত শাতকুম্ভ কুম্ভ কুম্ভিকুম্ভসুস্তনি।
প্রশস্ত-মন্দহাস্যচূর্ণপূর্ণসৌখ্যসাগরে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।৬।।

মৃণালবালবল্লরী তরঙ্গরঙ্গদোর্লতে
লতাগ্র লাস্য লোল নীল লোচনাবলোকনে।
ললল্লুলন্ মিলন্মনোজ্ঞমুগ্ধ মোহনাশ্রয়ে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।৭।।

সুবর্ণমালিকাঞ্চিতে ত্রিরেখকম্বুকণ্ঠগে
ত্রিসূত্র মণ্ডলীগুণ ত্রিরত্ন-দীপ্তি দীধিতি।
সলোল নীলকুন্তলে প্রসূন-গুচ্ছ গুম্ফিতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।৮।।

নিতম্ববিম্বলম্বমান পুষ্পমেখলাগুণে
প্রশস্তরত্নকিঙ্কিণী কলাপমধ্যমঞ্জুলে।
করীন্দ্রশুণ্ডদণ্ডিকাবরোহ সৌভগোরুকে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।৯।।

অনেক মন্ত্রনাদ মঞ্জুনূপুরারবস্খলৎ
সমাজ রাজহংসবংশ নিক্বণাতিগৌরবে।
বিলোলহেমবল্লরী বিড়ম্বিচারুচঙ্ক্রমে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।১০।।

অনন্তকোটিবিষ্ণুলোক নম্রপদ্মজার্চিতে
হিমাদ্রিজা-পুলোমজা-বিরিঞ্চিজা-বরপ্রদে।
অপারসিদ্ধিবৃদ্ধিদিগ্ধ সৎপদাঙ্গুলীনখে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্?।।১১।।

মহেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি সুরেশ্বরি স্বধেশ্বরি !
ত্রিবেদ ভারতীশ্বরি প্রমাণশাসনেশ্বরি !!
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদকাননেশ্বরি !
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোঽস্তুতে।।১২।।

ইতীদমদ্‌ভুতস্তবং নিশম্য ভানুনন্দিনী
করোতু সন্ততং জনং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।।১৩
ভবেত্তদৈব সঞ্চিত ত্রিরূপ কর্ম্মনাশনং
লভেত্তদা ব্রজেন্দ্রসূনুমণ্ডলং প্রবেশনম্।।১৪।।
রাকায়াং চ সিতাষ্টম্যাং দশম্যাং চ বিশুদ্ধায়াম্।
একাদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং যঃ পঠেৎ সাধকঃ সুধীঃ।।১৫।।
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি সাধকঃ
রাধাকৃপাকটাক্ষেণ ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ।।১৬।।
উরুমাত্রে নাভিমাত্রে হৃন্মাত্রে কণ্ঠমাত্রকে।
রাধাকুণ্ডজলে স্থিত্বা যঃ পঠেৎ সাধকঃ শতম্।।১৭।।
তস্য সর্ব্বার্থ সিদ্ধিঃ স্যাৎ বাঞ্ছিতার্থফলং লভেৎ।
ঐশ্বর্য্যং চ লভেৎ সাক্ষাদ্দৃশা পশ্যতি রাধিকাম্।।১৮।।
তেন সা তৎক্ষণাদেব তুষ্টা দত্তে মহাবরম্।
যেন পশ্যন্তি নেত্রাভ্যাং তৎপ্রিয়ং শ্যামসুন্দরম্।।১৯।।
নিত্যলীলা প্রবেশঞ্চ দদাতি শ্রীব্রজাধিপঃ।
অতঃ পরতরং প্রাপ্যং বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে।।২০।।

ইতি— শ্রীযামলোক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রম্

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্তপাপখণ্ডনং
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈবনন্দনন্দনম্।
সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকং
অনঙ্গরঙ্গসাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্।।১।।
মনোজগর্ব্বমোচনং বিশাললোললোচনং
সুপীতবস্ত্রশোভনং নমামি পদ্মলোচনম্।

করারবিন্দভূষণং স্মিতাবলোকসুন্দরং
মহেন্দ্রমানদারণং স্মরামি কৃষ্ণবালকম্।।২।।
কদম্বসূনুকুণ্ডলং সুচারুগণ্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্ল্লভম্।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিং
উলুখলে সুদুঃ সহং নমামি নন্দনন্দনম্।।৩।।
নবীনগোপনাগরং নবীনকেলিসাগরং
নবীনমেঘসুন্দরম্ ভজেব্রজৈক মন্দিরম্।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজং
স্মরামি নন্দবালকং সমস্ত ভক্তপালনম্।।৪।।
সমস্তগোপনাগরং দৃগম্বুজৈকমোহনং
নমামি কুঞ্জমধ্যগং প্রসন্ন ভানুশোভনম্।
দৃগন্তকান্তরঞ্জনং সদা সদালি-সঙ্গিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্।।৫।।
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং শুভাকরং
ত্বয়া সুখ প্রদায়কং নমামি প্রেমনায়কম্ ।
সমস্ত-দোষশোষণং সমস্ত-ভক্ত-তোষণং
সমস্ত-দাস মানসং নমামি কৃষ্ণলালসম্।।৬।।
দৃগন্তচারুশায়কং নমামি প্রেমনায়কং
নিকামকামদায়কং নমামি বেণুগায়কম্।
মহাভবাগ্নিতারকং ভবাব্ধি কর্ণধারকং
যশোমতীকিশোরকং নমামি দুগ্ধচোরকম্ ।।৭।।
সমস্তমুগ্ধগোপিকা মনোজকামদায়কং
নমামি ভক্তবর্ধনং দধিপ্রিয়ং জনার্দ্দনম্।
কিশোরকান্তিরঞ্জনং দৃগঞ্জনং সুশোভিতং
গজেন্দ্রমোক্ষকারিণং নমামি লোক সন্তোষম্।।৮।।

নিকুঞ্জমঞ্জুমাধুরী প্রিয়ালিবৃন্দসুন্দরীং
লভেঽহমিন্দিরাস্তুতাং তথাকৃপা বিধীয়তাম্
প্রমাণিতং স্তবদ্বয়ং পঠন্তি প্রাতরুত্থিতাঃ
ত এব নন্দনন্দনং মিলন্তি ভাবসংস্থিতাঃ।।৯।।

ইতি— *শ্রীযামলোক্তং শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষ স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীতুলসী স্তবঃ

মুনয়ঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাঃ, পাতালে নাগরাট স্বয়ম্।
প্রভাবং তব দেবেশি, গায়ন্তি সুরসত্তমাঃ।।
ন তে প্রভাবং জানন্তি দেবতাঃ কেশবাদৃতে।
গুণানাং পরিমাণন্তু কল্পকোটি শতৈরপিঃ।।
কৃষ্ণানন্দাৎ সমুদ্ভূতা ক্ষীরোদ মথনোদ্যমে।
উত্তমাঙ্গে পুরা যেন তুলসী বিষ্ণুনা ধৃতা।।
প্রাপ্যৈতানি ত্বয়া দেবী বিষ্ণুরঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
পবিত্রতা ত্বয়া প্রাপ্তা তুলসী ত্বাং নমাম্যহম্।।
ত্বদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরুস্বমেঽবিঘ্নং যতো যামি পরাং গতিম্।।
রোপিতা গোমতী তীরে স্বয়ং কৃষ্ণেন পালিতা।
জগদ্ধিতায় তুলসী গোপীনাং হিতহেতবে।।
বৃন্দাবনে বিচরতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্।
গোকুলস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ।।
বশিষ্ঠ বচনাৎ পূর্ব্বং রামেন সরযূ তটে।
রাক্ষসানাং বধার্থায় রোপিতা ত্বং জগৎপ্রিয়ে।।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।।
বিয়োগে বাসুদেবস্য ধ্যাত্বা ত্বাং জনকাত্মজা।
অশোক বনমধ্যে তু প্রিয়েন সহ সঙ্গতা।।

শঙ্করার্থং পুরাদেবি পার্ব্বত্যা ত্বাং হিমালয়ে।
রোপিতা সেবিতা সিদ্ধে তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।।
ধর্ম্মারণ্যে গয়ায়াঞ্চ সেবিতা পিতৃভিঃ স্বয়ম্।
সেবিতা তুলসী পুণ্যা আত্মনো হিতমিচ্ছতা।।
রোপিতা রামচন্দ্রেন সেবিতা লক্ষ্মণেন চ!
সীতয়া পালিতা ভক্ত্যা তুলসী দণ্ডকে বনে।।
ত্রৈলোক্য ব্যাপিনী গঙ্গা যথা শাস্ত্রেষু গীয়তে।
তথৈব তুলসী দেবী দৃশ্যতে সচরাচরে।।
ঋষ্যমুকে চ বসতা কপিরাজেন সেবিতা।
তুলসী বালিনাশায় তারাসঙ্গম হেতবে।।
প্রণম্য তুলসী দেবীং সাগরোৎক্রমণং কৃতম্।
কৃতকার্য্যঃ প্রহৃষ্টশ্চ হনুমান পুনরাগতঃ।।
তুলসী গ্রহণং কৃত্বা বিমুক্তো যদি পাতকৈঃ।
অথবা মুনি শার্দ্দূলা ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি।।
তুলসী পত্র গলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
গঙ্গা স্নানমবাপ্নোতি দশধেনু ফল প্রদম্।।
প্রসীদ দেবি দেবেশি প্রসীদ হরি বল্লভে ।
ক্ষীরোদ মথনোদ্ভূতে তুলসী ত্বাং নমাম্যহম্।।
দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেত্তুলসী স্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।।
ইতি— শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীতুলসী স্তবঃ সম্পূর্ণঃ।

অপরাধ-ভঞ্জন স্তোত্রম্

আদৌ কর্ম্ম-প্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিন্মূত্রামেধ্য মধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জঠরো জাতবেদাঃ।

যদ্‌যদ্ বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম ।।।১।।
বাল্যে দুঃখাতিরেকো মল-লুলিত-বপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণ-জনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থ-দুঃখাদুদর-পরবশঃ কেশবং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ ।।। ২।।
তস্মিন্ বাল্যাভিলাষৈর্জড়িত-জড়মতির্বাললীলা-প্রসক্তো
ন ত্বাং জানামি বিষ্ণো! কলিকলুষহরং ভোগমোক্ষ-প্রদং বা।
নাচারো নৈব পূজা ন চ যজন কথা ন স্মৃতির্নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম।।।৩।।
পৌগণ্ডে বাল্যলীলাস্বনুরতমনিশং ক্ষিপ্তচিত্তং বয়স্যৈঃ
স্থানাস্থানাবিচারী প্রহত-মতি-যুতঃ সূচ্চনীচাদি-বুদ্ধ্যা।
কৈশোরে বৈ তথা মে ক্ষণমপি ন কদা মাধবশ্চিন্তনীয়ঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ ।।। ৪।।
প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়-বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুত-ধন-যুবতী-স্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
কৃষ্ণে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম।।। ৫।।
তস্মিন্ ভোগাভিলাষী সুত-দুহিতৃ-কলত্রার্থমন্নাদি-চেষ্টঃ
ক্ব প্রাপ্তিঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া ভিন্নদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজন-বিধির্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বা
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ।।।৬।।
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগত-বলতয়া চাধিদৈবাদি-তাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈর্জনয়তি বহুশশ্চাত্মনশ্চাতিখেদম্।
মিথ্যা-মোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো মাধব-ধ্যান-শূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম।।। ৭।।

তত্রৈবং বুদ্ধিহীনঃ কৃত-বিবশ-তনুঃ শ্বাস-কাশাতিসারৈঃ
কর্ম্মানর্হোঽক্ষহীনঃ প্রগলিত-দশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধঃ স্মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।। ৮
নো শক্যং স্মর্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়ানুকূলং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুল-বিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণ-মননয়ো কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।। ৯।।
ধ্যাতং চিত্তে পদং নো প্রচুরতর-ধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং বা লক্ষসংখ্যং হুতবহ-বদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো জপ্তো গঙ্গাতীরে ব্রত-পরিচরণৈঃ কৃষ্ণমন্ত্রঃ সুসঙ্গৈঃ।।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।।১০।।
জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়-হরণং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদানং
নিত্যানন্দোদয়েশং নিগম-ফলময়ং নিত্যলীলোদয়াঢ্যম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্গৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।।১১।।
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপন-বিধি-বিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ তুলসী-শুভদলং বাথ বৈধেক-পত্রম্।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।।১২।।
কৃত্বা স্নানং দিবার্দ্ধে ক্বচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং
নো নৈবেদ্যাদি চেষ্টা ক্বচিদপি ন কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণ-কথনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।। ১৩।।
দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্য-যুক্তৈর্ঘটশত-মিলিতৈঃ স্নাপিতো নৈব কৃষ্ণো
নো লিপ্তশ্চন্দনাদ্যৈঃ কনক-বিরচিতৈঃ পূজিতো ন প্রসূনৈঃ।

ধূপৈঃ কর্পূর-দীপৈর্বিবিধরস-যুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।।১৪।।
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়-মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
স্বান্তে শান্তিপ্রলীনে প্রকটিত-গহনে জ্যোতীরূপে পরোক্ষে।
কৃষ্ণাঙ্গ-জ্যোতীরূপং সকলমভিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।। ১৫।।
নব্যাভ্র-শ্যামলাঙ্গং বনজ-সুকুসুমৈর্মালিনং গোপবেশং
ভক্তানামিষ্টশন্দং দনুজ-কুল-হরং গোপগোপী-পরীতম্।
সংসারোদ্ধার-রূপং মনসি চ ন কদা ভাবিতং ভক্তিশুদ্ধে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।।১৬।।
ব্রহ্মারুদ্রাদি-দেবঃ পরিচরতি সদাত্বৎপদাম্ভোজ-যুগ্মং
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং মধু মথন বিভো! তৎপদাব্জং-যুগ্মং
নিত্যং লোভৈঃ প্রমাদৈঃ কৃত-বিবশ-মতিশ্চাধমস্ত্বাং প্রযাচে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।। ১৭।।
রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুত-তনুঃ কামনাভোগ-লুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারীশুভমতি-রহিতঃ সাধুসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক্ব ধ্যানং তে ক্ব পূজা ক্ব চ মনু-জপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।।১৮।।
আত্মা-জীবস্য শীর্ষে দশশত-দলকে জ্ঞানশক্তি-প্রদাতা
হৃদ্ব্যোমে পদ্মমধ্যে বিহরসি সততং বীর্য্যতেজঃ প্রদস্ত্বম্।
আধারাদৌ ত্বমেবং কৃতিরপি হি পুনঃ সর্ব্বমেব ত্বমেব
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।। ১৯।।
ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং ভগবদ্বায়ু-রূপ-
স্ত্বঞ্চাকাশং-মনশ্চ প্রকৃতিরসি মহৎপূর্ব্বিকাহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মা চৈবাসি কৃষ্ণ পরমপি ভবসি তৎপর নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ!।।২০

ত্বং ধাতস্ত্বং গিরিশস্ত্বমসি গণপতিস্ত্বং হি শক্তির্দিনেশ-
স্ত্বং শ্রীরামো হি রামস্ত্বমসি হলধরো বুদ্ধরূপো ঋষস্ত্বম্।
কূর্ম্মস্ত্বং শূকরস্ত্বং ত্বমসি নরহরির্বামনঃ কল্কিরূপঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম!।। ২১।।

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগন্নাশকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ! ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ।। ২২।।

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিং বা পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং হরিপদে কৃত্বা মনঃ কীর্ত্তনৈঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীরাধিকাবল্লভম্ ।। ২৩।।

কর-চরণ-কৃতং কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমুরারে মুকুন্দ !।।২৪।।

স্তোত্রেণানেন বিষ্ণোঃ পরিচরতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো
দুষ্কীর্ত্তির্দুঃখ সঙ্ঘঃ পরিভব-নিকরো নাশতামেতি তূর্ণম্।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিদ্ভবতি যদি পুনঃ সর্ব্বথা সাপরাধ-
স্তৎ সর্ব্বং ভক্তবশ্যো ব্রজপতি-তনয়ঃ ক্ষাময়েৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ।।২৫।।

জেতা বক্তা কবীশো ভবতি ধনপতির্দানশীলো দয়াবান্
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুশলি-কুল-পতিঃ সত্যবান্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুগণ-বিমুখঃ সৎপথঃ সৎস্বভাবঃ
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি মধুহৃৎ-পাদপদ্মাবলম্বাৎ।।২৬।।

ইত্যপরাধভঞ্জন স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কবচম্

শ্রীনারদ উবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! কবচং যৎ প্রকাশিতম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো ! ।।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র ! কবচং পরমাদ্ভুতম্।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা।।
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্ বদামি তে।
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগত্রয়ম্।।
পঠনাদ্ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা মহিষাদি মহাসুরান্।।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ।।
ইদং কবচমত্যন্তং গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং পায়ান্নেত্রযুগ্মমষ্টার্ণো ভক্তিমুক্তিদঃ।।
ক্লীঁ পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্।।

গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ।।
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ম্।
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ।
ক্লীঁ কৃষ্ণঃ ক্লীঁ করৌ পায়াৎ ক্লীঁ কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ স্তনৌ মম।।
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্ব যুগ্মং মনূত্তমঃ।।
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙে-যুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু।।
পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীঁ কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্‌থিনী সততং পাতু শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণ ঠদ্বয়ম্।।
ঊরূ সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ পদতো গোপীজনবল্লভপদং ততঃ।।
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষড়্দশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশাক্ষরঃ।।
ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ।।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বাসুদেবায় তৎপরম্।।
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।
হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশার্ণস্তু ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষোড়শার্ণকঃ।।
গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দিশি রক্ষতু।
হ্রীঁ শ্রীঁ দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু।।
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈর্ঋত্যাং দিশি রক্ষতু।।

ক্লীঁ হৃষীকেপদং শায় নমো মাং বারুণেঽবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু।।
শ্রীঁ মায়া কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু।।
বাগ্ ভবং কাম কৃষ্ণায় হ্রীঁ গোবিন্দায় তৎপরম্।
শ্রীঁ গোপীজনবল্লান্তে ভায় স্বাহাঽসৌ ততঃ।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যাং সদাবতু।
কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তম্।।
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু।।
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ।।
ইতি তে কথিতং বিপ্র ! ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ।।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।।
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদ্দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ।।
মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েৎ স্বয়ম্।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ম্।।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পুরশ্চর্য্যাং বিনা ততঃ।
স্পর্দ্ধামুর্দ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্বাণী বসেত্ততঃ।।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।।

ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাদ্ যতঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।।
ইদং কবচম্ জ্ঞাত্বা ভজেদ্ যঃ পুরুষোত্তমম্।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি।।

ইতি— *শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণকবচং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীগোপাল কবচম্

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথ বক্ষ্যামি কবচং গোপালস্য জগদ্গুরোঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।।১।।
শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
নারদোঽস্য ঋষির্দেবি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।।২।।
দেবতা বালকৃষ্ণশ্চ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ।
শিরো মে বালকৃষ্ণশ্চ পাতু বিষ্ণুঃ শ্রুতী মম।।৩।।
নারায়ণঃ পাতু কণ্ঠং গোপীবৃন্দ্যঃ কপোলকম্।
নাসিকে মধুহা পাতু চক্ষুষী নন্দনন্দনঃ।।৪।।
জনার্দ্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথা।
ঊর্দ্ধোষ্ঠং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিসূদনঃ।।৫।।
হৃদয়ং গোপিকানাথো নাভিং সুতপ্রদঃ সদা।
হস্তৌ গোবর্দ্ধনধরঃ পাদৌ পীতাম্বরোঽবতু।।৬।।

করাঙ্গুলীঃ শ্রীধরো মে পাদাঙ্গুলীঃ কৃপাময়ঃ।
লিঙ্গং পাতু গদাপাণির্বালক্রীড়া-মনোরমঃ।।৭।।
জগন্নাথঃ পাতু পূর্ব্বং শ্রীরামোঽবতু পশ্চিমম্।
উত্তরং কৈটভারিশ্চ দক্ষিণং হনুমৎপ্রভুঃ।।৮।।
আগ্নেয্যাং পাতু গোবিন্দো নৈর্ঋত্যাং পাতু কেশবঃ।
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারি-রৈশান্যাং গোপনন্দনঃ।।৯।।
ঊর্দ্ধং পাতু প্রলম্বারিরধঃ কৈটভমর্দ্দনঃ।
শয়ানং পাতু পূতাত্মা গতৌ পাতু শ্রিয়ঃ পতিঃ।।১০।।
শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রদ্ভাবে হ্যপাং পতিঃ।
ভোজনে কেশিহা পাতু কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।।১১।।
নিশাক্ষয়ে নিশানাথো দিবানাথো দিনক্ষয়ে।
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্।।১২।।
যঃ পঠেন্নিত্যমেবেদং কবচং প্রযতো নরঃ।
তস্যাশু বিপদো দেবি! নশ্যন্তি রিপুসঙ্ঘতঃ।।১৩।।
অন্তে গোপাল-চরণং প্রাপ্নোতি পরমেশ্বরি!।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।।১৪।।
তং সর্ব্বদা রমানাথঃ পরিপাতি চতুর্ভূজঃ।
আজ্ঞাত্বা কবচং দেবি! গোপালং পূজয়েদ্ যদি।।১৫।।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি! জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
স শস্ত্রাঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ।।১৬।।

ইতি— *শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীশ্রীগোপাল-কবচং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীরাধা কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

কৈলাশ বাসিন্ ভগবন্ ভক্তানুগ্রহকারক।
রাধিকা-কবচং পুণ্যং কথয়স্য মম প্রভো।। ১।।

যদ্যস্তি করুণানাথ ত্রাহিমাং দুঃখতো ভয়াৎ।
ত্বমেবশরণং নাথ শূলপাণো! পিনাকধৃক্ ।। ২।।
শৃণুস্ব গিরিজে তুভ্যং কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বহত্যাহরং পরম্।। ৩।।
হরিভক্তি-প্রদংসাক্ষাৎ ভুক্তি-মুক্তি-প্রসাধনম্।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং দেবি হরিসান্নিধ্যকারকম্।। ৪।।
সর্ব্বত্র জয়দং দেবি সর্ব্বশত্রু-ভয়াবহম্।
সর্ব্বেষাং চৈব ভূতানাং মনোবৃত্তি হরং পরং।। ৫।।
চতুর্ধা মুক্তিজনকং সদানন্দ-করং পরম্।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফল-দায়কম্।। ৬।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাধা-মন্ত্রং চ যো জপেৎ।
সনাপ্নোতি ফলং তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।। ৭।।
ঋষিরস্য মহাদেবোহনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
রাধাহস্যদেবতাপ্রোক্তা রাং বীজং কীলকংস্মৃতম্ ।। ৮।।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোগ প্রকীর্তিতঃ।
শ্রীরাধা মে শিরঃ পাতু ললাটংরাধিকা তথা।। ৯।।
শ্রীমতী নেত্র-যুগলং কর্ণৌগোপেন্দ্র-নন্দিনী।
হরিপ্রিয়ানাসিকাঞ্চ ভ্রূযুগাংশিশোভনা।। ১০।।
ঔষ্ঠং পাতু কৃপা দেবী অধরং গোপিকা তথা।
বৃষভানুসুতা দন্তাং শ্চিবুকং গোপনন্দিনী।। ১১।।
চন্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণ-প্রিয়া তথা।
কণ্ঠং পাতু হরি-প্রাণা হৃদয়ং বিজয়াতথা।। ১২।।
বাহুদ্বৌ বন্দনা উদরং শ্রীদাম্নরবসা।
কটিযোগান্বিতা পাতুপাদৌ সৌভদ্রিকাতথা।। ১৩।।
নখাং চন্দ্রমুখী পাতু গুল্ফৌ গোপাল বল্লভা।
জানুদেশং জয়াপাতু গোপী পাদতলং তথা।। ১৪।।

শুভ-প্রদা পাতু পৃষ্ঠং কক্ষৌ শ্রীকান্তবল্লভা।
জানুদেশং জয়াপাতু হরিণী পাতু সর্বতঃ।। ১৫।।
বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী।
পূর্বাদিশং কৃষ্ণরতা কৃষ্ণপ্রাণা চ পশ্চিমাম্।। ১৬।।
উত্তরাং হরিতা পাতু দক্ষিণী বৃষভানুজা।
চন্দ্রাবলী নিশামেব দিবাক্ষেবড়িত-মেখলা।। ১৭।।
সৌভাগ্যদা মধ্য দিনে সায়াহ্নে কামরূপিণী।
রৌদ্রীপ্রাতঃ পাতুমাংহি গোপিনীরজনী ক্ষয়ে।।১৮।।
হেতুদা সঙ্গমে পাতু কেতুমালা দিবার্নিকে।
শেষাহ্পরাহ্ন সময়ে শমিতা সর্ব সন্ধিষু।। ১৯।।
যোগিনী ভোগ-সময়ে রতৌ রতি-প্রদাসদা।
কামেশীকৌতুকীনিত্যং যোগেরত্নাবলীমম।।২০।।
সর্বত্র সর্বকার্যেষু রাধিকা কৃষ্ণমানসা।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতম্।। ২১।।
সর্বরক্ষা করং নাম মহারক্ষা করং পরম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নেসময়ে সায়হ্নে প্রপঠেৎ যদি।। ২২।।
সর্বার্থসিদ্ধিস্তস্য স্যাৎ যৎ যন্মনসি বর্ততে।
রাজ-দ্বারে সভায়াং চ সংগ্রামে শত্রু-সঙ্কটে।। ২৩।।
প্রাণার্থনাশসময়ে যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
তস্য সিদ্ধির্ভবেৎ দেবি ন ভয়ং বিদ্যতেকচিৎ।। ২৪।।
আরাধিতা রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়।
গঙ্গা স্নানাদ্ধরের্নাম গ্রহনাৎ যৎ ফলং লভেৎ।। ২৫।।
তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
হরিদ্রারোচনাচন্দ্রামণ্ডিতঃ হরি চন্দনম্।। ২৬।।
কৃত্বা লিখিত্বা ভূর্জে চ ধারয়েৎ মস্তকে ভূজে।
কণ্ঠে বা দেব দেবেশ সঃ হরির্নাত্র সংশয়ঃ।। ২৭।।

কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিংস্থিতিং হরিঃ।
সংহার চাহং নিযতং করোমি কুরুতে তথা।। ২৮।।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় বিরাগগুণশালিনে।
দদ্যাৎ কবচমব্যগ্রমনন্যং ধর্মমাপ্নুয়াৎ।। ২৯।।

ইতি— *শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীশ্রীরাধাকবচং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীনারায়ণ কবচম্

অঙ্গন্যাস

ওঁ ওঁ নমঃ পাদয়োঃ (দক্ষিণ হস্তের তজ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পদ স্পর্শ)! ওঁ নং নমঃ জানুনোঃ (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জানুদ্বয় (হাঁঠু) স্পর্শ। ওঁ মোং নমঃ উর্বোঃ, (দক্ষিণ হস্তের তজ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উরুদ্বয় স্পর্শ)! ওঁ নাং নমঃ উদরে, (দক্ষিণ হস্তের তজ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উদর স্পর্শ)! ওঁ রাং নমঃ হৃদি, (দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অনামিকা তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয় স্পর্শ)। ওঁ যং নমঃ উরসি, (দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অনামিকা ও তজ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ)। ওঁ ণাং নমঃ মুখে (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বাবা মুখ স্পর্শ)। ওঁ যং নমঃ শিরসি (দক্ষিণ হস্তের তজ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ)।

করন্যাস

ওঁ ওঁ নমঃ দক্ষিণ তর্জ্জন্যাম্, (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের তজ্জনী স্পর্শ)। ওঁ নং নমঃ দক্ষিণ মধ্যমায়াম্, (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা স্পর্শ)। ওঁ মোং নমঃ দক্ষিণানামিকায়াম্, (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অনামিকা স্পর্শ)। ওঁ ভং নমঃ দক্ষিণকনিষ্ঠিকায়াং (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠিকা স্পর্শ)। ওঁ গং নমঃ

বামকনিষ্ঠিকায়াং (বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠিকা স্পর্শ)। ওঁ বং নমঃ বামানামিকায়াং, (বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামহস্তের অনামিকা স্পর্শ)। ওঁ তেং নমঃ বামমধ্যমায়াম্, (বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামহস্তের মধ্যমা স্পর্শ)। ওঁ বাং নমঃ বামতর্জ্জন্যাম্, (বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামহস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ)। ওঁ সুং নমঃ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠোর্দ্ধপর্ব্বণি, (দক্ষিণ হস্তের চার অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উর্দ্ধপর্ব্ব স্পর্শ)। ওঁ দেং নমঃ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাধঃ পর্ব্বণি, (দক্ষিণ হস্তের চার অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অধঃ পর্ব্ব স্পর্শ)। ওঁ বাং নমঃ বাম অঙ্গুষ্ঠোর্দ্ধ পর্ব্বণি (বাম হস্তের চার অঙ্গুলি দ্বারা বাম অঙ্গুষ্ঠের উর্দ্ধ পর্ব্ব স্পর্শ)। ওঁ য়ং নমঃ বামাঙ্গুষ্ঠাধঃ পর্ব্বণি (বাম হস্তের চার অঙ্গুলি দ্বারা বাম হস্তের অধঃপর্ব্ব স্পর্শ)।

শ্রীবিষ্ণু ষড়ক্ষরন্যাসঃ

ওঁ ওঁ নমঃ হৃদয়ে (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ)। ওঁ বিং নমঃ মূর্দ্ধ্ণি (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ)। ওঁ ষং নমঃ ভ্রুবোর্মধ্যে, (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ভ্রুদ্বয় স্পর্শ)। ওঁ ণং নমঃ শিখায়াম্ (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ)। ওঁ বেং নমঃ নেত্রয়োঃ (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ)। ওঁ নং নমঃ সর্ব্বসন্ধিষু, (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা দ্বারা সর্ব্বসন্ধিস্থল স্পর্শ)। ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্ প্রাচ্যাম্ (পূর্ব্বদিকে তুরি দিবে) ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্ দক্ষিণস্যাম, (দক্ষিণকোনে তুরি) ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্ নৈঋত্যে নৈঋতকোনে তুরি)। ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্ প্রতীচ্যাম্ (পশ্চিমদিকে তুরি)। ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্ বায়ব্যো (বায়ুকোনে তুরি) ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্, ঐশান্যাম, (ঈশানকোনে

তুরি) ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্, উৰ্দ্ধয়াম্ (উৰ্দ্ধদিকে তুরি) ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্, অধঃ (অধদিকে তুরি)।

অথ শ্রীশ্রীনারায়ণ কবচম্

শ্রীরাজোবাচ

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্।
ক্রীড়ন্নিব বিনির্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ম্।। ১।।
ভগবং স্তন্মমাখ্যাহি বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্।
যথাততায়িনং শত্রুন্ যেন্ গুপ্তোহজয়ন্মৃধে।। ২।।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বৃতঃ পুরোহিতস্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে।
নারায়ণাখ্যং বর্ম্মাহ তদিহৈকামনাঃ শৃণুঃ ।।৩।।

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ

ধৈতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচম্য সপবিত্র উদন্মুখঃ।
কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্যতঃ শুচিঃ।।৪।।
নারায়ণপরং বর্ম্ম সংনহ্যেদ্ভয় আগতে ।
পাদয়োর্জানুনোরূর্ব্বোরুদরে হৃদ্যথোরসি।। ৫।।
মুখে শিরস্যানুপূর্ব্ব্যাদোঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি বিপৰ্য্যয়মথাপি বা।। ৬।।
করন্যাসং ততঃ কুৰ্য্যাদ্দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া।
প্রণবাদি যকারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বসু।। ৭।।
ন্যসের্দ্ধৃদয় ওঙ্কারং বিকারমনু মুর্দ্ধ্ণি।
যকারান্ত ভ্রুবোর্মধ্যে ণকারং শিখয়া ন্যসেৎ।। ৮।।
বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্ব্ব সন্ধিষু।
মকারমন্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্ত্তির্ভবেদ্ বুধঃ।। ৯।।

সবিসর্গং ফড়ন্তং তৎ সর্ব্বাদিক্ষু বিনির্দ্দিশেৎ।। ১০।।

ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি।

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ ধ্যেয়ং ষট্‌শক্তিভির্যুতম্।
বিদ্যাতেজস্তপোমুর্ত্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ।। ১১।।

ওঁ হরিবিদধ্যান্মম সর্ব্বরক্ষাং ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে।
দরারি চর্ম্মাসিগদেযুচাপ পাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ।। ১২।।
জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তি, র্যাদোগণেভ্যো বরুণস্য পাশাৎ।
স্থলেষু মায়াবটুবামনোঽব্যাৎ,ত্রিবিক্রমঃ খেঽবতু বিশ্বরূপঃ।। ১৩।।
দুর্গেষ্বটব্যাজিমুখাদিষু প্রভুঃ, পায়ান্নৃসিংহোঽসুরযুথপারিঃ।
বিমুঞ্চতো যস্য মহাট্টহাসং, দিশো বিনেদুর্ন্যপতংশ্চ গর্ভাঃ।। ১৪।।
রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি যজ্ঞকল্পঃ, স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ।
রামোঽদ্রিকুটেষ্বথ বিপ্রবাসে,সলক্ষ্মণোঽব্যাদ্ভরতাগ্রজোঽস্মান্।। ১৫।।
মামুগ্রধর্ম্মাদখিলাৎ প্রমাদাৎ নারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাৎ।
দত্তস্ত্বযোগাদথ যোগনাথঃ পায়াদ্ গুণেশঃ কপিলঃ কর্ম্মবন্ধাৎ।।১৬
সনৎকুমারোঽবতু কামদেবা, দ্ধয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলন্যাৎ।
দেবর্ষিবর্য্যাঃ পুরুষার্চ্চনান্তরাৎ কুর্ম্মো হরির্মাং নিরয়াদশেষাৎ।। ১৭
ধন্বন্তরিভগবান্ পাত্বপথ্যা, দ্দ্বন্দ্বাদ্ভয়াদৃষভো নির্জ্জিতাত্মা।
যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাজ্জনান্তাদ্ বলো গণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ।। ১৮
দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্ বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ ।
কল্কিঃ, কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু, ধর্ম্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ।।১৯
মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাৎ, গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ।
নারায়ণঃ প্রাহ্ণ উদাত্তশক্তিঃ, মধ্যন্দিনে বিষ্ণুররীন্দ্রপাণিঃ ।। ২০।।
দেবোঽপরাহ্নে মধুহোগ্রধন্বা, সায়ং ত্রিধামাবতু মাধবো মাম্।
দোষে হৃষীকেশ উতার্দ্ধরাত্রে নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ।। ২১।।
শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ, প্রত্যুষ ঈশোঽসিধরো জনার্দ্দনঃ।
দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে, বিশ্বেশ্বরোভগবান্ কালমূর্ত্তিঃ।।২২

চক্রং যুগান্তানলতিগ্মনেমিঃ ভ্রমৎ সমন্তাদ্ভগবৎ প্রযুক্তম্।
দন্দগ্ধি দন্দগ্ধ্যরিসৈন্যমাশু, কক্ষং যথা বাতসখো হুতাশঃ।। ২৩।।
গদেঽশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে, নিষ্পিন্ঢি নিষ্পন্ঢ্যজিতপ্রিয়াসি।
কুষ্মাণ্ডবৈনায়কযক্ষরক্ষো ভূতগ্রহাংশ্চূর্ণয় চূর্ণয়ারীন্।। ২৪।।
ত্বং সাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃ পিশাচ বিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্।
দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপুরিতো, ভীমস্বনোঽরেহৃদয়ানি কম্পয়ন্।।২৫
ত্বং তিগ্মাধারাসিবরারিসৈন্য, মীশপ্রমুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি।
চক্ষূংসি চর্ম্মন্ শতচন্দ্র ছাদয়, দ্বিষামঘোনাং হরপাপচক্ষুষাম্।।২৬

যন্নো ভয়ং গ্রহেভ্যোঽভূৎ কেতুভ্যো নৃত্য এব চ।
সরীসৃপভ্যো দংষ্ট্রিভ্যো ভূতেভ্যোঽহংহোভ্য এব চ।। ২৭।।
সর্ব্বাণ্যেতানি ভগবন্নামরূপানুকীর্ত্তনাৎ।
প্রয়াত্ত সংক্ষয়ং সদ্যো যে নঃ শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ।। ২৮।।
গরুড়ো ভগবান্ স্তোত্রস্তোভশ্ছন্দোময়ঃ প্রভুঃ।
রক্ষত্বশেষকৃচ্ছেভ্যো বিষ্বক্সেনঃ স্বনামভিঃ।। ২৯।।
সর্ব্বাপদ্ভ্যো হরের্নামরূপযানায়ুধানি নঃ।
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণাঃ।। ৩০।।
যথাহি ভগবানেব বস্তুতঃ সদসচ্চ যৎ।
সত্যেনানেন নঃ সর্ব্বে যান্তু নাশমুপদ্রবাঃ।। ৩১।।
যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া।। ৩২।।
তেনৈব সত্যমানেন সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ।
পাতু সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ।। ৩৩।।
বিদিক্ষু দিক্ষূর্দ্ধমধঃ সমন্তাদন্তবহির্ভগবান্ নারসিংহঃ।
প্রহাপয়ঁল্লোকভয়ং স্বনেন, স্বতেজসা গ্রস্তসমস্ততেজাঃ।। ৩৪

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্।
বিজেষ্যসেহঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযুথপান্।। ৩৫।।
এতদ্ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যঃ সাধ্বসাৎ স বিমুচ্যতে।। ৩৬।।
ন কুতশ্চিদ্ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ।
রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যো ব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ কর্হিচিৎ।। ৩৭।।
ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ।
যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি।। ৩৮।।
তস্যোপরি বিমানেন গন্ধর্ব্বপতিরেকদা।
যযৌ চিত্ররথঃ স্ত্রিভির্বৃতো যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ।। ৩৯।।
গগনান্ন্যাপতৎ সদ্য সবিমানো হ্যবাক্শিরাঃ।
স বালখিল্যবচনাদস্থীন্যাদায় বিস্মিতঃ।। ৪০।।

শ্রীশুক উবাচ

য ইদং শৃণুয়াৎ কালে যো ধারায়তি চাদৃতঃ।
তং নমস্যন্তি ভূতানি মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ।। ৪১।।
এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জ্জিত্য মৃধেঽসুরান্।। ৪২।।
ইতি— শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠে শ্রীনারায়ণকবচং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসুদর্শন কবচম্

ওঁ নমো ভগবতে ভোঃ ভোঃ সুদর্শন দুষ্ট দারিদ্র্যং দুরিতং হন, হন, জহি, জহি,পাপং মথ মথ মমারোগ্যং কুরু কুরু, ঠঃ ঠঃ হ্রীং হ্রীং হ্রূং ওঁ সহস্রারং হুং ফট্ স্বাহা।

ওঁ ত্রৈলোক্যাভয়ং কর্ত্তা ত্বমাজ্ঞায় জনার্দ্দনঃ।
সর্ব্বদুঃখানি রক্ষাংসি ক্ষয়ং নয় চ সত্ত্বরম্।।

ওঁ নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় মহোগ্রায় মহাচক্রায় মহামন্ত্র

মহাবীর মহাতেজঃ ভয়ঙ্করায়, সর্ব্বদুষ্ট ভয়ঙ্করায় সর্ব্বশত্রূন্ গ্রস গ্রস, ভক্ষভক্ষ পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস, ভক্ষ ভক্ষ, পর যন্ত্রান্ গ্রস গ্রস, ভক্ষ ভক্ষ, পরশক্তীঃ গ্রস গ্রস, ভক্ষ ভক্ষ, মূঢ়ান্ গ্রহান্ গ্রস গ্রস, ভক্ষ ভক্ষ, দৈত্য দানবরাক্ষসান্ গ্রস গ্রস, ভক্ষ ভক্ষ, ডাকিনী শাকিনী বৈতালাদীন্ গ্রহান্ গ্রস গ্রস, ভক্ষ, গন্ধর্ব যক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ ব্রহ্মরাক্ষসাদীন্ গ্রস গ্রস, ভক্ষ ভক্ষ, দহ দহ, মর্দ্দয়, মর্দ্দয়, ছিং ছিং খিং খিং ভিং ভিং খাদয় খাদয় কালয় কালয় কুরু কুরু ওঁ হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ শ্রীচক্রায় সুদর্শনায় স্বাহা। ভূম্যাং চ হ্যন্তরিক্ষে চ পার্শ্বতঃ পৃষ্টতোঽগ্রতঃ রক্ষাং করোতু ভগবান্ বিশ্বরূপী জনার্দ্দনঃ।।

যথা বিষ্ণোঃ স্মৃতেঃ সদ্য সংক্ষয়ং যাতি পাতকম্।
তথৈব সকলং দুঃখং প্রশমতু সুদর্শনঃ।।
ইদং বর্ম্ম পবিত্রং বৈ সর্ব্বথা ভয়নাশনম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং সদা সর্ব্বরোগনিবারণম্।।

ইতি— শ্রীশ্রীসুদর্শনসংহিতায়াং শ্রীশ্রীসুদর্শনকবচং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ কবচম্

শ্রীনারদ উবাচ

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে !।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো !।
যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।।১।।

শ্রীব্রহ্মোবাচ

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ ! তপোধন !।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্।।২।।
যস্য প্রপঠনাদ্‌বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস ! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।।৩।।

লক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ।।৪।।
ব্রহ্মামন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি বিনিবারকম্ ।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ।।৫।।
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ।।৬।।
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ।।৭।।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর্মৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রর্মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।।৮।।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্।।৯।।
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ ।।১০।।
সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ম্ ।
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম।।১১।।
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্ গুদং মম।
ক্লীঁ পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীঁ ক্রৌঁ ক্ষ্রৌং চ হুঁ ফট্ ।।১২।।
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্।।১৩।।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ।
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্।।১৪।।
ক্ষ্রৌঁ নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু।।১৫।।

ইতি তে কথিতং বৎস ! সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।।১৬।।
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।।১৭।।
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ।।১৮।।
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামূর্দ্ধুয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেৎ ততঃ।।১৯।।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।।২০।।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্।।২১।।
যোষিদ্ বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।।২২।।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।।২৩।।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।।২৪।।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ।।২৫।।
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।।২৬।।

ইতি- শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম শ্রীশ্রীনৃসিংহকবচং সম্পূর্ণম্।

চতুঃশ্লোকী ভাগবতম্

শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।
"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যদ্ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।১।।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ।। ২।।
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।। ৩।।
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।" ৪।।
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ।।

ইতি— চতুঃশ্লোকী ভাগবতং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসপ্তশ্লোকী গীতা

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।। ১।।
স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।২
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।৩।।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।। ৪।।

উর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।। ৫।।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্-বেদবিদেব চাহম্।। ৬।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৭।।

ইতি— সপ্তশ্লোকী গীতা সম্পূর্ণম্।

একশ্লোকী রামায়ণম্

আদৌ রামস্তপোবনাদি গমনং হত্বা মৃগকাঞ্চনম্।
বৈদেহী-হরণং জটায়ু-মরণং সুগ্রীব-সম্ভাষণম্।।
বালিনিগ্রহং সমুদ্র-তরণং লঙ্কাপুরী-দাহনম্।
পশ্চাদ্রাবণ-কুম্ভকর্ণ-হননমেতদ্ধি রামায়ণম্।।

একশ্লোকী ভাগবতম্

আদৌ দেবকীদেবী-গর্ভে জনমং গোপীগৃহে বর্দ্ধনম্।
মায়াপুতনা জীবতাপহরণং গোবর্দ্ধন ধারণম্ ।।
কংসাচ্ছেদনং কৌরবাদি হননং কুন্তীসুতান্ পালনম্।
এতচ্ছ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-কথিতং শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতম্ ।।

অচ্যুতকেশবং রাম-নারায়ণং কৃষ্ণ-দামোদরং বাসুদেব-হরিম্।
শ্রীধর-মাধবং গোপিকাবল্লভং, শ্রীরাধানায়কং কৃষ্ণচন্দ্রং ভজে।।

শ্রীশ্রীরাধা প্রার্থনা চতুঃশ্লোকী

কৃপয়তি যদি রাধা বাধিতাশেষবাধা
কিমপরমবশিষ্টং পুষ্টি মর্য্যাদয়োর্মে।

যদি বদতি চ কিঞ্চিৎ স্মের হাসোদিতশ্রী-
র্দ্বিজবরমণিপংক্ত্যা মুক্তি শুক্ত্যা তদা কিম্।। ১।।
শ্যামসুন্দর শিখণ্ডশেখর স্মেরহাস মুরলীমনোহর।
রাধিকারসিক মাং কৃপানিধে স্বপ্রিয়াচরণ কিঙ্করীং কুরু।। ২।।
প্রাণনাথ বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমুখাব্জ-রসলোল ষট্পদ।
রাধিকাপদতলে কৃতস্থিতিং ত্বাং ভজামি রসিকেন্দ্রশেখর।। ৩।।
সন্বিধায় দশনে তৃণং বিভো প্রার্থয়ে ব্রজ মহেন্দ্রনন্দন।
অস্তু মোহন তবাতি বল্লভা জন্মজন্মনি মদীশ্বরী প্রিয়া।। ৪।।
ইতি— শ্রীরাধা প্রার্থনা সম্পূর্ণা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং চৈতন্যস্য মহাত্মনঃ।।১।।
বিশ্বম্ভরো জিতক্রোধো মায়ামানুষ-বিগ্রহঃ।
অমায়ী মায়িনাং শ্রেষ্ঠো বরদেশো দ্বিজোত্তমঃ।।২।।
জগন্নাথ-প্রিয়সুতঃ পিতৃভক্তো মহামনাঃ।
লক্ষ্মীকান্তঃ শচীপুত্রঃ প্রেমদো ভক্ত-বৎসলঃ।।৩।।
দ্বিজপ্রিয়ো দ্বিজবরো বৈষ্ণব প্রাণনায়কঃ।
দ্বিজাতি-পূজকঃ শান্তঃ শ্রীবাসপ্রিয় ঈশ্বরঃ।।৪।।
তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গঃ সিংহগ্রীবো মহাভুজঃ।
পীতবাসা রক্তপট্টঃ ষড়্ভুজোঽথ চতুর্ভূজঃ।।৫।।
দ্বিভুজশ্চ গদাপানিঃ চক্রী পদ্মধরোঽমলঃ।
পাঞ্চজন্য-ধরঃ শার্ঙ্গী বেণুপাণিঃ সুরোত্তমঃ।।৬।।
কমলাক্ষেশ্বরঃ প্রীতো গোপীলীলাধরো যুবা।
নীলরত্নধরো রূপ্যহারী কৌস্তুভ-ভূষণঃ।।৭।।

শ্রীবৎসলাঞ্ছনো ভাস্বন্মণিধৃক্ কঞ্জলোচনঃ।
তাড়ঙ্কনীলশ্রীঃ রুদ্রলীলাকারী গুরুপ্রিয়ঃ।।৮।।
স্বনাম-গুণ-বক্তা চ নামোপদেশ-দায়কঃ।
আচণ্ডালপ্রিয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্ব-প্রাণি-হিতে রতঃ।।৯।।
বিশ্বরূপানুজঃ সন্ধ্যাবতারঃ শীতলাশয়ঃ।
নিঃসীমকরুণো গুপ্ত আত্মভক্তি-প্রবর্ত্তকঃ।।১০।।
মহানন্দো নটো নৃত্যগীতনাম-প্রিয়ঃ কবিঃ।
আর্ত্তিপ্রিয়ঃ শুচিঃ শুদ্ধো ভাবদো ভগবৎ-প্রিয়ঃ।।১১।।
ইন্দ্রাদি-সর্ব্বলোকেশ-বন্দিত-শ্রীপদাম্বুজঃ।
ন্যাসি-চূড়ামণিঃ কৃষ্ণঃ সন্ন্যাসাশ্রম-পাবনঃ।।১২।।
চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যো দণ্ডধৃক্ ন্যস্ত-দণ্ডকঃ।
অবধুতপ্রিয়ো নিত্যানন্দ-ষড়্ ভুজদর্শকঃ।।১৩।।
মুকুন্দ-সিদ্ধিদো দীনো বাসুদেবামৃতপ্রদঃ।
গদাধর-প্রাণনাথ আর্ত্তিহা শরণ-প্রদঃ।।১৪।।
অকিঞ্চন-প্রিয়ঃ প্রাণো গুণগ্রাহী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অদোষদর্শী সুমুখো মধুরঃ প্রিয়দর্শনঃ।।১৫।।
প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা রামানন্দপ্রিয়ো গুরুঃ।
অনন্ত-গুণ-সম্পন্নঃ সর্ব্বতীর্থৈক-পাবনঃ।।১৬।।
বৈকুণ্ঠনাথো লোকেশো ভক্তাভিমত-রূপধৃক্।
নারায়ণো মহাযোগী জ্ঞানভক্তি-প্রদঃ প্রভুঃ।।১৭।।
পীযূষ-বচনঃ পৃথ্বী-পাবনঃ সত্যবাক্ সহঃ।
ওড্রদেশ-জনানন্দী সন্দোহামৃত-রূপধৃক্।।১৮।।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় চৈতন্যস্য মহাত্মনঃ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতঃ স্তোত্রং সর্ব্বাঘনাশনম্।
প্রেমভক্তির্হরৌ তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।।১৯।।

অসাধ্যরোগযুক্তোঽপি মুচ্যতে রোগসঙ্কটাৎ।
সর্ব্বাপরাধ যুক্তোঽপি সোঽপরাধাৎ প্রমুচ্যতে।।২০।।
ফাল্গুনী-পৌর্ণমাস্যান্তু চৈতন্য জন্মবাসরে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা মহাস্তোত্রং জপন্ পুরঃ।
যৎ যৎ প্রকুরুতে কামং তৎ তদেবাচিরাল্লভেৎ।।২১।।
অপুত্রো বৈষ্ণবপুত্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
অন্তে চৈতন্যদেবস্য স্মৃতির্ভবতি শাশ্বতী।।২২।।

ইতি— *শ্রীল সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং সর্ব্বাপরাধভঞ্জনং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাষ্টোত্তর শতনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্যলীলামৃতাখ্য-দশনামস্তোত্রম্

রাধিকা-হৃদয়োন্মাদি-বংশীক্বাণ-মধুচ্ছটঃ।
রাধা-পরিমলোদ্‌গারি-গরিমা-ক্ষিপ্ত-মানসঃ।। ১।।
কম্রেরাধা-মনোমীন-বড়শীকৃত-বিভ্রমঃ।
প্রেমগর্ব্বান্ধ-গান্ধর্ব্বা-কিলকিঞ্চিত-রঞ্জিতঃ।। ২।।
ললিতা-বশ্যধী-রাধা-মানাভাস-বশীকৃতঃ।
রাধা-বক্রোক্তি-পীযূষ-মাধুর্য্য-ভর-লম্পটঃ।। ৩।।
মুখেন্দু-চন্দ্রিকোদ্‌গীর্ণ-রাধিকা-রাগ-সাগরঃ।
বৃষভানুসুতা-কণ্ঠহারি-হার-হরিন্মণিঃ।। ৪।।
ফুল্লরাধা-কমলিনী-মুখাম্বুজ-মধুব্রতঃ।
রাধিকা-কুচ-কস্তূরীপত্র-স্ফুরদুরঃস্থলঃ।।৫।।
ইতি গোকুল-ভূপাল-সূনু-লীলা-মনোহরম্।
যঃ পঠেন্নামদশকং সোঽস্য বল্লভতাং ব্রজেৎ।। ৬।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিবিরচিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-মৃতাখ্য দশনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।*

শ্রীমহানন্দাখ্যং স্তোত্রম্

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ।।১।।
পীতকৌশেয়বসনো মধুরস্মিতশোভিতঃ।
কন্দর্পকোটি লাবণ্যো বৃন্দারণ্যমহোৎসবঃ।।২।।
বৈজয়ন্তী স্ফুরদ্বক্ষা কক্ষাত্তলগুড়োত্তমঃ।
কুঞ্জার্পিত রতি গুঞ্জাপুঞ্জমঞ্জুল কণ্ঠকঃ।।৩।।
কর্ণিকারাঢ্য কর্ণ শ্রীধৃত স্বর্ণাভিবর্ণকঃ।
মুরলীবাদন পটুর্বল্লবীকুলবল্লভঃ।।৪।।
গান্ধর্ব্বাপ্তি মহাপর্ব্বা রাধা রাধন পেশলঃ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নাম বিংশতি সংজ্ঞিতম্।।৫।।
আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াচ্চ যঃ।
সপরং সৌখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেম সমন্বিতঃ।।৬।।
সর্ব্বলোক প্রিয়ো ভূত্বা সদ্‌গুণাবলি ভূষিতঃ।
ব্রজরাজ কুমারস্য সন্নিকর্ষমবাপ্নুয়াৎ।।৭।।

ইতি — শ্রীলরূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীমহানন্দাখ্যং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনাম স্তোত্রম্

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্।।১।।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।।২।।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্।।৩।।

জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্।।৪।।
এতানি ষোড়শনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।।৫।।
ইতি— শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনাম স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

কলহান্তরিতা-বৃত্তা কাচিদ্-বল্লব-সুন্দরী।
বিরহোত্তাপ-খিন্নাঙ্গী সখীং সোৎকণ্ঠমব্রবীৎ।।১।।
হন্ত গোরি! স কিং গন্তা পন্থানং মম নেত্রয়োঃ।
শ্রীকৃষ্ণঃ করুণাসিন্ধুঃ কৃষ্ণো গোকুল-বল্লভঃ।।২।।
গোবিন্দঃ পরমানন্দো নন্দ-মন্দির-মঙ্গলম্।
যশোদা-খণি-মানিক্যং গোপেন্দ্রাম্ভোধি-চন্দ্রমা।।৩।।
নবাম্ভোধর-সংরম্ভ-বিড়ম্বি-রুচি-ডম্বরঃ।
ক্ষিপ্ত-হাটক শৌটীর্য্য-পট্ট-পীতাম্বরাবৃতঃ।।৪।।
কন্দর্পরূপ-সন্দর্পহারি-পাদনখ-দ্যুতিঃ।
ধ্বজাম্ভোরুহ-দম্ভোলি-যবাঙ্কুশ-লসৎপদঃ।।৫।।
পদপঞ্জর-সিঞ্জান-মঞ্জু মঞ্জীর-খঞ্জনঃ।
মসার-সম্পুটাকারধারি-জানুযুগোজ্জ্বলঃ।।৬।।
শৌণ্ড-স্তম্বেরমোদ্দণ্ড-শুণ্ডা-রম্যোরু-সৌষ্ঠবঃ।
মণি-কিঙ্কিণি-সংকীর্ণ-বিশঙ্কট-কটিস্থলঃ।।৭।।
মধ্যমাধুর্য্য-বিধ্বস্ত-দিব্য-সিংহ-মদোদ্ধতিঃ।
গারুত্মত-গিরি-গ্রাব-গরিষ্ঠোরস্তটান্তরঃ।।৮।।
কম্বুকণ্ঠস্থলালম্বি-মণিসম্রাড়লঙ্কৃতিঃ।
আখণ্ডলমণি-স্তম্ভ-স্পর্দ্ধি-দোর্দ্দণ্ড-চণ্ডিমা।।৯।।

খণ্ডিতাখণ্ড-কোটীন্দু-সৌন্দর্য্য-মুখমণ্ডলঃ।
লাবণ্য-লহরী-সিন্ধুঃ সিন্দূর-তুলিতাধরঃ।।১০।।
ফুল্লারবিন্দ-সৌন্দর্য্য-কন্দলী-তুন্দিলেক্ষণঃ।
গণ্ডান্ত-তাণ্ডবক্রীড়া-হিণ্ডন্মকরকুণ্ডলঃ।।১১।।
নবীন-যৌবনারম্ভ-জৃম্ভিভোজ্জ্বল-বিগ্রহঃ।
অপাঙ্গ-তুঙ্গিতানঙ্গ-কোটি-কোদণ্ড-বিক্রমঃ।।১২।।
সুধা-নির্য্যাস-মাধুর্য্য-ধুরীণোদার-ভাষিতঃ।
সান্দ্র-বৃন্দাটবীকুঞ্জ-কন্দরা-গন্ধসিন্ধুরঃ।।১৩।।
ধন্য-গোবর্দ্ধনোত্তুঙ্গ-শৃঙ্গোৎসঙ্গ-নবাম্বুদঃ।
কলিন্দ-নন্দিনী-কেলিকল্যাণ-কলহংসঃ।।১৪।।
নন্দীশ্বর-ধৃতানন্দো ভাণ্ডীরতট-তাণ্ডবী।
শঙ্খচূড়হরঃ ক্রীড়াগেণ্ডুকৃত-গিরীশ্বরঃ।।১৫।।
বারীন্দ্রার্ব্বুদ-গম্ভীরঃ পারীন্দ্রার্ব্বুদ-বিক্রমী।
রোহিণী-নন্দনানন্দী শ্রীদামোদ্দাম-সৌহৃদঃ।।১৬।।
সুবল-প্রেম-দয়িতঃ সুহৃদাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
নন্দব্রজ-জনানন্দ-সন্দীপন-মহাব্রতী।।১৭।।
শৃঙ্গিণীসঙ্ঘ-সংগ্রাহি-বেণুসঙ্গীতমণ্ডলঃ।
উত্তুঙ্গ-পুঙ্গবারব্ধ সঙ্গরাসঙ্গ-কৌতুকী।।১৮।।
বিস্ফুরদ্ বন্য-শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাভীষ্ট-দৈবতম্।
উদঞ্চৎ-পিঞ্ছবিঞ্ছোলী-লাঞ্ছিতোজ্জ্বল-বিগ্রহঃ।।১৯।।
সঞ্চরচ্চঞ্চরীকালি-পঞ্চবর্ণ-স্রগঞ্চিতঃ।
সুরঙ্গ-রঙ্গণ-স্বর্ণযূথী-গ্রথিত-মেখলঃ।।২০।।
ধাতু-চিত্রবিচিত্রাঙ্গ-লাবণ্য-লহরীভরঃ।
গুঞ্জাপুঞ্জ-কৃতাকল্পঃ কেলি-তল্পিত-পল্লবঃ।।২১।।
বপুরামোদ-মাধ্বীক-বর্দ্ধিত-প্রমদা-মদঃ।
বৃন্দাবনারবিন্দাক্ষীবৃন্দ-কন্দর্প-দীপনঃ।।২২।।

মীনাঙ্ক-সঙ্কুলাভীরী কুচকুঙ্কম-পঙ্কিলঃ।
মুখেন্দুচ-মাধুরী-ধারা-রুদ্ধ-সাধ্বী-বিলোচনঃ।।২৩।।
কুমারী-পট-লুন্টাকঃ প্রৌঢ়-নর্ম্মোক্তি-কর্ম্মঠঃ।
অমন্দ-মুগ্ধ-বৈদগ্ধী-দিগ্ধ-রাধা-সুধাম্বুধিঃ।।২৪।।
চারু-চন্দ্রাবলী বুদ্ধি-কৌমুদী-শরদাগমঃ।
ধীর-লালিত্য-লক্ষ্মীবান্ কন্দর্পানন্দ-বন্ধুরঃ।।২৫।।
চন্দ্রাবলী-চকোরেন্দ্রো রাধিকা-মাধবী মধুঃ।
ললিতা-কেলি-ললিতো বিশাখোড়ু নিশাকরঃ।।২৬।।
পদ্মা-বদন-পদ্মালিঃ শৈব্যা-সেব্য-পদাম্বুজঃ।
ভদ্রা-হৃদয়-নিদ্রালুঃ শ্যামলা-কাম-লালসঃ।।২৭।।
লোকোত্তর-চমৎকার-লীলামঞ্জরি-নিষ্কুটঃ।
প্রেমসম্পদয়স্কান্ত-কৃত-কৃষ্ণায়সব্রতঃ।।২৮।।
মুরলী-চৌর-গৌরাঙ্গী-কুচকঞ্চুক-লুঞ্চকঃ।
রাধাভিসার-সর্ব্বস্বঃ স্ফার-নাগরতা-গুরুঃ।।২৯।।
রাধা-নর্ম্মোক্তি-শুশ্রূষাবীরুন্নীরুদ্ধ-বিগ্রহঃ।
কদম্ব-মঞ্জরী-হারি-রাধিকা-রোধনোদ্ধুরঃ।।৩০।।
কুড়ুঙ্ক-ক্রোড়-সংগূঢ়-রাধাসঙ্গম-রঙ্গবান্।
ক্রীড়োড্ডামরধী-রাধা-তাড়ঙ্কোৎপল-তাড়িতঃ।। ৩১।।
অনঙ্গ-সঙ্গরোদ্গারি-ক্ষুন্ন-কুঙ্কুম-কঙ্কটঃ।
ত্রিভঙ্গি-ভঙ্গিমাকারো বেণু-সঙ্গমিতাধরঃ।। ৩২।।
বেণু-বিস্তৃত-গান্ধর্ব্বা-সারসন্দর্ভ-সৌষ্ঠবঃ।
গোপীযূথ-সহস্রেন্দ্রঃ সান্দ্র-রাস-রসোন্মদঃ।। ৩৩।।
স্মর-পঞ্চশরী কোটী-ক্ষোভকারী-দৃগঞ্চলঃ।
চণ্ডাংশু-নন্দিনী-তীর-মণ্ডলারব্ধ-তাণ্ডবঃ।। ৩৪।।
বৃষভানুসুতা-ভৃঙ্গী-কামধুক কমলাকরঃ।
গূঢ়াকূত-পরীহাস-রাধিকা-জনিত-স্মিতঃ।। ৩৫।।

নারীবেশ-নিগূঢ়াত্মা-ব্যূঢ়চিত্ত-চমৎকৃতিঃ।
কর্পূরালম্ব-তাম্বূল-করম্বিত-মুখাম্বুজঃ।।৩৬।।
মানি-চন্দ্রাবলী দূতী-ক্লিপ্ত-সন্ধান-কৌশলঃ।
ছদ্মভট্ট-তটিরুদ্ধ-রাধা-ভ্রূকুটি-ঘট্টিতঃ।। ৩৭।।
দক্ষ-রাধাসখী-হাস-ব্যাজোপালম্ভ-লজ্জিতঃ।
মূর্ত্তিমদ্‌বল্লবীপ্রেমা ক্ষেমানন্দ-রসাকৃতিঃ।।৩৮।।
অভিসারোল্লসদ্ভদ্রা-কিঙ্কিণী-নিনদোন্মুখঃ।
বাসসজ্জীভবৎ-পদ্মা-প্রেক্ষ্যমাণাগ্র-পদ্ধতিঃ।।৩৯।।
উৎকণ্ঠিতার্ত্ত-ললিতা-বিতর্ক-পদবী-গতঃ।
বিপ্রলব্ধ-বিহাখোরু-বিলাপভর-বর্দ্ধনঃ।।৪০।।
খণ্ডিতোচ্চণ্ডধী-শৈব্যা-রোষোক্তি-রসিকান্তরঃ।
কলহান্তরিতা-শ্যামা-মৃগ্যমাণ-মুখেক্ষণঃ।।৪১।।
বিশ্লেষ-বিক্লবচ্চন্দ্রাবলী-সন্দেশ-নন্দিতঃ।
স্বাধীনভর্ত্তৃকোৎফুল্ল-রাধা-মণ্ডন-পণ্ডিতঃ।।৪২।।
চুম্ববেণু-গ্লহ-দ্যূত-জয়ি-রাধা-ধৃতাঞ্চলঃ।
রাধা-প্রেমরসাবর্ত্ত-বিভ্রম-ভ্রমিতান্তরঃ।।৪৩।।
ইত্যেযোন্মত্তধীঃ প্রেম্না শংসন্তী কংসমর্দ্দনম্।
স্ফুরন্তং পুরতঃ প্রেক্ষ্য পৌঢ়ানন্দোৎসবং যযৌ।।৪৪।।
প্রেমেন্দুসাগররাখ্যেহস্মিন্নাম্নামষ্টোত্তরে শতে।
বিগাহয়ন্ত্ব বিবুধাঃ প্রীত্যা রসনং-মন্দরম্।।৪৫।।

ইতি— *শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং প্রেমেন্দুসাগরাখ্যং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্যাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রং-সমাপ্তম্।*

শ্রীশ্রীরাধিকায়া আনন্দ-চন্দ্রিকা দশনাম স্তোত্রম্

রাধা দামোদর-প্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্ত-বল্লবীবৃন্দ-ধর্ম্মিল্লোত্তংসমল্লিকা।।১।।

কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা, গান্ধর্ব্বা ললিতা সখী।
বিশাখা-সখ্য-সুখিনী, হরি-হৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী।।২।।
ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ দশনাম মনোরমাম্।
আনন্দ-চন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ।।৩।।
স ক্লেশ রহিতো ভূত্বা ভূরি-সৌভাগ্য ভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ।।৪।।

ইতি—শ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিতম্ আনন্দচন্দ্রিকাখ্যং শ্রীরাধিকা দশনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধায়াঃ সপ্তত্রিংশনাম স্তোত্রম্

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-স্থিতা।।১।।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণু-প্রসূরপি।
সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যাসত্যা সনাতনী।।২।।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমানির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনেশা বিজয়া যমুনাতট-বাসিনী।। ৩।।
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপীশা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন-কামিনী।।৪।।
বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমস্য চ।
কাম্যা কলাবতীকন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা।।৫।।
সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ।
সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামসু নারদ।।৬।।
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইহৈব নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধ্বা যাতি হরেঃ পদম্।
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।।৭।।

স্তোত্র স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
পদেপদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্।।৮।।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যা শতাদপি।
স্তোত্র-স্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৯।।

ইতি - শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিব-নারদ-সংবাদে ভক্তিজ্ঞান কথনে সামবেদোক্তং শ্রীশ্রীরাধাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টোত্তর শতনাম-স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বায়ৈ নমঃ

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্-বৃন্দাবন-মহেশ্বরীম্।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈক-গতির্দাস্যতি-কাতরা।।১।।
পতিতা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলম্।
তচ্ছ্রীবক্ত্রে ক্ষণাবাপ্ত্যে নামান্যেতানি সংজগৌ।।২।।
রাধা গান্ধর্ব্বিকা গোষ্ঠ-যুবরাজৈক-কামিতা।
গান্ধর্ব্বা রাধিকা চন্দ্রকান্তির্মাধব-সঙ্গিনী।।৩।।
দামোদরাদ্বৈত-সখী কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী।
মুকুন্দ-দয়িতাবৃন্দ-ধম্মিল্ল মণিমঞ্জরী।।৪।।
ভাস্করোপাসিকা বার্ষভানবী বৃষভানুজা।
অনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠা শ্রীদামাবরজোত্তমা।।৫।।
কীর্ত্তিদা-কন্যকা মাতৃস্নেহ-পীযূষ-পুত্রিকা।
বিশাখা-সবয়াঃ প্রেষ্ঠ-বিশাখা-জীবিতাধিকা।।৬।।
প্রাণাদ্বিতীয় ললিতা বৃন্দাবন-বিহারিণী।
ললিতা-প্রাণলক্ষৈক-রক্ষা বৃন্দাবনেশ্বরী।।৭।।
ব্রজেন্দ্র-গৃহিণী কৃষ্ণপ্রায়-স্নেহ-নিকেতনম্।
ব্রজ-গো-গোপ-গোপালী-জীবমাত্রৈক-জীবনম্।।৮।।

স্নেহলাভীর-রাজেন্দ্রা বৎসলাচ্যুত-পূর্ব্বজা।
গোবিন্দ-প্রণয়াধার সুরভী-সেবনোৎসুকা।।৯।।
ধৃত-নন্দীশ্বরক্ষেম-গমনোৎকণ্ঠি-মানসা।
স্বদেহাদ্বৈততা-দৃষ্ট-ধনিষ্ঠা-ধ্যেয়দর্শনা।।১০।।
গোপেন্দ্র-মহিষী-পাকশালা-বেদি-প্রকাশিকা।
আয়ুর্বর্দ্ধক-রাদ্ধান্না রোহিণী-ঘ্রাত-মস্তকা।।১১।।
সুবল-ন্যস্ত-সারূপ্যা সুবলপ্রীতি-তোষিতা।
মুখরা-দৃক্‌সুধা-নপ্ত্রী জটিলা-দৃষ্টি-ভীষিতা।।১২।।
মধুমঙ্গল-নর্ম্মোক্তি-জনিত-স্মিতচন্দ্রিকা।
পৌর্ণমাসী-বহিঃ-খেলৎ-প্রাণপঞ্জর সারিকা।।১৩।।
স্বগণাদ্বৈত-জীবাতুঃ স্বীয়াহঙ্কার-বর্দ্ধিনী।
স্বগণোপেন্দ্র-পাদাব্জ-স্পর্শ-লম্ভন-হর্ষিণী।।১৪।।
স্বীয়-বৃন্দাবনোদ্যান-পালিকীকৃত-বৃন্দকা।
জ্ঞাত-বৃন্দাটবী-সর্ব্ব-লতা-তরু-মৃগ-দ্বিজা।।১৫।।
ঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্ট-নব-কাশ্মীর-দেহভাঃ।
জবাপুষ্প-প্রভাহারি-পট্ট-চীনারুণাম্বরা।।১৬।।
চরণাব্জ-তল-জ্যোতিররুণীকৃত-ভূতলা।
হরি-চিত্ত-চমৎকারি-চারু-নূপুর-নিস্বনা।।১৭।।
কৃষ্ণ-শ্রান্তিহর-শ্রোণীপীঠ-বল্গিত-ঘন্টিকা।
কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব-পীনোদ্যৎ-কুচাঞ্চন্মণিমালিকা।।১৮।।
নানা-রত্নোল্লসচ্ছঙ্খচূড়া-চারু ভুজদ্বয়া।
স্যমন্তকমণি ভ্রাজন্মণিবন্ধাতি-বন্ধুরা।।১৯।।
সুবর্ণ-দর্পণ-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-মুখমণ্ডলা।
পক্কদাড়িম-বীজাভ-দন্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা।।২০।।
অব্জরাগাদি-সৃষ্টাব্জকলিকা-কর্ণভূষণা।
সৌভাগ্য-কজ্জ্বলাঙ্কাক্ত-নেত্রনিন্দিত-খঞ্জনা।।২১।।

সুবৃত্ত-মৌক্তিকামুক্তনাসিকা-তিলপুষ্পিকা।
সুচারু-নব-কস্তুরী-তিলকাঞ্চিত-ভালকা।।২২।।
দিব্যবেণী-বিনির্দ্ধূত-কেকি-পিঞ্ছ-বরস্তুতিঃ।
নেত্রান্তশর-বিধ্বংসীকৃত-চানূরজিদ্ধৃতিঃ।।২৩।।
স্ফুরৎ-কৈশোর-তারুণ্য-সন্ধি-বন্ধুর-বিগ্রহা।
মাধবোল্লাসকোন্মত্ত-পিকোরু-মধুরস্বরা।।২৪।।
প্রাণাযুতশত-প্রেষ্ঠ-মাধবোৎকীর্ত্তি-লম্পটা।
কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গোদ্যৎ-স্মিত-পীযূষ-বুদ্বুদা।।২৫।।
পুঞ্জীভূত-জগল্লজ্জা-বৈদগ্ধী-দিগ্ধ-বিগ্রহা।
করুণা-বিদ্রবদ্দেহা মূর্ত্তিমন্মাধুরী-ঘটা।।২৬।।
জগদ্গুণবতী-বর্গ-গীয়মান-গুণোচ্চয়া।
শচ্যাদি-সুভগা-বৃন্দ-বন্দ্যমানোরু-সৌভগা।।২৭।।
বীণাবাদন-সঙ্গীত-রাস-লাস্য-বিশারদা।
নারদ-প্রমুখোদ্গীত-জগদানন্দি-সদ্যশাঃ।।২৮।।
গোবর্দ্ধন-গুহাগেহ-গৃহিণী কুঞ্জমণ্ডনা।
চণ্ডাংশু-নন্দিনী-বদ্ধ-ভগিনী-ভাব-বিভ্রমা।।২৯।।
দিব্য-কুন্দলতা-নর্ম্ম-সখ্য-দাম-বিভূষিতা।
গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদি-শৃঙ্গাররস-পণ্ডিতা।।৩০।।
গিরীন্দ্রধর-বক্ষঃশ্রীঃ শঙ্খচূড়ারি-জীবনম্।
গোকুলেন্দ্রসুত-প্রেম-কাম-ভূপেন্দ্র-পত্তনম্।।৩১।।
বৃষ-বিধ্বংস-নর্ম্মোক্তি-স্বনির্ম্মিত-সরোবরা।
নিজকুণ্ড-জলক্রীড়া-জিত-সঙ্কর্ষণানুজা।।৩২।।
মুরমর্দ্দন-মত্তেভ-বিহারামৃত-দীর্ঘিকা।
গিরীন্দ্রধর-পারীন্দ্র-রতিযুদ্ধোরুসিংহিকা।।৩৩।।
স্বতনু-সৌরভোন্মত্তীকৃত-মোহন-মাধবা।

দোর্ম্মূলোচ্চালন-ক্রীড়া-ব্যাকুলীকৃত-কেশবা।। ৩৪।।
নিজকুণ্ড-তটী-কুঞ্জ-ক্লিপ্ত-কেলিকলোদ্যমা।
দিব্য-মল্লিকুলোল্লাসি-শয্যা-কল্পিত-বিগ্রহা।। ৩৫।।
কৃষ্ণ-বামভুজ-ন্যস্ত-চারু-দক্ষিণ-গণ্ডকা।
সব্যবাহুলতা-বদ্ধ-কৃষ্ণ-দক্ষিণ-সদ্ভুজা।। ৩৬।।
কৃষ্ণ-দক্ষিণচারূরু-শ্লিষ্ট-বামোরু-রম্ভিকা।
গিরীন্দ্রধর ধৃগ্বক্ষোমর্দ্দি-সুস্তনপর্ব্বতা।। ৩৭।।
গোবিন্দাধর-পীযূষ-বাসিতাধর-পল্লবা।
সুধাসঞ্চয়-চারূক্তি-শীতলীকৃত-মাধবা।।৩৮।।
গোবিন্দোদ্‌গীর্ণ-তাম্বূলরাগ-রজ্যৎ-কপোলিকা।
কৃষ্ণসম্ভোগ-সফলীকৃত-মন্মথ-সম্ভবা।।৩৯।।
গোবিন্দ-মার্জ্জিতোদ্দাম-রতি প্রস্বিন্ন-সন্মুখা।
বিশাখা বীজিত-ক্রীড়াশ্রান্তি-নিদ্রালু-বিগ্রহা।।৪০।।
গোবিন্দ-চরণ-ন্যস্ত-কায়-মানস-জীবনা।
স্বপ্রাণার্ব্বুদ-নির্ম্মঞ্ছ্য-হরিপাদ-রজঃকণা।।৪১।।
অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শপ্যমানাত্ম-লোচনা।
নিত্যনূতন-গোবিন্দ-বক্ত্র -শুভ্রাংশু-দর্শনা।।৪২।।
নিঃসীম-হরি-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদ্যেকভোগিনী।
সাপত্ন্যধাম-মুরলীমাত্র-ভাগ্যকটাক্ষিণী।।৪৩।।
গাঢ়-বুদ্ধিবল ক্রীড়া-জিত বংশী-বিকর্ষিণী।
নর্ম্মোক্তি-চন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণ-কামাব্ধিবর্দ্ধিনী।।৪৪।।
ব্রজ-চন্দ্রেন্দ্রিয় গ্রাম-বিশ্রাম-বিধুশালিকা।
কৃষ্ণ-সর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদি-রাধেত্যক্ষর-যুগ্মকা।।৪৫।।
ইদং শ্রীরাধিকানাম্নামষ্টোত্তরশতোজ্জ্বলম্।
শ্রীরাধালম্ভকং নাম স্তোত্রং চারু রসায়নম্।।৪৬।।

যোঽধীতে পরম-প্রীত্যা দীনঃ কাতর-মানসঃ।
স নাথামচিরেণৈব সনাথামীক্ষতে ধ্রুবম্।। ৪৭।।

ইতি— শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাম্।
সখীপ্রণয়সদ্‌গন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্।। ১।।
কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্।। ২।।
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাম্।
শ্যামলোজ্জ্বল কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্।। ৩।।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদগদ্‌গদরক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ।। ৪।।
ক্লিপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাসপটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্।। ৫।।
প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণনাম যশঃ-শ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাম্।। ৬।।
রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্য-কজ্জলাম্।
নর্ম্মভাষিত-নিঃস্যন্দ-স্মিতকর্পূরবাসিতাম্।। ৭।।
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্।। ৮।।
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্।
সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি-যশঃ-শ্রীকচ্ছপীরবাম্।। ৯।।

মদ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্তকরাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধূলী পরিবেশিকাম্।। ১০।।
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্।। ১১।।
'ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।'
অতো গান্ধর্ব্বিকে ! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্।। ১২।।
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ।। ১৩।।

ইতি-শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিতং প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যঃস্তবরাজঃ সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ—

যিনি মহাভাবরূপ উজ্জ্বলচিন্তারত্নদ্বারা ভাবিত বিগ্রহা, সখীগণের প্রণয়ারূপ সুগন্ধি উদ্বর্তনে যাঁহার অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল।।১।।

যিনি প্রাতঃকালে কারুণ্যরূপ অমৃততরঙ্গে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতের ধারায় এবং সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতের বন্যায় স্নাতা হইয়া ইন্দিরাদেবীকে পর্যন্ত গ্লানিযুক্ত করিতেছেন।। ২।।

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রদ্বারা যাঁহার অঙ্গ আবরিত, সৌন্দর্যরূপ কুসুমদ্বারা সুশোভিত শ্যামবর্ণ (শৃঙ্গাররসরূপ) উজ্জ্বল কস্তূরীদ্বারা যাঁহার অঙ্গ চিত্রিত।। ৩।।

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টি উত্তমরত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কৃতা। যিনি গুণশ্রেণীরূপ কুসুমমাল্যে বিভূষিতা এবং ধীরাধীরাত্বভাবরূপ সুগন্ধিতচূর্ণে চর্চিতাঙ্গী।। ৪-৫।।

প্রচ্ছন্নমানই যাঁহার কবরীবন্ধন, সৌভাগ্যতিলকই যাঁহার ললাটে উজ্জ্বলিত। শ্রীকৃষ্ণের নামযশঃ শ্রবণই যাঁহার উত্তম কর্ণভূষণ।। ৬।।

তাম্বূল-রাগে যাঁহার অধর রঞ্জিত, প্রেমকৌটিল্যই যাঁহার নয়নের কজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের পরিহাসবাণীশ্রবণে নিস্যন্দিত মন্দহাস্যরূপ কর্পূরে যিনি সুবাসিতা।। ৭।।

স্বীয়াঙ্গ-সৌরভরূপ অন্তঃপুরে যিনি গর্বরূপ পর্যঙ্কোপরি লীলাভরে উপবিষ্টা, প্রেমবৈচিত্ত্যই যাঁহার চঞ্চল তরল (হারের মধ্যমণি)।। ৮।।

প্রণয়কোপরূপ উত্তম কঞ্চুলিকায় যাঁহার স্তনমণ্ডল আবৃত, সপত্নীগণের মুখ এবং চিত্তশোষণকারী যশই যাঁহার উৎকৃষ্ট-কচ্ছপী বীণার ধ্বনি।। ৯।।

যৌবনরূপ নিজসখীর স্কন্ধে যিনি লীলাভরে করকমল ন্যস্ত করিয়াছেন, যিনি শ্যামানায়িকা এবং শৃঙ্গাররসরূপ মদনমধু পরিবেশনে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন।। ১০।।

আমি দন্তে তৃণধারণ করিয়া প্রণতি পুরঃসরঃ শ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন স্বীয়দাস্যামৃতরূপ জলপ্রক্ষেপ করিয়া এই সুদুঃখিত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করুন।।১১।।

হা গান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন তুমিও তোমার শ্রীচরণে শরণাগত এই দুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না।। ১২।।

শ্রীরাধারাণীর কৃপার হেতুস্বরূপ এই প্রেমাম্ভোজমরন্দ নামক স্তবরাজ যিনি পাঠ করেন, তিনি তাঁহার দাস্যলাভে ধন্য হইয়া থাকেন।। ১৩।।

ইতি— শ্রীমদ্ রঘুনাথদাসগোস্বামিপাদের রচিত
শ্রীপ্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ শ্রীগোপালসহস্রনাম শাপমোচনম্

অস্য শ্রীগোপালসহস্রনাম শাপমোচন মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ, শ্রীগোপালদেবতা, পংক্তিশ্ছন্দঃ, সদাশিববাক্যশাপাদ্ বিমুক্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।।

অথ অঙ্গন্যাসঃ— ওঁ বামদেব ঋষয়ে নমঃ শিরসি, শ্রীগোপালদেবতায়ৈ নমঃ মুখে, পংক্তিশ্ছন্দসে নমঃ গুহ্যে, সদাশিব বাক্যশাপাদ্ বিমুক্তয়ে নমঃ করয়োঃ।

অথ করন্যাসঃ— ওঁ ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীঁ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ বামদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অঙ্গন্যাসঃ— ওঁ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ শ্রীং কবচায় হুম্, ওঁ বামদেবায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্, ইতি হৃদয়াদি ন্যাসঃ।

অথ দিগ্‌বন্ধনম্— 'ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বরোম্' ইতি দিগ্‌বন্ধনম্।

অথ ধ্যানম্—ধ্যায়েদ্দেবং গুণাতীতং পীতকৌশেয় বাসসম্। প্রসন্নচারুবদনং নির্গুণং শ্রীপতিং প্রভুম্।

ওঁ ঐঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং বামদেবায় স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। আদৌ অষ্টোত্তরশতং জপ্‌ত্বা নামানি সংজপেৎ। অনেন বিধিনা ভক্ত্যা মন্ত্রসিদ্ধি প্রদো ভবেৎ।

ইতি— শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীগোপালসহস্রনামশাপমোচনং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রম্

কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্।
ব্রহ্মাণ্ডাখিল-নাথস্ত্বং সৃষ্টি-সংহার-কারকঃ।। ১।।

ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈর্ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সুরাদিভিঃ।
নিত্যং পঠসি দেবেশ কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর ! ২।।
আশ্চর্য্যমিদমত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর!
তৎ প্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ং ছিন্ধি শঙ্কর ! ৩।।
ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি পার্ব্বতি প্রাণবল্লভে ।
রহস্যাতিরহস্যঞ্চ যৎ পৃচ্ছসি বরাননে ।। ৪।।
স্ত্রীস্বভাবান্মহাদেবি! পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।। ৫।।
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।
ইদং রহস্যং পরমং পুরুষার্থ-প্রদায়কম্।। ৬।।
ধন-রত্নৌঘ-মাণিক্য-তুরঙ্গং গজাদিকম্।
দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ প্রদায়কম্।। ৭।।
তত্তেহহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে!
যোহসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ।। ৮।।
সংসার সাগরোত্তার কারণায় সদা নৃণাম্।
শ্রীগঙ্গাদিক-রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।। ৯।।
ততো লোকা মহামূঢ়া বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জ্জিতাঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ।। ১০।।
নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ।
বৃন্দাবন-বিহারায় গোপালং রূপমুদ্বহন্।। ১১
মুরলী-বাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতিমাবহন্।
অংশাংশেভ্যঃ সমুন্মীল্য পূর্ণরূপ-কলা যুতঃ।। ১২।।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্ নন্দগোপ-বরোদিতঃ।
ধরণীরূপিণী মাতা যশোদানন্দ-দায়িনী।। ১৩।।
দ্বাভ্যাং প্রযাচিতো নাথো দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো দেবৈরপি সুরেশ্বরি! ১৪।।

জাতোঽবন্যাং মুকুন্দোঽপি মুরলী-বেদরেচিকা।
তয়া সার্দ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে।। ১৫।।
সংসার-সারসর্ব্বস্বং শ্যামলং মহদুজ্জ্বলম্।
এতজ্জ্যোতিরহং বেদ্যং চিন্তয়ামি সনাতনম্।। ১৬।।
গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্ বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে।। ১৭।।
স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি।। ১৮।।
তস্মাজ্জ্যোতিরভূৎ দ্বেধা রাধামাধব-রূপকম্।
তস্মাদিদং মহাদেবি! গোপালেনৈব ভাষিতম্।। ১৯।।
দুর্ব্বাসসো মুনের্মোহে কার্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে।
ততঃ পৃষ্টবতীরাধা সন্দেহং ভেদমাত্মনঃ।। ২০।।
নিরঞ্জনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি !
শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ।।
ততো নারদতঃ সর্ব্বে বিরলা বৈষ্ণবাস্তথা।
কলৌ জানন্তি দেবেশি! গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।। ২২।।
শঠায় কৃপণায়াথ দাম্ভিকায় সুরেশ্বরি!
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।। ২৩।।

ওঁ অস্য শ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীগোপালো দেবতা। কামো বীজম্। মায়া শক্তিঃ। চন্দ্রঃ কীলকম্। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রভক্তিরূপফলপ্রাপ্তয়ে শ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্র জপে বিনিয়োগঃ।

অথবা— ওঁ ঐং ক্লীং বীজম্। শ্রীং হ্রীং শক্তিঃ। শ্রীবৃন্দাবন নিবাসঃ কীলকম্। শ্রীরাধাপ্রিয়ং পরং ব্রহ্মেতি মন্ত্রঃ। ধর্ম্মাদিচতুর্বিধপুরুষার্থ সিদ্ধ্যর্থে জপে পাঠে চ বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদি ন্যাসঃ— শিরসি ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে ওঁ শ্রীগোপালদেবতায়ৈ নমঃ। নাভৌ ক্লীঁ কীলকায় নমঃ। গুহ্যে হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। পাদয়োঃ শ্রীকীলকায় নমঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহেতি।

অথ করন্যাসঃ— ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীঁ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লুঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লৈঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অঙ্গন্যাসঃ— ওঁ ক্লাঁং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লুঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লৈঁ কবচায় হূম্, ওঁ ক্লৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ক্লঃ করতলকরপৃষ্টাম্ অস্ত্রায় ফট্।

মূলমন্ত্র ন্যাসঃ—ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। গোপীজন অনামিকাভ্যাং নমঃ। বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, স্বাহা করতলকর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

হৃদয়াদিন্যাসঃ—ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হূম্। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্

কস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভম্,
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী,
গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ।।
ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ম্
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তনু গোগোপসঙ্ঘাবৃতম্ ,
গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।।

শ্রীশ্রীগোপালদেবায় নমঃ

ওঁ ক্লীঁ দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ শিরোমণিঃ।
শ্রীগোপালো মহিপালঃ সর্ব্ব-বেদান্ত-পারগঃ।। ১।।
ধরণী-পালকো ধন্যঃ পুণ্ডরীকঃ সনাতনঃ।
গোপতির্ভূপতিঃ শাস্তা-প্রহর্ত্তা-বিশ্বতোমুখঃ।। ২।।
আদিকর্ত্তা মহাকর্ত্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্।
জগজ্জীবো জগদ্ধাতা জগদ্ভর্ত্তা জগদ্বপুঃ ।। ৩।।
মৎস্যো ভীমঃ কুহূভর্ত্তা হর্ত্তা বারাহ-মূর্ত্তিমান্।
নারায়ণো হৃষীকেশো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ।। ৪।।
গোকুলেন্দ্রো মহীচন্দ্রঃ শর্ব্বরী-প্রিয়কারকঃ।
কমলামুখ-লোলাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ শুভাবহঃ।। ৫।।
দুর্ব্বাসাঃ কপিলো ভৌমঃ সিন্ধু-সাগর-সঙ্গমঃ ।
গোবিন্দো গোপতির্গোত্রঃ কালিন্দী-প্রেম-পূরকঃ।। ৬।।
গোস্বামী গোকুলেন্দ্রশ্চ গোবর্দ্ধন-বরপ্রদঃ।
নন্দাদি গোকুলত্রাতা দাতা দারিদ্র্য-ভঞ্জনঃ।। ৭।।
সর্ব্বমঙ্গল দাতা চ সর্ব্ব কাম প্রদায়কঃ।
আদিকর্ত্তা মহীভর্ত্তা সর্ব্বসাগর-সিন্ধুজঃ।। ৮।।
গজগামী গজোদ্ধারী কামী কামকলা-নিধিঃ।
কলঙ্ক-রহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্যো বিম্ব-সত্তমঃ।। ৯।।
মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিল-স্বরভূষণঃ।
রামো নীলাম্বরো দেবো হলী দুর্দ্দমমর্দ্দনঃ।। ১০।।
সহস্রাক্ষপুরী-ভেত্তা মহামারী বিনাশনঃ।
শিবঃ শিবতমোভেত্তা বলারাতি প্রপূজিতঃ।। ১১।।
কুমারী বরদাতা চ বরেণ্যো মীনকেতনঃ।
নরো-নারায়ণো ধীরো রাধাপতিরুদারধীঃ।। ১২।।

শ্রীপতিঃ শ্রীনিধীঃ শ্রীমান্ মাপতিঃ প্রতিরাজহা।
বৃন্দাপতিঃ কুলগ্রামী ধামীব্রহ্ম-সনাতনঃ।। ১৩।।
রেবতী-রমণো রামশ্চঞ্চলশ্চারুলোচনঃ।
রামায়ণ-শরীরোঽয়ং রামী রামঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ।। ১৪।।
শর্ব্বরঃ শর্ব্বরী শর্ব্ব সর্ব্বত্র শুভ দায়কঃ।
রাধা রাধয়িতো রাধী রাধাচিত্ত-প্রমোদকঃ।। ১৫।।
রাধারতি-সুখোপেতো রাধামোহনতৎপরঃ।
রাধা-বশীকরো রাধা-হৃদয়াম্ভোজ-ষট্পদঃ।। ১৬।।
রাধালিঙ্গন-সম্মোহো রাধা-নর্ত্তন-কৌতুকঃ।
রাধা-সঞ্জাত-সংপ্রীতো রাধা-কামফলপ্রদঃ।। ১৭।।
বৃন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোকশোক-বিনাশনঃ ।
চন্দ্রাপতিশ্চন্দ্রপতিশ্চণ্ড-কোদণ্ড-ভঞ্জনঃ।। ১৮।।
রামো দাশরথী রামো ভৃগুবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আত্মারামো জিতক্রোধো মোহো মোহান্ধভঞ্জনঃ।। ১৯।।
বৃষভানু-ভবো ভাব কাশ্যপিঃ করুণানিধিঃ।
কোলাহলো হলীহালী হেলী হলধর-প্রিয়ঃ ।। ২০।।
রাধা-মুখাব্জ-মার্ত্তণ্ড ভাস্করো রবিজো বিধুঃ।
বিধির্বিধাতা বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ।। ২১।।
রোহিণী-হৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজো বলী।
নীলাম্বরো রৌহিণেয়ো জরাসন্ধ-বধোঽমলঃ।। ২২।।
নাগো নবাম্ভো বিরুদো বীরহা বরদো বলী।
গোপথো বিজয়ী বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ।। ২৩।।
পরশুরামবচোগ্রাহী বরগ্রাহী শৃগালহা ।
দমঘোষোপদেষ্টা চ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ।। ২৪।।
বীরপত্নী-যশস্ত্রাতা জরা-ব্যাধি-বিঘাতকঃ।
দ্বারকাবাস-তত্ত্বজ্ঞো হুতাশন-বরপ্রদঃ।। ২৫।।

যমুনাবেগ-সংহারী নীলাম্বর-ধরঃ প্রভুঃ ।
বিভুঃ শরাসনো ধন্বী গণেশো গণনায়কঃ।। ২৬।।
লক্ষ্মণো লক্ষণো লক্ষ্যো রক্ষোবংশবিনাশকঃ।
বামনো বামনীভূতোঽবামনো বামনারুহঃ।। ২৭।।
যশোদানন্দনঃ কর্ত্তা যমলার্জ্জুন-মুক্তিদঃ।
উলূখলী মহামানী দামবদ্ধাহ্বয়ী শমী ।। ২৮।।
ভক্তানুকারী ভগবান্ কেশবোঽচল-ধারকঃ।
কেশিহা মধুহা মোহী বৃষাসুর-বিঘাতকঃ।। ২৯।।
অঘাসুর-বিনাশী চ পুতনা-মোক্ষদায়কঃ ।
কুব্জাবিনোদী ভগবান্ কংসমৃত্যুর্মহামুখী।। ৩০।।
অশ্বমেধো বাজপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যশ্চন্দ্র-কোটিসুশীতলঃ ।। ৩১।।
রবিকোটি প্রতীকাশো বায়ুকোটি মহাবলঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা চ কমলা-বাঞ্ছিত-প্রদঃ।। ৩২।।
কমলী কমলাক্ষশ্চ কমলামুখ-লোলুপঃ।
কমলা-ব্রতধারী চ কমলাভঃ পুরন্দরঃ।। ৩৩।।
সৌভাগ্যাধিক চিত্তোঽয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ।
তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচ-ক্ষোভ-কারকঃ।। ৩৪।।
বিশ্বামিত্র-প্রিয়ো দান্তো রামো রাজীব-লোচনঃ।
লঙ্কাধিপ-কুল-ধ্বংসী বিভীষণ-বরপ্রদঃ।। ৩৫।।
সীতানন্দকরো রামো বীরো-বারিধি-বন্ধনঃ।
খরদূষণ-সংহারী সাকেতপুর বাসনঃ।। ৩৬।।
চন্দ্রাবলীপতিঃ কুলঃ কেশীকংস-বধোঽমলঃ।
মাধবো মধুহা মাধ্বী মাধ্বীকো মাধবীমধুঃ।। ৩৭।।
মুঞ্জাটবী-গাহমানো ধেনুকারি-র্ধরাত্মজঃ।
বংশীবট-বিহারী চ গোবর্দ্ধন-বনাশ্রয়ঃ।। ৩৮।।

তথা তালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবন-শঙ্খহা।
তৃণাবর্ত্ত-কথাকারী বৃষভানুসুতাপতিঃ।। ৩৯।।
রাধাপ্রাণসমো রাধাবদনাব্জ-মধুব্রতঃ।
গোপীরঞ্জন-দৈবজ্ঞো লীলাকমল-পূজিতঃ।। ৪০।।
ক্রীড়াকমল-সন্দোহো গোপিকা-প্রীতিরঞ্জনঃ।
রঞ্জকো-রঞ্জনো-রঙ্গো রঙ্গী-রঙ্গমহীরুহঃ।। ৪১।।
কামঃ কামারিভক্তোঽয়ং পুরাণপুরুষঃ কবিঃ।
নারদো দেবলো ভীমো বালো বালমুখাম্বুজঃ।। ৪২।।
অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগী দত্তবরো মুনিঃ।
ঋষভঃ পর্ব্বতো গ্রামো নদী পবন-বল্লভঃ।। ৪৩।।
পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা-রুদ্রোঽহিভূষিতঃ।
গণানাং ত্রাণকর্ত্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী।। ৪৪।।
গণাশ্রয়ো গণাধ্যক্ষঃ ক্রোড়ীকৃত-জগত্রয়ঃ।
যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভোধুরী।। ৪৫।।
ভ্রমরঃ কুন্তলী কুন্তীসুতরক্ষী মহামুখী।
যমুনাবরদাতা চ কশ্যপস্য বরপ্রদঃ।। ৪৬।।
শঙ্খচূড়-বধোদ্দামো গোপীরক্ষণ-তৎপরঃ।
পাঞ্চজন্যকরো রামীত্রিরামী বনজোজয়ঃ।। ৪৭।।
ফাল্গুনঃ ফাল্গুনসখো বিরাধ-বধকারকঃ।
রুক্মিণী-প্রাণনাথশ্চ সত্যভামা-প্রিয়ঙ্করঃ।। ৪৮।।
কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ।
অঙ্কুশো-ভূসুরো-ভামো ভামকো ভ্রামকো হরিঃ।। ৪৯।।
সরলঃশাশ্বতো বীরো যদুবংশী শিবাত্মকঃ।
প্রদ্যুম্নোবলকর্ত্তা চ প্রহর্ত্তা দৈত্যহা প্রভুঃ।। ৫০।।
মহাধনো মহাবীরো বনমালা বিভূষণঃ।

তুলসী-দাম-শোভাঢ্যো জালন্ধর বিনাশনঃ।। ৫১।।
শূরঃ সূর্য্যোম্মৃকণ্ডশ্চ ভাস্করো বিশ্ব-পূজিতঃ।
রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বো বড়বানলঃ।। ৫২।।
দৈত্যদর্প-বিনাশী চ গরুড়ো গরুড়াগ্রজঃ।
গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথোঽবিরোধকঃ।। ৫৩।।
প্রপঞ্চী পঞ্চরূপশ্চ লতাগুল্মশ্চ গোপতিঃ।
গঙ্গা চ যমুনারূপো গোদা বেত্রবতী তথা।। ৫৪।।
কাবেরী নর্ম্মদা তাপী গণ্ডকী সরযূরজঃ।
রাজসস্তামসঃ সত্ত্বী সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বলোচনঃ।। ৫৫।।
সুধাময়োঽমৃতময়ো যোগিনীবল্লভঃ শিবঃ।
বুদ্ধো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শচীপতিঃ।। ৫৬।।
বংশী-বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ।
রবরাবো রবোরাবো বালো বাল-বলাহকঃ।। ৫৭।।
শিবো রুদ্রো নলো নীলো লাঙ্গুলী লাঙ্গুলাশ্রয়ঃ।
পারদঃ পাবনোহংসো হংসারূঢ়ো জগৎপতিঃ।। ৫৮।।
মোহিনী-মোহনো মায়ী মহামায়ী মহামুখী।
বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালিদমন-কারকঃ।। ৫৯।।
কুব্জাভাগ্যপ্রদোবীরো রজক-ক্ষয়কারকঃ।
কোমলো বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ ।। ৬০।।
হারকঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
খড়্গধারী কৃপাকারী রাধারমণ-সুন্দরঃ।। ৬১।।
দ্বাদশারণ্য-সম্ভোগী শেষনাগ-ফণালয়ঃ ।
কামঃ শ্যামঃ সুখঃ শ্রীদঃ শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ কৃতী।। ৬২।।
হরির্হরো নরোনারো নরোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ।
গোপালী চিত্তহর্ত্তা চ কর্ত্তা সংসারতারকঃ।। ৬৩।।

আদিদেবো মহাদেবো গৌরীগুরুবনাশ্রয়ঃ।
সাধুর্মধুর্বিধুর্ধাতা ত্রাতাক্রুর-পরায়ণঃ।। ৬৪।।
রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারির্বনাশ্রয়ঃ।
বনং বনী বনাধ্যক্ষো মহাবন্দ্যো মহামুনিঃ।। ৬৫।।
স্যমন্তকমণি-প্রাজ্ঞো বিজ্ঞো বিঘ্ন-বিঘাতকঃ।
গোবর্দ্ধনো বর্দ্ধনীয়ো বর্দ্ধনীবর্দ্ধনপ্রিয়ঃ।। ৬৬।।
বর্দ্ধন্যো বর্দ্ধবর্দ্ধীবর্দ্ধিষ্ণুঃ সুমুখ-প্রিয়ঃ।
বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকো বৃদ্ধো বৃন্দারক-জনপ্রিয়ঃ।। ৬৭।।
গোপালরমণীভর্ত্তা সাম্ব-কুষ্ঠ-বিনাশকঃ।
রুক্মিণীহরণঃ প্রেমপ্রেমী চন্দ্রাবলীপতিঃ।। ৬৮।।
শ্রীকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা চ নরোনারায়ণো বলী।
গণো গণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ।। ৬৯।।
ব্যাসো নারায়ণো দিব্যো ভব্যো ভাবুক-ধারকঃ।
স্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভম্।। ৭০
শুভাত্মকঃ শুভ শাস্তা প্রশাস্তা মেঘনাদহা।
ব্রহ্মণ্যদেবো দীনানামুদ্ধার-করণক্ষমঃ ।। ৭১।।
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
কৃষ্ণ-কামী সদাকৃষ্ণঃ সমস্ত-প্রিয়কারকঃ।। ৭২।।
নন্দো নন্দী মহানন্দী মাদী মাদনকঃ কিলী ।
মিলীহিলী গিলীগোলী গোলো গোলালয়ো-গুলী।। ৭৩
গুগ্‌গুলী-মারকী-শাখী বটঃপিপ্পলকঃকৃতী।
ম্লেচ্ছহা কালহর্ত্তা চ যশোদাযশ এব চ ।। ৭৪।।
অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণুর্হরিঃ সত্যো জনার্দ্দনঃ।
হংসো-নারায়ণো লীলোনীলো ভক্তপরায়ণঃ।। ৭৫।।
জানকী-বল্লভোরামো বিরামো বিঘ্ননাশনঃ ।

সহস্রাংশুর্মহাভানু-র্বীরবাহুর্মহোদধিঃ।। ৭৬।।
সমুদ্রোহব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ।
গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞা-পরিপালকঃ।। ৭৭।।
সদারামঃ কৃপারামো মহারামো ধনুর্দ্ধরঃ ।
পর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারো গয়োগেয়ো দ্বিজপ্রিয়ঃ।। ৭৮।।
কম্বলাশ্বতরো রামো রামায়ণ-প্রবর্ত্তকঃ।
দ্যৌর্দিবো-দিবসো দিব্যো-ভব্যো ভাবিভয়াপহঃ।। ৭৯।।
পার্ব্বতীভাগ্য-সহিতো ভ্রাতা লক্ষ্মী-বিলাসবান্।
বিলাসী সাহসী সর্ব্বী গর্ব্বী গর্ব্বিতলোচনঃ।। ৮০।।
মুরারির্লোক-ধর্ম্মজ্ঞো জীবনো জীবনান্তকঃ।
যমো যমাদির্যমনো যামী যামবিধায়কঃ।। ৮১।।
বংশুলী পাংশুলী পাংশুঃ পাণ্ডুরর্জ্জুনবল্লভঃ ।
ললিতা-চন্দ্রিকামালী মালী-মালাম্বুজাশ্রয়ঃ।। ৮২।।
অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তামণিপ্রভুঃ।
মণির্দিনমণিশ্চৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ।। ৮৩।।
বদরীবন-সংপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
অমরারির্নিহন্তা চ সুধাসিন্ধু-র্বিধূদয়ঃ।। ৮৪।।
চন্দ্রোরবিঃ শিবঃশূলী চক্রীচৈব গদাধরঃ।
শ্রীকর্ত্তাশ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীসুতঃ।। ৮৫।।
শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ ।
বাসুদেবোহপ্রমেয়াত্মা কেশবো-গরুড়ধ্বজঃ।। ৮৬।।
নারায়ণঃ পরংধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ।। ৮৭।।
ভগবান্ সর্ব্বভূতেশো গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ।
অনন্তো নির্গুণোহনন্ত নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।। ৮৮।।

নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ।
পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ।। ৮৯।।
ক্ষণাবনিঃ সার্ব্বভৌমো বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ ।
বিষ্ণুর্দামোদরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরাপতিঃ।। ৯০।।
দেবকীগর্ভসম্ভূতো যশোদাবৎসলো হরিঃ।
শিবঃ সঙ্কর্ষণঃ শম্ভুর্ভূতনাথো দিবস্পতিঃ।। ৯১।।
অব্যয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো নির্ম্মলো নিরুপদ্রবঃ ।
নির্ব্বাণনায়কো নিত্যো নীল-জীমূত-সন্নিভঃ।। ৯২।।
কলাক্ষয়শ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ কমলারূপ-তৎপরঃ।
হৃষীকেশঃ পীতবাসা বসুদেব-প্রিয়াত্মজঃ।। ৯৩।।
নন্দগোপ-কুমারার্য্যো নবনীতাশনো-প্রভুঃ।
পুরাণপুরুষঃ-শ্রেষ্ঠঃ শঙ্খ-পাণিস্ত্রিবিক্রমঃ।। ৯৪।।
অনিরুদ্ধশ্চক্ররথঃ শার্ঙ্গ-পাণিশ্চতুর্ভূজঃ ।
গদাধরঃ সুরার্ত্তিঘ্নো গোবিন্দো-নন্দকায়ুধঃ।। ৯৫।।
বৃন্দাবনচরঃ শৌরির্বেণুবাদ্যবিশারদঃ।
তৃণাবর্ত্তান্তকো ভীম সাহসো বহুবিক্রমঃ ।। ৯৬।।
শকটাসুরঃ সংহারী বকাসুর-বিনাশনঃ।
ধেনুকাসুর-সংহারী পূতনারির্নৃকেশরী।। ৯৭।।
পিতামহো গুরুঃসাক্ষী প্রত্যগাত্মা সদাশিবঃ ।
অপ্রমেয়প্রভুঃ প্রাজ্ঞোঽপ্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্দ্ধনঃ ।। ৯৮।।
ধন্যোমান্যো ভবোভাবো ধীরঃশান্তো জগদ্‌গুরুঃ।
অন্তযমীশ্বরো দিব্যো দৈবজ্ঞো-দেবতাগুরুঃ।। ৯৯।।
ক্ষীরাব্ধি-শয়নো-ধাতা লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
ধাত্রীপতিরমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর-পূজিতঃ।। ১০০।।
লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচরিত্রকীর্ত্তনঃ।

কোটিমন্মথ-সৌন্দর্য্যো জগন্মোহনবিগ্রহঃ।। ১০১।।
মন্দস্মিততমো-গোপো গোপিকা-পরিবেষ্টিতঃ।
ফুল্লারবিন্দ-নয়নশ্চাণূরান্ধ্র-নিসূদনঃ।। ১০২।।
ইন্দীবরদল-শ্যামো বর্হি-বর্হবতংসকঃ।
মুরলী-নিনাদাহ্লাদো দিব্য-মাল্যাম্বরাবৃতঃ।। ১০৩।।
সুকপোলযুগঃ সুভ্রূ-যুগলঃ সুললাটকঃ।
কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ ।। ১০৪।।
পীনবক্ষাশ্চতুর্ব্বাহু-শ্চতুর্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ।
কলঙ্করহিতঃ-শুদ্ধো দুষ্টশত্রু-নিবর্হণঃ ।। ১০৫।।
কিরীট-কুণ্ডল-ধরঃ কটকাঙ্গদ-মণ্ডিতঃ।
মুদ্রিকাভরণোপেতঃ কটিসূত্র-বিরাজিতঃ।। ১০৬।।
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদঃ সর্ব্বাভরণ-ভূষিতঃ।
বিন্যস্ত-পাদযুগলো দিব্যমঙ্গলবিগ্রহঃ ।। ১০৭।।
গোপিকানয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্র-নিভাননঃ।
সমস্ত-জগদানন্দঃ সুন্দরো-লোকনন্দনঃ ।। ১০৮।।
যমুনাতীর-সঞ্চারী রাধা-মন্মথ-বৈভবঃ।
গোপনারীপ্রিয়ো-দান্তো গোপীবস্ত্রাপহারকঃ ।। ১০৯।।
শৃঙ্গারমূর্ত্তিঃ শ্রীধামো তারকো-মূলকারণম্।
সৃষ্টি-সংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূরাসুর বিভঞ্জনঃ।। ১১০।।
নরকাসুর-সংহারী চ মুরারির্বৈরিমর্দ্দনঃ।
আদিতেয়-প্রিয়ো দৈত্যভীকরশ্চেন্দু-শেখরঃ।। ১১১।।
জরাসন্ধ-কুলধ্বংসী কংসারাতিঃ সুবিক্রমঃ।
পুণ্যশ্লোকঃ কীর্ত্তনীয়ো যাদবেন্দ্রো জগন্নুতঃ।। ১১২।।
রুক্মিণীরমণঃ সত্যভামা-জাম্ববতীপ্রিয়ঃ।
মিত্রবিন্দা-নাগ্নজিতী-লক্ষ্মণা-সমুপাসিতঃ।। ১১৩।।

সুধাকরকুলে-জাতোঽনন্ত-প্রবলবিক্রমঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্য-সম্পন্নো দ্বারকায়ামুপস্থিতঃ।। ১১৪।।
ভদ্রা-সূর্য্যসুতানাথো লীলা-মানুষবিগ্রহঃ।
সহস্র-ষোড়শস্ত্রীশো ভোগমোক্ষৈকদায়কঃ।। ১১৫।।
বেদান্তবেদ্যঃ সংবেদ্যো বেদ্যো ব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ।
গোবর্দ্ধনধরো নাথো সর্ব্বজীব-দয়াপরঃ ।। ১১৬।।
মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বভূতাত্মা আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসুলভঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদঃ।। ১১৭।।
ষড়্গুণৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ পূর্ণকামো-ধুরন্ধরঃ ।
মহানুভাবঃ কৈবল্য-দায়কো লোকনায়কঃ।। ১১৮।।
আদি-মধ্যান্ত-রহিতঃ শুদ্ধ-সাত্ত্বিকবিগ্রহঃ।
অসমানঃ সমস্তাত্মা শরণাগতবৎসলঃ।। ১১৯।।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারণং সর্ব্বকারণম্ ।
গম্ভীরঃ সর্ব্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।। ১২০।।
বিষ্কক্সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ।
সত্যব্রতঃ সত্যসঙ্গঃ সর্ব্বধর্ম্ম-পরায়ণঃ ।। ১২১।।
আপন্নার্ত্তি-প্রশমনো দ্রৌপদী-মানরক্ষকঃ ।
কন্দর্প-জনকঃ প্রাজ্ঞো জগন্নাটক-বৈভবঃ।। ১২২।।
ভক্তিবশ্যো গুণাতীতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়কঃ।
দমঘোষ-সুতদ্বেষী বাণ-বাহু-বিখণ্ডনঃ ।। ১২৩।।
ভীষ্ম-ভক্তি-প্রদো দিব্যঃকৌরবান্বয়-নাশনঃ।
কৌন্তেয়-প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থস্যন্দনসারথিঃ।। ১২৪।।
নারসিংহো মহাবীরঃ স্তম্ভজাতো মহাবলঃ।
প্রহ্লাদবরদঃ-সত্যো দেবপূজ্যোঽভয়ঙ্করঃ।। ১২৫।।
উপেন্দ্র-ইন্দ্রাবরজো বামনো-বলিবন্ধনঃ।

গজেন্দ্র-বরদঃ-স্বামী সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ ।। ১২৬।।
শেষপর্য্যঙ্কশয়নো বৈনতেয়-রথো-জয়ী।
অব্যাহত-বলৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ পূর্ণমানসঃ।। ১২৭।।
যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞানদায়কঃ।
যোগি-হৃৎপঙ্কজবাসো যোগমায়া-সমন্বিতঃ ।। ১২৮।।
নাদবিন্দু-কলাতীতশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
সুষুম্না-মার্গ-সঞ্চারী দেহস্যান্তর-সংস্থিতঃ।। ১২৯।।
দেহেন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ-সাক্ষী চেতঃ-প্রসাদকঃ।
সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতোদেহী জ্ঞান-দর্পণ-গোচরঃ।। ১৩০।।
তত্ত্বত্রয়াত্মকোঽব্যক্তঃ কুণ্ডলী-সমুপাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শান্তোদান্তো-গতক্লমঃ।। ১৩১।।
শ্রীনিবাসঃসদানন্দী বিশ্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভুঃ।
সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।। ১৩২।।
সমস্ত-ভুবনাধারঃ সমস্ত-প্রাণরক্ষকঃ।
সমস্ত-সর্ব্বভাবজ্ঞো গোপিকাপ্রাণবল্লভঃ।। ১৩৩।।
নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলঃ।
ব্যূহার্চ্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠপুরাধিপঃ।। ১৩৪।।
পূর্ণানন্দ-ঘনীভূতো গোপবেশ-ধরো হরিঃ।
কলায়-কুসুম-শ্যামঃ কোমলঃ শান্ত-বিগ্রহঃ।। ১৩৫।।
গোপাঙ্গনাবৃতোঽনন্তো বৃন্দাবন-সমাশ্রয়ঃ।
বেণুবাদরতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ ।। ১৩৬।।
বালক্রীড়া-সমাসক্তো নবনীতস্য তস্করঃ।
গোপাল-কামিনী-জারশ্চৌরজার-শিখামণিঃ।। ১৩৭।।
পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো-মন্ত্রো ব্যাপকো-লোকপাবনঃ।। ১৩৮।।

সপ্তকোটি-মহামন্ত্র-শেখরো দেবশেখরঃ।
বিজ্ঞান-জ্ঞানসন্ধান-স্তেজোরাশি-র্জগৎপতিঃ।। ১৩৯।।
ভক্তলোক-প্রসন্নাত্মা ভক্তমন্দার-বিগ্রহঃ।
ভক্ত-দারিদ্র্য-দমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ।। ১৪০।।
ভক্তাধীনমনাঃ পূজ্যো ভক্তলোক-শিবঙ্করঃ।
ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ সর্ব্বভক্তাঘৌঘ-নিকৃন্তনঃ।
অপারকরুণা-সিন্ধুর্ভগবান্ ভক্ততৎপরঃ ।। ১৪১।।

ইতি— শ্রীরাধিকানাথঃ সহস্রনাম-কীর্ত্তিতম্।
স্মরণাৎ পাপরাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যুনাশনম্।। ১।।
বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ নিবারণম্।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং পরস্ত্রীগমনং তথা।। ২।।
পরদ্রব্যাপহরণং পরদ্বেষ-সমন্বিতম্।
মানসং বাচিকং কায়ং যৎপাপং পাপসম্ভবম্।। ৩।।
সহস্রনাম-পঠনাৎ সর্ব্বংনশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
মহাদারিদ্র্য-যুক্তোঽপি বৈষ্ণবো-বিষ্ণুভক্তিমান্।। ৪।।
কার্ত্তিক্যাং সংপঠেৎ রাত্রৌ শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ।
পীতাম্বরধরো ধীমান্ সুগন্ধি-পুষ্পচন্দনৈঃ।। ৫।।
পুস্তকং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যাদিভিরেব চ।
রাধাধ্যানাঙ্কিতো ধীরো বনমালাবিভূষিতঃ।। ৬।।
শতমষ্টোত্তরং দেবি পঠেন্নাম-সহস্রকম্।
চৈত্রে শুক্লে চ কৃষ্ণে চ কুহূ-সংক্রান্তি-বাসরে।। ৭।।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
তুলসীমালয়া যুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ।। ৮।।
রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধ-বাসরে।
ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ।। ৯।।

পঠেন্নাম-সহস্রঞ্চ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো য পঠেৎ সদা।। ১০।।
দেশান্তরগতা লক্ষ্মীঃ সমায়াতি ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যে চ মহাদেবি সুন্দর্য্যঃ কামমোহিতাঃ।। ১১।।
মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবঞ্চ ভজন্তি তাঃ।
রোগীরোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধোমুচ্যেত বন্ধনাৎ।। ১২।।
গুর্ব্বিণী-জনয়েৎ-পুত্রং কন্যা-বিন্দতি সৎপতিম্।
রাজানো বশ্যতাং যান্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্রমানবাঃ।। ১৩।।
সহস্রনাম্নঃ শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে।
ধারণাৎ সর্ব্বমাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্রসংশয়ঃ।। ১৪।।
বংশীবটে চান্যবটে তথা পিপ্পলকেঽথবা।
কদম্ব-পাদপতলে গোপালমূর্ত্তি-সন্নিধৌ।। ১৫।।
যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবোনিত্যং স যাতি হরিমন্দিরম্।
কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈ ময়িপ্রোক্তং তয়া শিবে। ১৬।।
নারদায় ময়াপ্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতম্।
ময়াত্বয়ি বরারোহে প্রোক্তমেতৎ সুদুর্লভম্।। ১৭।।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন।
শঠায়পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ।। ১৮।।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ।। ১৯।।
গোদান-ব্রহ্মযজ্ঞাদে-র্বাজপেয়শতস্য চ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং পাঠে ভবেদ্ ধ্রুবম্।। ২০।।
মোহনং স্তম্ভনঞ্চৈব মারণোচ্চাটনাদিকম্।
যদ্যদ্ বাঞ্ছতি চিত্তেন তত্তৎ প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবঃ।। ২১।।
একাদশ্যাং নরঃ স্নাত্বা সুগন্ধি-দ্রব্য-তৈলকৈঃ।

আহারং ব্রাহ্মণেদত্ত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণম্।। ২২।।
তত আরম্ভ-কর্ত্তাসৌ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
শতাবৃত্তং সহস্রঞ্চ যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো জনঃ।। ২৩।।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ।
যদ্গৃহে পুস্তকং দেবি পূজিতঞ্চৈব তিষ্ঠতি।। ২৪।।
ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষং নোপসর্গভয়ং ক্বচিৎ।
সর্পাদি-ভূত-যক্ষাদ্যা নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ।।২৫।।
শ্রীগোপালো মহাদেবি বসেত্তস্য গৃহেসদা।
গৃহে যত্র সহস্রঞ্চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতম্।। ২৬।।

ইতি- শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীহরপার্ব্বতী সংবাদে ত্রৈলোক্যমোহনং শ্রীশ্রীগোপাল-সহস্রনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

(গীতাবলী)

১। মালবগৌড় রাগ, রূপক তাল।

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব-ধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে।।১।।
ক্ষিতি-রতি-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি-ধারণ-কিণ-চক্র-গরিষ্ঠে।
কেশব-ধৃত-কূর্ম্ম-শরীর জয় জগদীশ হরে।।২।।
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি-কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না।
কেশব-ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।। ৩।।
তব-কর-কমল-বরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গম্।

কেশব-ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৪।।
ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুত-বামন
পদনখ-নীর-জনিত-জন-পাবন।
কেশব-ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৫।।
ক্ষত্রিয়-রুধির-ময়ে জগদপগত-পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্।
কেশব-ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৬।।
বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতি-কমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব-ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে।। ৭।।
বহসি বপূষি বিশদে বসনং জলদাভং
হল-হতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব-ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে।। ৮।।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শির্ত-পশুঘাতম্।
কেশব-ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।। ৯।।
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব-ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।। ১০।।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারম্।
কেশব-ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।। ১১।।

২। রামকিরী রাগ, যতি তাল।

চন্দনচর্চ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী।
কেলি-চলন্মণি-কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালী।

হরিরিহ মুগ্ধ-বধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।।ধ্রু।।
পীনপয়োধর-ভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগম্।।
ক্বাপি-বিলাস-বিলোল-বিলোচন-খেলন-জনিত-মনোজম্।
ধ্যায়তিমুগ্ধ-বধূরধিকং মধুসূদন-বদন-সরোজম্।।
ক্বাপি-কপোল-তলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারুচুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে।।
কেলিকলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা-জলকূলে।
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।।
করতলতাল-তরলবলয়াবলি-কলিত-কলস্বন-বংশে।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতী প্রশংসে।।
শ্লিষ্যতি-কামপি চুম্বতি-কামপি কামপি-রময়তি-রামাম্।
পশ্যতি সস্মিত-চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্।।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমদ্ভুত-কেশব-কেলি রহস্যম্।
বিপিন-বিনোদ কলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্।।

৩। গুর্জ্জরীরাগ, যতি তাল।

সঞ্চরদধরসুধা-মধুরধ্বনি মুখরিত-মোহন-বংশম্।
বলিতদৃগঞ্চল চঞ্চলমৌলি-কপোল-বিলোল-বতংসম্।।
রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম-কৃত-পরিহাসম্।।ধ্রু।।
চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশম্।
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুর-মুদির-সুবেশম্।।
গোপকদম্ব-নিতম্ববতী-মুখচুম্বন-লম্বিত-লোভম্।
বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্মিত-শোভম্।।
বিপুল-পুলক-ভুজপল্লব-বলয়িত-বল্লব যুবতিসহস্রম্।

করচরণোরসি-মণিগণভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্।।
জলদ-পটল-বলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটম্।
পীনপয়োধর-পরিসরমর্দ্দন-নির্দ্দয়-হৃদয়-কবাটম্।।
মণিময়-মকর-মনোহরকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগত-মুনিমনুজ-সুরাসুর-বর পরিবারম্।।
বিশদ-কদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষ-ভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরঙ্গবদনঙ্গ-দৃশা মনসা-রময়ন্তম্।।
শ্রীজয়দেব ভণিতমতিসুন্দর-মোহন-মধুরিপুরূপম্।
হরিচরণ-স্মরণং প্রতি-সম্প্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্।।

৪। মালবগৌড় রাগ, একতালা তাল।

নিভৃত-নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিত-বিলোকিত-সকল-দিশা রতি-রভস-রসেন হসন্তম্।
সখি হে! কেশি-মথনমুদারম্।
রময়া ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারম্।। ধ্রু।।
প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া-পটু-চাটু শতৈরনুকূলম্।।
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া-শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্।।
কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃত-পরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধর-পানম্।।
অলস-নিমীলিত-লোচনয়া-পুলকাবলি-ললিত-কপোলম্।
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বর-মদন-মদাদতিলোলম্।।
কোকিল-কলরব-কূজিতয়া জিত-মনসিজ-তন্ত্র বিচারম্।
শ্লথ-কুসুমাকুল-কুন্তলয়া নখ-লিখিত-ঘন-স্তন ভারম্।।
চরণ-রণিত-মণি-নূপূরয়া পরিপূরিত-সুরত-বিতানম্।
মুখর বিশৃঙ্খল-মেখলয়া সকচ-গ্রহ-চুম্বন-দানম্।।

রতিসুখ-সময়-রসালসয়া দর মুকুলিত নয়ন-সরোজম্।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদন মুদিতমনোজম্।।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমতিশয় মধুরিপু-নিধুবন শীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু-সলীলম্।।

৭। **গুর্জ্জরীরাগ, যতি তাল।**

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতি-ভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব।।ধ্রু।।
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ।।
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিল-ভ্রূ কোপ-ভরেণ।
শোণ-পদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ।।
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি।।
তন্বি! খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি।।
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি।।
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি! দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি।।
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেন।।

৮। **কর্ণাটরাগ, যতি তাল।**

নিন্দতি-চন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন-গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্।।

সা বিরহে তব দীনা।

মাধব! মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা।।ধ্রু।।

অবিরল নিপতিত-মদন-শরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।

স্বহৃদয়-নর্ম্মণি বর্ম্ম-করোতি সজল-নলিনী-দল-জালম্।।

কুসুম-বিশিখ-শরতল্পমনল্প-বিলাস কলা-কমনীয়ম্।

ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুম-শয়নীয়ম্।।

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমানন-কমলমুদারম্।

বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদ-দন্তদলন-গলিতামৃত-ধারম্।।

বিলখতি রহসি কুরঙ্গ-মদেন ভবন্তমসম-শরভূতম্।

প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্।।

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।

ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্।।

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীব দুরাপম্।

বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্।।

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।

হরি-বিরহাকুল-বল্লবযুবতি সখীবচনং পঠনীয়ম্।।

৯। দেশাগরাগ, একতালা তাল।

স্তন-বিনিহিতমপি হারমুদারম্।

সা মনুতে কৃশ-তনুরিব ভারম্।

রাধিকা তব বিরহে কেশব।। ধ্রু।।

সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কম্।

পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।।

শ্বসিত-পবনমনুপম-পরিণাহম্।

মদন-দহনমিব বহতি সদাহম্।।

দিশি দিশি কিরতি সজল-কণ-জালম্।

নয়ন-নলিনমিব বিদলিত-নালম্।।
নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়-তল্পম্।
গণয়তি বিহিত-হুতাস-বিকল্পম্।।
ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলম্।
বাল শশিনমিব সায়মলোলম্।।
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিত-মরণেব নিকামম্।।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশব-পদমুপনীতম্।।

১০। দেশবরাড়ীরাগ, রূপক তাল।

বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুম-নিকরে বিরহি-হৃদয়-দলনায়।
সখি হে! সীদতি তব বিরহে বনমালী।।ধ্রু।।
দহতি শিশির-ময়ূখে মরণমনু-করোতি।
পততি মদন-বিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি।।
ধ্বনিত মধুপ-সমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিত-বিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি।।
বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণি শয়নে বহু বিলপতি তব নাম।।
ভণতি কবি-জয়দেবে হরি-বিরহ-বিলসিতেন।
মনসি রভস-বিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন।।

১১। গুর্জ্জরীরাগ, একতালা তাল।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধর-পরিসরমর্দ্দন-চঞ্চলকরযুগশালী।। ধ্রু।।

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তেমৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে ননু তে তনুসঙ্গত-পবন চলিতমপি রেণুম্।।
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।।
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি! কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয়নীলনিচোলম্।।
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃত-বিপাকে।।
বিগলিত-বসনং পরিহৃত-রসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়-শয়নে পঙ্কজনয়নে-নিধিমিব হর্ষনিধানম্।।
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্।।
শ্রীজয়দেবে কৃত হরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতি-সদয়ং নমত সুকৃত-কমনীয়ম্।।

১২। গোণ্ডকিরীরাগ, রূপক তাল।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তম্।
নাথ হরে! সীদতি রাধা বাসগৃহে।। ধ্রু।।
ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী।।
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া।।
মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা।
মধুরি-পুরহমিতি ভাবন-শীলা।।
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্।।

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমির-মনল্পম্।।
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসক-সজ্জা।।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতম্।
রসিক-জনং তনুতামতি মুদিতম্।।

১৩। মালবগৌড় রাগ, যতি তাল।

কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপ-যৌবনম্।
যামি হে কমিহ-শরণং সখীজন-বচন-বঞ্চিতা।।ধ্রু।।
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসম-শর-কীলিতম্।।
মম মরণমেব বরমতি বিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিহরামি বিরহানলমচেতনা।।
মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধু-যামিনী।
ক্বাপি হরিমনুভবতি কৃত সুকৃত-কামিনী।
অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণিভূষণম্।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহুদূষণম্।।
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু-শর-লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতি বিষম-শীলয়া।।
অহমিহ নিবসামি ন গণিত-বন-বেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা।।
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল-কলাবতী।।

১৪। বসন্তরাগ, যতি তাল।

স্মর-সমরোচিত-বিরচিত-বেশা।
দলিত-কুসুম-দর বিগলিত-কেশা।
ক্বাপি মধুরিপুণা-বিলসতি যুবতিরধিক-গুণা।।ধ্রু।।
হরি-পরিরম্ভণ-বলিত-বিকারা।
কুচ-কলসোপরি তরলিত হারা।।
বিচলদলক-ললিতানন-চন্দ্রা।
তদধর-পান-রভস-কৃত-তন্দ্রা।।
চঞ্চল-কুণ্ডল-ললিত-কপোলা।
মুখরিত-রসন-জঘন-গতি-লোলা।।
দয়িত-বিলোকিত-লজ্জিত-হসিতা।
বহুবিধ-কূজিত-রতিরস-রসিতা।।
বিপুল-পুলক-পৃথু-বেপথু-ভঙ্গা।
শ্বসিত-নিমীলিত-বিকসদনঙ্গা।।
শ্রমজল-কণভর-সুভগ-শরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণ-ধীরা।।
শ্রীজয়দেব-ভণিত-হরি-রমিতম্।
কলি-কলুষং-জনয়তু পরিশমিতম্।।

১৫। গুর্জ্জরীরাগ, একতালা তাল।

সমুদিত-মদনে রমণী-বদনে চুম্বন-বলিতাধরে।
মৃগমদ-তিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনী-করে।
রমতে যমুনা-পুলিন-বনে বিজয়ী মুরারিরধুনা।।ধ্রু।।
ঘনচয়-রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিত-তরুণাননে।
কুরুবক-কুসুমং চপলা-সুষমং রতিপতি-মৃগ-কাননে।।
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগ-গগনে মৃগমদ-রুচি-রুষিতে।
মণিসরমমলং তারক-পটলং নখ-পদ-শশি-ভূষিতে।।

জিত-বিস-শকলে মৃদু-ভুজ-যুগলে করতল-নলিনীদলে।
মরকত বলয়ং মধুকর নিচয়ং বিতরতি হিম-শীতলে।।
রতিগৃহ জঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজ-কনকাসনে।
মণিময়-রসনং তোরণ-হসনং বিকিরতি কৃত-বাসনে।।
চরণ-কিশলয়ে কমলা-নিলয়ে নখ-মণিগণ-পূজিতে।
বহিরপবরণং যাবক-ভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে।।
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খল হলধর-সোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসম্বদ সখি! বিটপোদরে।।
ইহ রস ভণনে কৃত-হরিগুণনে মধুরিপু-পদসেবকে।
কলিযুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ-জয়দেবকে।।

১৬। দেশবরাড়ীরাগ, রূপক তাল।

অনিল-তরল-কুবলয়-নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়-শয়নেন।
সখি! যা রমিতা বনমালিনা।। ধ্রু।।
বিকসিত-সরসিজ-ললিত-মুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজ-বিশিখেন।।
অমৃত মধুর-মৃদুতর-বচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জ-পবনেন।।
স্থল-জলরুহ-রুচি-কর-চরণেন।
লুঠতি ন সা হৃদি হিমকর কিরণেন।।
সজল-জলদ-সমুদয়-রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহ-ভরেণ।।
কনক-নিকষ-রুচি শুচি-বসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজন-হসনেন।।

সকল-ভুবন-জনবর-তরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতি করুণেন।।
শ্রীজয়দেব-ভণিত-বচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন।।

১৭। ভৈরবীরাগ, যতি তাল।

রজনি-জনিত-গুরুজাগর-রাগ-কষায়িতমলস-নিমেষম্।
বহতি-নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিত-রসাভিনিবেশম্।।
হরি-হরি-যাহি মাধব-যাহি কেশব মা বদ কৈতব-বাদম্।
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন যা তব হরতি বিষাদম্।।
কজ্জল-মলিন-বিলোচন-চুম্বন-বিরচিত-নীলিম-রূপম্।
দশন-বসন-মরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্।।
বপুরনুহরতি তব স্মর-সঙ্গর-খর-নখর-ক্ষত-রেখাম্।
মরকত-সকল-কলিত-কলধৌত-লিপেরিব রতি-জয়-লেখম্।।
চরণ-কমল-গলদলক্তক-সিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদন-দ্রুম-নব-কিশলয়-পরিবারম্।।
দশন-পদং ভবদধর-গতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়াসহ তব বপুরেতদভেদম্।।
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসম-শর-জ্বরদূনম্।।
ভ্রমতি ভবানবলা-কবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধ-নির্দ্দয়-বালচরিত্রম্।।
শ্রীজয়দেব-ভণিত-রতি-বঞ্চিত-খণ্ডিত-যুবতি-বিলাপম্।
শৃণুত সুধা-মধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোহপি দুরাপম্।।

১৮। রামকিরীরাগ, যতি তাল।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদু-পবনে।
কিমপরমধিক-সুখং সখি ভবনে।
মাধবে! মা কুরু মানিনি! মানময়ে।। ধ্রু।।
তাল-ফলাদপি গুরুমতি-সরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচ-কলসম্।।
কতি ন কথিতমিদমনু-পদমচিরম্।
মা-পরিহর হরিমতিশয়-রুচিরম্।।
কিমিতি বিষিদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতি-সভা তব সকলা।।
সজল-নলিনীদল-শীলিত-শয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে।।
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরু-খেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিত-ভেদম্।।
হরিরুপযাতু বদতু বহুমধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি-বিধুরম্।।
শ্রীজয়দেব ভণিতমতি-ললিতম্।
সুখয়তু রসিক-জনং হরি-চরিতম্।।

১৯। দেশবরাড়ীরাগ, অষ্টতালী তাল।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী হরতি দর-তিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচনচকোরম্ ।।
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি-মানম-নিদানম্।
সপদি মদনানলে দহতি মমমানসং দেহি মুখকমল-মধুপানম্।।ধ্রু
সত্যমেবাসি যদি সুদতি! ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়ন-শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং যেন বা ভবতি সুখজাতম্।।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভব-জলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।।
নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুম-শরবাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্।।
স্ফুরতু-কুচ-কুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘন-মণ্ডলে ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্।।
স্থলকমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনং জনিত রতিরঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণী করবাণি চরণদ্বয়ং সরস লসদলক্তকরাগম্।।
স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদারুণো হরতু তদুপাহিত বিকারম্।।
ইতি চটুল-চাটু পটু-চারু-মুরবৈরিণো রাধিকামধিবচন-জাতম্।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি ভারতী ভণিতমতিশাতম্।।

২০। বসন্তরাগ, যতি তাল।

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলি-শয়নমনুযাতম্।
মুগ্ধে মধুমথনমনুগত-মনুসর রাধিকে।।! ধ্রু।।
ঘন-জঘন-স্তন-ভার-ভরে দর-মন্থর-চরণ-বিহারম্।
মুখরিত মণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরাল-নিকারম্।।
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপুরাবম্।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিক-নিকরে ভজ-ভাবম্।।
অনিল-তরল কিশলয়-নিকরেণ করেণ লতা-নিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতিমুঞ্চ বিলম্বম্।।
স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জলধারমমং কুচকুম্ভম্।।
অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণ-সজ্জম্।

চণ্ডি! রণিত-রশনা-রব-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্।।
স্মর-শর-সুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল-বলয়-ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজ-গতিশীলম্।।
শ্রীজয়দেব ভণিতমধীরকৃত হারমুদাসিত-বামম্।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামম্।।

২১। দেশবরাড়ীরাগ, রূপক তাল।

মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলিসদনে।
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ।
বিলস রতি-রভস হসিত-বদনে।।
নব-ভবদশোক-দল শয়ন সারে।
প্রবিশ রাধে! মাধব সমীপমিহ।
বিলস কুচ-কলস-তরল-হারে।।
কুসুমচয়-রচিত-শুচি-বাসগৃহে।
প্রবিশ রাধে! মাধব সমীপমিহ।
বিলস কুসুম-সুকুমার-দোহে।।
চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি-শীতে।
প্রবিশ রাধে! মাধব সমীপমিহ।
বিলস রতি-বলিত-ললিত-গীতে।।
বিতত-বহুবল্লি-নবপল্লব-ঘনে।
প্রবিশ রাধে! মাধব সমীপমিহ।
বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে।।
মধু-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত-রাবে।
প্রবিশ রাধে! মাধব সমীপমিহ।
বিলস মদন-রস-সরস-ভাবে।।
মধুরতর-পিক-নিকর-নিনদ-মুখরে।

প্রবিশ রাধে! মাধব সমীপমিহ।
বিলস-দশন-রুচির-শিখরে।।
বিহিত-পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে।
কুরু মুরারে! মঙ্গল-শতানি।
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে।।

২২। বরাড়ীরাগ, রূপক তাল।

রাধা-বদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্।।
হরিমেকং-রসং চিরমভিলষিত-বিলাসম্।
সা দদর্শ গুরু হর্ষ-বশম্বদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশম্।।ধ্রু।।
হারমমলতর তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতর-ফেন কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনা-জল-পূরম্।।
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌর দুকূলম্।
নীল-নলিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলয়িত-মূলম্।।
তরল-দৃগচঞ্চল-চলন-মনোহরবদন-জনিত-রতি-রাগম্।
স্ফুট-কমলোদর—খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম্।।
বদন-কমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহির-সম-কুণ্ডল-শোভম্।
স্মিত-রুচি-রুচির-সমুল্লসিতাধর-পল্লব-কৃত-রতিলোভম্।।
শশিকিরণচ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সুকুসুম-কেশম্।
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মল-মলয়জ-তিলক-নিবেশম্।।
বিপুল-পুলক-ভর দন্তুরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্।
মণিগণ-কিরণসমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণসুভগ শরীরম্।।
শ্রীজয়দেব-ভণিত-বিভব-দ্বিগুণীকৃত-ভূষণ-ভারম্।
প্রণমত-হৃদি-বিনিধায়-হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়-সারম্।।

২৩। বিভাসরাগ, একতালা তাল।

কিশলয়-শয়নতলে কুরু কামিনি চরণ-নলিন-বিনিবেশম্।
তব পদপল্লব-বৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্।
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে।। ধ্রু।।
করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্।।
বদন সুধানিধি-গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধর-রোধকমুরসি দুকূলম্।।
প্রিয় পরিরম্ভণ-রভস-বলিতমিব পুলকিতমতি দুরবাপম্।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্।।
অধর সুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিত-মনসং বিরহানল-দগ্ধবপুষমবিলাসম্।।
শশিমুখি! মুখরয় মণি-রসনা-গুণমনুগুণ-কণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুট-যুগলে পিকরুত-বিকলে শময় চিরাদবসাদম্।।
মামতিবিফল-রুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্ ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্।।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমনুপদ-নিগদিত-মধুরিপুমোদম্।
জনয়তু রসিক-জনেষু মনোরম-রতিরস ভাববিনোদম্।।

২৪। রামকিরীরাগ, যতি তাল।

কুরু যদুনন্দন চন্দন-শিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদ-পত্রকমত্র মনোভব-মঙ্গল-কলস-সহোদরে।।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে।। ধ্রু।।
অলিকুল-গুঞ্জন-সঞ্জনকং রতি নায়ক-শায়ক-মোচনে।
ত্বদধর-চুম্বন-লম্বিত-কজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয়! লোচনে।।
নয়ন-কুরঙ্গ-তরঙ্গ বিকাশ-নিরাস-করে শ্রুতি-মণ্ডলে।

মনসিজ-পাশ-বিলাস-ধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে।।
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিত-কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্ম-জনকমলকং মুখে।।
মৃগমদ-রস-বলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিক রজনী করে।
বিহিত-কলঙ্ক-কুলং কমলানন বিশ্রমিত-শ্রম-শীকরে।।
মমরুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজ-ধ্বজ-চামরে।
রতি গলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডি-শিখণ্ডক-ডামরে।।
সরস-ঘনে জঘনে মম শম্বর-দারণ-বারণ-কন্দরে।
মণি-রশনা-বসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে।।
শ্রীজয়দেব-বচসি জয়দেব হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরি-চরণ-স্মরণামৃত-কৃত কলিকলুষ-জ্বর-খণ্ডনে।।

ইতি— শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ (গীতাবলী) সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীরাস গীতা

প্রথম উল্লাসঃ

শ্রীনারদ উবাচ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
রাস-সংকীর্ত্তনং নাম শৃণু ভাগবতোত্তম্ ।।১।।
রাধানাম-সুধা-যুক্তং কৃষ্ণনাম-রসায়নম্।
যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থায় ব্যাধিভিঃ স ন বাধ্যতে।।২।।
যেনোচ্চৈরুচ্যতে রাগৈ রাধাকৃষ্ণ-পদদ্বয়ম্।
বাম-দক্ষিণতস্তস্য রাধাকৃষ্ণোঽনুধাবতি ।। ৩।।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মরন্।
সুখেন-পূর্ণ-সম্পত্তিং লভতে বৈষ্ণবো জনঃ।।৪।।
শ্রীপূর্ব্বং জয়পূর্ব্বং বা রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
লক্ষ-নামসহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ।।৫।।

রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্রং যো জপেদ্ ভক্তিমুক্তিদম্।
অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মৃতিঃ।।৬।।
রাধাকৃষ্ণঃ পরংব্রহ্ম প্রকৃতিঃ পুরুষোত্তমঃ।
ধ্যায়তে যোগিভির্নিত্যং রাধাকৃষ্ণাত্মকং জগৎ।।৭।।
শ্রীরাধা-মাধবার্দ্ধাঙ্গে রাধার্দ্ধাঙ্গে চ মাধবঃ।
বাম-দক্ষিণতো ভাতি গৌরাঙ্গী শ্যামসুন্দরঃ।।৮।।
বামাঙ্গং রাধিকা পাতু দক্ষিণাঙ্গং চ মাধবঃ।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু রাধাকৃষ্ণৌ দিবানিশিম্।।৯।।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং ধ্যায়েদ্ বৈষ্ণবো-হৃদয়ে সদা।
মহাপদ্ম-যোগপীঠং কাঞ্চনস্থল নির্ম্মিতম্।।১০।।
পূর্ণচন্দ্রোদয়ং নিত্যং সর্ব্বত্র কুসুমান্বিতম্।
কদম্ব-পাদপচ্ছায়ং কালিন্দী-পুলিনোত্তমম্।।১১।।
মাধবীকুঞ্জ-বিভ্রাজৎ-ভ্রমৎ ভ্রমর-বিভ্রমম্।
কোকিল-ধ্বনি-সঙ্গীতং ময়ুরোদ্দাম-নর্ত্তনম্।।১২।।
কৃষ্ণসার-সমাকীর্ণং কামধেনু-সুখাস্পদম্।
গোপগোপী-প্রিয়স্থানং কল্পপাদপ-শোভিতম্।।১৩।।
মধ্যে গোবর্দ্ধনং তত্র বিচিত্র-মণিমন্দিরম্।
রত্ন-সিংহাসনাসক্তং পদ্মরাগ-সরোরুহম্।।১৪।।
তন্মধ্যে চিন্তয়েৎ কৃষ্ণং কিশোরং নন্দনন্দনম্।
বামে তস্য প্রিয়াং রাধাং কিশোরীং বার্ষভানবীম্।।১৫।।
ইন্দ্রনীলমণি-শ্যামং শিখণ্ড-বদ্ধ-চূড়কম্।
শুদ্ধ-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং চূড়ামণি-কলাপিনীম্।।১৬।।
গুঞ্জাদাম-কৃতোত্তং সং চন্দনেন্দু-বিশেষকম্।
সিন্দূর-বিন্দু-শোভাঢ্যাং কস্তূরীবর-চিত্রিতাম্।।১৭।।

প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষং পূর্ণেন্দু-মণ্ডলাননম্।
ইন্দীবর-বিশালাক্ষীং শ্রীযুক্ত-কমলাননাম্।।১৮।।
হাস্যাবলোকনালোলং তাম্বূল-রঙ্গিমাধবম্।
মধুরস্মের-সম্ভাষাং বিম্বাধর-সুধাময়ীম্।।১৯।।
গজমৌক্তিক-নাসাগ্রং স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলম্।
নাসাগ্র-বিলসন্মুক্তাং কপোল-লোল-কুণ্ডলম্।।২০।।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং বনমালা-বিভূষিতাম্।
যুগ্ম-শ্রীফল-বক্ষোজাং শঙ্খ-কঙ্কণ-ধারিণীম্।।২১।।
রত্নালঙ্কৃত-সর্ব্বাঙ্গং পীতাম্বর-বিরাজিতম্।
মুদ্রিকাহার-কেয়ূয়াং নীলকৌষেয়-ভূষিতাম্।।২২।।
মণিমঞ্জীর-পাদাব্জং তুলসী-মঞ্জরী-প্রিয়ম্।
পাদারবিন্দ-সালক্তাং কূজন্নূপুর-রঞ্জিতাম্।।২৩।।
পূজিতং কোটি-কন্দর্পৈঃ পরমানন্দ-মন্দিরম্।
লীলা-লাবণ্য-কল্যাণীং লীলাগান-বিনোদিনীম্।।২৪।।
জগন্মোহন-সঙ্গীতং গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতম্।
রাসমণ্ডল-মধ্যস্থাং জগন্মোহন-মোহিনীম্।।২৫।।
ধ্যাত্বৈবং ভক্তিভাবেন পরমারাধ্য-দেবতাম্।
রাসকান্তং পঠেৎ স্তোত্রং নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।।২৬।।
রাস-সঙ্কীর্ত্তনস্যাস্য নাম্নামষ্টোত্তরশতস্য চ।
ঋষির্নারদ-গোস্বামী ছন্দোঽনুষ্টুবুদীরিতম্।।২৭।।
শ্রীরাধাকৃষ্ণদেবোঽস্য পরমারাধ্য-দেবতা।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।২৮।।

অথ স্তোত্রম্

কৃষ্ণবীজাত্মকঃ কামো রাধাবীজাত্মিকা রতিঃ।
তয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাধাকৃষ্ণঃ প্রসীদতি ।।১।।

গোপ-গোপীগণামোদী প্রেমদঃ পূর্ণ-কামদঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পূর্ণা সদা কৃষ্ণ-মনোগতা ।। ২।।
কন্দর্পো মদনঃ কামো রতিকান্তো মনোহরঃ।
রাসশক্তিবতী-রামা কামমায়া মনোরমা ।।৩।।
পুষ্পবাণঃ স্মরো মারো মন্মথো মকরধ্বজঃ।
পুষ্পবতী-প্রিয়া লীলা-মোহিনী ভুবনেশ্বরী।।৪।।
এতদ্‌বিংশতি-নামানি রতি-কামস্য যঃ পঠেৎ।
স রাধেয়ো ভবেৎ কার্ষ্ণ স্ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।।৫।।

—ঃ * ঃ—

শ্রীরাধে-পরমারাধ্যে রাধিকে কৃষ্ণ-বল্লভে!।
কৃষ্ণ-গোপাল-গোবিন্দ শ্রীগোপীজন-বল্লভ!।।১।।
রাসরসাত্মকং মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যং যো জপেন্নরঃ।
তীর্থস্নান-মহাদান-যজ্ঞানাং ফলমেতি সঃ।।২।।
শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভে রাধে! রাধা-বল্লভ মাধব!।
ইতি মন্ত্রং মহাসাধ্যং সাধকঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।।৩।।

ইতি— শ্রীরাসোল্লাসতন্ত্রে শ্রীশ্রীরাসগীতায়াং শ্রীরাধাকৃষ্ণস্তোত্রাদি-বর্ণনং নাম প্রথম উল্লাসঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীবেণুগীতম্

শ্রীশুক উবাচ

১) ইত্থং শরৎ স্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা ।
ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগো-গোপালকোঽচ্যুতঃ।।

২) কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্।।

৩) তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্।।

৪) তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ।।

৫) বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-,
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।।

৬) ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে।।

শ্রীগোপ্য উচুঃ

৭) অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ,
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং,
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্।।

৮) চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেষৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং,
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ক চ গায়মানৌ।।

৯) গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম
বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো,
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ।।

১০) বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং,
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।

গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং,
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্।।

১১) ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ।।

১২) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং,
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা,
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্ব্বিনীব্যঃ।।

১৩) গাবশ্চঃ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত,-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম
তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ।।

১৪) প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্ত্য মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ।।

১৫) নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমা-
বর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে
র্গৃহ্নন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ।।

১৬) দৃষ্টাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ,
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।

প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ,
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্।।

১৭) পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ,-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন,
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্।।

১৮) হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ।।

১৯) গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার,-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্।।

২০) এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ।।

ইতি— শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বেণুগীতং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।১।।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ।।২।।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভি-রঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।।৩
নিশম্য গীতং তদনঙ্গ-বর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-গৃহীত-মানসাঃ।
অজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।।৪।।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ।।৫।।
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্।।৬।।
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।।৭।।
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ।।৮।।
অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যাঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ।। ৯।।
দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপ-ধুতাশুভাঃ।
ধ্যান-প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।।১০।।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ।।১১।।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

কৃষ্ণং বিদুঃ পরঃ কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে!।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।।১২।।

শ্রীশুক উবাচ

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।।১৩।।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ!।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।১৪।।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।১৫।।
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্‌বিমুচ্যতে।।১৬।।
তা দৃষ্টবান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্‌বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্।।১৭।।

শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমন-কারণম্।।১৮।।
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ।।।১৯।।
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্।।২০।।
দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ-কর-রঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজত্তরু-পল্লব-শোভিতম্।।২১।।
তদ্‌যাত মাচিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত।।২২।।
অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ।।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণঃ। প্রজানাঞ্চানুপোষণম্।।২৪।।
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী।।২৫।।
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ।।২৬।।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।।২৭।।

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দ-ভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্।।২৮।।
কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমষিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্।।২৯।।
প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ-
সংরম্ভ-গদ্গদ-গিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ।।৩০।।

শ্রীগোপ্য উচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্।।৩১।।
যৎ পত্যপত্য-সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশ-পদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।।৩২।।

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর! মাস্ম-ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।।৩৩।।
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা।।৩৪।।
সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃত-পূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্‌বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে।।৩৫।।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজন-প্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ।।৩৬।।
শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ কৃতেন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্‌বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।।৩৭।।
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন! তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দর-স্মিত-নিরীক্ষণ-তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্।।৩৮।।
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।

দত্তাভয়ঞ্চভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ।।৩৯।।
কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।৪০।।
ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভি-জাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্দো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্।।৪১।।

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ।।৪২।।
তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাস-দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ।।৪৩।।
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্।।৪৪।।
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপিভির্হিমবালুকম্।
রেমে তত্তরলানন্দ-কুমুদামোদ-বায়ুনা।। ৪৫।।
বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু
নীবিস্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার।।৪৬।।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি।। ৪৭।।
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।। ৪৮।।

ইতি— শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ভাগবতো রাসক্রীড়ায়াং একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্।।১।।
গত্যানুরাগ-স্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ।।২।।
গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়-মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহংত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণ-বিহার-বিভ্রমাঃ।।৩।।
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্‌বনাদ্‌বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্।।৪।।
দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেম-হাসাবলোকনৈঃ।।৫।।
কচ্চিৎ কুরবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ।।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহর-স্মিতঃ।।৬।।
কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ।।৭।।

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ।।৮।।
চুতপ্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্বনীপাঃ।।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।। ৯।।
কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যাঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রম-বিক্রমাদ্বা
আহো বরাহ-বপুষঃ পরিরম্ভণেন।।১০।।
অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।।১১।।
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালি-কুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ।।১২।।
পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো।।১৩।।
ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরাঃ।
লীলা ভগবতাস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ।।১৪।।
কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহঞ্ছকটায়তীম্।।১৫।।
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিস্বনৈঃ।।১৬।।

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্।।১৭।।
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি।।১৮।।
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণেঽহয়ং পশ্যতি গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ।।১৯।।
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্।।২০।।
আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্।।২১।।
তত্রৈকোবাচ হে গোপা! দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা।।২২।।
বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যাং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্।।২৩।।
এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ।।২৪।।
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ-যবাদিভিঃ।।২৫।।
তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বদ্ধাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্।।২৬।।
কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা।।২৭।।
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।। ২৮।।

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জ-রেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে।। ২৯।।
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙক্তেঽচ্যুতাধরম্।। ৩০।।
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ।। ৩১।।
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ! পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।। ৩২।।
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে।। ৩৩।।
কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুম্।। ৩৪।।
রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্।।৩৫।।
ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে।।৩৬।।
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ।।৩৭।।
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।।৩৮।।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণ সা বধূরন্বতপ্যত।।৩৯।।
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্।।৪০।।

শ্রীশুক উবাচ

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষামোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্।।৪১।।
তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ-দৌরাত্ম্যাদবিস্ময়ং পরমং যযুঃ।।৪২।।
ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্‌বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ।।৪৩।।
তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্‌বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ।।৪৪।।
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ।।৪৫।।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবদন্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপ্য উচুঃ

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ, শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা, -স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।।১।।
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ,- সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা, বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ।।২।।
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্,- বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্,- ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ।।৩।।
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্, অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে, সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।।৪।।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং, শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্।।৫।।
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাম্ , নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো, জলরুহাননং চারু দর্শয়।।৬।।
প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনম্, তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজম্, কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।।৭।।
মধুরয়া গিরা বল্গু বাক্যয়া, বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী, - রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ।।৮।।
তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।৯।।
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণম্, বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ, কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি।।১০।।
চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্, নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ, কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি।।১১।।
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু, - র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি।।১২।।
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতম্, ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে, রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্।।১৩।।
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনম্, স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্, বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।।১৪।।
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননম্, ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্।।১৫।।
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্, অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি।।১৬।।

রহসিসংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ম্, প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে, মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ।।১৭।।
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে, বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাম্, স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্।।১৮।।

যৎ তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।।১৯।।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীগোপী-গীতং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।।১।।
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষন্মন্মথ-মন্মথঃ।।২।।
তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্ল-দৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থূর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্।।৩।।
কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্‌বাহুমংসে চন্দন-ভূষিতম্।।৪।।
কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্নাৎ তন্বী তাম্বূল-চর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধৎ।।৫।।
একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্ট-দশনচ্ছদা।।৬।।

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যং সন্তস্তচ্চরণং যথা।।৭।।
তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা।।৮।।
সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসব-নির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ।।৯।।
তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত! পুরুষঃ শক্তিভির্যথা।।১০।।
তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎ-কুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল-ষট্‌পদম্।।১১।।
শরচ্চন্দ্রাংশু-সন্দোহ-ধ্বস্ত-দোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্।।১২।।
তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈরচীক্লপন্নাসনমাত্মবন্ধবে।।১৩।।
তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরোযোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-স্ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ।।১৪
সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণ-বিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্কৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে।।১৫।।

শ্রীগোপ্য উচুঃ

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেক এক এতদ্‌বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ।।১৬।।

শ্রীভগবানুবাচ

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্ম স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা।।১৭।।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ!।।১৮।।
ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ।।১৯।।
নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ।।২০।।
এবং মদর্থোজ্ ঝিতলোকবেদ-স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ!।।২১
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।২২

ইতি— শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ।।১।।
তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ।।২।।
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুকপহৃ তাত্মনাম্।।৩।।

তততা দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্।।৪।।
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে।।৫।।
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা।।৬।।
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবর-রশনা-গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো।
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ।।৭।।
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্।।৮।।
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধুসাধ্বিবতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্মৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ।।৯।।
কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থাস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা।।১০।।
তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ।।১১।।
কস্যাশ্চিন্নাট্য-বিক্ষিপ্ত-কুণ্ডল-ত্বিষ-মণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যাঃ অদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্।।১২।।
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্।।১৩।।
গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে।।১৪।।

কর্ণোৎপলালক-বিটঙ্ক-কপোল-ঘর্ম্ম-

বক্ত্র শ্রিয়ো বলয়-নূপুর-ঘোষ-বাদ্যৈঃ।

গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-

স্রস্তস্রজোভ্রমরগায়ক-রাসগোষ্ঠ্যাম্।।১৫।।

এবং পরিষ্বঙ্গ-করাভিমর্ষ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম-বিলাস-হাসৈঃ।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ।।১৬।।

তদঙ্গসঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ

কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।

নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুংমলং ব্রজস্ত্রিয়ো

বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ।।১৭।।

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।

কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতহ্ভবৎ।।১৮।।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।

রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহ্পি লীলয়া।।১৯।।

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।

প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা।।২০।।

গোপ্যঃ স্ফুরৎ-পুরট-কুণ্ডল-কুন্তল-ত্বিড়্-

গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।

মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি

পুণ্যানি তৎকররুহ-স্পর্শ-প্রমোদাঃ।।২১।।

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-

ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ।

গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ

শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ।।২২।।

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্নেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ।।২৩।।

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-প্রসূন-গন্ধানিল-জুষ্ট-দিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদ-করেণুভিঃ।।২৪।।

এবং শশঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎ-কাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ।।২৫।।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।।২৬।।
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্।। ২৭।।
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত।।২৮।।

শ্রীশুক উবাচ

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।।২৯।।
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।৩০।।
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ।।৩১।।

কুশলাচরিতৈনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্যযেন বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো।।৩২।।
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্তদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ।।৩৩।।
যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা
যোগ-প্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্ত-বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ।।৩৪।।
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্।।৩৫।।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।৩৬।।
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্দারান্ ব্রজৌকসঃ।।৩৭।।
ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ।।৩৮।।
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।৩৯।।

ইতি— শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি—শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীভ্রমর গীতা

শ্রীগোপ্যুবাচ

মধুপ কিতব-বন্ধো! মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচ-বিলুলিত-মালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্।।১।।
সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ।।২।।
কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে! গায়সি ত্বং যদূনা-
মধি-পতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয় সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষয়িত-কুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্ট-মিষ্টাঃ।।৩।।
দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপট-রুচির-হাস ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণ-রজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপিচ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃ শ্লোকশব্দঃ।।৪।।
বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপতন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃত-চেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্।।৫।।
মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত-বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধাঙ্ক্ষবদ্ য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।।৬।।

যদনুচরিত-লীলা কর্ণ-পীযূষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধূত দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।।৭।।
বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিক রুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণাঃ।
দদৃশুর-সকৃদেতত্তন্নখস্পর্শ-তীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্য-বার্ত্তাঃ।।৮।।
প্রিয়সখ! পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নরসি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্ধ-পার্শ্বং
সতত-মুরসি সৌম্য! শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে।।৯।।
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্য-পুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য! বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু-সুগন্ধং মূর্দ্ধণ্যধাস্যৎ কদা নু।।১০।।

ইতি—শ্রীশ্রীভ্রমর-গীতা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীপাণ্ডব-গীতা

পাণ্ডব উবাচ

প্রহ্লাদ-নারদপরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দাল্‌ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি।।১।।

লোমহর্ষণ উবাচ

ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতি যুধিষ্ঠিকীর্ত্তনেন
পাপং প্রণশ্যতি বৃকোদর-কীর্ত্তনেন।

শত্রুর্বিনশ্যতি ধনঞ্জয়-কীর্ত্তনেন
মাদ্রী-সূতৌ কথয়তাং ন ভবন্তি রোগাঃ।।২।।

ব্রহ্মোবাচ

যে মানবা বিগত-রাগপরাপরজ্ঞা
নারায়ণং সুর-গুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হত-কিল্বিষ-বেদনান্তে
মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবন্তি।।৩।।

ইন্দ্র উবাচ

নারায়ণো নাম নরো নারাণাং প্রসিদ্ধ চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপরাশিং হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব।।৪।।

যুধিষ্ঠির উবাচ

মেঘ-শ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসং শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যোপেতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্বলোকৈক-নাথম্।।৫।।

ভীমসেনুবাচ

জলৌঘ-মগ্না সচরাচরাধরা বিষাণ-কোট্যাখিল-বিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহ-রূপিণা স মে স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রসীদতু।।৬।।

অর্জ্জুন উবাচ

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং বিভুং প্রভুং কারণ-ভূত-ভাবনম্।
ত্রৈলোক্য-নিস্তার-বিভাব-ভাবিতং হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতি মহাত্মনাম্।।৭

নকুল উবাচ

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবদ্ধো
যদি চ কুল-বিহীনে জায়তে পক্ষি কীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা।।৮।।

সহদেব উবাচ

তস্য যজ্ঞ-বরাহস্য বিষ্ণোরতুল-তেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ।। ৯।।

কুন্ত্যুবাচ

স্বকর্ম্ম-ফল-নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনি ব্রজাম্যহম্ ।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ! ত্বয়ি ভক্তির্দ্দৃঢ়াস্তু মে।। ১০।।

মাদ্রী উবাচ

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবির্যথা মন্ত্র হুতং হুতাশম্।। ১১

দ্রুপদ উবাচ

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃ-পিশাচ মনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব ! তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ।।১২

সুভদ্রোবাচ

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণ-প্রণামী ন পুনর্ভবায়।।১৩।।

অভিমন্যুরুবাচ

গোবিন্দ গোবিন্দ! হরে মুরারে! গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গ-পাণে!
গোবিন্দ গোবিন্দ! মুকুন্দ কৃষ্ণ! গোবিন্দ গোবিন্দ! নমো নমস্তে।।১৪

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব! গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ!।
শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো! মাং ত্রাহি সংসার-ভুজঙ্গ-দষ্টম্।।১৫।।

সাত্যকিরুবাচ

অপ্রমেয় হরে বিষ্ণো! কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত!।
গোবিন্দানন্দ সর্ব্বেশ! বাসুদেব! নমোঽস্তু তে।।১৬।।

উদ্ধব উবাচ

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেহন্যদেবমুপাসতে।
তৃষিতা-জাহ্নবী-তীরে কূপং বাঞ্চতি দুর্ভগাঃ।।১৭।।

ধৌম্য উবাচ

অপাং সমীপে শয়নাশনেগৃহে দিবা চ রাত্রৌ চ পথা চ গচ্ছতা।
যদ্যস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু।।১৮।।

সঞ্জয় উবাচ

আৰ্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চভীতা ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বৰ্ত্তমানাঃ।
সংকীৰ্ত্ত্য 'নারায়ণ'-শব্দমাত্রং বিমুক্ত-দুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি।।১৯।।

অক্রুর উবাচ

অহন্তু নারায়ণ-দাস-দাস-দাসস্য দাসস্য চ দাস দাসঃ।
অস্ত্যন্য ইশো জগতো নরাণাং তস্মাদহং চান্যতরোহস্মি লোকে।।২০।।

বিদুর উবাচ

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্‌গত-মানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি।।২১।।

ভীস্ম উবাচ

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ! শরণাগত-বৎসল!।।২২।।

দ্রোণাচার্য্য উবাচ

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ দৈত্যা-স্ত্রৈলোক্য-নাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং সমস্তাঃ ক্রোধোহপি দেবস্যবরেণ তুল্যঃ।।২৩।।

কৃপাচার্য্য উবাচ

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে!
মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃতস্য-ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ! ।।২৪।।

অশ্বত্থামোবাচ

গোবিন্দ কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব!
বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ!।
শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুষ্করাক্ষ!
নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ! নমো নমস্তে।।২৫।।

কর্ণ উবাচ

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম! দেহি দাস্যম্।।২৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

নমো নমঃ কারণ-বামনায় নারায়ণায়ামিত-বিক্রমায়।
শ্রীশার্ঙ্গ-চক্রাব্জ-গদাধরায় নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়।।২৭।।

গান্ধার্য্যবাচ

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব-দেব।।২৮।।

দ্রৌপদী উবাচ

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ! মাধবানন্ত কেশব!।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষিকেশ! বাসুদেব! নমোঽস্তু তে।।২৯।।

জয়দ্রথ উবাচ

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেঽনন্ত-মূর্ত্তয়ে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতঃ।।৩০।।

বিকর্ণ উবাচ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপ-কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।৩১।।

সোমদত্ত উবাচ

নমঃ পরমকল্যাণ! নমস্তে বিশ্বভাবন!।

বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ।।৩২।।

বিরাট উবাচ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।৩৩।।

শল্য উবাচ

অতসীপুষ্প সঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।

যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্।।৩৪।।

বলভদ্র উবাচ

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।

সংসারার্ণব-মগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম!।।৩৫।।

সূত উবাচ

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ।

সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার-কথা প্রসঙ্গঃ।। ৩৬।।

যম উবাচ

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।

কিং ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশ-নাশনঃ।। ৩৭।।

নারদ উবাচ

জন্মান্তর সহস্রেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ।

নরাণাং ক্ষীণ-পাপানাং কৃষ্ণেভক্তিঃ প্রজায়তে।।৩৮।।

প্রহ্লাদ উবাচ

নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।

তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।৩৯।।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।।৪০।।

বিশ্বামিত্র উবাচ

কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্ বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্থিতম্।।৪১।।

জমদগ্নিরুবাচ

নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ।।৪২।।

ভরদ্বাজ উবাচ

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবর-শ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ।।৪৩।।

গৌতম উবাচ

গো-কোটি দানং গ্রহণেষু কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং গোবিন্দনাম্না ন কদাপিতুল্যম্ ।। ৪৪।।

অত্রিরুবাচ

গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্।। ৪৫।।
অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষর-ত্রয়ম্।
তস্মাদুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৪৬।।

শ্রীশুক উবাচ

অচ্যুতঃ কল্পবৃক্ষোঽসাবনন্তঃ কামধেনবঃ।
চিন্তামণিশ্চ গোবিন্দস্তস্মাত্তন্নাম চিন্তয়েৎ।।৪৭।।

হরিরুবাচ

জয়জি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ম্
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণি-বংশ প্রদীপঃ।

জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ।।৪৮।।

পিপ্পলায়নুবাচ

শ্রীমন্নৃসিংহবিভবে গরুড়ধ্বজায়
তাপত্রয়োপশমনায় ভবৌষধায়।
কৃষ্ণায় বৃশ্চিকজলাগ্নি-ভুজঙ্গরোগ-
লেশব্যয়ায় হরয়ে গুরবে নমস্তে।।৪৯।।

আবির্হোত্র উবাচ

কৃষ্ণ ত্বদীয় পাদপঙ্কজ পিঞ্জরান্তে অদ্যৈব মে বিশতু মানস রাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণ সময়ে কফ-বাত-পিত্তৈঃ কণ্ঠাবরোধন বিধৌ স্মরণং কুতস্তে।।৫০

বিদুর উবাচ

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।৫১।।

বশিষ্ঠ উবাচ

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতক-কোটয়ঃ।।৫২।।

অরুন্ধত্যুবাচ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।৫৩।।

কশ্যপ উবাচ

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপ-সঙ্ঘাত-পঞ্জরঃ।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রাহতো যথা।।৫৪।।

দুর্য্যোধন উবাচ

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।।৫৫।।

যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন!।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে।।৫৬।।

ভৃগুরুবাচ

নাম্নৈব তব গোবিন্দ! কলৌ ত্বত্তঃ শতাধিকম্।
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাঙ্গযোগতঃ।।৫৭।।

লোমহর্ষণ উবাচ

নমামি নারায়ণ-পদপঙ্কজং করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা।
বদামি নারায়ণ-নাম নির্ম্মলং স্মরামি নারায়ণ তত্ত্বমব্যয়ম্।।৫৮।।

শৌনক উবাচ

স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ।।৫৯।।
ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে।।৬০।।
এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুম্।।৬১।।

গর্গ উবাচ

নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্।।৬২।।

দাল্‌ভ্য উবাচ

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থ-সাধকঃ।।৬৩।।

বৈশম্পায়ন উবাচ

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।৬৪।।

অঙ্গিরোবাচ

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছায়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ।।৬৫।।

পরাশর উবাচ

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষর-দ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি।।৬৬।।

পৌলস্ত্য উবাচ

রে জিহ্বে রসসারজ্ঞে! সর্ব্বদা মধুর-প্রিয়ে!।
নারায়ণাখ্য-পীযূষং পিব ভক্ত্যা নিরন্তরম্।।৬৭।।

ব্যাস উবাচ

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুখাপ্য চোচ্যতে।
ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।।৬৮।।

ধন্বন্তরিরুবাচ

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।। ৬৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূঢ়তা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণংবাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ।।৭০।।

অগস্ত্য উবাচ

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনাং বিষ্ণু-চিন্তনম্।
ক্রতু-কোটিসহস্রাণাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে।।৭১।।
মনসা কর্ম্মণা বাচা যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্।।৭২।।

শ্রীশুক উবাচ

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রানি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।।৭৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরন্তরম্।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।।৭৪।।

সনৎকুমার উবাচ

যস্য হস্তে গদাচক্রং গরুড়ো যস্য বাহনম্।
শঙ্খঃ করতলে যস্য স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।।৭৫।।

শ্রীভগবানুবাচ

কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ।।৭৬।।
সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ! স্বয়মূর্দ্ধবাহুর্যো মাং মুকুন্দ-নরসিংহ-জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্।।৭৭

অথ ফলশ্রুতিঃ

ইদং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
স্তোত্রং পাণ্ডবগীতাখ্যং ঋষিণা পরিকীর্ত্তিতম্।। ৭৮।।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
তস্য পুণ্যফলং কিঞ্চিৎ বক্তুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ।। ৭৯।।
গয়ায়াং গো-সহস্রাণাং দানতঃ পিণ্ডদানতঃ।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।। ৮০।।
যৎ ফলং মথুরাং গত্বা দৃষ্ট্বা যোগেশ্বরং হরিম্।
তৎ ফলং সম্যগাপ্নোতি সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।। ৮১।।
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেব-নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।। ৮২।।

ইতি—শ্রীশ্রীপাণ্ডব-গীতা সমাপ্তা।

স্তব-কবচাবলী নামক দশম-কিরণঃ সমাপ্তঃ।

একাদশ কিরণ

কালোচিত নিত্য-কীর্ত্তন

কুঞ্জভঙ্গ নিশান্তলীলা পদকীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা

বন্দে শ্রীগুরু-দেবকি চরণম্।
(গুরু) জ্ঞান অঞ্জন দিয়ে অন্ধ কি নয়নম্।।
অন্ধ পটখোলি ধন্দ সব হরণম্।
(গুরু) দুর্লভ নাম শুনায়ত শ্রবণম্।।
অন্ধকি নয়ন দিয়ে হৃদি প্রেম করণম্।
গুরু সে পরম বন্ধু ভব-সিন্ধু তারণম্।।
মহিমা অশেষ গুরুর না যাওত বর্ণনম্।
কহত নয়নানন্দ পতিত উদ্ধারণম্।। ১।।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মহিমা

বন্দে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণম্।
হরিনাম প্রেম দিয়ে ভুবন ভরণম্।।
গৌড়শৈলে রবি-শশী উদয় সমানম্।
জীবের অজ্ঞানতম করতহি ধ্বংসনম্।।
করুণা প্রকাশি জীবে প্রেমভক্তি দানম্।
নাচত ভকত সঙ্গে করি হরি কীর্ত্তনম্।।
প্রেম সাগরে ডুবি ডুবাওত ভুবনম্।
কহত নয়নানন্দ আনন্দে মগনম্।। ২।।

আদৌ গৌরচন্দ্রস্য (যথারাগ)

শেষ রজনী মাহ, শুতল শচীসুত, ততহিঁ ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন কি জাগরণ, দুহুঁ নাহি সমুঝই, নয়নহি আনন্দ লোর।।

অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল, নায়র কোরহি, নায়রী শয়ন বিভঙ্গ।।
বাম চরণ ভুজ, পুনঃ পুনঃ আগোরই, যাওত দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আঁখি মুদি, অমিয়া রসালস ভাষ।।
যাকর ভাবহি, প্রকটই নন্দ নন্দন , গৌর বরণ পরকাশ।
সতত শ্রীনবদ্বীপে, সো পঁহু বিহরই, কহ রাধামোহন দাস।।৩।।

রজনী শেষ পদ (কুঞ্জভঙ্গ ললিত)

রজনীক শেষ, জাগি শচী নন্দন, শুনইতে অলিপিক রব।
সহজহি নিজ ভাবে, গর-গর অন্তর, তঁহি উঠে দ্বিতীয় বিভাব।।
বেকত গৌর অনুভাব।
পূরব রজনী শেষে, জাগি দুঁহু যৈছন, উপজল তৈছন ভাব।
নয়নে অমল জল, বচন অমিয়াখল, পুলকে পুরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদে, শঙ্কাদি পুনঃ উপজত, কো কহুঁ প্রেম তরঙ্গ।।
ঐছন অনুদিন, বিহরে নদীয়া পুরে, পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কবে, মঝু মনে হোয়ব, কহ রাধামোহন দাস।। ৪।।

গোরাচাঁদের শয়নশোভা-পদ (বিভাস)

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা তাহার উপরে।।
অলসে অবশ অঙ্গ গোরা নটরায়।
কি কহব অঙ্গ শোভা কহন না যায়।।
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কতসুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমানে।।
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষে হেরে মনের হরিষে।। ৫।।

গোরাচাঁদের জাগরণ-পদ (বিভাস)

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল।।
ময়ূর-ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কতসুখে নিদ্রা যাও গৌর-গুণমণি।।
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ।।
করজোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রা যাও প্রভু নিশি অবশেষে।। ৬।।

গোরাচাঁদের শয়ন পর অলস পদ

নিশি অবসানে, শয়ন পর অলসে, বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরূপম হেম, জিনিয়া মুখশশী, মুদিত কমল দিঠি সাজ।
জয় জয় নদীয়া নগর আনন্দ।
সহজহি বিশ্বম্ভর,, তাহে শোভিত, তাম্বূল রাগ সুছন্দ।।
বালিশ পর শির, আলিসে নাসায়, বহতহি মন্দ নিঃশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর, কেশ সেজ পর, বদনে মিশা মৃদু হাস।।
কোকিল কপোত, আদি ধ্বনি শুনইতে, জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধব দাস কবে, বারি ঝারি লই, সম্মুখহি দেওব জোগাই।। ৭।।

জাগিয়া বসিলেন গোরাচাঁদ পদ (বিভাস)

জাগিয়া বসিলেন প্রভু রত্ন-সিংহাসনে।
সুবাসিত জলে কৈলেন মুখ প্রক্ষালনে।।
অদ্বৈত জাগিয়া নিত্যানন্দেরে জাগায়।
শ্রীনিবাস হরিদাস গোরা গুণগায়।।
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
সন্মুখে অদ্বৈতচন্দ্র শোভার বালাই যাই।।

মুকুন্দ শ্রীনরহরি আনন্দে বিভোর।
বাসুদেব ঘোষে হেরে সুখের নাহি ওর।। ৮।।

গৌরাঙ্গের শোভা বর্ণনা

স্মররে নব গৌরচন্দ্র, নাগর বনওয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু করুণাসিন্ধু, ভকত বৎসলকারী।।
বদনচন্দ্র অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ,
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি, মুখশোভা উজিয়ারী।
কুসুমে শোভিত চাঁচর চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর।
দশনে মোতিম অমিয় হাস, দামিনী ঘনওয়ারী।।
মকর কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণিকৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ,
অরুণ বসন করুণ বচন, জগজন মনোহারী।
মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজেলজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
অঙ্গদ বলয়া রতন নূপুর, যজ্ঞসূত্র ধারী।।
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকতবৃন্দ,
কমলা-সেবিত পাদপদ্ম, বলি যাও বলিহারী।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ,
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ, প্রেম দানকারী।। ৯।।

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা পদ (বিভাস)

বন্দে বিশ্বম্ভর পদযুগ কমলম্। খণ্ডিত কলিযুগ জনমলমলম্।।
সৌরভ কর্ষিত নিজজন মধুপম্। করুণা খণ্ডিত বিরহ বিতাপম্।।
নাশিত হৃদ্গত মায়া তিমিরম্। বর নিজকান্তা জগতামচিরম্।।
সতত বিরাজিত নিরূপম শোভম্। রাধামোহন কলিত বিলোভম্।।১০

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শোভা

নিশি অবসানে, বৃন্দাদেবী জাগল, সকল সখীগণ মেলি।
নিভৃত নিকুঞ্জ, দ্বার করি মোচন, মন্দির মাঁহ চলি গেলি।।

রতন পালঙ্কোপরি, শুতি রহু দুহুঁ জন, অতিশয় অলসে ভোর।
ঘন দামিনী কিয়ে, মরকত কাঞ্চন, ঐছন দুহুঁ তনু জোর।।
বিগলিত বেণী, চারুশিখি চন্দ্রক, টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন, আধভেল বিগলিত, কাঞ্চন আভরণ ভার।।
রতিসুখ ভঙ্গ, ভয়ে সব সখীগণ, বিহিক দেই বহু গারি।
ইহ সুখ রজনী, ত্বরিতে ভেল অবসান, নিরদয় হৃদয় তোহারি।।
নিশি অবসানে, কমল আধ বিকসিত, দশ দিশ অরুনিম মন্দ।
কৈছন দুহুঁক, জাগাইব বিচারিতে, উদ্ধব দাস হিয়া ধন্দ।।১১।।

শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের শয়নশোভা (বেলাবলী)

অলসে অবশ অঙ্গ রসবতী রাই। মদন মদালসে শুতলি যাই।।
কানু-শয়ন করু কামিনী কোর। চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর।।
দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজ বয়ানে বয়ান। উর উর লপটল নয়ানে-নয়ান।।
ঘুমি রহল তঁহি কিশোরী কিশোর। কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর।।
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান। নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান।।
স্বেদ বিন্দু বিন্দু ঝরে দুহুঁজনার গায়।
দাস শেখর করতহি চামর বায়।।১২

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নশোভা (ভৈরবী)

কুসুম শেজোপরি কিশোরী কিশোর।
ঘুমাওল দুঁহুজন হিয়া হিয়া জোর।।
অধরে অধর ধরু ভুজে ভুজ বন্ধ।
উরূ উরূ চরণে চরণ একু ছন্দ।।
কুন্দন কনয়া জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়াওল যেন সৌদামিনী।।
চাঁদে চাঁদে কমলে কমল এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঁই করে কেলি।।

শিখিকোরে ভুজঙ্গিণী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে যেন ডুবল কোক।।
অরুণ তিমিরে এক কেহ নাহি ভাগে।
কাম কামিনী এক ঠাঁই নাহি জাগে।।
কলহ করল বহু বসন রসনা।
বিহি মিলায়ল দুঁহু হইল মগনা।।
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞান দাস কহে দোঁহার অদভুত খেল।। ১২।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নশোভা পদ (বিভাস)

মিটল চন্দন, আভরণ টুটল, ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলি, ধূসর দুহুঁ মুখচন্দ।।
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর-গোরী।
দুহুঁক পরশ, রভসে দুহুঁ মুরছিত, শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি।
রাইক বাম, জঘন পর নাগর, ডাহিন চরণ চাপি।
নওল কিশোরী, আগরি কোরে পহুঁ, ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি।।
কিয়ে মদনশর, ভীতহি সুন্দরী, পৈঠল পিয়-হিয় মাহ।
কব বলরাম, নয়ন ভরি হেরব, করব অমিয়া অবগাহ।।১৩।।

ঐ শোভা বর্ণনা পদ (বিভাস)

উদিতারুণ হসিত নলিন, মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন,
হতসায়ক দুঃখ দায়ক, রতি নায়ক ভাগে।।
শুতল খল জলরুহ দল, তড়িত জড়িত জলধর তুল,
মুখ ঝামর ধনী শ্যামর, নিশি প্রাতর ভাগে।।
বিগত বসন ভূষণ সাজ অচেতনে রহু নিলাজ রাজ,
গিরিধারীম বহু গারিম, রহু কারিম দাগে।।
বদন জিতল শরদ ইন্দু, ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু,
নিশি জাগরি, রস গাগরী, বর নাগরী আগে।।

ফুকরত শুক শারীক বহু, কোকিল কুল কুহরই মুহু,
দেখ ভাবিনী, গজ গামিনী, নাহি কামিনী জাগে।।
কহ সহচরী শ্রবণ ওর, পরিহর ধনি হরিক কোর,
কিয়ে দোষব, তব তোষব, যব দোষব আগে।।
কি হেরসি হঁসি শয়ন রঙ্গ, বর নিরমল কুল কলঙ্ক,
যশ ধামিনী, রুচি দামিনী, কুল কামিনী লাগে।।
সাজি কবরী ভূষণ বাস, জগদানন্দ নবীন দাস,
করু চেতন সুনিকেতন, চলু বেতন মাঁগে।। ১৪।।

কানন দেবীর-যুগলে জাগাইবার আদেশ (ভৈরব)

কানন দেবী হেরি নিশি অবসান।
আদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান।।
শারীশুকে কহে দুঁহে জাগাহ ত্বরিতে।
রাইকানু জাগাইতে নাহি মনোনীতে।।
বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ।
তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ।।
শুনইতে ইহ বন দেবী বোল।
কানন ভরিয়া উঠল মহারোল।।
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
মাধব দাস শিরে দেওল হাত।।১৫।।

কানন দেবীর-আহ্বানে পক্ষীগণের কলরব (ভৈরব)

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠল তরাস।।
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর।।

দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সহিতে লুকাওল তারাপতি।।
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলল সত্বর।।
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
অরুণ কিরণ হেরি নাহি মান ডর।।
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হয়ে সাধু পারা রয়েছ শুতিয়া।। ১৬।।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর জাগাইবার পদ (ভৈরবী)

জাগহুঁ বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।
অকরুণ পুনঃ বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকী চুম্বি চঞ্চরী, পদুমিনীক সদন সাজে।।
কি জানি সজনি রজনী থোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী, জিত দামিনী, কামিনীকুল লাজে।।
ফুকারত হত শোক কোক, জাগব অব সবহুঁ লোক,
শুক শারীক, পিক কাকলী, নিধুবন ভরি গাজে।
গলিত ললিত বসন সাজে, মণিযুত বেণী ফণী বিরাজে,
উচ কোরক, রুচ চোরক, কুচ জোরক মাঝে।।
তড়িত জড়িত জলদ-ভাঁতি, দুহুঁ সুখে শুতি রহল মাতি।
জিনি ভাদর, রস-বাদর, পরমাদর শেজে।।
বরজ কুলজ জলজ নয়নী, ঘুমল বিমল কমল বয়ানী।
কৃত লালিস ভুজ বালিশ, আলিস নাহি ত্যজে।।
টুটল কিয়ে ফুলধনু গুণ, কিয়ে রতি রণে ভেল তূণ শুন।
সমর মাঝে, পড়ল লাজে, রতি-পতি ভয়ে ভাজে।।
বিপত্তি পড়ল যুবতীবৃন্দ, গুরুজন জাগি কহবি মন্দ,
হরষ বিরস জগদানন্দ রসবতী রসরাজে।। ১৭।।

শারীশুকের বাক্যালাপ (ভৈরবী)

শারীশুক দুঁহু জনে জাগিয়া বিহানে।
রাই শ্যামে জাগাইতে করে অনুমানে।।
শারী বলে শুক আর নিশি আছে থোরী।
কেমন ক'রে জাগাইব কিশোর কিশোরী।।
শারী কহে শুক তুমি ডাক উচ্চৈঃস্বরে।
পবন প্রবল বহে কুঞ্জের ভিতরে।।
উচ্চ ডালে বসি শুক করে চারু-ধ্বনি।
ধ্বনি শুনি জাগে অমনি রাধা বিনোদিনী।।
গোকুলানন্দেতে বলে, শুক বড় দুঃখ দিলি।
তমালে কনক লতা কেন ছাড়াইলি।।১৯।।

শুকশারীর উভয়ের বাক্যালাপ

রাধে জয় জয় বলিয়া শারী নিধুবন ভরি গাজে।
নিধুবন ভরি গাজে শারী বৃন্দাবন ভরি গাজে।।
শারী বলে শুক তোমারে কই,রূপেতে কিশোরী হইল জই,
কানু-মনোহরা, রাধিকা-মূরতি, পরাভব নটরাজে।।
নীল ওড়নী, ঘুঁটা টাননী, শশধর ভেল বদন খানি,
চরণে নূপুর, রুনুর ঝুনুর, মধুর মধুর বাজে।।
আবীর কুঙ্কুম পাশা,জলকেলি, এ সব সমরে তব বনমালী,
জিনিবারে নারি, রাই পদ ধরি, পরাভব সখী মাঝে।।
শ্রীমতী যেদিন করেছিলেন মান, দাসখত লিখে দিয়েছিলেন শ্যাম।
পীতবাস গলে, রাই পদতলে, সেধেছিলেন কোন লাজে।।
নিধুবনে যেদিন রাজা হইলেন প্যারী,কোটালিয়া কর্ম্ম করেছিলেন হরি,
দোহাই শ্রীরাধার, বলে বার বার, নিয়োজিত ছিল কাজে।।
তোমার নাগর গোঠে মাঠে ফিরে, রাখালিয়া খ্যাতি এই ব্রজপুরে,
মোদের কিশোরী, রাজার ঝিয়ারী, সব সখীগণ পূজে।।

মৃগ পক্ষী আদি যত তরুলতা, নিজ রূপ করেছিলেন রাধা,
তোমার নাগর, হইয়া গৌর, লুকাইল সখী মাঝে।।
শুক বলে শারী না কর দ্বন্দ্ব, দোঁহে সমতুল কেহ নহে মন্দ,
জগদানন্দ পরমানন্দ, রসবতী রসরাজে।।

শ্রীরাধারাণী উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইবার পদ
(ললিত বিভাস)

উঠিয়া সে বিনোদিনী, হেরি শেষ রজনী,
চমকিত চারিপানে চায়।
প্রভাত হেরিয়া ধনী, মনেতে সঙ্কোচ মানি,
পদচাপি বঁধুরে জাগায়।।
উঠহে নাগরবর, আলিস পরিহর,
ঘুমেতে না হও অচেতন ।
দারুন গোকুলের লোকে, হেন বেলা যদি দেখে,
কি বলিয়া বলিবে বচন।।
তোমার ঐ চান্দমুখে, কাজর সিন্দূর লখে,
দেখিলে করিবে উপহাসে।
বিষম গোকুলের মাঝে, পাইবে দারুন লাজে,
হের আইস মুছাই নিজবাসে।।
বাপ-শশুর কুল, উচ্চ দুই সমতুল,
তাহে বোলায় কুলের কামিনী।
এই মনে করি ভয়, পাছে কুলে কালি হয়,
লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী।।
এইত গোকুলের লোকে, কত কথা বলে মোকে,
ননদিনী পরমাদ করে।
যদি দেখে তুয়া সঙ্গে, হইবে কেমন রঙ্গে,
তবে কি রহিতে দিবে ঘরে।।

আমি আর বলিব কি, না পারিয়া বিদায় নি,
সকলি গোচর রাঙ্গা পায়।
এ যদুনন্দন বলে, দুহুঁ ভাসে প্রেমজলে,
লোরে কুঞ্জ দেখিতে না পায়।। ১৯।।

শ্রীশ্যামসুন্দরের জাগরণ (ভৈরবী)

উঠল নাগর বর নিদের অলসে।
দুটি আঁখি ঢুলুঢুলু হিলন বালিশে।।
সুবাসিত জলে বঁধুর বদন পাখালে।
মুছায় বদন চাঁন্দ নেতের অঞ্চলে।।
যেখানেযে বিগলিত হয়েছিল বেশ।
সাজাওল প্রাণনাথে মনের আবেশ।।
বাহুযুগ পসারিয়া নাগর কৈল কোরে।
অনিমিখ নেত্রে চাঁন্দ বদন নেহারে।।
হাঁসি হাঁসি একসখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশীবেশর পেয়ে নাগর হরষিত ভেল।।
জ্ঞানদাস কহে লীলার বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই।। ২০।।

শ্রীরাধারাণীর সাধ (ভৈরবী)

বল বল প্রাণনাথ আজু কি হইল। কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।।
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর। নয়নে কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর।।
যতনে পরাও মোরে নিজ আভরণ। সঙ্গে করে লয়ে চল বঙ্কিম লোচন।।
তোমার অঙ্গের পীতবাস মোরে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া এলায়ে কবরী।।
তোমার গলার বনমালা দেহ মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা বলো সুধাইলে গোকুলে।।

তোমার হাতের মোহন বাঁশী দেহ মোর হাতে।
গোকুলের পথে যাব বাজাতে বাজাতে।।
বসু রামানন্দে বলে এমন পীরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন একত্র বসতি।। ২১।।

সাধ পূরাইতে সখীগণের অনুরোধ (যথারাগ)

সখীগণ কহে শুন নাগর কান। বিরচহ রাইক বেশ বনান।।
সিঁথী রচনা করি দেওত সিন্দূর। উর পর মৃগমদ রচহ প্রচুর।।
নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়। পীন পয়োধর চিত্রহ তায়।।
ঐছন বচন শুনইতে পাই। শেখর সাজ-বেশ লই ধাই।।২২।।

নাগর কর্ত্তৃক রাইকে বেশ সাজান পদ (বিভাস)

হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মোছই, কুঙ্কুমে তনু পুনঃ মাঁজি।
অলকা তিলক দেই, সিঁথি বনাওই, চিকুরে কবরী পুনঃ সাজি।।
মাধব সিন্দূর দেওলি সিঁথে ।।
কতহুঁ যতন করি, উরপর লেখই, মৃগমদ চিত্রক পাঁতে।।
মণিময় মঞ্জীর, চরণে পরাওল, উরপর দেওলি হার।
তাম্বূল সাজি, বদন ভরি দেওল, নিছনি তনু আপনার।।
নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন, চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে, যাবক লেখই, কি কহব দাস গোবিন্দ।।২৩।।

জটিলার আগমনে ভীত (বিভাস)

রাইক বেশ বানাইয়া কান। হেরইতে ধনী মুখ সজল নয়ান।।
কক্‌খটি বানরী তরু-পর থারি। জটিলা গমন পুনঃ কহয়ে ফুকারি।।
শুনইতে দুহুঁজন চমকই চিত। বেশ বিভূষণ ভেল বিপরীত।।
ভরমাহি পীতাম্বর লেই রাই। তুরতঁহি কুঞ্জক বাহিরে যাই।।
নীল ওড়নী লেই চলু তবে কান। উদ্ধব দাস হেরি বিরস বয়ান।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়গান পদ

জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।।

বৃষভানু নন্দিনী, শ্রীনন্দ নন্দন,
সকল গুণ অগাধে।

ভোর সময় কালে, কোকিলা বোলয়ে ডালে,
ভ্রমরা হরি গুণ গাওয়ে।।

রতন পালঙ্কোপরি, বৈঠল দুঁহু জনে,
দুঁহু মুখ সুন্দর সাজে।

শ্যামের বামে, নবীনা কিশোরী,
মুচকি মুচকি হাসে।।

পীতাম্বর ধর, নীল পট্টধারিণী,
ঘন-সৌদামিনী সাজে।

শ্যাম শিরে শোভে, মোহন চূড়া,
রাই শিরে বেণী সাজে।।

শ্যাম গলে বন, মালা বিরাজে,
রাই গলে গজমতি সাজে।

শ্যামের করে, মোহন মুরলী,
রাই করে কঙ্কণ সাজে।।

শ্যাম কটি তটে, পীতধটী বিরাজে,
রাই কটি কিঙ্কিণী বাজে।

যুগল চরণে, মণিময় নূপুর,
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু বাজে।।

সখী মঞ্জরী যত, মঙ্গল গাওত,
জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।

জয় জয় বৃষ- ভানু নন্দিনী
কানুমন-মোহিনী রাধে।
সুন্দর বদনে, অরুণিম লোচন,
বঙ্কিম চাহনি সাজে।।
শুক পিক শারী, ময়ূর ময়ূরী,
কুঞ্জ ভবন ভরি গাজে।
বৃষভানু নন্দিনী, রমণী শিরোমণি,
নব নব সখীগণ মাঝে ।।
শ্রীবৃন্দাবন মে, কুসুম কাননে,
ভ্রমরী রাধাগুণ গাওয়ে।
দীন কৃষ্ণদাস ভণে, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে,
যুগল কিশোর বিরাজে।। ২৬।।

শ্রীগৌরকিশোরের মঙ্গলারতি পদ

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোর হি জোর।।
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহিঁ সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে।।
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল।।
মঙ্গল ধূপদীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গল আরতি করে অপরূপ।।
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস। মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস।। ২৭

শ্রীযুগল-কিশোরের মঙ্গলারতি পদ

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর। মঙ্গল সখীগণ জোরহিঁ জোর।।
রতন প্রদীপ করু টলমল থোর। ঝলকত বিধুমুখ শ্যাম সুগোর।।
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমে আগোর।
করি নিরমঞ্ছন দোঁহে দোঁহা ভোর।।
বৃন্দাবন কুঞ্জহিঁ ভুবন উজোর। মূরতি মনোহর যুগল কিশোর।।
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর। চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর।।

বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর।।২৮।।

— * —

দামোদর রতি বর্দ্ধন বেশে। হরি নিষ্কুট বৃন্দাবিপিনেশে।।
রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে। ব্রজনব তরুণী মণ্ডলী মহিতে।।
বৃষভানূদধি নব শশিলেখে। ললিতা সখীগণ রমিত বিশাখে।।
করুণাং কুরুময়ি করুণা ভরিতে। সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে।।

সখীগণ সঙ্গে শ্রীরাধার নিকুঞ্জ ত্যাগ (বিভাস)

নিশাচর ঘরে গেল, অরুণ উদয় ভেল,
তারাপতি কাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল, কমল প্রকাশল,
পরবশ পড়ল কঠিন।।
দেখিয়া দোঁহার রীত, বৃন্দার বিকল চিত,
আদেশিল কোকিল কোকিলী।
তারা সব গান করে, ভ্রমরা ঝঙ্কার করে,
কেকা রবে ময়ূরা বিকলী।।
কক্খটি উঠায় তান, কি করহে রাধা কান,
ত্বরিতহি করহ পয়ান।
রাইয়েরে না দেখি ঘরে, জটিলা লগুড় করে,
বনে আসি করয়ে সন্ধান।।
কক্খটি কপট কথা, শুনি বৃষভানু সুতা,
তরাসে তরল ভেল মন।
রাই কানু সখী সাথে, চলিলা গুপত পথে,
ত্বরিতে তেজল সেই বন।।
চঞ্চল হরিণী যেন, ঐছন রমণীগণ,
চমকিত চারিপানে চায়।

নাগরী নাগর পাশে, শেখর দাঁড়ায়ে হাসে,
ভয় নাই সবারে বুঝায়।। ২৯।।

যুগলের বিদায়কালে খেদ (বিভাস)

নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুনঃ পুনঃ,
দুহুঁ দোঁহার বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল, প্রেম পয়োনিধি,
নয়নে গলয়ে ঘন বারি।
মাধব! হামারি বিদায় পায়ে তোর।
তোঁহারি প্রেম সঞে, পুনঃ চলি আওব,
অবহুঁ দরশ নাহি মোর।।
কাতর নয়নে, হেরইতে পুনঃ পুনঃ,
উছলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরছল রাই, মুরছি পড়ু মাধব,
কবে হব তাকর সঙ্গ।।
ললিতা সুমুখি, সুমুখি করি ফুকারত,
রাইকো কোরে আগোর।
সহচরী কানু, কানু করি ফুকারত,
ঢরকত লোচনে লোর।।
কতি গেও অরুণ, কিরণ ভয় দারুণ,
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব দাস তাহে, এতহুঁ নাহি সমুঝল,
উদভট মুগধ চরিত ।। ৩০।।

শ্রীরাধারাণীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন (সুহই)

পদ আধ চলত খলত পুনঃ বেরি। পুনঃ ফেরি চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।।
দুহুঁ জন নয়নে গলয়ে জল ধার। রোই রোই সখীগণ চলই না পার।।

ক্ষণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার। গলিত বসন ফুল কুন্তল ভার।।
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল। দুঁহু অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল।।
পুনঃ পুনঃ হেরইতে হেরই না পায়। নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায়।।
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ। পীত বসনে সব গোপই দেহ।।
আপাদ মস্তক বসনে বেয়াপি। অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি।।
নিজ মন্দিরে ধনী আওলি দেখি।গুরুজন ভয়ে পুনঃ সচকিতে পেখি।।
তুরিতহিঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে। শুতলি সুন্দরী আপন শেজে।।
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস। নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস।।৩১

ব্রজভাবে গৌরকিশোর ভাবাবেশ পদ (বিভাস)

সুরধুনী তীরোপরি, ভক্তসঙ্গে গৌরহরি,
ভাবাবেশে গর গর চিত।
অশ্রু কম্প বৈবর্ণ, স্বরভঙ্গ অনুপম,
অতিশয় ভেল বিষাদিত।।
গর গর তনু মনে, পারিষদ গণ সনে,
করিলেন গৃহেতে গমন।
গদাধর মুখ হেরি, নয়নে নিঝরে বারি,
প্রেমাবেশে করে আলিঙ্গন।।
বুক বহি পড়ে নীর, ভিজিল অঙ্গের চীর,
সবে ভেল আকুলিত মন।
ভাব-নিধি গৌরহরি, নিজ ভাব সম্বরি,
ভক্তগণে করে আলিঙ্গন।।
আদেশিল সবাকারে, যাও সব নিজ ঘরে,
প্রাতে পুনঃ হবে দরশন।
সবারে পাঠায়ে ঘরে, সকাতর অন্তরে,
নিজ গৃহে শচীর নন্দন।।

পাদ প্রক্ষালন করি, শুতিলেন শেজোপরি,
দাসগণ করয়ে সেবন।
দুখিয়া বৈষ্ণব দাস, করে নানা অভিলাষ ,
সেবিব সে ও রাঙ্গা চরণ।। ৩৩।।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোঁসাইর নিয়মসেবা পদ

গোঁসাই নিয়ম করি সদাই ডাকে রাধে গোবিন্দ।
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ।।

কাটান ঃ— গোঁসাই নিয়ম করি সদাই ডাকে রাধে।
গোঁসাইর নিয়ম যেন পাষাণের রেখারে।।

কাটান ঃ— রাধে তোমার কু[illegible] তীরে পড়ে আছি,
তোমার দয়া হবে বলে, অপার করুণাময়ী রাধে,
একবার আমায় দেখা দাও হে রাধে।।

কাটান ঃ— অদর্শনে প্রাণ যায় হে, দেখা দিয়া প্রাণ রাখ,
রাধে একবার দেখা দিয়া প্রাণ রাখ,গোঁসাই ডাকেন
একবার বৃন্দাবনে, কোথায় বা কোন কুঞ্জে আছ,
প্রাণনাথের সঙ্গে দেখা দাও হে রাধে রাধে।।

কাটান ঃ— রাধে একবার ডাকে কেশীঘাটে রাধে রাধে।
একবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে।।
একবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে।
একবার মানস গঙ্গাতটে ডাকেন রাধে রাধে।।
একবার নন্দীশ্বরপানে চেয়ে থাকেন রাধে রাধে।
একবার যাবট পানে চেয়ে থাকেন রাধে রাধে।।

এই পথে আসিবে বলে প্রিয় সখীর সঙ্গে।
তোমার আশাপথে চেয়ে আছি হে রাধে রাধে।।
ঐ যুগলরূপ হেরব বলে হে রাধে রাধে।।

শ্রীরাধারাণীর জয় পদ

কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে।
রাধে জয় রাধে জয় রাধে রাধে।।
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনী রাধে রাধে।।
রাধে কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদায়িনী রাধে রাধে।
রাধে ললিতার ললিত তনু রাধে রাধে।।
রাধে বিশাখার প্রাণসখী রাধে রাধে ।
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।।
রাধে কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে ব্রজের মুকুটমণি রাধে রাধে।।
রাধে মহাভাব শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে কৃষ্ণবক্ষ বিলাসিনী রাধে রাধে।।
রাধে শ্যাম গরবে গরবিণী রাধে রাধে।
রাধে শ্যাম সোহাগে সোহাগিনী রাধে রাধে।।
রাধে শ্যাম জলদে সৌদামিনী রাধে রাধে।।
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে রাধে।।
রাধে মহাভাব স্বরূপিণী রাধে রাধে।
রাধে নিধুবন বিলাসিনী রাধে রাধে।।
রাধে নিকুঞ্জবন বিলাসিনী রাধে রাধে।
রাধে রাসরস তাণ্ডবিনী রাধে রাধে।।

রাধে অপার করুণাময়ী রাধে রাধে।
রাধে তোমার দাসী তোমায় ডাকে রাধে রাধে।।
রাধে একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
রাধে তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি রাধে রাধে।।
কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে।।

ইতি— রঘুনাথ দাস গোঁসাই নিয়মসেবা পদ।

নিয়মসেবা মাসে দামোদর পদ

কার্ত্তিকের অধিদেব রাধা দামোদর দয়া কর হে।
অহে কার্ত্তিকের অধিদেব প্রভু দামোদর দয়া কর হে।।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।(তিনবার মাতন)
অহে মা যশোদার প্রাণধন রাধা দামোদর দয়া কর হে।।
অহে শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীদামোদর দয়া কর হে।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।।
অহে দধিভাণ্ড ভঞ্জন রাধা দামোদর দয়া কর হে।
অহে গোপীর প্রাণধন রাধা দামোদর দয়া কর হে।।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।
অহে 'উদূখল বন্ধন' রাধা দামোদর দয়া কর হে।।
অহে যমলার্জ্জুন ভঞ্জন রাধা দামোদর দয়া কর হে।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।।
অহে কুবেরাত্মজ মোচন রাধা দামোদর দয়া কর হে।
অহে যমলার্জ্জুন ভঞ্জন কুবেরাত্মজ মোচন রাধা দামোদর দয়া কর হে।।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।
অহে প্রেম ভক্তি দায়ক রাধা দামোদর দয়া কর হে।।
অহে জীবগোস্বমীর প্রাণধন রাধা দামোদর দয়া কর হে।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।।

অহে ভক্তজন রঞ্জন রাধা দামোদর দয়া কর হে।
অহে ভক্তের প্রাণধন রাধাদামোদর দয়া কর হে।।
"দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে"।
"রাধাদামোদর, রাধাদামোদর, রাধাদামোদর দয়া কর হে"।।

ইতি— *নিয়মসেবা মাসে দামোদর পদ।*

শ্রীমন্দির বা নগর পরিক্রমা পদ

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ভজন পদ

ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ।
গৌর-নিত্যানন্দ ভজ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।।
(ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ)
যশোদা নন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।

কাটানঃ—অবতারের শিরোমণি হে শচীসুত গৌরহরি, ওহে শচীসুত গৌরহরি, যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।

(ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ)
রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।।

কাটানঃ—প্রেমদাতা শিরোমণি হে মার খেয়ে প্রেম যাচে, ওহে মার খেয়ে প্রেম যাচে, প্রেমদাতা শিরোমণি হে,

রোহিণী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।।
(ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ)
মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।

কাটানঃ— যে আনিল নিতাই-গৌর হে, গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে, ওহে গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে, যে আনিল নিতাই গৌর হে, মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

(ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ)
গদাধর শ্রীবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।।

কাটানঃ— তোমরা মহাপ্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত হে, ওহে স্বরূপ-রূপ

সনাতন রায় রামানন্দ।।

(ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ)

খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।

পঞ্চ পুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।।

তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।

দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টী মহান্ত।।

ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।

উড়িয়া গৌড়িয়া প্রভুর যত ভক্তবৃন্দ।।

আমায় কৃপাকরি দেহ গৌর চরণারবিন্দ।

কাটানঃ— আর কিছু চাহি না হে গৌর চরণ সেবা বিনে,
নিতাই-গৌর চরণ সেবা বিনে, কৃপাকরি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ।

(ভজরে আমার মন গৌর-নিত্যানন্দ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন পদ

ভজরে আমার মন শ্রীরাধাগোবিন্দ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজ, জয় রাধাগোবিন্দ।।

ভজ ভজ যত সখীবৃন্দ।

(ভজরে আমার মন শ্রীরাধাগোবিন্দ)

কাটানঃ— নব কৈশোর নটবর হে, গোপবেশ বেণুকর, ওহে গোপবেশ বেণুকর, নব কৈশোর নটবর হে শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র।।

(ভজরে আমার মন শ্রীরাধাগোবিন্দ)

রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।

রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ।।

রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।

কাটানঃ— এই বার আমায় দয়া কর হে, রাসেশ্বরী বিনোদিনী, ওহে রাসেশ্বরী বিনোদিনী, রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।।

(ভজরে আমার মন শ্রীরাধাগোবিন্দ)
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।

কাটানঃ—তোমরা যুগল সেবার অধিকারিণী হে, ললিতা বিশাখা আদি, ওহে ললিতা বিশাখা আদি, যুগল সেবার অধিকারিণী হে,

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।।
(ভজরে আমার মন শ্রীরাধাগোবিন্দ)
শ্রীরূপ-মঞ্জরী আদি মঞ্জরী-অনঙ্গ।
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।।
আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবৃন্দ।

কাটানঃ— আর কিছু চাহি না হে, যুগল চরণ সেবা বিনে,, রাধা শ্যাম যুগল ওহে যুগলচরণ সেবা বিনে, আর কিছু চাহি না হে, কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ।

(ভজরে আমার মন শ্রীরাধাগোবিন্দ)।।

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীবাসাঙ্গনে মধ্যাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ আরতিপদ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।।
শ্রীবাস শ্রীমহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মধ্যাহ্ন-সময়ে প্রভু তথায় আইল।।
শ্রীবাস-গৃহিণী আর নবদ্বীপ নারী।
হুলুধ্বনি দেয় সবে গোরা মুখ হেরি।।
শ্রীবাস ত্বরিতে দিলেন বসিতে আসন।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে প্রভুর ধোয়াইল চরণ।।

শ্রীবাস তবে করিলেন এই নিবেদন।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ গমন।।
তবে মহাপ্রভু উঠি মন্দিরে চলিল।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে আসি ভোজনে বসিল।।
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোঁসাই।।
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ।।
সঘৃত শাল্যন্ন ব্যঞ্জন দিয়া সারি সারি।
ভোগের উপর দিল তুলসী মঞ্জরী।।
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন।।
দধিদুগ্ধ ছানাননী নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার।।
না জানিয়ে পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুখারুখা এক মুষ্টি করহ ভোজন।।
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি।।
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় করেন দন্ত শোধন।।
আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয়ভক্তগণে।
গোবিন্দ দাস করে চরণ সেবন।।
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেওয়ারি।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি।।

ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস।।

শ্রীধাম শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে মধ্যাহ্নে ভোগারতি কীর্ত্তনপদ

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী।
দীন দয়াময় হিতকারী।। ধ্রু।।
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
শান্তিপুরে মোর গৃহে কর আগমন।।
প্রভু লয়ে সীতানাথ করিলেন গমন।
মধ্যাহ্ন সময়কালে প্রভুর আগমন।
অদ্বৈত গৃহিণী আর শান্তিপুর নারী। ।
উলুধ্বনি দেয় সবে গোরা মুখ হেরি।।
বসিতে আসন দিলা রত্ন-সিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান।।
বামেতে অদ্বৈতপ্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোঁসাই।।
শাক শুকতা ভাজি দিয়ে সারি সারি।
ভোগের উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।।
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া ভোগ কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন।।

দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার।।
মালপোয়া সর-ভাজা আর লুচিপুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়াবিহারী।।
নিতাই রঙ্গিয়া মোর খাইতে খাইতে।
ভাল ভাল বলি দেয় গৌরাঙ্গ মুখেতে।।
না জানিয়ে পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুষ্টি করহ ভোজন।।
খাইতে খাইতে প্রভুর ভাবাবিষ্ট মন।
রাধাকুণ্ডের ভোজন-লীলা হইল স্মরণ।।

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী, জয় গিরিধারী গোবর্দ্ধনধারী।।

কেলি কলারস মনোহারী।।
রতন মন্দির ঘর রত্নের আসন।
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী করিল সাজন।।
রতন থালিতে ভোগ করি সারি সারি।
ফল আদি নানা দ্রব্য কহিতে না পারি।।
অমৃতকেলি ক্ষীর পুরী আর শিখরিণী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা মণ্ডা সর ননী।।
রতন আসন পর বৈঠল কান।
ভোজন কয়ল আপন মন মান।।
আচমন সারি তলপে মুখবাস।
ভোজন করু ধনী সখীগণ পাশ।।
যো কছু ভুঞ্জল সখীগণ সাথ।
আচমন কয়ল মুছল পদ হাত।।
শ্যাম বামে ধনী বসিলেন যাই।
প্রিয় নম্র সখিগণ তাম্বূল যোগাই।।

রতন পালঙ্ক পরি করিল শয়ন।
নির্ম্মঞ্ছন দিয়া সেবে কুঞ্জদাসীগণ।।
পুষ্পশয্যা পরি দুহুঁ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
নিকুঞ্জের দ্বারে দেখে যত সখীবৃন্দ।।
জয় জয় শব্দ করে শুক শারী।
নরোত্তম দাস হেরে ও রূপ মাধুরী।।
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি।।
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্ত-শোধন।।
আচমন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে।।
তাম্বূল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পাদ-সম্বাহন।।
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেওয়ারী।
ফুলের রত্ন-সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি।।
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়।।
স্বেদ বিন্দু বিন্দু ঝরে মহাপ্রভুর গায়।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলায়।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ।।

শ্রীরাধাকুণ্ডে বনভোজনের পদ

গোবর্দ্ধন গিরিবর, তার তলে মণিঘর,
সুখদ শীতল মনোহর।

কল্প তরুর বন, শোভিয়াছে বিলক্ষণ,
সমীপে রাধার সরোবর।।
প্রফুল্ল কমল তায়, ভ্রমর ভ্রমরী গায়,
চক্রবাক্ করে ক্রীড়া-রণ।
মদন ধনুক করে, সদাই তাহাতে ফিরে,
যতনে রাখয়ে সেই বন।।
অবসর জানি খেলা, বৃন্দার হইল মেলা,
ফল তুলি আনিলা সত্ত্বর।
উত্তম সংস্কার করি, সোনার থালিতে ভরি,
সারি সারি পঁড়া থরে থরে।।
করি মনে অনুমান, রচিলা ভোজন স্থান,
আগে আসন বসিবার তরে।
সুগন্ধি শীতল জল, করি অতি সুনির্ম্মল,
ঝারি ভরি যতনেতে ধরে।।
আর যত উপহার, করি সব সম্ভার,
বৃন্দা সানন্দ হইয়া মনে।
সখী সব নানা রঙ্গে, নাগর নাগরী সঙ্গে,
প্রবেশিলা বিলাস ভবনে।।
দেখিয়া বৃন্দার রীত, সবে ভেল আনন্দিত,
রসরাজ বসিলা ভোজনে।
মুখানি পাখালি নীরে, মোছল পাতল চীরে,
বনদেবী করয়ে সেবনে।।
একে একে উপহার, ভুঞ্জে কানু বার বার,
রাধিকা দেখিয়া ভেল সুখী।
অবশেষে পিয়ে জল, তবে ভুঞ্জে বনফল,
যতন করিয়ে সুধামুখী।।

শেখর সত্বর হইয়া, আইল ডাবর লৈয়া,
আচমন করিবার আশে।
বিলাস মন্দির মাঝে, রচিল পালঙ্ক শেজে,
তাম্বূল সম্পূট তার পাশে।।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ ভোজনকালীন পদ

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। (হরে হরে)
কলি ঘোর মোচন আনন্দ কন্দ।।
গোকুল-সখা সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সো প্রভু বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে।।
সুরধুনী তীরে বিহরে দোন ভাই।
কৃপা করি উদ্ধারিলা জগাই-মাধাই।।
রাবণ মারি বিভীষণ উদ্ধারী।
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণকারী।।
শিব সনকাদি যাঁকো ভেদ না পাওয়ে।
সো পহুঁ ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে।।
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী যাঙ বলিহারী।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা আরতি

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে মধুরসধ্বনি।।
শঙ্খবাজে ঘন্টাবাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।।
বিবিধ কুসুমে-বনি গলে বনমালা।
শতকোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা।।

ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো কর জোড় করে।
সহস্রবদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে।।
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-বিভোরে।।
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে।।
বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগ ভরি রহল গোরার মহিমা প্রকাশ।।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা আরতি

জয় জয় রাধে জীকো শরণ তোঁহারী।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি।।
পাট পটাম্বর ওঢ়ে নীল শাড়ী।
সীথিঁক সিন্দূর যাঙ বলিহারি।।
বেশ বনাওল প্রিয় সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গৌরী।।
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গ জ্যোতি।।
চূয়া চন্দন গন্ধ দেয় ব্রজবালা।
বৃষভানু রাজনন্দিনী বদন উজালা।।
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা পিয়ারী।।
নব নব ব্রজবধু মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্ম সখিগণে চামর ঢুলাওয়ে।।
রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা।।

শ্রীশ্রীগোপালদেবের সন্ধ্যা আরতি

হরত সকল, সন্তাপ জনমকো, মিটত তলপ যম-কাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপাল কি।
গোঘৃত-রচিত, কর্পূর-বাতি, ঝলকত কাঞ্চন থাল কি।
চন্দ্র কোটি কোটি, ভানু কোটি ছবি, মুখশোভা নন্দলাল কি।।
চরণ-কমল'পর, নূপুর বাজে, উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মাল কি।
ময়ূর-মুকুট, পীতাম্বর শোভে, বাজত বেণু রসাল কি।।
সুন্দর লোল, কপোলন কিয়ে ছবি, নিরখত মদনগোপাল কি।
সুর-নরমুনিগণ, করতহিঁ আরতি, ভকত-বৎসল প্রতিপাল কি।
বাজে ঘন্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁজরি, অঞ্জলি কুসুম গুলাল কি।
হুঁ হুঁ বলি বলি, রঘুনাথ দাস-গোস্বামী, মোহন গোকুল-লাল কি।।
আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপাল কি।
মদনগোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি।
যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দ-দুলাল কি।
নন্দ-দুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি।
গিরিধারীলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গৌরগোপাল কি।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলাল কি।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল কি!
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল কি।
সীতা অদ্বৈত দয়াল জয় জয় গদাধর লাল কি।
গদাধর লাল জয় জয় শ্রীবাস দয়াল কি।
শ্রীবাস দয়াল জয় জয় (গৌর) ভক্তবৃন্দ লাল কি।
(গৌর) ভক্তবৃন্দ লাল জয় জয় শ্রীগুরু দয়াল কি।

পরম করুণ প্রেমদাতা শ্রীগুরু দয়াল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ।।

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা আরতি

নমো নমঃ তুলসি! মহারাণি! বৃন্দেজী মহারাণি! নমো নমঃ।।
নমো রে নমো রে মাইয়া নমো নারায়ণি, নমো নমঃ।।
যাঁকো দরশে, পরশে অঘ নাশই, মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল, শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি।
(রাধাপতি চরণকমলে লপটানি) নমো নমঃ।।
ধন্য তুলসি, পূরণ তপ কিয়ে, শ্রীশালগ্রাম মহাপাটরাণি!
ধূপ দীপ, নৈবেদ্য আরতি, ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি।।
ছাপান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।।
শিব সনকাদি, আউর ব্রহ্মাদিক, ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।
চন্দ্রাসখী মাইয়া, তেরী যশ গাওয়ে, ভকতি দান দিজীয়ে মহারাণি।।

নমো নমঃ তুলসি! কৃষ্ণ—প্রেয়সি!
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী (নমো নমঃ)।।
যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন-বাসী (নমো নমঃ)।
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী (নমো নমঃ)।।
মোর মনে এই অভিলাষ বিলাস-কুঞ্জে দিয় বাস
নয়নে হেরব সদা যুগল-রূপরাশি (নমো নমঃ)।।
তুমি বৃন্দে নাম ধর অঘটন ঘটাইতে পার
সিদ্ধ মন্ত্র তোমারে দিয়াছে পৌর্ণমাসী (নমো নমঃ)।।

দীনকৃষ্ণদাসে কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা আমি ভাসি (নমো নমঃ)।।

পঞ্চতত্ত্বের ভজন কীর্ত্তন

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র। হা নাথ! বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর। প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর।।
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূতচন্দ্র। হা নাথ! হাড়াই পণ্ডিত পুত্র।।
শ্রীজাহ্নবাপ্রাণ দয়ার্দ্রচিত্ত। পদ্মাবতীসুত ময়ি প্রসীদ।।
সীতাপতি শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র। হা নাথ! শান্তিপুর লোকবন্ধু।।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম দয়ার্দ্র চিত্ত। শ্রীঅচ্যুত তাত ময়ি প্রসীদ।।
শ্রীরত্নাবতী নন্দন প্রেমপাত্র। হা নাথ! মাধবাচার্য্যের পুত্র।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম রসবিলাস। হা শ্রীগদাধর কুরু তেহঙ্ঘ্রি-দাস।।
শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্র-চিত্ত। শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈক-পাত্র।।
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য। শ্রীবাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন।।
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ। গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।।
হা শ্রীযশোদা তনয় প্রসীদ। শ্রীবল্লবী জীবন রাধিকেশ।।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী। গান্ধর্ব্বিকা শ্রীবৃষভানুকুমারী।।
হা শ্রীকীর্ত্তিদা-তনয়া প্রসীদ। রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখা-আলী।।
হরে মুরারে মধুকৈট ভারে। গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু। নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ্বর রক্ষ।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধেগোবিন্দ।।

জয়দেবীপদ (গুর্জ্জর)

শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল হে, ধৃত-কুণ্ডল হে, কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে।। ধ্রু।।
দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন হে, ভব-খণ্ডন হে, মুনিজন-মানস-হংস।
জয় জয় দেব হরে।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন হে, জন রঞ্জন হে, যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
জয় জয় দেব হরে।
মধু-মুর-নরক-বিনাশন হে, গরুড়াসন হে, সুরকুল-কেলি-নিদান।
জয় জয় দেব হরে।
অমল-কমল-দল-লোচন হে, ভব-মোচন হে, ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।
জয় জয় দেব হরে।
জনক-সুতা-কৃত-ভূষণ হে, জিত-দূষণ হে, সমর-শমিত-দশকণ্ঠ।
জয় জয় দেব হরে।
অভিনব-জলধর-সুন্দর হে, ধৃত-মন্দর হে, শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর।
জয় জয় দেব হরে।।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
জয় জয় দেব হরে।
শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতি।।
(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপালা জয় যশোদা-দুলালা,
ভজ ভজ নন্দলালা। জয় জয় দেব হরে।)

নামমালা

জয় জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে।
জয়দেবের প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধা মদনগোপাল রাধা মদনগোপাল রাধে।
সীতানাথের প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে।
রূপ-গোস্বামীর প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধা মদনমোহন রাধে।
সনাতনের প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে।
মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে।
জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধা রাধারমণ রাধা রাধারমণ রাধে।
গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে।
লোকনাথের প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে।
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে।।
জয় জয় রাধাগিরিধারী রাধা গিরিধারী রাধে।
দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে।।

নামকীর্ত্তন সমাপ্ত গান

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।

এই ছয় গোসাঁই করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।।
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।।
এই ছয় গোসাঁই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস।।
তাদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে আমার এই অভিলাষ।।
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন।।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস।।

হোলী কালীন নৈমিত্তিক কীর্ত্তন

('শ্রিতকমলা' পদের পরিবর্ত্তে শ্রীবসন্তপঞ্চমী হইতে ফাল্গুণীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যায় বসন্তরাগে নিম্নপদ কীর্ত্তন হইবে।)

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।।
বিহরতি হরিরিহ-সরস-বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি-জনেন সমং সখি! বিরহি-জনস্য দুরন্তে।।ধ্রু
উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে।।
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশংবদ-নবদল-মাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুক-জালে।।

মদন-মহীপতি-কনক-দন্তরুচি-কেশর-কুসুম-বিকাশে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটলকৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে।।
বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণ করুণ-কৃতহাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্ত মুখাকৃতি-কেতকি দন্তরিতাশে।।
মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নব-মালিকয়াতি সুগন্ধৌ।
মুনি-মনসামপি-মোহন কারিণি-তরুণাকারণবন্ধৌ।।
স্ফুরদতি-মুক্তা-লতা পরিম্ভণ-পুলকিত-মুকুলিত চূতে।
বৃন্দাবন বিপিনে-পরিসর পরিগত-যমুনাজল পূতে।।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরি-চরণ-স্মৃতি-সারম্।
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগত-মদন-বিকারম্।। ২।।

(২)

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
ঋতু পতি বসন্তে, সকল প্রিয়গণ মেলি, সুরধুনী তীরে চলিলা।।
একদিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর, বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।
গৌরীদাস আদি করি, চন্দন পিচ্‌কা ভরি, গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি।।
স্বরূপ নিজগণ সাথে, আবির লইয়া হাতে, সঘনে ফেলায় গোরা গায়।
গৌরীদাস খেলি খেলি, গৌরাঙ্গ জিতল বলি, করতালি দিয়া আগে ধায়।।
রুষিয়া স্বরূপে কয়, হারিলা গৌরাঙ্গ রায়, জিতল আমার গদাধর।
কক্ষতালি দিয়া কেহ, নাচে গায় ঊর্দ্ধ বাহু, এ দাস মোহন মনোহর।।

(৩)

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, ঋতুপতি আগমনে, তরুলতা প্রফুল্লিত সব।
ফল ফুলে নম্রডাল, পুষ্পোদ্যান শোভে ভাল, কোকিলা ভ্রমরা শিখি রব।।
হোরি রঙ্গে উনমত, নানা ছত্রে চমকিত, গায় বায় বিলসয়ে শ্যাম।
রাই নিজ গৃহে থাকি, অনুরাগে ডগমগি, গমন ইচ্ছুক সোই ঠাম।।
সখী সঙ্গে বিনোদিনী, কান্তি জিনি সৌদামিনী, তাহে চিত্র অরুণ বসন।
যৈছে চলে পূর্ণচন্দ্র, সঙ্গে লয়ে তারাবৃন্দ, তৈছে ধনী যায় বৃন্দাবন।।

বহুবিধ যন্ত্র সঙ্গে, আবীর কুঙ্কুম রঙ্গে, নৃত্য গীতে সবার উল্লাস।
মিলিল নাগর সঙ্গে, খেলা আরম্ভিলা রঙ্গে, নিরখয়ে গোবর্দ্ধন দাস ।।

('হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' পদের পরিবর্ত্তে শ্রীবসন্তপঞ্চমী হইতে ফাল্গুনীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিম্নপদ কীর্ত্তনীয়।)

হোরি রঙ্গে বিহরয়ে আমার গৌর, নিত্যানন্দ।
গৌর নিত্যানন্দ আমার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।।
গদাধর শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দ।
স্বরূপ রূপ-সনাতন রায় রামানন্দ।।
খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।।
তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।
দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।।
ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।
উড়িয়া গৌড়ীয়া যত গৌরভক্তবৃন্দ।।
সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ।
হোরি রঙ্গে বিহরয়ে আমার শ্রীরাধে গোবিন্দ।।
শ্রীশ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।।
রাধারমণ, রাসবিহারী, শ্রীগোকুলানন্দ।
রাধাকান্ত, রাধাবিনোদ, শ্রীরাধেগোবিন্দ।।
রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।
ললিতা বিশাখাদি যত সখীবৃন্দ।।
শ্রীরূপ-মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।।
কৃপাকরি দেহ যুগল চরণারবিন্দ।
সবে মিলি কর কৃপা আমি অতি মন্দ।।

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
হরি নাম বিনে জীবের অন্য গতি নাই।।
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই।
পতিত পাবন নামের সাক্ষী দুটি ভাই।।
এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই।
নিতাই গৌরাঙ্গের গুণ যুগে যুগে গাই।।
হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলি কাঁদিয়া বেড়াই।
নবদ্বীপের ঘরে ঘরে, সুরধুনীর তীরে তীরে।
নিতাই দয়া কর বলে, কাঁদিয়া বেড়াই।।
অবশ্য করিবেন দয়া গৌর আর নিতাই।।
(নিতাই-গৌর বড় দয়াময় হে, অপার করুণাময় হে)।
অবশ্য করিবেন দয়া গৌর আর নিতাই।।
শ্রীরাধাগোবিন্দের গুণ যুগে যুগে গাই।
রাধে দয়া কর বলে কাঁদিয়া বেড়াই।।
বৃন্দাবনের বনে বনে ,শ্রীযমুনার তীরে তীরে।
গোবর্দ্ধনের তটে তটে,
রাধে দয়া কর বলে, কাঁদিয়া বেড়াই।।
অবশ্য করিবেন দয়া বিনোদিনী রাই।
(রাধে বড় দয়াময়ি হে, অপার করুণাময়ি হে)
শ্রীরাধা গোবিন্দের গুণ যুগে যুগে গাই।।
নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।
নিতাই গৌর হরিবল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।।

ইতি— দোল বা হোরী কীৰ্ত্তন দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত।

নিশীথকালীন বিহাগড়া কীর্ত্তন

(নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র)
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র।।
(বড়) দয়াল প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র।
(বড়) প্রেম দাতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
(জয়) প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হে—চৈতন্য
(জয়) প্রভু বিশ্বম্ভর হে—চৈতন্য
(জয়) নবদ্বীপচন্দ্র হে—চৈতন্য
(জয়) জগন্নাথ মিশ্র পুত্র হে—চৈতন্য
(জয়) শচীরনন্দন হে—চৈতন্য
(জয়) লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন হে—চৈতন্য
(জয়) প্রভু নিত্যানন্দ হে— চৈতন্য
(বড়) দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ হে— চৈতন্য
(বড়) প্রেম দাতা নিত্যানন্দ হে—চৈতন্য
(জয়) প্রভু নিত্যানন্দ হে—চৈতন্য
(জয়) প্রভু অবধূত হে—চৈতন্য
(জয়) একচক্রা সুধাকর হে—চৈতন্য
(জয়) হাড়াই পণ্ডিত পুত্র হে—চৈতন্য
(জয়) পদ্মাবতী সুত হে—চৈতন্য
(জয়) বসু জাহ্নবা প্রাণধন হে—চৈতন্য
(জয়) প্রভু অদ্বৈত হে— চৈতন্য
(বড়) দয়াল প্রভু অদ্বৈত হে— চৈতন্য
(বড়) প্রেমদাতা অদ্বৈত হে— চৈতন্য
(জয়) প্রভুশ্রীঅদ্বৈত হে— চৈতন্য
(জয়) প্রভু সীতানাথ হে—চৈতন্য

(জয়) শান্তিপুর নাথ হে—চৈতন্য
(জয়) নিতাই গৌর সীতানাথ হে—চৈতন্য
(জয়) কুবের আত্মজ হে—চৈতন্য
(জয়)শ্রীঅচ্যুত তাত হে—চৈতন্য
(জয়) নাভাজীনন্দন হে—চৈতন্য
(জয়) প্রিয় গদাধর— হে চৈতন্য
(জয়) গৌরাঙ্গ প্রিয় গদাধর হে—চৈতন্য
(জয়) প্রিয় গদাধর হে—চৈতন্য
(জয়) মাধবনন্দন হে—চৈতন্য
(জয়)রত্নাবতীসূত হে—চৈতন্য
(জয়)রাধার স্বরূপ হে—চৈতন্য
(জয়) প্রিয় শ্রী—চৈতন্য
গৌর প্রিয় শ্রী— চৈতন্য
(জয়) গৌরাঙ্গ প্রিয় শ্রীবাস হে—চৈতন্য
(জয়)প্রিয় শ্রীবাস হে—চৈতন্য
(জয়) নারদ-স্বরূপ হে—চৈতন্য
(জয়)গৌরভক্তাগ্রগণ্য হে—চৈতন্য
(জয়)নৃসিংহনন্দন হে—চৈতন্য
(জয়) মালিনী-প্রাণবল্লভ হে—চৈতন্যচন্দ্র
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র
জয় জয় গৌরভকতবৃন্দ
বড় প্রেমদাতা গৌর ভক্তবৃন্দ
আমায় দয়া কর গৌর ভক্তবৃন্দ
জয় জয় রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ
গোবিন্দ জয় রাধে জয় রাধে
গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ।।১।।

নিশীথকালীন বিহাগড়া কীর্ত্তন

জয় জয় গুরু গোসাঁই শ্রীচরণ সার।
যাঁহার কৃপায় তরি এ ভব সংসার।।
অন্ধ পট ঘুচিল যাঁর করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈল যেই জনে।।
এহেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া।
অনায়াসে যাব ভব সংসার তরিয়া।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় গদাধর জয় হে শ্রীবাস।
জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস।।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ।।
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।।
এই ছয় গোসাঁই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস।।
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন।।
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস।।
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ।।

জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ।
কৃপা করি কর মোরে প্রেমভক্তি দান।।
দন্তে তৃণ ধরি মুই করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন।।
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ শ্রীরাধে গোবিন্দ।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।।
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ।। ২।।

বিহাগড়া

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রা——ধে।।
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রা——ধে।।
জয় জয় রাধা মদনমোহন রা——ধে।।
জয় জয় রাধা গোপীনাথ রা——ধে।।
জয় জয় রাধা দামোদর রা——ধে।।
জয় জয় রাধারমণ রা——ধে।।
জয় জয় রাধা বিনোদ রা——ধে।।
জয় জয় রাধা মাধব রা——ধে।।
জয় জয় রাধা নটবর রা——ধে।।
জয় জয় নটবর রা——ধে।।
(রাধা) মুরলীমোহন রা——ধে।।
জয় জয় রাধা গিরিধারী রা——ধে।।
জয় জয় রাধা মদনমোহন রা——ধে।।

জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রা——ধে।।
জয় রাধাবল্লভ রা——ধে।।
জয় রাধারমণ রা——ধে।।
জয় রাধা রাসবিহারী রা——ধে।।
জয় রাধা মদনগোপাল রা——ধে।।
জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ ।। ৩।।

ইতি— বিহাগড়া কীর্ত্তন সমাপ্ত।

কীর্ত্তনাবলী

শ্রীরাধারাণীর পূর্ব্বরাগ

(১)

বধুঁ কি আর বলিব তোরে।
অল্পবয়সে, পীরিত করিয়া, রহিতে না দিলি ঘরে।।
কামনা সাগরে, কামনা করিয়া, সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, নন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।।
পীরিতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব, রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, বাশুরী বাজাব, যখন যাইবে জলে।।
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইয়া, সকল গোপের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে, পীরিতি কেমন জ্বালা।।

(২)

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী। হৃদি মন্দিরে রাখি (আমি) তোমারে হেরি।।
সম শৈল কুল মান দূর করি। তব চরণে শরণাগত কিশোরী।।
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা। রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ।।
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী। তুমি জগজন রঞ্জন বংশীধারী।।

আমি কুলটা কলঙ্কিনী সৌভাগ্যহীনি। তুমি রসপণ্ডিত রসিক চূড়ামণি।।
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যাম রায়। তুয়া বিনু মোর মনে আন নাহি ভায়।।

(৩)

অলপ বয়স মোর, শ্যামরসে জ্বর জ্বর, না জানি কি হবে পরিণাম।
যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি, নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম।।
যদি চলি যাই পথে, শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে, চরণে চরণ ঠেকাইয়া।।
ভ্রমেতে ফিরায় আঁখি, সঙ্গে ত না কেহ দেখি, পড়ে থাকি যেন মুরছিয়া।।
কহিনু তোদের আগে, দাগা পাইলাম শ্যাম দাগে,
এ ছার জীবনের নাহি দায়।
তিল তুলসী দিয়া, সমর্পণ করিলাম হিয়া, জনমের মত রাঙ্গা পায়।।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব, যোগিনী হইয়া যাব, এ ছার গেহ পরিহরি।
শ্যামনাম লব মুখে, জনম যাইবে সুখে, যদু কহে এই বাঞ্ছা করি।।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

(১)

কি খেনে হেরিলাম শ্যাম রায়।
মল্লিকা কলিকা কানে, রহয়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে, করে ধরি মুরলী বাজায়।।
মুরলীতে নখ পাঁতি, জিনিয়া চাঁদের জ্যোতি, বংশী রন্ধ্রে কত সুধা ঝরে।
গগন হইতে চাঁদ, বাঁশীতে নামিয়াছে গো, মুখ-সুধা লইবার তরে।।
নবীন নীরদ অঙ্গ, আর তাহে রস ঢঙ্গ, পীরিতি চাতুরী করু তায়।
গোবিন্দ দাসের বাণী, শুন রাধাবিনোদিনী, ভজগিয়া সেই শ্যামের পায়।।

(২)

চিকন কালা গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায়।।
কালিন্দীর কূলে, কি পেখলু সই, ছলিয়া নাগর কান।
ঘরে মু যাইতে, নারিলুঁ সই, আকুল করিল প্রাণ।।

চাঁদ ঝলমলি, ময়ূর পাখা, চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাঁশী, মধুর মধুর বায়।।
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে, কেলি কদম্বেতে হেলা।
কুলবতী সতী, যুবতী জনার, পরাণ লইয়া খেলা।।
শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল, পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল, চরণ যুগল, নিছনি গোবিন্দ দাস।।

(৩)

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।।
বেঁধেছে বিনোদ চূড়া, নবগুঞ্জাদিয়া।
উপরে ময়ুরের পাখা বামে হেলাইয়া।।
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা।।
মোহন মুরলী হাতে কদম্বে হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন।।
গৃহ কর্ম্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞান দাস কহে বিষম শ্যামের লেহ।।

(৪)

কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়া সে মুখ ফাঁদ, ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে।।
দিয়া হাস্য সুধাচার, অঙ্গ ছটা আঠা তার, আঁখি পাখী তাহাতে পরিল।
মন মৃগী হেনকালে, পড়িল রূপের জালে, শুন্য দেহ পিঞ্জর রহিল।।
লজ্জাশীল হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহ দ্বার, ধরম কপাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাতে, সমভূমি করিল আমায়।।
ধৈর্য্যশালে মত্ত হাতী, বাঁধা ছিল দিবারাতি, ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি, পলাইয়া গেল ছুটি, না পাইলাম তাহার উদ্দেশে।।

কালিয়া কুটিল বাণে, কুলশীল ধরি টানে, অতয়ে উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ মাত্র আছে বাকী, তাহা বুঝি যায় সখী, ভণয়ে জগদানন্দ দাস।

(৫) কামোদ

মুখ মণ্ডল জিতি, শারদ সুধাকর, তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু, শিখণ্ডক মণ্ডিত, মালতী মধুকর মাল।।
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবন মন মোহন, মধুর মুরলী করু গান।।
টলমল অলকা, তিলক ঝলঝলকই, ভাঙুক ধনুয়া ধূনান্।
কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন, বিষম কুসুম শরবাণ।।
বান্ধুলী বন্ধু, অধরে মধুমাখল, মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদে, মদনমদ মন্থর, ভণতহিঁ গোবিন্দ দাস।।

(৬)

কিরূপ দেখিনু, মধুর মুরতি, পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক তার।।
বড় বিনোদিয়া, চূড়ার টালনী, কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবন মোহন ফান্দ।।
নব জলধর, রসে ঢর ঢর , বরণ চিকন কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন, মণি মুকতার মালা।।
জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান, কে বা কৈল নিরমান।
তরল নয়ানে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুম বাণ।।
সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী, হাঁসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে, ওরূপ নাগর, দেখিলে পরাণ রয়।।

(৭)

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।।

গোকুলনগর মাঝে, কত কত নারী আছে, তাহে কেনে না পরিল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।।
মল্লিকা মালতী দামে, চূড়ার টালনী বামে, তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়েধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে, অলি উড়ি পরে লাখে লাখে।।
সেই সে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম, নানা ছান্দে বান্ধে পাক মোড়া।
সে শির বেনানী জালে, নবগুঞ্জামণি মালে, উপরে চঞ্চল চাঁদ জোড়া।।
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা, গলে দোলে মালতীর মালা।
(বড়ু) দ্বিজচণ্ডী দাসে কয়, না হইল পরিচয়, রসের নাগর বড় কালা।।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ

সখি সঙ্গে রূপের কথা কহিতে ছিল বসি।
হেনকালে বৃন্দাবনে বাজল শ্যামের বাঁশী।।
মন্দ মন্দ মধুর তান কোন বা কুঞ্জে বাজিলরে।
(বাঁশী) না জানে অন্য পর কি আপন, কুলবতী কুল নাশিলরে।।
মুরলীগান, পঞ্চম তান, যমুনা উজান ধাইলরে।।
বাঁশীরব লাগিল কানে, চিতে না ধৈরজ মানে, অমনি উঠিল রসবতী।
কে যাবি আমার সঙ্গে, বিপিন বিহার রঙ্গে, ভেটিবারে গোকুলের পতি।।
ললিতা বলে গো রাধে, সাজাব মনের সাধে, অমনি যাইবে কেন ধনী।
আমরা সকলে যাব, সখিগণ সঙ্গে নিব, যেতে হবে তাও মোরা জানি।।

শৃঙ্গার

(১)

রাই সাজে বাঁশী বাজে পরে গেল উল।
কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল।।
মুকুরে আঁচরে রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার।।

করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তার।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার।।
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্কমল পাতা।।
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর সাজনা।
বংশী বদনে কহে যাই বলিহারী।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি।।

(২)

বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ধনী চারু পানে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায়।।
নূপুরের ঝুণুঝুনু পরে গেল সারা।
নাগর উঠিয়া বলে রাই এল পারা।।
এস এস ভাল হল প্রেমময়ী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা।।
তুহু মোর সরবশ দুনয়নের তারা।
তুয়াবিনু দশদিশ হেরি আধিয়ারা।।
চৌরাশী ক্রোশ এই বৃন্দাবন সীমা।
যত কিছু লীলা খেলা তোমার মহিমা।।
জানে যত ব্রজবাসী জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তুয়ামন্ত্রে আমার উপাসনা।।

যুগলমিলন

(১)

বৃন্দাবনে রাই মিলল গিরিধারী।
আমরা নিতুই নিতুই যুগলরূপ এমনি যেন হেরি।।

নিকুঞ্জ বেড়িয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী।
ডালে বসি গান করে শুক আর শারী।।
তমাল গাছের পাতায় পাতায় দিছে করতালি।
গুণগুণ স্বরে গান করে ভ্রমরা ভ্রমরী।।

(২)

রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন হেররে নয়ন।
ভ্রমর ডাকে আয় ভ্রমরী আমরা গুণগুণ স্বরে গান করি।।
কোকিল ডাকে আয় কোকিলে, দেখ সে আয়।
ঐ দেখ স্থিরবিজুরী মেঘের কোলে উদয়।।
ময়ূর ডাকে আয় ময়ূরী আমরা যুগল হেরে নৃত্য করি।
চাতক ডাকে আয় চাতকী দেখসে আয়
আমাদের ভাগ্যে বিজুরী সহ মেঘের উদয়।

শ্রীশ্রীমহারাসলীলা কীর্ত্তন

তদুচিত গৌরচন্দ্র (১) তুড়ী
বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল।।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমানে।
সহচরগণে গোপীগণ অনুমানে।।
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া।।
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ।।

(২)

নাচত গৌর, রাস রস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ-সমাজ, রমণীগণ যৈছন, তৈছন অভিনয় রঙ্গী।।
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
গাওত বাওত, মধুর ভকত শত, মাঝহিঁ বর দ্বিজরাজ।।
তা তা দ্রিমি দ্রিমি, মৃদঙ্গ বাজত, রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবার বীণ, আর স্বরমণ্ডল, সুমিলিত কর করতাল।।
এহেন আনন্দ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে, নিরুপম প্রেম-বিলাস।
ও সুখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পাওব, কহ রাধামোহন দাস।।

(অথ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের যমুনা পুলিনে অভিসার ও মিলন)

(৩) বিহাগড়া

শরদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ।
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী, মত্ত মধুকর ভোরনী।।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি।
মুরলীক গান পঞ্চম তান, কুলবতী চিত চোরনী।।
শুনত গোপী প্রেমহি রোপী, মনহি মনহি আপনা সোঁপি।
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত, মুরলীক কল লোলনী।।
বিছুরি গেহ নিজহি দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ।
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ এক, এক কুণ্ডল দোলনী।।
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ।,
খসন বসন রসন চেলি, গলিত বেণী লোলনী।।
ততহি বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি,
ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দ দাস বোলনী।।

(অথ গোপীগণের অনুরাগ পরীক্ষার্থ কৃষ্ণের কপট উক্তি)

(৪) যথারাগ

ব্রজবধু নাগরে ভেটিল আসি বনে।
যেন নব ঘন দেখি, তৃষিত চাতকী পাখী,
পরান পাইলা জনে জনে।।
দেখি সতীকুল মুখ, হৃদয়ে বাড়িল সুখ,
হাসি কানু বলে ধীরে ধীরে।
তোমরা কুলবতী সতী, গৃহে তোমাদের পতি,
ছাড়ি কেন আইলা নিশি ঘোরে।।
কাননে পশুর ভয়, ব্রজে কি বিপদ হয়,
কিবা আমা দরশন কাজে।
পূরিল মনের কাম, যাহ নিজ নিজ ধাম,
রাধাদাস কহে মন-সাধে।।

(৫) যথারাগ

পরম সুন্দর যুবা-সর্ব্বগুণাশ্রয়।
পরপতি অভিলাষ পত্নীধর্ম্ম নয়।।
নির্গুণ দুর্ভাগা রোগী বৃদ্ধ বা নির্ধন।
তবু সতীজনা পতি না ছাড়ে কখন।।
কেমতে জানিবে তোমরা নাগরিয়া জাতি।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন ভজ অন্য পতি।।
যাহ যাহ গোপবধূ যাহ নিজঘরে।
এ নিশি আমার সনে নহে ব্যবহারে।।
স্বপনেও না কর কভু পরপতি আশ।
জ্ঞানে মাধব কহে বঞ্চে শ্রীনিবাস।।

(অথ শ্রবণে গোপীদের কাতরোক্তি)

(৬) ধানশী

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান।।
টুটল সবহু মনোরথ করণী।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী।।
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই।।
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুঁহু ইহ অনুবন্ধ।।
ভাঙ্গলি কুলশীল মুরলীক গানে।
কিঙ্করীগণে জনু কেশে ধরি আনে।।
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কি কুমারী নিচোল।।
তোহে সোঁপিত জিউ তুয়ারস পাব।
তুয়াপদ ছাড়ি অবকো কাহা যাব।।
এতহু কহত ব্রজ যুবতী মেল।
শুনি নন্দনন্দন হরষিত ভেল।।
করি পরসাদ তহি করত বিলাস।
আনন্দে নিরখে গোবিন্দ দাস।।

(অথ গোপীগণ সহ রাস-বিহার)

(৭) যথারাগ

গোপীর করুণা শুনি, রসিক নাগরমণি,
পরম সদয় হাস্যমুখে।
চুম্ব আলিঙ্গন দান, করি প্রভু ঘনে ঘন,
তুষিলা পরমানন্দে সুখে।।

প্রফুল্ল গোপিণীগণ, বেড়িল জীবন-ধন,
হাস্য কটাক্ষ নানা রঙ্গে।
মধ্যেতে বিহরে কানু, শ্যামসুন্দর তনু,
যেন চন্দ্র তারাগণ সঙ্গে।।
গোপী-কর ধরি ধরি, ফিরে বুলে নরহরি,
দেখয়ে সকল বৃন্দাবন।
শুন শুন আরে ভাই, পরম রহস্য এই,
দ্বিজ মাধব বিরচন।।

(৯) কামোদ

কাঞ্চন মণিগণে, জনু নিরমায়ল, রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহা মরকতসম শ্যামর নটবর রাজ।।
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর, রস বরিখয়ে অনিবার।।ধ্রু।।
কত কত চান্দ, তিমির পর বিলসই, তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে, তমালহুঁ কত কত, দুহু দুহু তনু তনু বান্ধে।।
কত কত পদমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধর শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মিলি কত , পদুমিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দ দাস।।

(অথ রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)

(৮)

তবে গোপীগণ সহ কৃষ্ণ। রাস-লীলা করয়ে সতৃষ্ণ।।
যমুনার তীরে সবে মেলি। বিলাস করয়ে কুতূহলী।।
তারাগণ মাঝে ইন্দু যেন। গোপীগণ মাঝে কৃষ্ণ তেন।।
মনে গর্ব্ব জন্মিল সবার। মো সবা অধিক ভাগ্য কার।।
এ তিন ভুবনে যত নারী। নহে কৃষ্ণপ্রেম-অধিকারী।।
আমাদের বশ কৃষ্ণচন্দ্র। মনে ভাবে যুবতীর বৃন্দ।।

এতেক গরব কৈল যবে। অন্তর্দ্ধান হৈলা কৃষ্ণ তবে।।
রাধা সহ করল পয়ান। এ দাস গোবিন্দ রস গান।।

(১০) কেদার

রাস-বিহারে, মগন শ্যাম নটবর,
রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি, রাই-কর ধরি হরি,
চললি আন বন-ধামে।।
সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি,
হরইতে বন মাহা গেল।। ধ্রু।।
সখীগণ মেলি, সবহুঁ বন ঢুড়ই,
পুছই তরুগণ-পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, ভেল অতি অলখিত,
না দেখিয়া জীবন নৈরাশ।।
কহ কহ কুসুম, পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত,
শ্যাম-ভ্রমরা কাঁহা পাই।
কোন উপায়ে, নাহ মঝু মিলব,
উদ্ধব দাস তাঁহা যাই।।

(অথ বিরহাতুর গোপীগণের খেদ ও কৃষ্ণান্বেষণ)

(১১) যথারাগ

কৃষ্ণ অর্ন্তদ্ধান দেখি যত গোপীগণ।
'হা নাথ!' বলিয়া সবে করয়ে রোদন।।
বনে বনে বুলে বুলে পাগলিনী-প্রায়।
তুলসী মালতী আদি দেখিয়া সুধায়।।
এ পথে দেখেছ যেতে কৃষ্ণ প্রাণনাথে।
উত্তর না পেয়ে পুন চলে তথা হৈতে।।

কিছু দূর যাইয়া পুন তাপ উঠে মনে।
কত দূর যাইতে দেখে কৃষ্ণ-পদচিহ্ন।।
ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ তার মাঝে ভিন্ন ভিন্ন।।
তাহার নিকটে রাই-পদচিহ্ন দেখি।
এ দাস গোবিন্দ ভেল ছল ছল আঁখি।।

(অথ শ্রীমতীর গর্ব্ব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও শ্রীমতী সহ গোপীগণের মিলন)

(১২) যথারাগ

রাধার মহিমা, দেখি সর্ব্বজনা, প্রশংসা করিয়া কয়।
হেন ভাগ্যবতী, নাহি দেখি কথি, ভুবনে নাহিক হয়।।
সঙ্গে ল'য়ে রাধিকারে।
হেথা রাই-সঙ্গে, গোপীনাথ রঙ্গে, নানা রসলীলা করে।।
দোঁহে চলি যেতে, 'শুন' আচম্বিতে, কহে রাই কমলিনী।
চলিতে না পারি, শুন বংশীধারি, কি উপায় করি আমি।।
শুনিয়া মাধব, বুঝি তাঁর গর্ব্ব, ঈষত হাসিয়া কয়।
কাঁধে চড়সিয়ে, শুন প্রাণপ্রিয়ে, এই মোর মনে লয়।।
কৃষ্ণের বচনে, প্রফুল্লিত মনে, কাঁধে চড়িবারে যায়।
হেনই সময়ে, নিদয় হইয়ে, অন্তর্দ্ধান যদূরায়।।
কৃষ্ণ হারাইয়ে, মূরছিত হ'য়ে, ধনী পড়ে ভূমিতলে।
রোদনের ধ্বনি, বন মাঝে শুনি, সখীগণ তথা মিলে।।
সে দশা দেখিয়ে, ব্যথিত হইয়ে, তুলিয়া লইল কোলে।
প্রিয় সখীগণ, করয়ে যতন, এদাস গোবিন্দ বলে।।

(অথ শ্রীযমুনারতীরে বসিয়া শ্রীরাধিকা ও গোপীগণের খেদ)

(১৩) যথারাগ

সবে মেলি বৈঠল কালিন্দী-তীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নয়ানে বহে নীর।।

কাঁহা গেও নাথ দুঃখ সাগরে ডারি।
অবলা মতি কৈছে তরইতে পারি।।
বিরহ-বিয়াধি-বিরামক লাগি।
গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি।।
বিষজল-ব্যাল-বরষ-ভয়ে রাখি।
অব কাহে মারসি অকরুণ-আঁখি।।
যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগশত যাত।।
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়ে পান।।
তুয়া পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি।।
কৈছে কন্টক-বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জীউ ধরই না পার।।
এত কহি রোয়ত গদ্গদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস।।

(১৪) বরাড়ী

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃনন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।

(অথ যমুনা তীরে অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন এবং গোপীগণ সহ পুণর্মিলন ও বিহার।)

(১৫) যথারাগ

যত নারীকুল, বিরহে আকুল, ধৈরয ধরিতে নারে।
রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর, দাঁড়াইল যমুনা-ধারে।।
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে, মৃদু মৃদু বায় বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজবধুগণে, তাহাই মিলল আসি।।

মরণ-শরীরে, পরাণ পাওল, ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে, পুড়িয়া যেমন, অমিয়া-সায়রে কেলি।।
চাতকিনীগণ, হেরি নবঘন, মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর, বদন সুন্দর, চকোরিণী চারি-পাশে।।
বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত, বরিখে অমিয়া-রাশি।
জ্ঞানদাস কহে, শ্যামের বদনে, আধ ঈষত হাসি।।

(১৬) বিহাগড়া

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেনাঙ্গনা।
ইত্থমকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ।।

(অথ নর্ত্তক রাস)

(১৭) বেলোয়ার

বাজত ডম্ফ, রবার পাখোয়াজ,
করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্র-গতি, সকল কলাবতী,
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি।।
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ নারী।
জলদ-পুষ্পে জনু, তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি।। ধ্রু ।।
নটন-হিলোল, লোল-মণি-কুণ্ডল,
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস ভরে গলিত, ললিত কুচ-কঞ্চুক,
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ।।
দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ-রস-লালসে,
তনু তনু আলসে রহত লুলাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ, মূরতি মনোভাব,
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই।।

(১৮) যথারাগ

নাচত নাগর নাগরী কান। বিধুমুখী পুনঃ পুনঃ হেরই বয়ান।।
বাজত কত কত ডম্ফ রসাল। গায়ত অদভুত দেয়ত তাল।।
চৌদিকে বেড়ল রমণী সমাজ। মাঝে শোভিত ভেল নটবর রাজ।।
নটন নটিনী দোঁহে ভেল একসঙ্গে। চলত চিত্রগতি অঙ্গ বিভঙ্গে।।
করে করি তাতা তরি নাচে বালা। যায়ত মদন যৈছে চাঁদকি মালা।।
পদতলে তাল ধরণীতলে ধারী। নাচত রঙ্গিনী সঙ্গে মুরারি।।
হেরি ললিতা সখী লেওল ডম্ফ। বিকট তাল পর করল আরম্ভ।।
মাতি মদন মদে মদনগোপাল। বিকট তাল পর নাচত ভাল।।
রিঝি দেওল ধনী মতি মাল। সুখ ভরে শেখর কহে ভাল ভাল।।

(১৯) সুরট মল্লার

চাঁদ বদনী ধনি নাচত দেখি। তাতা থৈয়া থৈয়া,
তিনিকিটি তিনিকিটি ঝা। দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ
দিগ্ দিগ দিগ্, থৈ দ্রিমি দ্রিমি, দ্রিমি কি দ্রিমি
কি দ্রিমি, তাক্ তাক্ গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি
গড়ি গড়ি, গড়ি গড়ি তাত্তা দ্রিমি, তা তাতা থৈ
তিনি কিটি কিটি ঝাঁ।। ধ্রু ।।
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর ।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর।।
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী।।
হারিলে কাড়িয়ে লব বেশর কাঁচলী।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী।।
যেমন বলে শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই।
মুরলী লুকায় শ্যাম চারিদিকে চায়।।

সবাই বলে রাইর জয় নাগর হারিলে।
দুঃখিনী কহিছে গোপীমণ্ডল হাসালে।।

(২০) সুরট মল্লার

শ্যাম তোমাকে নাচত হবে। দিগেদা ঝিনেকেটা
থুর্‌র, লাগ্ জিগ ঝাঁ। উড় তাড়া থোই ঝুনুর
ঝুনুর ঝুনুর, ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু,
ধোই ধোই ধোই, গিড়্ গিড়্ গিড়্ গিড়্, গিড়্ গিড়্
গিড়্ গিড়্, তিত্তা দ্রিমিতা তানা থোরি কাটা ঝাঁ।। ধ্রু ।।

না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই।।
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল।।
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
চিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ।।
তুঙ্গবিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা বাজায় পিনাক মন্দিরা সুদেবী।।
উদ্ভট তালে যদি হার বনমালী।
চূড়াবাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি।।
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারেথোব দুঃখিনী শুনি হাসি।।

(২১) যথারাগ

শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে কিশোরী কিশোর।
দুহুমেলি নাচত আনন্দ নাহি ওর।।
রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর কানাই।
নাচিতে নাচিতে দোঁহে যায় এক ঠাঁই।।

তা দেখি ময়ূর সব নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে শুকশারী।।
ফুলভরে তরুলতা লম্বিত হইয়া।
চরণ পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া।।
বৃন্দাবনে আনন্দ হিল্লোল বহি যায়।
গোবিন্দদাস দোঁহার চরণে লোটায়।।

(অথ রাসাবসানে)

(২২) বিহাগড়া

দুহুঁ জন নটন, পরিশ্রম অতিশয়, প্রিয় সহচরীগণ মেলি।
নিকটহিঁ যমুনা, নীর সুশীতল, পৈঠি করত জলকেলি।।
দেখ রাধা-মাধব-রঙ্গে।
হেম কমলিনী সনে, নীল কমল জনু, ভাসই যমুনা তরঙ্গে।।
চৌদিকে সখীগণ, করে কর বন্ধন, মাঝহিঁ রাধা-কান।
জল মণ্ডুক-ধ্বনি, করে জল উছলনি, আনন্দেকরল সিনান।।
অপরূপ শ্যাম, চরিত কোই সমুঝব, সখী সঞে কেলি-বিলাস।
সব জন-মরমে, নিকটে মঝুবিহরত, কহতহিঁ ইহ শ্যামদাস।।

(অথ কুঞ্জে ভোজনলীলা ও তদন্তে শয়ন)

(২৩) সুহিনী

রাধা মাধব সখীগণ সঙ্গ। নাহি উঠল তীরে মুছল অঙ্গ।।
সবে মেলি করল বসন পরিধান। করতহিঁ বহুবিধ বেশ বনান।।
বৈঠল দুহুঁজন নিরজন-কুঞ্জে। রতন-পীঠ-পর-আনন্দ পুঞ্জে।।
বহু উপহার তাঁহে আনি দিল। ভোজন করল সখীগণ মেল।।
ভোজন সারি শয়ন পরিষঙ্কে। নাগরী শুতল নাগর অঙ্কে।।
ললিতা তাম্বূল-বীড় বনাই। উদ্ধব দাসে কবে দেওব যোগাই।।

(২৪) কেদার

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে, আওলাইয়া অলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাশরি, পরাণ নাথের কোরে।।
সখি ! হের দেখ আসিয়া।
নিদ যায় ধনি, ও চাঁদ বদনী, শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা।।
জলদ বরণে, অধিক শোভিছে, রাইয়ের চরণখানি।
এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক, কোরে নব কামিনী।।
নাগরের বাহু , করিয়া সিথান, বিথার বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে, নাসার বেসর, হাসিখানি তাহে মিশা।
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস নাহিক হয়।
ধীরে করি বোল, না করিহ রোল, দাস গোবিন্দ কয়।।

(২৫) বরাড়ী

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়ালি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্র নীলমণি, কনকে জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে।।
কুসুম শয়নে, মীলিত নয়নে, উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিণী, কোরে ঘুমাওলি, চান্দের উপরে চান্দ।।
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বান, দোঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈল নিরমান।।
মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু, ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন, কহয়ে রায় বসন্ত।।

ইতি— শ্রীশ্রীমহারাসলীলা কীর্ত্তন সমাপ্ত।

নৈশ মহাপ্রসাদ ভোজনকালীন পদ

ভজ মন রাধে শ্রীমদনগোপাল।
ভজ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত দয়াল।।

ভজ চৌষট্টি মহান্ত আদি দ্বাদশ গোপাল।
ভজ ছয় চক্রবর্ত্তী আদি অষ্ট কবিরাজ।।
ভজ চূড়ায় ময়ূরের পাখা গলে বনমাল।
ভজ বৃষভানুনন্দিনী ভজ যশোদাদুলাল।।
ভজ রাসরসিকমণি প্রেম রসাল।
ভজ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দীন দয়াল।
রাধাচরণে শরণ মাগে হরিদাস কাঙ্গাল।।

বেশগ্রহণ কালীন কীর্ত্তন

এই কৃপা কর মোরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় না পাসরি।।
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরহ যথা।
এই কৃপা করবেন ভৃত্য হই তথা।।
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথায় তথায় দাস হইব তোমার।।
তুমি প্রভু মুই দাস ইহা নাহি যথা।
হেন কর প্রভু যেন নাহি যাই তথা।।
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে জন্মি তথা।
তোমার চরণ যেন ভজিয়ে সর্ব্বথা।।
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার।।
জন্মে জন্মে তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা' সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস।।
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।।

এই বর দেহ প্রভু করুণা সাগর।
পাদপদ্ম ধরি কান্দি হই অনুচর।।

শ্রীবৈষ্ণবপ্রাপ্তি প্রার্থনা কীর্ত্তন

কাঁদিয়া গৌরাঙ্গ বলে কি হৈল আমার।
হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার।।
হরিদাসের গুণের কথা কহনে না যায়।
তিনলক্ষ নাম গ্রহণ নামের মহিমা শুনায়।।
সকল গুণের খনি সর্ব্ব শক্তি পূর্ণ।
মায়ার পরীক্ষায় সাক্ষাৎ হইলা উত্তীর্ণ।।
এমন দয়ার সাগর কোথা নাহি আর।
যত হিংসা করে তত হিত করে তার।।
বৃক্ষ হৈতে সহিষ্ণুতা হরিদাসের হয়।
বাইশ বাজারে মারে তবু ক্রোধ নয়।।
হেন রত্ন হারাইয়া মহীশূণ্য হৈল।
কি মোর দারুণ প্রাণ কি লাগি রহিল।।
হরিদাসের গুণের কথা সঙরিয়া সঙরিয়া।
গড়া-গড়ি যায় প্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া।।
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ।।
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্য চরিত্র।।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

ইতি—শ্রীবৈষ্ণবপ্রাপ্তি প্রার্থনা কীর্ত্তন।

শ্রীএকাদশী (হরিবাসর) কীর্ত্তন

শ্রীহরি বাসরে হরি কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।।
পূণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ।।
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দনমালা।
সবাই গায়েন 'কৃষ্ণ'প্রেমে হ'য়ে ভোলা।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল।।
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ।।
চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।।
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে।।
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন।।
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্রবদনে প্রভু যাঁর গুণ গায়।।
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ-ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে।।
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান।।
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর।।

ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিঁড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তঁছু পদযুগে গান।।
ইতি— শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন সমাপ্ত।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সেবাকালীন জয়ধ্বনি

সাধু! মধুরসবাণী হরে হরে! প্রেম সে কহো,— শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কী জয়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কী জয়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কী জয়, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কী জয়, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়, শ্রীদ্বাদশ গোপাল কী জয়, শ্রীচৌষট্টি মহান্ত কী জয়, ষড়্গোস্বামী কি জয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কি জয়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কি জয়, শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি জয়, শ্রীছয় চক্রবর্ত্তী কী জয়, শ্রীঅষ্ট কবিরাজ কী জয়, শ্রীনবদ্বীপ ধাম কী জয়, শ্রীগঙ্গা-সুরধুনী কী জয়, সমস্ত নবদ্বীপবাসী কী জয়, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র কী জয়, শ্রীশচীমাতা কী জয়, শ্রীনীলাচল ধাম কী জয়, শ্রীজগন্নাথ দেব কী জয়, শ্রীবলভদ্রদেব কী জয়, শ্রীসুভদ্রা মাইয়া কী জয়, শ্রীগম্ভীরা মঠ কী জয়, শ্রীমহোদধি কী জয়, শ্রীসুদর্শন চক্র কি জয়, শ্রীসাক্ষীগোপাল কী জয়, শ্রীভুবনেশ্বরদেব কী জয়, শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ কী জয়, শ্রীমথুরামণ্ডল কী জয়, দ্বারকাধীশ কি জয়, শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব কী জয়, শ্রীমধুবন কী জয়, শ্রীতালবন কী জয়, শ্রীকুমুদবন কী জয়, শ্রীশান্তনুকুণ্ড কী জয়, শ্রীবহুলাবন কি জয়, শ্রীরাধাকুণ্ড কী জয়, শ্রীশ্যামকুণ্ড কী জয়, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন কী জয়, শ্রীহরিদেব ঠাকুর কী জয়, শ্রীমানসীগঙ্গা কী জয়, শ্রীচাকলেশ্বর মহাদেব কী জয়, শ্রীদানঘটী

কী জয়, শ্রীআনোর গ্রাম কী জয়, শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড কী জয়, শ্রীপুছরী-লোঠা কী জয়, শ্রীযতিপুরা কী জয়, শ্রীগাঠুলী গ্রাম কী জয়, শ্রীলাঠাবন কী জয়, শ্রীআদিবদ্রী কী জয়, শ্রীকেদারনাথ কী জয়, শ্রীকাম্যবন কী জয়, শ্রীচরণ-পাহাড়ী কী জয়, শ্রীবৃন্দারাণী কী জয়, শ্রীগোবিন্দদেব কী জয়, শ্রীগোপীনাথজী কী জয়, শ্রীমা জাহ্নবা কী জয়, শ্রীবিমলাকুণ্ড কী জয়, শ্রীকামেশ্বর মহাদেব কী জয়, শ্রীআলতাপাহাড়ী কী জয়, শ্রীকদম্বখণ্ডি কী জয়, শ্রীবৃষভানুপুর কী জয়, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কী জয়, শ্রীবৃষভানু বাবা কী জয়, শ্রীকীর্ত্তিদা মাইয়া কী জয়, শ্রীপ্রেমসরোবর কী জয়, শ্রীসঙ্গেত বট কী জয়, শ্রীসঙ্গেত বিহারী কী জয়, শ্রীদুমন বন কী জয়, শ্রীনন্দগ্রাম কী জয়, শ্রীনন্দবাবা কী জয়, শ্রীযশোদা মাইয়া কী জয়, শ্রীরোহিণী নন্দন কী জয়, শ্রীযশোদানন্দন কী জয়, শ্রীপাবন সরোবর কী জয়, শ্রীযাবট গ্রাম কী জয়, শ্রীযাবটেশ্বর কী জয়, শ্রীকিশোরী কুণ্ড কী জয়, শ্রীকোকিলাবন কী জয়, শ্রীছোট বৈঠান-বড় বৈঠান কী জয়, শ্রীচরণপাহাড়ী কী জয়, শ্রীশেষশায়ী কী জয়, শ্রীশেরগড় কী জয়, শ্রীরামঘাট কী জয়, শ্রীতপোবন কী জয়, শ্রীচীরঘাট কী জয়, শ্রীনন্দঘাট কী জয়, শ্রীভদ্রবন কী জয়, শ্রীভাণ্ডীরবন কী জয়, শ্রীমাঠ বন কী জয়, শ্রীবেলবন কী জয়, শ্রীমান-সরোবর কী জয়, শ্রীদাউজী মহারাজ কী জয়, শ্রীগোকুল-মহাবন কী জয়, শ্রীব্রহ্মাণ্ডঘাট কী জয়, শ্রীরাবল গ্রাম কী জয়, শ্রীবৃন্দাবন ধাম কী জয়, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব কী জয়, শ্রীরাধামদনমোহনদেব কী জয়, শ্রীরাধাগোপীনাথ কী জয়, শ্রীরাধা দামোদর কী জয়, শ্রীরাধারমণ কী জয়, শ্রীরাধাবিনোদ কী জয়, শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর কী জয়, শ্রীরাধাবঙ্কবিহারী কী জয়, শ্রীযুগল ঘাট কী জয়, শ্রীভ্রমর ঘাট কী জয়, শ্রীকেশীঘাট কী জয়,

শ্রীবংশীবট কী জয়, শ্রীগোপীশ্বর মহাদেব কী জয়, শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব কী জয়, সমস্ত বৃন্দাবন ধাম কী জয়, শ্রীচৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল কী জয়, শ্রীচারধাম কী জয়, শ্রীচারসম্প্রদায় কী জয়, শ্রীবলভদ্রী আখড়া কী জয়, আপন আপন গুরুগোবিন্দ কী জয়, অনন্তকোটী বৈষ্ণব কী জয়, দাতাভোক্তা কী জয়, রসুইয়া পূজারী কী জয়, টহলিয়া ভাণ্ডারী কী জয়, মহাপ্রসাদ কী জয়, মহাপ্রসাদ পানেবালা কী জয়।

রাম কহে সুখে ভজে, কৃষ্ণ কহে দুঃখ যায়।
সাধু প্রেমসে কহো রাধারাণী কী জয়।।

কালোচিত নিত্য-কীর্ত্তন নামক একাদশ কিরণ সমাপ্ত।

দ্বাদশ কিরণ

নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান

মহামহোৎসব বিধি

তত্রাদৌ দেবাধিবাসঃ

সর্ব্বোৎসবেষ্বধিবাস এব কর্ত্তব্যঃ।

অধিবাসের অর্থ (অধি-বস্-অ) গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারকরণ কিংবা যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে দেব স্থাপন।

কলিযুগে মহাযজ্ঞ শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন (নাম-লীলা গানাদিনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্) ।। (ভঃ রঃ সিঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন—

চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ।
কলিযুগ-ধর্ম্ম, হরিনাম সংকীর্ত্তন।।

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার।।

অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর, চৌষট্টি প্রহরাদি নাম সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যারতির পর শুভ অধিবাস করিতে হয়। নাম পূর্ণ হইবার পর দিবস মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

সংখ্যা জপের বিধিও শাস্ত্রে আছে যথা—

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
অসংখ্যরতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।।

— ব্যাস স্মৃতি।

কিন্তু দণ্ড, প্রহরাদি নাম করিবার বিধি শাস্ত্রে নাই, খাইতে শুইতে সদা নাম লবে।

অধিবাসবেদ্যাদি নির্ম্মাণম্

(হঃ ভঃ বিলাস ১৯ বিঃ ৪০ শ্লোক)

তন্মণ্ডপস্য মধ্যে তু বেদীং হস্তোচ্ছ্রিতাং সমাম্।
পঞ্চহস্তমিতাং দিব্যাং চতুরস্রাং প্রকল্পয়েৎ।।
পঞ্চবর্ণ চূর্ণেন দ্বাদশমথাপিবা।।

মণ্ডপের মধ্যে পঞ্চহস্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট বেদী নির্ম্মাণ করিবেন। উহা এক হস্ত উচ্চ চতুঃপার্শ্বে সমান ও চতুরস্র হইবে। মধ্যে একহস্ত পরিমাণ বেদিতে পঞ্চবর্ণ গুড়া দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। উপরে চন্দ্রাতপ কিংবা কোন আচ্ছাদন দিবেন।

অথ কুম্ভে শ্রীভগবৎ পূজা

(হঃ ভঃ বিঃ ১৯ বিঃ ৬৪ শ্লোক)

চ্যুতপল্লব সংচ্ছান্নান্ সিতবস্ত্র-যুগান্বিতান্।
স্রক্‌চন্দন-ফলোপেতান্ চন্দনোদক-পূরিতান্।

গন্ধ-তোয়েন পূরিতান্ ধান্যাস্তাং স্তাং স্তন্মন্ত্রয়েৎ।।

কুম্ভটি আম্রপল্লবে আবৃত, শুক্লাম্বরদ্বয়ে আচ্ছাদিত, মাল্য, চন্দন, ফলযুক্ত ও সচন্দন সলিলে পূর্ণ হইবে। ধান্যোপরি স্থাপন করিবেন।

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৪৮-৫১ শ্লোক)

তস্মিন্নাবাহ্য কলসে পরং তেজো যথাবিধি।
সকলীকৃত্যচাচার্য্যঃ পূজয়েদাসনাদিভিঃ।।
এবঞ্চ কুম্ভে তং সাঙ্গোপাঙ্গং সাবরণং প্রভুম্।
অগ্রতোলেখ্যবিধি-নার্চ্চয়েদ্ভোজ্যাপর্ণাবধি।।
নৈবেদ্যার্পণতঃ পশ্চান্মণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সদীপান্ পৈষ্টিকান্ ন্যস্যেৎ সবীজাঙ্কুরভাজনান্।।

কুম্ভে যথাবিধি অর্থাৎ মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি চিন্তন পূর্ব্বক করদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সেই পুষ্পাঞ্জলি প্রবহমান নাসাপুট দ্বারা হৃৎপ্রদেশ হইতে ব্রহ্মতেজ আনয়ন করতঃ কলসাদিতে নরাকৃতি মূর্ত্তিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীগৌরাঙ্গকে আবাহন-পূর্ব্বক সকলীকরণ করতঃ আসনাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চন করিবেন।

আবাহন মন্ত্রঃ

আগচ্ছ ভগবান্ দেব গোলোকাৎ শচীনন্দন।
অহং পূজাং করিষ্যামি সদাত্বং সম্মুখোভব।।

সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরকিশোর অত্রাগচ্ছ অত্রাগচ্ছ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

এতৎ পাদ্যং	শ্রীশ্রীগৌর কিশোরায় নমঃ।
ইদমর্ঘ্যং	” ” ”
ইদমাসনং	” ” ”

ইদমাচমনীয়ং শ্রীশ্রীগৌর কিশোরায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ” ” ”
ইদং সচন্দন তুলসী দলং (৮টী) ” ” ”
ইদং পুষ্পং ” ” ”
এষ ধূপঃ ” ” ”
এষ দীপঃ ” ” ”
এতন্নৈবেদ্যং ” ” ”
ইদং পানীয় জলং ” ” ”
ইদং পুনরাচমনীয়ং ” ” ”
এতত্তাম্বূলং ” ” ”

অধিবাস দ্রব্যাদি

মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দুর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর শঙ্খ কজ্জল রোচনাঃ।।
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণঃ।
পয়ো বরাহ্ দশনঃ সোহধিবাসে প্রশস্যতে।।

১। গঙ্গামৃত্তিকা, ২। চন্দন, ৩। নোড়া, ৪। ধান্য, ৫। দুর্ব্বা, ৬। পুষ্প, ৭। কদলি, ৮। দধি, ৯। ঘৃত, ১০। স্বস্তিক (আতপ তণ্ডুল), ১১। সিন্দূর, ১২। জলশঙ্খ, ১৩। কাজললতা, ১৪। হরিদ্রা, ১৫। শ্বেত-সর্ষপ, ১৬। স্বর্ণ, ১৭। রৌপ্য, ১৮। তাম্র, ১৯। ঘৃতের প্রদীপ, ২০। দর্পণ, ২১। দুগ্ধ, ২২। শূকরের দন্তাঘাত মৃত্তিকা।

একখানি নূতন ডালা অথবা থালাতে উক্ত ২২টি দ্রব্য রাখিয়া জয়ধ্বনি সহকারে তিনবার কুম্ভে স্পর্শ করাইবেন। বৃহৎ আড়ম্বরে অধিবাস করিতে হইলে প্রত্যেক দ্রব্যের মন্ত্র পৃথক্‌ভাবে বলিতে হইবে।

মৃদঙ্গ বা খোল মঙ্গল

পূজক;— আসনোপরি মৃদঙ্গ, করতাল, তুরী, শিঙ্গাদিকে গন্ধ চন্দনাদি মাল্য দ্বারা ভূষিত করিবেন।

সঙ্কীর্ত্তনের অধিবাস কীর্ত্তন

(১)

জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন,
মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ বাসুগুণ-গান।।
দ্রাং দ্রাং, দ্রিমি দ্রিমি, মাদলবাজত,
মধুর মঞ্জীর রসাল।
শঙ্খ করতাল, ঘন্টা রব ভেল,
মিলল পদতলে তাল।।
কো দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন,
কো দেই মালতীর মালারে।
পিরীতি ফুলশরে মরমে ভেদল,
ভাবে সহচর ভোর রে।।
কোই কহত গোরা, জানকী বল্লভ,
শ্রীরাধার প্রিয় পাচঁ বাণরে।
নয়াননন্দের মনে, আন নাহিক জানে,
(গৌর) আমার গদাধরের প্রাণ রে।।

(২)

একদিন পহুঁ হাঁসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি,
বসিলেন শচীর কুমার।

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার।।
শুনিয়া আনন্দে হাসি, সীতা ঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা' শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর নন্দন।।
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায়, যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে।।
এতবলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া, গন্ধ চন্দনাদি দিয়া,
পূর্ণঘট করহ স্থাপন।।
আরোপণ কর কলা, তাহে বাঁধ ফুলমালা,
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।।
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈলা যথা,
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে 'হরি হরি' বলে, খোল-মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর দাস রসে ভাষে।। ২।।

(৩)

নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।

তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন।।
এত করি নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসব-বিলাস।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।। ৩।।

(৪)

আগে রম্ভা আরোপন, পূর্ণঘট স্থাপন,
আম্রেরপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি করে, নারীগণ জয় জয় করে,
আর সবে বলে হরি হরি।।
দধিঘৃত মঙ্গল, করিসবে উতরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়ামালা চন্দন,
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস।।
বৈষ্ণবের আগমন, সবার আনন্দ মন,
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ গুনধাম,
গুণগায় দাস বৃন্দাবন।। ৪।।

(৫)

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোলমঙ্গলের সাজ।।

আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন, (*)
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ।।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তা তা থৈয়া থৈয়া,
অদ্বৈত চপল করতালে।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গলে।।
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরিবোলে ঘনে ঘন,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়া আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয় রব।। ৫।।

২, ৩, ৪ ও ৫ নং কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে প্রকারান্তর ঃ—

এক দিবস আনি, অদ্বৈত শিরোমণি-
মন্দিরে শচীর কুমার।
নিতাই চৈতন্য সঙ্গে, অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে,
মহোৎসবের করিতে বিচার।।
শুনিয়া আনন্দে ভাসি, সীতা ঠাকুরাণী আসি,
সঙ্গে লয়ে সহচরীগণ।
আনন্দ বাড়ল মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহ বিধি শচীর নন্দন।।
আরোপণ করি কলা, বান্ধহ বন্ধন মালা,
কীর্ত্তন মঙ্গল কুতূহলে।

(*) এই সময় মৃদঙ্গ বাদক, গায়ক ও উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিতে হয়।

মাল্য চন্দন লৈয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।।
জয় জয় নবদ্বীপ বাস।
আপনি নিতাই ধন, লয়ে মালা চন্দন,
মহোৎসবের করেন অধিবাস।
গায়েন শ্রীরামানন্দ, মাধব মুকুন্দ,
আরো বাসুদেব ঘোষ শঙ্কর।।
অদ্বৈত বাজায় খোল, মহাপ্রভু বলেন হরিবোল,
সঙ্গে লয়ে প্রিয় গদাধর।
নিবেদি দাস বৃন্দাবন, আনিয়া বৈষ্ণবগণ,
সবে মিলি করয়ে কীর্ত্তন।।
মাল্য-চন্দন লৈয়া, সবাকার অঙ্গে দিয়া,
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন।
(তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
আসি আসি করিবেন শ্রবণ।।)

(৬)

দেখ নিতাই চাঁদের করুণা।
(এই) কলিতে কীর্ত্তন যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,
পুরাইতে অদ্বৈত বাসনা।।
শ্রীঅদ্বৈত যজমান, শ্রীবাসালয় যজ্ঞস্থান,
যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
(তাতে) হোতা হৈলা নিত্যানন্দ, হরিনাম মহামন্ত্র,
বদ্ধজীবের মুক্ত কল্প করি।।
(জীবের) বাসনা আদি কাষ্ঠগণ,(তাতে)প্রেম-ঘৃত নির্ম্মঞ্ছন,
যজ্ঞ অগ্নি হইল প্রবল।

(জীবের) দুর্ব্বসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম, অন্য দেবাশ্রয় মর্ম্ম,
ভষ্ম হৈল ইত্যাদি সকল।।
সহচরগণ মেলি, সমাপিলা যজ্ঞ কেলি,
নবদ্বীপ হৈল হেন ঘটা।
বৃন্দাবন দাস ভাষে, বিথারিল দেশে দেশে,
বৈষ্ণব চিহ্ন শেষ যজ্ঞফোঁটা।।

অধিবাস কীর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে যজ্ঞের আচার্য্য কুঞ্জমধ্যে অধিবাস, অর্চ্চনাদি বৈদিক ক্রিয়া সমাপন করিবেন। অধিবাস কীর্ত্তন অন্তে ভোগনিবেদন করিয়া ঠাকুরের বিশ্রাম প্রদানান্তর প্রসাদ সেবন হইবে।

তৎপর নিশান্তে ঠাকুরের প্রবোধনের পর মঙ্গল আরতি অন্তে শ্রীনামকীর্ত্তন আরম্ভ হইবেন। আচার্য্য কর্ত্তৃক অধিবাস কালে কৃত সঙ্কল্প অনুযায়ী বত্রিশ অক্ষরাত্মক যোলনাম (তারকব্রহ্ম নাম) সঙ্কল্পিত প্রহরব্যাপী (৮, ১৬, ৩২, ৫৬, ৬৪ প্রহর ইত্যাদি) সঙ্কীর্ত্তন চলিবে। সঙ্কল্পিত সঙ্কীর্ত্তন অন্তে শ্রীনাম সমাপন কীর্ত্তন অন্তে খোল করতাল যন্ত্রাদি বিশ্রাম দিতে হইবে। পরে নগর সঙ্কীর্ত্তন অন্তে দধির পসরা ভঞ্জন ও তদনুচিত কীর্ত্তন হইবে।

একটি নূতন হাড়িতে হরিদ্রামিশ্রিত জলে দধি ও দুগ্ধ মিলাইয়া আম্রপল্লবসহ প্রথমে কুঞ্জে ছিটাইয়া পরে একজন ভাণ্ডটি মস্তকে ধারণকরতঃ নিম্নলিখিত পদকীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন মণ্ডলে ভাণ্ড ভঞ্জন করিবেন।

দধিপসরা ভঞ্জন কীর্ত্তন

সঙ্কীর্ত্তন সমাপন করি গোরা রায়।
আনাইল দধিভাণ্ড নিজ সম্প্রদায়।।

চৌষট্টি মহান্ত আর যত ভক্তগণ।
আপনি দিলেন প্রভু মাল্য-চন্দন।।
হেমপাত্রে প্রভু চন্দন লইয়া।
শ্রীরঘুনন্দন ভালে দিলেন লেপিয়া।।
দধি-ভাণ্ড হাতে লয়ে শ্রীশচীনন্দন।
আজ্ঞা দিল 'দধি ভাণ্ড করহ ভঞ্জন।।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
কীর্ত্তন মণ্ডলে ভাণ্ড করিল ভঞ্জন।।
সবে গড়াগড়ি যায় তাহার উপরে।
শ্রীরঘুনন্দন গায় হরিষ অন্তরে।।

মহান্ত-বিদায় কীর্ত্তন

মহা মহা মহোৎসব পূর্ণের কারণ।
দধিমঙ্গল আনাইলেন শ্রীশচীনন্দন।।
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার করেতে ধরিয়া।
কহিলেন মহাপ্রভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
গোলোকের সম্পদ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কেমনে বিদায় দিব মহান্তের গণ।।
প্রভু কহে,'নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
তুমি গিয়া বিদায় দাও মহান্তের গণ'।।
এত শুনি নিত্যানন্দ আইলা ধাইয়া।
ভূমিতে ফেলিলা ভাণ্ড আছাড় মারিয়া।।
দ্বাদশ গোপাল গেল আপন ভবন।
চৌষট্টি মহান্ত গেল নিজ নিকেতন।।
নিত্যানন্দ চলি গেল আপনার বাস।
ভূমিতে পড়িয়া কাঁন্দে নরোত্তম দাস।।

সঙ্কল্পিত নামযজ্ঞানুষ্ঠানের পর নগরকীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে, নগর কীর্ত্তনের পর দধি মঙ্গল, মহান্ত বিদায় প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিতে হয়। কোথাও দধি মঙ্গল ও মহান্ত বিদায়ের পৃথক্ পদ দেখা যায়। কোথাও উপরোক্ত এক পদেই দুই কর্ম্ম সমাধা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বিত হইতে দেখা যায়।

বৈষ্ণব গোসাঞি কীর্ত্তন

(১)

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপরূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তকে ভূষণ।।
পাঞা যার আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তার মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য বিলাস সিন্ধু, কল্লোলের একবিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস।।

(২)

আরে মোর গোঁসাঞি রূপ সনাতন।
শ্রীজীবগোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।।
জয় জয় গদাধর জয়হে শ্রীবাস।
জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস।।
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন।।

জয় ভট্ট লোকনাথ জয় শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস।।

(৩) সোমতাল।।

(মোরে) এইবার করুণাকর বৈষ্ণব গোসাঞিঁ।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাই।
বৈষ্ণব গাওরে ভাই বৈষ্ণব গাও।
এহেন দুর্লভ জনম হেলায় ন হারাও।।
বৈষ্ণব গাইতে গোরাচাঁদের বড় সুখ।
(বৈষ্ণব দ্বারেতে যদি হইতাম কুকুর)
এঁঠো দিয়ে তরাইতেন বৈষ্ণব ঠাকুর।।
বোল হরিবোল গৌর হরি বোল (বহুবার)
বল ভাই গৌর বল ভাই গৌর গৌর, গৌর গৌর।
(গদাধরের প্রাণ রে গৌরাঙ্গ আমার।)
বল ভাই নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ।
(মার খেয়ে প্রেমযাচে, এমন দয়াল কেবা আছে।)
বলভাই অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত।
(যে আনিলা নিতাই গৌর, গঙ্গাজল তুসলী দিয়ে।)
গৌরের ভক্তবৃন্দ, গৌরের ভক্তবৃন্দ ভক্তবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ ভক্তবৃন্দ।
(অধম-তারণ পতিত পাবন, গৌর হ'তে অধিক দয়াল)
বোল হরিবোল, বোল হরিবোল (বহুবার)।।

দধিমঙ্গলাদির পর 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' কীর্ত্তনে শ্রীনামযজ্ঞ ও মহোৎসব পূর্ণ করিতে হয়-(৬৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তৎপর— গৌরহরি বোল, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল হরি গৌর হরি বোল।।

গৌর হরি বোল, গৌর নিত্যানন্দ বোল।
নিত্যানন্দ বোল, সীতা-অদ্বৈত বোল।।
অদ্বৈত বোল, গৌর গদাধর বোল।
গদাধর বোল, গৌর শ্রীনিবাস বোল।।
শ্রীনিবাস বোল, গৌর ভক্তবৃন্দ বোল।
ভক্তবৃন্দ বোল, আমার গুরুদেব বোল।।
গুরুদেব বোল শ্রীধাম নবদ্বীপ বোল।
নবদ্বীপ বোল, গঙ্গা ভাগীরথী বোল।।
যার তীরে নীরে বিহরয়ে গৌর কিশোর।।

জন্মলীলা-কীর্ত্তন

(প্রত্যেক আবির্ভাব তিথিতে তদীয় জন্মলীলা-পদ কীর্ত্তনীয়)

(১) শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা

এ তিন ভুবন মাঝে অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুনঃ অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম।।
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজ রায়
নাভাদেবী তাঁহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণ পূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী।।
কলিহত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধয়ে ভগবান।

সেই আরাধন কাজে নাভাদেবী গর্ভমাঝে
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান।।
মাঘ মাস শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হইলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈল। হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয়।।
আচম্বিতে জগজনে আনন্দ পাইলা মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাসে বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন-হীনে।। ১।।

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত কর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ।।
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, বদন কমল-শোভা।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত, জগ জন মনোলোভা।।
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর, নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ, জিতি কত বিধুমণি।।
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে।।
যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি, আনন্দ সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে।।
তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার।।
এতেক বচন, সব নারীগণ, কহে গদ গদ ভাষা।
জগত তারণ, বুঝিল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা।। ২।।

বিষয়ে সকল মত্ত নাহি কৃষ্ণনাম তত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল সর্প বিষে দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি।
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে ধন ব্যায় করে সবে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানামতে জীব হিংসে
এইমত হৈল সর্ব্বদেশ।।
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ কুমার সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার
করাইব এই অভিলাষে।।
সর্ব্ব আগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ প্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণব দাস।। ৩।।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়।।
মাঘমাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে।।
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম।।
কলিকাল সর্পে জীবে করিলা গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ।। ৪।।

কুবের পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই।
নাচিতে লাগিলা পণ্ডিত পুত্র মুখ চাই।।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
কুবের পণ্ডিত নাচে হইয়া আনন্দ।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
আনন্দে নাচয়ে সবে চাঁদ মুখ চাইয়া।।
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোরা।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিয়া রহিল।। ৫।।

(২) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা

রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর।।
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে।।
শান্তিপুর নাথ, মনে হরষিত, করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম।।
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন, আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দুঃখী কৃষ্ণদাসে।।১।।
ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হইল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুঃখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে।।
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।

কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁন্দের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম ।।
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ন ভাঙ ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ, তল থলপঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি অরি জনু।।
চরণ কমল তলে, ভকত ভ্রমর বুলে,
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইবে সবে,
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস।। ২।।

আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ। পাতিয়া অমিয়া করুণা ফাঁদ।।
নারীগণ সবে দেখিতে যায়। সবারে করুণা নয়নে চায়।।
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে। রূপ হেরি তার নয়ন ঝুরে।।
দেখি সবে মনে বিচার করে। এই কোন মহাপুরুষ বরে।।
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ। ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ।।
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি। নয়নে কাজল করিয়া পরি।।
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা। এ হেন বালক দিলা বিধাতা।।
এত কহি কারো নয়ন দিয়া। আনন্দের ধারা পড়ে বহিয়া।।
কারো স্তন বাহি দুগধ ঝরে। কেহ যায় তারে করিতে কোরে।।
এ সব বিকার রমণীগণে। শিবরাম আশা করয়ে মনে।। ৩।।

(ঘ)—তথাহি চৈতন্য ভাগবতে যথা—

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম।।
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তাঁনে কৈল পিতা-ব্যাজ।।

মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম।।
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।

(ঙ)

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই।
নিত্যানন্দ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
আনন্দ অবধি নাই চাঁদ মুখ চাইয়া।।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
হাড়াই পণ্ডিত নাচে পাইয়া নিত্যানন্দ।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিয়া রহিল।। ৪।।

(চ)—যথারাগ (প্রকারান্তর)।

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তরাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম।।
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে।।
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তাঁনে করি পিতা ব্যাজ।।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম।।

মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিলা পুনঃ পুনঃ সুমঙ্গল।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।

(৩) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা

(ক)

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলা হুলি।।
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুঃখ।।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে।।
জগ ভরি 'হরিধ্বনি' উঠে ঘনে ঘন।
আবাল বনিতা আদি নরনারীগণ।।
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা।।
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'হরি হরি' ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন।।
দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস।।

(খ)

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে।।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি।।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ।।
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার।।
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা।। ২।।

(গ) — যথারাগ।

নদীয়া আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গ শশী,
ভাসিল সকলে কুতূহলে।।
ভাগিল গগন শশী, মাখিল বদনে মসি,
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে।।
বামাগণ উচ্চৈঃস্বরে, জয় জয় ধ্বনি করে,
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ।
দামামা দগড় কাঁসি, সানাই ভেঁউড় বাঁশী,
তুড়ী ভেড়ী আর জয় ঢাক।।
মিশ্র জগন্নাথ মন, মহানন্দে নিমগন,
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ, ভুলিলা প্রসব দুঃখ,
অনিমিখে পুত্র মুখ চাই।।
গ্রহণের অন্ধকারে, কেহ না চিনয়ে কারে,
দেব নরে হৈল মিশামিশি।

নদীয়া নাগরী সঙ্গে, দেব নারী আসি রঙ্গে,
হেরিছে গৌরাঙ্গ রূপরাশি।।
পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী,
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময়, গৌর বিধু সমুদয়,
বাসু কহে জীব ভাগ্যফলে।।

(ঘ)—কল্যাণী।

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি করিল উদয়।
পাপ তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়।।
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার গর্জ্জন রঙ্গে,
কেন নাচে কেহ নাহি জানে।।
দেখি উপরাগ রাশি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান।।
জগত আনন্দময়, দেখি মনে বিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
বুঝি কিছু কার্য্যে আছে ভাস।।
আচার্য্যরত্ন, শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।

আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে।।
এইমত ভক্ত তথি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে।।

(ঙ)—বিভাষ বা তুড়ি।

হের দেখ'সিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে, শচীর মন্দিরে, চান্দের উদয় দিনে।।
কিয়ে লাখবাণ, কষিল কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর, জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরী পারা।।
কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশিদিশি সম শোভে।
নয়ন ভ্রমর, শ্রুতি সরোরুহে, ধায় মকরন্দ লোভে।।
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম সরোবর।
কটি করি অরি, উরু হেম গিরি, এ লোচন মনোহর।।

(চ)— সুহই।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশদিকে উঠিল আনন্দ।।
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া।।
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি।।
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্রশোভে । সব অঙ্গ জগমন মোভে ।।
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান।।

(ছ)— জয় জয়ন্তী।

শ্রীচৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপ হর, শ্রীমুখ সুন্দর, আনন্দে হইলা বিহ্বল রে।।

অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব, সবাই নর রূপ ধরি রে।
গায়েন'হরি হরি', গ্রহণ ছল করি, লখিতে কেহো নাহি পারি রে।।
কেহ করে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি, কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে, কেহ নাচে কেহ গায় বায় রে।।
দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, বলিয়া উচ্চ 'হরি হরি' রে।
মানুষে দেবে মিলি, এক ঠাঁই করে কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে।।
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, প্রণত হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে।।

সকল ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরাঙ্গ হরি,
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।।
রাহু ধরল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু,
কলিমর্দ্দন বানা রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, মোর প্রভু আনন্দ কন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে।।

(জ)— তথারাগ।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মহুরী জয়ধ্বনি, গাওয়ে মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, ভেটিব গৌরবর, বিলম্বে নাহি আর কাজে রে।।
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজে রে।
বহু-পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য প্রকাশ, পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে।।
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন, লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া পুরবাসী, জনম উল্লাসী, আপন পর নাহি জান রে।।
ঐছন কৌতুকে, দেবতা নবদ্বীপে, আওল শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর রসে, বিভোর পরবেশে, চৈতন্য জয় জয় গান রে।।
দেখিলা শচীগৃহে, গৌরাঙ্গ পরকাশে, একত্রে যৈছে কোটি চান্দ রে।
মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে।।

সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে, পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ,অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণগান রে।।

(ঝ)— বাধাই পদ।

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আনন্দ বাধাই।
পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দের সীমা নাই।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচিতে লাগিলা মিশ্র চাঁদ মুখ চাইয়া।।
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে আনন্দে বিভোরা।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিয়া রহিল।।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

(ক)—কল্যাণী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

পূরব জনম,- দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌর রায়।
নিজ গণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎসব গায়।।
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্ত্তন জনম-লীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, গোপবেশ নিরমিলা।।
ঘৃত ঘোল দধি, গো-রস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী।।
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে।।
হেরিয়া যতেক, নবদ্বীপ লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর, এ রাধামোহন দাসে।।১।।

(খ)— ভাটিয়ারী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
জয় জয় হরিধ্বনি ভরিলা ভুবন।।
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী।
দশদিক সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি।।
জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অন্তরীক্ষে করে দেবে পুষ্প বরিষণ।।
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে গন্ধাদি সাজাঞা।
অভিষেক করে দেবী জয় জয় দিয়া।।
অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব।
মঙ্গল জয়কার দেই দেব পত্নী সর্ব্ব।।
কত কত কোটি চাঁদ জিনিয়া উদয়।
এ দ্বিজ মাধবে কহে আনন্দ হৃদয়।।

(গ)— ভৈরবী

নিঁদে অচেতন রাণী কিছু নাহি জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়ানে।।
"ব্রজরাজ" বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে।
শুনিয়া আইল নন্দ সূতিকা মন্দিরে।।
হরল গেয়ান দেখি আপন তনয়।
লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া উদয়।।
উপনন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন।
একে একে আসি সবে ভরিল ভবন।।
যে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে না পারে।
জগন্নাথ দাস দেখি ধৈরয না ধরে।।

(উপরোক্ত তিনটি পদ জন্মাষ্টমী রাত্রে গীত হইতে পারে। পরবর্ত্তীগুলি নন্দোৎসবের কীর্ত্তন।)

নন্দোৎসব (ঘ)— বিভাষ।

নিশি অবশেষে, জাগি ব্রজেশ্বরী, হেরই বালক মুখচান্দে।
কতহুঁ উল্লাস, কহই না পারিয়ে, উথলই হিয়া নাহি বান্ধে।।

আনন্দ কো করু ওর।

শুনি ধ্বনি নন্দ, গোপেশ্বর আওল, শিশুমুখ হেরিয়া বিভোর।।
চলতহিঁ খলত, উঠত খেনে গিরত, কহি সব গোকুল লোকে।
আইল বন্দিগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন, করতহিঁ জাত বৈদিকে।।
দধি ঘৃত নবনী, হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব, ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম, দাস অব আনন্দে, নাচত গাওত ব্রজবর রাজে।।

(ঙ)— যথারাগ।

নন্দ সুনন্দ, যশোমতী রোহিণী, আনন্দে করত বাধাই।
গোকুল নগর, লোক সব হরষিত, নন্দমহল চলু ধাই।।
গোরোচনা জিনি, গৌরী সুনাগরী, নব নব রঙ্গিণী সাজ।
নন্দ সুত সবে, হেরইতে আনন্দে, লোক চলত পথ মাঝ।।

আনন্দ কো করু ওর।

পন্থহিঁ গান, তান কর করতহিঁ, মন সুখে সব জন ভোর।।
আওল নন্দ-, মহল মহা আনন্দে, অঙ্গনে ভেল উপনীত।
যশোমতী রোহিণী, লেই সব গোপিনী, করতহি সব জনে প্রীত।।
যশোমতী বয়ান, হেরি সবে পুছত, কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া, আনন্দ ধন জন, পুণ্য ভুবনে কত লেখি।।
গোপ গোপীগণ, দধি ঘৃত মাখন, ঢালত ভারহিঁ ভার।
কহ শিবরাম, সকল দুঃখ মিটল, আনন্দ কো করু পার।।

(চ)— ভৈরবী।

পুত্রমুদারসুত যশোদা। সমজনি বল্লভ-তাতিরতিমোদা।।
কাপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্। নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্।।

কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্। বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতম্।।
কোঽপি তনোতি মনোরথ পূর্ত্তিম্। পশ্যতি কোঽপি সনাতন মূর্ত্তিম্।।

(ছ)— আশাবরী।

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণম্।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণম্।।
সূনুরদ্ভুত সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ম্।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত দায়ম্।।
তাবকাত্মজ বীক্ষণ ক্ষণ নন্দি মদ্বিধ চিত্তম্।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তম্।।
শ্রীসনাতন চিত্ত মানস কেলি নীল মরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে।।

(জ)— তুড়ি।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ, সুনন্দ নন্দন নন্দ,
সবে মেলি নাচে বাহু তুলিয়া রে।।
যশোধর যশোদেব, সুদেবাদি গোপ সব,
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচে রে নাচে রে নন্দ, সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ,
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে।।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, সূতিকা গৃহেতে ধায়,
ফিরয়ে বালক মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালয়ে অবনী' পরে,
কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া রে।।
লগুড় লইয়া করে, আঁওল ধীরে ধীরে,
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।

যত বৃদ্ধা গোপ নারী, জয়কার ধ্বনি করি,
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে।।
নর্ত্তক বাদক কত, নাচে গায় শত শত,
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।।
ভোর হৈল গোপসব, অপরূপ নন্দোৎসব,
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে।।

(ঝ)— ঝুমুর।

আনন্দময় রে বড় আনন্দময়।
নন্দের মন্দিরে শ্যামচাঁদের উদয়।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
'হরি হরি হরি '- ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া আনন্দ।।
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোরা।।
নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইলা ধাইয়া।
হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এদাস শিবাইর মন ভুলিয়া হইল।।

(ঞ) যথারাগ

দধি ঘৃত নবনীত গো রস হলদি।
আনন্দ আবেশে ঢালে নাহিক অবধি।।
গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়াহুড়ি।
হাতে লাঠি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি।।

গোকুলের লোক সব বাল বৃদ্ধ করি।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশু মুখ হেরি।।
লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি।।
ক্ষীর ক্ষীরসা ছানা মাখন মর্ত্তমান কলা।
লুফিয়া লুফিয়া খায় যতেক গোয়ালা।।
দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল।
সঘনে সবাই বলে ‘ হরি হরি ’ বোল।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল।।

(ট) — কল্যাণী।

যশোদা নন্দন দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি,
কৌতুকে নাচে গোপরাণী।
তৈল হরিদ্রা পায়, সবে সবার অঙ্গে দেয়,
হুলাহুলি দিয়া জয় ধ্বনি।।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ নানা বাদ্য বায়,
নন্দের আনন্দের নাই সীমা।
উৎসব করয়ে রোলে, ঘন ঘন ‘হরি’ বোলে,
কি কহিব যশোদার মহিমা।।
অখিল ভুবন পতি, অনাথ জনার গতি,
সকল দেবের শিরোমণি।
আজু শুভ দিন মোরে, হৈলা প্রভু নন্দ ঘরে,
বড় ভাগ্যবতী নন্দরাণী।।

(ঠ) — যথারাগ।

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিলা যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি।।

সবে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে।।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখিয়ে সুখে এক দিঠে চাইয়া।।
এ দাস শিবাই বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালক ঠাম যাঙ বলিহারি।।

(ড)

রোহিণীর কোলে বলাই সূতিকা মন্দিরে।
আনন্দে অধীর হয়ে চৌদিকে নেহারে।।
তা দেখি রোহিণী দেবী পুত্র কোলে করি।
যশোদার ঠাঁই আইলা যেথা শিশু হরি।।
আনন্দেতে যশোমতি বলাই কোলে নিল।
আপন দক্ষিণ কোলে যত্নে বসাইল।।
বাম কোলে আছে কৃষ্ণ দক্ষিণেতে রাম।
রূপ হেরি মুরছিত কত কোটি কাম।।
জননীর কোলে দোঁহে আনন্দে মগন।
দেঁহে দোঁহা নিরখয়ে স্থির নয়ন।।
দেখিবারে গোপ গোপী ছুটিয়া আইল।
এ রাধা বিনোদের মন আনন্দে ভাসিল।।

(ঢ)— আশোয়ারী।

ব্রজরাজ কোঙর।
গোকুল উদয়গিরি চাঁদ উজোর।।
কোটি ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর।
একত্রে উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর।।
মুখ নীল সরোরুহ বিম্ব অধর।
অরুণ কমলে শ্রুতি নয়ান ভ্রমর।।

করব জিনিয়া কর রক্ত পদ্মবর।
নীল ধরাধর উর নাভি সরোবর।।
সিংহের শাবক কটি অতি মনোহর।
উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর।।
ও থল কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব পহুঁ চিত মন ভুল।।

(ণ)

নন্দ মহলে আজু আনন্দ বাধাই।
আনন্দ বাধাই আজু আনন্দ বাধাই।।
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি-ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইলা ধাইয়া।
হাতে লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ডুবিয়া রহিল।। ৮।।

(৫) শ্রীশ্রীরাধিকার জন্মোৎসব

(ক) —কল্যাণী

(তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র)

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে, আনন্দে ভরল তনু।
নদিয়া নগরে, বৃষভানুপুরে, উদয় করল জনু।।

গদাধর মুখ, হেরি পুনঃ পুনঃ, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভাব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎসব গায়।।
দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি।।
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এ হেন আনন্দে, এ দাস বল্লবী গায়।। ১।।

(খ)— কল্যাণী।

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি,
শ্রীমতী জনম সেই কালে।
মধ্যদিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি,
জয় জয় দেয় কুতূহলে।।
বৃষভানুপুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হৈল মহাসুখী,
দান দেয় ব্রাহ্মণ সকলে।।
নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী,
আইলা সবে কীর্ত্তিদা মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈলো অনুকূলে,
এ হেন বালিকা মিলে তোরে।।
মোদের মনে হেন লয়, এই ত মানুষ নয়,
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়,
কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয় হইলা ।। ২।।

(গ)— তুড়ি।

এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি।।

শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।

কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এ হেন সোনার ঝিয়ে।।
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম 'রাধা'।।
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে, সোঙরিবা যদি জীয়ে।।
দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ, ইহোঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহাঁর অংশের অংশ।।

(ঘ) — যথারাগ।

জয় বৃষভানু তনী।
অবনী উয়ল স্থির বিজুরী জিনি।।
অরুণ অধর মুখচন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষত হাসনি।
নয়ন যুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা।
কর পদ তল এই অষ্ট পদ্ম শোভা।।
মুখ ইন্দু গণ্ড-যুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর পদ নখে কত বিধু পড়ি কান্দে।।
কনক মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর।।

(ঙ)

রাধিকা কীর্ত্তিদার কোলে আছেন শুতিয়া।
না চাহেন কারো পানে আছেন নয়ন মুদিয়া।।
বালিকার মুখারবিন্দ করি নিরীক্ষণ।
ওগো রাণী তোর কন্যা না মিলে নয়ান।।
তাহা দেখি কীর্ত্তিদা কত যতন করিল।
তথাপি বালিকা নয়ন নাহিক মেলিল।।

সকলেতে বলে কন্যা অন্ধ বুঝি হয়।
তাহা দেখি রাণীর মনে হইল সংশয়।।
যদুনাথ দাস কহে ভয় নাহি বাস।
নয়ন মেলিবে ধনি হেরিলে শ্রীবাস।।

(চ)

কীর্ত্তিদার কন্যার কথা শুনি নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লইয়া আইলা তখনি।।
কীর্ত্তিদার নিকট গিয়া নন্দরাণী।
কীর্ত্তিদা প্রবোধি কিছু কহিছেন বাণী।।
পূর্ব্ব জন্মে তুমি কত পুণ্য করেছিলে।
তে কারণে এমত কন্যা কোলেতে পাইলে।।
কীর্ত্তিদার সনে রাণী আছে আলাপনে।
কোল হইতে কৃষ্ণচন্দ্র নামে সেইক্ষণে।।
হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ রাইয়ের নিকট আইলা।
বুকে হস্ত দিয়া কিছু কহিতে লাগিলা।।
নয়ন মুদিয়া কেন আছ কমলিনী।
নয়ন মেলি মোরে দেখ রাজ নন্দিনী।।
তুমি মোর সর্ব্বস্ব জীবনের জীবন।
তোমার লাগিয়া আমি এলাম বৃন্দাবন।।
কৃষ্ণ কর পরশেতে নয়ন মেলিল।
কৃষ্ণানন নিরখিয়া আনন্দে ভাসিল।।
না সেই রমণী হয় না হয় রমণ।
প্রথম মিলন কহে এ দাস লোচন।।

(ছ)—

বালিকা রোদন, শুনিয়া তখন, কীর্ত্তিদা ফিরিয়া চায়।
ওগো নন্দরাণী, তোর নীলমণি, মোর কন্যারে কাঁদায়।।

দেখি যশোমতি, ধায় শীঘ্রগতি, গোপালেরে কোলে নিল।
বালিকা নয়ন, দেখিয়া তখন, এক দিঠে চেয়ে রইল।।
হেদে গো কীর্ত্তিদা, দেখ সে আসিয়া, তোমার কন্যার পানে।
এইত গোকুলে, যেই অন্ধ বলে, তাহার নাহিক নয়নে।।
ধাইয়া তখনি, আপন নন্দিনী, কোলেতে তুলিয়া নিল।
আনন্দিত মনে, চুম্বই বদনে, শেখর আনন্দ পাইল।।

(জ)— ঝুমুর।

বৃষভানু পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই।।
দধি ঘৃত নবনীত গো রস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি।।
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লয়ে নড়ি।।
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই গীত গায় চারিপাশে।।
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি।।
গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল।।
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি।।
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়।।

(ঝ)— কল্যাণী।

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া রে।
নব বাস ভূষা পরি, ধায়ত গোপ নারী,
রহিতে না পারে ধৃতি ধরিয়া রে।।
কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশ ভবন মাঝে,
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া রে।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি,
বালিকা বদনবিধু হেরিয়া রে।।
সুভানু সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু,
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া রে।
বাজে বাদ্য নানাভাতি, গীত গায় প্রেমেমাতি,
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া রে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ,
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া রে।
মুখরার সাধ যত, করয়ে মঙ্গল তত,
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া রে।।

শ্রীশ্রীশিবচতুর্দ্দশী

(আদৌ গৌরচন্দ্রস্য)

বাবা বোম্ বোম্ ভোলে, দরশন দে জটা পটাধারী।
জটা পটাধারী বাবা, জটা পটাধারী।।
জয় জয় গোপেশ্বর, জয়তি শ্রীদিগম্বর,
তুয়া পদে এই বর মাগি।
নিতাই গৌর গুণগানে, মগ্ন থাকি রাত্রি দিনে,
সদাই হইয়া অনুরাগী।।

রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, স্মরে যেন মোর মন,
তিল আধ অন্যত্র না যায়।
ব্রজলীলারস কেলি, গান করি ভক্ত মেলি,
এই শক্তি দেহ মহাশয়।।
আমার অশেষ দোষ, তুমি হও আশুতোষ,
এই বলে নিবেদি তোমারে।
আমার পাপিষ্ঠ মন, ঠাকুর বৈষ্ণবগণ,
কৃপা যেন করেন আমারে।।
মনুষ্য জনম পাইলাম, নিজ প্রভু না ভজিলাম,
পরিণামে না দেখি উপায়।
এই কৃপা কর মোরে, ব্রজে যেন দেহ পড়ে,
এ দীন জগদানন্দ কয়।। ১।।

শিব শঙ্কর জটাধারী দরশন দে। দরশন দে ভোলা দরশন দে।।
হেম হেমগিরি দুহুঁক তনু ছিরি। আধ নর আধা নারী রে।।
আধ উজর আধ কাজর। তিনহুঁ লোচন ধারী রে।।
(দেখ) দুহুঁ মেলি এক গাত রে।
ভকত নন্দিত, ভুবন বন্দিত, জগত তাপ নিস্তার রে।।
আধ বাঘাম্বর, আধ পটাম্বর, পিন্ধন দুহুঁ উজিয়ার রে।
আধ ফণিময়, আধ মণিময়, হৃদয়ে শোভিত হার রে।।
ন দেবী কামিনী, ন দেব কামুক, কেবল প্রেম পরচার রে।
গৌরী শঙ্কর; চরণ কিঙ্কর, ভুলল গোবিন্দ দাস রে।।২।।

(৩)—বসন্ত বাহার।
শিব শঙ্করদেব খেলত হোরী হো।
খেলত হোরী গোপী রূপধরি।।

গোপী ভাবধর, শুভ্র কলেবর, পরিধান নীল শাড়ী।
নানা আভরণ, অঙ্গহি পহিরণ, মৃদু মৃদু হাস উগারি।।
ঠমকি ঠমকি যায়, আবির গুলাল লেই, শ্যাম বদন নেহারি।
মারি মারি ভাগত, ঝুমু ঝুমু নাচত, আনন্দ রস বিথারী।।
শ্বেত সখীবনী, খেলত শিব জানি, রসিকমণি শ্যাম হরি।
প্রেমক অধীন, দেই আলিঙ্গন, বাম অঙ্গে মিলাইলা ধরি।।
অৰ্দ্ধ অঙ্গ শ্যাম, অৰ্দ্ধ শ্বেত বাম, এক আত্মা হর আর হরি।
চূড়া অৰ্দ্ধ শিরে, অৰ্দ্ধ বেণী ধরে, মনোহর রূপ সো হরি।।৩

দোল বা হোরিলীলা কীর্ত্তন

(প্রথম পর্য্যায়)

অথ বসন্তরাগ

আদৌ গৌরচন্দ্র (১)

ঋতুরাজের আগমন, জানি শচীনন্দন,
হয়ে অতি আনন্দিত মনে।
নানাযন্ত্র লয়ে করে, মিলি সব সহচরে,
আইলা প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে।।
প্রভু আমার আঙ্গিনাতে করিয়া মণ্ডলী।
আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন, নাচে সব ভক্তগণ,
মধ্যে গোরা নাচে হরি বলি।।
হেনকালে মুকুন্দ, হয়ে অতি আনন্দ,
আনিলেন আবিরের ডালি।
ধরিলেন প্রভু আগে, লই রাধা অনুরাগে,
গদাধরের অঙ্গে মারে ফেলি।।
গদাধর আনন্দে, ফাগু দেই গোরা অঙ্গে,
করে অতি প্রেমের কোন্দল।

করুণার হারি জিনি, দুহু রস শিরোমণি,
দুঃখী গায় দোহার মঙ্গল।।

(২)

কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
ফুলবনে দোলত গৌর কিশোর।।
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর নাথ গাওই রঙ্গে।।
সহচর ফাগু লেপই গোরা গায়।
ধাওই শুনি সব লোক নদীয়ায়।।
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দ আনন্দে বিভোর।।

(৩)

মধুঋতু বিহরই গৌর কিশোর।
গদাধর মুখ হেরি, আনন্দে শ্রীনরহরি, পূরব প্রেমে ভেল ভোর।।
নবীন লতা নব, পল্লব তরুকুল, লওল নবদ্বীপ সাজ।
ফুল্ল কুসুমচয়, ঝঙ্কৃত মধুকর, সুরবোদয় ঋতুপতি সাঝ।।
মুকুলিত চ্যুত, গহন অতি সুললিত, কোকিলা কাকলী রাব।
সুরধুনী তীর, সমীর সুগন্ধিত, ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব।।
মনমথ রাজ, সাজ লই ফিরই, নব ফল ফুল অতি শোভা।
সময় বসন্ত, নদীয়াপুর সুন্দর, উদ্ধব দাস মনোলোভা।।

(৪)

দেখ দেখ গৌরাঙ্গের কি ভাব উদয়।
ফাগুয়া খেলাব বলি, কাঁদিয়া ব্যাকুলি,
প্রিয়জন স্থানে কিছু কয়।।
গোরা ব্রজভাবে বিভোর।

আওত নাগর রাজ, বসন্ত ফাগুয়া সাজ,
বাজে বাঁশী ডম্ফ ঘন ঘোর।।
ললিতা বিশাখা সখী, যুত বন্ধ ঘের দেখি,
রং পিচকারী সারি সারি।
আসিয়া মিলল যেন, সখা সঙ্গে নব ঘন,
মনমোহনীয়া রূপ ধারী।।
এতবলি ছীতপরি, মুরছিত গৌরহরি,
নিজ জন ব্যাকুলিত হেরি।
চেতন পাইয়া পুনঃ, ধীরে ধীরে কহে ঘন,
পলায়ত যেন গিরিধারী।।
এড়িতে পিচকা যন্ত্র , করে করু অনুবন্ধ,
গোরা পহুঁ নদীয়া বিহারী।
নিরুপম গৌরাঙ্গলীলা, বসন্তে ফাগুয়া খেলা,
বল্লভী যাঙ বলিহারী।।

(৫)

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
বিবিধ বিনোদ, কলা কত কৌতুক, কহতহি প্রেম তরঙ্গী।
বিপুল পুলক, কুল সঞ্চরু সব তনু, নয়নহি আনন্দ নীর।।
ভাবহি কহত, জিতল মঝু সখীকুল, শুন শুন গোকুল বীর।
মৃদু মৃদু হাসি, চলত করি ভঙ্গিম, করে জনু খেলন যন্ত্র।।
যুগল কিশোর, বসন্তহি যৈছন, বিতনিত মনসিজ তন্ত্র।
যো ইহ অপরূপ, বিহরে নবদ্বীপ, জগদানন্দ বিলাসী।।
রাধামোহন, দাস মূঢ় চিতে, সো নিজগুণ পরকাশি।।৪।।

(৬)

সকল ভকত লৈয়া ফাগুয়া খেলায়।
নদীয়ার মাঝে গোরা নাচিয়া বেড়ায়।।

নিত্যানন্দ গদাধর নাচে দুই পাশে।
নরহরি নাচে কিবা গোরা অভিলাষে।।
নিত্যানন্দ পাশে গৌরীদাস নাচে রঙ্গে।
স্বরূপ দামোদর নাচে গদাধর সঙ্গে।।
গোরা মুখ হেরি নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
অবনী ভাসাইল প্রেমের বন্যায়।।
গোবিন্দ মাধব বাসু তিন ভাই গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়।।
ঝুনুর ঝুনুর বাজে খোল করতাল।
আবিরে গৌরাঙ্গ ভেল লালহি লাল।।
নদীয়া নাগরী সব গোরা পানে চায়।
নয়নের কোণে সবার পরাণ দোলায়।।
নরোত্তম দাস কহে ভাল নাচে গোরা।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর দুনয়নে ধারা।।

(৭)

৭ নং গান পূর্ব্বে ৬৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অথ ব্রজ-বসন্ত রাগ

(প্রথম পর্য্যায়)

ব্রজবাহার (১)

১ নং গান পূর্ব্বে ৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২)

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানীল, মাতল নব অলিকুল।।
বিহরই নওল কিশোর।।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জবন শোভন, নব নব প্রেমে বিভোর।।
নবীন রসাল, মুকুলে মধু মাতিয়া, নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ, চিত উন্মাদই, নবরসে কাননে ধায়।।
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাঁতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি।।

(৩)

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, ঋতুপতি আগমনে,
তরুলতা প্রফুল্লিত সব।
ফল ফুলে নম্রডাল, পুষ্পোদ্যান শোভে ভাল,
কোকিলা ভ্রমরা শিখি রব।।
হোরি রঙ্গে উনমত, নানা ছত্রে চমকিত,
গায় বায় বিলসয়ে শ্যাম।
রাই নিজ গৃহে থাকি, অনুরাগে ডগমগি,
গমন ইচ্ছুক সোই ঠাম।।
সখী সঙ্গে বিনোদিনী, কান্তি জিনি সৌদামিনী,
তাহে চিত্র অরুণ বসন।
যৈছে চলে পূর্ণচন্দ্র, সঙ্গে লয়ে তারাবৃন্দ,
তৈছে ধনী যায় বৃন্দাবন।।
বহুবিধ যন্ত্র সঙ্গে, আবীর কুঙ্কুম রঙ্গে,
নৃত্য গীতে সবার উল্লাস।
মিলিল নাগর সঙ্গে, খেলা আরম্ভিলা রঙ্গে,
নিরখয়ে গোবর্দ্ধন দাস ।।

(৪)

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ। ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ।।
সুন্দরীগণ কর মণ্ডলী মাঝ। রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী সাজ।।
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে। অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে।।
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে। ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে।।
তরল নয়ানী তুরিতে একা যাই। কর সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই।।
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল। হো হো হোরি তুমুল উতরোল।।
অরুণ তরুণ তরু অরুণহিঁ ধরণী। স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী।।
অরুণহিঁ নীরে অরুণ অরবিন্দ। অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ।।

(৫)

রঙ্গে হো হো হোরি, খেলত নওল কিশোরী।। ধ্রু ।।
বাজত তাল, রবাব পাখোয়াজ, সখীগণ ঘন করতালি।
কুঙ্কুম চন্দন, আবির উড়ত ঘন, বরিখন জনু পিচকারী।।
দুহুঁ দুহুঁ খেলন, সমর প্রবন্ধহিঁ, দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু ভোরি।
জিতলুঁ জিতলুঁ ঘন, দুহুঁ জন গরজন, সখীগণ ভণ রব জোরি।।
ক্ষণে ক্ষণে স্থগিত, বদন দুহুঁ নিরখত, যৈছন চান্দ চকোরী।
তহিঁ শিবরাম, দাস মন আনন্দে, হেরি হাসে থোরি থোরি।।

(৬)

হোরি হো রঙ্গে মাতি।
আবিরে অরুণ গৌরী শ্যামের কাঁতি।। ধ্রু ।।
নিপতিত যন্ত্রে , সুরঙ্গিম কুঙ্কুম, চুয়া চন্দন কেশর সাথী।
চৌদিকে আবির, উড়াওত ব্রজবধূ, অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি।।
বীণা উপাঙ্গ, মুরজ স্বরমণ্ডল, ডম্ফ রবাব বাজয়ে কত ভাতি।
কোই মায়ুর, সুরট কোই সারঙ্গ, কোই বসন্ত গাওয়ে স্বরজাতি।।
নাচত ময়ূর, ঘোর ঘন কোকিল, রোল বোলে মত্ত মধুকর পাঁতি।
ঋতুপতি পরম, মনোহর খেলন, হেরি শিবরাম হরিষে ভরু ছাতি।।

(৭)— কেদার।

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পালাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায়।।
আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে।।
কর সঞে মুরলী ভূমেতে পড়ে খসি।
করতালি দেয় সব সখীগণ হাঁসি।।
শিখিপুচ্ছ আলুইয়া পড়ে মহীতলে।
অরুণিত বসন ভিজিল শ্রম জলে।।
শ্যামেরে বিভোর দেখি রসবতী রাই।
অরুণ বসন দিয়া ও মুখ মুছাই।।
সিংহাসনে বৈসে রাই কোরে করি শ্যাম।
শ্রম ভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম।।
শ্রীরতিমঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী তাম্বূল যোগায়।।
শ্রীগুণমঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।
এ মোহন দাস হেরি নয়ন সফল।।

(৮)— কামোদ।

নাগরী নাগর, অরুণ বসন ধর, শ্রম ভরে ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ মুখ ইন্দু, বিন্দু বিন্দু চুয়ত, অরুণিত মুকুতার দাম।।
দুহুঁ মন আনন্দ পুঞ্জে।
বহুবিধ খেলি, হেলি দুহুঁ দুহুঁ তনু, বৈঠল নিরজন কুঞ্জে।।
রতন সিংহাসন, আসন মণিময়, ফুলচয় রচিত সুঠান।
সকল সখীগণ, করতহিঁ সেবন, সময়োচিত যত জন।।
বারি ঝারি ভরি, দেই গুণমঞ্জরী, কোন সখী চামর ঢুলায়।

সুরঙ্গ অধরে কোই, তাম্বুল যোগায়ই, উদ্ধবদাস বলিহারী যায়।।

(৯)— শ্রীরাগ।

বৃন্দার রচিত কতেক পরকার। সখীগণ আনল বহু উপহার।।
রতন থারি ভরি রাখল তাঁই। বারি ঝারি ভরি দেওল যাই।।
রতন আসন' পর বৈঠল কান। ভোজন করল আপন মন মান।।
আচমন করি তলপে মুখবাস। ভোজন করু ধনী সখীগণ পাশ।।
যো কিছু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ। আচমন করল মুছল পদ হাত।।
শ্যাম বামে ধনী বৈঠলী যাই। প্রিয় সহচরী কোই তাম্বূল যোগাই।।
শুতল শেজে রাই নবঘন শ্যাম। চামর বীজন করু দাস বলরাম।।

দোল বা হোরিলীলা কীর্ত্তন — প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত।

দোল বা হোরিলীলা কীর্ত্তন

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

বর্ষাণ অভিসার (১)

বৃষভানু নন্দিনী রঙ্গিণী রাধা।
কানু অনুরাগে ধনী না মানয়ে বাধা।।
ললিতারে কহে ধনী সুললিত কথা।
সবে মেলি ভেটব নাগর যথা।।
নানাযন্ত্র বীণা ডম্ফ লেহ সঙ্গে করি।
আবীর গোলাল মুটকী ভরি ভরি।।
হরি সঙ্গে হোরি রঙ্গে খেলাব ফাগুয়া।
জিনিয়া রাখিব নাম হারুয়া বন্ধুয়া।।
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনী।
ঝটি করি চল চল রাজার নন্দিনী।।

(২)

সাজিল রে শ্যাম মনোমোহিনী রাধে।
নিরুপম কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, মনমথ মনমথ ছাঁদে।।
শিরীষ কুসুম জিনি, বেণী ভুজঙ্গিনী, ঝলকত সিঁথী উজোর।
লোল অলকাকুল, ভালহি সিন্দূর, কুন্তল কান্তি কপোল।।
নাসা শিখর, অধর অরুণায়িত, হৃদিমণিহার উজোর।
মোতিম দাম, তরলমণি রঞ্জিত, কুচযুগ কোক বিভোর।।
কেশরী কটিতটে, কিঙ্কিণী বাজত, অরুণ অম্বর শোভা পায়।
উরু কদলী জিনি, পদ থলকমলিনী, মঞ্জীর রঞ্জিত তায়।।
অরুণ উড়নী মাথে, মণি পিচকারী হাতে,অঞ্চলে ভরিয়া গন্ধ চূর্ণ।
ললিতার ধরি হাতে, রঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে,
পুরসঞে নিকসয়ে তূর্ণ।।
ছত্র ধরে রঙ্গদেবী, সুদেবী তাম্বূল সেবী,
ইন্দুলেখা চামর ঢুলায়।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ রাজে, চরণে নূপুর বাজে,
মনমথ নিশান উড়ায়।।
চৌদিকে সখীর ঠাট, যৈছন চাঁদের নাট,
মাঝে বৃষভানু কুমারী।
নন্দীশ্বর রাজপথে, রঙ্গ মুটুকী মাথে,
ঘনশ্যামে দেয় রস গোরী।।

(৩)

শুনি গোরী, ভই মরি, করি সাজ নন্দকুমার।
সখাগণ সঙ্গে, সঙ্গর রঙ্গে, ঐছন সাজ বিথার।।
সাজল শ্যাম, সুরত রণ পণ্ডিত, করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে, কতয়ে কত মধুকর, জিতল মনমথ বাণ।।

মনমথ মনমথ ছান্দে।

বেশ বিলাস, কলারস মাধুরী, কামিনী লোচন ফান্দে।।

চুয়া চন্দন, অগুরু বিলেপন, সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।

সময় সমিত বেশ, বেশ করু বন্দন, বরিহা চারু চরিত্রে।।

কঙ্কণ কিঙ্কিণী, ঝন্‌ঝন্ রণরণি, রতি রণ বাজন বাজে।

জ্ঞানদাস কহে, রসিক চূড়ামণি, সাজল যুবতি সমাজে।।৩

রসবতী রাই, খেলত ফাগু সখী সঙ্গে, নিরুপম কানন মাঝ।

শুনাইতে সখা সঙ্গে, তুরিতহি সাজিয়া, আসিয়া মিলল রসরাজ।।

দুর সয়ে হেরি, স্থগিত ভেল দুহুঁজন, সখীগণে কহতহিঁ রাই।

সখাসঙ্গে আইল, রসিক নাগর বর, ঘের সবে করি চতুরাই।।

(৪)

আজ হোরি খেলবো শ্যাম তোমার সনে,

একলা পেয়েছি তোমায় কুঞ্জবনে।

একলা পেয়েছি হেথা, পলাইয়া যাবে কোথা,

আবির গুলাল দিব বাঁকা নয়নে।।

সব সখী মেলি, ঘেরবি কুঞ্জ বনসে, না নিকসে কানাই।। ধ্রু।।

যূথহি যূথ প্রবন্ধ হোওল সবে, ললিতা বিশাখা আদি করি।

সমুখা সমুখি দুহুঁ, ছুটে পিচকারী মুহুঁ, রং গুলাল ভরি ভরি।।

বটু সুবল সহ, খেলাওত আগে তহি, নটবর নাগর রায়।

উড়ত গুলাল, বাদর ভেল দশদিশ, কেহ কারে লখিতে না পায়।।

লাখে লাখে পিচকারী, মিলি সব সহচরী, মারত শ্যামরু গায়।

মধুমঙ্গল সহ, সুবল পলাইল, বল্লবীদাস জয় গায়।।

(৫)

মেরী রাধাপ্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত, অরুণিত হেমযুত, ঐছন মুরলী রসাল।।
অরুণাম্বর ধর, শোভে কলেবর, অরুণ মোতি মণি-মাল।
লট পটী পাগ, উপরে শিখি চন্দ্রক, অরুণিত রঙ্গ গুলাল।।
দুহুঁ করে আবির, দুহুঁক অঙ্গে ডারত, পিচকা রঙ্গ পারবাল।
অরুণিত যমুনা, পুলিন কুঞ্জবন, অরুণিত যুবতি জাল।।
অরুণহি তরুকুল, অরুণ লতা ফুল, অরুণ ভ্রমরাগণ ভাল।
অরুণিত শারী, শুক শিখী-কোকিল, উদ্ধব ভণিত রসাল।।

(৬)

রঙ্গে হো হো হোরি খেলত নওল কিশোরী ।। ধ্রু ।।
বাজত তাল, রবার পাখোয়াজ, সখীগণ ঘন করতালী।
কুঙ্কুম চন্দন, আবির উড়ত ঘন, বরিখত জনু পিচকারী।।
দুঁহু দুঁহু খেলন, সমর প্রবন্ধহি, দুঁহু পর দুঁহু পড়ু ভোরী।
জিতল জিতল ঘন, দুঁহুজন গরজন, সখীগণ ভণ বরজোরী।।
ক্ষণে ক্ষণে স্থগিত, বদন দুঁহু নিরখত, যৈছন চন্দ্র চকোরী।
তহি শিবরাম দাস, মন আনন্দে, হেরি হাসত থোরিথোরি।।

(৭)

হোরি হো রঙ্গে মাতি। আবিরে অরুণ গোরী শ্যামর-কাঁতি।।ধ্রু।।
নিপতিত যন্ত্রে সুরঙ্গিম কুঙ্কুম, চুয়া চন্দন কিয়ে কেশর সাথী।
চৌদিকে আবির উড়াওত ব্রজবধূ,অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি।।
বীণা উপাঙ্গ, মুরজ স্বর-মণ্ডল, ডম্প রবাব বাওয়ে কত ভাঁতি।
কোই মায়ূর, সুরট কোই সারঙ্গী, কোই বসন্ত গাওয়ে স্বর জাতি।।
নাচত ময়ূর, ঘোর ঘন কোকিল, বোলে মত্ত-মধুকর-পাঁতি।
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন, হেরি শিবরাম হরিষে ভরু ছাতি।।

(৮) — কল্যাণী

আজুরে বড়ি ধুম মচি হোরঙ্গে হোরি।

বিনোদিনী রাই শ্যাম সঙ্গে, খেলত আনন্দে গুলাল রঙ্গে,
পিচকারী ঝক্কা ঝোরী।।

কত শত শত বাজত ডম্ফ, মৃদঙ্গ ঝাঁকর ঝুনুর ঝঙ্ক,
অগণিত তুরী ভেরী।

হো হো হোরি শব্দ ঘোর, আবিরে গুলাল লাল উজোর,
গগন ভুবন ভোরি।।

দিবস রজনী লখিতে নারি, বিবিধ বাদ্যে শ্রবণ ভরি,
না চিনি পুরুষ নারী।

চতুর নাগর যুবতী ভিতর, প্রবেশি করত রঙ্গ বহুতর,
সঙ্গে নব কিশোরী।।

কবহুঁ হেম নীল কমলে মেলি, কোক কমলে সমর কেলি,
কম্বু মৃণালে ঘেরি।

চমকিত যত যুবতীগণ, আনন্দে এ দাস উদ্ধব ভণ,
জয় জয় শ্যাম প্যারী।।

(৯)

বৃষভানু কুমারী নন্দ কুমার।

হোরিক রঙ্গে,অঙ্গে অরুণাম্বর, মনহি আনন্দ অপার।।

নিরখত বয়ান, নয়ান পিচকারী, প্রেমগুলাল মনহিঁ মন লাগ।

দুহুঁ অঙ্গে পরিমল, চুয়া চন্দন ফাগু, রঙ্গ তহিঁ নব অনুরাগ।।

খেলত তনু মন, জোরি ভোরি দুহুঁ , কতহি রঙ্গ রস ভাঁতি।

তনু তনু সরস, পরশে মন মাতল, দুহুঁ ' পর দুহুঁ পড়ু মাতি।।

ব্রজ বনিতা যত, রিঝি রিঝাওত, রস গারি মৃদু মৃদু ভাষ।

শ্রমজল কলেবর, হেরিয়া চামর, ডুলাওত উদ্ধব দাস।।

(১০)

সই সই রূপ দেখ আসিয়া রসিয়া নাগর ঐ ধায়।।

আবিরে অরুণ, শ্যামল বরণ,
সখার সঙ্গে নটন রঙ্গে মাঝে মাঝে যায়।
সঙ্গে সহচর, অঙ্গে মনোহর,
কত কুলবতী সতীর আরতি বাড়ায়।।
রসে ঢর ঢর, শ্রীমুখ সুন্দর,
ঈষৎ হাসি মোহন বাঁশী মধুর মধুর বায়।
সুবলের অঙ্গেতে অঙ্গ হেলাইয়া,
কেমনে জানি মনের কথা ভ্রূ-ভঙ্গিতে কয়।।
ও বাহু যুগল, যেন দীর্ঘার্গল,
গীম মোড়া দিয়া হাসি হাসি চায়।
পীন উরুস্থল, মণি ঝলমল,
ক্ষীণকটি পরিপাটি পরাণ দোলায়।।
ও থল কমল, চরণ যুগল,
মোর মনে হেন লয় রাখিতে হিয়ায়।
(হায়রে) বিধাতা করিল, কুলের কামিনী,
লোচন বলে (ওগো) দিদি কিসের কুলের ভয়।।

(১১)

ঘন মুরলী ধ্বনি, ডম্ফ শবদ শুনি,
উমড়ই নাগরী চিত।
সখীগণ সঙ্গে, সাজি ধনী নিকসই,
গাওত সুমধুর গীত।।
ডম্ফ রবাব, উপাঙ্গ বাজায় কেহ,
কেহ কেহ করে ধরি তাল।

সবে ভেল উনমত, আবির উড়াওত,
কোই সখী বলে ভাল ভাল।।
হোরিক রঙ্গে, সঙ্গে ব্রজবধূগণ,
আওয়ল কালিন্দী তীর।
বটু সুবল সঙ্গে, খেলিতে খেলিতে রঙ্গে,
আওল গোকুল বীর।।
মদনমোহন হেরি, দেওত রস গোরী,
দুই দলে ভেল এক ঠাম।
ছুটে পিচকারী, গোলাল ভরি ভরি,
নিরখি মুরছে কোটি কাম।।
দুই দলে এক মিলে, ঘন কুঙ্কুম চলে,
আবিরে অরুণ ভেল অঙ্গ।
এ জগমোহন, তঁহি রঙ্গ যোগাওত,
দেখত দুহুঁ জন রঙ্গ।।

(১২)

শ্রমজল ঢর ঢর, দুহুঁক কলেবর,
ভিগল অরুণিম বাস।
রতন বেদী' পর, বৈঠল দুহুঁজন,
খর তর বহই নিশ্বাস।।
আনন্দ কহনে না যায়।
চামর করে কোই, বীজন বীজই,
কই বারি ঝারি লেই ধায়।।
চরণ পাখালই , তাম্বূল যোগায়ই,
কেহ মোছায়ত ঘাম।
ঐছন দুহুঁ তনু, শীতল করল জনু,
কুবলয় চম্পক দাম।।

আর সহচরীগণে, বহুবিধ সেবনে,
শ্রমজল করলহিঁ দূর।
আনন্দ সায়রে, দুহুঁ মুখ হেরইতে,
গোবর্দ্ধন-হিয়া পূর।।

দোল বা হোরিকীর্ত্তন— দ্বিতীয় পর্য্যায় সমাপ্ত।

অথ ঝুলনলীলা কীর্ত্তন

(তদুচিত গৌরচন্দ্র)

(১)— জয়জয়ন্তী।

দেখত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া।।
ঝুলাওত কত, ভকতবৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন, জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া।।
নয়ন কমল, মুখ নিরমল, শারদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় একমুখ, 'হরি হরি' ধ্বনি শুনিয়া।।
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মনে, বাসুঘোষ কহে জানিয়া।।

(২)— কামোদ।

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর।
সুরধুনী তীর, গদাধর সঙ্গহিঁ, চান্দ রজনী উজোর।।
শাওন মাস, গগন ঘন গরজন, নলপতি দামিনী মাল।
বরিখত বারি, পবন মৃদুমন্দহিঁ, গঙ্গ তরঙ্গ বিশাল।।
বিবিধ সুরঙ্গ, রচিতহিঁ দোলা, খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরু ডালে, ডোর করি বন্ধন, মালতী গুচ্ছ সুঠাম।।
বৈঠল গৌর, বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরি দ্বৌ পাশ।।

বাজত মৃদঙ্গ, পূরব রস গাওত, সঙ্কীর্ত্তন সুখ রঙ্গ।
নিত্যানন্দ পহুঁ, শান্তিপুর নায়ক, হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ।।
পুরুষোত্তম, সঞ্জয় আদি বরিখত, কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস, নয়নে কবে হেরব, গৌর হোওব অনুকূল।।

(৩)—সারঙ্গ

সুরধনী-তীরে আজু গৌরকিশোর।
ঝুলন-সঙ্গ-রসে পহুঁ ভেল ভোর।।
বিবিধ কুসুমে সবে রচয়ে হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর।।
ঝুলয়ে গৌর পুনঃ গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম-তরঙ্গ।।
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি।।
গাওত পূরব রভস-রস-কেলি।।
নদীয়া নগরে কত ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ।।

(৪)

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর।
ঝুলনার ঝুকে, রূপ চমকে, হেমকান্তি উজোর।।
রতনে জড়িত, কুসুমে খচিত, রচিত সুরঙ্গ হিণ্ডোর।।
ঝুলয়ে মন্দ মন্দ, হেরিয়া মুখচন্দ্র, আনন্দে সহচর ভোর।।
নিতাই অদ্বৈত, আনন্দে উলসিত, হেরিয়া শচীর কুমার।।
গাওত বাওত, প্রেমেতে নাচত, মৃদঙ্গ তাল সুঘোর।।
মেঘ গরজন, দামিনী দমকত, বুন্দ বরিখত থোর।।
দাস বলরাম, ভরিয়া দুনয়ন, হেরিয়া কবে হব ভোর।।

ঢল ঢল কাঞ্চন, নিন্দি কলেবর, লাবনি অবনী উজোর।
তাহে পুনঃ পূরবক, ভাবহি উজোর, সতত রহত তহি ভোর।।

(৫)

ঝুলত গৌরকিশোর।

মণিময় আভরণ, অঙ্গহি পহিরণ, দোলত রতন হিন্দোল।।
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজত, চৌদিকে হরি হরি বোল।
শত শত মধুর, ভকতবর গাওত, নাচত আনন্দ হিল্লোল।।
দোলত দোলত, গদগদ বোলত, ধর ধর মোহে প্রাণবন্ধু।
রাধামোহন পহুঁ, অন্তরে উছলল, মহাভাব নবরস সিন্ধু ।।

ঝুমরা

ঝুলে রসময় গৌর কিশোর রে,
কতই রঙ্গে ঝুলে হিন্দোলা পরি রঙ্গে,
গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গ ঝুলে।।

দ্রষ্টব্য— এই 'ঝুমরা' প্রতিদিন গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের পর হইবে।

ঝুলন অভিসার (৬)

বৃষভানুপুরে, প্রতি ঘরে ঘরে, পুকারে সখী সমাজে।
চলহ ত্বরিতে, নাগর দেখিতে, বেশ বনাও অব্যাজে।।
ললিতা বিশাখা, সাজাইয়া রাধিকা, চলিলা ঝুলন রঙ্গে।
হাস পরিহাসে, মনের উল্লাসে, মিলিলা নাগর সঙ্গে।।
দুহুঁ দোঁহা হেরি, রভসে মাতিয়া, বসিলা ঝুলন পরি।
যতেক ললনা, ঝুলায়ে ঝুলনা, মোহন আনন্দ হেরি।।

(৭)— মল্লার।

নব ঘন কানন শোহন (শোভন) কুঞ্জ। বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ।।

নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল।।
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল। তা'পর বৈঠল কিশোরী কিশোর।।
ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝকোর। গিরত জানি ধনী করতহিঁ কোর।।
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দ দাস তহিঁ দেখত রঙ্গ।।

(৮)— মল্লার।

দেখ সখি! ঝুলত যুগল কিশোর।
নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর।।
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে।।
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌওর।।
বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা।।
ঝুলাওত সখীগণ করতালী দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বধূঁয়া ।।
বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ বিন্দু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ ইন্দু।।
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর বীজন লেই করয়ে সেবন।।
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে।
'জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ' বোলে।।
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে।
সখীসহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে।।

(৯)— শ্রীরাগ।

দেখ সখি ! ঝুলত বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি।।
ঝুলি ঝুলি ঝুলাওয়ে, সকল সখীগণ, হেরি আনন্দে মাতিয়া।
দুহুঁক গুণ সবে, গাওত বাওত, হেম পুতলী পাঁতিয়া।।
কপোত কীর, শুক শারী কোকিল, ময়ূর নাচত মাতিয়া।
দুহুঁক মন মাহা, উয়ল মনসিজ, হেরত আনহিঁ ভাতিয়া।।
বয়ানে মৃদু মৃদু, হাস উপজত, হিলন দুহুঁ দোঁহা গাতিয়া।
রতি রভস রসে, হৃদয় গর গর, বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতিয়া।।

(১০)— কল্যাণী।

ঝুলত শ্যাম, গৌরী বাম,
আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস-কেলি, ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি,
গাওত কত ভাতিয়া।।
হেমমণি যুত বরহিঁ ডোর, রচিত কুসুম গন্ধে ভোর,
পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল, বৃন্দা বিপিন শোভিত ভাল,
চাঁদ উজোর রাতিয়া।।
নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম, রাই সঙ্গে ঝুলত বাম,
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার, ঝুলিত দোলিত গলে দোঁহার,
হিলন দুহুঁক গাতিয়া।।
ধিধিকট্ ধিয়া তাথৈয়া বোল, বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল,
তিনিনা তিনিনা তা তিয়া।

ভেদ পবন গ্রাম পূর, ঘোর শবদ জীল সুর,
বরণ নাহিক যাতিয়া।।
মণি আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক, ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক,
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া।
রাধামোহন চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস,
রচিত পূরিত ছাতিয়া।।

(১১)— যথারাগ।

আজু রাধা শ্যাম সঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব, হিন্দোলা সাজাইয়া, বংশীবট তট কালিন্দী কূলে।।
ললিতাদি রঙ্গে, ভঙ্গি করি বেগে, ঝুলাইয়া দুহুঁ বদন চাইয়া।
রসবতী ভুজ, পসারি নাগরে, ধরে ভয়ে অতি আকুল হৈয়া।।
শ্যাম অঙ্গে চারু, চিবুক পরশি, চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী, হাসে রসে ভাসি, বসন অঞ্চল চাপিয়া মুখে।।
কৌতুক বচন, কহি বৃন্দাদেবী, ঝুলাওই পুনঃ যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা-, বনে নরহরি, জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে।।

শেষদিনে ঝুলন হইতে অবতরণ পদ

(১২)— ধানশী।

ঝুলন হইতে, নামিলা ত্বরিতে, রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে, রতন মন্দির মাঝ।।
সুচামর লই, বীজন বীজই, সেবাপরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছাএঞা দেখি।।
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুহুঁ সনমুখে।
সখীগণ সঞে, কতহুঁ কৌতুকে, ভোজন করিল সুখে।।

তাম্বূল সাজাঞা, কোন সখী লঞা, দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল।।
কুসুম তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিল, হেরিয়া মোহিত কাম।।
দেখি সখীগণ, কতহুঁ যতনে, শুতাওল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণব ধায়।।

(১৩) — সুহই।

অতিশয় ছরম, ঘরম যুত দুহুঁ তনু, দোলা করল সুথির।
শ্রীরতিমঞ্জরী, চামর করে ধরি, মৃদু মৃদু করত সমীর।।
ললিতাদি সখী, হেরি সুধামুখী, কুসুমহিঁ করল নিছাই।
দোলা সঞে তব, রাই উতারল, কুসুম কানন পর লাই।।
রাই বামে করি, বৈঠল নাগর, দাসীগণ করু সেবা।
বাসিত জল, উপহার আদি যত, যাকর সেবন যেবা।।
কর্পূর তাম্বূল, বদনহিঁ দেওল, তৈখনে সময়ে যোগাই।
উদ্ধব দাস, করত পদ সেবন, সখীগণ ইঙ্গিত পাই।।

(প্রতিদিন ঝুলন কীর্ত্তন সমাপ্তির পর "ঝূমরা" কীর্ত্তন হইবে।)

যথা—

সখী আমাদের গো ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলন উপরে শোভে হেম নীলমণি।।

কাটান— চেয়ে দেখরে সখি।

শোভা হয়েছে গো নব মেঘে জড়াওল সৌদামিনী।

ঝুলন কীর্ত্তন সমাপ্ত।

ইতি— নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান নামক দ্বাদশ কিরণ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ কিরণ

সূচক (শোচক) কীর্ত্তন

(গোস্বামিগণ ও গৌরপার্ষদগণের বিরহে গুণলেশ জ্ঞাপক কীর্ত্তন)

সূচকের শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

প্রেম সিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,
করুণা বাতাস চারিপাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাফাল ছাড়ে,
তাপ তৃষ্ণা সবাকারে নাশে।।
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত-হংস-চক্রবাকে, পিব পিব বলি ডাকে,
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়।।
ডুবি রূপ-সনাতন, তোলে নানা রত্ন ধন,
যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তিলতা সূত্র করি, লহ জীব কণ্ঠ ভরি,
দূরে যাবে তাপত্রয় জ্বালা।।
লীলারস-সঙ্কীর্ত্তন, বিকশিত পদ্মবন,
জগৎ ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুমবন, মাতিল ভ্রমরগণ,
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে।।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের সূচক

"শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপকদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।"

"বন্দোঁ শ্রীরূপ-সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি দোঁহে করিলা নির্ণয়।।"
(তিরোভাব তিথি — গৌণচান্দ্র শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী)

(ক) — যথারাগ।

ও মোর জীবন গতি, শ্রীরূপ গোস্বামী অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য-চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়।।
পরম বৈরাগ্য যাঁর, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য তেয়াগিয়া।
মহাপ্রভুর আগমন, শুনি গোঁসাই সেই ক্ষণ,
প্রয়াগে চলিলা হর্ষ হৈয়া।।
অনুজ-বল্লভ-সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া।।
পুনঃ পুনঃ দুইজনে, নিরখিয়া প্রভু পানে,
প্রেম-জলে ভরিল নয়ন।
দন্তে তৃণ-গুচ্ছ করি, দৈন্য করে বেরি বেরি,
যা শুনিতে বিদরে পরাণ।।
শ্রীরূপেরে নিরখিয়া, প্রভু প্রেমে মত্ত হৈয়া,
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ ভব দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
তাহা রূপের মস্তকে ধরিলা।।
প্রেম-বশে গৌররায়, উঠ উঠ বলি তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।

শ্রীরূপ দুই হাত জুড়ি, স্তুতি করে বেরি বেরি,
তাহা কিছু না যায় বর্ণন।।
তবে প্রভু রূপে লৈয়া, নিকটেতে বসাইয়া,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি তার।।
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কত দিন কাছে থুইয়া,
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শিখাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি আলিঙ্গন,
বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলা।।
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহা-হর্ষচিতে।
কহেন মধুর বাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনঃ সে আসিবা ব্রজ হৈতে।।
এইমত কহি কত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্রমুখ, নয়নে হেরিয়া রূপ,
ভূমে পড়ে মুরছিত হৈয়া।।
সে সময়ে ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবনে গমন করিলা।।
অত্যন্ত দুঃখিত-চিতে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
সুবুদ্ধি মিশ্রের দেখা পাইলা।
মিশ্র আনন্দিত হৈয়া, দুই জনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ বন দেখাইলা।।

বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহার মিলন,
দোঁহে প্রেমে আপনা না জানে।।
আলিঙ্গন করি দোঁহে , চৈতন্যের গুণ কহে ,
যাহা শুনি পাষাণ দ্রবায়।
আনন্দ হইল চিতে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কান্দি দোঁহে ধরণী লোটায়।।
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমেতে উল্লাস।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্র-গৃহে ভিক্ষা করি,
ভুঞ্জে কভু কভু উপবাস।।
ছিঁড়া কান্থা বহির্ব্বাস, এই মাত্র রহে পাশ,
তরু-তলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপে রাধাকৃষ্ণ-নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্ত্তন।।
ক্ষণে করে ভক্তি পুনঃ, অন্তর্ম্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজন-রীতি তাঁর।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত-গ্রন্থ,
প্রেমময় অক্ষর যাহার।।
মহাধীর তনু যাঁর, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যাইয়া।
হা শচীনন্দন বলি, কান্দে দুই বাহু তুলি,
ডাকে রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈয়া।।
অতি সুকোমল দেহ , সদা প্রেমে নাচে সেহ ,
আর কি বলিব এক মুখে।

অধম পামরগণ পতিত দুঃখিতজন
নিজগুণে কৃপা করে তাকে।।
আমি বড় দুরাচার, মোরে কর অঙ্গীকার,
তাপেতে হৈলাম সদা ভোর।
ও পদ-পঙ্কজে মন, রহে যেন অনুক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর।।
পতিত-পাবন নাম ধর, পতিতে নিস্তার কর,
করি নিজ-করুণা বিস্তার।
কহে দাস নরহরি, রাখ মোরে কেশে ধরি,
তোমা বিনা গতি নাহি আর।।

(খ)— পাহিড়া।

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই।।
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপাম,
সর্ব্ব অবতারী নন্দসুত।
তাঁর কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-সঙ্গ যূথ।।
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।
এমন দয়ালু ভাই , কোথাও দেখিয়ে নাই ,
তাঁর পদ করহ ভাবনা।।
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি।।

রাধাকৃষ্ণ রসকেলি, নাট্য গীত পদাবলী,
শুদ্ধ-পরকীয়া-মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী।।
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই ,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ।।

(গ) — বিহাগড়া।

যব্ কলি রূপ শরীর না ধরত।
তব্ ব্রজপ্রেম-, মহানিধি-কুঠরীক, কোন্ কপাট উঘারত।।
নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন, কোন্ পৃথক করি পায়ত।
কো সব ত্যজি, ভজি বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিরচিত।।
যব্ পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ, মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কো জানত, বিদ্যমান করি বন্ধ।।
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজ-নীত।
কো জানত, রাধা মাধব-রতি, কো জানত সোই প্রীত।।
যাকর চরণ-, প্রসাদে সকল জন, গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ কমলে, শরণাগত মাধো, তব মহিমা উর লাগত।।

(ঘ)—বিহাগড়া।

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন, বচন রসায়ন, আনন্দ হুঁকে গাগর।।
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়, প্রেম-ভকতিকে আগর।
উজ্জ্বল-প্রেম, মহামণি প্রকটিত, দেশ গৌড় বৈরাগর।।
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন, বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কিরীতি বিমল যশঃ, শুনতঁহি মাধো, সতত রহল হিয়ে জাগর।।

শ্রীলসনাতন গোস্বামিপাদের সূচক

"প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেক রূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে।।"

" ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম।।
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।।
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রচার করিলা।। " (চৈঃ চঃ)

(তিরোভাব তিথি—আষাঢ় পূর্ণিমা বা শ্রীগুরু পূর্ণিমা।)

(ক)— সুহই

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি , ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈলা স্মরণে।।
মোর কর্ম্মদোষ-ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বাঁধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপন করুণা-পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লহ তুলি।।
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল ,
সম্মুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ।।

জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ-সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে ,
তোমা বিনে নাহি হেন আর।।
হেন কালে একজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পত্র পড়ি করিলা গোপন।।

(খ)— সুহই।

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞিং,
পাৎশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্র পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা।।
ছেঁড়াবস্ত্র অঙ্গে মেলি, হাতে নখ মাথে চুলি ,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুইগুচ্ছ তৃণ করি , একগুচ্ছ দন্তে ধরি ,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদ তলে।।
দরবেশ রূপ দেখি , প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করে কোলে, কাতরে গোসাঞিং বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া।।
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার মন্দ হীন,
নীচ-সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার।।

ভোট-কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কান্থা লঞা,
প্রভু স্থানে পুনঃ আগমন।।
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ-সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে।।
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্ব্বাস।।
গিয়া গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন ,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রুনেত্রে পড়ে, সনাতনের পদে ধরে,
কহে রূপ গদ গদ বচন।।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজ পুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কতদিন থাকে।।
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফলমূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
এইরূপে থাকে কতদিন।।
কত দিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।

স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম-গানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে।।
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস।।
সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায় , ধূলায় লোটায় কায়,
কন্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধা বল্লভ দাস , বড় মনে অভিলাষ ,
কবে হব তার দাসের দাস।।

(গ)—শ্রীরাগ।

জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন নাম। সকল ভুবন মহা যহু গুণগ্রাম।।
তেজল সকল সুখ সম্পদ অপার। শ্রীচৈতন্য চরণ-যুগল করু সার।।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি বাস। লুপ্ততীর্থ সব করল প্রকাশ।।
শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি। করল ভাগবত-অর্থ বিচারি।।
যুগল-ভজন-লীলা-গুণ-নাম। করল বিথার গ্রন্থ অনুপাম।।
সতত গৌর-প্রেম গর গর দেহ। ভ্রমই বৃন্দাবনে না পাওই থেহ।।
বিপুল পুলক ভরে নয়নহিঁ নীর। রাই-কানুবলি পড়ই অথির।।
ভাব বিভূষণ সকল শরীর। অনুক্ষণ বিহরই যমুনাক তীর।।
যহু করুণায় বৃন্দাবন পাই। ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি।।

শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদের সূচক

" রঘুনাথভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে।। "
(তিরোধান তিথি—গৌণচান্দ্র আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী)

(ক)— বরাড়ী।

জয় ভট্টরঘুনাথ গোসাঞি।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞি।।
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারাণসী ছিল যাঁর বাস।
নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে ,
চরণ সেবিলা দুই মাস।।
শ্রীচৈতন্য-নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবন।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুনঃ নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণ।।
মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ-শক্তি সঞ্চারি ,
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি, আসি বৃন্দাবন ভূমি ,
মিলিলেন রূপসনাতন।।
দুই গোসাঞি তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে।।
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে, যমুনা পুলিন রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাঁথা,
নিরবধি শুনে যাঁর মুখে।।
পরম-বৈরাগ্য সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।

পশু পক্ষী পুলকিত, যাঁর মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানি।।
শ্রীরূপ সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে, পড়িনু বিষয়-ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাথ।।

রূপ গোসাঞিঁর সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে তার প্রেমে আউলায় মন।।
অশ্রু কম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠরোধ বাষ্প না পারে পড়িতে।।
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় কিছুই না জানে।। (চৈঃ চঃ ৩/১৩)

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সূচক

"বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে।।"

(তিরোধান তিথি—গৌণচান্দ্র শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমী)

আরে মোর প্রেমালয়, পরম করুণাময়,
শ্রীগোপালভট্ট ভূ-মাঝার।
সকল-সদ-গুণ-খনি, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
শ্রীবেঙ্কটভট্টের কুমার।।
গৌরাঙ্গের প্রিয় অতি, অদ্ভুত ভজন-রীতি,
জগতে বিদিত কীর্ত্তি যাঁর।

অল্পকালে মহাভক্তি, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
সদা কৃষ্ণ-রসে মাতোয়ার।।
দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে, প্রভু চারি মাস ছলে ,
ত্রিমল্ল বেঙ্কট-গৃহে স্থিতি।
তথি নিজ-নাথ পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পিতার আজ্ঞায় সেবে নিতি।।
শচীসুত গৌরহরি , পরম করুণা করি,
প্রিয় ভট্ট গোপালের তরে।
প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
ভাসাইলা আনন্দ সাগরে।।
পুনঃ প্রভু গৌর হরি, ভট্টের করেতে ধরি,
কহে কিছু মধুর বচন।
তুয়া প্রেমাধীন আমি , শীঘ্র ব্রজে যাবে তুমি,
তাঁহা পাবে রূপ সনাতন।।
শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইবে জানি,
তিলেক ধৈরয নাহি বান্ধে।
মুখে নাহি সরে কথা, সদাই অন্তরে ব্যথা,
ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কাঁন্দে।।
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, প্রিয় ভট্টে কোলে করি,
সিঞ্চাইয়া নয়নের জলে।
কতরূপে প্রবোধিয়া, ভট্ট-মুখ-পানে চাঞা,
কাতর-অন্তরে প্রভু বলে।।
শ্রীবেঙ্কট ত্রিমল্লেরে আশ্বাসিয়া বারে বারে
দক্ষিণ-ভ্রমনে প্রভু গেলা।
হেথা কত দিন' পরি, গৃহ-সুখ পরিহরি,
শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজে আইলা।।

প্রভু আসি পুরুষোত্তমে, যবে গেলা বৃন্দাবনে,
তাঁহা হৈতে আসিবার কালে।
পথে রূপ সনাতনে, শিক্ষা দিয়া দুই জনে,
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে।।
রূপ আর সনাতন, যবে আইলা বৃন্দাবন,
ভট্ট-গোসাঞি মিলিলা সবায়।
প্রভু প্রিয় লোকনাথ, মিলিলা সবার সাথ,
সবে মিলি গৌর-গুণ গায়।।
নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ, বিহরে ভকত-সঙ্গ,
শুনিলা শ্রীভট্ট ব্রজে গেলা।
মহাপ্রভু প্রেমভরে, শ্রীগোপালভট্ট তরে,
ডোর বহির্ব্বাস পাঠাইলা।।
সবা সহ সনাতন, ডোর বহির্ব্বাস ধন,
পাইয়া আনন্দ উছলিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ প্রেমে গড়ি যায়,
চারিদিকে ক্রন্দন উঠিল।।
কতক্ষণে স্থির হঞা, ডোর বহির্ব্বাস লঞা,
সমর্পিলা গোপাল ভট্টেরে।
ডোর বহির্ব্বাস ধন, পাইয়া আনন্দ মন,
নিয়ম করিয়া সেবা করে।।
গৌরাঙ্গের গুণ গানে, দিবা নিশি নাহি জানে,
শ্রীরূপ সভায় সদা স্থিতি।
গোসাঞি শ্রীসনাতন, সঙ্গে সুখ অনুক্ষণ,
কে বুঝিবে দোহার পিরীতি।।

গোসাঞিঃ বৈরাগ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
যাঁর প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শ্রীশালগ্রাম-শিলা হইতে।।
শ্রীরাধারমণ বিনে, অন্য কিছু নাহি জানে,
শ্রীরাধারমণ-প্রাণ যাঁর।
সদা গৌরগুণে মত্ত , বাখানে ভকতি তত্ত্ব ,
হেন কি বৈরাগ্য হবে আর।।
সদা বাস বৃন্দাবনে, কভু কুণ্ডে গোবর্দ্ধনে,
কভু বা বর্ষাণ নন্দীশ্বরে।
কভু বা যাবটে গিয়া, পূর্ব্ববাস নিরখিয়া,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।।
শ্রীগোকুল মহাবনে, কভু রহে সুনির্জ্জনে,
কভু প্রিয় লোকনাথ পাশ।
এই রূপ ফিরে রঙ্গে, স্নেহ ব্রজ বাসী-সঙ্গে ,
ভক্তি দানে পরম উল্লাস।।
গুণ কি বর্ণিব আর , কৃপা কর এইবার,
শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভু।
নরহরি অকিঞ্চন, ওপদে সঁপিল মন,
এ অধমে না ছাড়িবে কভু।।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সূচক

হস্তামলকবত্তত্ত্বং শ্রীমদ্ ভাগবতস্য যঃ।
দর্শয়ামাস জীবেভ্যস্ত্বং শ্রীজীবপ্রভুং ভজে।।
শ্রীজীব গোঁসাঞিঃ বন্দোঁ সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তিতত্ত্ব।।
(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র পৌষী শুক্লা তৃতীয়া)

যথারাগ।

শ্রীজীব গোসাঞি মোর, প্রেমরত্ন-সাগর,
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুঞিত পামর-জনে, বড় সাধ করি মনে ,
তুয়া গুণ গাইবার তরে।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, অনুপম সুমধ্যম,
রামপদে দৃঢ় যাঁর মতি।
তাঁহার তনয় জীব, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
প্রকাশিল শ্রীরূপ-সংহতি।।
বৈরাগ্য জন্মিল মনে, রাজ্য ছাড়ি সেই ক্ষণে,
চলিলা শ্রীনবদ্বীপ পুরী।
প্রভু নিত্যানন্দ দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
পড়িলা চরণ-যুগলে ধরি।।
মস্তকে চরণ দিয়া, দুইবাহু পসারিয়া,
উঠাইয়া করিলেন কোলে।
প্রেমে গদ গদ হঞা, দৈন্যভাব প্রকাশিয়া,
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে কিছু বলে।।
প্রভু নিত্যানন্দ রাম , জগতের পরিত্রাণ,
সব জীবে আনন্দ করিলা।
মো হেন পতিত জনে, কৃপা কৈলা নিজ-গুণে,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন দিলা।।
মহাপ্রভু তোমার গণে, দিয়াছেন দণ্ড ভূমে,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাঞা, আনন্দ হইয়া হিয়া,
ব্রজপুরে করিলা গমন।।

কৃষ্ণনাম সদামুখে, নেত্রজল বহে বুকে,
এইরূপে পথে চলি যায়।
প্রভু রূপ সনাতন, কবে পাব দরশন,
প্রাণ মোর রাখ মহাশয়।।
কভু করে জল পান, কভু চানা চর্ব্বণ,
কতদিনে মথুরা আইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী, প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি ,
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি হইলা।।
যমুনাতে কৈল স্নান, করি কিছু জল পান,
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস।
প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে, দেখি রূপ সনাতনে ,
প্রভু সব পুরাইল আশ।।
শ্রীগোপালচম্পূ নাম, গ্রন্থ কৈল অনুপাম,
ব্রজ নিত্যলীলারস পুর।
ষট্‌সন্দর্ভ আদি করি, যাহাতে সিদ্ধান্ত ভরি,
পড়ি শুনি ভক্ত হইল সুর।।
উজ্জ্বল প্রেমের তনু , রসে নিরমিলা জনু ,
ভাব-অলঙ্কৃত সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত, ধৈরয না ধরে চিত ,
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ।।
যুগল-ভজন সার , বিলাসই সদা যাঁর,
বৃন্দাবন-বিহার সদাই।
গোলোক সম্পুট করি, তাহাতে সে প্রেম ধরি,
সম্বরণ করিল গোসাঞি।।
মুঞি অতি মূঢ়মতি, তোমা বিনু নাহি গতি,
শ্রীজীব জীবন প্রাণধন।

বহুজন্ম পুণ্য করি , দুর্ল্লভ জনম ধরি ,
পাইয়াছি শ্রীজীব-চরণ।।
শ্রীজীব করুণা সিন্ধু, স্পর্শি তার এক বিন্দু ,
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘুনাথ দাস, তুয়া অনুগত আশ,
রাখ মোরে পদ-ছায়া দিয়া।।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের সূচক

" রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেম সুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়।।
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লন লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম।।
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।।
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করেন আলিঙ্গন দান।।"(চৈঃ চঃ)

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র—আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশী)

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা-গৃহ-সম্পদ, নিজ রাজ্য-অধিপদ,
মল প্রায় সকলি ত্যজিলা।।
যবে রূপ সনাতন, ব্রজে গেলা দুইজন,
শুনইতে রঘুনাথ দাস।
ইন্দ্র-সম সুখ যাঁর, নিজ রাজ্য অধিকার,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু পাশ।।

উঠি রাত্রি নিশাভাগে, জানি বা প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি বিপথে চলিলা।
মনোদ্বেগে সদা ধায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ভায়,
দিবানিশি কিছু না জানিলা।।
একদিন ভিক্ষা ছলে, গো-বাথানে সন্ধ্যাকালে,
হা চৈতন্য বলিয়া বসিলা।
এক গোপ দুগ্ধ দিল, তাহা পিয়ে বিশ্রামিল,
সেই রাত্রি তাঁহাই বঞ্চিলা।।
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায়।
যেঁই দোলা ঘোড়া বিনে, পদব্রজ নাহি জানে,
সে পথ হাটয়ে রাঙ্গাঁ পায়।।
যেঁই বেলা দণ্ডচারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড় রসে করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি গমন।।
বার দিনের পথ যাঞা, তিন সন্ধ্যা অন্ন খাঞা,
উত্তরিলা নীলাচল পুরে।
দূরে দেখি শ্রীমন্দির, নয়নে গলয়ে নীর,
হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুনঃ রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে।।
গৌরাঙ্গ দয়াল হঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।

ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাঁহারে।।
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ে করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোঁসাঞি তাহারে দেখিলা।।
ধরি রূপ-সনাতন, রাখিলা তার জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাঞির আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা।।
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্ন-আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাঁহার।।
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।।
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মন ভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়।।
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদি বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা কবে হবে।।

হা রাধাবল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব,
রাধিকা-রমণ রাধানাথ।
হা হা বৃন্দাবনেশ্বর , হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন।।
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ঠ শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম।।
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে ,
শুখা রুখা অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,
ফল গব্য করিল আহার।।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ।।
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হঞা কাঁদে।
কৃষ্ণকথা আলাপনে, না শুনিয়া শ্রবণে,
উচৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে।।
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।

হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন।।
কাঁন্দে গোসাঞি রাত্রি দিনে, পুড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার,
বিরহে হইল জ্বর জ্বর।।
রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নাড়ে, প্রেমে-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।।
সেই রঘুনাথ দাস, পুরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ।।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সূচক

" গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার।।" (চৈঃ চঃ ১।৭)
" বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই বন্দনা করিয়া।।"
(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র জৈষ্ঠী পূর্ণিমা বা স্নানযাত্রা)

(ক)

জয় জয় পণ্ডিত-গোসাঞি। যাঁর কৃপাবলে সে চৈতন্য-গুণ গাই।।
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাঁহার পিরীতি। গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি।।
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে। ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে।।
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর। শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর।।

যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র। তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ।।
কহে শিবানন্দ পহুঁ যাঁর অনুরাগে। শ্যাম-তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে।।

(খ)

দয়ার সাগর মোর পণ্ডিত-গোসাঞি।
তোমার চরণ বিনু মোর আর কিছু নাই।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে অবতার করি।
নিজ-নাম প্রকাশিলা জগত বিস্তারি।।
কলিযুগের জীব যত মলিন দেখিয়া।
নিজ-রাধা-নাম দিলা জগত ভরিয়া।।
সেই রাধা গদাধর গৌরাঙ্গের কোলে।
সেই কৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।।
রাধা রাধা বলি গৌরাঙ্গ পণ্ডিতেরে ডাকে।
সেই এই বৃন্দাবনে সখী লাখে লাখে।।
পণ্ডিত-গোসাঞির প্রেমে ভাসিল সংসারে।
বৃন্দাবনে তিন ঠাকুর সমর্পিলা তাঁরে।।
তিন সেবক দিয়া পণ্ডিত তিন ঠাকুর সেবে।
পণ্ডিত-গোসাঞির কৃপা মোরে কবে হবে।।
পণ্ডিত-গোসাঞি আমার জগতের প্রাণ।
নয়নানন্দের মনে নাহি জানে আন।।

(গ)

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন শকতি গুণ নাম ধন্য সুদুর্গম যছু রসধাম।।
কিয়ে বিধি জগজন-দুরগতি জানি।
শ্রীবৃন্দাবন-মধুর-ভজন-ধন সম্পদ-সার মিলাওল আনি।।
গর গর গৌর প্রেমভরে ঝর ঝর অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি।

ক্ষণেকে স্তবধ শবদ ক্ষণে গদ গদ আধ আধ পদ গোপীনাথ ডাকি ।।
নব অনুরাগি লাগি রহু অন্তর উথলয়ে ক্ষণে প্রেম-জলধি-তর।
দাস শিবাই আওই ক্ষীণ দীনজন না পাওল সতত অসত পথ-রঙ্গ।।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সূচক

" শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে সবার গণন।।"(চৈঃ চঃ-১।৭)
" বন্দিব শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত।।"
(তিরোভাব তিথি— গৌণচান্দ্র জৈষ্ঠী কৃষ্ণা দশমী)

সপ্তদ্বীপ দীপ্ত করি শোভে নবদ্বীপ-পুরী যাহে বিশ্বম্ভর দেবরাজ।
তাহে তাঁর ভক্ত যত তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যাঁর কাজ।।
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যাঁর কৃপালেশ মাত্র হয় গৌর প্রেমপাত্র অনুপম সকল চরিত।।
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে দেব দেবী নাহি জানে চারি ভাই দাস-দাসী লয়ে।
সতত কীর্ত্তন-রঙ্গে গৌর-গৌরভক্ত-সঙ্গে অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হয়ে।।
যাঁর ভার্য্যা শ্রীমালিনী পতিব্রতা শিরোমণি যাঁরে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে পুত্র-সম স্নেহ করে স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী।।
কভু বা ঈশ্বর-জ্ঞানে নতি করে শ্রীচরণে কভু কোলে করয়ে লালন।
প্রভুর নৃত্যভঙ্গ লাগি মৃতপুত্র-শোক-ত্যাগী শুনি প্রভু করয়ে রোদন।।
ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী বৈষ্ণব-মণ্ডলে ধ্বনি যাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস।
বর্ণিয়া চৈতন্য-লীলা ত্রিভুবন উদ্ধারিলা প্রেমদাস করে যার আশ।।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের সূচক

বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য-শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির।।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।।
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে।।
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুই নাচো তবে মোর সুখ।।

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠী)

আরে মোর কুলমণি কেবল প্রেমের খনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর।
অদ্ভুত চরিত্র তাঁর কহে হেন সাধ্য কার জীবে যাঁর করুণা প্রচুর।।
বুঝিতে না পারে কেহ অত্যন্ত উদার যেঁহ শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র।
দুঃখ সব যায় ক্ষয় ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় যাঁর নাম-স্মরণেই মাত্র।।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল-ভ্রমর-মন কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল সদাই।
দেবাসুর আদি যত যাঁর নৃত্যে বিমোহিত ভাবাবেশে বুঝন না যায়।।
পুলক হুঙ্কার লম্ফ স্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প মুর্চ্ছা আনন্দাদি নিরন্তর।
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে মত্ত যে করে অদ্ভুত নৃত্য এক ভাবে চব্বিশ প্রহর।।
প্রভু যাঁর নৃত্য কালে ভুজ তুলি হরি বলে চতুর্দ্দিকে বুলয়ে ধাইয়া।
পুনঃ প্রভু গৌরহরি বক্রেশ্বর পানে হেরি গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া।।
বক্রেশ্বর যতক্ষণ নৃত্য করে ততক্ষণ বেত্র হস্তে লৈয়া গৌরচন্দ্র।
করিয়া যতেক প্রীতি লোকে করে এক ভীতি উপজয়ে সবার আনন্দ।।
বক্রেশ্বর স্থির হৈলে প্রভু ধরি রাখে কোলে তাহার অঙ্গের ধূলা লৈয়া।
সে ধূলা আপন-অঙ্গে লেপন করয়ে রঙ্গে নেত্রজলে অশ্রুযুক্ত হৈয়া।।
প্রভু সমাধিয়া অতি কহে বক্রেশ্বর প্রতি মুখ্য এক পাখা তুমি মোর।
যদি আর পাখা পাঙ আকাশে উড়িয়া যাঙ ঐছে কত কহে নাহি ওর।।
হেন বক্রেশ্বর যাকে করুণা করয়ে তাকে চৈতন্য-চরণ-ধন মিলে।
কি কব মহিমা তাঁর মো হেন পাপী দুরাচার কত দীন হীন উদ্ধারিলে।।

নরহরি অকিঞ্চন করে এই নিবেদন কৃপা কর মো হেন পামরে।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু ভক্তি মর্ম্ম না বুঝিনু মজিলাম এ ভব - সংসারে।।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সূচক

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্তলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে নির্য্যাণলীলা)

হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ জগতে প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ান হরিনাম।।
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহ লয়েন অপতিত।।
তাহার অনন্তগুণ কহি দিঙ্‌মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র।

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র ভাদ্রী শুক্লা চতুর্দ্দশী)

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ।।
গৌর-ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
যাঁর গুণ গাইয়া কান্দে আপনে চৈতন্য।।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রিয় প্রেমসীমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা।।
নিত্যানন্দ-চাঁদ যাঁরে প্রাণ হেন জানে।
চরণ-পরশে মহী দেহ ধন্য মানে।।
হরিনাম মহামন্ত্র কে শুনাবে আর।
হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার।।
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তেঁহো বিনা রত্নশূন্য হৈল মেদিনী।।
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচয়ে আপনি।।

সবে গাও জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহো করিলা প্রকাশ।।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপাদের সূচক

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী)

আরে মোর গোপাল-গুরু, ভকতি-কল্পতরু,
মকরধ্বজ নাম যাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে , গোপাল বলিয়া ডাকে,
দেখি শিশু চরিত্র উদার।।
গৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাই আনন্দে ভাসে,
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে,
গোরা যেন গোপালের প্রাণ।।
গোপাল শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।
কহে সবে আরে আরে আজি হৈতে গোপালেরে,
ডাকিবা 'গোপাল-গুরু' বলি।।
গোপালে করুণা দেখি, সবার সজল আঁখি,
সুখের সমুদ্র উছলিল।
সবে কহে অনুপাম, 'শ্রীগোপাল-গুরু নাম,
প্রভু-দত্ত জগতে ব্যাপিল।।
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নিজ গীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষ কলেবর।।

দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কেবা না জগতে যশ ঘোষে।
সবে কৈল প্রেমপাত্র, হৈল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ-কর্ম্ম-দোষে।।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সূচক

"গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী।।"
(তিরোধান তিথি—গৌণচান্দ্র শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশী)

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী।।
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়।।
তোমরা যদি দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিত-পাবন।।
প্রভু বলে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ।।

এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকারি ফুকারি পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই , প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ।।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকত-বৎসল তেঞি গায়।।
আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঁঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম বন্দী দুই ভাই।।
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই ভাই দুই মূর্ত্তি লঞা,
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান।।
পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ-ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।।
শুনিয়া-পণ্ডিত রাজ, করিলা রন্ধন-কাজ,
চারি জনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বূলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা।।

নানা মতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইল চিত,
দোঁহারে রাখিলা নিজ-ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচল-পুরে।।
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস।।
শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন-চিন্তামণি-ধাম,
তাহে কৃষ্ণ-বলরাম-পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল,
অম্বিকা নগরে যাঁর বাস।।
নিতাই চৈতন্য যাঁর, সেবা কৈল অঙ্গীকার,
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিল।
পূরবে সুবল জনু, বশ কৈল রাম-কানু,
পরতেক এখন রহিল।।
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই।।
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যাঁর, পুলকিত হুঙ্কার,
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস।
তাঁর পাদপদ্ম-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস।।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদের সূচক

"লোকনাথ গোসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
দীনহীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র শ্রাবণী কৃষ্ণা অষ্টমী)

গৌরপ্রেম-গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি ,
লোকনাথ লোকের পরাণ।
যাঁর শিশুকাল হৈতে, প্রবল বৈরাগ্য চিতে,
পরম উদার দয়াবান।।
প্রেমরস আস্বাদনে, দিবা নিশি নাহি জানে,
আন কথা না করে শ্রবণ।
মহৈশ্বর্য্য ত্যাগ করি, আইলা নবদ্বীপ-পুরী,
যথা প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।
প্রভু মুখ-নিরখিয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
রহিলেন চরণ-যুগলে।
গৌরাঙ্গ আনন্দ-মনে, হেরি লোকনাথ পানে
প্রেমভরে করে টলমলে।।
এস এস লোকনাথ , আজি মোর সুপ্রভাত,
এত কহি শচীর কুমার।
ভুজ-যুগ পসারিয়া, আলিঙ্গন কৈল ধাঞা,
বুক বহি পড়ে অশ্রুধার।।
লোকনাথ করে দৈন্য, শুনি প্রভু শ্রীচৈতন্য ,
নিষেধি নিকটে বসাইলা।
প্রেমাবেশে বার বার , পুছে প্রভু সমাচার ,
লোকনাথ সব নিবেদিলা।।

পুনঃ প্রভু হর্ষ হঞা, প্রিয় লোকনাথে লঞা,
নিভৃতে কহয়ে ধীরে ধীরে।
মনোদুঃখ পরিহরি , মোর দোষ ক্ষমা করি,
যাইতে হইল ব্রজপুরে।।
সনাতন রূপের সাথ, ভট্টযুগ রঘুনাথ,
আর যত মোর প্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে, মিলিবে তোমার সনে,
পাইবে আনন্দ অনুক্ষণ।।
আর এক শুন তুমি, কত দিন পরে আমি,
করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।
দেবের দুর্ল্লভ ধন, জীবে করি বিতরণ,
নাশিব দারুণ কলি-ভার।।
ভক্তগণ লঞা সঙ্গে, বিহরিব নানা রঙ্গে,
সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।
বৃন্দাবনে থাক তুমি , সকল শুনাব আমি,
সমাচার দিব পাঠাইয়া।।
শুনি সন্ন্যাসের কথা, অন্তরে উঠিল ব্যথা,
প্রভুর শ্রীকেশ-পানে চায়।
কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া বলে, হায় প্রভু কি বলিলে,
ইহা বলি ভূমে গড়ি যায়।।
অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-গুণ, আপনি অধৈর্য্য পুনঃ,
প্রিয়-লোকনাথ-হাতে ধরি।
প্রবোধিয়া কত কত , রাধাকৃষ্ণ-প্রেমামৃত,
পিয়াইল পূর্ণ কৃপা করি।।
লোকনাথ মনে গণি, প্রভুর বচন মানি,
অতিশয় মনোদুঃখী হঞা।

প্রভু পদ হৃদে ধরি , চলিলেন ব্রজপুরী,
সবাকার অনুমতি লঞা।।
দেখি লোকনাথ-গতি, প্রভু সে ব্যাকুল অতি,
লোকনাথ-পথ হেরি কাঁন্দে।
প্রিয় গদাধর আদি, যত্ন করে নানাবিধি,
তথাপিও ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।।
এথা পথে লোকনাথ, শিরে দিয়া দুই হাত,
কান্দিয়া কহয়ে বার বার।
গৌর মুখচন্দ্র-হাসি, বরিখে অমিয়া-রাশি,
বুঝি না দেখিতে পাব আর।।
সঙ্গে লঞা ভক্তগণ , বিহরিবে অনুক্ষণ,
সঙ্কীর্ত্তন সুখের হিল্লোলে।
মুই অতি অভাগিয়া, দেখিতে না পাব ইহা,
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে।।
এইরূপ আক্ষেপ মনে, দিবা নিশি নাহি জানে,
কত দিনে গেল বৃন্দাবনে।
যমুনা-পুলিন বনে, কুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধনে ,
দেখি প্রেমধারা দু'নয়নে।।
পূর্ব্ব-বাস মনোহর, শ্রীযাবট নন্দীশ্বর,
বৃষভানুপুর অনুপম।
আর যত স্থানগণ , তাহে ভ্রমে অনুক্ষণ ,
তরুতলে বসতি নিয়ম।।
প্রেমের তরঙ্গ অতি , নাহি কোন স্থানে স্থিতি,
কত দিন পরে বৃন্দাবনে।

শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র রূপ, সনাতন ভক্তিভূপ,
মিলিলেন তা সবার সনে।।
নানা-ভাব-পরকাশে, সদা সেবানন্দে ভাসে,
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাণ যাঁর।
গৌরগুণ-সঙ্কীর্ত্তনে, উদ্ধারে পতিত জনে ,
ত্রিজগতে মহিমা অপার।।
কহে নরহরি দীন, মো বড় বিষয়ী হীন,
হেন জন্ম বিফলে গোঙাইনু।
নরোত্তম-প্রাণনাথ, মোরে কর আত্মসাথ,
তুয়া পদে শরণ লইনু।।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের সূচক

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেহ কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হইল মোর চিত।।"
(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী)

যথারাগ।

জয় কৃষ্ণদাস জয়, কবিরাজ মহাশয়,
সুকবি পণ্ডিত-অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ, অপার অসীম গুণ,
সবে যাঁরে করে ধন্য-ধন্য।।
নৈহাটী নিকট গ্রাম, ঝামটপুর সুখ ধাম,
যাঁহা ছিলা কবিরাজ-গোঁসাই।

নিত্যানন্দ দয়া করি, পাঠাইলা ব্রজপুরী,
যাও তুমি তোমার নিজ-ঠাঁই।।
প্রভু মোর গোসাঞি কৃষ্ণদাস।
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি, শীঘ্র আইলা ব্রজপুরী,
রহেন রূপ-রঘুনাথ-পাশ।।
একে নিত্যানন্দ-শক্তি, তাহাতে প্রগাঢ় ভক্তি,
তাহে রূপ-রঘুনাথ-সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত, গৌর-লীলা অভিমত,
ভাসেন গোসাঞি দুই তরঙ্গে।।
পূর্ব্বে রঘুনাথ দাস, গৌরভক্ত পরকাশ,
তাঁহা' তে জানিলা সর্ব্ব তত্ত্ব।
তেঁহো বড় দয়া করি, গোঁসাইয়ের হাতে ধরি,
জানাইলা সকল মহত্ত্ব।।
গোসাঞি রূপ সনাতন, বড় বিজ্ঞ দুই জন,
ভট্ট-যুগ শ্রীজীব গোসাঞি।
সবে তাঁরে দয়া কৈল, সব তত্ত্ব জানাইল,
ত্রিভুবনে যাঁহা সম নাই।।
সেই সূত্রবৃত্তি করি, নিজ-গ্রন্থে বিবরি,
তাহে হৈল চরিতামৃত নাম।
সুদয়া করুণা-বলে, জগত তারিল হেলে,
নিজ গ্রন্থ-সুধা দিয়া দান।।
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাগুণ, বর্ণিলেন দাস বৃন্দাবন,
অবশেষ যে সব রহিল।
সে সকল কৃষ্ণদাস, করিলেন সুপ্রকাশ,
জগ মাঝে ব্যাপিত হইল।।

কবিরাজের পয়ার, ভাবের সমুদ্র সার,
অল্পজ্ঞে বুঝিবারে নারে।
কাব্য নাটক কত, পুরাণাদি শত শত,
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে।।
চৈতন্যচরিতামৃত, শাস্ত্র-সিন্ধু মথি কত,
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর, লভয়ে ভক্তি প্রচুর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ।।
শাস্ত্রের প্রমাণ যাঁর, লোকে মানে চমৎকার,
যুক্তিমার্গে সবে হার মানে।
গ্রন্থ আস্বাদন করি, নিজ নিজ মত ছাড়ি,
সবে হৈল জগৎ-পাবনে।।
গ্রন্থ আস্বাদ করাইয়া, রাধা-দাসী ভাব দিয়া,
গৌর-লীলা করিলেন প্রকাশ।
হেন গোসাঞির অনুক্রম, যে না জানে সে অধম,
সে কেবল ভুগিছে গর্ভবাস।।
যত মূর্খ বিদ্যাহীন, কুবিষয়ী নীচ দীন,
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মনিষ্ঠের গণ।
মুকুন্দেরে দয়া করি, কর নিজ-সহচরী,
দয়া করি দেহ স্বচরণ।।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সুচক

" দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীপাদ নরহরি।
পিয়াও গোরা-প্রেমামৃত মোরে কৃপা করি।।"

বন্দোঁ নরহরি লইয়া গাগরী নগরে নগরে ফিরে।
দুঃখী তাপী জনে, আপনার গুণে, বিতরল সকরুণে।।
(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশী)

(ক)

ভূমন-মণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে, মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর-গৌরাঙ্গ-সনে, বিলসয়ে রাত্রিদিনে , নাম ধরে নরহরি দাস।।
শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগরী, মধুর মাধুরী অনুপম।
অবনীতে অবতরি, পুরুষ-আকৃতি ধরি , পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম।।
মধুমতী মধুদানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে, মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ-নাগরে।
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ , বেদ বিধি পড়িল ফাঁপরে।।
যোগপথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ-সহোদর।
পাপিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গা পায়, শ্রীরঘুনন্দন-প্রাণেশ্বর।।

(খ)

গৌড়দেশে রাঢ় ভূমে, শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে , মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দ-দাস-সঙ্গে, শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে , ভক্তিতত্ত্ব জগতে লওয়ায়।।
শুনি মধুমতী নাম, নিত্যানন্দ বলরাম, সপার্ষদে দিলা দরশন।
দেখি অবধৌতচন্দ্র , হইলা পরমানন্দ, নতি করি বন্দিল চরণ।।
কহে নিত্যানন্দ রাম, শুনি মধুমতী নাম, আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি , নিকটেতে জল হেরি, সেই জল ভাজনে ভরিয়া।।
আনিয়া ধরিল আগে, মধু-স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ।।
মধুমতী মধুদান , সপার্ষদে করি পান, উনমত অবধৌত-রায়।
হাসে কান্দে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, উদ্ধব দাস রস গায়।।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের সূচক

"মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন।।"
"সকল মহান্তপ্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্য চন্দন।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র মাঘী শুক্লা পঞ্চমী অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমী)

(ক)—ধানশী।

প্রকট শ্রীখণ্ডে-বাস পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তিরে সেবা করিবার তরে
পুত্র রঘুনন্দনে ডাকি আনি।।
ঘরে আছে কৃষ্ণদেবা যত্ন করি খাওয়াইবা
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লঞা
গোপীনাথের সন্মুখে আইলা।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি বয়ঃ ক্রম শিশুমতি
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশ না রাখিয়া অবশেষ
সকল খাইলা অলক্ষিতে।।
আসিয়া মুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপু শুন সকলি খাইলা পুনঃ
অবশেষ কিছুই না রাখি।।
শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত-হৃদয়ে পুনঃ
আর দিন বালকে কহিয়া।

সেবা অনুমতি দিয়া　　বাড়ীর বাহির হৈয়া
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া।।
শ্রীরঘুন্দন অতি　　হৈয়া হরষিত-মতি
গোপীনাথে লাডু দিয়া করে।
খাও খাও করে ঘন　　অৰ্দ্ধেক খাইতে হেন
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে।।
যে খাইল রহে তেন　　আর না খাইল পুনঃ
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে　　গদগদ স্বরে বলে
নয়নে বরিখে ঘন লোর।।
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে　　অৰ্দ্ধ লাডু আছে করে
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই　　শ্রীরঘুনন্দন সেই
এ উদ্ধব দাস রস ভণে।।

(খ)—"সুহই"

শ্রীবৃন্দাবন,　অভিনব সুমদন,　শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখ বর,　বিমল সুধাকর,　উয়ল খণ্ড-সমাজে।।
জয় পঁহু নটন-কলারস-ধীর।
নিখিল মহোৎসব-,　গৌর-গুণার্নব-,　প্রেমময় সকল শরীর।।
রুচির তরুণতর,　নটবর শেখর,　পীতাম্বর-বরধারী।
গাই গাওয়ায়ত,　গৌর-গুণামৃত,　ভবভয়-খণ্ডনকারী।।
পদতল রাতুল,　পঙ্কজ নহ তুল,　পদনখ ইন্দু পরকাশে।
সো পদ রজনী দিনে,শয়নে স্বপনে মনে,　রায় শেখর করু আশ।।

(গ)—ধানশী।

পূরবে শ্রীদাম,　এবে অভিরাম,　মহাতেজ - পুঞ্জরাশি।

বাঁশী বাজাইতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, শ্রীখণ্ড-গ্রামেতে আসি।।
দেখিয়া মুকুন্দে, কহয়ে সানন্দে, কোথায় রঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে, আইলাম হেথাতে, আনি দেহ দরশন।।
শুনি ভয় পাঞা, রাখে লুকাইয়া, গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেহো নাহি ঘরে, বলি স্তুতি করে, অভিরাম গেল না দেখিয়া।।
বড়ডাঙ্গি নামে, স্থানে নিরজনে, নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন, শ্রীরঘুনন্দন, অলক্ষিতে মিলে আসি।।
দেখিয়া তাহারে, দণ্ডবত করে, দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দনে, করি আলিঙ্গনে, আনন্দ-আবেশে মাতে।।
তবে দুঁহু মেলি, নাচে কুতূহলী, নিজ-পঁহু-গুণ গাঞা।
চরণ ঝাড়িতে, নূপুর পড়িল, আকাই হাটেতে যাঞা।।
অভিরাম সনে, শ্রীরঘুনন্দনে, মিলন হইল শুনি।
সঘনে মুকুন্দ, হই নিরানন্দ, কান্দে শিরে কর হানি।।
পত্নীর সহিতে, বিষাদিত চিতে, আইলা দোঁহার পাশ।
দুহুঁ-নৃত্যগীত, দেখি হরষিত, ভণয়ে উদ্ধব দাস।।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সূচক

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।
দয়াকর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র কার্তিকী শুক্লা অষ্টমী)

(ক)

ও মোর জীবন-প্রাণ, পরম করুণাবান,
আচার্য্য-ঠাকুর শ্রীনিবাস।

জিনিয়া-কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ।।
চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত,
কহিতে কি জানি গুণগণ।
অলপ বয়স হৈতে, বিদ্যায় নিপুণ-চিতে,
চিন্তে সদা চৈতন্য-চরণ।।
একদিন রাত্রিশেষে, শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে,
নিতাই চাঁদেরে সঙ্গে লঞা।
শ্রীনিবাস-পাশে আসি, স্বপ্নছলে হাসি হাসি,
কহে শ্রীনিবাস-মুখ চাঞা।।
যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা শ্রীরূপ-সনাতন,
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
বিতরিব তোমা দ্বারে, এত কহি বারে বারে,
নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ।।
হেন কালে স্বপ্ন ভঙ্গ, ধরিতে নারয়ে অঙ্গ,
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।
নীলাচল গৌড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে,
বৃন্দাবনে গমন করিলা।।
কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অলপ দিনে,
মথুরা নগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, এ দোঁহার অদর্শন,
শুনি তথা মূর্চ্ছিত হইল।।
কাঁদয়ে চেতন পাঞা, কহে ভূমে লোটাইয়া,
হা হা প্রভু শ্রীরূপ-সনাতন।

কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এসব খেলা,
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন।।
ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি শ্রীরূপ-সনাতন,
স্বপ্নছলে আসি প্রেমবশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লঞা, নেত্রবারি নিবারিয়া,
কহে অতি সুমধুর ভাষে।।
শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্ম সমর্পণ,
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
ঐছে দেখা দিব দুই জনে।।
এত কহি অদর্শন, হৈল শ্রীরূপ-সনাতন,
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেমধারা দু'নয়নে,
বৃন্দাবনে শোভা নিরখিয়া।।
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে,
গোস্বামিগণেরে মিলাইল।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে, অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে,
শ্রীগোপালভট্ট শিষ্য কৈল।।
শ্রীজীব গোসাঞির যত, স্নেহ কে কহিবে কত,
করাইলা শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
শ্রীনিবাস আনন্দ-মনে, প্রিয় নরোত্তম সনে,
কিছু দিনে হইল মিলন।।
নরোত্তমে লঞা সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে,
গোবিন্দের আজ্ঞা-মালা পাঞা।

গোস্বামীর গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা।।
গৌর-প্রেমসুধা পানে, সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে,
জগতে ঘোষয়ে যশ যাঁর।
কহে নরহরি দীনে, উদ্ধারে আপন-গুণে,
এমন দয়াল নাহি আর।।

(খ)

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইলা মন আশ,
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয়-কীট, বড়ই লাগিত মিঠ,
ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার।।
করিতুঁ গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন, সব লাগে উচাটন,
এমতি তোমার ব্যবহার।।
রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরা-পদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধারমণ সহ , দেখাইলা কুঞ্জগেহ ,
জানাইলা দুঁহু প্রেমরীত।।
কালিন্দীর কূলে যাই, সখীগণে ধাওয়া ধাই ,
রাই-কানু বিহরই সুখে।
এ বীর হাম্বীর-হিয়া, ব্রজভূমি সদা ধেয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে।।

(গ)

অনুখণ গৌর, প্রেমরসে গর গর,
ঢর ঢর লোচনে লোর।

গদ গদ ভাষ, হাস ক্ষণে রোয়ত,
আনন্দে মগন সঘনে হরিবোল।।
পহুঁ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রামচন্দ্র পহুঁ বিহরত, সঙ্গে নরোত্তম দাস।।
ব্রজপুর চরিত, সতত অনুমোদই,
রসিক ভক্তগণ পাশ।
ভকতি-রতন-ধনে, যাচত জনে জনে,
পুনঃ কি গৌর পরকাশ।।
ঐছে দয়াল, কবহুঁ নাহি হেরিয়ে,
ভুবন-চতুর্দ্দশ মাঝে।
দীন হীন পতিতে, পরম পদ দেওল,
ধরণী বঞ্চিত নিজ-কাজে।।

(ঘ)

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন হীন-তারণ, প্রেম রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম।।
কাঞ্চন-বরণ, হরণ তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি, কহত ভাগবতে,
ঐছে বরণ তনু সাজে।।
নিজ-নিজ-ভকত পারিষদ সঙ্গতি,
প্রকটহিঁ চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত,
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।।

যুগল-ভজন গুণ, লীলা রস আস্বাদন,
গ্রন্থ কলপতরু হাতে।
তুয়া বিনা অধমে, শরণ কো দেওব,
গোবিন্দ দাস অনাথে।।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সূচক

"নরোত্তম ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া বিচার।
বৈষ্ণব-জগতে যাঁর তুলনা নাই আর।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী)

(ক)

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়,
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ-কুসুম জনু,
জিনিয়া কনক দেহ-জ্যোতি।।
অলপ বয়স তায়, কোন সুখ নাহি ভায়,
গোরা-গুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হঞা,
গমন করিলা ব্রজপুরে।।
প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ-মনে,
লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাথ,
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল।।
নরোত্তম-চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী,
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য-সনে, যে মর্ম্ম তা কেবা জানে,
প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ।।

শ্রীরাধাবিনোদ দেখি, সদাই জুড়ায় আঁখি,
প্রভু-লোকনাথ-সেবা-রত।
ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে, মহানন্দ বাড়ে মনে,
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত।।
প্রভু-অনুমতি-মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে ,
শ্রীগৌড়-মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু-অনুগ্রহ-বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে,
ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা।।
কিবা সে মধুর রীতি, খেতরী-গ্রামেতে স্থিতি,
সেবে গৌর-শ্রীরাধারমণ।
শ্রীবল্লবীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহন।।
এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন,
শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে , নরোত্তম মহারঙ্গে,
ভাসে সদা আনন্দ-হিল্লোলে।।
নরোত্তম-গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত,
প্রেমবৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌরচন্দ্র ,
নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে।।
গৌরগণ-প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি,
বৈষ্ণব-সেবনে যাঁর ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান, কারে বা না করে দান,
নির্ম্মল-ভকতি-চিন্তামণি।।
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
বিহ্বল হইয়া প্রেমরসে।

অলৌকিক ক্রিয়া যাঁর , হেন কি হইবে আর,
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে।।
কহে নরহরি হীন, হবে কি এমন দিন,
নরোত্তম-পদে বিকাইব।
সঘনে দুবাহু তুলি , প্রভু নরোত্তম বলি ,
কাঁদিয়া ধুলায় লোটাইব।।

(খ)

জয় রে জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেমভকতি-মহারাজ।
যাঁকো মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ।।
প্রেম-মুকুটমণি, ভূষণ-ভাবাবলী,
অঙ্গহিঁ অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ-আসন, খেতরি-যাহা বৈঠত,
সঙ্গহিঁ ভকত-সমাজ।।
সনাতন-রূপ-কৃত গ্রন্থ শ্রীভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা-মাধব, যুগল-উজ্জ্বলরস,
পরমানন্দ সুখসার।।
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনরত, বিষয়রস-উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ জ্ঞান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান।।
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন,
তাক গৌরব করু আপ।

সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ।।
অভকত-চৌর, দূরহিঁ ভাগি রহু,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেওল ভকতি-ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।।

(গ)

নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার অগ্রগণ্য,
অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ , দয়াতে অতি গরিষ্ঠ,
ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার।।
চন্দ্রিকা পঞ্চম সার , তিন মণি সারাৎসার,
গুরুশিষ্য-সংবাদ-পটল।
ত্রিভুবনে অনুপম, "প্রার্থনা" গ্রন্থের নাম,
"হাটপত্তন" মধুর কেবল।।
রচিলা অসংখ্য পদ, হঞা ভাবে গদ গদ,
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাহা গান করে,
সেই জানে পদের গৌরব।।
সদা সাধু-মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্য আসি পুনি,
নরোত্তম-রূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার, বল্লভে করহ পার,
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা।।

শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামিপাদের সূচক

" বন্দিলাম শ্যামানন্দ প্রভুর চরণ।
শ্রীমতীর নূপুর পাইল নিকুঞ্জ কানন।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদ)

(ক)

ও মোর পরাণ-বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,
সদাই বিহ্বল গোরা-গুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে।।
হৃদয়চৈতন্যে দেখি, অঝোরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্ম-সমর্পণ,
এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া।।
দেখি শ্যামানন্দ-রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি-রীতি,
নিতাই-চৈতন্যে সমর্পিল।।
কতক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈল ধন্য,
যাত্রাকালে আজ্ঞামালা দিলা।।
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে,
সোঙারিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কতক দিনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
বহুতীর্থ করিয়া ভ্রমণ।।

দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য,
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হৈয়া নেত্র-জলে, লোটায় ধরণীতলে,
বিপুল পুলকময় দেহা।।
গিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনে, কৈল যা আছিল মনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমে বিহ্বল হৈলা, দেখি অনুগ্রহ কৈলা,
শ্রীদাস-গোসাঞি গুণরাশি।।
শ্রীজীব-নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা,
তেঁহো কৃপা কৈল বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হইল,
হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হৈতে।।
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া,
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায়।।
পাষণ্ড-অসুরগণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
কারে বা না কৈলা ভক্তি দান।
অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে,
কেবা না পাইল পরিত্রাণ।।
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত ,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর-সঙ্গে , বিলসে পরম-রঙ্গে ,
উৎকলে সুখের নাহি সীমা।।

যে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মুরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু .
হবে কি এ নয়ন-গোচর।।

(খ)

জয় প্রভু শ্যামানন্দ করুণা-নিধান।
হেন প্রভু কোথা গেলা করে অনাথিন।।
হেন প্রভু কোথা গেলা না দেখিয়ে আর।
এবে শূন্য হল মোর সকল সংসার।।
কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।
কার সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া।।
কার সঙ্গে করিব আর তীর্থ-পর্য্যটন।
কে মোরে লইয়া যাবে শ্রীবৃন্দাবন।।
আর না দেখিব সে চরণ দুখানি।
এত বলি রসিকানন্দ লোটায় ধরণী।।
রসিকের অনুরাগ কহনে না যায়।
যাঁর অনুরাগ শুনি পাষাণ মিলায়।।
মোরে দয়া কর প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
দয়ার ঠাকুর তুমি ত্রিভুবনে গায়।।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীর সূচক

" চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।
শিবানন্দের তিন পুত্র প্রভুর ভক্তশূর।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র ভাদ্রী শুক্লা চতুর্দ্দশী)

কবিকুল-মুকুটমণি, কর্ণপুর খ্যাতি নাম্নি,
শিবানন্দ সেনের তনয়।

কুমারহট্ট কাঁচরাপাড়া, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ পারা,
সেই গ্রামে তাঁর জন্ম হয়।।
যে কালেতে নীলাচলে, শিবানন্দ সেন চলে,
সঙ্গে ছিল গৃহিণী তাঁহার।
সেই কালে কর্ণপুর, গর্ভেতে ছিল মাতার,
আসি মিলে চরণে প্রভুর।।
এবারে যে হবে কুমার, শিবানন্দ সেন তোমার,
পুরীদাস নাম রেখ তার।
কত দিনে কর্ণপুর, দেশে জন্ম হৈল তার,
পুরীদাস নাম রাখে তার।।
তার কতক দিন পরে, তিন পুত্র সঙ্গে করে,
শিবানন্দ গেল নীলাচলে।
ছোট পুত্র দেখি কাছে, প্রভু তার নাম পুছে,
পুরীদাস সেন জানাইল।।
শিশু দেখি প্রীত মনে, প্রভু রঙ্গ করি তানে,
পুরীদাস নাম বলি ডাকে।
শিবানন্দ সেইকালে, প্রভুপদে মিলাইলে,
প্রভু দিল পদাঙ্গুষ্ঠ মুখে।।
সপ্তম বয়স্ক যবে, শিশু ভার্য্যা সঙ্গে তবে,
সেন চলে পুনঃ নীলাচলে।
বালক গৃহিণী লৈয়া, প্রভু পাশে সেন আসিয়া,
প্রভুর চরণে মিলাইলে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ, প্রভু বার বার কহে,
তবু কৃষ্ণনাম না উচ্চারে।
শিবানন্দ কৈল যত্ন, কহাইতে নাম-রত্ন,
বালক নাম তবু নাহি বলে।।

স্বরূপে কহেন প্রভু, এহো নাম না লয় তভু,
স্থাবর জঙ্গমে কঁহাইল।
ইহায় আমি নারিলাম, কহাইতে কৃষ্ণনাম,
তবে স্বরূপ কিছু নিবেদিল।।
স্বরূপ কহে প্রভু শুন, যাহা তুমি কহ পুনঃ,
কৃষ্ণনাম মন্ত্র যে মানিয়া।
মন্ত্র পাইয়া কোনজন, কারে নাহি প্রকাশেন,
জপে মন্ত্র মনেতে রাখিয়া।।
এই ইহার মন-কথা, আমি কহি মর্ম্মকথা,
তে কারণে মুখে না বলয়ে।
আর দিন প্রভু বলে, পুরীদাস পড় বলে,
এক শ্লোক তেঁহো প্রকাশয়ে।।
সাত বৎসরের শিশু, অধ্যয়ন নাহি কিছু ,
শ্লোক বলে লোকে চমৎকার।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, মহিমা দেখ অপার,
ব্রহ্মা আদি নাহি পায় পার।।
জগ জীবে করুণা করি, গোসাঞি বহু গ্রন্থ করি,
গ্রন্থ হৈল অতি মহাশূর।
যেবা পড়ে গ্রন্থ সব, তাঁর তত্ত্ব জানে সব,
না জানে কেহ জীব ইতর।।
আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, আর্য্যশতক আর কৌস্তুভ,
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক আর।
শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকা নাম, কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী নাম,
চৈতন্যচরিত কাব্য আর।।

সংক্ষেপে গোসাঞির গুণ, গাই তার গুণকীর্ত্তন,
মনে হয় বড় অভিলাষ।
কৃপাদৃষ্টি রাখ মোরে, তব গুণ গাইবারে,
নিবেদয়ে বৈষ্ণবদাস।।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর সূচক

" কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি।।"
(তিরোভাব তিথি—আশ্বিনী পূর্ণিমা বা রাস পূর্ণিমা)
যথারাগ।

গোসাঞি শ্রীকাশীশ্বর , যাঁর মূর্ত্তি মনোহর,
মহা-বলবান মহাশয়।
নীলাচলে মহারঙ্গে, মিলিলা প্রভুর সঙ্গে,
প্রভু বিনে অন্য না জানয়।।
জগন্নাথ-দরশনে, নিত্য যান প্রভু সনে,
কি কহিব পরাক্রম তাঁর।
প্রেমে ডগমগি তনু, গুণের সমুদ্র জনু,
সুখময় পণ্ডিত উদার।।
কতেক দিবস পরে, প্রভু কহে কাশীশ্বরে,
তুমি শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
শুনিতেই ধারা বহে, কাতর হইয়া কহে,
তোমা বিনে না রহে জীবন।।
তিলেক না দেখিলে প্রাণ, করে অতি আনচান,
কেমনে যাইব দূরদেশ।
আজ্ঞা হয় কাছে থাকি, এ রূপ-মাধুরী দেখি,
নহিলে দুঃখের নাহি শেষ।।

শুনিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর, প্রেমভরে গরগর,
করে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন।
নিজ-প্রতিমূর্ত্তি দিয়া, কহেন আনন্দ হৈয়া,
ঐছে সদা পাবে দরশন।।
তুয়া সঙ্গে কব কথা, ঘুচাব মনের ব্যথা,
ঐছে মাগি করিব ভোজন।
দুই দেহ ভিন্ন নয়, জান এই সুনিশ্চয়,
সব বাঞ্ছা হইবে পূরণ।।
গোবিন্দের সেবা তথা, করিবে আনন্দে সদা,
পাঠাইব নিজ সমাচার।
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রেমে গরগর তথা,
নয়নে বহয়ে জলধার।।
প্রভু দয়াযুক্ত হইয়া, কাশীশ্বর-পানে চাইয়া,
উঠাইলা দুই ভুজ ধরি।
পুনঃ পুনঃ করে কোলে, ভাসে দুই নেত্র জলে,
প্রেমের বালাই লয়ে মরি।।
প্রেম-ভরে গরগর, চলিলেন কাশীশ্বর,
গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ হিয়ায় ধরি।
কত দিন বৃন্দাবনে, প্রবেশিলা হর্ষমনে,
বন-শোভা দেখে নেত্র ভরি।।
শ্রীরূপ আছেন যথা, শীঘ্র করি গেলা তথা,
সবাকার মহাসুখ হইল।
শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি দেখি, সবার সজল আঁখি,
ভাবাবেশে কতই হইল।।
সবাই উল্লাস-চিতে, শ্রীগোবিন্দের দক্ষিনেতে,
বসাইলা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।

বিস্তারিতে নারি গুণ, গোবিন্দের সেবা পুনঃ,
সমর্পণ কৈল কাশীশ্বরে।।
গোসাঞির অপূর্ব্ব রীত, সেবায় অদ্ভুত প্রীত,
সতত রহয়ে সাবধান।
শ্রীগৌর-গোবিন্দ দেখি, প্রফুল্ল যুগল আঁখি,
নিরন্তর আনন্দ পরাণ।।
বাড়য়ে অদ্ভুত প্রেমা, নাহিক যাহার সীমা,
কখন হাসয়ে নাচে কান্দে।
কভু ভূমে গড়ি যায়, কভু করে হায় হায়,
মহাধীর ধৈরয না বান্ধে।।
মহা উনমত্ত হৈয়া, দুই ভুজ পসারিয়া,
গোবিন্দেরে করে আলিঙ্গন।
ঐছে ভাব নিতি নিতি, দেখিয়া বিস্ময় অতি,
হইলা শ্রীরূপ-সনাতন।।
প্রভুর নিকটে তার, পাঠাইলা সমাচার,
শুনিয়া বিস্মিত প্রভুর মন।
হরিদাস গোসাঞিরে, শীঘ্র পাঠাইলা তারে,
করিলেন সেবা সমর্পণ।।
গোসাঞি শ্রীকাশীশ্বরে, সবাই মর্য্যাদা করে,
অদ্ভুত যাঁহার মহিমা।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর, বিশেষ খেয়াতি তাঁর,
কি কহিব বৈরাগ্যের সীমা।।
গোসাঞি আপনে গুণে, উদ্ধারে অধম জনে,
দান করে প্রেমামৃত-ধন।

দীন নরহরি দাসে, বঞ্চিত আপন দোষে,
পাপেতে ভ্রমই অনুক্ষণ।।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের সূচক

"মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্য-বিনোদী।।"(বৈঃ বন্দনা)
"জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত।।" (চৈঃ ভাঃ-১।৫)
"ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে।।" (চৈঃ চঃ ১।১৪)
(তিরোভাব তিথি— গৌণচান্দ্র পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া)

যথারাগ।

জগদীশ পণ্ডিত জয় জয়।
গোঘাট-নিবাস ছাড়ি, জগন্নাথ-মিশ্র-বাড়ী,
যেঁহ আসি করিলা আশ্রয়।।
অনুজ মহেশ লৈয়া, সঙ্গেতে দুখিনী জায়া,
মিশ্রের সহিত সখ্য-ভাব।
শচী মা দুখিনী-সনে, সখ্যতা আনন্দ-মনে,
সদা ভক্তিরসের আলাপ।।
কতেক দিবস পরে, জগন্নাথ-মিশ্র-ঘরে,
মহাপ্রভু হৈল অবতীর্ণ।
একাদশী-ব্রত জানি, খাইলা নৈবেদ্যখানি,
তাহাতে জানিলা ভক্তি চিহ্ন।।
ঈশ্বর-লক্ষণ দেখি, পণ্ডিত হৈলা মহাসুখী,
সেবা করে বাৎসল্যের রসে।

দুখিনী পিয়ায় স্তন, ক্রেড়ে করি সর্ব্বক্ষণ,
মুখ দেখি আনন্দেতে ভাসে।।
তবে কত দিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কৈল,
জগদীশ দুঃখীত হৃদয়।
গৌরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি,
নীলাচলে করিলা বিজয়।।
নাচি জগন্নাথ-আগে, ভক্তি কৈল অনুরাগে,
জগন্নাথ স্বপনে কহিল।
বর লেহ মোর ঠাঁই, যাহা চাহ দিব তাই,
পণ্ডিত বর মাগিয়া লইল।।
তব পূর্ব্ব কলেবর, মোরে দাও এই বর,
শুনি প্রভু প্রসন্ন হইলা।
রাজা-স্থানে দেয়াইল, কান্ধে করি লৈয়া আইল,
যশোড়ায় প্রকট করিলা।
মহাপ্রভু জগন্নাথে, দেখিয়া বিস্মিত-চিতে,
পণ্ডিতে কহে মৃদু ভাষ।
তুমি এই স্থানে রহ, মোরে তুমি আজ্ঞা দেহ,
আমি করি নীলাচলে বাস।।
শুনিয়া দুখিনী কাঁদে, কেশ-পাশ নাহি বান্ধে,
যেন ক্ষেপা পাগলিনী-প্রায়।
তবে প্রভু বাল্য-রসে, জানিয়া ভকতি-বশে,
সেই তনু হৈল দুই কায়।।
তবে এক তনু নিল, গৌরগোপাল নাম থুইল,
সেবা করে বাৎসল্যের ভাবে।
এইমত দিবানিশি, কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাসি,
নিস্তারিল আপন প্রভাবে।।

পণ্ডিত গোসাঞির গুণে, কে করিবে বাখানে,
যাঁর শাখা রঘুনাথাচার্য্য।
যাঁর পিতা ভগবান্, খঞ্জন আচার্য্য নাম,
মালিপাড়ায় প্রকাশিল আর্য্য।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সঙ্গে লৈয়া ভক্তবৃন্দ,
যশোড়া-আলয়ে সদা বাস।
বৈষ্ণবের আদেশে, পাইয়া কিছু সবিশেষে,
বিরচিল গদাধর দাস।।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সূচক

"রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
তবে নরোত্তম হয় ধন্য।।"—ঠাকুর-নরোত্তম

যথারাগ।

প্রভু মোর রামচন্দ্র, সেন চিরঞ্জীব পুত্র,
জন্মভূমি শ্রীখণ্ডে যাঁহার।
মাতামহ-দেহ অন্তে, অনুজ গোবিন্দ সাথে,
স্থিতি যার কুমার নগর।।
(একদিন) যাজিগ্রামে বৃক্ষমূলে, কৃষ্ণকথা কুতূহলে,
ভক্তসনে আচার্য্য ঠাকুর।
রামচন্দ্র হেনকালে, বিবাহান্তে নিজালয়ে,
ফিরিলেন মূরতি মধুর।।
হেরি তার রূপঠাম, শ্রীআচার্য্য গুণধাম,
কহিছেন উদ্দেশে তাঁহার।

অপূর্ব্ব এ রূপ ধন্য, নহে আত্মভোগ জন্য,
যোগ্য শুধু গোবিন্দ সেবার।।
সংসার বিষয় কূপে, ডুবাইতে সর্ব্বজীবে,
মায়ার মূরতি এই নারী।
কৃষ্ণ-দাস্য ভূলাইতে, নরক যন্ত্রণা দিতে,
পুরুষ রতনে লয় হরি।।
আচার্য্য বচন শুনি, রামচন্দ্র গুণমণি,
গৃহে গিয়া উৎসাহ না পান।
সদা প্রাণ উচাটন, কভু স্থির নহে মন,
মানে গৃহ অনল সমান।।
সবাকার অলখিতে, অতি বেয়াকুল চিতে,
আসি নিশিযোগে যাজ়িগ্রামে।
ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায়, কাঁদি তিঁহ উভরায়,
পড়িলেন আচার্য্যচরণে।।
হেরি প্রভু প্রেমভরে, রামচন্দ্রে বক্ষে ধরে,
অশ্রু-নীরে সিক্ত কলেবর।
কহিলা মধুর বাণী, কৃষ্ণ মোর কৃপাখনি,
ছুটাইলা সংসার তোমার।।
রামচন্দ্র সযতনে, রাখি নিজ সন্নিধানে,
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিলা।
গৌরগণ সুসম্মত, ভকতি সিদ্ধান্ত যত,
কৃপা করি সব জানাইলা।।
প্রভু-কৃপা হৃদে ধরি, সদা চিন্তে গৌরহরি,
মন-প্রাণ আকুল সদায়।
নরোত্তম সঙ্গ পাবে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে,
স্বপ্নে গৌর কহেন তাঁহায়।।

তেলিয়া-বধূরি গ্রাম, গঙ্গা-পদ্মা মধ্যস্থান,
শ্রীখেতুরী সন্নিকট স্থিতি।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ সনে,
তাহা আসি করিলা বসতি।।
নিজালয়ে পিণ্ডোপরে, উৎকণ্ঠিত অন্তরে,
রামচন্দ্র আছেন বসিয়া।
হেনকালে আচম্বিতে, নরোত্তম অতি প্রীতে,
মিলিলেন তথায় আসিয়া।।
দোঁহে দোঁহা মুখ দেখি, ফিরাইতে নারে আঁখি,
প্রেম জলে ভাসে দু 'নয়ন।
রামচন্দ্র নরোত্তমে, কৈল দণ্ড পরণামে,
তিঁহ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।
নরোত্তম সঙ্গে তাঁর, যেবা প্রীতি ব্যবহার,
বর্ণিবারে নাহিক শকতি।
ক্ষণমাত্র অদর্শনে, যুগসম করি মানে,
যাচে দোঁহে দোঁহার সংহতি।।
কৃষ্ণকথা নিরন্তর, আস্বাদয়ে পরস্পর,
কভু কাঁদে গোরা গুণ স্মরি।
ভাবে গর গর মন, প্রেমাবেশে অনুক্ষণ,
পিয়ে কৃষ্ণ-বিগ্রহ মাধুরী।।
শ্রীআচার্য্য প্রিয়তম, নরোত্তম প্রাণ যেন,
রামচন্দ্র কবিরাজ সেই।
অদ্ভুত চরিত্র তাঁর, শুনি লাগে চমৎকার,
উল্লাসেতে কথা এক কই।।
নিশিতে আচার্য্য সঙ্গে, আঙ্গিনাতে ফিরে রঙ্গে,
রজ্জু এক আছিল তথায়।

রামচন্দ্র জানে তাহা, প্রভু কহে সর্প ইহা,
তিঁহ সর্প মানয়ে তাহায়।।
কহে বটে সর্প হয়, পুনঃ প্রভু কহে নয়,
ইহ রজ্জু দেখহ নিশ্চয়।
সর্প স্থানে ততক্ষণ, পুনঃ রজ্জু দরশন,
করে রামচন্দ্র মহাশয়।।
শ্রীগুরু বাক্যে নিষ্ঠা তাঁর, ত্রিভুবনে পরচার,
এই বাক্য হয় সুপ্রমাণ।
যথা গুরুপদে রতি, তুলনা নাহিক কতি,
শুনহ সে অপূর্ব্ব কথন।।
শ্রীঅচার্য্য লীলা-ধ্যানে, মগ্ন ছিলা নিকেতনে,
বাহ্য জ্ঞান নাহি ছিল তাঁর।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া আদি, আকুল হইলা কাঁদি,
চিন্তান্বিত মন সবাকার।।
রামচন্দ্র হেনকালে, আসি উপনীত হ 'লে,
শুনি তার সব বিবরণ।
করি দণ্ড-পরণামে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা ধ্যানে,
বসিলেন নিকটে তাহান।।
ধরি নিজ সিদ্ধদেহ, গুরুরুপা সখীসহ,
মিলিলেন শ্রীযমুনা নীরে।
দেখি সখী-আজ্ঞামতে, খুজিছেন একচিতে,
শ্রীমতীর নাসার বেসরে।।
তবে দুই সখী মিলি, হয়ে অতি কুতূহলী,
খুঁজি তথা পদ্মপত্র তলে।

পাইয়া বেসর-মণি, আনন্দেতে পুনি পুনি,
বক্ষে শিরে ধরে পরস্পরে।।
শ্রীগুণমঞ্জরী করে, দোঁহে সমর্পণ করে,
শ্রীগুণমঞ্জরীরে দিলা।
তিঁহ শীঘ্র শ্রীমতীরে, পরাইলা সে বেসরে,
সবে অতি আনন্দ লভিলা।।
শ্রীরাধিকা হৃষ্ট মনে, চর্ব্বিত তাম্বুল দানে,
তুষিলেন নব সখীদ্বয়ে।
তাঁহার অধরামৃত, পাই দোঁহে ফুল্লচিত,
'রাধে জয়' ধ্বনি উচ্চারয়ে।।
বাহ্য হৈল হেন মতে, দেখিলা তাম্বুল হাতে,
সৌরভেতে ভরিল আলয়।
শ্রীমুখ-তাম্বুল পাইয়া, অতি উল্লসিত হৈয়া,
সবে রামচন্দ্র গুণ গায়।।
অভিন্ন আচার্য্য-প্রাণ, রামচন্দ্র-গুণধাম,
উচ্চৈঃস্বরে সকলেই বলে।
গুরুপদে বিকাইতে, মন প্রাণ সমর্পিতে,
কেহ শুনিয়াছে কোন কালে।।
যেই সঙ্গ-সুখ লাগি, নরোত্তম অনুরাগী,
সকাতরে করেন প্রার্থন্।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, রাম চন্দ্র সঙ্গ যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য।।
বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা।।

পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম বৃথা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল।।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ নাকি মিলিব আমারে।।
না দেখিয়া সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ শরে কুরুঙ্গিনী যেন।
আঁলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন।।

শ্রীরামচন্দ্র (রামাই) গোস্বামীর সূচক

" যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই।।"
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসম গোপীকার মনোরম
মুরলী আছিলা যিঁহ ব্রজে।
শ্রীচৈতন্য অবতারে ছকড়ি চট্টের ঘরে
অবতীর্ণ হৈলা গৌর মাঝে।।
ভুবনেতে অনুপম, শ্রীবংশীবদন নাম
প্রকাশিলা হৈয়া দ্বিজমণি।
করিয়া বিবিধ লীলা কতদিন বিহরিলা
অন্তর্দ্ধান হৈলা আপনি।।
তাহার নন্দন দুই চৈতন্য নিতাই এই
চৈতন্য দাসের ঘরে আসি।

পুনরপি জনমিলা দ্বিজে ভক্তি শিখাইলা
রামচন্দ্র নাম পরকাশি।।
দয়াল ঠাকুর মোর অপার করুণা তোর
তুয়া বিনু আর নাহি গতি।
প্রেমদাস অভাগারে কৃপাকরি এই বারে
তিলেক রহুক তুহুঁ খ্যাতি।।
পহুঁ মোর রাম নয়নাভিরাম
কষিত কাঞ্চন তনু।
নিরমিল বিধি রূপের অবধি
প্রেমের মুরতি জনু।।
কমল নয়ান ও চান্দ বয়ান
জিনিয়া শারদ চান্দ।
কুন্দ জিনি রদ বাণী গদ গদ
স্মিতসুধা অনুবন্ধ।।
গৌর প্রেমাবেশে কি রাত্রি দিবসে
চিত্তে আন নাহি ধরে।
নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ
বলিতে নয়ান ঝুরে।।
জাহ্নবা চরণ একান্ত শরণ
হৃদয় রতন যাঁর।
সদাই সেবন অতি অনুপম
বৃন্দাবনে পরচার।।
মায়ের বিচ্ছেদে যমুনার হ্রদে
দুঃখে পরবেশ করে।
তা হেরি মা মোর কহে সুমধুর
ভাসিয়া নয়ন নীরে।।

আরে একি হায় করিতে যুয়ায়
ঐছে অনুচিত কাম।
তোমা ছাড়া আমি নাহি জান তুমি
ওরে মোর প্রিয় রাম।।
এতেক কহিয়া রাম কৃষ্ণে লৈয়া
করিলেন সমর্পণ।
শ্রীমুখ বচন করিতে পালন
পুনঃ করিলা যতন।
বাঘ্নাপাড়া ধাম অতি অনুপাম
কানাই বলাই সেবা।
জাহ্নবা ভকতি জগতে প্রকাশি
প্রেম না পাইল কেবা।।
এমন করুণ না হেরি কখন
নিশ্চয় জানিহ ভাই।
প্রেমদাস কয় ব্যাঘ্রে প্রেম দেয়
এত কভু শুনি নাই।।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সূচক

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র জয় জগতারণ

জয় ঠাকুর অভিরাম প্রেম ভকতি গুণধাম
কৃপা কর অধম জনেরে।
মুঞি পামর জনে বড় আশা করি মনে,
তুয়া গুণ গাইবার তরে।।
কৃষ্ণ লীলায় ব্রজপুরে জন্ম বৃষভানুপুরে
শ্রীদাম চন্দ্র বলি নাম যাঁর।
শ্রীরাধার সহোদর প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের
সদা সখ্য ভাবেতে বিভোর।।

কৃষ্ণ সঙ্গে গোচারণে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে
লুকচুরি খেলা আরম্ভিল।
অতি কৌতুহল চিতে গোবর্দ্ধন কন্দরেতে
সুগোপনে লুকায়া রহিল।।
কৃষ্ণলীলা অন্তর্হিত গৌরলীলা প্রকাশিত,
শ্রীদাম চন্দ্র তাহা না জানিল।
তবে শ্রীদাম ভাবে মনে হইল যে বহুক্ষণে
কেহ মোরে তল্লাস না কৈল।।
তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ মিলিলেন গৌরচন্দ্র,
আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ পুরে।
দেখিল সকলে আইলা শ্রীদাম চন্দ্র না আইলা
রহিল গোবর্দ্ধন কন্দরে।।
চিন্তিয়া আপন মনে গুপ্তে আসি বৃন্দাবনে
গিরি গোবর্দ্ধনেতে আইল।
গিরি কন্দরেতে গিয়া ডাকে শ্রীদাম বলিয়া
শ্রীদাম চন্দ্র বাহির হইল।।
কে তুমি হেথায় আইলে শ্রীদাম বলি ডাকিলে,
সব প্রাণী ছোট দেখি কেনে।
নিত্যানন্দ বলে শুন দ্বাপর হৈল অবসান,
ছোট হৈল কলির কারণে।।
গুহাতে লুকায়া রৈলা তুমি কিছু না জানিলা,
তোর দাদা আমি বলরাম।
শুনিয়া শ্রীদাম বলে আমি দৌড়ি যাব চলে,
ধরিতে পারিলে জানি রাম।।
দৌড়ি শ্রীদাম চন্দ্র ধাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ,
স্কন্ধদেশে তাহারে ধরিল।

স্কন্ধ ধরি দুই করে ঝুকাইয়া তাহারে
আপন মত ছোট যে করিল।।
তবে নিত্যানন্দ রাম নাম দিল অভিরাম
সখ্যভাবে দোঁহে আলিঙ্গিল।।
নবদ্বীপে গৌরলীলা যে প্রকারে প্রকাশিলা,
সব কথা তাহারে কহিল।।
কানাই হৈল গৌর নিত্যানন্দ নাম মোর,
সখাগণ সব জনমিল।
তোমায় নিতে আইনু আমি মোর সঙ্গে চল তুমি,
সত্বরে কানাই সঙ্গে মিল।।
এত শুনি ত্বরান্বিতে বংশীবেত্র লইয়া হাতে
নিত্যানন্দ সঙ্গেতে চলিল।
আসি নবদ্বীপ পুরে মিলিল শ্রীগৌরাঙ্গেরে,
সখ্যভাবে আলিঙ্গিন কৈল।।
গৌরাঙ্গের ভক্তগণে মিলিল সবার সনে,
নিজ পরিচয় জানাইল।
এই মোর পরিচয় অভিরাম নাম হয়
বৃন্দাবন হইতে আইল।
ভক্তসনে গৌরচন্দ্র অভিরাম নিত্যানন্দ
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈল।
সে প্রেম আনন্দ সিন্ধু না পাইনু একবিন্দু,
হরিদাস বঞ্চিত হইল।। ১।।
শ্রীঠাকুর অভিরাম নবদ্বীপ পুরে।
ভক্ত সঙ্গে গৌরাঙ্গের সংহতি বিহরে।।

দণ্ডবৎ করয়ে যতেক বিগ্রহ দেখিয়া।
সহিতে না পারে ঠাকুর যায়ত ফাটিয়া।।
যত শিশু হয় গৌর পরিকর ঘরে।
দণ্ডবৎ করে শিশু কহিতে না পারে।।
বীরচন্দ্র জন্মের কথা শ্রবণ করিয়া।
দণ্ডবৎ করে তাঁর নিকটে যাইয়া।।
হাঁসি বালক বীরচন্দ্র চরণ দোলায়।
চরণ লাগিল অভিরামের মাথায়।।
অভিরাম বলে এই প্রভু মোর হয়।
সত্যকরি কহিলাম জানিহ নিশ্চয়।।
এইরূপে অভিরাম সর্ব্বত্র বিহরে।
বাস কৈল খানাকুল কৃষ্ণ নগরে।।
শ্রীগোপীনাথের সেবা স্থাপন করিল।
প্রেমানন্দে গোপীনাথের সেবন করিল।।
পুরবে নিজশক্তি মালিনী প্রকাশিল।
এবে সেই মালিনী নদীতীরে মিলিল।।
যোলসাঙ্গীর কাষ্ঠ এক নদীতীরে পাইল।
করে ধরি বংশী করি বাজাইতে লাগিল।।
মালিনীর সঙ্গে লৈয়া নিজ ঘরে আইল।
মালিনী আত্ম বুদ্ধে তাঁরে সেবা করিল।।
একদিন অভিরাম গৃহে গৌরচন্দ্র।
ভোজন করয়ে সঙ্গে লৈয়া ভক্তবৃন্দ।।
প্রেমভরে মালিনী পরিবেশন করে।
অলৌকিক ভাব সবে দেখিলে তাহারে।।

গৌরাঙ্গ অপ্রকট হৈলে কাতর অন্তরেতে ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য আইলা দর্শন করিতে।।
শ্রীনিবাস আসি তারে দণ্ডবৎ করে।
অভিরাম প্রেমপাঁচনী মারিল তাহারে।।
আর বার মারিতে মালিনী ধরে হাতে।
আর মারিলে প্রেমে রহিবে মূর্চ্ছিতে।।
অভিরাম ঠাকুরের অলৌকিক রীতি।
কে তাহা বর্ণিতে পারে ঐছে কার শক্তি।।
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান শাখা হয়।
তাহার মহিমা কেহ অন্ত নাহি পায়।।
আচণ্ডালাবধি করি প্রেমে ভাসাইলে।
দীন হরিদাসে কেনে বঞ্চিত করিলে।। ২।।

***

জয় জয় ঠাকুর অভিরাম।
যাঁহার জীবন ধন নিত্যানন্দ রাম।।

পুরবে শ্রীদাম, বর্ণ ঘন শ্যাম, শ্রীরাধার অগ্রজ যেই।
কৃষ্ণ প্রিয় সখা, এবে নিতাইশাখা, জগতে উপমা নাই।।
প্রবল প্রতাপ, মহাবীর দাস, পাষণ্ডী উদ্ধার নানা।
নিতাই বলিয়া, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া, পাষণ্ডীরে দেয় হানা।।
তাহার ঘরণী, প্রেমরস খনি, শ্রীমালিনী ঠাকুরাণী।
যার করুণাতে, এই অবনীতে, সবে প্রেম ধনে ধনী।।
করুণার সিন্ধু, দীনজন বন্ধু, পতিত দুর্গতি তারি।
গৌর প্রেমে মত্ত, নিত্যানন্দ সাথ, প্রেম রস বৃষ্টি করি।।
তারিলে ভুবন, মুঞিও অভাজন, কি জানি কি অপরাধে।
বঞ্চিত রহিল এ অদ্বৈত দাস আপন করম ফাঁদে।। ৩।।

পুরবে শ্রীদাম, এবে অভিরাম, মহাতেজ পুঞ্জরাশি।
বাঁশী বাজাইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে আসি।।
দেখিয়া মুকুন্দে, বলয়ে আনন্দে, কোথায় শ্রীরঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে, আইনু হেথাতে, আনি দেহ দরশন।।
শুনি ভয় পায়া, রাখে লুকাইয়া, গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
কেহ নাহি ঘরে,বলি স্তুতি করে,অভিরাম গেল না দেখিয়া।।
বড় ডাঙ্গা নামে, স্থান নিরজনে, নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তাঁর মন, শ্রীরঘুনন্দন, অলক্ষিতে মিলে আসি।।
দেখিয়া তাহারে, দণ্ডবৎ করে, দুই চারি পাঁচ সাতে।
দুঁহ দোহে দরশনে, হৈয়া হরষিত মনে, আনন্দ আবেশে মাতে।।
তবে দুহুঁ মেলি, হঞা কুতূহলি, নিজ পঁহুগুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে, নূপুর পড়িল, আকাই হাটেতে গিয়া।।
অভিরাম সনে, শ্রীরঘুনন্দনে, মিলন হইল জানি।
সঘনে মুকুন্দ, হয়ে নিরানন্দ, কাঁন্দে শিরে কর হানি।।
পত্নীর সহিতে, বিষাদিত চিতে, আইলা দোঁহার পাশ।
দুহুঁ নৃত্য গীত, দেখি হরষিত, ভণয়ে উদ্ধব দাস।। ৪।।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সূচক

"বিশ্বনাথ ঠাকুরের করি চরণ বন্দন।
স্বয়ং রাধারাণী যাঁকে শিখায় ব্যাকরণ।।"

(তিরোভাব তিথি—গৌণচান্দ্র মাঘী শুক্লা পঞ্চমী অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমী)

যথা রাগ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভক্তের জীবন।
ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাহি মন।।

ভুবন-পাবন সে প্রভুর ভক্ত যত।
নিরূপম মহিমা কহিবে কেবা কত।।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত অন্ত কেবা করে।
জগৎ ছাইল সে ভক্তের পরিকরে।।
প্রভুর প্রিয়-পার্ষদ গোস্বামী লোকনাথ।
যাঁহার চরিত্র-চারু জগতে বিখ্যাত।।
তাঁর প্রিয়-শিষ্য নরোত্তম প্রেমময়।
যাঁর খ্যাতি জগতে ঠাকুর-মহাশয়।।
তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
পরম পণ্ডিত যেঁহ প্রেমভক্তি-মূর্ত্তি।।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ।
প্রেমময় রামকৃষ্ণচার্য্যের নন্দন।।
শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী শিষ্য তাঁর।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ অতি শুদ্ধভক্তি যাঁর।।
তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।
যাঁর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময়।।
জন্ম-ঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির সমান।
ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হৈল অন্তর্দ্ধান।।
বালক দেখিয়া সুখ বাড়িল সবার।
মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার।।
সর্ব্বত্র বিদিত প্রশংসয়ে সর্ব্বজনে।
অল্প-কালে বিচক্ষণ হৈলা ব্যাকরণে।।
দেবগ্রামী পণ্ডিতের যাঁরে হৈল ভয়।।
সেই দিগ্বিজয়ী বিশ্বনাথ কৈল জয়।।
হৈল সুখ্যাতি ইথে লজ্জা বহু পাইলা।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবারে ভ্রাতা আজ্ঞা দিলা।।

পাঠ সাঙ্গ করি ভ্রাতার আগে দাঁড়াইল।
বৃন্দাবনে যাইবারে আজ্ঞা সে মাগিল।।
ভ্রাত রামভদ্র সুখে আজ্ঞা তারে দিলা।
সেইক্ষণে বিশ্বনাথ বিদায় হইলা।।
ব্রজভূমি ভ্রমি কৈল রাধাকুণ্ডে বাস।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবের হইল উল্লাস।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর স্থানে।
শ্রীমুকুন্দদাস কৈলা গোস্বামীগ্রন্থ-অধ্যয়নে।।
তাঁর অপ্রকটে বিশ্বনাথের পাইয়া।
মুকুন্দদাস বহু কৃপা কৈলা হর্ষ হৈয়া।।
কত দিনে বিশ্বনাথ শ্রীকুণ্ড হইতে।
গৌড়ে গেলা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-মতে।।
গুরু-আজ্ঞা পত্নীসহ করিতে শয়ন।
শুতিয়া করিলা সুখে শ্রীনাম কীর্ত্তন।।
বিকার-রহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
যৈছে তার স্পর্শ নহে কৈল তৈছে রীতি।।
রজনী-প্রভাতে জীর্ণ কম্বল উড়াইয়া।
বাসায় আসিয়া করিলেন প্রাতঃক্রিয়া।।
সবার বিস্ময় শুনি ঐছে রাত্রি-বাস।
শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস।।
শ্রীমদ্ভাগবত ইষ্টদেবে লিখি দিল।
লিখনের কালে অতি কৌতুক হইল।।
একদিন এক সরোবর-সন্নিধানে।
বসিয়া লিখেন পুঁথি ছায়াহীন স্থানে।।

লিখতে লিখতে প্রেমানন্দে মগ্ন হৈলা।
হৈল যে মেঘ-বৃষ্টি কিছু না জানিলা।।
গুরু-আজ্ঞা লৈয়া পুনঃ বৃন্দাবনে আসি।
বর্ণিলেন বহু গ্রন্থ রাধাকুণ্ডে বসি।।
শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা উজ্জ্বলনীলমণি।
এ সবার করিলেন মধুর টিপ্পনী।।
শ্রীরূপের মনোভীষ্ট স্থাপন করিলা।
শ্রীরূপের অবতার বলি খ্যাত হৈলা।।
শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত শ্রীগীতচিন্তামণি।।
কৈল যাহা ভজন-সোপান করি মানি।
গৌরাঙ্গের গূঢ়তত্ত্ব করিতে প্রকাশ।
কৃপা করি প্রকাশিলেন শ্রীস্বপ্নবিলাস।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর গোবর্দ্ধনশিলা।
শ্রীগোকুলানন্দ বিশ্বনাথে কৃপা কৈলা।।
গোবর্দ্ধনশিলা-শোভা কহনে না যায়।
অদ্যাপিহ গোকুলানন্দ পাশে বিলসয়।।
শ্রীরাধিকা বিশ্বনাথে স্বপ্নে দেখা দিলা।
কাম গায়ত্রীর ব্যাখ্যা আপনি কহিলা।।
শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরিবল্লভ।
গীতের আভোগে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞ সব।।
বিশ্বনাথের কত গুণ না যায় বর্ণন।
সদা এই বলি বলি করয়ে ক্রন্দন।।
"ওহে নাথ বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন।
ওহে নিত্যানন্দ প্রভু দয়ার ভবন।।
হা হা শ্রীঅদ্বৈতদেব কৃপাসিন্ধু-মূর্ত্তি।
হা হা গদাধর-প্রভু, প্রভুর নিজ-শক্তি।।

হা হা হরিদাস হে শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দ মুরারি নবদ্বীপ-পরিকর।।
কোথা গেলা প্রভুগণ হৈল অন্ধকার।
সেকালে না জন্ম কেন লভিনু মুই ছার।।
কৃপার সমুদ্র মোর প্রভু শ্রীনিবাস।
শ্যামানন্দ রামচন্দ্র নরোত্তম দাস।।
এ সব গৌরাঙ্গগণ প্রকট যখন।
তখন নহিল মোর এ দঃখী জনম'।।
অতঃপর প্রভু মোর বিশ্বনাথ দেব।
'হা হা রূপ সনাতন' বলি করে খেদ।।
'শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট' বলিয়া কান্দয়।
'ভট্ট-রঘুনাথ, দাস-রঘুনাথ ছয়।।
তোমরা ছাড়িয়া মোরে গেলা কোথাকারে।
না দেখিনু মুই এই প্রকট বিহারে।।
তোমরা সকল বিনা শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ।
এ হেন দুঃখীর কেবা করাবে শ্রবণ।।
না শুনিনু সেনা মুখ-অমৃত-বচন।
না দেখিনু সেই সব কমল-চরণ।।
গৌরাঙ্গ-ললিত-লীলা শুনি কার কাছে।
মোর রূপ-সনাতন সদা যাহা যাঁচে।।"
এ সব বিলাপ করি কান্দে বিশ্বনাথ।
দেখিনু শুনিনু কত পিতার সাক্ষাত।।
হা হা বিধি কিবা কৈলে কিবা হৈল হায়।
কোথা গেল মোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়।।
বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে যাঁর গুণ শুনি।
সে হেন হারানু মুই পাইয়া চিন্তামণি।।

এহেন দয়াল প্রভু মোরে ছাড়ি গেল।
না সেবিনু সেনা পদ রহি গেল শেল।।
এ সকল পদাম্বুজে বঞ্চিত হইনু।
জন্মিয়া এবার মুই কিবা কর্ম্ম কৈনু।।
অপতিত উদ্ধারক গৌরাঙ্গ আমার।
বিশ্বনাথ-পাদপদ্ম দেখাবে কি আর।।
মোর তাত নাথ বিশ্বনাথ দয়াময়।
বিশ্ব পালিলেন তেঁহ হইয়া সদয়।।
অযাচকে প্রেম-ভক্তি-রত্ন কৈল দান।
সর্ব্বত্র লওয়াইল গৌরকৃষ্ণ-ভগবান।।
নিজ-পাত্র-শেষ মোরে দিয়া দয়াময়।
বলে কৃপা কর শ্রীঠাকুর-মহাশয়।।
ওহে শ্রীবৈষ্ণবগণ করি নিবেদন।
কৃপা করি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ।।
তোমা-সবা-পদে যেন বঞ্চিত না হই।
বিশ্বনাথ-পাদপদ্ম দেখিবারে চাই।।
এত কহি নরহরি অধোমুখ করি।
কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে ফুফরি ফুফরি।।

শ্রীকাম্যবন নিবাসী

সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণদাস বাবার সূচক

(তিরোভাব তিথি— গৌণচান্দ্র চৈত্র-শুক্লা দ্বাদশী।)

শ্রীজয় কৃষ্ণদাস জয়, সিদ্ধ বাবা মহাশয়,
কাম্যবনে করয়ে বসতি।

তুয়া গুণ গাইবারে, আশা করি অন্তরে,
মুঞি অতি অধম মূঢ়মতি।।
যিঁহ অনুরাগ ভরে, গঙ্গামাতা বংশ ধরে,
প্রভু পদে আত্ম সমর্পিল।
তিঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া,
নিজ শক্তি সঞ্চার করিল।।
তাহার করুণা হৈতে, অতি অনুরাগ চিতে,
বৃন্দাবন ধামেতে আইলা।
শ্রীরাধাগোবিন্দ দেখি, ছলছল করে আঁখি,
প্রেমাবেশে নতি-স্তুতি কৈল।।
অনুরাগে বৃন্দাবনে, রহিলেন কতদিনে,
সর্ব্বস্থান কৈল দরশন।
ভ্রমিয়া দ্বাদশ বন, আইলেন গোবর্দ্ধন,
রাধাকুণ্ডে করিল গমন।।
বৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা, কল্পতরু সংগ্রহিতা,
তাঁর পদে আত্ম সমর্পিল।
তিঁহ কৃপাবান হৈয়া, ভেক প্রদান করিয়া,
জয় কৃষ্ণদাস নাম দিল।।
তার কৃপাআজ্ঞা পায়া, শ্রীকাম্য বনেতে গিয়া,
বাস করি ভজন করিল।
বৃন্দাদেবী দর্শন করি, শ্রীরাধা-গোবিন্দ হেরি,
প্রেমাবেশে আকুলিত ভেল।।
বিজুলী বাসা নাম, পরম একান্ত স্থান,
বসি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

দিবানিশি অনুক্ষণ, প্রেমে আকুলিত মন,
সিদ্ধ বাবা বলে সর্ব্বজন।।
বৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা, তার অপ্রকট কথা,
তবে তিঁহ শুনিয়া শ্রবণে।
শ্রীগুরু বিরহ জ্বরে, অতি দুঃখিত অন্তরে,
রহিলেন তিঁহ কতদিনে।।
নিত্যানন্দ বংশধর, প্রভু নবকিশোর,
বৃন্দাবন দরশনে আইলা।
সঙ্গে ঠাকুর মোহন, রাধা মদনমোহন,
সিদ্ধ বাবা কুঠিরে স্থাপিলা।।
তবে কতদিন পরে, নবকিশোর প্রভুরে,
স্বপ্নে কহে মদনমোহন।
না যাব তোমার সনে, রৈব সিদ্ধ বাবা স্থানে,
এত বলি হৈল অন্তর্দ্ধান।।
স্বপ্নের আদেশ বাণী, প্রভুবর মনে গণি,
ঠাকুর রাখি করিল গমন।
রাধা মদনমোহনে, অতি প্রেমানন্দ মনে,
সিদ্ধ বাবা করয়ে সেবন।।
যুগল মাধুরী হেরি, নয়নে বহয়ে বারি,
সদা রহে প্রেমের আবেশে।
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে, মাতাইলে জগজনে,
বঞ্চিত হইল হরিদাসে।।

***

জয় প্রেম অনুরাগী জয় কৃষ্ণদাস।
অনুরাগে কাম্যবনে যিঁহ কৈল বাস।।

কৃষ্ণ কথা শ্রবণে প্রেম হুঙ্কার নাদ।
যার হুঙ্কার কুঠিরে বিদারিত ছাদ।।
অল্প বয়স এক কৃষ্ণানুরাগী জন।
তার নিকট অনুরাগে লইল শরণ।।
অনুরাগ দেখি সিদ্ধ বাবা মনে গণে।
রাগানুগা ভক্তি জানাইতে কৈল মনে।।
গুরু প্রণালীর কথা তারে জিজ্ঞাসিল।
কিছুই না জানি বলি তিঁহ যে কহিল।।
প্রণালী হেতু গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা কৈল।
মনঃ দুঃখে সে বৈষ্ণব তথা হৈতে গেল।।
ব্যাকুলেতে বলে বৃন্দাদেবীর চরণে।
গাড়ীতে উঠার পূর্ব্বে হউক মরণে।।
তার মনোভাব বৃন্দাদেবী সে জানিল।
গাড়ী চলি গেল সেহ ফিরিয়া আসিল।।
বৃন্দাদেবী স্বপ্নে সিদ্ধ বাবারে কহিল।
ঠাকুরের সিংহাসনে প্রণালী পাইল।।
প্রণালী পাইয়া সিদ্ধ বাবা চিন্তে মনে।
সায়ংকালে বাবাজী আইল ভীত মনে।।
তারে আশ্বাসিয়া প্রেমে কৈল আলিঙ্গনে।
ভোজন করিয়া দোঁহে কহে বিবরণে।।
বৃন্দাদেবীর কৃপা তরঙ্গেতে ভাসে।
তার কৃপা লেশ বাঞ্ছে দীন হরিদাসে।।

***

জয় জয় কৃষ্ণ দাস প্রেমে নিগমন।
যিঁহ হয় বৃন্দাদেবীর কৃপার ভাজন।।

তবে সিদ্ধ বাবা বৃন্দাদেবীর আজ্ঞাতে।
রহিলেন আসি বিমলা কুণ্ড তীরেতে।।
ব্রজবাসীগণ সবে কুটির করি দিল।
তাহে রহি সিদ্ধ বাবা ভজন করিল।।
একদিন মধ্যাহ্ন লীলার আবেশেতে।
উদ্বিগ্নে আছেন দেখে কুণ্ডের তীরেতে।।
চৌদিকে অসংখ্য গো-গোপ বালকগণ।
কুঠিরের পাশে আসি করিল বেষ্টন।।
দ্বারেতে আসি বালক উচ্চৈঃস্বরে বলে।
পিপাসিত আমরা পান করাও জলে।।
শুনিয়া সিদ্ধ বাবা বাহির হৈল।
নির্দ্দয় কসাই বলি তাঁরে গালি দিল।।
ক্রোধ করি সিদ্ধ বাবা হাতে যষ্টি করি।
বাহির হইয়া দেখে গো-গোপ মাধুরী।।
জিজ্ঞাসিল কোথা বাস কিবা হয় নাম।
বালক কহে মোদের বাস হয় নন্দগ্রাম।।
আমাদের নাম কহি শুনহ বাবাজী।
মোর নাম কানাইয়া ইহ বল দাউজী।।
স্নেহে বাবা করোয়া জল পিয়াইল।
জলপান করি তারা আনন্দিত ভেল।।
পরে সিদ্ধ বাবা কিছু মনে বিচারিল।
মনুষ্য নহেন এরা মনে স্থির কৈল।।
পুনর্ব্বার দেখে বাবা কিছু না দেখিল।
কৃষ্ণের চরিত্র ইহা অন্তরে জানিল।।

দুঃখে মুরছিত ভেল অন্তর কাতরে।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণ আসি কহিলেন তারে।।
দুঃখ না ভাবিহ কালি দেখিবে আমারে।
ইহা শুনি সিদ্ধ বাবা হইলা সুস্থিরে।।
পরদিন এক বৃদ্ধা গোপাল মূর্ত্তি লইয়া।
সিদ্ধ বাবারে কহেন হরষিত হৈয়া।।
গোপালের সেবা করিবারে নারি আমি।
গোপাল লইয়া সেবা করহ যে তুমি।।
সিদ্ধ বাবা বলে করিব কেমনে।
গোপাল সেবার দ্রব্য নাহি মোর স্থানে।।
বৃদ্ধা কহে সেবার দ্রব্য পাঠাইব আমি।
আনন্দে গোপালের সেবা কর তুমি।।
এত বলি গোপাল রাখি বৃদ্ধা চলি গেল।
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি প্রেমে মুগ্ধ হৈল।।
সিদ্ধ বাবা রাত্রি কালে স্বপনে দেখিল।
বৃদ্ধাবেশে বৃন্দাদেবী গোপাল মোরে দিল।।
মদনমোহন সঙ্গে গোপাল স্থাপিল।
মদনগোপাল মন্দির খ্যাতি হইল।।
চৈত্র শুক্লপক্ষে একাদশী রাত্রি কালে।
সিদ্ধ স্বরূপ আবেশে নানা কথা বলে।।
ভাবের আবেশে তিঁহ নিমগ্ন ভেল।
দ্বাদশী নিশায় নিত্যলীলায় প্রবেশিল।।
সর্ব্বজন বিরহেতে ব্যাকুল হইল।
দীন হরিদাস কেন মরিয়া না গেল।।

শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী
সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার সূচক

(তিরোভাব তিথি— গৌণচান্দ্র আশ্বিন-শুক্লা চতুর্থী।)

(১)

পরম করুণাময়, সিদ্ধ কৃষ্ণদাস জয়,
গোবর্দ্ধন বাসী নাম যাঁর।
গাইতে তোমার গুণে, বড় সাধ করি মনে,
করুণায় চিত্তে স্ফূর্ত্তি কর।।
অলপ বয়স কায়, কোন কর্ম্ম নাহি ভায়,
পরম বৈরাগ্য সদা মনে।
অতি অনুরাগ ভরে, চলিলেন ব্রজপুরে,
পদব্রজে আইলা বৃন্দাবনে।।
শ্রীরাধা-গোবিন্দ দেখি, প্রেমে ছলছল আঁখি,
প্রেমানন্দে বিভোর হইল।
তবে আনন্দিত মনে, সর্ব্ব স্থান দরশনে,
ব্রহ্মকুণ্ড তীরেতে আইল।।
পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাসে, দেখি অতি প্রেমোল্লাসে,
তার পদে আত্ম সমর্পিল।
তিঁহ কৃপাবান হৈয়া, নিজ শক্তি সঞ্চারিয়া,
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা তারে দিল।।
বাৎসল্য স্নেহের ভরে, ভেক প্রদান কৈল তাঁরে,
কৃষ্ণদাস নাম ধরাইল।
ভক্তি তত্ত্ব জানাইল, সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ কৈল,
তিঁহ প্রেমে বিভোর হইল।।

তবে আত্মা সমজ্ঞানে, অতি অনুরাগ মনে,
গুরুদেবের সেবন করিল।
তাহার সেবন হৈতে, গুরুদেব তুষ্ট চিত্তে,
রাগানুগা ভজন জানাইল।।
তিঁহ আনন্দিত মনে, রহিলেন কতদিনে,
গুরুদেব অপ্রকট হৈল।
তাহার বিরহ হৈতে, অতি দুঃখে কাতরেতে,
কিছুদিন তথায় রহিল।।
তবে কত দিন পরে, গেলা তিঁহ জয়পুরে,
শ্রীগোবিন্দ দরশন কৈল।
রহিলেন কতদিনে, শ্রীগোবিন্দের সেবনে,
কিছু দিনে মনোদ্বেগ হৈল।।
আইলেন কাম্য বনে, (সিদ্ধ) জয়কৃষ্ণদাস স্থানে,
মনঃদুঃখ তাঁরে জানাইল।
কাতর অন্তরেতে, সিদ্ধবাবা চরণেতে,
সদৈন্যেতে শরণ লইল।।
তিঁহ অতি স্নেহ ভরে, আশ্বাসন করি তারে,
উপদেশ করাইল শ্রবণ।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্থাপনে, জানাইল সুযতনে,
সব দুঃখ করিল খণ্ডন।।
নিজ শক্তি সঞ্চারে, আনন্দিত কৈল তারে,
অতিশয় হৈল প্রেমোল্লাস।
সে হেন আনন্দ ঘন, না পাইল এক কণ,
বঞ্চিত হইল হরিদাস।।

(২)

জয় কৃষ্ণদাস জয়, সিদ্ধ বাবা মহাশয়,
পরম বৈরাগ্য অগ্রগণ্য।
সদা অনুরাগ মন, অসীম অপার গুণ,
সর্ব্বলোকে করে ধন্য।।
গুরুকৃপা আজ্ঞা পাইয়া, শ্রীনন্দগ্রামেতে গিয়া,
রহিলেন দুমন বনেতে।
অতি অনুরাগ মনে, কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে,
রহে সদা প্রেমানন্দ চিতে।।
সদা আকুলিত চিতে, চক্ষু অন্ধ হইল তাতে,
ডাকেন রাধে করুণাময়ী বলি।
করুণাময়ীর করুণাতে, ললিতারে ত্বরান্বিতে,
নেত্রাঞ্জন দিয়া পাঠাইল।।
ললিতা সুচাতুরী, বালিকার বেশ ধরি,
যাই নেত্রে পরায় অঞ্জন।
আখি মেলি নিরখিতে, অর্ন্তদ্ধান হইল তাতে,
প্রেমাবেশে হৈল অচেতন।।
বৃষভানু নন্দিনী, অন্তরেতে তাহা জানি,
আসি তাঁরে দিল দরশন।
কৃপা আজ্ঞা কৈল তানে, শীঘ্র যাহ গোবর্দ্ধনে,
ইহা বলি হৈল অন্তর্দ্ধান।।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া, আজ্ঞা পালন লাগিয়া,
ত্বরান্বিত আইলা গোবর্দ্ধন।

মানসী-গঙ্গার তীরে, নাম-সংকীর্ত্তন করে,
মনে লীলা করয়ে স্মরণ।।
প্রেমাবেশ দেখি তাঁর, সবে হৈল চমৎকার,
সিদ্ধ বাবা বলি খ্যাত হৈল।
শ্রীগুরুদেব শুনিয়া, গোবর্দ্ধনে আসিয়া,
অতিশয় তাঁরে কৃপা কৈল।।
একদিন প্রেমভরে, মানসী-গঙ্গার তীরে,
বসি দেখে অপরূপ লীলা।
সখী সঙ্গে বিনোদিনী, শ্যামরস শিরোমণি,
গঙ্গাজলে নৌকা বাহি আইলা।।
হেনকালে অকস্মাতে, বিনোদিনীর কর্ণ হৈতে,
কুণ্ডল খসিয়া পড়ে জলে।
তাহা দেখি আবেশেতে, জলে ঝাঁপ দিল তাতে,
অন্বেষিয়া পাইল কুণ্ডলে।।
তাহা লৈয়া প্রেমভরে, গেলা বৃষভানুপুরে,
বিনোদিনীর কর্ণে পরাইল।
হেথা তাঁরে অন্বেষিয়া, জল মধ্যে না পাইয়া,
সবে অতি ব্যাকুলিত হইল।।
তিঁহ সপ্তদিন পরে, উঠিল গঙ্গার তীরে,
সবে অতি আশ্চর্য্য মানিল।
তবে কত দিন রৈয়া, ভক্তিশাস্ত্র মথিয়া,
ভাবনাসার গ্রন্থ লিখিল।।
প্রার্থনামৃত, সাধনামৃত, গ্রন্থ কৈল অদ্ভুত,
পড়ি শুনি ভক্ত ধন্য হইল।
তাঁহার করুণা লেশে, সবে প্রেমানন্দে ভাসে,
হরিদাস বঞ্চিত হইল।।

***

শ্রীসূর্য্যকুণ্ড নিবাসী
সিদ্ধ শ্রীমধুসূদন দাস বাবার সূচক

(তিরোভাব তিথি— অগ্রহায়ণী শুক্লা অষ্টমী।)

সকল সদ্‌গুণালয় মধুসূদন দাস জয়,
সিদ্ধবাবা বলি যাঁর খ্যাতি।
বিপ্রকুলে জনমিয়া নিজধর্ম্ম তেয়াগিয়া
বৈষ্ণবের ধর্ম্মে সদা মতি।।
যিঁহ কৌমার বয়সেতে পরম বৈরাগ্য চিতে
কৃষ্ণ অনুরাগ সদা মনে।
কতদিন রহি ঘরে অতি অনুরাগ ভরে,
সুগোপনে আইলা বৃন্দাবনে।।
শ্রীরাধাগোবিন্দ হেরি নয়নে বহয়ে বারি,
প্রেমানন্দে বিভোর হৈলা।
অতি আনন্দিত মনে সর্ব্বস্থান দরশনে,
তবে কেশীঘাটেতে আইলা।।
বসি যমুনার তীরে মনেতে বিচার করে,
দীক্ষামন্ত্র লইবার তরে।
এক মহাপুরুষ বর গঙ্গামাতা বংশ ধর,
আইলেন যমুনার তীরে।।
তিঁহ করুণার ভরে দশাক্ষর মন্ত্র বরে,
মন্ত্রার্থ সহিত তারে দিল।।
সেই কৃষ্ণমন্ত্র পায়া অতি আবেশিত হঞা,
প্রেমাবেশে মুরছিত ভেল।।

মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তানে গোসাঞি হৈল অন্তর্ধানে,
চেতন পায়া তারে না দেখিল।
আকুল হইল হিয়া গুরুদেব না দেখিয়া,
কতক্ষণে ধৈরজ ধরিল।।
তাঁর রূপ ধরি হৃদে মন্ত্রের অর্থ সহিতে,
মন্ত্র জপ করিতে লাগিল।
তবে তিঁহ কত দিনে আইলেন গোবর্দ্ধনে
সিদ্ধ কৃষ্ণদাসেরে মিলিল।।
সব বার্ত্তা জানাইল যে প্রকারে দীক্ষা হৈল
ভজন শিক্ষা কৈল নিবেদন।
সিদ্ধ বাবা তারে বলে গুরু প্রণালী না জানিলে
শিখাইতে নারিনু ভজন।।
যাও তুমি কাম্যবনে, শ্রীসিদ্ধ বাবার স্থানে,
তারপদে কর নিবেদন।
তিঁহ হয় সর্ব্ববেত্তা, সকলের দুঃখ হর্ত্তা,
সর্ব্বাভীষ্ট করিবে পূরণ।।
ইহা শুনি কাম্যবনে গেলা সিদ্ধ বাবা স্থানে,
সব কথা তারে জানাইল।
জয় কৃষ্ণদাস বাবা, জানিল হইল যেবা,
মনে চিন্তে তাহারে বলিল।।
গুরু নাম নাহি জান, কোন পরিবার হন,
কি প্রকারে করিবে ভজন।
রাগানুগা ভজনেতে নাহয় অধিকার তাতে,
কর তুমি নাম সঙ্কীর্ত্তন।।
শুনি সিদ্ধবাবা বাণী অতি দুঃখ মনে গণি,
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে চলি আইলা।

ভজন যদি নাহি হবে কি কাজ এদেহে তবে,
দেহ ত্যাগ মনে স্থির কৈল।।
শ্রীরাধা কুণ্ডেতে গিয়া গলে শিলা বান্ধিয়া,
রাত্রে ঝাপ দিল কুণ্ডজলে।
কেহ জলের ভিতর শিলা খুলি দিল তাঁর,
দিব্য এক তালপত্র দিল।।
সে তালপত্র-খানি, যেন পদ্মরাগ মণি,
গুরুপ্রণালী লেখনী আছিল।
কিবা সে অক্ষর পংক্তি, যেন মুকুতার পাঁতি,
হাতে দিয়া তীরে উঠাইল।।
তাহা লৈয়া হর্ষ মনে, আইলেন গোবর্দ্ধনে,
সিদ্ধ বাবা স্থানে দেখাইল।
সিদ্ধ বাবা তা দেখিয়া, প্রেমাবেশে আলিঙ্গিয়া,
কাম্যবনে তারে পাঠাইল।।
সিদ্ধ জয় কৃষ্ণদাস, দেখি হইল প্রেমোল্লাস,
সুগোপনে রাখিতে বলিল।
তিঁহ অতি আনন্দেতে, সিদ্ধ বাবা চরণেতে,
আত্ম সমর্পণ তারে কৈল।।
সিদ্ধ বাবা কৃপা করি, ভেক সংস্কার করি,
মধুসূদন দাস নাম দিল।
গুরুপ্রণালী অনুসারে উপাসনা বলি তারে,
কুণ্ডতীরে ভজনে রহিল।।
তিঁহ কৃপা আজ্ঞা লঞা, গোবর্দ্ধনেতে আসিয়া,
সিদ্ধ বাবা সঙ্গেতে মিলিল।

সিদ্ধ বাবা দেখি তারে অতি প্রেমানন্দ ভরে,
আলিঙ্গন তাহারে করিল।।
তাহার আদেশ লৈয়া, রাধাকুণ্ডতীরে গিয়া,
প্রেমানন্দে বিভোর হইল।
সংসার বিষয় রসে, ভুলি রৈল হরিদাসে,
করুণার লেশ না মিলিল।।

***

জয় মধুসূদন দাস রাধাকুণ্ডে বসি।
হা হা প্রাণেশ্বরি বলি কাঁন্দে দিবানিশি।।
সে ক্রন্দন শুনি প্যারী রহিতে নারিল।
প্রেমাবেশে আসি তাঁরে দরশন দিল।।
তাঁহারে কহিল হে মধুসূদন শুন।
সূর্য্যকুণ্ডতীরে যাও করহ ভজন।।
গুরুদত্ত মন্ত্রদীক্ষা না দিবে কোন জনে।
আমাদত্ত বস্তু সদা রাখিবে গোপনে।।
আজ্ঞা পায়া তিঁহ যাই সূর্য্যকুণ্ড তীরে।
হা করুণাময়ি বলি কাঁন্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
বহুত বিলাপ করি করয়ে রোদনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ যাহার শ্রবণে।।
সে করুণাময়ী শুনি তাঁহার রোদন।
স্বপ্নে আসি করুণায় কৈল আশ্বাসন।।
এই কুণ্ডে কণ্ঠজলে এক শিলা হয়।
অঙ্গদ কেয়ূর চিহ্ন তাহাতে আছয়।।
নিত্য মুঞি স্নান কালে সেই শিলোপরি।
অলঙ্কার খুলি তাতে রাখিতাম ধরি।।

তাহা উঠাইয়া তুমি করহ পূজন।
তাঁহার পূজনে হবে আমার পূজন।।
স্বপনে আদেশ বাণী সুদৃঢ় মানিল।
জল হৈতে শিলা আনি পূজিতে লাগিল।।
ফাল্গুন শুক্লানবমীতে স্মরে হোরিলীলা।
আবেশের ভরে তাহা বাহিরে প্রকাশিলা।।
একদিন তিঁহ স্বামিনীর বিরহেতে।
বনের ভিতরে রোদন করে অবিরতে।।
হা রাধে প্রাণেশ্বরি ! বলি ডাকে উভরায়।
সেবকগণ তারে খুজিয়া না পায়।।
তিন দিন হৈল অন্ন জল তেয়াগিয়া।
প্রিয়াজী আপন মনে তাহাত জানিল।।
বালিকা হইয়া তিঁহ রুটি লঞা আইল।
অনেক চাতুরী করি তাঁরে খাওয়াইল।।
সিদ্ধবাবা তল্লাস করি মনে বিচারিল।
বালিকা নহে প্রিয়াজী ছদ্মবেশে আইল।।
একদিন প্রাতে এক বাবাজী আসিল।
যোগপীঠ জানিবারে তাঁরে নিবেদিল।।
সযতনে যোগপীঠ বুঝাইতে লাগিল।
তাহাতে আবিষ্ট হই অন্তর্দ্দশা হৈল।।
বাহ্য দশা করাইতে সবে চেষ্টা কৈল।
বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিল।।
অগ্রহায়ণ শুক্লাষ্টমী পরাহ্ন কালেতে।
সিদ্ধদেহে প্রবেশিল স্বামিনী সেবাতে।।

তাঁহার বিরহে সবে ব্যাকুলিত ভেল।
দীন হরিদাস দুঃখে কাতর হইল।।

শ্রীরণবাড়ী নিবাসী
সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার সূচক

(তিরোভাব তিথি— গৌণচান্দ্র পৌষী অমাবস্যা।)

জয় কৃষ্ণদাস জয়, সিদ্ধ বাবা মহাশয়,
রণবাড়ী বাসী নাম খ্যাতি।
মুঞি অতি মূঢ় জন, গাইব তোমার গুণ,
কৃপা করি কর মোরে স্ফূর্ত্তি।।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভুমে, বিপ্র গোকুল চন্দ্র নামে,
তার গৃহে জনম লভিলা।
দেখি পিতা বালক ঠাম, অপরূপ রূপ ধাম,
কৃষ্ণপ্রসাদ নাম তাঁরে দিল।।
তবে তিঁহ কতদিনে, কৈল বিদ্যা অধ্যয়নে
গৃহধর্ম্মে বৈরাগ্য হইল।
গোকুলচন্দ্র বিপ্রবরে, নিত্যানন্দ পরিবারে,
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত আছিল।।
পুত্র অনুরাগ হেরি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা তাঁরে দিল।
তিঁহ কৃষ্ণমন্ত্র পাঞা, অতি আনন্দিত হৈয়া,
কৃষ্ণরায় বিগ্রহে সেবিল।।
কিছু দিন পরেতে, অতি অনুরাগ চিতে,
বৃন্দাবন ধামেতে আইল।
যমুনাতে স্নান করি, শ্রীরাধা-গোবিন্দ হেরি,
প্রেমানন্দে বিভোর হইল।।

তবে আনন্দিত মনে, সর্ব্বস্থানে দরশনে,
মদন মোহন দর্শন কৈল।
সেরূপ মাধুরী হেরি, নয়নে বহয়ে বারি,
আনন্দেতে ব্যাকুলিত ভেল।।
দীন কৃষ্ণদাস নাম, মহান্ত ভকতি ধাম,
সে মন্দিরে সেবক আছিল।
দরশন করি তারে, অতিশয় দৈন্য ভরে,
তাঁর পদে শরণ লইল।।
তিঁহ কৃপাবান হৈয়া, ভেক প্রদান করিয়া,
কৃষ্ণদাস নাম তাঁরে দিল।
তিঁহ আনন্দিত মনে, ঠাকুর মদন মোহনে,
কতদিন সেবন করিল।।
তবে কত দিন রৈয়া, গুরুকৃপা আজ্ঞা পাঞা,
ব্রজমণ্ডল কৈল দরশন।
আসি রণবাড়ী গ্রামে, পরম আনন্দ মনে,
কৃষ্ণনাম করয়ে কীর্ত্তন।।
সঙ্কীর্ত্তনে প্রেম দেখি, ব্রজবাসীগণ সুখী,
সিদ্ধ বাবা নাম ধরিল।
সে নাম আনন্দ সিন্ধু , না পাইল একবিন্দু,
হরিদাস বঞ্চিত হইল।।

***

জয় সিদ্ধ কৃষ্ণদাস রণবাড়ী বাসী।
প্রেমানন্দে কৃষ্ণ নাম করে দিবানিশি।।
এইরূপে রণবাড়ী রহি কত দিনে।
আইলেন গোবর্দ্ধনে সিদ্ধ বাবা স্থানে।।

সিদ্ধ বাবা দেখি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
প্রেমানন্দে দুইজনে বিভোর হইল।।
কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গেতে নিমগন ভেল।
এইরূপে কতদিন যাতায়াত কৈল।।
পঞ্চদশ বৎসর ব্রজে করিয়া ভজন।
চারিধাম দরশনে হৈল তাঁর মন।।
তাহা জানি শ্রীপ্রিয়াজী কহিল স্বপনে।
বৃন্দাবনে আসিয়াছ আমার চরণে।।
ইহা ছাড়ি অন্যত্র না যাও কোন স্থানে।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হবে এই বৃন্দাবনে।।
স্বপ্নাদেশ তিঁহ মনকল্পিত মানিল।
মনোল্লাসে তিঁহ দ্বারকায় চলি গেল।।
তথা যাই তপ্তমুদ্রা ধারণ করিল।
অন্য তীর্থ যাইতে আর মন নাহি গেল।।
তথা হৈতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিল।
সেই রাত্রে পুনপ্যারী স্বপনে কহিল।।
সত্যভামা-দাসী হৈলে ব্রজবাস গেল।
এই বাক্য মনে তিঁহ সুসত্য মানিল।।
কি মোর কর্ত্তব্য বলি চিন্তিতে লাগিল।
গোবর্ধনে সিদ্ধ বাবার নিকটে আইল।।
সিদ্ধ বাবা আলিঙ্গিয়া বারতা পুছিল।
তিঁহ কহে দ্বারকায় মুঞি চলি গেল।।
এই দেখ তপ্তমুদ্রা মোর অঙ্গে হয়।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি সিদ্ধ বাবা তাঁরে কয়।।
রাজরাণীর দাসী হৈলে গোয়ালিনীর মুঞি।
তোমার স্পর্শের যোগ্য মুঞি এবে নই।।

তাহা শুনি প্রণামিয়া কিছু না বলিল।
মনদুঃখে রণবাড়ী গ্রামেতে আসিল।।
তবে অন্ন জল আদি সব তেয়াগিল।
প্রিয়াজীর বিরহানলে অঙ্গদগ্ধ কৈল।।
পদাঙ্গুষ্ঠি হইতে অগ্নি বাহির হইল।
তাহাতেই সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে লাগিল।।
সিদ্ধ জগন্নাথ বাবা তথায় আছিল।
বিরহ অনল বলি নিকটে আসিল।।
ব্রজবাসীগণ সবে দেখিতে আসিল।
অন্ন কষ্ট হবে না বলি বরদান কৈল।।
কণ্ঠ স্থানাবধি অগ্নি জ্বলিয়া উঠিছে।
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জিহ্বায় স্ফুরিছে।।
জগন্নাথ দাস বাবা তুলা বর্ত্তি লৈয়া।
মস্তকে রাখিল বর্ত্তি উঠিল জ্বলিয়া।।
তাহাতেই সর্ব্ব অঙ্গ ভস্মসাৎ হৈল।
ব্রজবাসী সর্ব্ব জনে হাহাকার কৈল।।
পৌষমাসে কৃষ্ণ পক্ষে অমাবস্যা দিনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় করিল গমনে।।
তাঁহার বিরহে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরগণ।
অতি দুঃখ সাগরেতে হৈল নিমগন।।
তাঁহার করুণাকণা হৃদে করি আশ।
নিবেদন করে এই দীন হরিদাস।।

ইতি — সূচক (শোচক) কীর্ত্তন নামক
ত্রয়োদশ কিরণ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ কিরণ

বিবিধ জ্ঞাতব্য

শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের ধামছত্র

অবন্তিকাপুরীনাম ধর্ম্মশালা প্রকীর্ত্তিতা।
ধাম তত্রৈব বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীমদ্বদরিকাশ্রমঃ।।
নৈমিষারণ্যমাখ্যাতং সুখবিলাস এব চ।
অঙ্গপাতনামধেয়ং ক্ষেত্রঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।।
পরিক্রমশ্চ তত্রৈব লৌহগড় ইতি স্মৃতঃ।
দেবী চ মঙ্গলা নাম পবিত্রা মুক্তিদা কলৌ।।
তীর্থমপ্যলকানন্দা সাবিত্রী চেষ্টসংজ্ঞকা।
ব্রহ্মোপাস্যশ্চ বিষ্ণুস্তদ্গায়ত্রী হংসমন্ত্রকঃ।।
তথা হংসো দেবতা চ সালোক্যমুক্তিরীড়িতা।
মুখদ্বারং সমাখ্যাতং আচার্য্যশ্চ ত্রিকালকঃ।।
শাখাদ্বৈতস্তথা গোত্রোঽচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ।
শুক্লবর্ণোঃ হরের্নাম আহারঃ সর্ব্বদা প্রিয়ঃ।।
ঋষিঃ পরমহংসশ্চ ভিক্ষা নিষ্কাম এব হি।
নারায়ণো দেবতা চ নন্দস্তত্রৈব পার্ষদঃ।।
অথর্ব্বন্নামকো বেদো ব্রহ্মৈব সম্প্রদায়কঃ।
জন্মস্থানং ততঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যস্য ধীমতঃ।।
উড়ুপী কৃষ্ণগাদীতি গ্রামো বহুজনাকুলঃ।
আখড়া বলভদ্রীতি নাম্না সর্ব্বজনাদৃতা।।

১) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ধামছত্র —

ধর্ম্মশালা— অবন্তিকাপুরী। শাখা— অদ্বৈত।
ধাম— বদরিকাশ্রম। গোত্র— অচ্যুতানন্দ।

সুখনিবাস— নৈমিষারণ্য। বর্ণ— শুক্ল।
ক্ষেত্র— অঙ্গপাত। আহার— হরিনাম।
পরিক্রমা— লৌহগড়। ঋষি— পরমহংস।
দেবী— মঙ্গলা। ভিক্ষা— নিষ্কাম।
তীর্থ— অলকানন্দা। দেবতা— নারায়ণ।
ইষ্ট— সাবিত্রী। পার্ষদ— নন্দ।
উপাস্য— ব্রহ্ম। বেদ— অথর্ব্ব।
গায়ত্রী— বিষ্ণু। সম্প্রদায়— ব্রহ্ম।
মন্ত্র— বিষ্ণুহংস। মুক্তি— সালোক্য।
দ্বার— মুখ। কৃষ্ণগাদী— উড়ুপী।
আচার্য্য— ত্রিকাল। আখড়া— বলভদ্রী।

২) রামানন্দ সম্প্রদায়ের ধামছত্র—

ধর্মশালা— অযোধ্যা। বেদ— ঋগ্বেদ।
সুখবিলাস— চিত্রকূট। মুক্তি— সামীপ্য।
পরিক্রমা— গোদাবরী। দেবী— কমলা।
ধাম— শ্রীরঙ্গম্। দেবতা— হনুমান।
ক্ষেত্র— ধনুষতীর্থ। পার্ষদ— হনুমান।
উপাস্য— শ্রীরাম। গায়ত্রী— রাম।
ইষ্ট— জানকী (সীতারাম)। গোত্র— অচ্যুত।
মন্ত্র—তারক (জানকী)। শাখা— অনন্ত।
আচার্য্য— লক্ষ্মী। আহার— শ্রীহরিনাম।
ঋষি— বশিষ্ঠ। বর্ণ— শুক্ল।
মুনি— বিশ্বামিত্র। দ্বার— কর্ণ।

৩) শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ধামছত্র —

ধর্মশালা— মথুরা। ঋষি— দুর্বাসা।
সুখবিলাস— বৃন্দাবন। বেদ— সামবেদ।

পরিক্রমা— গোবর্দ্ধন।
ধাম— দ্বারাবতী।
উপাস্য— গোপাল।
ইষ্ট— রুক্মিণী।
মন্ত্র— বংশগোপাল।
আচার্য্য— চতুঃসন।
শাখা— হংস।
আহার— শ্রীহরিনাম।

গায়ত্রী— গোপাল।
পার্ষদ— সুষেণ।
মুনি— শ্রীনারদ।
দেবতা— গরুড়।
ক্ষেত্র— গোমতী।
গোত্র— অচ্যুত।
বর্ণ— শুক্ল।
দ্বার— নাসিকা।

মুক্তি— সারূপ্য।

৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের ধামছত্র—

ধর্মশালা— বিষ্ণুকাঞ্চী।
সুখবিলাস— ইন্দ্রদ্যুম্ন।
ক্ষেত্র— মার্কণ্ডেয়।
ইষ্ট— লক্ষ্মী।
উপাস্য— জগন্নাথ।
মন্ত্র— তুলসী।
আচার্য্য— বামদেব।
শাখা— ত্রিপুরারি।
ধাম— পুরুষোত্তম।

মুক্তি— সাযুজ্য।
পার্ষদ— সুনন্দ।
বেদ— যজুর্বেদ।
ঋষি— জলবিম্ব।
দেবতা— নন্দীশ্বর।
দ্বার— নেত্র।
আহার— শ্রীহরিনাম।
গোত্র— অচ্যুত।
বর্ণ— শুক্ল।

পরিক্রমা— বটকৃষ্ণ।

ইতি— *চতুঃসম্প্রদায়ের ধামছত্র সমাপ্ত।*

চার সম্প্রদায় (পদ্মপুরাণ) ঃ—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি।।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।। ১।।

অনুবাদ— সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্রসকল নিষ্ফল। বহু বহু সাধনা দ্বারা শতকোটী কল্পকালেও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবন-পাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে।। ১।।

(প্রমেয়রত্নাবলী হইতে ধৃত)

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।। ২।।

অনুবাদ— লক্ষ্মীদেবী— রামানুজকে, ব্রহ্মা— মাধ্বাচার্য্যকে, মহাদেব— বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন সনক— নিম্বাদিত্যকে, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিলেন।।২।।

(এজন্য শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটি সম্প্রদায় যথাক্রমে রামানুজ (রামাৎ), মাধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য (নিমাৎ) এই চারিটি নামে কথিত হয়।

শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী—

শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীমন্নারায়ণ)-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্।।
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।
কলিকলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্।। (শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী)

শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণ)—ব্রহ্মা— নারদ— ব্যাসদেব— মধ্বাচার্য্য— পদ্মনাভ— নরহরি— মাধব— অক্ষোভ— জয়তীর্থ— জ্ঞানসিন্ধু— দয়ানিধি— বিদ্যানিধি— রাজেন্দ্র— জয়ধর্ম্ম— পুরুষোত্তম— ব্রহ্মণ্য— ব্যাসতীর্থ— লক্ষ্মীপতি— মাধবেন্দ্রপুরী— ঈশ্বরপুরী—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**।

অথ পঞ্চ-সংস্কার—

ওঁ সম্প্রদায় অনুসারেণ যথা কর্ম্ম প্রদর্শ্যতে-
অথর্ব্ববেদে আরক্তকেশী শাখায়াম্,

১। ওঁং হরিপদাকৃতি যো ধারয়েৎ স মহাত্মা বিষ্ণুপ্রিয়ভবতি।

২। ওঁং উর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ললাটে ধারয়েৎ স মহাত্মা ভবতি।
দণ্ড কমণ্ডলু ধৌতবস্ত্রং পবিত্রং হৃদয়ং ভক্তিম্,
গুরুবাক্যঞ্চ যো ধারয়েৎ স জীবন্মুক্ত ভবতি।।

৩। ওঁং রামকৃষ্ণ হরিতীষ্টক ষড়াক্ষর মন্ত্রঃ।

৪। ওঁং গঙ্গা স্নানং গঙ্গোদকং রক্ষাব্রতধারী ইহাচার্য্যমান্।
নির্লোভী কন্দমূলাহারঃ সত্রৈলোক্য পূজ্য ভবতি।।

৫। ওঁং সোহহং স্বতত্ত্বং ওমিতি মহাবাক্য-মন্ত্রং
শুক্লবর্ণং গর্গ ঋষি মাধ্বাচার্য্যবিষ্ণুশরণং স্বাহা।
ওঁং পুণ্ড্র মুদ্রা তথা নামমালা মন্ত্রস্তু পঞ্চম,
ইতি পঞ্চ-সংস্কারস্তু পরমৈকান্ত হেতবঃ।।

অথ দশ-সংস্কার—

মুণ্ডনং প্রথমং কুর্য্যাত্তীর্থস্নানং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং হরিমন্দির-তিলকং ভাল-শোভিতম্।
চতুর্থং চন্দনৈর্গাত্রে নামমুদ্রাদিধারণম্।
পঞ্চমং কৌপীনশুদ্ধিং, ষষ্ঠং প্রাণপ্রতিষ্ঠকম্।

সপ্তমং হরিদাসাদি-নামমাত্রপ্রকল্পনম্।
অষ্টমং বামকর্ণেঽগ্রে বিষ্ণুমন্ত্রস্য ধারণম্।
অষ্টাদশাক্ষরস্যৈব পঞ্চপদাদিভেদিনঃ।
নবমং চাচ্যুতগোত্রস্বীকারং সর্ব্বপূজিতম্।
শালগ্রামার্চ্চনং ভক্ত্যা দশমং পরিকীর্ত্তিম্।
এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈর্বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণবঃ।
তাপাদি পঞ্চসংস্কারৈর্জ্ঞাতিব্যো গৃহীবৈষ্ণবঃ।

(১) মুণ্ডন, (২) তীর্থ সান, (৩) হরিমন্দির, তিলক, (৪) চন্দন, নামমুদ্রাদি ধারণ, (৫) ডোর-কৌপীন, (৬) উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, (৭) হরিদাস নাম, (৮) বিষ্ণুমন্ত্র ধারণ, অষ্টাদশাক্ষর, পঞ্চপদাদি, (৯) অচ্যুতগোত্র স্বীকার, (১০) শালগ্রাম অর্চন।

পঞ্চম-সংস্কারে কৌপীন শুদ্ধি করিবার প্রমাণ, যথোক্ত শাস্ত্রেই— দুইখণ্ড বস্ত্রে কৌপীন হয়। কৌপিনের প্রস্থ— একস্তন হইতে অন্যস্তন পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্য— চতুর্দ্দশমুষ্টি এবং ডোরের দৈর্ঘ— কটি-বেষ্টন পরিমাণ ও গ্রন্থির জন্য দুই মুষ্টি অধিক। কৌপীনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কথিত হইতেছে,— লজ্জারূপা ভগবতী ভবতারণ কৌপীন, অনন্তরূপী ডোর ধারণে শুভপ্রদ। ভাবভক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ যোনিসম্মত দক্ষিণে গ্রন্থিযুক্ত, অনন্তরূপ ডোরসহিত কৌপীন ধারণ করিবেন। চতুর্দ্দশ মুষ্টি দীর্ঘ, প্রাদেশমাত্র প্রশস্ত কৌপীন সযত্নে প্রস্তুত করিয়া উহার সংস্কার করিবেন। কৌপীন— পৃথিবীরূপী, ডোর— অনন্তরূপী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকী, পবন, অগ্নি, চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি— কৌপীনে এই নয় দেবতা বিরাজমান।

অথ বৈষ্ণব পঞ্চলক্ষণম্

তিলকং তুলসীমালা শিখা কৌপীন বাসসী।
হরিনাম সদাযুক্তং পঞ্চ বৈষ্ণব-লক্ষণম্।।

অথ দশলক্ষণম্

ভদ্ররূপম্ তনুচক্রং তুলসী গোপীমৃত্তিকা।
রামকৃষ্ণ মন্ত্রশ্চ শিখাসূত্র কমণ্ডুলম্।
ধৌত বস্ত্রং গুরুং বাক্যং দশলক্ষণা বৈষ্ণবাঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ-পারায়ণ বিধি—

মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি শ্রীমদ্ভাগবতের 'সাপ্তাহিক পারায়ণ' হইয়া থাকে, ইহাকে 'শ্রীপরীক্ষিৎ-পারায়ণ' বলা হয়। কোন দিনে কত অধ্যায় পাঠ করিতে হয় তাহার নিয়ম যথা—

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠানুক্রমস্য সমর্থক শ্লোকাঃ।

(পাদ্ম পাতালখণ্ডে পারায়ণ মাহাত্ম্যে একসপ্ততিতমাধ্যায়ে)

হিরণ্যাক্ষবধং যাবৎ প্রথমেঽহনি কীর্ত্তয়েৎ।
চরিতং ভরতস্যাপি দ্বিতীয়েঽথ তৃতীয়কে।।
মথনং চামৃতস্যাপি যত্র কূর্ম্মঃ স্বয়ং হরিঃ।
চতুর্থ দিবসে চৈব দশমে হরিজন্ম চ।।
পঞ্চমে তু পঠেদ্বিদ্বান্ রুক্মিণ্যাহরণাবধিঃ।
ষষ্ঠে চোদ্ধব-সংবাদং সপ্তমেতুসমাপয়েৎ।।

(পঃ পুঃ পাতাল খণ্ড — ৭১ অঃ)

প্রথমদিনে প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে তৃতীয় স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায় (হিরণ্যাক্ষ বধ) পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় দিনে পঞ্চমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায় (ভরত চরিত্র) পর্য্যন্ত। তৃতীয় দিনে সপ্তমস্কন্ধের ৮ম অধ্যায় (সাগর মন্থন) পর্য্যন্ত। চতুর্থদিনে দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় (শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব) পর্য্যন্ত। পঞ্চম দিনে দশমস্কন্ধের ৫৩৫ অধ্যায় (রুক্মিণী হরণ) পর্য্যন্ত। ষষ্ঠদিনে একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় (নবযোগীন্দ্র সংবাদ) পর্য্যন্ত। সপ্তম দিনে সমাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবত

মাহাত্ম্য প্রথমদিনে পাঠ করিয়া পরে পারায়ণ এবং প্রবচন হইবে। সাধারণতঃ প্রাতে মূলশ্লোক পারায়ণ ও অপরাহ্নে ব্যাখ্যা হয়।

অন্যত্র- মনুকর্দম সংবাদ পর্য্যন্তং প্রথমেহহনি। ৩/২২ অঃ
ভরতাখ্যানং পর্য্যন্তং দ্বিতীয়েহহনি বাচয়েৎ। ৫/৬ অঃ
তৃতীয়ে দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্তমস্কন্ধ পূরণম্। ৭/১৫ অঃ
কৃষ্ণাবির্ভাবপর্য্যন্তং চতুর্থে দিবসে বদেৎ।। ১০/৩ অঃ
রুক্মিণ্যুদ্বাহপর্য্যন্তং পঞ্চমেহহনি শস্যতে। ১০/৫৪ অঃ
শ্রীহংসাখ্যান-পর্য্যন্তং ষষ্ঠেহহনি বদেৎ সুধীঃ।।১১/১৩ অঃ
সপ্তমে তু দিনে কুর্য্যাৎ পূর্ত্তিং ভাগবতস্য বৈ।
এবং নির্বিঘ্নতসিদ্ধি বিপর্য্যয় ইতোহন্যথা।।

ইতি- *শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ-বিধি সমাপ্ত।*

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা

যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবি পুরা সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশ-রুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তর-পরীরম্ভ-সম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ।।

—শ্রীশ্রীগৌর গণোদ্দেশ-দীপিকা।

পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ যে শ্রীশ্যামসুন্দর পরস্পর তুল্যকান্তি বিশিষ্টা গৌরাঙ্গীদিগের সহিত অর্থাৎ তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা গোপসুন্দরীদিগের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনিই অবিরত তাঁহাদের গাঢ় আলিঙ্গন প্রযুক্ত তাঁহাদিগের গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি লাভ করতঃ শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া জয়যুক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী-শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্লোক।

শ্রীরাধিকা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিমতী প্রেম-স্বরূপা হ্লাদিনী-শক্তি। তন্নিমিত্ত অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদত্ব প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ে এক আত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে পৃথক্ পৃথক্ দেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরন্তু ইদানীং অর্থাৎ এই কলিযুগে সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই জনে মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। আমি কৃষ্ণস্বরূপে সেই শ্রীচৈতন্যকে স্তব ও প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীগৌর-গণোদ্দেশ

গৌরগণ	পূর্ব্বলীলার স্বরূপ
উপেন্দ্র মিশ্র (মহাপ্রভুর পিতামহ)	পর্জ্জন্য (শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ)।
কমলাবতী (ঐ পিতামহী)	বরীয়সী (ঐ পিতামহী)।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী (ঐ মাতামহ)	সুমুখ (ঐ মাতামহ ও গর্গমুনি)।
বিলাসিনী (ঐ মাতামহী)	পাটলা (ঐ মাতামহী)।
জগন্নাথ মিশ্র (ঐ পিতা)	নন্দ (ঐ পিতা)।
শচীদেবী (ঐ মাতা)	যশোদা (ঐ মাতা)।
মুকুন্দ পণ্ডিত বা হাড়াই পণ্ডিত (নিত্যানন্দের পিতা)	বসুদেব (রাম-কৃষ্ণের পিতা)।
পদ্মাবতী (নিত্যানন্দের মাতা)	দেবকী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা) ও রোহিণী (বলরামের মাতা)।
কুবের পণ্ডিত (অদ্বৈতের পিতা)	গুহ্যকেশ্বর কুবের(মহাদেবের মিত্র)।
মাধব মিশ্র (গদাধরের পিতা)	বৃষভানু রাজার প্রকাশ বিশেষ।
রত্নাবতী (ঐ মাতা)	কীর্ত্তিদা (শ্রীরাধিকার মাতা)।

বল্লভাচার্য্য (লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা) রাজর্ষী জনক, (মতান্তরে) ভীষ্মক (রুক্মিণীর পিতা)।
সনাতন মিশ্র (বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা) সত্রাজিত রাজা(সত্যভামার পিতা)
সূর্য্যদাস (বসুধা ও জাহ্নবার পিতা) ককুদ্মী (রেবতীর পিতা)।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানু রাজা (শ্রীরাধিকার পিতা)।
বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী (গৌরাঙ্গের মাতুল) যশোধর (কৃষ্ণের মাতুল)।
ঈশ্বরপুরী (মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু) সান্দীপনি মুনি (শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন গুরু)
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও সুদর্শন পণ্ডিত (মহাপ্রভুর বিদ্যাগুরু) বশিষ্ঠ (শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্যাগুরু)
কেশব ভারতী (ঐ সন্ন্যাস গুরু) অক্রূর (মতান্তরে সান্দীপনি মুনি)।
বনমালী আচার্য্য (লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহের ঘটক) বিশ্বামিত্র (রামচন্দ্রের বিবাহের ঘটক) ও সদানন্দ (শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রুক্মিণী-প্রেরিত ব্রাহ্মণ)।
উঃ নীঃ সাঃ চক্রঃ সুনন্দ নামক।
কাশীনাথ (বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের ঘটক) কুলক (সত্যভামার বিবাহের ঘটক)।
জগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামার প্রকাশ-বিশেষ।
অদ্বৈত আচার্য্য সদাশিব (মহাবিষ্ণু)।
নিত্যানন্দ বলরাম।
বিশ্বরূপ (মহাপ্রভুর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা) সঙ্কর্ষণের দ্বিতীয় ব্যূহ (ইনি অন্তর্হিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ দেহে প্রবিষ্ট হন)।
গদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধারাণী।
শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ।
সীতাদেবী (অদ্বৈতের পত্নী) যোগমায়া ভগবতী।
শ্রীদেবী(ঐ ঐ) ঐ প্রকাশ বিশেষ।

নন্দিনী (সীতাদেবীর দাসী) জয়া (ভগবতীর দাসী)।
জঙ্গলী (ঐ ঐ) বিজয়া (ঐ ঐ)।
বসুধা (নিত্যানন্দের পত্নী) বারুণী (বলরামের পত্নী)।
জাহ্নবা (ঐ ঐ) রেবতী (ঐ ঐ) ও অনঙ্গ মঞ্জরী।
মালিনী (শ্রীবাসের পত্নী) অম্বিকা (শ্রীকৃষ্ণের ধাতৃমাতা)।
নারায়ণী (ঐ ভ্রাতৃ কন্যা) কিলিম্বিকা (অম্বিকার ভগ্নী)।
লক্ষ্মীপ্রিয়া (মহাপ্রভুর ১মা পত্নী) রুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণের মহিষী) ও জানকী (শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী)।
বিষ্ণুপ্রিয়া (ঐ ২য়া পত্নী) সত্যভামা (শ্রীকৃষ্ণের পত্নী)।
রাম পণ্ডিত (শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পর্ব্বত মুনি।
বীরচন্দ্র (নিত্যানন্দের পুত্র) পয়োব্ধিশায়ী (সঙ্কর্ষণের ব্যূহ)। নিশঠ ও উল্মুখ দুই গোপ-সহোদরও ইহাতে প্রবিষ্ট হন।
গঙ্গা (নিত্যানন্দের কন্যা) গঙ্গা (বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথী)।
মাধবাচার্য্য (গঙ্গার স্বামী) শান্তনু রাজা (গঙ্গার স্বামী)।
অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈতের পুত্র) অচ্যুতা গোপী।
কৃষ্ণমিশ্র (ঐ ঐ) কার্ত্তিকেয়।
গোবিন্দ আচার্য্য (গীতবাদ্য-বিশারদ) পৌর্ণমাসী (বড়াইবুড়ী)।
মীনকেতন রামদাস (নিত্যানন্দের ভৃত্য) সঙ্কর্ষণের ব্যূহ।
দাস গদাধর চন্দ্রকান্তি (শ্রীরাধিকার বিভূতি) ও পূর্ণানন্দা (বলরাম প্রিয়া গোপী)।
নরহরি সরকার ঠাকুর মধুমতী।
রঘুনন্দন (খণ্ডবাসী) প্রদ্যুম্ন (সঙ্কর্ষণের তৃতীয় ব্যূহ)।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত অনিরুদ্ধ (ঐ ৪র্থ ব্যূহ ও শশীরেখার আবেশ)।
গোপীনাথ আচার্য্য ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্ত্তা)।
মুরারি গুপ্ত হনুমান।

পুরন্দর পণ্ডিত	অঙ্গদ।
গোবিন্দানন্দ	সুগ্রীব ।
রামচন্দ্রপুরী	বিভীষণ ও জটিলা।
হরিদাস ঠাকুর	ঋচিক মুনির পুত্র ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ।
দেবানন্দ পণ্ডিত (কুলিয়া)	ভাগুরি মুনি (নন্দের সভা পণ্ডিত)।
বৃন্দাবন দাস	বেদব্যাস ও কুসুমাপীড় সখা।
বল্লভভট্ট	শুকদেব গোস্বামী।
চন্দ্রশেখর আচার্য্য	চন্দ্র (মতান্তরে সুভদ্রা সখী)।
উদ্ধব দাস	পদ্মা সখী (মতান্তরে চন্দ্রের আবেশাবতার)।
বিশ্বেশ্বরাচার্য্য	সূর্য্য।
বনমালী ভিক্ষুক	সুদামা বিপ্র।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী	প্রধানা যজ্ঞপত্নী।
জগদীশ ও হিরণ্যক	অন্য দুই জন যজ্ঞপত্নী।
জগন্নাথ আচার্য্য ও গঙ্গাদাস (মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র)	নিধুবনে গোপীপ্রিয় দুর্ব্বাসা।
নকুল ব্রহ্মচারী	শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্র	ঐ ঐ । (মতান্তরে মধুমঙ্গল)।
ভগবান আচার্য্য (খঞ্জ)	শ্রীগৌরাঙ্গের কলা।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য	বৃহস্পতি (দেবগুরু)।
পরমানন্দপুরী	উদ্ধব।
সদাশিব কবিরাজ	চন্দ্রাবলী (মতান্তরে সুগন্ধিকা সখী)।
প্রতাপরুদ্র	ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ও ইন্দ্র।
কাশীনাথ	সনক।
লোকনাথ	সনাতন।
শ্রীনাথ	সনৎকুমার।

রামনাথ	সনন্দ।
রায় ভবানন্দ	পাণ্ডু মহারাজ।
বাণীনাথ (ভবানন্দের পুত্র)	যুধিষ্ঠির।
কলানিধি (ভবানন্দের পুত্র)	ভীম।
রায়-রামানন্দ	অর্জ্জুন ও অর্জ্জুনীয়া গোপী। (মতান্তরে বিশাখা)।
সুধানিধি	নকুল।
গোপীনাথ	সহদেব।
কুমুদানন্দ পণ্ডিত	গন্ধর্ব্ব (ব্রজের গোপ)।
সেন শিবানন্দ	চম্পকলতা। (মতান্তরে বীরাদূতী)।
মালতী (ঐ পত্নী)	বিন্দুমতী (ব্রজগোপী)।
চৈতন্যদাস (ঐ পুত্র)	দক্ষ (ব্রজের শুকপাখী)।
রামদাস (ঐ ঐ)	বিচক্ষণ (ঐ ঐ)।
কবিকর্ণপূর (ঐ ঐ)	মধুরেক্ষণা, মতান্তরে গুণচূড়াসখী, সূক্ষ্মধারী (ঐ শারী)
গোবিন্দ	মতান্তরে সুভদ্রা সখী, পুণ্ডরীকাক্ষ (বৈকুণ্ঠের পার্ষদ)।
গরুড়	মতান্তরে ভদ্ররেখা সখী, কুমুদ (বৈকুণ্ঠের পার্ষদ)।
জগন্নাথ (জগাই)	জয় (ঐ দ্বারপাল)।
মাধব (মাধাই)	বিজয় (ঐ ঐ)।
গরুড় পণ্ডিত	গরুড় (বিষ্ণুর বাহন)।
ভাস্কর ঠাকুর	বিশ্বকর্ম্মা।

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী (বৃন্দাবনবাসী)	লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ বিশেষ।
দামোদর পণ্ডিত	শৈব্যা ও সরস্বতীদেবী।
শ্রীকান্ত সেন	কাত্যায়নী ঠাকুরাণী।
শঙ্কর পণ্ডিত	ভদ্রা (চন্দ্রাবলীর সখী)।
বংশীদাস ঠাকুর	শ্রীকৃষ্ণের বংশী।
ভূগর্ভ গোস্বামী	প্রেমমঞ্জরী।
ঈশান দাস (মহাপ্রভুর ভৃত্য)	শাণ্ডিল্য মুনি।
কাশ্বীশ্বর (ঐ)	ভৃঙ্গার (শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য)।
গোবিন্দ (ঐ)	ভঙ্গুর (ঐ) ।
হরিদাস (ঐ)	রক্তক (ঐ) ।
বৃহচ্ছিশু (ঐ)	পত্রক (ঐ) ।
রামাই (ঐ)	পয়োদ (ব্রজের জল সংস্কারকারী)।
নন্দাই (ঐ)	বারিদ (ঐ) ।
মুকুন্দ দত্ত (ঐ গায়ক)	মধুকণ্ঠ (ব্রজের গায়ক)।
বাসুদেব দত্ত (ঐ গায়ক)	মধুব্রত (ঐ)। (মতান্তরে হরিণী)।
মকরধ্বজ কর (ঐ)	চন্দ্রমুখ (ঐ)।
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া	কলকণ্ঠ (ব্রজের গায়ক)।
বনমালী পণ্ডিত	মালাধর (ব্রজের বেণু ও মুরলী-ধারক)।
সত্যানন্দ সরস্বতী	গৌতম।
রাঘব পণ্ডিত (পানিহাটী)	ধনিষ্ঠা।
দময়ন্তী (রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী)	গুণমালা (ব্রজের দাসী)।
জগদীশ (নৃত্য বিনোদী)	চন্দ্রহাস (ব্রজের নট)।
শঙ্কর ঘোষ (ডম্ফ বাদক)	সুধাকর (ঐ মৃদঙ্গবাদক)।
সারঙ্গ ঠাকুর	নান্দীমুখী।

সত্যরাজ খান	সুকণ্ঠী।
মুকুন্দ (খণ্ডবাসী)	বৃন্দাদেবী।
জগদীশ পণ্ডিত (যশোড়া)	চন্দ্রলতিকা সখী।
ভগবান আচার্য্য	রত্নাবলী।
দ্বিজ হরিদাস	শ্যামমঞ্জরী।
বাণীনাথ পণ্ডিত	কলভাষিণী।
নবাই হোড়	নীলকান্তি সখী।
কৃষ্ণদাস সরকেল	সম্মোহিনী সখী।
হোড় হরিদাস	রত্নাবলী সখী।
শ্রীনাথ পণ্ডিত	চিত্রাঙ্গী সখী।
গামিল জগন্নাথ	সুখপালী সখী।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী	আহ্লাদিনী সখী।
গোপালগুরু	সুমুখী সখী।
জগন্নাথ (মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র)	তারকা।
গোপাল (ঐ)	পালী।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস	সারদা (ব্রজের গায়ক)।
রাঘব (ঝালিবাহক)	মালাধর (ব্রজের ভৃত্য)।
বুদ্ধিমন্ত খান	মধুব্রত (ঐ)।
কাশীশ্বর গোস্বামী	শশিরেখা।
মাধবী দাসী (শিখিমাহিতির ভগ্নী)	কলাকেলি। (মতান্তরে মণ্ডলী সখী)।
কালিদাস	মল্লী (ব্রজে পুলিন্দ-কন্যা)।
নারায়ণ বাচস্পতি	নাগবেলিকা (মতান্তরে সৌরসেনী)।
পীতাম্বর	কাবেরী (মতান্তরে প্রেমমঞ্জরী)।
মকরধ্বজ পণ্ডিত	সুকেশী।
মাধবাচার্য্য	মাধবী।

জীব পণ্ডিত	হার হীরা (মতান্তরে ইন্দিরা)।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য	বরাঙ্গদা (মতান্তরে মধুরেক্ষণা)।
শ্রীনাথ মিশ্র	চিত্রাঙ্গী।
প্রবোধানন্দ সরস্বতী	তুঙ্গবিদ্যা (মতান্তরে গুণচূড়া)।
বিদ্যাবাচস্পতি	সুমধুরা।
কবিচন্দ্র ঠাকুর	কন্দর্পসুন্দরী (মতান্তরে মনোহরা)।
শিখি মাহিতি	শশিকলা (মতান্তরে রাগলেখা)।
গোবিন্দ ঘোষ	রঙ্গদেবী (মতান্তরে কলাবতী)।
মাধব ঘোষ	তুঙ্গবিদ্যা (মতান্তরে রসোল্লাসা)।
বাসুদেব ঘোষ	সুদেবী (মতান্তরে গুণতুঙ্গা)।
কাশীমিশ্র পণ্ডিত	কলকণ্ঠী (মতান্তরে মথুরার সৈরিন্ধ্রী)।
শুভানন্দ দ্বিজ	মালতী।
শ্রীধর ব্রহ্মচারী	চন্দ্রলতিকা।
পরমানন্দ গুপ্ত	কুন্দকাক্ষী (মতান্তরে মঞ্জুমেধা)।
রঘুনাথ দ্বিজ	বরাঙ্গদা।
বনমালী কবিরাজ	চিত্রা (শ্রীরাধার কেশবিন্যাসকারিণী)।
রামানন্দ বসু	চম্পকলতা (মতান্তরে কলকণ্ঠী)।
কংসারী সেন	মঞ্জুকেশিকা (মতান্তরে রত্নাবলী)।
জগন্নাথ সেন	কামলতিকা (মতান্তরে কমলা)।
সুবুদ্ধি মিশ্র	শুভাননা (মতান্তরে গুণচূড়া)।
শ্রীহর্ষ মিশ্র	সুকেশিনী।
রঘুনাথ মিশ্র	কর্পূর মঞ্জরী।
জিতামিত্র	শ্যাম মঞ্জরী।
ভাগবতাচার্য্য	শ্বেতমঞ্জরী।
বাণীনাথ দ্বিজ	কামলেখা।

ঈশান আচার্য্য	মৌন মঞ্জরী।
কমল	গন্ধোন্মাদা।
লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত	রসোন্মাদা।
জগন্নাথ (মামুঠাকুর)	চন্দ্রিকা।
অনন্ত (কণ্ঠাভরণ)	কলভাষিণী।
হস্তিগোপাল	গোপালী।
রঙ্গবাসী	হরিণী।
বল্লভ	কালী।
হরি আচার্য্য	কালাক্ষী।
নয়ন মিশ্র	নিত্য মঞ্জরী।
কবিদত্ত	কলকণ্ঠী।
রামদাস	কুরঙ্গাক্ষী।
চিরঞ্জীব (খণ্ডবাসী)	চন্দ্রিকা।
সুলোচন (ঐ)	চন্দ্রশেখরা।
শ্রীজীব গোস্বামী (বল্লভাত্মজ)	বিলাসমঞ্জরী।
গঙ্গামন্ত্রী	চন্দ্রিকা।
গোপীনাথাচার্য্য	রত্নাবলী।

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)

দ্বাদশ গোপাল

অভিরাম ঠাকুর	শ্রীদাম।
সুন্দরানন্দ ঠাকুর	সুদাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিত	বসুদাম।
গৌরীদাস পণ্ডিত	সুবল।
কমলাকর পিপ্পলাই	মহাবল।
উদ্ধারণ দত্ত	সুবাহু।

মহেশ পণ্ডিত	মহাবাহু।
পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর	স্তোককৃষ্ণ।
নাগর পুরুষোত্তম	দাম।
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর	অর্জ্জুন (পাণ্ডব নয়)।
কালা কৃষ্ণদাস	লবঙ্গ।
শ্রীধর পণ্ডিত	কুসুমাসব।

দ্বাদশ উপগোপাল

হলায়ুধ পণ্ডিত	প্রবল (ব্রজের সখা)।
রুদ্র পণ্ডিত	বরূথপ ঐ ।
কুমুদানন্দ পণ্ডিত	গন্ধর্ব্ব ঐ ।
বনমালী ওঝা	অংশুমান্ ঐ ।
সন্ত ঠাকুর	ভদ্রসেন ঐ ।
মুরারি মাহাতি	বসন্ত ঐ ।
গঙ্গাদাস	উজ্জ্বল ঐ ।
গোপাল ঠাকুর	কোকিল ঐ ।
শিবাই	বিলাসী ঐ ।
নন্দাই	পুণ্ডরীক ঐ ।
বিষ্ণাই ঠাকুর	কলবিঙ্ক ঐ ।
কাশীশ্বর পণ্ডিত	কিঙ্কিণী (ব্রজের সখী) ।

অষ্ট গোস্বামী

শ্রীরূপ গোস্বামী	শ্রীমতী রূপ মঞ্জরী।
শ্রীলোকনাথ গোস্বামী	” মঞ্জুলালী মঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী	” রসমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী	” রতি মঞ্জরী।
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী	” গুণমঞ্জরী।

শ্রীজীব গোস্বামী — শ্রীবিলাস মঞ্জরী।
শ্রীসনাতন গোস্বামী — ” লবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী — ” কস্তুরী মঞ্জরী।

অষ্টসিদ্ধি

অনন্তপুরী, সুখানন্দপুরী, গোবিন্দ-পুরী, রঘুনাথপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, কেশবপুরী, দামোদরপুরী, এবং রাঘবপুরী,

অণিমা, মহিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবসায়িত্ব।

নবনিধি

শ্রীনিধি, শ্রীগর্ভ, কবিরত্ন, সুধা-নিধি, বিদ্যানিধি গুণনিধি, রত্ন-বাহু, আচার্য্যরত্ন ও রত্নাকর পণ্ডিত-

পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব।

নৃসিংহানন্দতীর্থ, সত্যানন্দ ভারতী, নৃসিংহ তীর্থ, চিদানন্দ তীর্থ, জগন্নাথ তীর্থ, বাসুদেব তীর্থ, শ্রীরামতীর্থ, গরুড় অবধূত ও উপেন্দ্র আশ্রম।

জয়ন্তের নয়জন পুত্র সকলেই ঊর্দ্ধরেতা সম-দর্শী ও পরম ভাগবত।

অষ্ট প্রধান মহান্ত

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী (মতান্তরে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী) — ললিতা।
রায় রামানন্দ (মতান্তরে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী) — বিশাখা।
গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (মতান্তরে বনমালী কবিরাজ) — চিত্রা।
বসু রামানন্দ (মতান্তরে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী) — ইন্দুলেখা।
সেন শিবানন্দ (মতান্তরে রাঘব গোস্বামী) — চম্পকলতা।

গোবিন্দ ঘোষ (মতান্তরে গদাধর ভট্ট) রঙ্গদেবী।
মাধব ঘোষ (মতান্তরে প্রবোধানন্দ সরস্বতী) তুঙ্গবিদ্যা।
বাসুদেব ঘোষ (মতান্তরে অনন্তাচার্য্য গোস্বামী) সুদেবী।

(চৌষট্টি মহান্ত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

ইতি — *শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা সমাপ্ত।*

ভোগমালা

প্রথমে পঞ্চতত্ত্বের ভোগারাধনা করিতে হইবে। পঞ্চতত্ত্ব যথা ঃ— শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত। পঞ্চতত্ত্বের ভোগগুলি পূর্ব্বাভিমুখে স্থাপন করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আসন মধ্যস্থলে, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তদ্দক্ষিণে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। মহাপ্রভুর বামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত তদ্বামে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীবাস পণ্ডিতের বামে পৃথকভাবে কৃষ্ণের আসন হইবে এবং তাহার বামে রাধারাণীর আসন হইবে।

তৎপরে পঞ্চতত্ত্বের দক্ষিণে গুরুবর্গ, ভারতীবর্গ ও পিতৃবর্গের আসন হইবে। গুরুবর্গ ঃ—(১)মাধবেন্দ্রপুরী, (২) ঈশ্বরপুরী, (৩) পরমানন্দপুরী, (৪)বিষ্ণুপুরী, (৫) রঘুনাথপুরী, (৬) কৃষ্ণানন্দপুরী, (৭)নৃসিংহানন্দপুরী, (৮) সুখানন্দপুরী, (৯) অনন্তপুরী ও (১০) রামচন্দ্রপুরী। পুরীদের আসন পঞ্চতত্ত্বের দক্ষিণে উত্তরাভিমুখে হইবে। গুরুবর্গের বাম পূর্বাভিমুখে ভারতী বর্গের আসন হইবে। ভারতীবর্গ— (১)কেশব ভারতী, (২) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, (৩) বলরাম ভারতী, (৪) রামানন্দ ভারতী, (৫) বল্লভ ভারতী, (৬) যদুনন্দন ভারতী ও (৭) শ্যামানন্দ ভারতী। দক্ষিণাভিমুখে পিতৃবর্গের আসন হইবে— কুবের

আচার্য্য, হাড়াই পণ্ডিত, জগন্নাথ মিশ্র ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

পঞ্চতত্ত্বের বামে আভরণের ভিতর মাতৃবর্গ, প্রিয়াবর্গ ও দাসীবর্গের এবং বৃন্দাদেবীর আসন হইবে। মাতৃবর্গ যথা ঃ— নাভাদেবী, শচীমাতা, পদ্মাবতীদেবী। তাহার বামে পূর্ব্বাভিমুখে প্রিয়াবর্গের আসন হইবে। প্রিয়াবর্গ যথা ঃ— সীতা ঠাকুরাণী, শ্রীঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী, বসুধা ঠাকুরাণী, জাহ্নবা ঠাকুরাণী। প্রিয়াবর্গের বামে দাসীবর্গের আসন দাসীবর্গ— নন্দিন ঠাকুরাণী, জঙ্গলী ঠাকুরাণী, কাঞ্চনা দেবী,। দাসীবর্গের বামে বৃন্দাদেবী।

পঞ্চতত্ত্বের সম্মুখে বামদিকে দক্ষিণাভিমুখে দ্বাদশ গোপালের আসন হইবে। দ্বাদশ গোপাল যথা ঃ— অভিরাম ঠাকুর— শ্রীদাম, সুন্দরানন্দ ঠাকুর— সুদাম, ধনঞ্জয় পণ্ডিত— বসুদাম, গৌরীদাস পণ্ডিত—সুবল, কমলাকর পিপ্পলাই—মহাবল, উদ্ধারণ দত্ত—সুবাহু, মহেশ পণ্ডিত— মহাবাহু, পুরুষোত্তম দাস— স্তোত্রকৃষ্ণ, নাগর পুরুষোত্তম— দাম, পরমেশ্বর দাস—অর্জ্জুনগোপ, কালা কৃষ্ণদাস— লবঙ্গ, ও খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত— কুসুমাসব।

দ্বাদশ গোপালের বামে অষ্ট প্রধান মহান্তের আসন হইবে। যথা ঃ— স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, রামানন্দ বসু, মাধব ঘোষ, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। অষ্ট মহান্তের বামে গোস্বামীবর্গের আসন হইবে। যথা— সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী, জীব গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ব গোস্বামী, কবিরাজ গোস্বামী। গোস্বামীবর্গের বামে খণ্ডবাসীর আসন হইবে পশ্চিমমুখে— মুকুন্দ, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন। খণ্ডবাসীর বামে

পৃথকভাবে হরিদাসঠাকুরের আসন হইবে। হরিদাস ঠাকুরের বামে তিন ঠাকুরের আসন হইবে। যথা— শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ ঠাকুর। ঠাকুরবর্গের বামে ছয় চক্রবর্ত্তী। যথা— শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী, গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীদাম চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী। তৎবামে অষ্ট কবিরাজ। যথা— অষ্ট কবিরাজ যথা ঃ— রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, কর্ণপূর কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ, ভগবান কবিরাজ, বল্লবীকান্ত কবিরাজ, গোকুল কবিরাজ, গোপীরমণ কবিরাজ,- এই ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

অষ্ট কবিরাজের দক্ষিণ ভাগে পুত্রবর্গের আসন হইবে। যথা ঃ— বীরভদ্র গোস্বামী, রামাই, নন্দাই, মীনকেতন রামদাস, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, বলরাম মিশ্র, গোপাল দাস, জগদীশ, রামাই কিঙ্কর। পুত্রবর্গের বামে পৃথকভাবে আপন গুরুবর্গের আসন দিতে ইচ্ছা করলে দিতে পারেন।

পঞ্চতত্ত্বের সম্মুখে সকলের মধ্যস্থলে উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখে চৌষট্টি মহান্তের আসন হইবে।

চৌষট্টি মহান্ত ঃ— প্রথমতঃ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পার্ষদ। আটজন যথা ঃ— চন্দ্রশেখর আচার্য্য, রত্নগর্ভ ঠাকুর, গোবিন্দ, গরুড়, মুকুন্দ দত্ত, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে ঃ—

রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা। ললিতা সখীর
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী।। যূথ।

স্বরূপদামোদরের গণের পার্শ্বে দক্ষিণাভিমুখে রামানন্দ রায়ের পার্ষদ আটজন যথা ঃ— মাধবাচার্য্য, শুভানন্দ দ্বিজ, রামচন্দ্র দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নন্দনাচার্য্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর

ও সুবুদ্ধি মিশ্র। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে—

মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা। বিশাখা সখীর
হরিণী চপলা চৈব সুরভী চ শুভাননা।। যূথ।

রামানন্দ রায়ের গণের সামনে উত্তরমুখে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পার্ষদ আটজন যথাঃ— রাম পণ্ডিত, জগন্নাথ দাস, জগদীশ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ, রায় মুকুন্দ, মুকুন্দানন্দ, পুরন্দরাচার্য্য ও নারায়ণ বাচস্পতি। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে—

রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা। চিত্রা সখীর
কামিলা কামনাগরী নাগরী নাগবেলিকা।। যূথ।

গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের গণের পার্শ্বে দক্ষিণাভিমুখে বসু রামানন্দের পার্ষদ আটজন যথা ঃ— মধুপণ্ডিত, পরমানন্দ ঠাকুর, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ ঠাকুর, বনমালী দাস, শ্রীকর পণ্ডিত, শ্রীনাথ মিশ্র, লক্ষ্মণ আচার্য্য ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত। ব্রজলীলায় ইঁাহারা যথাক্রমে ঃ—

তুঙ্গভদ্রা রসতুঙ্গা রঙ্গবাটি সুমঙ্গলা। ইন্দুরেখা সখীর
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদিনী মদনালসা।। যূথ।

বসুরামানন্দের গণের সমানে উত্তরমুখে সেন শিবানন্দের পার্ষদ আটজন যথা — মকরধ্বজ দত্ত, রঘুনাথ দত্ত, মধু পণ্ডিত, বিষ্ণুদাস আচার্য্য, পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দ ঠাকুর, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরাম দাস। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে ঃ—

কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুন্তলা। চম্পকলতার
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কন্দুকাক্ষী সুমন্দিরা।। যূথ।

শিবানন্দসেনের গণের পাশে দক্ষিণাভিমুখে গোবিন্দ ঘোষের পার্ষদ আটজন, যথা— কাশীমিশ্র পণ্ডিত, শিখি মাহিতি শ্রীমান্ পণ্ডিত, বড় হরিদাস, কবিচন্দ্র ঠাকুর, হিরণ্যগর্ভ ঠাকুর, জগন্নাথ সেন ও দ্বিজ পীতাম্বর। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে—

কলকন্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা। রঙ্গদেবীর
কন্দর্প সুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী।। যূথ।

গোবিন্দঘোষের গণের সামনে উত্তরমুখে মাধব ঘোষের পার্ষদ আটজন, যথা ঃ— মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, ঠাকুর গোবিন্দ, মহেশ ঠাকুর, শ্রীকান্ত ঠাকুর, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে ঃ—

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা। তুঙ্গিবিদ্যার
তনুমধ্যা মধুস্যন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা।। যূথ।

মাধবঘোষের গণের পাশে দক্ষিণাভিমুখে বাসুদেব ঘোষের পার্ষদ আটজন, যথা— রাঘব পণ্ডিত, মুরারিচৈতন্যদাস, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারিসেন, শ্রীজীব পণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস ও কবিচন্দ্র গুপ্ত। ব্রজ লীলায় ইঁহারা যথাক্রমে ঃ—

কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা। সুদেবী সখীর
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠি মনোহরা।। যূথ।

শ্রীমহাপ্রসাদ-নিষ্ঠ সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব শ্রীচৌষট্টি মহান্তের ভোগ দিবেন। অগ্রে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের পূজোপহার সমর্পণ করিতে হইবে শ্রীগুরুবর্গের ও গুরুস্থানীয় পার্ষদগণকে যে ভোগ অর্পণ করিবেন তাঁহা পূর্ব্বেই শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর অথবা শ্রীদশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ তাঁহাদের দিবেন। শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের স্বীয় স্বীয় মন্ত্রে ভোগ লাগাইয়া সেই প্রসাদ শ্রীগদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তগণকে অর্পণ করিবেন এবং তাঁহাদের প্রসাদী মাল্য-চন্দন, তাম্বূলাদিও গৌরভক্তবৃন্দকে অর্পণ করিবেন। ভোগ অন্তে আরত্রিক এবং জয়ধ্বনি ও ভোগদর্শন করতঃ বন্দনা করিতে হয়।

ইতি— ভোগমালা সমাপ্ত।

উত্তর
দাসীবর্গ-৩ বৃন্দাদেবী
দ্বাদশগোপাল-১২
অষ্টপ্রধান মহান্ত-৮
প্রিয়বর্গ-৭
প্রবেশদ্বার
স্বরূপদামোদরের গণ-৮
রায়রামান্দের গণ-৮
চৌষট্টি মহান্তের ভোগমালা
১৩৬ আসন
শ্রীরাধাকৃষ্ণ - ২
পঞ্চতত্ত্ব - ৫
গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের গণ-৮
বসুরামানন্দের গণ- ৮
শিবানন্দসেনের গণ-৮
গোবিন্দঘোষের গণ-৮
পিতৃবর্গ-৪
ভারতীবর্গ-৭
প্রবেশদ্বার
মাধবঘোষের গণ-৮
বাসুদেবঘোষের গণ-৮
দক্ষিণ

শ্রীবিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রা
অথবা
শ্রীশ্রীজগন্নাথের উৎসব

(গৌণচান্দ্র মাস অনুসারে)

১। চন্দনযাত্রা—বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া বা অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ৪২ দিন।

২। স্নান যাত্রা— জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা।

৩। রথযাত্রা— আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া।

৪। শয়নোৎসব যাত্রা— আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশী।

৫। দক্ষিণায়ণোৎসব— শ্রাবণ সংক্রান্তি।

৬। (ক) দক্ষিণপার্শ্ব পরিবর্ত্তন উৎসব— ভাদ্রীয় শুক্লা দ্বাদশী।

(খ) বামপার্শ্ব পরিবর্ত্তন উৎসব— আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী।

৭। উত্থানোৎসব— কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী (প্রবোধনী)।

৮। প্রাবরণোৎসব (ছাঁদনী যাত্রা)— অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী।

৯। পুষ্যাভিষেক — পৌষী পূর্ণিমা।

১০। উত্তরায়ণ উৎসব বা শস্য মহোৎসব— মকর বা মাঘ সংক্রান্তি।

১১। দোলযাত্রা— ফাল্গুণী পূর্ণিমা।

১২। দমনভঞ্জিকা যাত্রা— চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্থিতি নির্ণয়

আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী অর্থাৎ হোরা পঞ্চমী হইতে শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত আটাইশ দিন শ্রীরাধারাণীর যাবটে স্থিতি।

শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়া হইতে হিন্দোলা অথবা ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তের দিন শ্রীরাধারাণীর পিতৃগৃহ শ্রীবর্ষাণে অবস্থিতি।

ভাদ্রীয় কৃষ্ণা প্রতিপদ দিনে পুনরায় শ্রীরাধারাণীর যাবটে আসিয়া কৃষ্ণা-ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ছয়দিন যাবটে বাস করেন।

ভাদ্রীয় কৃষ্ণা সপ্তমী হইতে শুক্লা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উৎসব উপলক্ষে পনের দিন শ্রীরাধারাণী শ্রীনন্দগ্রামে থাকেন।

ভাদ্রীয় শুক্লা সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত চারিদিন নিজ জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীরাধারাণী শ্রীবর্ষাণে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাষ্টমীর দিন বর্ষাণে থাকেন।

ভাদ্রীয় শুক্লা একাদশী হইতে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত একুশদিন যাবটে শ্রীরাধারাণীর স্থিতি।

আশ্বিনের শুক্লা দ্বিতীয়া হইতে শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত সাত দিন শারদীয়া পূজোপলক্ষে পিতৃগৃহ শ্রীবর্ষাণে থাকেন।

আশ্বিনের দশমী বা বিজয়ী দশমী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত একুশদিন পুনরায় শ্রীরাধারাণী যাবটে থাকেন।

কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত তিন দিন শ্রীদামকে তিলক-দানার্থে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে পিতৃগৃহ শ্রীবর্ষাণে বাস করেন।

কার্ত্তিকী শুক্লা পঞ্চমী হইতে মাঘী শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনমাস কাল যাবটে বাস করেন।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী অথবা বসন্তপঞ্চমী হইতে আষাঢ়ের শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত পাঁচমাস কাল শ্রীশ্রীরাধারাণী শ্রীবর্ষাণে থাকেন।

(শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও শ্রীরাধারাণীর সূর্য্যপূজা দিন বন্দ থাকে)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি— ভাদ্রীয় কৃষ্ণাষ্টমী, ভাদ্রীয় কৃষ্ণা নবমী দুইদিন।

শ্রীরাধারাণীর জন্মতিথি— ভাদ্রীয় শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রীয়-শুক্লা নবমী দুই দিন।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী হইতে ফাল্গুণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বা চৈত্র শুক্লা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত।

যূথেশ্বরী মিলন

(সম্বৎসরে তের দিন)

যথা— বসন্ত পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দশদিন, চৈত্র কৃষ্ণ প্রতিপদ, চৈত্র শুক্লা একাদশী, চৈত্র পূর্ণিমা। বসন্তের দুই মাস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহ পরাসৌলীতে রাস করেন।

শ্রীরাধারাণীর দ্বাদশ আভরণ

১। মস্তকে স্বর্ণচূড়া, ২। উভয় কর্ণে কুণ্ডল, ৩। কটিতে চন্দ্রহার, ৪। কণ্ঠে পদক, ৫। কর্ণদ্বয়ে চক্রী শলাকা, ৬। হস্তদ্বয়ে বলয়াবলী, ৭। গলদেশে চিক, ৮। হস্তাঙ্গুলিতে অঙ্গুরি, ৯। বক্ষে তারাহার, ১০। বাহুযুগলে অনন্ত, ১১। চরণে নূপুর, ১২। পদাঙ্গুলিতে রত্ন মঞ্জীর।

ষোড়শ শৃঙ্গার

১। সদা সুস্নাতা, ২। নাসাগ্রে বৃহৎ মুক্তাবলী, ৩। নীল বসনা, ৪। পট্টসূত্রে বেণী বদ্ধা, ৫। বেণী সম্বদ্ধকেশা, ৬। উভয় কর্ণে কর্ণভূষণ, ৭। চন্দনাদিতে চর্চ্চিতা, ৮। কেশে কুসুম শোভিতা, ৯। গলে মালা লম্বিতা, ১০। হস্তে লীলা কমল, ১১। তাম্বূল রঞ্জিতাননা, ১২। চিবুকে বৃহৎ বিন্দু, ১৩। কজ্জ্বল নেত্রা, ১৪। পত্র ভঙ্গাদিতে চিত্রিতা, ১৫। চরণে যাবক বা আলতা, ১৬। সিন্দূর ও চন্দনের তিলক যুক্তা।

শ্রীরাধারাণীর বেষ

শ্রীরাধারাণীকে কজ্জ্বল দান, পুষ্পবাসিত তৈল দান,

পুষ্পমাল্য দ্বারা বেণীর শোভা বর্দ্ধন, সীমন্তে সিন্দূর দান, তিলক রচনা, কপোলচিত্র রচনা, চিবুকচিত্র রচনা, দন্তচিত্র রচনা।

শ্রীকৃষ্ণের বেষ

ঊর্দ্ধপুন্ড্র, চূড়া, চতুষ্কী, বক্ষস্থলাভরণ, কৌস্তুভ, নাসাভরণ।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী

১২ অঙ্গুলি লম্বা ছয়টি ছিদ্রযুক্ত অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম মোটা বেণু।

২ হস্ত লম্বা চারিটি ছিদ্রযুক্ত মুরলী।

১৭ অঙ্গুলি লম্বা নয়টি ছিদ্রযুক্ত বংশী।

দৈনন্দিন রাসলীলা

(কৃষ্ণপক্ষের প্রতিবাসরীয় মিলন ও রাস)

রবিবারে— মাধবী কুঞ্জে মিলন, কাম্যকুঞ্জে রাস।

সোমবারে— মদনকুঞ্জে মিলন, নন্দকুঞ্জে রাস।

মঙ্গলবারে— কেলিকুঞ্জে মিলন, কামকেলিকুঞ্জে রাস।

বুধবারে— অরুণকুঞ্জে মিলন, সুখপ্রদাকুঞ্জে রাস।

বৃহস্পতিবারে— চন্দ্রসুখদাকুঞ্জে মিলন, বসন্তকুঞ্জে রাস।

শুক্রবারে— বৃষভানুপুরে মিলন, বৃষভানুপুরে রাস।

শনিবারে— নন্দীশ্বরে বা যাবটে মিলন, নন্দীশ্বরে বা যাবটে রাস।

(শুক্লপক্ষের তিথি অনুযায়ী মিলন ও রাস)

শুক্লা প্রতিপদে— মাধবীকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শুক্লা দ্বিতীয়া— কাম্যকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শুক্লা তৃতীয়া— মদনকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শুক্লা চতুর্থী— কামকেলীকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শুক্লা পঞ্চমী— অরুণকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শুক্লা ষষ্ঠী— চন্দ্রসুখদাকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শুক্লা সপ্তমী— বৃষভানুপুরে অথবা যাবটে মিলন ও রাস।
শুক্লা অষ্টমী— নন্দীশ্বরে মিলন ও রাস।
শুক্লা নবমী— ধীর সমীরে মিলন ও রাস।
শুক্লা দশমী— সঙ্কেত ঘাটে মিলন ও রাস।
শুক্লা একাদশী— নিধুবনে মিলন ও রাস।
শুক্লা দ্বাদশী— বংশীবটে মিলন ও রাস।
শুক্লা ত্রয়োদশী— সঙ্কেতে মিলন ও রাস।
শুক্লা চতুর্দ্দশী— গোবর্দ্ধনে মিলন ও রাস।
পূর্ণিমাতে— নিভৃতনিকুঞ্জে মিলন ও রাস।

শ্রীশ্রীরাস লীলায় বীণার নাম

শ্রীরাধারাণীর বীণার নাম আলবাণী বা অলাবনী।
শ্রীবিশাখার বীণার নাম কচ্ছপী।
শ্রীসুচিত্রার বীণার নাম রুদ্র।
শ্রীচম্পকলতার বীণার নাম বিপঞ্চী।
শ্রীইন্দুরেখার বীণার নাম রঙ্গেশ্বর মণ্ডল।
শ্রীরঙ্গদেবীর বীণার নাম কবিলাস যন্ত্র।
শ্রীতুঙ্গবিদ্যার বীণার নাম কিন্নরী।
শ্রীসুদেবীর বীণার নাম সারঙ্গী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দ্বাদশ মাসোৎসব

পুষ্পদোল—বৈশাখী কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত।

জলকেলি— জ্যৈষ্ঠী কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত।

ঘনোৎসব— আষাঢ়ী কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রাসোৎসবের নাম ঘনোৎসব।

হিন্দোলোৎসব— শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তের দিবস উৎসব হইয়া থাকে।

পবিত্রারোপণোৎসব— শ্রাবণী পূর্ণিমাতে স্নেহ-ভাজন এবং প্রিয়ব্যক্তির মঙ্গল উদ্দেশ্যে আনন্দ উৎসবের সহিত ডোরিকাবন্ধন বা রক্ষাবন্দনই ইহার কার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব— ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নন্দালয়ে মহোৎসব হয়।

শ্রীরাধারাণীর জন্মোৎসব— ভাদ্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীবৃষভানুপুরে মহোৎসব হয়।

নৌকা বিলাসোৎসব— ভাদ্রী শুক্লাদ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতি রজনীতে শ্রীযুগলের নিকুঞ্জ মিলনের পূর্ব্বে উৎসব হয়।

শারদীয় রাসোৎসব— আশ্বিনের পৌর্ণমাসী রজনীতে অনুষ্ঠিত রাস। নামান্তর কৌমুদী রাসোৎসব।

দীপ দানোৎসব— কার্ত্তিকী অমাবস্যায় ব্রজধামে সর্ব্বত্র দীপ দানোৎসব হয়।

গোবর্দ্ধন-পূজনোৎসব— কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধনপূজা অন্নকূট মহোৎসব হয়।

গোষ্ঠাষ্টমী— কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমীতে শ্রীনন্দনন্দনের গোচারণ বিহারের প্রথম দিবস। শ্রীযশোদা মাতা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

রথারোহণ উৎসব— কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীনিকুঞ্জ-মিলন, নিত্যরাস ও জলকেলীর পর রথারোহণ উৎসব হয়।

মহারাসোৎসব— কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী তিথিতে মহারাসোৎসব হয়।

হিমাংশুকোৎসব— অগ্রহায়ণের পৌর্ণমাসী রজনীতে ঈষৎ-কুজ্ঝটিকায় চন্দ্রকিরণে বস্ত্রমণ্ডপ মধ্যে শ্রীযুগল রাসবিহার করেন।

শ্রীবসন্ত পঞ্চমী— মাঘী শুক্লাপঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত।

মধুরোৎসব— মাঘী পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীযুগলের নিকুঞ্জে ফল্গুক্রীড়া দোলারোহণ ও বসন্তবিহার ইত্যাদি।

বাসন্তী দোলোৎসব— চৈত্রী শুক্লাদ্বাদশীতে হইয়া থাকে।

বাসন্তী রাসোৎসব— চৈত্রী পূর্ণিমার রজনীতে কুঞ্জ মধ্যে রাসোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীভগবদবতারাবির্ভাব

শ্রীশিবচতুর্দ্দশী— ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী।

শ্রীরামচন্দ্রাবির্ভাব— চৈত্রী শুক্লানবমী।

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব— বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশী।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব— শ্রাবণী-পূর্ণিমা।

শ্রীবামন দেবাবির্ভাব— মাঘী শুক্লাদ্বাদশী।

চৌষট্টি রস নির্ণয়

(শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলায় চৌষট্টিরস নির্ণয়)

"বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ দুই করিয়ে গণন।
উজ্জ্বল মধুর রসে দুই প্রয়োজন।।"

বিপ্রলম্ভ— "পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাস।
চারিভেদ হয় বিপ্রলম্ভের প্রকাশ।।"

সম্ভোগ— "দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি।।"

"তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌণ।
মুখ্য চেতন আর গৌণ স্বপন।।"

মুখ্য-সম্ভোগ— "মুখ্য পুনঃ চারিভেদ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ।
সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান চারি মুখ্য গণ্য।।"

(১) পূর্ব্বরাগে ৮ রস যথা—	(২) মানে ৮ রস যথা—
১— সাক্ষাৎ দর্শন।	১— সখীমুখে শ্রবণ।
২— চিত্রপটে দর্শন।	২— শুকমুখে শ্রবণ।
৩— স্বপ্নে দর্শন।	৩— মুরলীধ্বনি শ্রবণ।
৪— ভাটমুখে শ্রবণ।	৪— বিপক্ষগাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন।
৫— দূতিমুখে শ্রবণ।	৫— প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন।
৬— সখীমুখে শ্রবণ।	৬— গোত্র স্খলন (নায়ক নায়িকার নাম ধরিয়া আহ্বান)।
৭— গীত হইতে শ্রবণ।	৭— স্বপ্নে দর্শন।
৮— বংশীধ্বনি শ্রবণ।	৮— অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

(৩) প্রেমবৈচিত্রে ৮রস যথা—	(৪) প্রবাসে ৮ রস যথা—
১— শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ।	১— ভাবি বিরহ।
২— নিজ প্রতি আক্ষেপ।	২— মথুরা গমন।
৩— সখী প্রতি আক্ষেপ।	৩— দ্বারকা গমন।
৪— দূতি প্রতি আক্ষেপ।	৪—কালীয়নাগ দমনার্থে জলে প্রবেশ।
৫— বিধাতা প্রতি আক্ষেপ।	৫— গোষ্ঠে গমন।
৬— মুরলী প্রতি আক্ষেপ।	৬—নন্দ মোক্ষণার্থে বরুণলোকে গমন।
৭- কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ।	৭- কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন।
৮- গুরুজন প্রতি আক্ষেপ।	৮- রাসে অন্তর্ধ্যান।

(৫) সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ৮ রস
যথা—
১- বাল্যাবস্থায় মিলন।
২-গোষ্ঠে মিলন।
৩-গো-দোহন কালে মিলন।
৪- অকস্মাৎ মিলন।
৫-হস্তাকর্ষণ রূপ মিলন।
৬-বস্ত্রাকর্ষণ রূপ মিলন।
৭- বর্ত্মরোধ রূপ মিলন।
৮- রতিভোগ রূপ মিলন।

(৬) সংকীর্ণ সম্ভোগ ৮রস
যথা—
১- মহারাসে মিলন।
২-জলক্রীড়ায় মিলন।
৩-কুঞ্জলীলায় মিলন।
৪-দানলীলায় মিলন।
৫-বংশীচুরীতে মিলন।
৬- নৌকা বিলাসে মিলন।
৭- মধুপানে মিলন।
৮- সূর্য্য পূজায় মিলন।

(৭) সম্পন্ন সম্ভোগে ৮ রস
যথা—
১-সুদূর দর্শনে মিলন।
২- ঝুলন যাত্রায় মিলন।
৩- হোলিলীলায় মিলন।
৪- প্রহেলিকায় মিলন।
৫- পাশাখেলায় মিলন।
৬- নর্ত্তনরাসে মিলন।
৭- রসালসে মিলন।
৮- কপট নিদ্রায় মিলন।

(৮) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ ৮ রস
যথা—
১- স্বপ্নে মিলন।
২- কুরুক্ষেত্রে মিলন।
৩-ভাবোল্লাস মিলন।
৪- দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনে মিলন।
৫- বিপরীত সম্ভোগে মিলন।
৬- ভোজনে মিলন।
৭- একত্রে নিদ্রায় মিলন।
৮- স্বাধীনা ভর্ত্তৃকাভাবে মিলন।

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ (১) পূর্ব্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্র্য, (৪) ও প্রবাসে ৩২ প্রকার রস এবং সম্ভোগে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে ৩২ প্রকার রস মোট ৬৪ প্রকার রসের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দশ দশা

লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা।

(১) অভীষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত প্রবল যে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহাকে লালসা বলে। ইহাতে ঔৎসুক্য, চাপল্য ঘূর্ণ এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে।

(২) মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ । ইহাতে দীর্ঘ-নিশ্বাস, চপলতা, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ও ঘর্ম্মাদি হইয়া থাকে।

(৩) নিদ্রার ক্ষয়কে জাগর্য্যা কহে। ইহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

(৪) শরীরের যে কৃশতা তাহার নাম তানব। ইহাতে দৌর্ব্বল্য এবং ভ্রমণাদি উৎপন্ন হয়।

(৫) যে অবস্থায় ইষ্ট ও অনিষ্টের জ্ঞান থাকে না। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না এবং দর্শন ও শ্রবণের অভাব হয়, তাহার নাম জড়িমা। ইহাতে অকারণে হুঙ্কার স্তব্ধতা, শ্বাস ও ভ্রমাদি জন্মে।

(৬) ভাবের গাম্ভীর্য্য প্রযুক্ত যে বিক্ষোভ তাহা সহ্য করিতে না পারার নাম বৈয়গ্র্য। ইহাতে অবিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়াদি পরিদৃষ্ট হয়।

(৭) অভীষ্টের অপ্রাপ্তি হেতু যে অবস্থা শরীরের পাণ্ডুতা অর্থাৎ বৈবর্ণ্য এবং উত্তাপ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন করে তাহার নাম ব্যাধি। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস ও পতনাদি হইয়া থাকে।

(৮) সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতে সকল সময় তন্মনস্কতা প্রযুক্ত ইহা সে বস্তু নয় এই বলিয়া যে ভ্রান্তি, ইহাকে উন্মাদ বলেন।

ইষ্টের প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস নিমেষ ও বিরহ হইয়া থাকে।

(৯) চিত্তের বিপরীত গতি হয়, তাহাকে মোহ বলে। ইহাতে নিশ্চলতা ও পতনাদি হইয়া থাকে।

(১০) অর্থাৎ দূতীপ্রেরণ, এবং স্বীয় প্রেমপীড়া জ্ঞাপন দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে কন্দর্পবাণের পীড়ন হেতু কান্তের অনাগমে মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে। ইহাতে স্বীয় প্রিয় বস্তুসকল বয়স্যাকে সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ মৃদুপবন, জ্যোৎস্না ও কদম্বাদি অনুভব হয়।

অষ্ট নায়িকা

১। অভিসারিকা, ২। বাসকসজ্জা, ৩। উৎকন্ঠিতা, ৪। বিপ্রলব্ধা, ৫। খণ্ডিতা, ৬। কলহান্তরিতা, ৭। স্বাধীনভর্ত্তৃকা, ৮। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

(১) অভিসারিকা লক্ষণঃ—

"কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।।"

অভিসারের আগে হয় দুইত ধরণ।

নায়ক গমন কিম্বা নায়িকা গমন।। (রসকল্পবল্লী গ্রন্থ)

অভিসারিকা নায়িকাও রসমঞ্জরী গ্রন্থে অষ্টপ্রকার নামে অভিহিতা। যথা ঃ—

১- জ্যোৎস্নী, ২-তামলী, ৩-বর্ষা, ৪-দিবা, ৫- কুজ্ঝটিকা, ৬-তীর্থযাত্রা, ৭-উন্মত্তা, ৮-সঞ্চারা।

প্রথম হইতে ছয় প্রকার অভিসারিকার লক্ষণ শব্দ দ্বারাই অনুভব হয়। উন্মত্তা ও সঞ্চারার লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

উন্মত্তার লক্ষণ

মুরলীক নাদ যব শুনই শ্রবণে।

উন্মত্ত হইয়া চলে নায়ক মিলনে।। (রসমঞ্জরী গ্রন্থ)

সঞ্চারাভিসারিকার লক্ষণ ঃ—

অনঙ্গ রসে মহাপীড়া অশঙ্কিত মন।
নিজগৃহে স্থির নহে মন উচাটন।।
নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।
ভুজে নূপুর দেই কঙ্কণ পদে ধরে।।
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
উন্মত্তা হয় সেই মূরলীর স্বরে।।

(২) বাসক সজ্জা লক্ষণ ঃ—

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশা করি।
গৃহশয্যা মাল্য তাম্বূল স্নিগ্ধ-বারি।।
চন্দনাদি নানা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ।।

—শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

এই বাসকসজ্জা নায়িকা আট প্রকার—

১- মোহিনী, ২- জাগর্ত্তিকা, ৩- রোদিতা, ৪- মধ্যোক্তিকা, ৫- সুপ্তিকা, ৬- প্রগল্‌ভা, ৭- সুরসা, ৮-উদ্দেশা।

মোহিনী নায়িকার লক্ষণ—

সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে করিবে মোহ অনুমান চিতে।।

জাগর্ত্তিকা নায়িকার লক্ষণ—

নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ।
উঠি বসি দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ।।

রোদিতা নায়িকার লক্ষণ—

বিলাপ করিয়া ধনী করয়ে রোদন।
অন্তরে হরষ হয় নায়ক মিলন।।

মধ্যোক্তিকা নায়িকার লক্ষণ—

নিকুঞ্জ কানন ধনী করে পরিস্কার।
নিজগুণ গরিমা কিছু করয়ে বিস্তার।।
নায়ক আইলে যে মতে করিবে মিলন।
মনে কত আশা করে কেলি সোঙরণ।।

সুপ্তিকার লক্ষণ—

কুসুম শয়ানে সদা শয়নে উল্লাস।
সখী সঙ্গে করে সদা হাস পরিহাস।।

প্রগল্‌ভা নায়িকার লক্ষণ—

প্রগল্‌ভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া।
নায়ক আসিবে বলি উল্লসিত হিয়া।।
কিশলয় শেজ করে বকুল বিছায়।
দূতীকে তর্জ্জন করি সঘনে পাঠায়।।

সুরসার লক্ষণ—

নিজ মন্দিরেতে রহে নির্ভর হইয়া।
বস্ত্র আভরণ পরে শেজ বিছাইয়া।।
দূত পাঠাইয়া জানে নায়ক সংবাদ।
বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অনুবাদ।।

উদ্দেশার লক্ষণ—

নানা বেশ করি রহে সঙ্কেতে যাইয়া।
নায়ক আসিবে মনে উল্লসিত হিয়া।।
নায়ক উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়।
নানা উপচার করি মঙ্গল গায়।।

(৩) উৎকণ্ঠিতা ঃ—

প্রিয় আগমন যবে শীঘ্র না করয়।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা হৃদয়।।

বিরহ তাপিত অতি করয়ে বিলাপ।
নয়নে গলয়ে বারি কহয়ে প্রলাপ।।
সখীগণ আশ্বাস করয়ে কত মত।
এখনি আসিবে প্রিয় স্থির কর চিত।।

—শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

উৎকণ্ঠিতা কান্ত পথ করে নিরীক্ষণ।
কতক্ষণ হইবেক নায়ক মিলন।।

—রসমঞ্জরী গ্রন্থ।

উৎকণ্ঠিতা নায়িকা ৮ প্রকার যথা—

১- উন্মত্তা, ২-বিকলা, ৩-স্তব্ধা, ৪-চকিতা, ৫-অচেতনা, ৬-সুখোৎকণ্ঠা, ৭-প্রগল্‌ভা, ৮-নির্ব্বন্ধা।

উন্মত্তা ঃ— পাগলিনী।

বিকলা ঃ— নায়ক না দেখি ধনী হয়ত বিকলা।
পথপানে চাহে ধনী হইয়া চঞ্চলা।।

স্তব্ধা ঃ— ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কাতর বদনী।
নায়ক বিলম্বে নখে লিখয়ে ধরণী।।
শয্যায় শয়নে ক্ষণে কামাতুরা হয়ে।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধায় তমাল দেখিয়ে।।

চকিতা ঃ— ক্ষণেক বিরহ করে নানা অনুতাপ।
ক্ষণে ক্ষণে কহে ধনী বচন প্রলাপ।।

অচেতন ঃ— অচেতন অবস্থা প্রাপ্তা বা জ্ঞান হারা।

সুখোৎকণ্ঠিতা ঃ- পুরবে মুগধা যেন করয়ে বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস।।

প্রগল্‌ভা ঃ— শয্যা ত্যজিয়া রামা ক্ষণে বাহিরায়।
ক্ষণে মুরছিত তনু কান্দে উভরায়।।

ক্ষণে বাহিরায় ক্ষণে চলে আধ পথ।
দূতী সহ কলহ করয়ে অনুরত।।

নির্ব্বন্ধা ঃ— কেলি শয্যাতলে রহে রজনী বঞ্চিয়া।
সঙ্কেতে বসিয়া রহে নির্ব্বন্ধ করিয়া।।
দৈব নির্ব্বন্ধে কান্ত আসিতে না পায়।
সকল রজনী ধনী কান্দিয়া পোহায়।।

(৪) বিপ্রলব্ধা ঃ—

সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয় আগমন পথ করে নিরীক্ষণ।।
বৃক্ষের যে পত্রে শব্দ যদি হয়।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়।।
দূতী পাঠাইয়া দিল প্রিয়র কারণে।
ফিরিয়া আইসে দূতী বজ্র হেন মানে।।
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।
না আইল যবে তবে মানবতী হয়।।

বিপ্রলব্ধা ৮ প্রকার—

১-নির্ব্বন্ধা, ২-প্রেমমত্তা, ৩-ক্লেশা, ৪-বিনীতা, ৫-নিন্দুয়া, ৬-প্রখরা, ৭-দূত্যাদরী, ৮-চর্চ্চিতা।

নির্ব্বন্ধার লক্ষণ—পৃষ্ঠা ৮৮১ তে দ্রষ্টব্য।

প্রেমমত্তার লক্ষণ—

নানা আভরণ পরি রহয়ে সঙ্কেতে।
জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে।।
আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল।
নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল।।

ক্লেশার লক্ষণ—

নায়ক আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয়।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কয়।।

বিনীতার লক্ষণ—

বিরহে বিনয় বাক্যে কহয়ে সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি যমুনার নীরে।।

নিন্দুয়ার লক্ষণ—

সখীমুখে শুনি আজি নায়ক না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানি রজনী পোহাল।।
হার মালা আভরণ ছিড়িয়া ফেলায়।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায়।।

প্রখরার লক্ষণ—

নায়ক আসিবে স্বরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের ধ্বনি হেন শব্দ শুনিল।।
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বরে।
নায়ক বিমুখ হৈয়া গেল নিজ ঘরে।।

চর্চ্চিতার লক্ষণ— চর্চ্চিতা অর্থে-রাগান্বিতা।

(৫) খণ্ডিতা ঃ—

অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গতে নখ-চিহ্নাদি যাবক।।
দেখিয়া কোপিতা মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে যে খণ্ডিতাবতী নারী।।

খণ্ডিতা নায়িকা আট প্রকার যথা—

১-ধীরা, ২-বিদগ্ধিকা, ৩-ক্রোধা, ৪-প্রগল্‌ভা, ৫-মধ্যা, ৬-মুগ্ধা, ৭-রোদিতা, ৮-প্রেমমত্তা।

(৬) কলহান্তরিতা ঃ—

মান অন্তে প্রিয়ার বিচ্ছেদ সূচন।
অনুতাপ সেই কলহান্তরিতা লক্ষণ।।

কলহান্তরিতা নায়িকা আট প্রকার—

১-আগ্রহ, ২-বিকলা, ৩-ধীরা, ৪-অধীরা, ৫-কোপনবতী, ৬-মন্থরা, ৭-সমাদরা, ৮-মুগ্ধা।

(এই সমস্তগুলির অর্থ অনুভব করিতে পারা যায় ইহার জন্য উল্লেখ করা হইল না।)

(৭) স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ঃ—

নায়িকার অধীনমতে বেশাদি রচন।
নায়ক করয়ে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা লক্ষণ।।
আলুয়াইয়া কেশ করে বেণীর রচন।
কুচযুগে করে পত্রাবলীর লিখন।
চিবুকে কস্তুরী বিন্দু নাশায় তিলক।
গলে মণিহার দেয় চরণে যাবক।।
চুম্ব-আলিঙ্গন করে আনন্দিত হিয়া।
আজ্ঞা করিতে থাকে কর পরশিয়া।।

এই স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকা আট প্রকার—

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা কথা শুন দিয়া মন।
কোপনা মানিনী মুগ্ধা মধ্যা বিচক্ষণ।।
উক্তকা উল্লাসা অনুকূলা অভিষেকা।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা এই অষ্ট কৈল লেখা।।

—রসমঞ্জরী গ্রন্থ।

১-কোপনা, ২-মানিনী, ৩-মুগ্ধা, ৪-মধ্যা, ৫-উক্তকা, ৬-উল্লাসা, ৭-অনুকূলা, ৮-অভিষেকা।

প্রেমবৈচিত্র্য লক্ষণ ঃ—

দম্পতির পরস্পর প্রেমোৎকর্ষ হয়।
অধিকীর্ত্তিরত্যা সেই বিচারি না লয়।।
অঞ্চলে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ঘরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে।।

প্রবাস লক্ষণ

সাধারণতঃ প্রবাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—১-দূর প্রবাস, ২-নিকট প্রবাস।

নায়ক প্রবাসে থাকিলে নায়িকার বিরহ উপস্থিত হয়, সেই বিরহিণী নায়িকাকে "প্রোষিতভর্ত্তৃকা" বলা হইয়া থাকে।

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা যার প্রিয় দূরদেশ।
বিরহিনী অঙ্গ মলিন নাহি বান্ধে কেশ।।
চিন্তিয়া আকুল দীন মন অঙ্গ ক্ষীণ।
হায় হায় হুতাশ করয়ে রাত্রি দিন।।

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা নায়িকার বিরহকে তিন শ্রেণতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ঃ—

১-ভাবী বিরহ, ২—ভবন বিরহ, ৩-ভূত বিরহ।

এই তিন প্রকার বিরহে দশ প্রকার অবস্থার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—.

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যাস্তানবংজড়িমাতথা।
বৈয়গ্র্যংব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যু-র্দশাদশ।।

১-চিন্তা, ২-জাগরণ, ৩-উদ্বেগ, ৪-ক্ষীণ, ৫-মলিন, ৬-প্রলাপ, ৭-ব্যাধি, ৮-উন্মাদ, ৯-মূর্চ্ছা, ১০-মৃত্যু।

সম্ভোগ-লক্ষণ ঃ— দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি।।

তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌণ।
মুখ্য চেতন আর গৌণ স্বপন।।

মুখ্য-সম্ভোগ ঃ— মুখ্য পুনঃ চারিভেদ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ।
সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান চারি মুখ্য গণ্য।।

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ ঃ—

পূর্ব্বরাগ পরে কৃষ্ণ সঙ্গে যে মিলন।
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলি তাহার গণন।।

সংকীর্ণ-সম্ভোগ ঃ—মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ উপজয়।
সংকীর্ণ-সম্ভোগ বলি তাহারে গণয়।।

সম্পন্ন-সম্ভোগ ঃ— প্রবাস হইতে প্রিয় আসিয়া সম্ভোগ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব্ব উপভোগ।।

সমৃদ্ধমান-সম্ভোগ ঃ- পরবশ বাধা হইতে ছুটিয়া দর্শন।
দুর্লভ দর্শন সম্ভোগ বিচক্ষণ।।
রসময় সর্ব্ব উপচয় তাহে হয়।
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান করিয়া কহয়।।

গৌণ-সম্ভোগ ঃ—

স্বপনেতে নানারঙ্গ রসের সংযোগ।
তাহাতে যে সুখ সেই গৌণ সম্ভোগ।।
স্বপন দেখিয়া ধনী অতি প্রমোদিত।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত।।

দূতী ঃ— দূতী দুই প্রকার—স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী।
অতি অনুরাগে লাজ ত্যজি প্রিয় সনে।
মিলিবারে চাহে স্বাভিযোগের কারণে।।
স্বয়ং দূতী সেই স্বয়ং দূতী পানা করি।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনি সুন্দরী।।

তাহাতে যে তিন ভেদ বাক্য কায় নয়ন।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন।।

আঙ্গিক ঃ— অঙ্গুলির ধ্বনি করি মুখে দেই হাত।
অন্যমনে ভুল বাক্য কহে সখী সাথ।।
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়।
কর্ণ কুণ্ডুয়ন করি স্তন দরশয়।।

চাক্ষুষ ঃ— ঈষত নয়ানে হরি বদন ফিরায়।
হাসি হাসি চাহি পুনঃ নয়ন ঢুলায়।।
মুদিত নয়ান পুনঃ আধ আধ হেরি।
কটাক্ষ করয়ে বাম নয়ান পশারি।।

চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি

গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন।।
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস।।
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন।।
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব।।
হানি লাভ সম শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পূজন-বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন।।

অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থ গৃহে গতি।।
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ-সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন।।
আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন।।
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।।
সর্ব্বদা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব।।
সাধুসঙ্গ নাম-কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।

নববিধা ভক্তি

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

— (ভাঃ- ৭। ৫। ২৩ শ্লোঃ)

(১) শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদি শ্রবণ, (২) তন্নাম কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পদ পরিচর্য্যা, (৫) পূজা, (৬) বন্দনা, (৭) দাস্য বা সেবকত্ব, (৮) সখ্য, (৯) আত্ম নিবেদন।

ভক্তির এই নয়টি অঙ্গকে একত্রে নববিধা বা নবলক্ষণা ভক্তি বলা যায়। এই নববিধা ভক্তি অঙ্গ সংযোগ দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা সহজ সাধ্য নহে। ভক্তির এক এক অঙ্গ সংযোগে শ্রীকৃষ্ণভজন দ্বারা ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে।

ভক্তির প্রথম অঙ্গ, নাম গুণাদি শ্রবণ দ্বারা রাজা পরীক্ষিত, ২য় অঙ্গ কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন শুকদেব, ৩য় অঙ্গ স্মরণে প্রহ্লাদ, ৪র্থ অঙ্গ পদপরিচর্য্যায় লক্ষ্মী, ৫ম অঙ্গ পূজায় পৃথুরাজ, ৬ষ্ঠ অঙ্গ অভিবাদনে অক্রুর, ৭ম অঙ্গ দাস্য বা সেবকত্বে হনুমান, ৮ম অঙ্গ সখ্যভাবে অর্জ্জুন, নবম অঙ্গ আত্মনিবেদনে বলিরাজ চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই ভক্তির এক এক অঙ্গ যাজন দ্বারা কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ মাসে একাদশীর বিভিন্ন নাম

শ্রীকেশব বা অগ্রহায়ণ — কৃষ্ণা একাদশীর নাম উৎপন্না।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - মোক্ষা বা মোক্ষদা।
শ্রীনারায়ণ বা পৌষের — কৃষ্ণা একাদশী - সফলা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - পুত্রদা।
শ্রীমাধব বা মাঘের — কৃষ্ণা একাদশী - ষট্‌তিলা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - জয়া বা ভৈমী।
শ্রীগোবিন্দ বা ফাল্গুনের — কৃষ্ণা একাদশী - বিজয়া।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - আমলকী বা জয়ন্তী।
শ্রীবিষ্ণু বা চৈত্রের— কৃষ্ণা একাদশী-পাপবিমোচনী।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - [illegible] বা বাসন্তী।
শ্রীমধুসূদন বা বৈশাখের— কৃষ্ণা একাদশী - বরূথিনী।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী-মোহিনী বা রোহিণী।
শ্রীত্রিবিক্রম বা জ্যৈষ্ঠের —কৃষ্ণা একাদশী- অপরা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - নির্জ্জলা বা পাণ্ডবা।

শ্রীবামন বা আষাঢ়ের — কৃষ্ণা একাদশী - যোগিনী।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - শয়নী।
শ্রীধর বা শ্রাবণের - কৃষ্ণা একাদশী - কামিকা বা কামোদা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - পবিত্রা।
শ্রীহৃষিকেশ বা ভাদ্রের — কৃষ্ণা একাদশী - অজা বা অন্নদা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - [illegible]া বা পার্শ্ব।
শ্রীপদ্মনাভ বা আশ্বিনের - কৃষ্ণা একাদশী - ইন্দিরা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - পাশাঙ্কুশা।
শ্রীদামোদর বা কার্ত্তিকের — কৃষ্ণা একাদশী - রমা বা রম্ভা।
,, ,, ,, শুক্লা একাদশী - প্রবোধনী বা উত্থানৈকাদশী।

পুরুষোত্তমমাস বা অধিকমাস অথবা মলমাসের কৃষ্ণা একাদশী - কমলা, শুক্লা একাদশী - পদ্মিনী।

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ।। ১১।।
— সৌরপুরাণ।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা-সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।। ১২।।
— শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নারদপুরাণ।

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।। ৪২।। —কাত্যায়নস্মৃতি
অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্।। ৫২।। —মহাভারত।
একাদশ্যান্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকম্।।
দ্বাদশ্যামেব তৎ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
শতযজ্ঞাধিকং পুণ্যং মুক্তিরেব মহাফলম্।।৬০।। —স্কন্ধপুরাণ।

আদিত্যোদয়বেলায়াং প্রাঙ্মূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা।।৬৬

—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন।

অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।।৭৪।।

— শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত কৌৎসমুনি-বচন।

শ্লোকানুবাদ—

বৈষ্ণব হউন বা শৈবই হউন বা সৌরই হউন, অর্থাৎ যে কোনও উপাসকই হউন, সকলের পক্ষেই একাদশী-ব্রত পালনীয়।।১১।।

হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাতক অন্নে অধিষ্ঠিত হয়, সুতরাং হরিবাসরে যে অন্নভোজন করে, সে ঐ সমস্ত পাতকই গ্রহণ করিয়া থাকে।।১২।।

আট বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে অশীতিবর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৮বৎসর হইতে ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানবেরই একাদশী ব্রতোপবাস কর্ত্তব্য।। ৪২।।

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণ-কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ এই আটটি ব্রত নষ্ট করে না।। ৫২।।

একাদশী বিদ্ধা হইলে,তাহাতে উপবাস ও পূজাদি অনুচিত; ঐ সমস্ত দ্বাদশীতে করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ বিধেয়, তাহা হইলে শত যজ্ঞাধিক পুণ্য ও মুক্তিরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইবে।। ৬০।।

একাদশী তিথি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত (চারি দণ্ড) পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলে, ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলে; তাহা না হইলে অর্থাৎ একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্তের কমে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা বিদ্ধা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।।

কোন স্ত্রী অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করায় তাহার শতপুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল; অতএব অরুণোদয় বিদ্ধায় উপবাস করণীয় নহে।। ৭৪।।

অষ্ট-মহাদ্বাদশী

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী ।
জয়া চ বিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।।
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপূণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।
নক্ষত্র যোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ।।
অথেতি মহতা পুণ্য-প্রসারেণ হরের্দিনম্।
শুক্লপক্ষে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! বিশেষ-ব্রত-সংযুতম্।।
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণ-বিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।।

—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বচন।।

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহূতসংপ্লবম্।। ৪।।

—ঐ পদ্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ বচন।

অথ ঋক্ষ-প্রযুক্তানাং ব্রত-কর্ত্তব্যতা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে।।৫।।
তান্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী।।
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা।।
শ্রবণা-ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্।

শ্রবণেত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ।।
বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ।
অন্তে স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা তিথি-মধ্যে তু পারণম্।।
দ্বাদশ্যননুবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে।।

— শ্রীহঃ ভঃ বিলাস। (১৩শ বি)

শ্লোকানুবাদ—

হে দ্বিজগণ! উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপানাশিনী—এই অষ্টমহাদ্বাদশী মহাপুণ্য স্বরূপিনী এবং নিখিল-পাতকহারিণী। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি তিথি-যোগে ও অপর চারিটি নক্ষত্র-যোগে হইয়া থাকে এবং ইহারা বলপূর্ব্বক পাপা নাশ করে।।১।।

হে ভৃগুবর! উন্মীলনী প্রভৃতি অষ্ট মহাদ্বাদশী অতিশয় পুণ্যবৃদ্ধিকারিণী; বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে ব্রত হইলে আরও পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।। ২।।

ঋষিগণ পুরাণে যে অষ্ট-মহাদ্বাদশীর বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে যদি কেহ একটীও পরিত্যাগ করে, তবে তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য ধ্বংস হইবে।। ৩।।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সংসারের মধ্যে যাহারা অষ্ট-মহাদ্বাদশী ব্রত না করে আমার আজ্ঞায় মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যমলোকে বাস করিতে হইবে।। ৪।।

নক্ষত্রযোগ-সম্ভূতা জয়া প্রভৃতি ৪টি মহাদ্বাদশীর ব্রতকর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে লিখিত হইতেছে।। ৫।।

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও

পুষ্যা এই চারটি নক্ষত্র সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া ষাট দণ্ডের অধিক বা সমান বা ন্যূন-কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটি নক্ষত্রের যোগে দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে। কিংবা নক্ষত্রগুলি যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়ে বা তৎপূর্ব্বেও প্রবৃত্ত হইয়া যদি ষষ্টি দণ্ডের অধিক বা ষষ্টি দণ্ডকাল ভোগ করে, তাহা হইলেও দ্বাদশীতে ব্রত হইবে; কিন্তু ষষ্টি দণ্ডের ন্যূন হইলে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে না, একাদশীতে হইবে।

মতান্তরে ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ— শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা এই চারিটি নক্ষত্র সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত হয় এবং দ্বাদশী তিথি অপেক্ষা অধিক বা সমান কিংবা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটি নক্ষত্র-যোগে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে। কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় কালে বা তাহারও পূর্ব্বে পুনর্ব্বসু প্রভৃতি চারিটি নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইয়া দ্বাদশী তিথি অপেক্ষা অধিক বা তাহার সমান হইলে ঐ দ্বাদশী ব্রতাচরণের যোগ্য হয়।

আর এক মতে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ঐ নক্ষত্রগুলি দিনমান অপেক্ষা অধিক বা তাহার সমান কিম্বা ন্যূন হইলে— ইত্যাদি।

পুনর্ব্বসু, রোহিণী ও পুষ্যা এই তিনটি নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী ব্রতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না। কিন্তু-শ্রবণা নক্ষত্র-যোগে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেও দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে ব্রত হইবে।।৬।।

জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশীর পারণকাল নির্ণীত হইতেছে। যদি নক্ষত্র ও তিথি বৃদ্ধি পাইয়া পারণ দিনে কিঞ্চিৎ থাকে, তাহা

হইলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্রের শেষে পারণ করিতে হইবে এবং নক্ষত্রের আধিক্য হইলে, তিথির মধ্যে পারণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি পারণ দিনে দ্বাদশী না থাকে এবং রোহিণী ও শ্রবণা নক্ষত্র বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নক্ষত্রের মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যার বৃদ্ধি হইলে তাহাদের অন্তে পারণ করণীয়।।৭

কার্ত্তিক-ব্রত

কার্ত্তিকেঽস্মিন্ বিশেষণ নিত্যং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ।
দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃস্নান-দান-ব্রতাদিকম্।।১।।
দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণ-বল্লভঃ।
তস্মিন্ সংপূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ।
দদাতি বৈষ্ণবং লোকং ইত্যেবং নিশ্চিতং ময়া।। ৮।।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্‌যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ।।১৬।।

অনুবাদ —

বৈষ্ণবব্যক্তি বিশেষ করিয়া এই কার্ত্তিক মাসে নিত্য দামোদরের অর্চ্চন, প্রাতঃস্নান, দান, ব্রত প্রভৃতি কার্য্যসমুদয় করিবেন।।১।।

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাস বিষ্ণুর প্রিয়তম। এই মাসে বিষ্ণু অত্যল্প উপচার দ্বারাও পূজিত হইলে, তিনি বিষ্ণুলোক প্রদান করেন, ইহা নিশ্চয় বলিলাম।।৮।।

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে তৈল-মর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন বর্জ্জন করেন, তাঁহার ব্রত পরিপূর্ণ হয়।।১৬।।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

একাদশ্যান্তু গৃহ্ণীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্।।১।।

—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত সনৎকুমারসংহিতা-বচন।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত!।।২।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অনুবাদ— শয়নৈকাদশী বা কর্কটসংক্রান্তি (আষাঢ় সংক্রান্তি) বা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে ভক্তি-সহকারে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করা মানবের কর্ত্তব্য।।১।।

ব্রতধারণ-মন্ত্রার্থ ঃ— হে অচ্যুত! সম্বৎসরের মধ্যে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত মাস-চতুষ্টয় এই নিয়ম করিব; আপনি আমার বিঘ্নদূর করুন।।২।।

আকাশ-প্রদীপ মাহাত্ম্য ঃ—

উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।।১।।

—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

দীপদান-মন্ত্র ঃ—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে।।২।।

—ঐ স্কন্দপুরাণ।

অনুবাদ— যিনি কার্ত্তিকমাসে আকাশে উচ্চ প্রদীপ প্রদান করেন, তিনি আপনার সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।।১।।

আকাশ-প্রদীপ দিবার মন্ত্র —

হে দামোদর! কার্ত্তিকমাসে আকাশে লক্ষ্মীর সহিত তোমাকে প্রদীপ দিতেছি; তুমি অনন্ত, তুমি বিধাতা, তোমাকে নমস্কার।।২।।

আরতি মাহাত্ম্য ঃ—

বহুবর্ত্তি-সমাযুক্তং জলন্তং কেশবোপরি।
কুর্য্যাদারত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি।।২।।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি বহু-বর্ত্তি-যুক্ত প্রজ্বালিত দীপ দ্বারা কেশবের মস্তকোপরি আরত্রিক করেন, তিনি কোটীকল্পকাল ব্যাপিয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন।।২।।

শঙ্খজল-মাহাত্ম্য ঃ—

শঙ্খস্থিতস্তু যত্তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
বন্দ্যতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্।।১।।
কৃষ্ণমূর্দ্ধি ভ্রামিতস্তু জলং তচ্ছঙ্খ-সংস্থিতম্।
কৃত্বা মূর্দ্ধন্যবাপ্নোতি মুক্তিং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ।।২।।

অনুবাদ— শঙ্খে করিয়া যে জল শ্রীহরির মস্তকের উপর ভ্রমণ করান হইয়াছে, সেই জল যিনি মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার আর গঙ্গাস্নানে কি প্রয়োজন?।।১।।

শঙ্খস্থিত যে জল শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপর ভ্রমণ করান হইয়াছে, তাহা মস্তকে ধারণ করিলে বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ হয়।।২।।

প্রণাম-মাহাত্ম্য ঃ—

অষ্টাঙ্গ প্রণাম —

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।।৬।।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—

জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ।।৭।।-আগম।।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে গৌরী-শঙ্করৌ।
গুরোরগ্রে প্রণমেৎ অন্যথা নিষ্ফলো ভবেৎ।।৯।।

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একোহস্তাভিবাদনাৎ।।১০।।

— বিষ্ণুস্মৃতি।

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মানি ভামিনি!।।১১।।

—বরাহপুরাণ।

অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ভ-মন্দিরে।
জপ-হোম-নমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে।।১২।।

সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্য দণ্ডবৎ-প্রণিপাতনম্।।১৩।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শ্লোকার্থ—

বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্ট অবয়ব দ্বারা প্রণাম করাকে অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।।৬।।

জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। পূজায় অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত।।৭।।

বিষ্ণুকে বামে রাখিয়া, শিব ও দূর্গাকে দক্ষিণে রাখিয়া এবং গুরুদেবের সম্মুখে প্রণাম করিবেন।।৯।।

একহস্তে শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলে মানবের জন্মাবধি আচরিত যত কিছু ধর্ম্মকার্য্য সকলই নিষ্ফল হয়।।১০।।

শ্রীভগবান বলিলেন, হে ভামিনি! যদি কেহ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া আমাকে প্রণাম করে, তবে সে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত শ্বেত-কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট ও মূর্খ হয়।।১১।।

ভগবদালয়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে, বামভাগে ও নিকটে এবং শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে জপ, হোম ও নমস্কার করিবেন না।।১২।।

সক্ষম ব্যক্তি একবার ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিবেন না, প্রতিবারে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন।। ১৩।।

প্রদক্ষিণ মহাত্ম্য—

চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য! তত্তীর্থগমনাধিকম্।।২।।-স্কন্দপুরাণ।
একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাং।।৩।।-নৃসিংহপুরাণ।

শ্লোকার্থ—

হে বিপ্রবর! শ্রীভগবানকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর সমুদায় জগৎ প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তাহাতে তীর্থপর্য্যটন অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয়।।২।।

চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে।।৩।।

নির্ম্মাল্য-ধারণ —

বিষ্ণুমূর্ত্তি-স্থিতং পুণ্যং শিরসা যো বহেন্নরঃ।
অপর্য্যুষিত-পাপস্তু যাবদ্ যুগচতুষ্টয়ম্।।১।।

কিং করিষ্যতি সুস্নাতো গঙ্গায়াং ভূসুরোত্তম!!
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং তুলসীং বিষ্ণুসেবিতাম্।।২।।
—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

অর্থ— শ্রীবিগ্রহস্থিত তুলসী প্রভৃতি নির্ম্মাল্য যিনি মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার চারিযুগের সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় এবং তাহাকে আর জাহ্নবী সলিলে স্নান করিতে হয় না।।১।।

চরণামৃত মাহাত্ম্য

বিষ্ণু-পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘ-নাশনম্।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু-নিপাতনাৎ।।২।।
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অনুবাদ— চরণামৃত পান করিলে কোটী ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু ঐ চরণামৃত যদি বিন্দুমাত্রও ভূমিতে পতিত হয়, তবে তাহার অষ্টগুণ পাপ সঞ্চিত হইবে।

পূজা ব্যতিরিক্ত ভোজন-দোষ

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্ম-বর্জ্জিতৈঃ।
শ্বান-বিষ্ঠা-সমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমম্।।১।।
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত কুর্ম্মপুরাণ-বচন।।

অনুবাদ— যে সকল ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা না করিয়া ভোজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে অন্ন কুক্কুর-বিষ্ঠার সমান ও জল সুরার সমান হয়।।১।।

বিষ্ণু-নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ-ভোজন-মাহাত্ম্য

মুকুন্দাশনশেষন্তু যো হি ভুঙ্‌ক্তে দিনে দিনে।
সিক্‌থে সিক্‌থে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণ-শতাধিকম্।।২।।

অনুবাদ— যিনি প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করেন, তাঁহার প্রতিগ্রাসে শত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়।।২।।

অন্যদেবতার প্রসাদ-ভক্ষণ-নিষেধ—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।৩।।

অনুবাদ— বিষ্ণুর নিবেদিতান্ন দ্বারা অন্য সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করিবে, আর পিতৃগণকেও তাহাই প্রদান করিবে। ইহা অনন্তফল-প্রদ হইয়া থাকে।।৩।।

শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন—

পূজিতং পূজ্যমানঞ্চ যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনম্।
কপিলা-শত-দানস্য নিত্যং ভবতি তৎ ফলম্।।৩।। —পদ্মপুরাণ।

অনুবাদ— যাঁহারা পূজিত বা পূজ্যমান জনার্দ্দনকে দর্শন করেন, তাঁহারা নিত্য এক শত কামধেনু দানের ফল লাভ করিয়া থাকেন।।৩।।

শ্রীভগবদার্থে দ্রব্যদান-মাহাত্ম্য—

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিদ্বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে।
দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনম্।।১।।
—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

অনুবাদ— বিষ্ণুর উদ্দেশে বৈষ্ণবকে যে কিছু দ্রব্য দেওয়া যায়, সেই দানই পবিত্র বলিয়া কথিত এবং তাহাই মুক্তির উপায়।।১।।

বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধি—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।২।।
—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অনুবাদ— শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়; আর পিতৃগণকেও হরির

নিবেদিত অন্ন প্রদান করিতে হয়; তাহাতে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে।।২।।

গ্রহণে ভোজন দোষ—

আদিত্য-গ্রহণে-প্রাপ্তে পূর্বযামচতুষ্টয়ম্।
ন কুর্য্যাদ্ ভোজনং বিদ্বান্ কুর্য্যাচ্চেন্মাংস ভোজনম্।।
চন্দ্রস্য গ্রহণে প্রাপ্তে যামত্রয়ে তথা।
নাদ্যাদ্বৈ যদি ভুঞ্জীত সুরাপান সমং স্মৃতম্।।১।।

—(বৃ.না.পু.২৭অ.৫৭-৫৮)

সূর্য্যগ্রহে তু নাশ্নীয়াৎ পূর্বযাম চতুষ্টয়ম্।
চন্দ্রগ্রহে তু যামাং স্ত্রীন্ বাল-বৃদ্ধাতুরৈর্বিনা।। ২।।

—মাধবীয়ে বৃদ্ধ গৌতম বচনম্

অর্থাৎ— বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে— সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইলে গ্রহণ স্পর্শের পূর্বে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ চারপ্রহরের (১২ ঘণ্টা) মধ্যে শ্রীবিগ্রহ সেবাদি তথা ভোজন করিবেন না। যদি ভোজন করে তবে মাংস ভোজনের তুল্য হইবে। গ্রহণ মুক্ত হইলে স্নান করিয়া যথারীতি বিগ্রহ সেবা করিবেন।।১।।

চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে তিন প্রহর (৯ঘণ্টা) মধ্যে ভোজন করিবে না। যদি ভোজন করা হয়, তবে সুরা (মদ) পানের তুল্য হয়।

মাধবীয়ে বৃদ্ধ গৌতম বলেন— বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ছাড়া সূর্য্যগ্রহণে স্পর্শের পূর্ব্বে চার প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না। চন্দ্রগ্রহণে স্পর্শের পূর্ব্বে তিন প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না।।২।।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-মাহাত্ম্য—

গীতাধ্যায়ং পঠেদ্‌যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
ভবপাপ-বিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।। ৩।।

অনুবাদ— যিনি গীতার এক অধ্যায় বা এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক মাত্রও পাঠ করেন, তিনি সংসাররূপ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।। ৩।।

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য—

যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ!।।৩।।

অনুবাদ— কলিযুগে যেখানে ভাগবত-শাস্ত্র অবস্থিতি করেন, হে নারদ! সেই সেই স্থানে শ্রীহরি দেবগণের সহিত গমন করিয়া থাকেন।। ৩।।

জীর্ণমন্দির-সংস্কার-মাহাত্ম্য—

পতিতস্য চ যঃ কর্ত্তা পতমানস্য রক্ষিতা।
বিষ্ণোরায়াতনস্যেহ স নরো বিষ্ণুলোকভাক্।।১।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বচন।

অনুবাদ— পতিত দেবগৃহকে যিনি পুনর্নির্ম্মাণ করেন এবং পতনোন্মুখ দেবগৃহের যিনি রক্ষক, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।।১।।

অষ্টাদশ পুরাণ—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্।।
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্।।

—শ্রীমদ্ভাগবত।

অনুবাদ— ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, শ্রীভাগবত-পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়

পুরাণ, বামনপুরাণ, বারাহ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কূৰ্ম্ম পুরাণ, ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ— এই অষ্টাদশ পুরাণ।

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কন্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত।।১।।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি-নিবোধত।।২।।
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভ-দর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।।৩।।

— ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

অনুবাদ— হে সুন্দরি! মৎস্য, কূৰ্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয়খানি তামাসিক বলিয়া কথিত।।১।।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য বামন ও ব্রহ্ম— এই ছয়খানি পুরাণ রাজসিক বলিয়া কথিত।।২।।

বিষ্ণু পুরাণ, নারদ পুরাণ, মঙ্গলময় শ্রীভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ—এই ছয়খানি পুরাণকে পণ্ডিতগণ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।। ৩।।

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্য তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।।

—শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ-ধৃত মৎস্যপুরাণ-বচন।

অনুবাদ— সাত্ত্বিক পুরাণ-সমূহে শ্রীহরির মাহাত্ম্যই অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণ-সমূহে ব্রহ্মার মহিমা অধিক পরিমাণে এবং তামসিক পুরাণগুলিতে অগ্নি ও

শিবের মহিমা সমধিক ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম-মিশ্রিত শাস্ত্র-সমূহে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সেবা অপরাধ

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ।।
উচ্ছিষ্টে বাথবাশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্।
পাদ-প্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনম্।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যা-ভাষণমেব চ।।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণম্।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।।
অশ্লীল-ভাষণঞ্চৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণম্।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণম্।।
তত্তৎকালোদ্ভাবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্।
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতা-নিন্দনং তথা।।
অপরাধাস্তথাবিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।

— শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত আগম বচন। (৮ম বিঃ)

অনুবাদ— সেবা অপরাধ সর্ব্বজন বর্জ্জনীয়। সেবা অপরাধ কি কি তাহা তন্ত্রে বলিতেছেন, যথা —

১। যানে আরোহন করিয়া অথবা চরণে পাদুকা ধারণ করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করা, ২। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব সমূহের অনুষ্ঠান বা দর্শনাদি না করা, ৩। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রণাম না করা, ৪। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচ অবস্থায় ভগবদ্দর্শনাদি করা, ৫। একহস্তের দ্বারা প্রণাম করা।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কার্য্যগুলি অপরাধ জনক। যথা—

৬। ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ, অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সময়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতেছিল, সেই রীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রদক্ষিণ করা; অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রদক্ষিণ করা; (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ; (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্ত দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন; (৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন; (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন; (১১) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে মিথ্যাকথা বলা; (১২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা; (১৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরস্পর আলাপাদি করা; (১৪) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে রোদন; (১৫) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কলহ; (১৬) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা (১৭) নিগ্রহ; (১৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ; (১৯) কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদির কাজ করা; (২০) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরনিন্দা; (২১) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরের স্তুতি; (২২) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অশ্লীল কথা বলা; (২৩) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অধোবায়ুত্যাগ; এই সমস্ত শ্রীভগবানের সম্মুখে করিলে অপরাধ হয়। (২৪) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পূজাদি করা; (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ; (২৬) যে কালে যে ফলাদি জন্মে, সেই কালে শ্রীভগবানকে তাহা না দেওয়া; (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নিমিত্ত ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার; (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পেছনে রাখিয়া বসা; (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন ; (৩০) গুরুদেব কোনও প্রশ্ন করিলেও চুপ করিয়া থাকা; (৩১) নিজে নিজের প্রশংসা করা; (৩২) দেবতা নিন্দা। এই সমস্তই কার্য্যই অপরাধ জনক।

শ্রীবিষ্ণুর নিকট উপরোক্ত বত্রিশ প্রকার অপরাধ অর্থাৎ সেবা অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেবাপরাধ কি কি, তৎ সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে বলিতেছেন যথা—

হে ধরণি ! আমি যে বত্রিশ প্রকার অপরাধের কথা বর্ণনা করিতেছি, বৈষ্ণবগণ তথা ভক্তগণ যত্ন পূর্ব্বক তৎসমুদয় বর্জ্জন করিবে। যাহারা আমার কথিত এই সমস্ত অপরাধ বর্জ্জন না করে, তাহারা সর্ব্ব-ধর্ম্মচ্যুত হইয়া চিরকাল নরকে বাস করিবে।

(১) রাজান্ন ভক্ষণ; (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা; (৩) বিধি লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ অশুদ্ধ বসনাদিতে বা অশুচি অবস্থায় বা আচমনাদি না করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা, (৪) বাদ্য ব্যতিরেকে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন; (৫) মাংসাদি নিবেদন,(৬) পাদুকা সহ ভগবন্মন্দিরে গমন করা, (৭) কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করা; (৮) পূজা করিতে করিতে কথা বলা, (৯) পূজা করিতে করিতে মলত্যাগের নিমিত্ত গমন করা, (১০) শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্ন ভোজন করা, (১১) গন্ধ-মাল্যাদি প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দান করা, (১২) নিষিদ্ধ পুষ্পে শ্রীহরির পূজা করা, এসমস্ত কার্য্যই অপরাধ জনক। (১৩) দন্ত ধাবন না করিয়া, (১৪) স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া। (১৫) রজস্বলা নারী, (১৬) তৈল গাত্রে বা মস্তকে দিয়া, (১৭) মৃতদেহ দর্শন করিয়া, (১৮) রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, (১৯) নীলবস্ত্র পরিধান করিয়া, (২০) অধৌত বস্ত্র, (২১) পরকীয় বস্ত্র, (২২) মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, (২৩) শব দর্শন করিয়া, (২৪) অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, (২৫) ক্রোধ করিয়া, (২৬) শ্মশানে গমন করিয়া, (২৭) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন করিয়া, (২৮) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ

করিয়া, (২৯) গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা, (৩০) আমিষ জাতীয় ভোজন করিয়া, (৩১) কুসুম্ভ শাক ভক্ষণ করিয়া, (৩২) অশৌচ অবস্থায়। এই সমস্ত কার্য্য করিয়া শ্রীহরিকে স্পর্শ করিলে অপরাধ হয়।

সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার (পয়ার ছন্দে)

পাদুকা-চরণে কিম্বা চড়িয়া যানেতে।
ভগবদালয়ে যায় উৎসাহ-মনেতে।।১।।
দেবোৎসব দোলাদিক যাত্রা অসেবন।২।
ভগবদগ্রেতে প্রণমাদি অকরণ।।৩।।
উচ্ছিষ্ট অশুচি দেহে গোবিন্দ বন্দনা।৪।
এক হস্তে নমস্কার (৫) অগ্রে পরিক্রমা।।৬।।
শ্রীভগবানের অগ্রে পাদ প্রসারণ।৭।
পর্য্যঙ্কে বসিয়া করে কৃষ্ণের বন্দন।।৮।।
শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির অগ্রে শয়ন (৯) ভোজন।১০।
অসত্য কথন (১১) আর উচ্চ সম্ভাষণ।।১২।।
কথোপকথন (১৩) আর মায়িক রোদন।১৪।
অসদ্ বিষয়ে বৃথা কলহ করণ।।১৫।।
নিগ্রহ (১৬) বা অনুগ্রহ হরি সন্নিধানে।১৭।
মনুষ্যের প্রতিকার নিষ্ঠুর ভাষণে।।১৮।।
কম্বলাবরণ দিয়া সেবাদি করণ।১৯।
কৃষ্ণ অগ্রে পরনিন্দা (২০) পরের স্তবন।।২১।।
অশ্লীল ভাষণ (২২) অধোবায়ু বিমোচন।২৩।
সামর্থ্য থাকিতে গৌণ উপচার দান।।২৪।।
কিম্বা অর্থ সত্ত্বে কৃষ্ণে বাক্য-সমাধান।২৫।
কৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন বস্তুর ভক্ষণ।।

যে কালের ফল শস্য না করে অর্পণ।২৬।।
অগ্রভাগ অন্যে দিয়া ব্যঞ্জনে প্রদান।।২৭।।
শ্রীমূর্ত্তিকে পৃষ্ঠকরে করে উপবেশন।২৮।
ভগবদগ্রে অন্যজনে অভিবাদন।।২৯।।
গুরুর প্রতি মৌন (৩০) আর নিজের স্তবন।৩১।
দেবতা নিন্দন (৩২) সেবাপরাধ লক্ষণ।।

সেবাপরাধ ভঞ্জন—

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে।।১।।
তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।।২।।
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।।৩।।
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ।।৪।।

— শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ বচন।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ-পাংসনঃ।।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।।৫।।

—ঐ পদ্মপুরাণ বচন (১১শ বিঃ)

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধ-কোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ।।৬।।

— ঐ বিষ্ণুযামল বচন (১১শ বিঃ)

সম্বৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।।
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরঙ্কে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্ম-জনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ।।৭।।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন— যিনি প্রত্যহ এক অধ্যায় করিয়া গীতাপাঠ করেন, তিনি প্রত্যহই বত্রিশ প্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত হন।।১।।

যিনি তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রাম-শিলার পূজা করেন, কেশব তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করেন।।২।।

দ্বাদশীতে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় রাত্রি-জাগরণে যিনি তুলসী-স্তব পাঠ করেন, কেশব তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করেন।।৩।।

শ্রীকৃষ্ণের শস্ত্রাঙ্কিত অর্থাৎ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নে বিভূষিত হইয়া যিনি শ্রীহরির পূজা করেন, কেশব প্রতিদিন তাঁহার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।।৪।।

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন— সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণ করিয়া শ্রীহরির শরণাগত হইলে মানব মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি হরির নিকট অপরাধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ করে, সে মনুষ্যের মধ্যে অধম; তবে সে যদি নামের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ অবিরত নাম-কীর্ত্তনে তৎপর হয়, তাহা হইলে নামের প্রভাবে সেবাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু নাম সকলেরই বন্ধু, নামের নিকট অপরাধ হইলে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতে হয়।।৫।।

বিষ্ণুযামলে বলিতেছেন— শ্রীভগবান বলেন এই সংসারে

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার নাম সকল কীর্ত্তন করে, আমি তাহার কোটী কোটী অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া থাকি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।। ৬।।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্রবাক্যে বলিতেছেন— সম্বৎসর মধ্যে শৌকর-তীর্থে উপবাসী থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিলেই অপরাধী পবিত্র হয়। মথুরাতেও উপবাস করিয়া যমুনা স্নান করিলে অপরাধী পবিত্র হয়। আর এই দুই তীর্থে বাস করিয়া যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার সহস্র জন্মার্জ্জিত অপরাধ সমূহ বিনষ্ট হয়।

নাম অপরাধ

১/ সাধু নিন্দা, (সাধুগণের নিন্দা করিলে নামের নিকট গুরুতর অপরাধ হয়, সেই সঙ্গে গুরু অবজ্ঞা)। ২/ ইহলোকে যে ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর নাম গুণাদি অন্তঃকরণে ভিন্নভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চই হরিনামের নিকট অপরাধী হয়। ৩/ এবং যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করে। ৪/ বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিন্দা করে। ৫/ হরিনামের অর্থবাদ কল্পনা করে অর্থাৎ নামের মহিমা সূচক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ বৃথা অর্থ কল্পনা করে, অথবা এইরূপ মনে করে যে, হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন সমস্তই কেবল স্তুতিবাদ মাত্র, সুতরাং উহা মিথ্যা। ৬/ এবং যে জন নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ হরিনাম যখন সর্ব্ব পাপ ধ্বংস করে, তখন নাম গ্রহণ করিলেই পাপ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ জ্ঞানে যে ব্যক্তি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অথবা আমি এত হরিনাম করিতেছি, পাপে আমার কি করিবে, এইরূপ জ্ঞানে যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে থাকে এই সমস্ত লোক চিরকাল যম যাতনা ভোগ করিলেও তাহাদের শুদ্ধি হয় না। ৭/ ধর্ম্ম, ব্রত,

দান ও যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম সমূহকে নামের সহিত সমান জ্ঞান অপরাধ হয়। ৮/ শ্রদ্ধা বিহীন বা শ্রবণ বিমুখ ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। ৯/ যে সকল ব্যক্তি নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন না করে। ১০ / এবং শ্রীনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নাম গ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া "আমি আমার" ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয় ভোগাদিতেই প্রাধান্য দেওয়াও নাম অপরাধে গণ্য হয়।

কোন প্রকার প্রমাদ বশতঃও নামাপরাধ ঘটিলে সর্ব্বদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করতঃ একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে।

দশবিধ নামাপরাধ (পয়ারে)—

সাধুগণে নিন্দন (১) বিষ্ণু শিবে ভেদ (২)।
গুরুকে অবজ্ঞা (৩) নিন্দে শাস্ত্র আদি বেদ (৪)।।
হরিনামের অর্থবাদ করয়ে কল্পনা (৫)।
নামের মাহাত্ম্য-বলে পাপের বাসনা (৬)।।
যজ্ঞাদি কর্ম্মসহ নামের তুলনা (৭)।
শ্রদ্ধাহীন জনে দেয় নাম উপাসনা (৮)।।
নামের মাহাত্ম্য শুনি না হয় সুখোল্লাস (৯)।
দম্ভ করে নাম করে স্বশ্লাঘা প্রকাশ (১০)।।
এই দশ অপরাধ করিয়া বর্জ্জন।
শ্রদ্ধা রাখি নাম করলে পাবে প্রেমধন।।

নামাপরাধ ভঞ্জন—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ।।১।।
নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।।২।।

বঙ্গার্থ— প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ ঘটিলে সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন করতঃ নামেরই শরণাপন্ন হইবে।।১।।

নামই নামাপরাধী ব্যক্তির অপরাধ হরণ করেন, ঐনাম নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন।।২।।

সাধুনিন্দা, শ্রীগুরু প্রতি অবজ্ঞা, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে তিনি ক্ষমা না করিলে ঐ অপরাধের খণ্ডন হয় না। তাঁহার চরণে একান্ত ভাবে শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাই অপরাধ ভঞ্জনের একমাত্র উপায়। তিনি ভিন্ন অন্য কেহই, এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানও ঐ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না। যে মুখে নিন্দা করা হইয়াছে,সেই মুখেই তাঁহার বন্দনা করিতে হইবে।

প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি।।
যে বৈষ্ণবাস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর।।

—শ্রীচৈঃ ভাগবত।

অজ্ঞাত শ্রীগুরু বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায়, নিরন্তর শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা, গুণ-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন।

বৈষ্ণবাপরাধ

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।

স্কন্দ পুরাণ—

স্কন্দ পুরাণে বলিতেছেন— যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে প্রহার

করে বা বৈষ্ণবের নিন্দাকরে, বা দ্বেষ করে, বা বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণামাদি দ্বারা আদর অভ্যর্থনা না করে, বা বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে, বা বৈষ্ণব দর্শন করিয়া আনন্দিত না হয়— এই ছয় প্রকার ব্যক্তিরই নরকে পতন হইয়া থাকে। এই ছয়টির কোন একটি করিলেই বৈষ্ণব অপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণবের মনে যে কোন কারণে বিন্দুমাত্রও কষ্ট দিলেই বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। বৈষ্ণবের কিছুমাত্র অনিষ্ট বা অনিষ্ট চেষ্টা করিলেও বৈষ্ণবাপরাধ হইবে।

বৈষ্ণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ।।

শ্রীমহাজন বাক্য—

সর্ব্বপ্রকার অপরাধই ভয়াবহ কিন্তু গুরুবৈষ্ণব অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। গুরু বৈষ্ণবের নিকট সামান্য মাত্র অপরাধ হইলেও আর নিস্তার নাই। শ্রীভগবান সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব অপরাধ কদাচ ক্ষমা বা সহ্য করেন না। বৈষ্ণব অপরাধ সমুদায় কঠোর ভজন সাধনকেও সমূলে বিনষ্ট করে।

এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে —

যথাঃ— ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।

* * * * * * * *

অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম। অংশ আলোচ্য

অতএব সকলেরই সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিজের অজ্ঞাত কোন কারণেও যদি কোন বৈষ্ণব তাহার উপর ক্ষুন্ন হন তবেও বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। এ বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ

পার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামীর খঞ্জ কৃষ্ণদাসের নিকট অপরাধ হওয়ায় ঘটনা স্মরণীয়।

বৈষ্ণব অপরাধ ষড়্বিধ—

বৈষ্ণব বিদ্বেষ নিন্দা ক্রোধ প্রহার।
করে যেই নর, তার নাহিক নিস্তার।।
বৈষ্ণব দর্শনে নিরানন্দ প্রণাম না কৈলে।
সিদ্ধাবস্থা হইলেও কৃষ্ণ নাহি মিলে।।
বৈষ্ণবের কাছে যদি ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ।।

বৈষ্ণবাপরাধ ভঞ্জন—

যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইয়াছে তদীয় শ্রীচরণে একান্ত ভাবে শরনাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাই বৈষ্ণবাপরাধ ভঞ্জনের একমাত্র উপায়। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানও ঐ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না, বা পারিলেও তাহা করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য স্বীয় জননী শ্রীশচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন প্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছেন—

প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি।।
যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর।। চৈঃ ভাঃ

নিরন্তর বৈষ্ণব বন্দনা, বৈষ্ণব গুণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সেবাদি দ্বারা অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ ভঞ্জন হইতে পারে।

মন্ত্র-যন্ত্র-ধ্যান-গায়ত্রী-প্রণাম—

(মন্ত্র)

মননাত্ত্রয়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

যে শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে স্মরণ করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই শব্দ বা শব্দসমষ্টিই মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এই মন্ত্র বা শব্দ অক্ষর ভেদে ত্রিবিধ। যথা— পুং মন্ত্র, স্ত্রী মন্ত্র, এবং ক্লীব মন্ত্র।

যে সমস্ত মন্ত্রের শেষে "হুঁ ফট্" থাকে তাহাদিগকে পুং মন্ত্র বলা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত মন্ত্রের শেষে "স্বাহা" এই মন্ত্র থাকে তাহাদিগকে স্ত্রী মন্ত্র বলা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত মন্ত্রের শেষে "নমঃ" শব্দ থাকে তাহাদিগকে ক্লীব মন্ত্র বলা হইয়া থাকে।

বিনা বীজৈর্ম্মহাবিদ্যা নির্বীর্য্যা প্রকীর্ত্তিতা।

তন্ত্রে লিখিত আছে— কোন প্রকার বীজমন্ত্র প্রথমে সংযুক্ত না করিলে মন্ত্র বীর্য্যহীন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্র— ক্লীঁং।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র— (১) ক্লীঁং হৃষীকেশায় নমঃ।
(২) শ্রীঁং হ্রীঁং ক্লীঁং কৃষ্ণায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের একাদশাক্ষর মন্ত্র— ক্লীঁং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র— শ্রীঁং হ্রীঁং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র— (১) শ্রীঁং হ্রীঁং ক্লীঁং

গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। (২) হ্রীঁং শ্রীঁং ক্লীঁং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। (৩) ক্লীঁং হ্রীঁং শ্রীঁং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র— ঐঁ ক্লীঁং হ্রীঁং শ্রীঁং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র— ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণী বল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র— কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র— ক্লীঁং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের বিংশত্যক্ষর মন্ত্র— হ্রীঁং শ্রীঁং ক্লীঁং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র— সৌঃ ঐং ক্লীঁং কৃষ্ণায় হ্রীঁং গোবিন্দায় শ্রীঁং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

গোপাল মন্ত্র ঃ—

একাক্ষর মন্ত্র— কৃঃ। **দ্ব্যক্ষর মন্ত্র—** কৃষ্ণঃ। **ত্র্যক্ষর মন্ত্র—** ক্লীঁং কৃষ্ণঃ। **চতুরাক্ষর মন্ত্র—** ক্লীঁং কৃষ্ণায়।

পঞ্চাক্ষর মন্ত্র— কৃষ্ণায় নমঃ, ক্লীঁং কৃষ্ণায় ক্লীঁং।

ষড়াক্ষর মন্ত্র— (১) ক্লীঁং কৃষ্ণায় নমঃ। (২) গোপালায় স্বাহা। (৩) ক্লীঁং কৃষ্ণায় স্বাহা।

সপ্তাক্ষর মন্ত্র— কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। শ্রীঁং হ্রীঁং ক্লীঁং কৃষ্ণায় ক্লীঁং।

অষ্টাক্ষর মন্ত্র— দধি ভক্ষনায় স্বাহা। সুপ্রসবাত্মনে নমঃ।

নবাক্ষর মন্ত্র— ক্লীঁং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীঁং।

দশাক্ষর মন্ত্র— (১) ক্লীঁং গ্লোং ক্লীঁং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ। (২) বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা।

একাদশাক্ষর মন্ত্র— বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা।

বালগোপাল মন্ত্র ঃ—

চতুরাক্ষর মন্ত্র— ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং। অষ্টাক্ষর মন্ত্র। গোং কুং লং নাথায় নমঃ।

বাসুদেব মন্ত্রঃ—

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র— ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

দধিবামন মন্ত্র ঃ—

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র— ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং বাসুদেবায় নমঃ।

বিষ্ণুমন্ত্র— ওঁ নমো নারায়ণায়।

রামমন্ত্র ঃ—

(১) রাম। (২) ওঁ রাম, শ্রীং রাম, ক্লীং রাম, হ্রীং রাম, ঐ ক্লীং রাম, রাং রাম। (৩) রাং রামায় নমঃ। (৪) হ্রীং রাম হ্রীং। (৫) শ্রীং রাম শ্রীং ।

রাধিকা মন্ত্র ঃ—

ওঁ হ্রীং ক্লীং রাধিকায়ৈ স্বাহা।

লক্ষ্মী মন্ত্র ঃ—

(১) ক্লীং। (২) ঐং ক্লীং হ্রীং ক্লীং। (৩) নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা।

বীজার্থ নির্ণয় ঃ—

অনঙ্গ বীজ, কামবীজ, গোপালবীজ, মদন বা কামবীজ, কৃষ্ণবীজ, ক্লীং।

সাধারণতঃ প্রথম শব্দে দেবতার নাম। তৎপর স্বরবর্ণ ব্রহ্ম ইত্যাদি বুঝায়। ং ইত্যাদি দুঃখ হরণ অর্থ প্রকাশ করে।

ওঁ

অ+উ+ম= ওঁ। অ= রজঃ, উ= সত্ত্ব ম= তমঃ।

অন্য অর্থে অ= ব্রহ্ম, উ= বিষ্ণু, ম= শিব।

অন্য অর্থে অ= ভূঃ, উ= ভূবঃ, ম= স্বঃ।

অর্থাৎ অ, উ, ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ত্রিভুবন।

অন্য অর্থে ঋক্ যজু সাম বেদ।

অন্য অর্থে অ, উ, ম, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর বুঝা যায়। ং= দুঃখ হরণ বুঝায়।

উল্লিখিত অর্থ হইতে ওঁ অর্থ এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যিনি ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেন, ত্রিভুবন যাহার মূর্ত্তি, ঋক্, যজু ও সামবেদ, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরে যাঁহাকে গান করা হয় সেই ভগবান আমার দুঃখ হরণ করুন।

ক্লীঁং

ক + ল + ঈ + ং = ক্লীঁং। ক= কৃষ্ণ। ল= ঈশ্বর।

ঈ=সন্তোষ। ং= দুঃখ হরণ। ক্লীঁং= কৃষ্ণই ঈশ্বর। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমার দুঃখ হরণ করুন।

ক+ল+ঈ+ ঁ + ং এই পঞ্চযোগে ক্লীঁং শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ ক-কারে পৃথিবী, ল-কারে অপ্, ঈ-কারে তেজ, নাদেতে বায়ু, বিন্দুতে আকাশ নির্দ্দেশ করেন।

আবার কেহ কেহ ক-কারে কৃষ্ণ, ল-কারে রাধিকা ঈ-কারে হ্লাদিনী, নাদেতে শ্রীরূপ, বিন্দুতে বৃন্দাবন নির্দ্দেশ করেন।

যন্ত্র

যিনি যে দেবতার উপাসক সেই দেবতাকে সেই যন্ত্রোপরি পূজাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয় সেই জন্য নিম্নে দুইটী যন্ত্র দেওয়া হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্র—
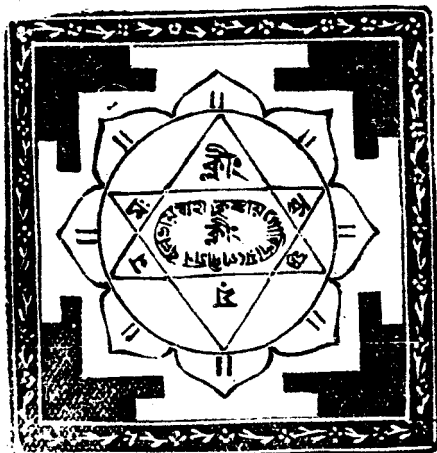
গোপাল যন্ত্র—

গায়ত্রী—

গায়ত্রীধ্যান ও প্রণামাদির আবশ্যক জ্ঞানে এই স্থানে কতিপয় গায়ত্রীধ্যান ও প্রণামাদি সন্নিবিষ্ট করা হইল।

"অষ্টোত্তর শত বৃত্ত্যা গায়ত্রী প্রজপেৎ সুধীঃ।
মহাপাতক যুক্তাপি প্রজপেদ্দশধা যদি।
সত্যং সত্যং মহাদেবি মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ।।"

তন্ত্রে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবার বিধি আছে। এবং তাহাতে ইহাও বর্ণিত আছে যে একশত আটবার গায়ত্রী জপ দূরের কথা যদি মহাপাতক যুক্ত ব্যক্তিও দশবার মাত্র গায়ত্রী জপ করে সে ব্যক্তিও মোক্ষ লাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গায়ত্রী— ক্লীঁং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপাল গায়ত্রী— কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

বিষ্ণু গায়ত্রী— ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণ গায়ত্রী— নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

কাম গায়ত্রী— কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

রাধিকা গায়ত্রী— শ্রীঁং রাধায়ৈ বিদ্মহে কৃষ্ণবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নোরাধা প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মী গায়ত্রী— মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।

শালগ্রাম চক্র, পুষ্প, পত্র-নির্ণয়

শালগ্রাম যে স্থানে থাকেন তাহার তিনক্রোশ পর্য্যন্ত তীর্থস্থানরূপে হরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে। শালগ্রাম ক্রয় বিক্রয় করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

কপিল পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থের মতে,—

একচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'সুদর্শন' নামে অভিহিত। ইনি মুক্তিদান করেন।

দুইচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামে অভিহিত। ইনি মুক্তি ও ভোগ দান করেন।

তিনচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'অচ্যুত' নামে অভিহিত। ইনি ইন্দ্রপদ প্রদান করেন।

চারিচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'চতুর্ভুজ' নামে অভিহিত। ইনি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন।

পঞ্চচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'বাসুদেব' নামে অভিহিত। ইনি জন্ম ও মরণ ভয় নিবারণ করেন।

ছয়চক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'প্রদ্যুম্ন' নামে অভিহিত। ইনি সৌন্দর্য্য ও লক্ষ্মী প্রদান করেন।

সপ্তচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'বলভদ্র' নামে অভিহিত। ইনি যশঃ ও বংশবৃদ্ধি করেন।

অষ্টচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'পুরুষোত্তম' নামে অভিহিত। ইনি সর্ব্ব অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

নবচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'নৃসিংহ' নামে অভিহিত। ইনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করেন।

দশচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'দশাবতার' নামে অভিহিত। ইনি রাজত্ব প্রদান করেন।

একাদশ চক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'অনিরুদ্ধ' নামে অভিহিত। ইনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন।

দ্বাদশচক্র বিশিষ্ট শালগ্রাম 'দ্বাদশাত্মা' নামে অভিহিত। ইনি সুখ ও মুক্তি প্রদান করেন।

কামবীজ ও কামগায়ত্রীর অর্থ ঃ—

যথা— **"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায়
ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।।"**

পরমারাধ্য পাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কলিহত জীবের প্রতি অসাধারণ কৃপা করিয়া নিখিল শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" নামে যে অপার্থিব অমৃতময় শ্রীগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজ যাঁর উপাসন।।

এতদ্দ্বারা ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, নিখিল রস-সার-ভূত শৃঙ্গার রসাত্মক শ্রীবিগ্রহ ধারী-গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দেব-দুর্ল্লভ পরম মধুর প্রেম সেবা লাভ করিবার প্রধান উপাসনা মন্ত্রই হইতেছে—"**কামবীজ ও কামগায়ত্রী**"।

ব্রজেন্দ্রনন্দন "শ্রীকৃষ্ণ" ও তদীয় উপাসনা মন্ত্র "কামগায়ত্রী" এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে; যথা— কামগায়ত্রী মন্ত্র-রূপ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ। সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়, সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়। ত্রিজগতে কৈল কামময়।। রসিক-রাজ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া তাহাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে স্বীয় শ্রীচরণ প্রাপ্তি-বিষয়িণী প্রগাঢ় রতি উৎপাদনের নিমিত্ত কামবীজ ও কামগায়ত্রী-রূপে বিরাজ করিতেছেন।

অতএব যে বস্তু হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ লাভের প্রধান উপাসনা-মন্ত্র, যাহার প্রত্যেক বর্ণই একমাত্র উপাস্যদেব শ্রীনন্দনন্দনকে নির্দ্দেশ করিতেছে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন।

সেই কামবীজ কামগায়ত্রীর অর্থ সম্যকরূপে অবগত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়, তন্নিমিত্ত পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহোদয় জীবের প্রতি প্রভূত কৃপা করিয়া কামবীজ-কামগায়ত্রীর অর্থ প্রচার করিয়াছেন। যথা—

কামবীজার্থ ঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদেন বীজস্য অর্থ দীপিকা।
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-নাম্নাপি ক্রিয়তে ময়া।।১।।

—শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বীজাভিধানম্।

কামবীজাত্মকঃ কৃষ্ণো রতি বীজাত্মিকা রাধা।
তয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাধা-কৃষ্ণঃ প্রসীদতি।।২।।

—শ্রীরাসোল্লাস তন্ত্র।

তত্রাদৌ কামবীজার্থঃ কামানাং স্বাভিলাষানাঞ্চ
বীজম্ যদ্বা কামোদ্দীপনস্য বীজম্।
অথবা কামৈঃ পূর্ণং বীজং কামবীজম্।। ৩।।

কামবীজ-লক্ষণম্ ঃ—

বিনা বীজেন মন্ত্রানাং বিফলং জায়তে ফলম্।
পঞ্চালঙ্কার-সংযুক্তং বীজন্তু পরমাদ্ভূতম্।।
ককারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
চন্দ্রবিন্দুশ্চ-তদ্‌যুক্তং কামবীজমুদাহৃতম্।।৪।। —শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্র।

ক্লীঁমিতি কামবীজমেকাক্ষরম্।

অস্যার্থে যথা—

ক্লীঁঙ্কারাদ্ সৃজদ্ বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল-সম্ভবঃ।।
ঈকারাদ্ বহ্নিরুৎপন্ন নাদাদ্ বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশ-সম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ।।৫।।
ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতি রাধা নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী।।
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম-সুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতম্।
চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ।।৬।।

— শ্রীবৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র।

কামবীজস্য শ্রীবিগ্রহাত্মকত্বম্—

অথ— কামবীজস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহাত্মকম্।
শ্রীকৃষ্ণ-শরীরাভিন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাৎশৃণু।।
ককারেণ শিরোভালোভ্রূর্নাসানেত্র-কর্ণকৌ।
লকারেণ ভবেদ্ গণ্ডস্তদন্তোহনূ-রূপকঃ।।
চিবুকোহথ গ্রীবাচৈব কণ্ঠঃ পৃষ্ঠঞ্চ সুব্রত।
ঈকারঃ স্কন্দো বাহুশ্চ কফোনিরঙ্গুলি নখঃ।।
অর্দ্ধচন্দ্রো বক্ষস্কন্দঃ পার্শ্বৌ নাভিঃ কটিস্তথা।
চন্দ্রবিন্দাবূরুর্জানুর্জঙ্ঘা গুলফশ্চ পাদকঃ।।
পার্ষ্ণিশ্চাপ্যঙ্গুলি চৈব চৈব নখেন্দুরপি নারদ !
ইতি বিগ্রহ-রূপশ্চ কামবীজাত্মকো হরিঃ।।৭।।
বীজাক্ষরং পঞ্চ-পুষ্পবাণ-তুল্যং ক্রমাৎ শৃণু।
ককারশ্চাম্রমুকুলো লকারশ্চাশোকঃ স্মৃতঃ।।

ঈকারো মল্লিকাপুষ্পং মাধবী চার্দ্ধ চন্দ্রকঃ।
বিন্দুশ্চ বকুল পুষ্পমেতে বাণাঃস্যুরেব চ।।৮।।
—শ্রীসনৎ কুমার-সংহিতা।।

কামবীজ ও কামগায়ত্রীর রাগ-মার্গীয় অর্থ ঃ—

অনুবাদ—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহোদয়, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিত হইয়াও, বৈষ্ণবোচিত পরম দৈন্য সহকারে বলিতেছেন ; যদিও আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদে কামবীজার্থ প্রকাশ করিতেছি।। ১।।

প্রথমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বীজসংজ্ঞা বিষয়ে লিখিতেছি। শ্রীরাসোল্লাস তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কামবীজ-রূপে প্রকট রহিয়াছেন। সুতরাং "ক্লীঁং" এই কামবীজ এবং "শ্রীঁং" এই রতিবীজ কীর্ত্তন করিলেই, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।।২

এই দুই প্রকার বীজের মধ্যে কামবীজের অর্থ লিখিত হইতেছে, যথা— কাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অভিলাষের বীজই হইতেছে কামবীজ; কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কাম অর্থাৎ অভিলাষ উদ্দীপন করিবার বীজের নামই হইতেছে কামবীজ অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যার্থে নিখিল-কাম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।।৩।।

অনন্তর শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্রানুসারে কামবীজের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে— যে সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোনও ফল লাভ হয় না। বীজও আবার যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে ক, ল, ইত্যাদি হইতেছে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ককার, লকার, ঈকার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিত বীজই "ক্লীঁং" কামবীজ বলিয়া অভিহিত হয়।।৪।।

"ক্লীং" এই একাক্ষর বীজের নামই হইতেছে কামবীজ। শ্রীবৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে ইহার এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, যথা— উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান "ক্লীং" এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই কামবীজের অন্তর্গত 'ক' কার হইতে জল 'ল' কার হইতে পৃথিবী, 'ঈ' কার হইতে 'অগ্নি' অর্দ্ধচন্দ্র বা 'নাদ' হইতে বায়ু এবং 'বিন্দু' হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই বীজাত্মক মন্ত্রই হইতেছে সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত ভূতের মূল কারণ।।৫।। 'ক' কারের অর্থ— সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। 'ল' কারের অর্থ হইতেছে সেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম জনিত পরমানন্দময় সুখ-সমুদ্র। 'ঈ' কারের অর্থ নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা 'নাদ' ও'বিন্দু' অর্থাৎ চন্দ্র বিন্দু হইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বন জনিত পরমানন্দময় মাধুর্য্য।।৬।।

অনন্তর কামবীজ যে শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীবিগ্রহ তদ্ বিষয়ে বলিতেছেন ঃ— শ্রীসনৎকুমার সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

হে নারদ! কামবীজ যে কেবল অক্ষরময়, তাহা নহে; পরন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ যেহেতু এই অক্ষরগুলি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন; ইহা যে কিরূপ, তাহা ক্রমশ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। 'ক' কারে শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশ, ললাট, ভ্রূযুগল নাসিকা, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয় বলিয়া জানিবে। 'ল' কার হইতেছে তাঁহার গণ্ডদেশ, হনূ (গণ্ডদেশের উপর প্রান্ত) চিবুক (থূতনী) গ্রীবা (ঘাড়) কন্ঠ ও পৃষ্ঠ। 'ঈ' কার হইতেছে তাঁহার স্কন্দ, বাহু, কফোনি (কনুই) এবং হস্তের অঙ্গুলী ও নখ সমূহ। অর্দ্ধচন্দ্র ' হইতেছে তাঁহার বক্ষস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি। 'বিন্দু' হইতেছে তাঁহার উরু (হাটুর

উপরি ভাগ) জানু (হাটু) জঙ্ঘা (গোড়ালি ও হাটুর মধ্যভাগ) গুলফ্ (গোড়ালি) পদ, পাঞ্চি (গোড়ালির নিম্ন প্রদেশ) এবং (পদের অঙ্গুলী) ও নখ সমূহ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কামবীজময়-শ্রীবিগ্রহধারী, তাহাই বর্ণিত হইল।।৭।।

হে নারদ! কামবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর যে যথাক্রমে পঞ্চ পুষ্পবাণ সদৃশ তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

'ক' কার হইতেছে আম্র মুকুল
'ল' কারে অশোক পুষ্প,
'ঈ' কারে মল্লিকা পুষ্প,

"নাদ বা অর্দ্ধচন্দ্র" হইতেছে মাধবী-পুষ্প, এবং 'বিন্দু' হইতেছে বকুল-পুষ্প। ইহাই হইল পঞ্চবিধ পুষ্পবাণ।। ৮।।

কামগায়ত্র্যর্থ :—

গায়ত্রী সা মহামন্ত্রঃ কামপূর্ব্বথা কথ্যতে।
সাধকং যা গৃহীত্বৈব জায়ন্তে ব্রজমণ্ডলে।।৯।।

কামবীজেন সহ সংযুক্তা যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। যদ্বা কামবীজস্য যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। অস্যা উপাস্যঃ (সাধ্যঃ) দেবঃ শৃঙ্গার-রসরাজস্বরূপাভিন্নো মদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নন্দাত্মজঃ অস্য ধাম বৃন্দাবনমেব।।১০।।

কামগায়ত্রী-লক্ষণম্—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং ততঃ।
ধীমহি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।।১১।।

— সনৎকুমার কল্প।

ক্লীমিতি বেণু-মাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং মনোহরণাৎ। কামদেবায়েতি লীলা-মাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং বিবেকহরণাৎ।

পুষ্পবাণায়েতি লাবণ্য-গুণ-মাধুর্য্যাদিভিঃ শ্রীরাধিকাদীনাং সম্ভোগরসোদ্দীপনাৎ।।১২।।

কাম-সম্বন্ধানুগয়োঃ কামানুগায়ামেবানয়া গায়ত্র্যা উপাস্যতে। কামান্ স্বাভিলাষান্ দীব্যতি প্রকাশয়তি। যদ্বা কামেন স্বাভিলাষেণ দীব্যতি ক্রীড়তি যঃ স কামদেবস্তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে জানীমহি কিম্ভূতায়? পঞ্চ পুষ্পবাণেব পঞ্চ কামবীজাক্ষরাণি পঞ্চবাণা অস্ত্রাণি শার্ঙ্গধনুর্গুণপঞ্চকেষু যস্য স পুষ্পবাণ স্তস্মৈ পুষ্পবাণায় বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম; গৌরবার্থে বহুবচনম্। এবং স্বরূপো যস্মাত্তস্মাদনঙ্গঃ ব্রজস্থিতো নবোঽপ্রাকৃতঃ কন্দর্পো নবীনমদনঃ কামবীজ-কামগায়ত্রীভ্যাং যস্যোপাসনা, তয়োর্য এবোপাস্যঃ স এবাত্ম-পর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকোঽসমোর্দ্ধরূপঃ শ্যামো রসময়মূর্ত্তিঃ। শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহো নো অস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়াৎ প্রসীদতু—নিজ-দাস্যে নিয়োজয়তু ইতি।।১৩।।

এতানি সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরক্ষরাণি সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিশ্চন্দ্রা ভবন্তি; তে চ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গে উদিতাঃ সন্তঃ ত্রীণি জগন্তি কামময়ানি কুর্ব্বন্তি। 'ক'কারাদি-ত-কারান্তানি তান্যক্ষরাণি মুখ-গণ্ড-ললাটাদি কর-চরণান্তান্যঙ্গানি দক্ষিণাদিক্রম-রূপেণ জ্ঞেয়ানি।।১৪।।

অত্রাপি ভো বৈষ্ণবাঃ! মম লিখন-বৃত্তান্তং যূয়ং শৃণুত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা প্রাকৃত বর্ণানুক্রমেণ কামগায়ত্র্যা বর্ণসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরিতি যল্লিখিতং তন্মতানুসারেণ ময়াপি তল্লিখ্যতে। তদ্‌যথা—

কাম গায়ত্রী মন্ত্র-রূপ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগতে কৈল কামময়।।

ইত্যেতৎ প্রমাণমবলম্ব্য পূর্ব্বমতানুসারেণানুক্রম্য সংস্থাপ্যতে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চবিংশতিং পরিত্যজ্য কেন প্রমাণেন কেন ব্যভিপ্রায়েণ সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিমক্ষর সংখ্যাং গদতি তত্রাপি মম ধী-গোচরাভাবঃ নানা-পাঠ্য-শ্রাব্যশাস্ত্র-বিচারে চার্দ্ধাক্ষর-সম্ভাবনা নাস্তি; অতো মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন আসমিতি যূয়ং বিচারয়ত। যদি কেচিদ্বদন্তি মাত্রাহীন 'ত'কারোহর্দ্ধাক্ষরং তদা মাত্রাহীনান্যক্ষরাণ্যত্র তদিতরাণ্যপি সন্তি; ইত্যপি ন ঘটতে যতো ব্যাকরণ-পুরাণাগম নাট্যালঙ্কারাদিশাস্ত্রেষু স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণনির্ণয় এবাস্তি, তত্রার্দ্ধাক্ষরং নাস্ত্যেব। তদ্‌যথা— শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভুতোহয়ং বর্ণক্রম" ইতি পঞ্চাশদকার-ককারাদয়ঃ। একমন্যেষ্বপি ব্যাকরণেষু চ। পুনঃ বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনামস্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীত্যপি। এবমেব শাস্ত্রান্তরেষ্বপি। মাতৃকাদি-প্রকরণে চ কুত্রাপি স্বার্দ্ধ-পঞ্চাশদ্বর্ণক্রমো ময়া ন দৃশতে। এতেষু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনঃ কিং ধী-গোচরভাবঃ? এতদপি নসম্ভাব্যতে, যতঃ স সর্ব্বং জানাতি ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ-রাহিত্যাৎ।।১৫।।

পুনশ্চ যদ্যপি 'ত'কারোহর্দ্ধক্ষরং নিশ্চীয়তে তদা কিং শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা ক্রমভঙ্গং বিলিখ্যতে? যতো মুখগণ্ডাদি-চরণান্ত-বর্ণক্রমেণ চরণং পরিত্যজ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রঃ সংস্থাপ্যতে। তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়ামে-কবিংশপরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে—

"সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণ-বপু-সিংহাসনে বসি রাজ্য-শাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।।

দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি-সুদর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু তাহাতে চন্দন-বিন্দু
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি।।
কর-নখ চাঁদের হাট বংশীর উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদ-নখ চন্দ্রগণ তলে করে সুনর্ত্তন
যার ধ্বনি নূপুরের গান।।
এই চাঁদের বড় নাট পসারি চাঁদের হাট
বিনামূল্যে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ-স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে কাহোঁকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত।"

ইত্যানুবাদ-দ্বয়েন বহুবাদান্তরমপি অত্র সিদ্ধান্তো ন ঘটতে। তদা সর্ব্বোপায়ং ত্যক্তান্নপানাদিকঞ্চ বিহায় মনোদুঃখেন দেহত্যাগাভিপ্রায়েণ রাধাকুণ্ডতটেঽভিপপাতাহম্। যদা মন্ত্রাক্ষরগোচরো ন ভবেত্তদা কথং দেবতা-গোচরো ভবিষ্যতীতি দেহত্যাগ এব কর্ত্তব্যঃ।।১৬।।

ততো রাত্রের্দ্বিতীয়-প্রহরে গতে সতি তন্দ্রাং প্রাপ্য ময়া দৃশ্যতে স্ম। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আগতা ব্রবীতি—

"ভো বিশ্বনাথ! হরিবল্লভ! ত্বমুত্তিষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন যল্লিখিতং তদেব সত্যম্। সচ মম নর্ম্ম-সহচরী মমানুগ্রহেণ মমান্তরং সর্ব্বং জানাত্যেব; তদ্বাক্যে সন্দেহং মা কুরু। এষ মমোপসনা-মন্ত্রঃ, অহমপি মন্ত্রাক্ষরৈর্বেদ্যা। মদনুকম্পাং বিনা নান্যঃ কোঽপ্যেতদ্বিজ্ঞাতুর্মহতি। অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণং বর্ণাগম ভাস্বদি যদস্তি যদ্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজেন লিখিতং তৎ শৃণু।

তদন্তরং ত্বমিমং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা সর্ব্বোপকারার্থমত্র প্রমাণ-সংগ্রহং কুরু।" এতৎ শৃণ্বন্ চৈতন্যাবস্থায়াং শীঘ্রমুত্থায় নিঃসন্দেহেন হাহেতি মুহুর্মুহুর্বিলপ্য তদাজ্ঞাং হৃদি নিধায় তৎপালনার্থং যত্নবানভবৎ। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্যম্, যথা—

"ব্যস্ত-যকরোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ,
তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্র" ইতি।। ১৭।।

গায়ত্র্যক্ষরাণাং চন্দ্রত্ব-নিরূপণম্

এষামপ্যক্ষরাণান্তু চন্দ্রত্বে নির্ণয়ং শৃণু।
মুখেঽপ্যেকং বিজানীয়াদ্গণ্ডয়োর্দ্বৌ তথৈব চ।।
ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রং বৈ তিলকং পূর্ণচন্দ্রকম্।
পাণ্যোর্নখা দশ প্রোক্তাস্ত্বক্ষরাণি মনোভুবঃ।।
পাদাব্জয়োস্তথা জ্ঞেয়া নখচন্দ্রা দশ ক্রমাৎ।
অর্থো বিজ্ঞেয় ইত্থং বৈ গায়ত্র্যাশ্চ মনীষিভিঃ।।
ক্রমাচ্চন্দ্রান্ বিজানীয়াৎ কাদি-তত্তাক্ষরাণি তু।
দক্ষিণাদিক্রমেণৈব ক্রমস্তেষাং সুসম্মতঃ।।১৮।।

শ্রীরাধিকোপদেশ-সম্মতমর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণং যথা বর্ণাগম ভাস্বদি—

"বিকারান্তা-যকারেণ চার্দ্ধক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্"।।১৯।।

ইতি— শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-ঠক্কুর-বিরচিত মন্ত্রার্থদীপিকায়াং কামগায়ত্র্যর্থঃ সম্পূর্ণঃ।

অনুবাদ—

সাধকগণ যাহা গ্রহণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে গোপীগর্ভে জন্মলাভ করেন সেই কামগায়ত্রী মহামন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে।।৯।।

কামবীজের সহিত সংযুক্ত যে গায়ত্রী তাহার নাম

কামগায়ত্রী, কিম্বা কামবীজের যে গায়ত্রী তাহাই কামগায়ত্রী। শান্ত, দাস্যাদি রস-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে শৃঙ্গার-রস, সেই শৃঙ্গার রসময় বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত নবীন মদন ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই হইতেছেন এই কামগায়ত্রী-সম্বন্ধীয় উপাস্য দেবতা। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম, অর্থাৎ নিত্য বসতি-স্থল।।১০।।

সনৎকুমার কল্পে কামগায়ত্রীর এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

প্রথমে কামবীজ অর্থাৎ "ক্লীং" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক "কামদেব" শব্দ বলিয়া তাহাতে "আয়" যোগ করিবে। তাহার পর "বিদ্মহে" বলিয়া তৎপরে "পুষ্পবাণায়" বলিবে, অনন্তর "ধীমহি" বলিয়া তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ বলিবে। তাহা হইলে কামগায়ত্রী এইরূপ হইলেন। যথা—

"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবানায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" ।।১১।।

শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণ, কলনাদ বিশিষ্ট সুমধুর বংশীধ্বনি সহকারে, শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সিগণের মন হরণ করেন বলিয়া, তিনি "ক্লীং" এই কামবীজ-রূপে বিরাজমান। স্বকীয় অলৌকিক লীলা-মাধুরী দ্বারা শ্রীরাধিকাদি গোপীকাগণের বিবেক হরণ করেন বলিয়া তিনি "কামদেবায়" পদরূপে শোভা পাইতেছেন। লাবণ্য ও গুণ মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদি প্রিয়াবর্গের সম্ভোগ রস উদ্দীপন করেন বলিয়া তিনি "পুষ্পবাণায়" পদরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।। ১২।।

রাগানুগামার্গ দ্বিবিধ— কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। তন্মধ্যে কামানুগা-মার্গেই এই কামগায়ত্রী মহামন্ত্র দ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা হইয়া থাকে।

কামগায়ত্রীর পদ সমূহের অর্থ। যথা—

"কামদেবায় বিদ্মহে"— যিনি তদীয় নিজ সুখোৎপাদনকারী যাবতীয় অভিলাষ ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশ করেন, অথবা যিনি নিজানন্দে বিভোর হইয়া স্বেচ্ছামত ক্রীড়া করিয়া থাকেন অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি অন্য কোনও কার্য্যের অনুসরণ না করিয়া কেবল ইচ্ছানুরূপ আনন্দময় লীলা করেন, তিনিই " কামদেব " তাহাকে অবগত হই। সেই কামদেব কি প্রকার, তাহাই "পুষ্পবাণায়" পদ দ্বারা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইতেছে। যথা— "ক্লীং" এই কামবীজের অন্তর্গত 'ক' কারাদি পঞ্চ অক্ষর আম্র-মুকুলাদি পঞ্চবিধ পুষ্প সদৃশ। সেই পঞ্চবিধ পুষ্প যাঁহার শার্ঙ্গ নামক ধনুকের পাঁচটি, গুণে পঞ্চবাণ রূপে সজ্জিত আছে, তিনিই হইতেছেন "পুষ্পবাণ" এতাদৃশ যে পুষ্পবাণ, তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি। তাঁহার এবম্বিধ স্বরূপ বলিয়া তিনি হইতেছেন "অনঙ্গ"। সে কোন অনঙ্গ, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। যথা— স্বর্গে যে অনঙ্গ অর্থাৎ মদন বা কামদেব আছেন, ইনি কি সেই অনঙ্গ বা মদন, না-ইনি তাহা নহেন। কারণ স্বর্গের মদন হইলেন প্রাকৃত, আর ইনি হইতেছেন অপ্রাকৃত নবীন মদন। এই অপ্রাকৃত নবীন মদন কে? ইনি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, না-ইনি তাহা নহেন কারণ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ, কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা নহেন। তবে - ইনি কে? না ইনি হইতেছেন তিনি, যিনি শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজেন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি "অপ্রাকৃত নবীন মদন" তিনিই ইনি। ইনিই কামবীজ - কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। ব্রজের এই নবীন - যুবরাজ আত্ম পর্য্যন্ত সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহার সমান, বা তদপেক্ষা অধিক রূপ ও মাধুর্য্য আর কাহারও নাই। তিনি হইতেছেন- নব-নটবর রসিক শেখর শ্রীশ্যামসুন্দর মদন মোহন তাঁহার

শ্রীবিগ্রহ হইতেছে- শৃঙ্গার রসময়। এই যে অভিনব মদনদেব, ইনি আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উদিত হইয়াও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, অর্থাৎ ইনি আমাদিগকে নিজ দাস্যে নিযুক্ত করুন।।১৩।।

কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হইতেছেন সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এই চন্দ্রগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে উদিত হইয়া ত্রিজগৎ কামময় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী বাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দেন। "ক" কার হইতে "ৎ" কার পর্য্যন্ত এই সাড়ে চর্ব্বিশ অক্ষর শ্রীকৃষ্ণের বদন, গণ্ডস্থল ও ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ত ও পদ পর্য্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বুঝিতে হইবে। প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গ ধরিয়া তৎপরে বাম অঙ্গ ধরিতে হইবে।।১৪।।

অনন্তর শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় এই কামগায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ করিবার ইতিহাস স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন, যথা— হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে কি রূপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম তাহা আপনারা শ্রবণ করুন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে—

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কামগায়ত্রীর বর্ণ-সংখ্যা যে সাড়ে চব্বিশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমিও তাঁহার সেই মতানুসারে লিখিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যথা—

"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।"

তাঁহার এই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আমি কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্ত প্রথমেই আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কামগায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা "পঞ্চবিংশতি" অর্থাৎ পচ্চিশ না বলিয়া কোন প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে "সার্দ্ধ-চব্বিশ" অর্থাৎ সাড়ে চব্বিশ বলিলেন। শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি, সমস্তই বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু অর্দ্ধঅক্ষর কি রূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহা কোনক্রমে আমার বোধগম্য হইল না, সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, আমি কিরূপ বিষম সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যদি কেহ বলেন যে কামগায়ত্রীর শেষ অক্ষর 'ৎ' মাত্রা হীন অর্থাৎ স্বরসংযুক্ত নহে বলিয়া উহা অর্দ্ধঅক্ষর মধ্যে পরিগণিত তাহা হইলে এস্থলে ঐরূপ মাত্রাহীন অক্ষর আরও ত রহিয়াছে তাহা তবে অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু উহাও ত কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, নাট্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে বর্ণসংখ্যা পঞ্চাশৎ অর্থাৎ পঞ্চাশটী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, অর্দ্ধ অক্ষরের উল্লেখ তো কোথাও নাই। দেখুন শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা প্রকরণে বলিতেছেন—

'অ আ ক খ' প্রভৃতি পঞ্চাশটী বর্ণ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধিকা সহস্রনাম স্তোত্রেও বলিয়াছেন "শ্রীরাধা পঞ্চাশবর্ণ রূপিণী।" অন্যান্য শাস্ত্রেও বর্ণমালা-প্রকরণে এই রূপই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "বর্ণ সংখ্যা সাড়ে পঞ্চাশ" এরূপ তো কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবিতে লাগিলাম যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের কি বুঝিবার ভুল হইল। না তাহা ও কদাচ সম্ভব হইতে পারে না।

যেহেতু তিনি হইতেছেন নিখিল-শাস্ত্র-পারদর্শী তিনি সমস্তই অবগত আছেন, তাঁহার ভ্রম-প্রমাদাদি কোনও দোষ থাকিতে পারে না।।১৫।।

দ্বিতীয়তঃ ভাবিতে লাগিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কি "ৎ" কে অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া নির্ণয় করিলেন? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তো তাহার বর্ণনা ক্রমভঙ্গে দোষে দূষিত হইল; কেননা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম অনুসারে চরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিবার সময় ক্রম প্রাপ্ত পদ নখকে অর্দ্ধ চন্দ্র বলা উচিৎ ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি ললাটকে অর্দ্ধচন্দ্র বলিয়াছেন যথা—

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন শিক্ষা প্রসঙ্গে সম্বন্ধ তত্ত্ব-বিচারে—

সখি হে, কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে , বসিরাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।।
দুই গণ্ড সুচিক্কন, জিনি মণি - দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র মানি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু , তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি।।
করনখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে সুনর্ত্তন,
নপুরের ধ্বনী যার গান।।
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনামূলে বিলায় নিজামৃত।

কাঁরো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সবলোক করে আপ্যায়িত।।

এইরূপে দুই'টি সন্দেহ মনে উপস্থিত হইল, কিন্তু বহুপ্রকার বাদানুবাদের দ্বারাও তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। তখন মনে করিলাম, মন্ত্রাক্ষরের অর্থ যদি অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে মন্ত্র দেবতার সাক্ষাৎ কি রূপে পাইব? সুতরাং শ্রেয় বিবেচনা করিয়া দেহ ত্যাগের নিমিত্ত অন্ন-জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে পড়িয়া রহিলাম।।১৬

এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইলে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হইল। তখন কি দেখিলাম না শ্রীবৃষভানু রাজ নন্দিনী আমার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিতেছেন। হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উত্থিত হও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য সে যে আমার নর্ম্ম-সহচরী; আমার অনুগ্রহে সে আমার অন্তরের সমস্তই জানে। তাহার বাক্যে কোনও সন্দেহ করিও না। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কেহ এই মন্ত্রাক্ষরের অর্থ অবগত হইতে পারে না। "বর্ণাগম-ভাস্বৎ" নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপরে তুমি ঐ গ্রন্থ দেখিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ "বর্ণাগম-ভাস্বৎ" গ্রন্থ দেখিয়াই অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিয়াছে। শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর এইরূপ আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া চেতনা লাভ করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম। আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল এবং "হা রাধে হা রাধে" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধাক্ষর নিরূপণ বিষয়ে শ্রীরাধিকার আদেশবাণী যথা— যে "য" কারের পর "বি" অক্ষর থাকে, সেই "য" কারই হইতেছে

অর্দ্ধাক্ষর। এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত পূর্ণাক্ষর এবং প্রত্যেক অক্ষরই পূর্ণচন্দ্র। অতএব এই লক্ষণ অনুসারে "কামদেবায়" পদের "য" কারের পর "বিদ্মহে" পদের "বি" অক্ষর থাকায়, এই "কামদেবায়" পদের "য" কারই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র।।১৭।।

অনন্তর কামগায়ত্রীর অন্তর্গত প্রত্যেক অক্ষরের চন্দ্রত্ব নিরূপিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ — একচন্দ্র। দুই গণ্ড — দুইচন্দ্র। ললাট — অর্দ্ধচন্দ্র। ললাটস্থ তিলক— একচন্দ্র। দুই হস্তের দশ নখ— দশচন্দ্র। চরণদ্বয়ের দশ নখ— দশ চন্দ্র। সাধুগণ কামগায়ত্রীর এই রূপ অর্থ অবগত হইবেন। এই কাম গায়ত্রীর "ক" কার হইতে আরম্ভ করিয়া "ৎ" কার পর্য্যন্ত এক একটি অক্ষরকে এক একটি চন্দ্র বলিয়া জানিবেন শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ-নখ পর্য্যন্ত অঙ্গ সকলকে সাড়ে-চব্বিশ চন্দ্র-রূপে নিরূপণ বিষয়ে প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গ ও পরে বাম অঙ্গ ধরিতে হইবে।।১৮।।

বৃষভানু রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার উপদেশ মতে অর্দ্ধাক্ষর নিরূপণ বিষয়ে "বর্ণাগম-ভাস্বৎ" গ্রন্থে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা লিখিতেছি।

যথা— যে "য" কারের পর "বি" অক্ষর থাকে, সেই "য" ই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর। এই নির্দ্দেশানুসারে কামগায়ত্রীর "কামদেবায়" পদের অন্তস্থিত "য" কারই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর কারণ এই "য" কারের পরেই "বিদ্মহে" পদের "বি" অক্ষর রহিয়াছে ।। ১৯।।

ইতি—শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-ঠকুর-বিরচিত

মন্ত্রার্থদীপিকাগ্রন্থান্তর্গত কামবীজ ও কামগায়ত্র্যর্থের অনুবাদসম্পূর্ণ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজার্থ —

"মননাৎ ত্রায়তে হি স মন্ত্র ইতি কথ্যতে" অর্থাৎ যাহার অবিরাম চিন্তা দ্বারা অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহাতে মন্ত্র বলে। যাবতীয় মন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন—

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতার-বীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবীর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমন্ত্রো ভোগ-মোক্ষৈকসাধনম্।।

—শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র।

তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপ-লীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সমস্ত অবতারের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রগুলি অন্য সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর বীর্য্যবান্।

শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে বলিতেছেন যে,— যাবতীয় প্রধান প্রধান মন্ত্র-সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণমন্ত্র সকল ভোগ ও মোক্ষ লাভের অদ্বিতীয় সাধন স্বরূপ।

পরন্তু আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধীশ্বর প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি-সমূহের মন্ত্রগুলির মধ্যে গোপলীলা দ্বারা যে স্বীয় ভগবদ্ভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই গোপলীলাত্মক মন্ত্রগুলিই হইতেছেন প্রধান; তাহার মধ্যে আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রীবৃন্দাবনে কল্পপাদপতলে যোগপীঠস্থ

সহস্রদল কমলোপরি রত্নসিংহাসনাবস্থিত সহস্র সহস্র গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত অপার-মাধুর্য্যময় শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের শ্রীপাদপদ্ম ও প্রেমসেবা লাভ করিবার পরম উপায় স্বরূপ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ পঞ্চপদে বিভক্ত, যথা—(১) ক্লীঁ, (২) কৃষ্ণায়, (৩) গোবিন্দায়, (৪) গোপীজনবল্লভায় ও (৫) স্বাহা। কেহ কেহ বলেন পঞ্চপদ এইরূপে বিভক্ত, যথা— (১) কৃষ্ণ, (২) গোবিন্দ, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভ ও (৫) স্বাহা এই সমস্ত পদের অর্থ নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

(১) 'ক্লীঁং'—এই পদের অর্থ ৯০৫ পৃষ্ঠায় কামবীজার্থ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(২) 'কৃষ্ণায়'—"পাপ-কর্ষণো কৃষ্ণ" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। যিনি পাপসকল কর্ষণ অর্থাৎ সম্যক্প্রকারে ধ্বংস করেন, তিনিই কৃষ্ণ। এখানে পাপ অর্থে সকলেরই সর্ব্ববিধ পাপ ও অপরাধ—এমন কি অসুরগণের অপরাধ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, যেহেতু "কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ব্ববিধ অপরাধ বিনাশ করেন, ইহাই 'কৃষ্ণ' শব্দের নিরুক্তিবিশেষ। সেই কৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম এবং তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, যথা— কৃষ্ণ এব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। — শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র।

তিনি যে নিত্যানন্দময় পরব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে শ্রীমহাভারতেও বলিতেছেন, যথা—

কৃষিভূর্বাচকো শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।

'কৃষি' ধাতুর অর্থ 'ভূ' অর্থাৎ সত্তা; সৎ শব্দের উত্তর তা প্রত্যয় করিলে সত্তা পদ হয়; সৎ শব্দের অর্থ নিত্য; অতএব সত্তা

শব্দে নিত্যতা বুঝায়। 'ণ' কারের অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ। সুতরাং এই দুইয়ের মিলনে নিত্যানন্দ হইল। নিত্যানন্দ বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। সে কারণে কৃষ্ণই পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন—তিনি নিত্যানন্দময় অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে নিত্যানন্দ শব্দে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইল।

তিনি বেণু, রূপ ও লীলাদির অতুলনীয় মাধুর্য্য-প্রভাবে ত্রিজগৎস্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই কৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র পরমারাধ্য।

(৩)'গোবিন্দায়'—"গো-ভূমি-বেদ-বিদিতো বিদিতা (বেদিতা) গোবিন্দঃ" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। যিনি গো, ভূমি ও বেদসমূহে প্রসিদ্ধ এবং যিনি এই সমস্তকে প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই গোবিন্দ। গো শব্দের বহু অর্থ, কিন্তু এখানে তিনটি অর্থ গৃহীত হইয়াছে যথা— ক) প্রসিদ্ধ পশুজাতি বিশেষ (গরু), (খ) ভূমি (ভুবন) ও (গ) বেদ। আবার পশুজাতি-বিশেষ অর্থে শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থ গো-সকলকেই লক্ষ্য করিতেছেন। যিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াও গো-সমূহে পরিবৃত হইয়া স্বৈর-ক্রীড়াশীল এবং ঐরূপ অবস্থাতেই সর্ব্ব ভুবনে ও সর্ব্ব বেদে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যিনি শ্রীমন্নন্দগোকুলে স্বীয় ব্রজজন-মনোহর নবজলধর-শ্যামরূপে বিরাজিত থাকিয়া সুমধুর লীলা বিস্তার করিতেছেন, এবং নিখিল ভুবন ও বেদসমূহে যাঁহার সেই লীলামাধুরী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছে বলিয়া যিনি ভুবনে ও বেদে প্রসিদ্ধ, সেই 'গোপাল'-বেষধারী গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই 'গোবিন্দ' পদের বাচ্য।

(৪) "গোপীজনবল্লভায়"—"গোপীজনাবিদ্যাকলা" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। গোপীজন অর্থে গোপীজনরূপ

আবিদ্যাকলা বুঝাইতেছে। আবিদ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্ বিদ্যা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; এই বিদ্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তিকে বুঝাইতেছে। কলা অর্থে প্রেমভক্তিবিশেষ-রূপ মূর্ত্তি। অতএব গোপীজন শব্দে বুঝাইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তিরূপা প্রেমভক্তির মূর্ত্তিবিশেষ তাঁহারাই গোপীজন। একমাত্র এই প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে বশীভূত হন। ইহাই হইতেছে মধুর জাতীয় প্রেম, যাহা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের প্রেমকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন। "গোপীজন" শব্দের আর একটি অর্থ এই, যথা— গোপীশব্দে গুপ্ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা, যে শক্তিবিশেষ প্রেম দিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, তাঁহার নাম গোপী। এই শক্তির নাম হ্লাদিনীশক্তি এবং শ্রীমতী রাধিকাই হইতেছেন এই হ্লাদিনী-শক্তি। অতএব গোপীশব্দে হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতিকুল-ললামভূতা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাকেই বুঝাইতেছে, যথা—

"গোপী তু প্রকৃতি রাধা জনস্তদংশ-মণ্ডলঃ।"

আর 'জন' শব্দে এই শ্রীরাধিকার অংশ-মণ্ডল অর্থাৎ কায়ব্যূহরূপা গোপীমণ্ডলীকে বুঝাইতেছে। অতএব 'গোপীজন' শব্দের অর্থে শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যূহরূপা শ্রীললিতা, বিশাখাদি সখিগণকে বুঝাইতেছে। 'বল্লভ' শব্দের অর্থ প্রেরক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তনকর্ত্তা; রমণ। যিনি স্বীয় মাধুর্য্যময় লীলাসমূহে গোপীগণের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বা রমণ অর্থাৎ যিনি নায়করূপে গোপিগণসহ পরম মধুর লীলা-বিলাসাদি করিতেছেন, তিনিই হইতেছেন 'গোপীজনবল্লভ' বা 'গোপীগণের পতি' অর্থাৎ শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীসমন্বিতা শ্রীরাধিকার প্রাণপতি। তিনি

কে? না, তিনি হইতেছেন শ্রীনন্দনন্দন রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোপী অর্থাৎ পঙ্কজনয়নী নবীনা ব্রজসুন্দরীমণ্ডল পরিবৃতা শ্রীরাধিকা সহ মদনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন। পরন্তু তিনি যৎকালে গোপীকুল-মুকুটমণি শ্রীরাধিকা সহ শোভিত হন, তখনই তিনি মদনমোহন, যথা—

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ"

তবে যেহেতু তিনি অনুক্ষণই গোপীমণ্ডল-পরিবৃতা শ্রীরাধিকা সহ বিরাজ করিতেছেন-সুতরাং তিনি নিত্যই-মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের, তথা 'গোবিন্দ' অর্থাৎ 'গোপাল' রূপ শ্রীকৃষ্ণের এই নব-কৈশোর মদনমোহন-মূর্ত্তিই হইতেছেন 'গোপীজনবল্লভ'। অতএব 'গোপীজনবল্লভ' বলিতে যখন শ্রীশ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তিকেই বুঝাইতেছে এবং সেই মদনমোহন-মূর্ত্তি হইতেছেন যখন নিত্যই রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ, তখন 'গোপীজনবল্লভ'ও হইতেছেন নিত্যই রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ। সুতরাং 'গোপীজনবল্লভ' শব্দে স্বতঃই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলকেই বুঝাইতেছে। তন্নিমিত্তই অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্রকে যুগলমন্ত্র বলা হইয়া থাকে ।

(৫) "স্বাহা"—"তন্মায়া চ" ইতি শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ। 'স্বাহা' শব্দে শ্রীকৃষ্ণের মায়া অর্থাৎ শ্রীযোগমায়াকে বুঝাইতেছে যে যোগমায়া হইতেছেন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি, ইনিই ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দেন। সুতরাং 'স্বাহা চাত্মসমর্পণমিতি'- "স্বাহা পদের এইরূপ অর্থ-ই অন্যত্র কথিত হইয়াছে। যাঁহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করা যায়, তিনিই হইতেছেন 'স্বাহা'। এই 'স্বাহা' পদের উচ্চারণ বা স্মরণ দ্বারা শ্রীগোপীজনবল্লভের শ্রীপদারবিন্দে ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ হইয়া থাকে। অতএব সেই গোপীজনবল্লভের

শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্দাসত্বে নিযুক্ত হইতেছি' এইরূপ চিন্তা করিয়াই "স্বাহা" পদের উচ্চারণ বা স্মরণ করিতে হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিলেই ত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' ও 'গোপীজনবল্লভ' এই তিনটী শব্দের কি প্রয়োজন? এতদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে এই বুঝা যায় যে গোপীপ্রেমরসপিপাসু রসিক ভক্তের হৃদয় কেবল কৃষ্ণকে পাইলেই পরিতৃপ্ত হয় না, কারণ কৃষ্ণের ত স্বরূপভেদে বিবিধ মূর্ত্তি রহিয়াছেন; তথা 'গোবিন্দরূপে' কৃষ্ণকে পাইয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, কারণ গোবিন্দ হইতেছেন ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'গোপাল-মূর্ত্তি'। বাৎসল্যরসেই এই গোপাল মূর্ত্তির উপাসনা হইয়া থাকে। শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সমস্ত রসই অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও, সূক্ষ্ম বিচারে ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। পরমারাধ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর-রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তের তারতম্য বহু ত আছয়।।
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এই দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়।।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এই দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।।
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।।"

(উপরোক্ত প্রেমা শব্দে মধুর-প্রেমরসকে বুঝাইতেছে)।

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।।
শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি' ইতি শ্রীমুখগাথা।।
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ— তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি।।
স্বর্গ-মোক্ষ-কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ— শান্তের দুই গুণে।।
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে।।
শান্তের স্বভাব— কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীনে।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞানপ্রবীণ।। "

(মমতা-গন্ধহীন' অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি কৃষ্ণের দাস এই সম্বন্ধলেশ-শূন্য; সুতরাং শান্ত-ভক্ত দাস্যভাব-শূন্য বলিয়া কৃষ্ণসেবা-বিহীন)।

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।।
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক 'সেবন'।
অতএব দাস্য রসের হয় দুই গুণ।।

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন— সখ্যে দুই রয়।
দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণকে করায় আপন সেবন।।
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য— গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণচিহ্ন।।
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান।।
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম—'পালন'।।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার।।
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান।।
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে।।
মধুররসে— কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়।।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ।।
আকাশাদির গুণ যেন পর-পর-ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।।
এইমত মধুরে সবভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, শান্তের গুণ একটী অর্থাৎ

'কৃষ্ণনিষ্ঠা'। শান্তের কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র তৃষ্ণাত্যাগ বা 'তৃষ্ণাশান্তি' এই 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' হইতেই হয়; সুতরাং এই 'তৃষ্ণাশান্তি' 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' গুণেরই অন্তর্গত দাস্যের গুণ দুইট অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠা ও 'সেবা'। সখ্যের গুণ তিনটি অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', 'সেবা' ও 'বিশ্রম্ভ' (অসঙ্কোচ)। বাৎসল্যের গুণ চারিটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', 'সেবা' (পালনরূপে সেবা), 'অসঙ্কোচ-ভাব' ও 'স্নেহবশতঃ পাল্য-পালক-জ্ঞান'।

মধুর রসের গুণ পাঁচটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', 'সেবা', 'অসঙ্কোচ-ভাব', 'লালন-মমতাধিক্য' ও নিজাঙ্গ দিয়া সেবা'। সুতরাং শান্ত অপেক্ষা দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য অপেক্ষা সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মধুর-রসের ভক্তগণ এই তারতম্য সম্যক্ উপলব্ধিও করিয়া থাকেন। উল্লিখিত কারণে এই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে কেবল 'কৃষ্ণায়' বা 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায়' না বলিয়া, 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায়' বলিতেছেন। মধুরাতিমধুর 'গোপীজনবল্লভ' হইতেছেন মধুর-রসেই উপাস্য ও লভ্য, এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিলেই ত মানব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু দ্বারকানাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদে শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ মূর্ত্তি আছেন। ভক্তগণ প্রথমতঃ সাধারণ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন; পরে ভক্তের প্রেমরস যতই গাঢ় হইতে থাকে, ততই শ্রীকৃষ্ণকে অপেক্ষাকৃত আরও মধুর মূর্ত্তিতে পাইবার জন্য তাঁহার চিত্ত লালায়িত হয়। তখন তিনি 'গোবিন্দ' রূপ কৃষ্ণে অর্থাৎ ব্রজরাজনন্দন, মা যশোদার প্রাণধন 'গোপাল'-রূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ভক্তের প্রেমরস পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে, সেই প্রেমরসনিমগ্ন

রসিক ভক্ত আর তাহাতেও তৃপ্ত হইতে পারেন না—তখন তিনি নলিন-নয়নী ব্রজললনাগণ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম সুন্দর নবকৈশোর নটবর শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তিকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সেই অনুত্তম গোপীপ্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া সগোপীজনবল্লভ' রূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। তখন তাঁহার সেই গোপীপ্রেমরস-পিপাসু ব্যাকুলপ্রাণে আর শুধু "কৃষ্ণায় স্বাহা' বলিয়া তৃপ্ত হন না 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা' বলিয়াও তৃপ্ত হয় না, তাই তিনি তখন প্রাণ ভরিয়া বলিতে থাকেন—"কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"; অথবা কেবল "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" বলিলেও তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্তই পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত কেবল— "গোপীজনবল্লভ" পদ লইয়াই দশাক্ষর মন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মধুররসলোলুপ ভক্তগণ অপার মাধুর্য্যময়-ব্রজসুন্দরিগণ-পরিবৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের প্রেমসেবা লাভ করিবার নিমিত্ত অদ্বিতীয় সাধনস্বরূপ কেবলমাত্র এই অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপসংহারে ইহাই বলা চলে যে,—এই পঞ্চ পদাত্মক মন্ত্র জপ দ্বারা অনায়াসে সেই অদ্বিতীয় পরম-বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণই পরম-দেবতা; তাঁহাকে ধ্যান, তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন এবং তাঁহারই পূজন মানবের একান্ত কর্ত্তব্য তিনিই সৎ অর্থাৎ নিত্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-ভজনলোলুপ ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যথা—

"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"।
অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত নিম্নলিখিত সবীজ দশাক্ষর মন্ত্র যথা— "ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"

এই দুইটি মন্ত্রের কোনও একটি মন্ত্র স্ব স্ব শ্রীগুরুকৃপায় তদীয় নিকট হইতে লাভ করতঃ ধন্য হইয়া ভজন করিতে করিতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলসেবারূপ পরম-গতি লাভ করিয়া থাকেন।

ইতি— অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজার্থ সম্পূর্ণ।

পুরশ্চরণ

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে শ্রীচৈতন্য-চরণ।।

পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে পুরশ্চরণ কি এবং ইহাতে কি প্রকারেই বা সত্বরে ইষ্টবস্তু লাভ হয়, তাহাও বলা যাইতেছে। মন্ত্রাদির জন্য পুরক্রিয়াকে পুরশ্চরণ বলে। মন্ত্র জপ, হোম তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণ-ভোজন পুরশ্চরণে এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন। স্নিগ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রাণি-হিতেরত ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কার্য্যসম্পন্ন হয়। যোগিনী-হৃদয়তন্ত্রে লিখিত আছে পুণ্যক্ষেত্রে নদীতীরে, পর্ব্বতমস্তকে বা পর্ব্বতগুহায়, বনে, উদ্যানে, বিল্বমূলে, তুলসী-কাননে, দেবতা-আয়তনে সমুদ্রতটে পুরশ্চরণ প্রশস্ত। অবশেষে লিখিত হইয়াছে, ভক্তজন স্থানে ও গুরু-সন্নিধানে পুরশ্চরণ হইতে পারে। পুরশ্চরণে ভক্ষ্যদ্রব্যেরও বিধান আছে। সঙ্কল্প পূর্ব্বক জপ অর্চ্চনাদির বিধান তন্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। মলিনবস্ত্রে জপ ফলপ্রদ হয় না।

শ্রীহরিনাম-দীপিকা

একবালে রাধা কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলা।
প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিলা।।
মনের উদ্বেগ সব নিরাসের তরে।
হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরন্তরে।।
সম্বোধনে ষোল নাম উচ্চারণ করি।
পূর্ণ অভিলাষে কহে মনের মাধুরী।।
অষ্ট হরিনাম আর চারি কৃষ্ণ নাম।
চারি রাম নাম যাতে পূর্ণ মনস্কাম।।
প্রথম হে 'হরে' ! সুমাধুর্য্য দেখাইয়া।
হঠাৎকারে মোর চিত্ত লইলে হরিয়া।।
প্রথম হে "কৃষ্ণ" ! তুমি আনন্দ স্বরূপ।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষহ রমণীয় রূপ।।
দ্বিতীয় হে "হরে" ! ধৈর্য্যকুল লজ্জাভয়।
সকল হরিলে মোর তুমি মহাশয়।।
দ্বিতীয় হে "কৃষ্ণ" ! গৃহ হৈতে মন কাড়ি।
বন প্রতি লৈলে আমা আকর্ষণ করি।।
তৃতীয় হে "কৃষ্ণ" ! কুঞ্জে প্রবেশ কারণে।
হঠাৎ আসি কঞ্চুলিকা কর আকর্ষণে।।
চতুর্থ হে "কৃষ্ণ"! মোর কুচ আকর্ষিয়া।
নখাঘাত-অঙ্গে দিলে মহানিধি পাইয়া।।
তৃতীয় হে "হরে"! নিজ ভুজেতে বাঁধিয়া।
পুষ্পশয্যা প্রতি মোরে লইলে হরিয়া।।
চতুর্থ হে "হরে" ! পুষ্পশয্যা নিবেদিয়া।
অন্তর্ধেয় বপু বলে লইলে হরিয়া।।

পঞ্চম হে "হরে" ! বপু হরণ ছল করি।
অন্তরে বিরহ ব্যথা সব নিলে হরি।।
প্রমথ হে "রাম" ! তুমি স্বচ্ছন্দে রমিলা।
আমার রমণে রাম নাম ধরাইলা।।
ষষ্ঠ হে "হরে" ! অবশিষ্ট যত ছিল।
ব্যায়াম কৌটিল্য মোর সকলি হরিল।।
দ্বিতীয় হে "রাম" ! আমায় রমণ করায়।
প্রকৃতি হইয়া মোর স্বরূপ আচরায়।।
তৃতীয় হে "রাম"! রমণীয় চূড়ামণি।
প্রত্যেক সর্ব্বাঙ্গ তোমার রমণীয় মানি।।
আমার নয়ন চকোর তাহাতে মাতিয়া।
আস্বাদন করে তাহা সুধামুখ পাইয়া।।
চতুর্থ হে "রাম" ! কেবল রমণ স্বরূপ।
রমণে বিরাজ কর হয়ে কর্ত্তারূপ।।
রমণ পিরীত রূপ স্বরূপ হইয়া।
কেবল রমণ-কর্ত্তা রমণ তব ক্রিয়া।।
সপ্তম হে "হরে" ! মোর চিত্ত মৃগী হয়।
তাহারে হরিয়া আনন্দ মূর্চ্ছাকে পাওয়ায়।।
অষ্টম হে "হরে" তুমি সিদ্ধ পরাক্রম।
রতিকর্ম্ম প্রকট কর অতি প্রবলতম।।
এবম্বিধ প্রিয় তুমি যেমন নিযুক্তা।
ক্ষণে কোটী কল্প মানি বিরহিণী ভীতা।।
কিসে দিন কাটাইব শুন দীনবন্ধু।
আপনি বিচারি মোরে তরাও দুঃখসিন্ধু।।
বিরহিণী ব্রজ-সখী-সকল আমার।
সে স্বভাবে ভাবে বদ্ধ সারিকাগণ আর।।

সৃষ্টি মধ্যে আছে যত আর আর জন।
সবাকারে প্রাণ দাও দিয়ে দরশন।।
এই ত কহিল হরি নামের বিচার।
মনোভীষ্ট পূর্ণ কর আমা সবাকার।।

শ্রীহরিনাম দীপিকা সমাপ্ত।

মালা-সংস্কার বিধি বা মালা-গ্রন্থনের নিয়ম

১০৮টি জপমালার গুটি ও একটি সুমেরু লইয়া পবিত্র নতুন সুত্রে মালা গাঁথিতে হয়। গাঁথিবার সময় প্রত্যেক মালার পর এক একটি গ্রন্থি (গাঁইট) দিতে হইবে যেন মালা গায়ে গায়ে না লাগে।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় মালা লইয়া আরম্ভ করতঃ পর পর ছোট মালা গাঁথিয়া গো-পুচ্ছ সদৃশী বা সুন্দর সর্পাকৃতি মালা প্রস্তুত করিবেন। প্রত্যেক মালার মুখ ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া সমস্ত মালা একমুখো করিয়া গাঁথিবেন। ১০৮টি মালা গাঁথা শেষ হইলে সূত্রের দুই মুখ একত্র করিয়া গ্রন্থি দিয়া তদুপরি ঊর্দ্ধমুখে সুমেরু গাঁথিতে হইবে। প্রথম ৮টি মোটা মালার পর পৃথক একটি সূত্র সাক্ষী-স্বরূপ বাঁধিবেন এই ৮টি মালাকে শ্রীললিতাদি অষ্টসখী রূপে জানিবেন। নূতন মালা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সংস্কার করিয়া লইতে হয়। ধাত্রীফল অর্থাৎ আমলকী পরিমিত মালা উত্তম, বদর অর্থাৎ কুল প্রমাণ মালা মধ্যম এবং বদর-বীজ প্রমাণ মালা অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পঞ্চগব্য (গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত) দ্বারা মালা উত্তমরূপে মার্জ্জন করতঃ

বিশুদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিয়া তদুপরি মূল-মন্ত্র ও গায়ত্রী আট বার জপ করিবেন। পরে ধূপের ধূম স্পর্শ করাইয়া "ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাদি ভবে ভজস্বেমাং ভবোদ্ভবায় নমঃ"।। এই 'সদ্যোজাত' মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেন।

জপের নিয়ম

অঙ্গুলি জপ ঃ— অঙ্গুলির পূর্ব্বে পূর্ব্বে জপ করিতে হয়। প্রতি অঙ্গুলির গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলের নাম পর্ব্ব এবং অঙ্গুলির অগ্রভাব ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থির মধ্যস্থলও এক একটি পর্ব্ব। নামাবলী বা তদ্রূপ পবিত্র দ্বিতীয় বস্ত্র দ্বারা হস্ত আচ্ছাদন করিয়া জপ করিতে হয়। দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি চারিটী অঙ্গুলি পরস্পর একত্র করিয়া ছিদ্রহীন করতঃ করতল ঈষৎ বক্রভাবে বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিতে হইবে। অনামিকার মধ্য-পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরে নিম্ন দিকে উহার ১ম পর্ব্ব, তৎপরে কনিষ্ঠার ১ম, মধ্য ও শেষ পর্ব্ব, তৎপরে অনামিকা ও মধ্যমার শেষ পর্ব্ব এবং তৎপরে তর্জ্জনীর শেষ, মধ্য ও ১ম পর্ব্বে গিয়া শেষ করিতে হইবে। ইহাতে দশবার জপ হইবে। পুনরায় তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত পর্ব্ব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া অনামিকার ১ম পর্ব্বে শেষ করিতে হইবে। ইহাতে মোট ১৮ বার জপ হইবে। তদধিক জপ করিতে হইলে পুনরায় ঠিক ঐরূপ ভাবেই করিতে হইবে। এইরূপে ছয়বার যাতায়াত করিলে ১০৮ বার জপ হইবে। কেহ কেহ বলেন উপরোক্ত রূপে প্রথম ১০বার জপ শেষ হইলে পরে তর্জ্জনীর ১ম পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত পর্ব্ব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া

অনামিকার মধ্য পর্ব্বে শেষ করিতে হইবে তাহা হইলে আর ১০ বার অর্থাৎ মোট কুড়ি বার জপ হইল। আবার কেহ কেহ বলেন উপরোক্তরূপে ১ম ১০ বার জপ শেষ হইলে ঐরূপে ফিরিয়া না আসিয়া পুনরায় আবার গোড়া (অর্থাৎ অনামিকার মধ্যপর্ব্ব) হইতেই আরম্ভ করিবেন। অঙ্গুলিতে ১০৮ বার জপ করা চলিবে। তদধিক জপ করিতে হইলে মালায় করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তে যে প্রকারে জপ করিতে হয় বাম হস্তেও সেই প্রকারে জপের সংখ্যা রাখিতে হয়।

মালা জপ

মালা গোপনে রাখিয়া জপের জন্য নূতন কাপড়ের একটি আধারী বা থলি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে মালা রাখিতে হয়। ঐ থালির মধ্যে দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে ছিদ্র দিয়া থলির বাহিরে রাখিতে হইবে, কারণ তর্জ্জনীর দ্বারা মালা স্পর্শ করিতে নাই। মোটা মালার দিক হইতে জপ আরম্ভ করিতে হয় এবং সমস্ত মালা একবার জপ শেষ হইলে ঘুরাইয়া লইয়া সরু দিক হইতে পুনরায় জপ করিতে হয়। যেহেতু মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করিতে নাই, করিলে তাহা বিফল হয়। মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যভাগের উপর মালা রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক একটি মালা আকর্ষণ পূর্ব্বক এক একবার শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপে ১০৮টি মালা সম্পূর্ণ জপ হইলে এক ফেরা হয়। এইরূপ চার ফেরায় ১গ্রন্থি হয়। ১৬ গ্রন্থিতে লক্ষ-নাম জপ হয়। দৈনিক লক্ষ নাম জপের নিয়ম করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। থলির বাহিরে ১৬টি ক্ষুদ্র মালা বাঁধিয়া ফেরার সংখ্যা রাখিতে হয় এবং মালা জপান্তে জপ সমর্পণ করিতে হয়।

(জপ সমর্পণ মন্ত্র গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একগ্রন্থির কম নাম-জপের নিয়ম করিতে নাই। ভ্রমক্রমে বা কোনও অনিবার্য্য কারণবশতঃ কোন দিন মালা জপ বন্ধ থাকিলে তৎপর দিন তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চতুর্গুণ জপ করিয়া পরে দৈনিক নিয়মের জপ করিতে হইবে। মূলমন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র মালায় এইরূপ ভাবে জপ করিতে হইবে।

সারবস্তু

প্রভু কহে— কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?।
রায় কহে— কৃষ্ণভক্তি বিনে বিদ্যা নাহি আর।। ১৯৯
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?।
কৃষ্ণ-ভক্ত বলি যার জগতে হয় খ্যাতি।। ২০০
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যাঁর সে-ই বড় ধনী।। ২০১
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি পর।। ২০২
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?।
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর— সে-ই মুক্ত-শিরোমণি।। ২০৩
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম?।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম্ম।। ২০৪
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।। ২০৫
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ?।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ।। ২০৬
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান।। ২০৭

সর্ব্বত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন— যাঁহা লীলা-রাস।। ২০৮
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন।। ২০৯
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য— যুগল রাধাকৃষ্ণনাম।। ২১০
মুক্তি-ভুক্তি-বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি?।
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি।। ২১১
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।। ২১২
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান।। ২১৩

ইতি সারবস্তু সমাপ্ত।

কৃষ্ণ-তত্ত্ব

মহাপ্রভুর ইচ্ছায় রামানন্দ রায় রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান।। ১০৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার।। ১০৭
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ।। ১০৮
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী-কামবীজে যাঁর উপাসন।। ১০৯
পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন।। ১১০

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়।। ১১১
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মাপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর।। ১১২
লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারিগণের করে আকর্ষণ।। ১১৩
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।। ১১৪
সংক্ষেপ কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ।। ১১৫

শ্রীশ্রীরাধানাম

ব্রঃ বৈঃ কৃঃ জঃ১৫/৭০ —

রা শব্দং কুর্ব্বতস্ত্রস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাম্।
ধা শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্ যামি শ্রবণ লোভতঃ।। ৭০
যে সেবন্তে চ দত্তা মামুপচারাংশ্চ ষোড়শঃ ।
যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং নিত্যং ভক্ত্যা সুসংযুতাঃ।। ৭১
যা প্রীতির্মম জায়তে রাধাশব্দাত্ততোঽধিকা।
প্রিয়া ন মে তথা রাধে রাধা বক্তা ততোঽধিকা।। ৭২

যে ব্যক্তি 'রা' শব্দ উচ্চারণ করে আমি ব্যগ্র হইয়া তাহাকে উত্তম ভক্তি প্রদান করি। পরে 'ধা' শব্দ উচ্চারণ করে তখন আমি রাধানাম শ্রবণের লোভে তাহার নিকট গমন করি।। যে জনগণ সুসংযত হইয়া নিত্য ভক্তি সহকারে ষোড়শ উপচারে যাবজ্জীবন আমার আরাধনা করে তাহাতে আমার যে প্রীতি হয়। রাধানাম করিলে তাহা হইতেও আমার অধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে।।

রাধা-তত্ত্ব।

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি— তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি-মায়াশক্তি — জীবশক্তি নাম।। ১১৬
অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি— সভার উপরে।। ১১৭
সচ্চিৎ-আনন্দময়— কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ।। ১১৮
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে ' জ্ঞান' করি মানি।। ১১৯
'কৃষ্ণকে আহ্লাদে'— তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।। ১২০
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।। ১২১
হ্লাদিনীর সার অংশ— তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান।। ১২২
প্রেমের পরম সার—' মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।। ১২৩
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত।। ১২৪
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে —এই কার্য্য যার।। ১২৫
মহাভাব চিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।। ১২৬
রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্ধর্ত্তন ।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ।। ১২৭

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম।। ১২৮
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান।। ১২৯
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ-আচ্ছাদন।। ১৩০
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়-চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন।। ১৩১
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর।। ১৩২
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্ম গুণ অঙ্গে পট্টবাস।। ১৩৩
রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল।। ১৩৪
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি।। ১৩৫
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত।। ১৩৬
সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্যরত্ন হৃদয়ে তরল।। ১৩৭
মধ্যবয়স্থিতি-সখীস্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ।। ১৩৮
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ।। ১৩৯
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।। ১৪০

কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।। ১৪১
কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর।। ১৪২
যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা।। ১৪৩
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী- পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।। ১৪৪
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার?।। ১৪৫
প্রভু কহে —জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।। ১৪৬

শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব (সংক্ষিপ্ত)

গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।
তৎ কলাকোটি কোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা।
সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মী কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম। —পঃ পুঃ পাঃ ৫১ অঃ

গোপন করেন বলিয়া গোপী, শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রিয়া। তাঁহার কলা কোটি কোটি অংশ ত্রিগুণাত্মিকা দুর্গাদি। শ্রীরাধা সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী, কৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! উভয়ের মধ্যে সামান্যও ভেদ নাই।

ব্রঃবৈঃ প্রঃ৪৮ অঃ— কৃষ্ণস্য রমণেচ্ছায়াং এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপোবভুব সঃ। দক্ষিণাঙ্গঞ্চ শ্রীকৃষ্ণোঃ বামার্দ্ধাঙ্গঞ্চ রাধিকা। (২৯) রাধাভজতি শ্রীকৃষ্ণং স চ তাঞ্চ পরস্পরম্। উভয়োঃ সর্ব্বসাম্যঞ্চ সদা সন্তো বদন্তি চ। (৩৮) গোলোক বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে

মালতী মল্লিকাবনে রত্নসিংহাসনে গোবিন্দ বিরাজিত ছিলেন। স্বেচ্ছাময়ের রমণেচ্ছা জাগে তৎকালে দেবি! দুই স্বরূপ হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ বামাৰ্দ্ধাঙ্গি রাধিকা। নানা আভরণ ভূষিতা রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে ভজনা করেন। উভয়ই সমান সাধুগণ বর্ণন করেন।

বভুব গোপী সঙঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ। শ্রীকৃষ্ণলোমকূপেভ্যো বভূবুঃ সর্ব্ববল্লবাঃ।। স চ দ্বাদশ গোপানাং আয়ানঃ প্রবরঃ প্রিয়ে ।।(৫৪) শ্রীরাধারাণীর লোম কূপ হইতে গোপী সমূহ এবং কৃষ্ণ লোমকূপ হইতে গোপগণ প্রকট হন। তাহার মধ্যে আয়ান একজন।

ব্রঃবৈঃকৃঃজন্মখণ্ড ১৫/৫৮-৫৯—যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবম্। যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌদাহিকাশক্তিঃ। যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্।

আবয়োর্ভেদবুদ্ধিঞ্চ যঃ করোতি নরাধমঃ। তস্য বাসঃ কালসূত্রে যাবদিন্দ্রদিবাকরৌ। পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্তপুরুষান্ পাতয়ত্যধঃ।। কোটি জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্।। (ব্রঃবৈঃকৃঃজন্মখণ্ড১৫/৬৭-৬৮)

যেমন তুমি তদ্রূপ আমি, আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। যেমন দুগ্ধে শুক্লত্ব, অগ্নির দাহিকাশক্তি এবং পৃথিবীর গন্ধগুণ তাহা হইতে পৃথক নয়। সেইরূপ তোমার এবং আমার মধ্যে কোন ভেদ নাই। যে নরাধম ভেদ বুদ্ধি করে সে যতদিন ইন্দ্র এবং সূর্য্য থাকিবে ততদিন কালসূত্র নরকে বাস করিবে।। ভেদবুদ্ধি করিলে তার পূর্ব্ব সপ্তপুরুষ ও পরের সপ্তপুরুষকে অধঃ পতিত করে এবং কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্যনিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায়।

রাধাপূর্ণশক্তি কৃষ্ণপূর্ণশক্তিমান। দুইবস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।

— চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী রাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকায় বলিয়াছেন- "রাধাসম্বলিত শ্রীকৃষ্ণ উপাসতে।" শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করিতে হইবে।

সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীশিব পার্ব্বতীকে বলেন—

গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ। জপেৎ বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে। স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ। এতৈর্দোষৈর্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্ মহেশ্বরি! তস্মাজ্জ্যোতিরভূৎ দ্বেধা রাধামাধব রূপকম্।

হে দেবি! যে ব্যক্তি গৌরতেজ শ্রীরাধাবিনা শ্যামতেজ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করে তথা জপ বা ধ্যান করে সে পাতকী হয়। হে মহেশ্বরি! সে ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, স্বর্ণচুরি ও পঞ্চপাপে লিপ্ত হয়। সেই একই জ্যোতি (পূর্ণব্রহ্ম) রাধা ও মাধব এই দুইরূপ ধারণ করেন।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।। — (চৈঃ চঃ)

ভৌম প্রকট লীলার পূর্ব্বাভাস- ব্রঃ বৈঃ কৃঃ জঃ ২ অঃ (২৫ - ২৭) অনুবাদ— গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণীর সমান বিরজানাম্নী কোন কৃষ্ণবল্লভা গোবিন্দ সেবা কামনা করেন। গোবিন্দ তাঁর প্রেমানুরূপ তাহার সহিত বিহার করিতেছিলেন। রাধারাণীর কোন সখীদর্শন করিয়া রাধারাণীকে বলে দেন, রাধারাণী বলেন যদি সত্য হয় আমার সঙ্গে চল তাহার উচিত ফল আমি দিব।

হে মুনিবর ! রত্ন মণ্ডপ স্থানে গমন করেন। কৃষ্ণপ্রিয় শ্রীদাম রাধাকে বাধা দেয়, ' দূর হও লম্পট দাস' বলিয়া রাধারাণী কুপিতা

হইয়া প্রবিষ্টা হন। আগমন শব্দ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া যান কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও রাধারাণীকে দেখিয়া ভয়ে যোগ প্রভাবে বিরজা প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার শরীর তৎক্ষণাৎ নদী রূপ হইয়া যায়। রাধারাণী বলেন হে বিরজাকান্ত! তোমার মানবের মত স্বভাব অতএব ভারত ভূমিতে মানব হয়ে যাও। শ্রীদাম বলিলেন আপনি আমার প্রভুকে কটু বাক্য কেন বলিতেছেন। রাধারাণী বলিলেন মূঢ় তুমি অসুর হয়ে যাও। শ্রীদাম বলিল তুমিও মানবী হও। বৃন্দাবনে আয়ান ভগবানের অংশ তাহার সহিত তোমার ছায়ার বিবাহ হইবে। তোমাকে লোকে কলঙ্কিনী বলিবে। গোকুলে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াও শতবর্ষ কৃষ্ণ সহ তোমার বিরহ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বলিলেন মহাদেবের শূলে শরীর ত্যাগ করতঃ পুনঃ গোলকে আসিবে। শ্রীদাম শঙ্খচূড় দৈত্য তুলসীর পতি হন।

বৃষভানু সুতাঞ্চ রাধাছায়া ভবিষ্যতি। মৎকলাশ্চ আয়ানস্ত্বাং বিবাহে গ্রহিষ্যতি। বিবাহ কালে আয়ানস্ত্বঞ্চ ছায়াং গ্রহিষ্যতি।। (তুমি) বৃষভানুনন্দিনী তোমার ছায়া হইবে, আমার কলা আয়ান তোমার ছায়া বিবাহ করিবে। বিবাহকালে তোমার ছায়াকে আয়ান পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে।

যোগমায়া কর্ত্তৃক স্বাপ্নিক-বিবাহ সকলে সত্যরূপে মেনে নিয়েছিলেন। গোপালচম্পূতে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন— আয়ানের পিতা গোলগোপ মা যশোদার মাতুল তার ছেলে আয়ান অতএব কৃষ্ণের মামা। বাস্তবতঃ- রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।। (চৈঃ চঃ) শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ ব্রজবালাগণ কৃষ্ণের নিজ শক্তি, কান্তা, কেবল যোগমায়া পরকীয় ভাব প্রতীতি করাইয়া লীলারস পুষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস

রায় কহে— কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত ।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত।। ১৪৭
রাত্রিদিনে কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে।। ১৪৮
প্রভু কহে— এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে— ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর।। ১৪৯
যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়।। ১৫০
এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল।। ১৫১

রামানন্দরায় কৃত গীত

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল —অবধি না গেল।। ১৫২
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।। ১৫৩
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি, বিছুরল জানি।। ১৫৪
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকার মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।। ১৫৫
অব্ সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি।। ১৫৬
প্রভু কহে —সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।। ১৫৭

সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়।। ১৫৮

——— * ———

প্রভু কহে সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়।।
সাধ্যবস্তু সাধনবিনু কভু নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবাতত্ত্ব

মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা—।। ১৬১
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর।। ১৬২
সবে এক সখিগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।। ১৬৩
সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।। ১৬৪
সখী-বিনু এই লীলায়. নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি।। ১৬৫
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।। ১৬৬
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।। ১৬৭
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ।। ১৬৮

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখিগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা।। ১৬৯
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়।। ১৭০
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম।। ১৭১
নানা-ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।। ১৭২
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট।
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট।। ১৭৩
সহজে গোপীর প্রেম— নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহি কাম-নাম।। ১৭৪
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপী-ভাববর্য্য।। ১৭৫
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার।। ১৭৬
সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়।। ১৭৭
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। ১৭৮
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।। ১৭৯

* * * *

বিধিমার্গে নাহি পায় ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।

* * * *

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।। ১৮৩
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।। ১৮৪
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।। ১৮৫
তাহাতে দৃষ্টান্ত— লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। ১৮৬

—— ** ——

ইহার পর রামানন্দরায় মহাপ্রভুকে বলিতেছেন ঃ—
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।। ২২১
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা।। ২২২
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন।। ২২৩
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার।। ২২৪
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।। ২২৫

* * * *

তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ—।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।। ২৩৩
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ —পড়িলা ভূমিতে।। ২৩৪

প্রভু তাঁরে হস্ত-স্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন।। ২৩৫
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে —তর্কে হয় বহুদূর।। ২৬০

* * * *

রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার।। ২৬২
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলনলীলা করিল প্রচারে।। ২৬৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ২৬৪
ইতি — *শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবাতত্ত্ব সমাপ্ত।*

শ্রীকৃষ্ণ - উদ্ধব সংবাদ

(ভাঃ ১১ / ১৯/২৮)

প্রঃ— যম, নিয়ম কত প্রকার ও কাহাকে বলে ?

উঃ— অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), অসঙ্গ (অনাসক্তি), লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য (ধর্মে বিশ্বাস), ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থিরতা, ক্ষমা এবং অভয়, এই দ্বাদশটি গুণকে একত্রে যম বলে।

তদ্রূপ শৌচ (জল ও মৃত্তিকার দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং সদ্‌বিচারের দ্বারা আন্তর শৌচ, উভয়কেই বুঝিতে হইবে)। জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, আমার অর্চ্চন, তীর্থগমন, পরোপকারের চেষ্টা, সন্তোষ এবং গুরুসেবা — এই দ্বাদশটিগুণকে একত্রে নিয়ম বলে। যম, নিয়ম পালনকারী ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

প্রঃ— শম কাহাকে বলে ?

উঃ — আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্ঠার (স্থির হওয়ার) নাম শম।

প্রঃ— দম কাহাকে বলে ? উঃ— ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম।

প্রঃ— তিতিক্ষা কাহাকে বলে ? উঃ— দুঃখ বা মান অপমান সহনের নাম তিতিক্ষা। (তিতিক্ষা শব্দে ক্ষমাও বুঝায়)

প্রঃ— ধৃতি (ধৈর্য্য) কাহাকে বলে ? উঃ— জিহ্বা ও উপস্থ বেগ জয়ের নাম ধৃতি।

প্রঃ— দান কাহাকে বলে ? উঃ— কাহারও প্রতি দ্রোহ আচরণ না করাকেই দান বলে। (কেবল ধনাদি দান দান নহে)।

প্রঃ— তপস্যা কাহাকে বলে ? উঃ— কামনা (ভোগবাসনা) ত্যাগকে তপস্যা বলে। আমার নিমিত্ত আমার ব্রতকে তপস্যা বলে। (কেবল কষ্ট স্বীকার নহে)।

প্রঃ— শৌর্য্য কাহাকে বলে ? উঃ— নিজ বাসনাকে জয় করার নাম শৌর্য্য বা শূরতা। (ইন্দ্রিয়ানাং জিত শূরঃ)।

প্রঃ— সত্য কাহাকে বলে ? উঃ— ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বৈষম্য ত্যাগ করতঃ সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়াকে সত্য বলে। কেবল মিথ্যা কথা না বলা নয়। প্রিয় মধুর বাণীকেও সত্য বলিয়াছেন। (সত্যঞ্চ সমদর্শনম্)।

প্রঃ— শৌচ কাহাকে বলে ? উঃ— কর্ম্মে অনাসক্তির নাম শৌচ। কেবল শুচিতা নহে।

প্রঃ— সন্ন্যাস কাহকে বলে ?উঃ— স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্মানাদির মমতা ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। (কেবল ভোগ ত্যাগ নহে।)

প্রঃ— ধন কি ? উঃ— ধর্ম্মই জীবের অভীষ্ট ধন।

প্রঃ—যজ্ঞ কি ? উঃ—ভগবৎ -প্রীত্যর্থে কর্ম্মই (জন্মযাত্রা উৎসবাদি) যজ্ঞ। (নশ্বর ফলদায়ক অশ্বমেধাদি নয়)

প্রঃ— দক্ষিণা কি? উঃ— জ্ঞান প্রদান করাকেই দক্ষিণা বলে। ধন, বস্ত্রাদি অর্পণ নহে।

প্রঃ— বল কাহাকে বলে? উঃ— দুর্দমনীয় মনকে প্রাণায়ামাদির

দ্বারা সংযম করাকে বল বলে। (কেবল শক্তি প্রকাশ নয়।)

প্রঃ— ভগ (ঐশ্বর্য্য) কাহাকে বলে? উঃ— ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সম্পদ্ (শোভা), জ্ঞান ও বৈরাগ্য— এই ছয়টির সহিত আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ঈশ্বর ভাবনাকে ভগ বলে।

প্রঃ— লাভ কাহাকে বলে? উঃ— আমার (শ্রীকৃষ্ণের) চরণে দুর্লভ ভক্তি লাভই উত্তম লাভ। (ধনপুত্রাদি নহে)

প্রঃ— অবিদ্যা কাহাকে বলে? উঃ— অবিদ্যা মায়াকৃতা, স্বরূপত জীব কৃষ্ণদাস, তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণাদি, যুবক, যুবতী আদি জ্ঞান যাহা হইতে হয় তাহাই অবিদ্যা।

প্রঃ— বিদ্যা কাহাকে বলে? উঃ— যাহা দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার ব্যবধান দূর হয়ে যায় তাহাই বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি। কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। (সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।)

প্রঃ— লজ্জা কাহাকে বলে? উঃ— লোকনিন্দনীয় পাপকর্মে যে ঘৃণা বা বিরক্তি, তাহার নামই লজ্জা। কেবল সঙ্কুচিত হওয়া নহে।

প্রঃ— শ্রী (সৌন্দর্য্য) কাহাকে বলে? উঃ— নিরপেক্ষতাদি গুণই প্রকৃত শ্রী।

প্রঃ— সুখ কাহাকে বলে ? উঃ— প্রাকৃত সুখ-দুঃখের অনুসন্ধান পরিহার করাকেই সুখ বলে?

প্রঃ— দুঃখ কাহাকে বলে? উঃ— বিষয় ভোগ করে সুখী হব, এই প্রকার ভাবনাকেই দুঃখ বলে।

প্রঃ— পণ্ডিত কাহাকে বলে? উঃ— কোন কার্য্যে সংসার বন্ধন হয় এবং কোন কার্য্য করিলে ভক্তি তথা ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে যিনি জ্ঞানবান তিনিই পণ্ডিত। কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যাতা নয়।

প্রঃ- মূর্খ কাহাকে বলে? উঃ- দেহাদি পাঞ্চভৌতিক বস্তুতে আমি আমার বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মূর্খ বলে। কেবল মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি নয়।

প্রঃ— পথ কাহাকে বলে? উঃ— যাহা দ্বারা চিরতরে আমাকে পাওয়া যায় তাহাই পন্থা। অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিযোগ। (মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।)

প্রঃ— উৎপথ কি? উঃ— চিত্তের বহির্মুখতাই উৎপথ।

প্রঃ— স্বর্গ কি? উঃ— সত্ত্বগুণের উদয় বা বৃদ্ধিই স্বর্গ। ইন্দ্রলোক নহে।

প্রঃ— নরক কি? উঃ— তমোগুণের বৃদ্ধিই নরক।

প্রঃ— বন্ধু কাকে বলে? উঃ— শ্রীগুরুদেবই প্রকৃত বন্ধু। অন্য কেহ নয়। সেই গুরু আবার আমিই (শ্রীকৃষ্ণই)।

প্রঃ— গৃহ কি ? উঃ— মনুষ্য শরীরই গৃহ।

প্রঃ— ধনী কাহাকে বলে? উঃ— অপ্রাকৃত ভগবৎ গুণে যিনি ভূষিত তিনিই ধনী। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

প্রঃ— দরিদ্র কে? উঃ— অসন্তোষী ব্যক্তিই দরিদ্র। কেবল নির্ধন নয়।

প্রঃ— কৃপণ কে? উঃ— অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ।

প্রঃ— সমর্থ কে? উঃ— গুণময় বিষয়াদিতে যিনি অনাসক্ত, তিনি সমর্থবান।

প্রঃ— অসমর্থ কে? উঃ— গুণময় বিষয়াদিতে যিনি আসক্ত তিনি অসমর্থ।

প্রঃ— মৃত্যু কাহাকে বলে? উঃ— মৃত্যোরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ। যে দেহে আছে সম্যকরূপে ভুলে যাওয়ার নাম মৃত্যু।

প্রঃ— জন্ম কাহাকে বলে? উঃ— ‘ অপূর্বদেহসংযোগো জন্ম।’ যে দেহ পূর্বে ছিল না সেই দেহের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম জন্ম।

ইতি— শ্রীকৃষ্ণ - উদ্ধব সংবাদ।

জীব-তত্ত্ব

জীব পাঁচ প্রকার। যথা—(১) স্থুল জীব (২) তটস্থজীব (৩) বদ্ধজীব (৪) মুক্তজীব (৫) সূক্ষ্মজীব।

(১) স্থুলজীব কাহাকে বলে?

প্রকৃতি ও পুরুষ মিলনে যে স্থূলাকার জীবের উৎপত্তি সেই আকার শূন্য জীবকে স্থূলজীব বলা হইয়া থাকে।

(২) তটস্থজীব কাহাকে বলে?

যে জীব দশেন্দ্রিয় যুক্ত সজীব, গুণ নাস্তিক, তাহাই তটস্থজীব বলিয়া কথিত।

(৩) বদ্ধজীব কাহাকে বলে?

যে জীব পিতা-পুত্রের পাশে বদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্মাদি ভোগ যুক্ত দেহকে বদ্ধজীব বলে।

(৪) মুক্তজীব কাহাকে বলে?

যে জীব গুরু-দাস হইয়া পাশাদি ভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেহকে মুক্তজীব বলে।

(৫) সূক্ষ্মজীব কাহাকে বলে?

যে জীব শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়াছে, সেই দেহই সূক্ষ্মজীব বলিয়া কথিত।

চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব

দেহের তত্ত্ব বা ভাব অসংখ্য হইলেও শরীরের অন্তর্গত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই উল্লেখযোগ্য। পঞ্চভূত, পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও আত্মা এই কয়েকটী 'চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব' নামে অভিহিত।

পঞ্চভূত যথা — ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

পঞ্চগুণ — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা।

পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব

সপ্ত ধাতু, তিন অহঙ্কার, পঞ্চভূত ও দশ ইন্দ্রিয় এই সকলের মিলনই 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব' নামে অভিহিত।

সপ্তধাতু যথা—ত্বক, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, শুক্র। ৭

তিন অহঙ্কার যথা— সত্ত্ব, রজ, তম। ৩

পঞ্চভূত যথা — ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ৫

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। ৫

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ৫

স্থূলদেহের মধ্যে যে সকল পদার্থ আছে—তাহার কতক গুলি পিতৃ অংশ হইতে জাত, কতকগুলি মাতৃ অংশ হইতে জাত এবং কতকগুলি নিজ কর্ম্মানুসারে জাত। শিরা, ধমনী, শুক্র, স্নায়ু, নখ, দন্ত, চুল, অস্থি প্রভৃতি পিতৃ অংশ হইতে উৎপন্ন। হৃদয়, নাভি, গুহ্যপ্রদেশ, প্লীহা, যকৃৎ, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, মাতৃ অংশ হইতে উৎপন্ন। সুখ, দুঃখ জ্ঞানাদি নিজ কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হয়।

শক্তি

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম।।" শ্রীচৈঃ চঃ।

১। চিৎশক্তি—(ক) অন্তরঙ্গা শক্তি, (খ) সচ্চিদানন্দ শক্তি, (গ) স্বরূপ শক্তি, (ঘ) পরাশক্তি।

২। মায়াশক্তি— (ক) অবিদ্যা শক্তি, (খ) বহিরঙ্গা শক্তি, (গ) জীবের কর্ম্মানুযায়ী স্বভাবের বিকার শক্তি।

৩। জীবশক্তি—(ক) সচ্চিদানন্দ শক্তির খণ্ডিতাশক্তি, (খ) সংকীর্ণ চিৎশক্তি, (গ) তটস্থা শক্তি, (ঘ) না অন্তরঙ্গা না বহিরঙ্গা শক্তি।

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে।। —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ষট্ চক্র

গুহ্য স্থানের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে চতুর্দ্দল পদ্ম মূলাধার চক্র। লিঙ্গমূলে ষড়দল পদ্ম স্বাধিষ্ঠান চক্র। নাভিমূলে স্থিত দশদল পদ্ম মণিপুর চক্র। হৃদয় স্থিত দ্বাদশদল পদ্ম অনাহত চক্র। কণ্ঠদেশস্থ ষোড়শদল বিশুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল পদ্ম আজ্ঞা চক্র। এই কয়েকটি চক্র একত্রে 'ষট্চক্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভ্রূ মধ্যস্থানে নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে দ্বিদল পদ্ম। এই দ্বিদল পদ্মে মনের বসতি স্থান। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র।

ইতি— বিবিধ জ্ঞাতব্য নামক
চতুর্দ্দশ কিরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কিরণ

পরিশিষ্ট

একজন মাত্র মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

পূর্ব্বলীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।

"রাধা কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।"

— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৫০

দুইজন প্রভু—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু।

পূর্ব্বস্বরূপ যথাক্রমে বলরাম ও মহাবিষ্ণু।

"এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।১২

তিন গুণাবতার—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতার গণি।"

ত্রিগুণ— (১) সত্ত্ব (২) রজ (৩) তম ।

ত্রিবেণী— ভ্রূ-মধ্যস্থ স্থান।

ত্রিতাপ ঃ—

(১) **আধ্যাত্মিক তাপ**— দস্যু হইতে জাত, কামপ্রতিহত বা প্রিয়জনের বিরহজনিত দুঃখ। (২) **আধিভৌতিক তাপ**— হিংস্র জীবজন্তু হইতে প্রাপ্ত দুঃখ। (৩) **আধিদৈবিক তাপ**— দৈব নিবন্ধন অর্থাৎ ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে প্রাপ্ত দুঃখ।

ত্রিবিধা রতি— ১) সাধারণী, (২) সামঞ্জস্যা, (৩) সামর্থা।

ত্রিপুর— ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র, হৃদয়ে অনাহত এবং নাভিদেশে মণিপুর এই তিনস্থান একত্রে ত্রিপুর নামে অভিহিত।

চতুর্ব্যূহ—" বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ—অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ।।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৫।২০

চারি আশ্রম—(১) গৃহস্থ, (ইহারা সকল দেবতার পূজা করিয়া থাকেন) (২) ব্রহ্মচারী, (ইহারা ব্রহ্ম বা অগ্নি পূজক।) (৩) বানপ্রস্থ, (ইহারা সূর্য্যোপাসক), (৪) যতি, (ইহারা ব্রহ্মোপাসক)।

চারি ধাম—বৈকুণ্ঠ, মথুরা, দ্বারকা, গোলোক।

চারি সম্প্রদায়—শ্রী, মাধ্ব্য, সনকাদি, রুদ্র।

চতুর্ভূজ— শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি।

চতুর্মুখ ব্রহ্মার— পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ।

পঞ্চতত্ত্ব— "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তিশক্তিকম্।।"

১। ভক্তরূপ— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

২। ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ।

" ইথে ভক্তভাব ধরে-চৈতন্য গোঁসাই।
ভক্তস্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই।। —শ্রীচৈঃ চঃ ১।৭।১০
নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।"

—শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।২২

৩। ভক্ত অবতার—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

"ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।

— শ্রীচৈঃ চঃ ১।৭।১১

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশাবতার।"

—শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।২১

৪। ভক্তাখ্য (ভক্ত)—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত।

"শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন।।" শ্রীচৈঃ চঃ ১।৭।১৪

" ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।।"

—শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।২০

৫। ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

"গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার।"

—শ্রীচৈঃ চঃ ১।৭।১৫

"গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি।"

—শ্রীচৈঃ চঃ১।১।২৩

পঞ্চতত্ত্ব

গৌরলীলার স্বরূপ— পূর্ব্ব স্বরূপ—

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু (ভক্তরূপ) —শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।
(লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই কায়)

২। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু (ভক্তস্বরূপ) —শ্রীবলরাম।

৩। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু (ভক্ত অবতার)—মহাবিষ্ণু (সদাশিব)।

৪। শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত (ভক্তশক্তি) —শ্রীরাধা।
(ললিতা - রুক্মিণীর ভাবও বিদ্যমান)।

৫। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত (ভক্ত) — শ্রীনারদ।

পঞ্চবাণ—মন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, মোহন।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান।

বিঃ দ্রঃ— বৈষ্ণব-জগতে বিশেষভাবে প্রচলিত যে, পরবর্ত্তিকালে মহাপ্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্যরূপে, নিত্যানন্দপ্রভু, ঠাকুর নরোত্তম রূপে এবং অদ্বৈতপ্রভু, শ্যামানন্দ রূপে প্রকট হন।

এ বিষয়ে চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

"কণ্ঠোপরে 'উদান' হৃদয় বহে 'প্রাণ'।
নাভির ভিতরে 'সমান' করে সমাধান।।
চতুর্দ্দলে 'অপান' সর্ব্বভূতেতে 'ব্যান'।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান।।"

পঞ্চরসিক—জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ।

পঞ্চগব্য—দধি ৪তোলা, দুগ্ধ ১পল, ঘৃত ১পল গোমূত্র ১পল, গোময় ২তোলা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়াও পঞ্চগব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

পঞ্চ পল্লব—আম্র, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, ডুমুর বা বকুল।

পঞ্চবটী— ১। (পূর্ব্বদিকে) অশত্থ, ২। (দক্ষিণ দিকে) আমলকী, ৩। (পশ্চিম দিকে) বট, ৪। (উত্তরদিকে) বিল্ব ৫। (অগ্নিকোণে) অশোক।

পঞ্চপর্ব্ব—(১) সংক্রান্তি, (২) কৃষ্ণাষ্টমী, (৩) কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, (৪) অমাবস্যা। (৫) পূর্ণিমা।

পঞ্চবাদ্য—(১) ঢাক, (২) মৃদঙ্গ, (৩) কাংস্য, (৪) শঙ্খ, (৫) মুখ বাদ্য।

পঞ্চবর্ণ—পীতবর্ণ-হরিদ্রাচূর্ণ, শুক্লবর্ণ-তণ্ডুলচূর্ণ, রক্তবর্ণ- কুসুম্ভচূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ- শষ্যহীন-দগ্ধ ধান্য, চূর্ণ শ্যামবর্ণ- বিল্বপত্রচূর্ণ।

পঞ্চরত্ন—(১) মণি, (২)মুক্তা, (৩) প্রবাল, (৪) স্বর্ণ, (৫) রৌপ্য।

পঞ্চতত্ত্ব—গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব। অন্যপক্ষে **বৈষ্ণব-পঞ্চতত্ত্ব**—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস।

পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ—১। জপ, ২। হোম, ৩। তর্পণ, ৪। অভিষেক ৫। ব্রাহ্মণ ভোজন।

পঞ্চোপচার—১। গন্ধ, ২।পুষ্প ৩। ধূপ, ৪। দীপ, ৫। নৈবেদ্য

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম— দুই পা, দুই হাত ও মস্তক দ্বারা প্রণাম করাই সনৎকুমার তন্ত্র মতে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম নামে অভিহিত।

পঞ্চযজ্ঞ—১। ব্রহ্মযজ্ঞ, ২। দেবযজ্ঞ, ৩। নৃযজ্ঞ, ৪। পিতৃযজ্ঞ, ৫। ভূতযজ্ঞ।

পঞ্চশুদ্ধি— ১। আত্মশুদ্ধি, ২। স্থানশুদ্ধি, ৩। মন্ত্রশুদ্ধি, ৪। দ্রব্যশুদ্ধি, ৫। দেবশুদ্ধি।

পঞ্চশষ্য— ১। ধান্য, ২। মৃগ, ৩। যব, ৪। মাসকলাই, ৫। শ্বেতসরিষা।

পঞ্চভাব— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

পঞ্চবিধ মুক্তি— ১। সালোক্য, ২। সার্ষ্টি, ৩। সামিপ্য, ৪। সারূপ্য, ৫। সাযুজ্য। সালোক্য— একলোকে বাস। সার্ষ্টি— সমান ঐশ্বর্য্য। সামিপ্য— নিকটে বাস। সারূপ্য— সমান রূপ। সাযুজ্য— নির্ব্বাণ। কিন্তু কামাখ্যা তন্ত্রে ৪ প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে। যথা— সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ।

পঞ্চপ্রকার পূজা— গৌতমীয়-তন্ত্র মতে— ১। অভিমান, ২। উপাদান, ৩। যোগ, ৪। স্বাধ্যায়, ৫। ইজ্জ্যা এই পঞ্চপ্রকার পূজা নামে অভিহিত।

দেবতার স্থান মার্জ্জন, উপলেপন এবং নির্ম্মাল্য প্রভৃতি পরিস্কার করিবার নাম অভিগমন। এই অভিগমন দ্বারা সার্ষ্টি লাভ হইয়া থাকে।

দেবতার অর্চ্চনার জন্য পুষ্প প্রভৃতি আনয়ন করাকে উপাদান বলা হয়। এই উপাদান দ্বারা দেবতার সামীপ্য লাভ হইয়া থাকে।

যথা নিয়মে ইষ্ট-দেবতাকে আত্মারূপে চিন্তা করিবার নাম যোগ। এই যোগ দ্বারা দেবতার সালোক্য লাভ হইয়া থাকে।

মন্ত্রার্থ সম্যক্ অবগত হইয়া জপ, স্তব, স্তোত্রাদি পাঠ হরি-সংকীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা, প্রভৃতি করিবার নাম স্বাধ্যায়। এই স্বাধ্যায় দ্বারা দেবতার সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।

যথাবিধি উপচার দ্বারা দেবতার অর্চ্চনার নাম ইজ্জ্যা এই ইজ্জ্যা দ্বারা দেবতার সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে।

ছয়-রাগ ও ছত্রিশ-রাগিনী—

১। শ্রীরাগ— মালবশ্রী।
ত্রিবেণী।
গৌরী।
কেদারী।
মধু মাধবী।
পাহাড়ী।

২। বসন্ত— দেশ।
দেবগিরি।
বরাটী।
তোরী।
ললিত।
হিন্দোল।

৩। ভৈরব— ভৈরবী।
বাঙ্গালী।
সৈন্ধবী।
রামকিরী।
গুজ্জরী।
গুণকারী।

৪। পঞ্চম— বিভাস।
ভূপালী।
কর্ণাট।
বড় হিংসকা।
মালব।
পঠমঞ্জরী।

৫। মেঘ— মল্লরী।
সুরট।
সাবেরী।
কৌশিকী।
গান্ধার।
হরশৃঙ্গার।

৬। নট-নারায়ণ— কামোদ।
কল্যাণ।
আভীরী।
নাটিকা।
সারঙ্গ।
হাম্বীর।

নারদ সংহিতা মতে—

ছয়-রাগ ও ছত্রিশ-রাগিণী

ছয়-রাগ— মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগা যড়ীরিতাঃ।।

ছত্রিশ-রাগিণী—

ধানশী মালসী চৈব রামকিরী চ সিন্ধড়া।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়াইমাঃ।।
বেলাবলী চ পূরবী কানাড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়াইমাঃ।।
গান্ধারী সুভগা চৈব গৌরী কৌমারিকা তথা।
বল্লারী চাপি বৈরাগী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ।।
তুড়ি চ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুজ্জরী চ বিভাষা চ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ।।
মালবী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহিড়া।
বরাড়ী মারহাটী চ এতা হিন্দোল যোষিতা।।
নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেলী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ।।

রাগ-রাগিণীর সময় নির্ণয়

(দিবা ঘণ্টা)

রাগ-রাগিণীর নাম—	*ঘণ্টা নির্ণয়—*
ললিতা, ভৈরব	৫।।০ হইতে ৬
ভৈরবী, রামকেলী প্রভৃতি	৬ হইতে ৮
বিভাষ, দেবগিরি, আলোয়া,	৮ হইতে ১০
সিন্ধু, সিন্ধুরা, আশোয়ারী, কাফী।	১০ হইতে ১২

সারঙ্গ, গৌরসারঙ্গ, মুলতান প্রভৃতি	১২ হইতে ২
বারোয়া, পিলু প্রভৃতি	২ হইতে ৪
পুরবী, গৌরী প্রভৃতি	৪ হইতে ৬

(রাত্রি ঘণ্টা)

রাগ-রাগিণীর নাম—	*ঘণ্টা নির্ণয়—*
ভূপালী, কেদার, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী	৬ হইতে ১০
কানড়া, বাগেশ্রী, খাম্বাজ, পাহিড়া	১০ হইতে ১২
বেহাগ, মেঘ, মেঘমল্লার, দেশ, বসন্ত	১২ হইতে ৪
মোহিনী, মালকোষ প্রভৃতি	৪ হইতে ৬

ষড়ৈশ্বর্য্য— ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য।
ভগবানের এই ছয়টি ঐশ্বর্য্য "ভগ" নামে অভিহিত।

সপ্তসমুদ্র— (১) লবণ সমুদ্র, (২) ইক্ষু সমুদ্র, (৩) সুরা সমুদ্র, (৪) ঘৃত সমুদ্র, (৫) দধি সমুদ্র, (৬) দুগ্ধ সমুদ্র, (৭) জল সমুদ্র। জল সমুদ্রের নামান্তর অমৃত সমুদ্র।

সপ্তদ্বীপ— (১) জম্বুদ্বীপ, (২) শাকদ্বীপ, (৩) শাল্মলী দ্বীপ, (৪) কুশদ্বীপ, (৫) ক্রৌঞ্চদ্বীপ, (৬) প্লক্ষদ্বীপ, (৭) শ্বেতদ্বীপ। মনুষ্যদেহে জম্বুদ্বীপ— অস্থিতে, শাকদ্বীপ— রক্তে, সকল সন্ধিতে— শাল্মলীদ্বীপ, কুশদ্বীপ— মাংসে, ক্রৌঞ্চদ্বীপ— শিরায়, প্লক্ষদ্বীপ— লোমে, শ্বেতদ্বীপ নাভিদেশে আছে।

অষ্টমহিষী—১। রুক্মিণী,২। সত্যভামা,৩। মিত্রবিন্দা, ৪। লক্ষণা, ৫। কালিন্দী, ৬। জাম্ববতী, ৭। নাগ্নজিতী, ৮। ভদ্রা।

অষ্টসিদ্ধি— ১। অণিমা, ২। লঘিমা, ৩। মহিমা, ৪। প্রাপ্তি, ৫। ঈষিতা, ৬। প্রাকাম্য, ৭। বশিত্ব, ৮। কামাবসান।

অষ্টপ্রণাম— ১। হস্ত, ২। পদ, ৩। জানু, ৪। মস্তক, ৫। বক্ষ, ৬। বাক্য, ৭। দর্শন, ৮। মন, উল্লিখিত অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণামই 'অষ্টাঙ্গ প্রণাম' নামে অভিহিত।

অষ্টপাশ— ১। লজ্জা, ২। ঘৃণা, ৩। ভয়, ৪। নিদ্রা, ৫। পরনিন্দা, ৬। জাতি, ৭। কুল, ৮। শীল। নিদ্রার পরিবর্ত্তে ক্রোধ বা শোক কোন কোন মতে অষ্টপাশ মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ যোগ— ১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, ৬। ধ্যান, ৭। ধারণা, ৮। সমাধি।

অষ্টসাত্ত্বিক ভাব—

"তে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথবেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকঃ স্মৃতঃ।।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

১। স্তম্ভ, ২। স্বেদ, ৩। রোমাঞ্চ, ৪। স্বরভঙ্গ, ৫। কম্পন, ৬। বৈবর্ণ, ৭। অশ্রু, ৮। প্রলয় এই অষ্টপ্রকার ভাবই 'অষ্ট সাত্ত্বিক' ভাব বলিয়া বর্ণিত।

নবরত্ন— ১। হীরা, ২। মুক্তা, ৩। পৃথ্বীরাজ, ৪। প্রবাল, ৫। পদ্মরাগ, ৬। নীল, ৭। মরকত, ৮। মাণিক্য, ৯। স্বর্ণ।

নবগ্রহ— শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী মতে মনুষ্যদেহে— ১। সূর্য্য— নাদ-চক্রে, ২। চন্দ্র— বিন্দুচক্রে, ৩। মঙ্গল— চক্ষুতে,

৪। বুধ— হৃদয়ে, ৫। বৃহস্পতি— উদরে, ৬। শুক্র— শুক্রে, ৭। শনি— নাভিতে, ৮। রাহু— বদনে, ৯। কেতু— হস্ত ও পদে।

যোগ স্বরোদয় নামক তন্ত্রে চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থান দুই চক্ষুতে নির্দ্দিষ্ট আছে।

দশবিধ অবধূত— সন্ন্যাসিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— ১। কুটীচক, ২। বহুদক, ৩। হংস, ৪। পরমহংস।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ৪টি মঠ। বদরিকাশ্রমে— জ্যোতিমঠ, রামেশ্বরে— শৃঙ্গেরীমঠ, পুরীতে— গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকাতীর্থে— সারদামঠ।

তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী এই দশটি অবধূতগণের উপাধি।

গিরি, পর্ব্বত, সাগর, উপাধিধারী অবধূতগণ জ্যোতিমঠের অন্তর্ভুক্ত।

পুরী, ভারতী, সরস্বতী শৃঙ্গারমঠের অন্তর্ভুক্ত।

বন, অরণ্য উপাধিধারী অবধূতগণ গোবর্দ্ধন মঠের অন্তর্ভুক্ত।

তীর্থ ও আশ্রম উপাধিধারী অবধূতগণ সারদা মঠের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ চৌদ্দভুবনের পরিচয়

তপলোক হইতে কোটিগুণ সুখ সত্যলোক—

শ্রীঅনন্তশয্যাশায়ী শ্রীসহস্রশীর্ষদেব বিরাজমান। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীচরণসেবা করেন। শ্রীব্রহ্মা বিচিত্র-বৈভবদ্বারা অর্চ্চনা করিতেছেন। প্রজাপত্য-সুখ হইতে কোটিগুণ অধিক তপলোক—

ধ্যাননিষ্ঠ, সমাধিস্থ শ্রীসনক, সনন্দন, সনৎকুমার, সনাতন এবং কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়নাদি যোগেন্দ্রগণ বাস করেন।

মহর্লোক, জনলোক প্রায়ই কোন ভেদ নাই। প্রলয়কালীন দাহ পীড়াদির অভাব জনলোক—

ব্রহ্মার দিবাবসানে প্রলয়কালে শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ হয়। মহর্লোক তাপিত হওয়ায় ভৃগু আদির জনলোকে প্রস্থান।

ঐন্দ্রসুখ হইতে কোটিগুণ অধিক সুখ মহর্লোক—

শ্রীভৃগুআদি মহর্ষিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা শ্রীযজ্ঞেশ্বর হরির অর্চ্চনা করেন।

ভৌমসাম্রাজ্য-সুতল হইতে ঐন্দ্রসুখ কোটিগুণ অধিক স্বর্গলোক—

দেবগণ সহ শ্রীইন্দ্র শ্রীউপেন্দ্র ভগবানের অর্চ্চনা করেন।

ভুবর্লোক— (অন্তরীক্ষ) গ্রহ নক্ষত্রাদি বিরাজমান।

ভূর্লোক— শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীবদরিকাশ্রমে শ্রীনারায়ণ ভগবান।

অতল— ময়পুত্র বল।

বিতল— হাটকেশ্বর শিব ভবানী সহ বিরাজমান।

সুতল— বলিরাজা ও দ্বারপালরূপে ভগবান বিরাজমান।

তলাতল— ময়দানব ত্রিপুরারী দ্বারা সুরক্ষিত।

মহাতল— কদ্রুনন্দন সর্পগণ, কুহক, তক্ষক কালীয় আদি।

রসাতল— দৈত্যদানবগণ, নিবাত কবচগণ (অসুর)।

পাতাল— বাসুকী আদি নাগলোক অধিপতিগণ।

(৫, ১০, ১০০, ১০০০ আদি ফণাযুক্ত)।

পাতালের নীচে শেষ নামক ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণদেব আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার নির্ণয়

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলরূপের প্রকাশমূর্ত্তি রসরাজ গৌরাঙ্গ কলির প্রচ্ছন্ন অবতাররূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে পুরাণ ও শাস্ত্রাদির নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে।

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলা-প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা।।" (নৃসিংহপুরাণঃ)

"কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহসৌমহীতলে।
ভাগীরথীতটেভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতন।।" (পদ্মপুরাণঃ)

"অজায়ধবমজায়ধবমজায়মধবং ন সংশয়।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।।" (ভবিষ্যপুরাণঃ)

"কলিঘোরতমসাচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ।।" (বামনপুরাণঃ)

"কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তোভবিষ্যতি।
ব্রহ্মরূপং সমাশ্রিত্য সম্ভাবামি যুগে যুগে।।" (বরাহপুরাণঃ)

"গোলোকঞ্চ পরিত্যক্ত্বা লোকানাং ত্রাণকারিণাম্।
কলৌ গৌরাঙ্গ-রূপেণ লীলালাবণ্য বিগ্রহম্।।" (মার্কণ্ডেয়পুরাণঃ)

"দিবিজা ভূবি জায়ধবং জায়ধবং ভক্তিরূপিণম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতম্।।" (বায়ুপুরাণঃ)

"ভবিষ্যতি কলৌকালে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতিনাং কুলে জন্মগ্রাহকঃ পুরুষোত্তমঃ।।" (বিষ্ণুপুরাণ)

"কলিনা দহ্যমানামুদ্ধারায় তনুভৃতাম্।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতীষু।।" (কুর্ম্মপুরাণঃ)
"করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতিনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ।।" (দেবীপুরাণঃ)
"পুরা গোপাঙ্গনা আসীদিদানীং পুরুষোভবেৎ।
যাভির্যস্মাৎ কলৌ কৃষ্ণ স্তদর্থে পুরুষাঙ্গনাঃ।।" (শিবপুরাণঃ)
"স্বর্ণদী-তীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজকুলে প্রাপ্তে জনিষ্যামি নিজালয়ে।।
ভক্তিযোগ প্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসিরূপমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক্।।" (বৃহৎ বামনপুরাণঃ)
"শান্তমাঃ কম্বুকণ্ঠো গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।" (অগ্নিপুরাণঃ)
"গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে লোকান্ বহন্ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গ-প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ।।"

(নৃসিংহপুরাণঃ)

"অন্যাবতারা বহবঃ সর্ব্ব সাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ-কৃষ্ণাবতারোহপি গূঢ় সন্ন্যাসিরূপধৃক্।।" (জৈমিনীভারতঃ)
"গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ।।" (শ্রীকৃষ্ণ যামলঃ)
"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্।
কালেনষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।।
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভু গৌরহরি র্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে।।"

(অনন্ত সংহিতা)

"অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ।।" (যামলঃ)

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে ।।" (রুদ্রযামল)
"কৃষ্ণাবতারকালে যাস্ত্রিয়ো বা পুরুষাপ্রিয়া।
কলৌ তে অবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম-সুবলাদয়।।"
"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যষ্য গৃহ্নতোহনু যুগংতনুঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।"

(দশম স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাবগবতঃ)

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রীয়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ।।"

(১১শ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতঃ)

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।"
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" (শ্রীভগবতগীতা)
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

(শ্রীভগবতগীতা)

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনী।।"

(বিষ্ণুপুরাণোক্তলক্ষণ)

"শিক্ষাগুরুঃ শচীপুত্রঃ পূর্ণব্রহ্মো ন সংশয়ঃ।।" (বিশ্বসারতন্ত্রঃ)
"সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবঃ সুবর্ণপঞ্চজজ্যোতি। (হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)
"গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে।।"

(সম্মোহন তন্ত্রঃ)

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।"

মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে-পুরাণে শাস্ত্রাদিতে যাহা আছে তাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এক্ষণে তাঁহার সমসাময়িক দেশের গৌরবস্থানীয় মহামহা পণ্ডিত ও মহাজনগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। তৎকালের ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম (৩৯৩ পৃষ্ঠায়) লিখিত শচীসুতাষ্টকশ্লোক দ্বারা করুণাবতার মহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছেন।

দীক্ষার মাহাত্ম্য ও নিত্যতা

বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ।।১।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ক্রমদীপিকা-বচন।

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদিষু।।
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মনং শিবসংস্তুতম্।।২।।

ঐ আগম।

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ।।৩।।
অদীক্ষিতস্য বামোরু! কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ।।৪।।

ঐ আগম।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।৫।।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুযামল-বচন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।৬।।

ঐ তত্ত্বসাগর।

লব্ধমন্ত্রস্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাম্।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা।।৭।।

ঐ আগম।

দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কাহারও পূজায় অধিকার জন্মে না।।১।।

এই সংসারে যেমন উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণদিগের স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার জন্মে না, উপনয়ন হইলে তবে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ দীক্ষা না হইলে কাহারও পূজাদিতে অধিকার জন্মে না, দীক্ষা হইলে তবে অধিকার জন্মে। অতএব আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক ।।২।।

যাহারা বিষ্ণু-দীক্ষা গ্রহণ করে নাই বা বিষ্ণু-পূজা করে না, এ জগতে তাহারাই পশু, তাহাদের জীবন ধারণে কি ফল?।।৩।।

হে সুন্দরি! অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহা বিফল হয় এবং সে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।।৪।।

দিব্যজ্ঞান দেয় ও সম্যক্ প্রকারে পাপ ক্ষয় করে বিলয়া তত্ত্বজ্ঞ গুরুগণ ইহাকে "দীক্ষা" বলিয়া থাকেন।।৫।।

বিধানানুসারে পারদ-সংযোগ-দ্বারা কাংস্য যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ দীক্ষা-বিধান দ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।।৬।।

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাহার অনিষ্ট সাধন করেন।। ৭।।

দীক্ষাকালে বিশেষ-বিধি

সত্তীর্থেঽর্ক-বিধু-গ্রাসে তন্তু-দামন-পার্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাস-নক্ষত্রাদি ন শোধয়েৎ।।
—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত রুদ্রযামল-বচন।

দুর্ল্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্‌যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ।।২।।
ঐ তত্ত্বসাগর।

প্রধান প্রধান তীর্থে, সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণ-কালে শ্রাবণ মাসের পবিত্রারোপণোৎসব দিবসে এবং চৈত্র মাসের দমনকারোপণোৎসব দিবসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ইহাতে মাস নক্ষত্রাদির শোধন করিতে হয় না।।১।।

সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ অতি দুর্ল্লভ, একবার মাত্র তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলে, তিনি যখনই অনুমতি করিবেন তখনই দীক্ষার প্রশস্ত কাল। গ্রামেই হউক, অরণ্যে হউক বা ক্ষেত্রেই হউক, দিবসেই হউক বা রাত্রেই হউক, যখনই গুরুদেব দৈবক্রমে আগমন করেন, তখনই তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে যখন ইচ্ছা তখনই দীক্ষা হইতে পারে। অপিচ সদ্‌গুরুর ইচ্ছা হইলে, তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপ-এ সকল কিছুই দীক্ষার কারণ হয় না অর্থাৎ সদ্‌গুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ।।২।।

দীক্ষায় নিয়ম-গ্রহণ

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত সম্মোহনতন্ত্র, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রোল্লিখিত বচনসমূহ হইতে সংগৃহীত)

স্বীয় মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ করিতে নাই বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই। বৈষ্ণবগণ ও গুরুবর্গের প্রতি পরম ভক্তি করিবে। বিষ্ণু-মন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে, প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে, যেন মৃত্তিকায় পতিত না হয়। যাহারা গুরুদেব, ভগবান ও শাস্ত্রের নিন্দা করে, তাহাদের সহিত সহবাস বা কথোপকথন করিবে না প্রদক্ষিণকালে, গমনকালে, দানকালে, প্রভাতে ও প্রবাসে স্বীয় মন্ত্র বারম্বার বিশেষরূপে, স্মরণ করিবে। মৎস্য ও মাংস, তথা কচ্ছপ ও শূকর ভক্ষণ করিবে না, (এখানে কচ্ছপ ও শূকর এই দুইটী মাংস মধ্যে গণ্য হইলেও, পুনরায় নামোল্লেখের কারণ এই যে, রোগাদির জন্য কখনও মাংস ভোজনের আবশ্যক হইলেও, কচ্ছপ ও শূকর মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবে না)। দেব-গৃহে থুথু ফেলিবে না, হাঁচিবে না বা পাদুকা সহ প্রবেশ করিবে না। গুরুদেব, ভগবান ও শাস্ত্র-নিন্দাকারীর সহিত আলাপ করিবে না। যথাবিধি একাদশী ব্রতাচরণ করিবে। অভীষ্টদেব, নিজ-গুরু, নিজ-মন্ত্র ও নিজ-মালাকে গোপনে রাখিবে।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি গ্রহণ করিতে হইবে—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, ভগবৎ-প্রবোধন, বাদ্যের সহিত আরাত্রিক, বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান, পবিত্র বস্ত্রযুগ-ধারণ, জলে তর্পণাদি দ্বারা অভীষ্টদেবের পূজন, চরণামৃত-সেবন, তুলসী ও মণিমালাদি ভূষা-ধারণ, বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য দূরীকরণ, বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য চন্দন অঙ্গে বিলেপন, ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রাম শিলা ও প্রতিমা সমূহে ইষ্টদেবের

পূজা করা, নির্ম্মাল্য তুলসী ভক্ষণ ও ভূষণ-স্বরূপ মস্তকে ধারণ বিধি-অনুসারে তুলসী চয়ন, পূজাদি কার্য্যে শিখাবন্ধন-করণ, বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণ, শক্তি থাকিলে মহারাজোপচারে হরির পূজা করা, বিষ্ণুভক্তির বিরুদ্ধ না হয় এমন নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য-করণ, ফল-পুষ্পাদি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে নিবেদন নিত্য তুলসী-পূজন, প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক, তিলক-ধারণ, নিত্য ভাগবত-পূজা, প্রত্যহ ত্রিকালে বিষ্ণু-পূজন, প্রত্যহ পুরাণ-শ্রবণ, বিষ্ণুর নিবেদিত বস্ত্রাদি-ধারণ, ভগবানের আজ্ঞাবোধে সমুদায় পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, গুরুর আজ্ঞা-গ্রহণ, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ভক্তি সহকারে নৃত্যগীতাদি, নিত্য নৈবেদ্যার্পণ, সাধুগণের অভ্যর্থনা ও পূজাদিকরণ, নৈবেদ্যশেষ-গ্রহণ, তাম্বূল-শেষ-গ্রহণ, বৈষ্ণবের সঙ্গ-করণ, দশম্যাদি দিনত্রয়ে বিশেষরূপে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা-করণ, একাদশী ব্রতের নিয়ম প্রতিপালন হেতু অসচ্ছন্দ বা অশান্তি বোধ না করা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি মহোৎসব-করণ, দেবালয়াদিতে গমন, সদ্যবস্থানুসারে অষ্টমহাদ্বাদশীর ব্রত-করণ, সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতের প্রতিপালন, গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি-স্থাপন, উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করা, অভক্তের সহিত মিত্রতাদি না করা, উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করা, মন্ত্র ব্যতিরেকে তিলক রচনা ও আচমন না করা, অসৎ শাস্ত্র গ্রহণ না করা, তুচ্ছ সঙ্গ ও তুচ্ছসুখে আসক্তি না করা, মস্য, মাংস সেবা না করা, মাদক ঔষধ সেবন না করা, মসুরডাল ভোজন না করা, অভক্তের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ না করা (ক্ষুৎ-পীড়িত ব্যক্তির উদর ভরণমাত্র অন্নের গ্রহণকে সংগ্রহ বলে), বিষ্ণু-সম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত অন্য ব্রত আচরণ না করা, সামর্থ্য থাকিতে ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করা, শোকাদির বশীভূত না হওয়া, ব্রত করিয়া দ্যূতক্রীড়াদি না

করা, সামর্থ্য থাকিলে ব্রতদিনে ফলাদি ভোজন না করা, একাদশী-ব্রতের দিন শ্রাদ্ধ না করা, দ্বাদশীতে দিবসে নিদ্রা না যাওয়া, দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন না করা, দ্বাদশীতে দিবায় বিষ্ণুকে স্নান না করান, বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ না করা, চরণামৃত পান করিয়া শুদ্ধির জন্য অন্য জল দ্বারা আচমন না করা, কাষ্ঠাসনে বা নিরাসনে উপবেশন করিয়া বাসুদেবের পূজা না করা, পূজাকালে অসৎ আলাপ না করা, গৃহজাত করবীর পুষ্প দ্বারা ও আকন্দ প্রভৃতি নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা না করা, লৌহময় ধূপ-পাত্রাদি ব্যবহার না করা, ভ্রম প্রযুক্তও বক্র তিলক না করা, একহস্তে নমস্কার ও একবার প্রদক্ষিণ না করা, পর্য্যুষিত বা দূষিত অন্নাদি নিবেদন না করা, সংখ্যা ব্যতিরেকে মন্ত্র জপ না করা, শক্তি থাকিতে মুখ্যকালের লোপ ও গৌণকালের পরিগ্রহ না করা, বিষ্ণুর প্রসাদ-গ্রহণে অনাদর না করা।

দীক্ষা— দীক্ষা কাহাকে বলে? তদুত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ ভক্তি সন্দর্ভে (২৮৩ অনুঃ) লিখিয়াছেন—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈঃ।।

যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং পাপসমূহ সম্যক্‌রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। "দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমন্ত্রে ভগবৎ স্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সম্বন্ধ বিশেষজ্ঞানঞ্চ" (ভঃ সঃ)। দিব্যজ্ঞান বলিতে শ্রীমন্ত্রে ভগবৎ স্বরূপজ্ঞান এবং ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ বিশেষ জ্ঞান।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।

দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সমস্ত মন্ত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই প্রধান। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের আবার বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলাভেদে এবং ব্রজে গোপলীলাতে ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য, সেই মাধুর্য্যের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে। সেইজন্য ব্রজলীলার বা ব্রজস্বরূপের মন্ত্রসমূহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সর্ব্বোত্তম।

কেহ কেহ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রকেই দীক্ষা মন্ত্ররূপে গণনা করেন বা প্রদান করেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় কোন দীক্ষা পদ্ধতিতে হরিনাম মহামন্ত্রকে দীক্ষামন্ত্ররূপে গণ্য করা হয় নাই। কারণ যাহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হয় তাহা দীক্ষামন্ত্র হইতে পারে না। দীক্ষামন্ত্র গোপনীয় এবং জপ্য। আর হরিনাম প্রকাশ্যে জপ্য ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও বটে। তবে দীক্ষার পূর্ব্বে কর্ণশুদ্ধি ও চিত্তশোধনের জন্য হরিনাম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা বলা যায় না।

শ্রীগুরুতত্ত্ব

গুরু শব্দের ব্যুৎপত্তি— "গুড়" ধাতু রক্ষার্থে। ড-ঢ য়োঃ র-লয়োরেকত্ব শ্রবণাৎ, উণাদয়ো বহুলঞ্চেতি ব্যাকরণানুশাসনাৎ 'ড়' স্থানে 'র' মন্তব্যঃ। অতো গুরতি রক্ষতি ইতি গুরুঃ। অর্থাৎ যিনি সংসার মহাদাবাগ্নি হইতে রক্ষা করেন তিনি গুরু।

'গু' শব্দোঽন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিবর্ত্তকঃ।
তস্মাদ্ গুরুপদেনাসৌ ভগবানেবাভিধীয়তে।।

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, আর 'রু' শব্দের অর্থ অন্ধকার দূর করা। সেই কারণে 'গুরু' শব্দের দ্বারা ভগবানকেই বোঝান হইয়াছে। জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণ স্বরূপের নাম গুরু।

গুরুসেবা ও গুরুভক্তি

প্রথমঞ্চ গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।। ১।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্মৃতিমহার্ণব-বচন)

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।। ২।।

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

রক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিসজং গুরুম্।
নোপায়ন-করঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ।। ৩।।

ঐ স্মৃতিমার্ণব।

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।। ৪।।

ঐ শ্রীনারদোক্তি।

নোদাহরেৎ গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
স চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি-ভাষণ-চেষ্টিতম্।।
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।। ৫।।

ঐ মনুস্মৃতি।

গুরু-শয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্।
স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।।
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ।। ৬।।

ঐ দেবাগম।

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা।। ৭।।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্র-বচন।

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ।।
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্।। ৮।।

ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশ-নিস্তারো মুনি-সত্তমঃ।। ৯।।
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।
গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ।। ১০।।

ঐ বামনকল্প।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।। ১১।।
আয়াতমগ্রতো গচ্ছেদ্‌গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ।। ১২।।

ঐ শাস্ত্র-বচন।

জৃম্ভা-হাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠ-প্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ।। ১৩।।

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রকীর্ত্ত্যতে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যত্রঃ।। ১৪।।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শাস্ত্র-বচন।

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমূপসং গ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ প্রষ্টব্য দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ।। ১৫।।

শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরু-পুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু।। ১৬।।

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

শ্লোকানুবাদ—

শ্রীভগবান বলেন, অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, নতুবা পূজা নিষ্ফল হয়।। ১।।

শ্রীভগবান্ বলেন— গুরুকে আমা বলিয়াই জানিবে, কদাচ গুরুর অবমাননা করিবে না ও কদাচ মনুষ্য-জ্ঞানে তৎপ্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না, যেহেতু গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।। ২।।

রিক্তহস্তে রাজা, গুরু ও চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং উপায়ন (উপঢৌকন) হস্তে লইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যকে দেখিবে না।। ৩।।

যেখানে যেখানে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সেই সেই স্থানেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে।।৪।।

গুরুদেবের অগোচরেও তাঁহার কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ করিবে না অর্থাৎ ‘ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ’ বা ‘প্রভুপাদ শ্রীল অমুক গোস্বামী মহোদয়’ বলিতে হইবে। কদাচ তাঁহার গতি, স্বর ও চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। গুরুদেবের গুরুদেব সমীপে থাকিলে তৎপ্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবে। গুরুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া নিজ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিবে না।। ৫।।

গুরুদেবের শয্যা, আসন, যান, পাদুকাদ্বয়, পাদপীঠ অর্থাৎ চরণ স্থাপনার্থ আসন, স্নান-বারি ও ছায়া কদাচ লঙ্ঘন করিবে না, গুরুর অগ্রে পৃথক্ পূজা বর্জ্জন করিবে, ‘গুরুদেবের সহিত আমার কোন ভেদ নাই’ এরূপ বাক্য কদাচ বলিবে না।

গুরুদেবের সম্মুখে কাহাকেও দীক্ষা দিবে না, ব্যাখ্যা বর্জ্জন করিবে এবং নিজের প্রভুত্ব প্রদর্শন করিবে না।। ৬।।

মোহ বশতঃও গুরুদেবকে কদাচ কোন বিষয়ে আজ্ঞা করিবে না বা কদাচ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন করিবে না এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।। ৭।।

গুরুদেব তাড়ন বা পীড়ন করিলেও তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবে না এবং তাঁহার অপ্রিয় আচরণও করিবে না। যিনি কায়মনোবাক্যে ধন ও প্রাণ দ্বারা শ্রীগুরুর প্রিয়কার্য্য করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।। ৮।।

হে মুনি-পুঙ্গব ! যে সকল পাপিষ্ঠ নরাধম গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহাদের নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার নাই।।৯।।

যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই হরি। গুরুদেব যাঁহার প্রতি তুষ্ট হন, স্বয়ং হরিও তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন। গুরুর সমান আসনে বা তদপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবেশন করিবে না।। ১০।।

হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সম্যকরূপে যত্ন করিয়া গুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে।। ১১।।

গুরুদেবকে আগমন করিতে দেখিলে তাঁহার সন্মুখে অগ্রসর হইবে ও তিনি গমন করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে। গুরুদেবের সম্মুখে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করিবে না।। ১২।।

গুরুদেবের সমীপে জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই তোলা, হাস্য, উচ্চ বাক্যাদি প্রয়োগ, কণ্ঠ-আচ্ছাদন এবং অঙ্গুলি-আস্ফোটন সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে।। ১৩।।

যেখানে গুরুদেবের দোষ-কীর্ত্তন বা নিন্দা হয়, সেখানে কর্ণ আচ্ছাদন করিবে বা তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিবে।।১৪।।

ব্যত্যস্ত-হস্তে অর্থাৎ হস্তদ্বয় উল্টাপাল্টা করিয়া গুরুদেবের শ্রীচরণদ্বয় ধারণ করতঃ প্রণাম করিবে। স্বীয় বামহস্তে গুরুদেবের বামপদ এবং দক্ষিণহস্তে দক্ষিণ পদ ধারণ করিবে।। ১৫।।

গুরুপুত্র, গুরুপত্নী এবং গুরুদেবের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতিও গুরুবৎ হিতাচরণ করিবে।। ১৬।।

শ্রীগুরুর দ্বাদশ নাম

প্রথমেশ্চ গুরুদেবং দ্বিতীয়ে চৈতন্যপ্রদ।
তৃতীয়ে জ্ঞান দাতা চ চতুর্থে ইষ্ট দেবতা।।
পঞ্চমে শ্রী জ্ঞাতিনাথ ষষ্ঠে পতিতপাবন।
সপ্তমে শ্রী কর্ণধার, মন্ত্রাচার্য্য তথাষ্টমে।।
নবমেতু পরব্রহ্ম দশমে ত্রাণ কারন।
একাদশে দীনবন্ধু দ্বাদশে হরিরীশ্বর।
এতদ্ দ্বাদশ নামাবলীং পঠেৎ শৃনুয়ান্নরঃ।
গুরুদেবো ভবেত্তুষ্টং মন্ত্রসিদ্ধ ভবেধ্রুবম্।।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব মাহাত্ম্য

নিত্যলীলা বিলাসবান্ ব্রজবিহারী ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ সখাগণসহ গোবর্দ্ধনের উত্তরতটে নানারূপ সখ্যরসের খেলায় মত্ত ছিলেন। এমন সময় কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অরিষ্টাসুর বৃহৎ বৃষের আকার ধারণ করতঃ, যাহার স্কন্ধের চূড়া গগন স্পর্শী, পৃথিবীকে কম্পিত করিতেছিল। পদে এবং শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছিল। স্তব্ধনেত্র, গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে গাভী বৎস, সখা, গোপ, গোপীগণকে বিত্রাসিত করিতেছিল। সখাগণ বলে, কানাই কোথা হইতে এই বৃষ এসে আমাদের গাভী বৎস বিতাড়িত করিতেছে। তুই বৃষটিকে তাড়াইয়া দে। কৃষ্ণ বলিল তোমরা ভয়

করো না এই বলে বৃষভাসুরকে তল শব্দে কুপিত করিয়া বলিল আমার সামনে আয় তোকে এখনি যমপুরী পাঠাচ্ছি। বৃষভাসুর ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বজ্রের ন্যায় দ্রুতবেগে শৃঙ্গাঘাতে মারিতে আসে। কৃষ্ণ বাম হাতে ধাক্কা মারায় আঠার পদ দূরে গিয়া পরে যায়। আশ্চয্যান্বিত হয়ে পুনঃ শৃঙ্গাঘাতে মারিতে আসে। ভগবান্ শৃঙ্গ ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিয়া আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল নিষ্কাসিত করার ন্যায় বৃষভাসুরকে নিহত করেন। সখারা বলে ভাল করিয়াছ। আমাদের মারিতে আসিতেছিল।

সখীগণ সহ আলোচিত হইতেছে কৃষ্ণ আজ গোহত্যা করিয়াছে। শ্রীরাধারাণী বলিলেন হে বৃষঘাতিন্! আজ তুমি আমাদের স্পর্শ করিও না, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মূঢ়বুদ্ধিগণ এ যে বৃষরূপী অসুর ছিল, শ্রীরাধা বলিলেন, তথাপি গরু। বৃত্র অসুর হইলেও তাহাকে বধ করায় ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপ লেগেছিল। তোমাকেও গোহত্যার পাপ লেগেছে। কৃষ্ণ বলিলেন সখিগণ! আমি এখানেই সমস্ত তীর্থ আহ্বান করতঃ স্নান করিলে হইবে? ব্রজবালাগণ বলিলেন এখানে সেখানের প্রশ্ন নয়। শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে সমস্ত তীর্থে স্নানের বিধান দিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিলেন তবে আমি এখানে সকল তীর্থকে আহ্বান করিয়া স্নান করিব। এই বলিয়া কৃষ্ণ দক্ষিণ পদের গোড়ালী দিয়ে জোরে ভূমিতে আঘাত করিয়া বলিলেন— ভোগবতী গঙ্গা তুমি এস, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গা প্রবাহিত হন।

যে সকল নদীতে স্নান পান করিলে পবিত্র হয় সেই তীর্থ সমূহকে গোবিন্দ আহ্বান করিলে তারা এসে গোবিন্দ চরণে প্রণত হইয়া শ্রীকুণ্ডে প্রবিষ্ট হয়। চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরমা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণতী, সিন্ধু, শোণনদ, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিযামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী,যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, মানসগঙ্গা এই নদী এবং মহানদী সপ্ত সমুদ্র প্রয়াগরাজ, পুষ্কররাজ আগমন

করিলেন রাত্রি ১২টায়। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের নির্ম্মিত কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ স্নান করিয়া সগৌরবে বলিলেন আমি ত্রিভুবনের তীর্থে স্নান করিয়া পরম পবিত্র। তোমরা কোন তীর্থে স্নান কর নাই। অতএব আমি এখন তোমাদের স্পর্শ করব না। শুনে রাধারাণী সখিদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলিলেন আমরা একটি কুণ্ড করিব। কি রূপে করিবে? পাশে দেখ। সখিরা দেখে বলিল এখানে মাটি নরম কি দিয়ে খনন করা হইবে? হস্তের কঙ্কণ খুলে নাও। কঙ্কণ দ্বারা খনন করিয়া অল্প সময়েই দিব্য একটি কুণ্ড খনন হল। শ্যামকুণ্ডে জল তরঙ্গায়িত, রাধারাণীর কুণ্ডে জল বের হল না। কৃষ্ণ বলিতেছেন— কুণ্ড করিলে জল কোথায় পাবে। আমি আমার কুণ্ডের জল দিব না। রাধারাণী বলিলেন— তোমার কুণ্ডের গোহত্যা পাপ ধৌত জল আমি নিব না। এখনি বনদেবীকে বলিলে হাজার হাজার কলস দিবে। মানসগঙ্গা হইতে পবিত্র জল আনিয়া আমার কুণ্ড পূর্ণ করিব। তখন গোবিন্দ তীর্থগণকে বলিলেন- রাধারাণীর কৃপা না পাইলে ব্রজবাস সফল হইবে না। রাধারাণীর কৃপা না হইলে গোবিন্দকে লাভ করা যায় না। (ভগবান্ নারদকে বলিয়াছে- যদি তোমার প্রেমভক্তিতে শ্রদ্ধা থাকে এবং যদি আমার কৃপা পেতে চাও তবে প্রেমের সহিত রাধারাণীর আরাধনা কর।) তীর্থগণকে এইকথা বলিলে তীর্থগণ কর যোড়ে বৃষভানুনন্দিনীর স্তুতি করেন—

মুনীন্দ্রবৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোকহারিণি,
প্রসন্ন বক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসিনি।
ব্রজেন্দ্রভানুনন্দিনি ব্রজেন্দ্রসূনুসঙ্গতে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষ ভাজনম্।। ১

....মখেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি স্বধেশ্বরি সুরেশ্বরি ত্রিবেদ ভারতীশ্বরি প্রমাণ শাসনেশ্বরি। রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদ কাননেশ্বরি ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোঽস্তুতে।।

তীর্থগণের স্তুতিতে করুণাময়ী বৃষভানুনন্দিনী সন্তুষ্ট হয়ে বলিলেন-

তোমরা কি চাও? তীর্থগণ বলিলেন— "তুমি যদি একবার, কর দেবী অঙ্গীকার, করুণা কটাক্ষ কর দান। তব কুণ্ডে বাস করি, তোমাদের লীলা হেরি, তৃষ্ণাতরু হয় ফলবান।।" আমরা তোমার কুণ্ডে অবস্থান করিতে চাই। রাধারাণী গোবিন্দ পানে কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন- আগমন কর। শ্রবণ করে স্থাবর জঙ্গম আনন্দে রাধারাণীর জয়গান করিলেন।

কৃষ্ণ তখন শ্রীরাধারাণীকে বলিলেন- তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড হইতে মহিমাতে অধিক। তোমার কুণ্ডে আমি প্রত্যহ স্নান ও জলবিহার করিব।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাকুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা।।

রাধারাণী যেমন গোবিন্দের প্রিয়া। তার কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয়। সকল গোপীগণের মধ্যে রাধারাণী কৃষ্ণের অতীব প্রিয়া।

কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করে শ্রীরাধারাণী বলিলেন- আমিও সব সখীগণসঙ্গে তোমার কুণ্ডে নিত্যস্নান করিব। তোমার কুণ্ডতীরবাসী আমার প্রিয়পাত্র হইবেন।

সেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জল কেলি করে তীরে রাস রঙ্গে।। (চৈঃ চঃ)
এই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধাসম প্রেম কৃষ্ণ করে দান।।
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা।।

কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীকুণ্ডযুগল প্রকট হন। তাই সেই দিন লাখ লাখ লোক এসে স্নান পূজা করিয়া মনোবাসনা পূরণ করেন।

স্বয়ং আচরণ করিয়া জীব জগতকে শিক্ষা দানের জন্য প্রেম পুরুষোত্তম অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্র হইয়াও বৃন্দাবনে লীলাস্থলী দর্শনান্তে আরিট গ্রামে (শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বনাম) আসিয়া তমালবৃক্ষের নিচে বসিয়া ছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮)—

"আরিটে রাধাকুণ্ড বার্ত্তাপুছে লোকস্থানে। কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।। তীর্থলুপ্ত জানি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান। দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান।।" শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তুতি করিলেন। "কুণ্ডের মৃত্তিকা লৈয়া তিলক করিল। ভট্টাচার্য্য দ্বারে মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল।"

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী কেবল ২/৩ পল মাঠা পেয়ে ভজন করিতেন। কুণ্ডযুগল ক্ষুদ্রাকারে বিরাজিত ছিল। ভক্তিরত্নাকরে— "অকস্মাৎ রঘুনাথের মনে এই হৈল। কুণ্ডদ্বয় জলেপূর্ণ হৈলে হইত ভাল।" মনে হওয়ায় লজ্জিত। ভক্তমনে যে হয় তা নাহয় অন্যথা। কৃষ্ণ করেন পূর্ণ ভক্ত মনকথা।।"

কোন ধনাঢ্য ভক্ত বদ্রীনারায়ণ ভগবানের চরণে বহু অর্থদান করেন, স্বপ্নে বদ্রীনারায়ণ ভগবান বলেন— তোমার অর্থ আমি পেলাম, অর্থ নিয়ে বৃন্দাবনে আরিট গ্রামে রঘুনাথ দাসগোস্বামী ভজন করিতেছেন তাঁকেকুণ্ড খননের জন্য দাও। তিনি অর্থ নিবেন না, আমার আদেশ বলিয়া স্মরণ করাইয়া দিবে। তখন সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি আরিট গ্রামে (রাধাকুণ্ডে) এসে দাসগোস্বামীর চরণে প্রণত হইয়া সব কথা বলিলেন। প্রভুর যদি ইচ্ছা তবে পঙ্কোদ্ধার কর। রাধাকুণ্ড খননের পর শ্যামকুণ্ড খনন কালে কুণ্ডতীরে পুরাতন নিম্নবৃক্ষকে কাল ছেদন করিব মনে হওয়ায় স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথ! বৃক্ষরূপে মোরা পঞ্চ ভ্রাতা আছি। প্রাতঃকালে রঘুনাথদাস গোস্বামী একবৃক্ষে পঞ্চবৃক্ষ দর্শন করিয়া ছেদন করিতে নিষেধ করিলেন। এইজন্য শ্যামের মত শ্যামকুণ্ডও বাঁকা হইয়া গেল। সেই স্থানের নাম পঞ্চপাণ্ডব ঘেরা হইয়াছে। "নির্ম্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়। দেখি রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয়।"

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রম্

মধু-মধুর-নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিত-কুসুম-সুবাসাঃ কল্প-কর্পূরভূষা।

সুবল-সখমুপেতা দূতিকা-ন্যস্ত-হস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ১।।
স্মর-গৃহমবিশন্তী বাম্যতো ধাম গন্তুং
শরণিমনুসরন্তী তেন সংরুধ্য তূর্ণম্।
বল-সবলিত-কাক্বা লম্বিতান্তঃস্মিতাক্ষী
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমান্দয় ত্বং।। ২।।
মুদির-রুচির-বক্ষ্যস্যুন্নতে মাধবস্য
স্থিরচর-বর-বিদ্যুদ্‌বল্লিবন্মল্লি-তল্পে।
ললিত-কনক-যূথী-মালিকাবচ্চ ভান্তী
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৩।।
স্মর-বিলসিত-তল্পে জল্পলীলামনল্পাং
ক্রমকৃতি-পরিহীনাং বিভ্রতী তেন সার্দ্ধং।
মিথ ইব পরিরম্ভারম্ভ-বৃত্ত্যেক-বর্ত্মা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৪।।
প্রমদ-মদন-যুদ্ধ-শ্রান্তিতঃ কান্ত-কৃষ্ণ-
প্রচুর-সুখদ-বক্ষঃ-স্ফার-তল্পে স্বপন্তী।
রস-মুদিত-বিশাখা-জীবিতাদ্ধা-সমৃদ্ধা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৫।।
অপি বত সুরতান্তে প্রৌঢ়ি-সৌভাগ্য-দৃপ্যৎ-
প্রণয়-ধৃত-সুসখ্যোন্মাদ-মত্তোরু-গর্ব্বৈঃ।
দর-গদিত-মুকুন্দাকল্পিতাকল্প-তল্পা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৬।।
স্মর-দয়িত-নিকুঞ্জ-প্রাঙ্গণে ব্যবহাস্যাং

ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৭।।
ক্বচন চ দর-দোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণ-জাতাৎ
সপদি বিহিত-মানা মৌনিনী তত্র তেন।
প্রকটিত-পটু-চাটু-প্রার্থ্যমান-প্রসাদা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৮।।
পিতুরিহ বৃষভানোর্ভাগ্যভঙ্গী বকারেঃ
প্রণয়-বিপিন-ভৃঙ্গী সঙ্গিনী তস্য দেবি !।
নিজগণ-কুমুদালেঃ কৌমুদী হা কৃপাব্ধে!
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ৯।।
নিরবধি-গুণসিন্ধৌ ! ভদ্রসেনাদি-বন্ধো !
নিরুপম-গুণবৃন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মৌলে ।।
অতি-কদন-সমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপাদ্রে !
ক্ষণমপি মম রাধে ! নেত্রমানন্দয় ত্বম্।। ১০।।
নটয়তি রুচি-নান্দীমুন্নয়ন্ সূত্রধার-
প্রবর ইব রসজ্ঞা-নর্ত্তকীং রঙ্গরূপে।
রসবতি দশকেঽস্মিন্ প্রেমপূরাভিধে যঃ
স সপদি লভতে তৎ-দ্বন্দ্বরত্ন-প্রসাদম্।। ১১।।

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসরস্বতী স্তোত্রম্

শ্রীনারদ উবাচ।

নবার্কবিম্বদ্যুতিমুদ্গলজজ্বলং তাটঙ্ককেয়ূরকিরীট কঙ্কণাম্।
স্ফুরৎক্বণন্নুপুররাব রঞ্জিতাং নমামি কোটীন্দুমুখীং সরস্বতীম্।।১।।
বন্দে সদাহং কলহংস উদ্গতে চলৎপদে চঞ্চল চঞ্চু সম্পুটে।
নির্ধৌত মুক্তাফলহার সঞ্চয়ং সন্ধারয়ন্তীং সুভগাং সরস্বতীম্।।২।।

বরাভয়ং পুস্তকবল্লকীযুতং পরং দধানাং বিমলে করদ্বয়ে।
নমাম্যহং ত্বাং শুভদাং সরস্বতীং জগন্ময়ীং ব্রহ্মময়ীং মনোহরাম্।।৩
তরঙ্গিত-ক্ষৌমসিতাম্বরে পরে দেহি স্বরজ্ঞানমতীব মঙ্গলে।
যেনাদ্বিতীয়ো হি ভবেয়মক্ষরে সর্ব্বোপরি স্যাং পররাগমণ্ডলে।।৪।।

শ্রীভগবানুবাচ।

স্তোত্রং জাড্যাপহং দিব্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
নারদোক্তং সরস্বত্যাঃ স বিদ্যাবান্ ভবেদিহ।। ৫।।

ইতি শ্রীগর্গসংহিত্যোক্তং শ্রীসরস্বতী স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীসরস্বত্যাঃ প্রণাম পুষ্পাঞ্জলিশ্চ।

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।।

অনেন মন্ত্রেণ বারত্রয়ং পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা প্রণামং কুর্য্যাৎ

প্রণামযথা- সরস্বত্যৈ নমোনিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।

শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ

শ্রীইন্দ্র উবাচ।

নমস্তেঽস্তু মহামায়ে। শ্রীপীঠে সুরপূজিতে ?।
শঙখচক্রগদাহস্তে ! মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ১।।
নমস্তে গরুড়ারূঢ়ে! কোলাসুর ভয়ঙ্করি !।
সর্ব্বপাপ হরে দেবি ! মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ২।।
সর্ব্বজ্ঞে ! সর্ব্ববরদে সর্ব্বদুষ্টভয়ঙ্করি ! ।
সর্ব্বদুঃখহরে দেবি ! মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ৩।।
সিদ্ধিবৃদ্ধি প্রদে ! দেবি । ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী।

মন্ত্রমূর্ত্তে! সদা দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ৪।।
আদ্যান্তরহিতে দেবি ! আদ্যাশক্তি মহেশ্বরি।
যোগজ্ঞে! যোগসম্ভূতে ! মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।।৫।।
স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তি ! মহোদরে ! ।
মহাপাপহরে ! দেবি। মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ৬।।
পদ্মাসনস্থিতে ! দেবি ! পরব্রহ্মস্বরূপিণী।
পরমেশি ! জগন্মাতঃ ! মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ৭।।
শ্বেতাম্বরধরে দেবি ! নানালঙ্কারভূষিতে !।
জগৎস্থিতে ! জগন্মাতঃ ! মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।। ৮।।
মহালক্ষ্ম্যষ্টকং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিমান্নরঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি সর্ব্বদা।। ৯।।

ইতি শ্রীইন্দ্রোক্তং শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অথ শ্রীগুরু কবচম্

একদা নৈমিষারণ্যে ভৃগুণা সহ শৌনকঃ।
কৃষ্ণপ্রেম রসোপেতঃ প্রপ্রচ্ছ ব্যাস শসিতঃ।।
শ্রীগুরু কবচমস্য মতিসোখ্যং পরাৎপরম্।
অদ্য মে শ্রোতুমিচ্ছামি বদ পৌরাণিকোত্তমঃ।।

শ্রীসুতোবাচ

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্।
কৃষ্ণেণ নারদায়পি কৃপয়া কথিতং পুরা।।
গীতং ব্যাসায় শিষ্যায় নারদেন মহাত্মনা।
ব্যাসেন কথিতং গুহ্যং তত্ত্বামদ্য বদাম্যহম্।।
নারদোঽস্য ঋষিপ্রোক্তা অনুষ্টুপছন্দ উচ্যতে।
দেবোগুরুঃ সমিদ্ব্যর্থে বিনিয়োগঃ উদাহৃতঃ।।

গুরুপাতু মনোমেবৈমস্তকং জ্ঞান দীপক।
ইষ্টদেবঃ সদা পাতু সর্ব্বাঙ্গমপি শৌনকঃ।।
গুং গুরবে তথা স্বাহা পাতুনিত্যং ষড়ক্ষরী।
শ্রীং গুঁমিত্যেক ভগবত গুরবে বহ্নি বল্লভা।।
দশার্ণ মন্ত্র রাজস্য সর্ব্বকার্য্যেষু রক্ষতু।
কমলা কাম কৃষ্ণায় গুরুবে পাবক প্রীয়া।।
সর্ব্বদাবতু সর্ব্বতু মন্ত্ররত্ন দশাক্ষরী।
কাম স্ববীজং গুরবে তদন্তে কৃষ্ণ তেজসে।।
স্বাহা চ দ্বাদশার্ন্নায় মেপাতু সর্ব্বদা।
রমা স্ববীজং কন্দর্প চতুর্থ্যন্ত বসু বসপ্রীয়া।।
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্র ইন্দ্রিয়ানি সদাবতু।
শোভা স্বকীয়ে সম্বোধনান্ত বহ্নে প্রিয়া তথা।।
নাভিং রক্ষতু গোবিন্দো গুরুমাং সর্ব্বতোঽবতু।
মন্ত্রচিন্তা মনো পাতু কণ্ঠং কৃষ্ণ স্বরূপকঃ।।
সদা ঊর্দ্ধতঃ পাতু মামেব গুরুং বৈষ্ণবঃ।
গুরু কৃষ্ণঃ পাতু নিত্যং জনং মাং দশদিক্ষুচ।।
ইতি তে কথিতং স্নেহাৎ কবচং কৃষ্ণ রূপীনম্।
যঃ পঠেৎ গুরুভক্তস্য লভেদ্বৃন্দাবনালয়ম্।।
জীবনে দেবতুল্যহি ত্রৈলক্য বিজয়ি ভবেৎ।
যং যং কামং কাময়তে তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।।
ন শৈবায় য শক্তায় ন সৌরায় ন মলিনে।
অবৈষ্ণবায় দোগায় গান পত্যায় ন দাতব্যম্।।
গুরু কৃষ্ণাত্মনোপ্যেতদগুাত্বা যো ভজেৎ পুমান্।
যুগায়তু কৃত ক্লেশাৎ কৃষ্ণ লাভো ন জায়তে।।

ইতি শ্রীবৃহদ্ব্রহ্ম পুরাণে সুত-শৌনক সংবাদে শ্রীগুরু কবচং সম্পূর্ণম্।।

শ্রীশ্রীঅক্ষয় কবচম্

দেব দেব জগন্নাথ সৃষ্টি স্থিতি সংহারক।
অক্ষয়ং কবচং নাম কথয়স্ব ময়ি প্রভো।।
যচ্ছ্রুত্বা কর্ণবীরশ্চ ত্রৈলোক্য বিজয়ী বিভুঃ।
তদেব কথ্যতাং নাথ কৃপয়া মে প্রকাশয়।।
শৃণু পুত্র মুনি শ্রেষ্ঠ কবচং ব্রহ্ম রূপকম্।
অক্ষয়ং কবচস্যাস্য নারদ ঋষি রনুষ্টুপ ছন্দঃ।।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা অক্ষয় কবচ পাঠে বিনিয়োগ।
ওঁ শ্রীধরো মে শিরঃ পাতু কর্ণৌ মে মধুসূদনঃ।।
ভালং বিশ্বধরঃ পাতু দৃশো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
নাসিকে পাতু গোবিন্দো মুখঞ্চ গরুড়ধ্বজঃ।।
কণ্ঠং পাতু জগন্নাথ বাহূ মে বসুদেবজঃ।
বক্ষঃ পাতু সদা বিষ্ণুঃ স্তনৌ পাতু জনার্দ্দনঃ।।
হৃদয়ং পাতু মে কৃষ্ণো নাভিঞ্চ দ্বারকাপতিঃ।
মধ্যদেশং হৃষীকেশো নিতম্বং কেশবস্তথা।।
জঙ্ঘে পীতাম্বরঃ পাতু পাতু জানুনী কেশিহা হরিঃ।
চরণৌ যাদবঃ পাতু পাতু কৃষ্ণোঽখিলং বপু।।
যঃ ইদং ধারয়েদ্বাপি যঃ পঠেৎ নিয়তঃ শুচি।
দক্ষিণে পুরুষো বামে যোষিদ্বা ধারয়েদ্ যদি।।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ ডাকিনী যোগিনী তথা।
নাস্তি তেষাং ভয়ঞ্চৈব গ্রহাদীনামপি ক্রমাৎ।।
অরণ্যে দুর্গমে বাপি দাবাগ্নি পরিবারিতে।
শত্রু সৈন্যান্তরে বাপি নরো মুচ্যতে সঙ্কটাৎ।।
মৃতবৎসা চ যা নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ।
জীববৎসা বহুপত্যা কবচস্য চ ধারণাৎ।।

জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুষ্পা বহু পুত্রবতী ভবেৎ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।।
যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যুতে চ জয় সাধনম্।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ যদি।।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ।
অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি পুত্রদারাদিভিঃ সহ।।
নাধিকারো যমস্যাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

ইতি শ্রীশ্রীঅক্ষয়কবচং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসূর্য্যকবচম্

শ্রীশিব উবাচ।

সূর্য্যস্য কবচং দেবি! শ্রুয়তাং প্রাণবল্লভে।
রোগমাত্রক্ষয়ো যস্মাৎ কবচাৎ সিদ্ধিরাশয়ঃ।।

ওঁ অস্য শ্রীসূর্য্যকবচস্য কর্ণঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দো দিনেশো দেবতা, দিনেশকবচপাঠে বিনিযোগঃ।

ওঁ আদিত্যো মে মুখং পাতু শিরঃ পাতু দিবাকরঃ।
বাহুপাতু তমোহন্তা হৃদয়ং পাতু ভাস্করঃ।।
পাদৌ পাতু মহাবীজং লিঙ্গং পাতু বিধুর্মম।
উদরং পাতু হ্রীং বীজং মায়াশক্তি স্তথাক্ষিণী।।
ঘৃণিঃ সূর্য্যোহি মন্ত্রো মে রক্ষাং কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বতঃ।
চণ্ডবীজং প্রচণ্ডঞ্চ নমোহন্তং পাতু মে যশঃ।।
ইন্দ্রবীজং ধরাবীজং বীজং বারুণমেব চ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে রক্ষাং কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বতঃ।
কামবাণী রমাশ্যামা নমোহন্তং সূর্য্য এব চ।
রক্ষাং করোতু মে দেবঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।।
ইত্যেতৎ কবচং দেবি! সূর্য্যস্য প্রিয়কারকম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং সাক্ষাৎ সর্ব্বরোগপ্রণাশনম্।।

রবিবারে শতাবৃত্তিং সংক্রান্ত্যাং সপ্তমীতীথৌ।
জবাপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য সদ্যোরোগাৎ প্রমুচ্যতে।।
ধারয়েদ্দক্ষিণে হস্তে তস্য রোগো ন জায়তে।

ইতি শ্রীসূর্য্যকবচং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়-কবচম্

ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায়।

অথ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রঃ। ওঁ জুঁ সঃ ইতি মন্ত্রম্ অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা জপং সমর্প্য কবচং পঠেৎ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ওঁ ভগবান্ দেবদেবেশ দেবতানাং প্রপূজিতঃ।
সর্ব্বং মে কথিতং দেব কবচং ন প্রকাশিতম্।। ১।।
মৃত্যুরক্ষাকরং দেব সর্ব্বাশুভবিনাশনম্।
কথয়স্বাদ্য মে নাথ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি।। ২।।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

অস্য শ্রীমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রকবচস্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা সাধকাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

ওঁ শিরো মে সর্ব্বদা পাতু মৃত্যুঞ্জয়ঃ সদাশিবঃ।
ত্রিরক্ষরস্বরূপো মে বদনঞ্চ মহেশ্বরঃ।। ৩।।
পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু।
মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা আয়ু রক্ষতু মে সদা।। ৪।।
বিল্বমূলসমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ।
সদা মে সর্ব্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণরূপধৃক্।। ৫।।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো রুদ্রঃ কুক্ষৌ মে পরিরক্ষতু।
ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্ব্বদা।। ৬।।
চিন্তামণির্বীজপুরে অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ।
সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কঃ।। ৭।।

ত্রিরক্ষরঃ স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ।
মার্ত্তণ্ডো ভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু।। ৮।।
ওঁ জুঁ সঃ মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ।
উর্দ্ধমুর্দ্ধনি ঈশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা।। ৯।।
দক্ষিণস্যাং মহাদেবো রক্ষেন্মে গিরিনায়কঃ।
অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পুর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু।। ১০।।
বামদেবঃ পশ্চিমায়াং সদা মে পরিরক্ষতু।
উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতঃ স্বরূপধৃক্।। ১১।।
ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে তু যঃ পঠেৎ শিব সন্নিধৌ।
সোঽভীষ্টফলামাপ্নুয়াৎ কবচস্য প্রসাদতঃ।। ১২।।
কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্।। ১৩।।
যোগিনীভূতবেতালাঃ প্রেত কুষ্মাণ্ডপন্নগাঃ।
ন তস্য হিংসাং কুর্ব্বন্তি পুত্রবৎ পালয়েৎ সদা।। ১৪।।
পঠিত্বাভ্যর্চ্চয়েদ্ দেবি যথাবিধিপুরঃসরম্।
লক্ষঞ্চ মূলমন্ত্রস্য পুরশ্চরণমুচ্যতে।। ১৫।।
তদ্ধারণে মহাদেবি মৃত্যুরোগবিনাশনম্।
এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাং গতিমবাপ্নুয়াৎ।। ১৬।।
ইতি জ্ঞাতং মহাদেবি তস্য বক্ত্রেস্থিতং সদা।
কবচস্য প্রসাদেন মৃত্যোর্মুক্তো ভবেন্নরঃ।। ১৭।।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে।
তব স্নেহান্মহাদেবি কথিতং কবচং শুভম্।। ১৮।।
ন দেয়ং কস্যচিদ্ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।

ইতি ক্রীড়োড্ডীশমহাতন্ত্ররাজে শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচং সমাপ্তম্।

।। গ্রন্থ সমাপ্ত।। জয় গৌর হরি ।। জয় শ্রীরাধে ।।